BOILOVERS.COM

মাসুদ রানা

জাপানি টাইকুন

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

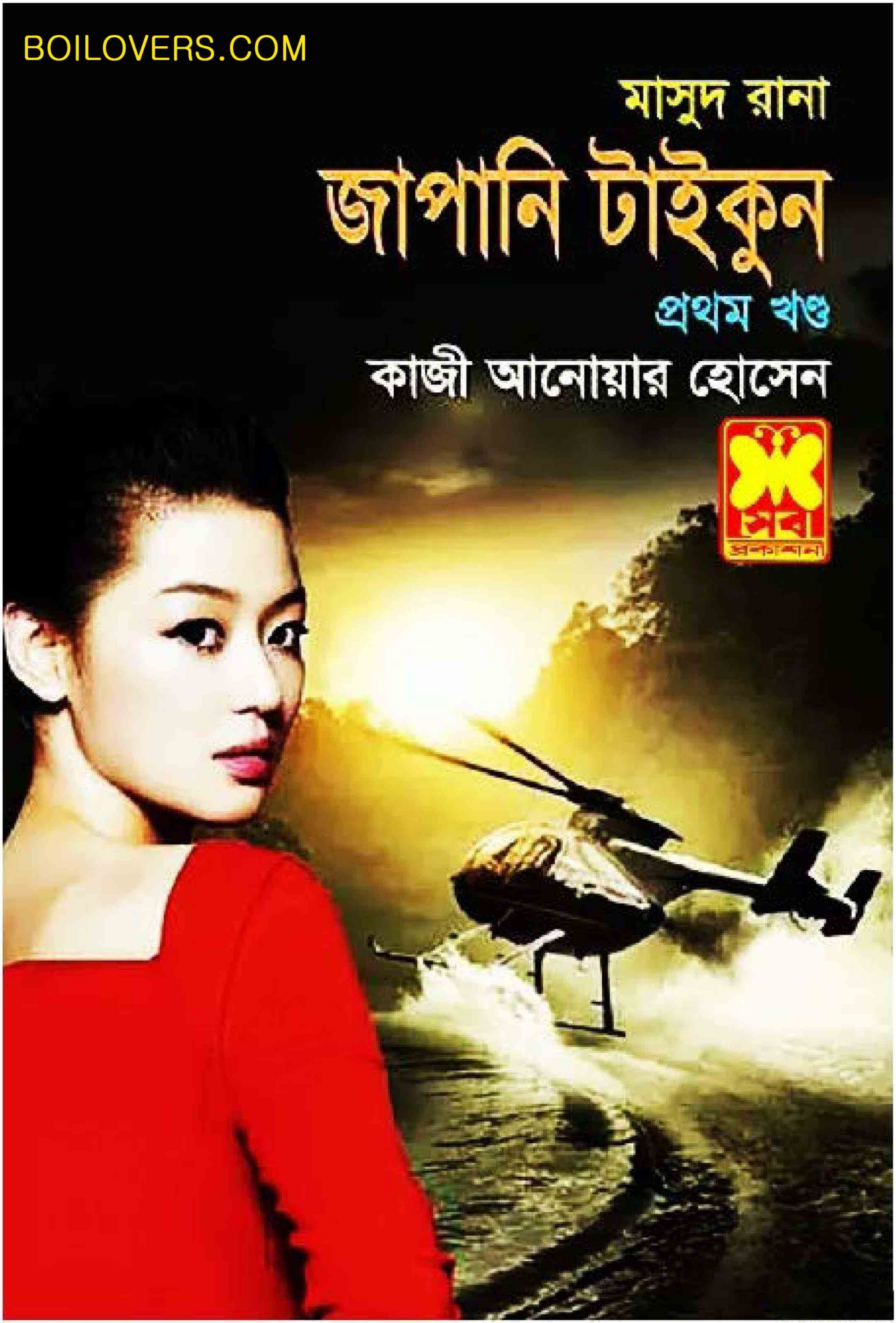

সবা প্রকাশনা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

রচনা বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি ও বক্স ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-436
JAPANI TYCOON
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

পঁচানব্বই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনও ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

দুহুয়ো অকশন হাউস। প্যারিস, ফ্রান্স।

কারুকাজ করা রোস্টামের উপরে ঠকাস করে নেমে এল নিলাম-পরিচালকের হাতুড়ি। 'সোল্ড! সাতচল্লিশ হাজার ফ্রাঁ-র বিনিময়ে বিডার নাম্বার একশো আটাশ পেলেন আইটেমটা!'

মেঝে থেকে সামান্য উঁচু একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, পাশে রয়েছে সুন্দরী তরুণী অ্যাসিসটেন্ট—উঁচু করে ধরে রেখেছে একটা প্রাচীন বই। মঞ্চের একপাশে ডিজিটাল বোর্ডে ভেসে উঠছে প্রতিটি বিডের এক্সচেঞ্জ রেট। বইটা যে প্রায় সাত হাজার ডলার দিয়ে কিনে নেয়া হয়েছে, তা জানতে পারছে সবাই... কিন্তু জানতে পারছে না ক্রেতার পরিচয়। অকশন হাউসেরই এক কর্মচারী প্লেস করেছে বিডটা, অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির হয়ে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ-ধরনের নিলাম অনুষ্ঠানে অনেকের পক্ষেই অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না—হয় ব্যস্ততার কারণে, কিংবা গোপনীয়তা রক্ষার জন্য। কমিশনের বিনিময়ে অকশন হাউসের লোকেরা তাদের প্রক্সি হিসেবে নিলামে অংশ নেয়। এ-ধরনের বেশ ক'জন প্রতিনিধি বসে আছে জুরি-বক্সের মত একটা তিনদিক-ঘেরা বুথে—প্রত্যেকের সামনে রয়েছে একটা করে টেলিফোন ও ইন্টারনেট কানেকশন-সহ কম্পিউটার। বুথটাকে বাদ দিলে বাকি

হলঘরের পুরোটা জুড়ে রয়েছে গদিমোড়া সারি সারি চেয়ার—সশরীরে যে-সব ক্রেতা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের বসবার জন্য।

প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নিলাম চলছে আজ—তিনদিন-ব্যাপী বিশেষ নিলামের প্রথম দিন, আয়োজন করেছে নামকরা এক অ্যান্টিক লাইব্রেরি। আজকের স্টকে রাখা হয়েছে শিল্প-বিপ্লবের সময়কার বিভিন্ন বই ও নথিপত্র... দিনের শিরোনাম রাখা হয়েছে: *প্যাট্রিয়ার্কস্ অভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এইজ।* আগামীকাল বিক্রি করা হবে রেনেসাঁ পিরিয়ডের বিভিন্ন আইটেম—ওগুলোই নিলামের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। প্রাচীন কয়েক কপি বাইবেল আর লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির স্বহস্তে লেখা একটা খাতা থাকবে ওতে, আশা করা হচ্ছে জিনিসগুলো কয়েক মিলিয়ন ডলারে বিকোবে।

পরবর্তী আইটেমটা মঞ্চে ওঠানোর আগে সামান্য বিরতি পড়ল নিলামে। হলঘর ভরে গেল আগ্রহী ক্রেতাদের গুঞ্জনে। ভেজা জুতোর মচমচ আওয়াজটা চাপা দেবার জন্য এই সময়টাই বেছে নিল মাসুদ রানা। সহজ পদক্ষেপে ঢুকে পড়ল হলঘরে। বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দিল না। অবশ্য দোষটা ওর নয়। অসময়ের বৃষ্টিতে আক্রান্ত হয়েছে প্যারিস। অফিস থেকে বেরুবার সময়ও আকাশ পরিষ্কার ছিল, ছাতা বা রেইনকোটের প্রয়োজন বোধ করেনি ও। কিন্তু মাঝপথেই নামল তুমুল বর্ষণ। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে অকশন হাউসে ঢুকতে ঢুকতেই ভিজে গেছে জামা-জুতো। রিসেপশনে ওভারকোটটা রেখে এসেছে, কিন্তু জুতো তো আর রেখে আসা যায় না!

নতুন একটা বই নিয়ে এসেছে তরুণী মেয়েটা, প্রজেক্টরের সাহায্যে মঞ্চের পিছনের স্ক্রিনে ওটার ছবি ভেসে উঠল। গুঞ্জন থামিয়ে ওদিকে মনোযোগ দিল ক্রেতারা। ফাঁকা একটা চেয়ার

বেছে নিয়ে বসে পড়ল রানা। মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হলো নিলাম-পরিচালক দুভাঁ-র সঙ্গে, ওকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসল সে, মাথা ঝোঁকাল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে ফের শুরু করল তার সেলসম্যানসুলভ ভাষণ।

রানার পুরনো বন্ধু এই অগাস্ত দুভাঁ। নুমার উপদেষ্টা ও রানার আরেক বন্ধু সাগর-বিশারদ বিউ মরটনের সূত্রে তার সঙ্গে পরিচয়। দুভাঁর মাধ্যমেই ইয়োরোপ থেকে বেশিরভাগ পুরনো বইপত্র সংগ্রহ করে মরটন। কয়েক দফায় রানাকেও বেশ কিছু বই ও আর্টিফ্যাক্ট জোগাড় করে দিয়েছে সে। মাঝে একবার মস্ত বিপদে পড়েছিল দুভাঁ, কিডন্যাপ হয়ে গিয়েছিল তার এক বাচ্চা, তখন রানাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করে তাকে। সেই থেকে দু'জনের মধ্যকার সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে আরও, রানার জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে সে।

বন্ধুত্বের খাতিরে আজ রানাকে আসতে হয়েছে দুহুয়ো অকশন হাউসে—এক বন্ধুর অনুরোধে আরেক বন্ধুর কাছে। রানার কলেজ জীবনের বন্ধু আলী হায়দার, বর্তমানে নামকরা আর্কিয়োলজিস্ট, অনেকদিন থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকার পানামায় একটা এক্সপিডিশন চালাচ্ছে—খুঁজে বেড়াচ্ছে ইনকা সাম্রাজ্যের লুকানো গুপ্তধন। সেই এক্সপিডিশনের জন্য প্রাচীন কিছু বই আর জার্নালের প্রয়োজন, রানাকে অনুরোধ করেছিল জোগাড় করে দেবার জন্য, রানাও কথাটা জানিয়ে রেখেছিল দুভাঁকে। অবশেষে তেমন একটা জার্নালের খোঁজ পাওয়া গেছে—গুদাঁ দু লিপিনে নামে আঠারো শতকের এক ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারের ব্যক্তিগত ডায়েরি ওটা। পানামা খাল খননের ব্যর্থ ফরাসি প্রজেক্টের একজন ডিজাইনার ছিলেন ইনি। ওই এলাকা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন ভদ্রলোক, সার্ভে করেছিলেন কয়েক হাজার বর্গমাইল। হায়দারের ধারণা, তাঁর ডায়েরিতে ওর

অনুসন্ধানে সহায়ক হবার মত প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে। আজ ডায়েরিটা নিলামে উঠবে—এ-খবর রানাকে দিয়েছে দুভাঁ। কাকতালীয়ভাবে রানাও এই সময়টাতেই প্যারিসে এসেছে ফ্রান্সে ওর ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির একটা নতুন শাখা খুলবার কাজ নিয়ে। খবর পেয়ে নিজেই চলে এসেছে নিলাম থেকে ওটা কিনে নেবে বলে।

রিসেপশন থেকে একটা ক্যাটালগ গুঁজে দেয়া হয়েছে হাতে, চেয়ারে হেলান দিয়ে তাতে চোখ বোলাল রানা। চকিতে পর্দায় চোখ বুলিয়ে লট নম্বর দেখে নিল। নিলামের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছে, তাতে সমস্যা নেই। ও যেটার জন্য এসেছে, সেটার সিরিয়াল আরও অনেক পরে। এ-মুহূর্তে বিখ্যাত ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ দু লিসপস্-এর একটা ব্যক্তিগত ডায়েরি ওঠানো হয়েছে মঞ্চে। মিশরের সুয়েজ ক্যানাল তৈরি করেছিলেন এই ভদ্রলোক, এরপর ১৮৭৯ সালে হাতে নিয়েছিলেন পানামা খাল তৈরির দায়িত্ব। সেন্ট্রাল আমেরিকায় সুয়েজের মত সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইনভেস্টরদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন বিশাল অঙ্কের অর্থ, কিন্তু কয়েক বছরের প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে তেইশ হাজার শ্রমিকের মৃত্যু আর পুরো ফ্রান্সের অর্থনীতিকে টালমাটাল করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি তিনি শেষ পর্যন্ত।

ডায়েরিটা আজকের নিলামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইটেমগুলোর একটি। আশা করা হচ্ছে বিশ হাজার ডলার দাম উঠবে ওটার—দুভাঁর কাছে তেমনটাই শুনেছে রানা। ক্যাটালগ বন্ধ করে সামনে মনোযোগ দিল ও। চোখ বোলাল অন্যান্য বিডারদের উপর। সবার ভিতরে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ লক্ষ করল, কিন্তু তার কারণটা বুঝতে পারল না।

'বাষট্টি নম্বর আইটেম,' গমগমে গলায় লটের পরিচিতি

দিতে শুরু করেছে দুভাঁ। 'একশো সত্তর পৃষ্ঠার একটি ব্যক্তিগত জার্নাল—মালিক ফার্দিনান্দ দু লিসপস্। পানামা প্রজেক্টের সময়ে তাঁর স্বহস্তে লেখা দিনপঞ্জি। মেরুন রঙের চামড়ায় মোড়া খাতাটা চমৎকার কণ্ডিশনে পাচ্ছেন আপনারা...' একে একে ডায়েরির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে গেল সে। তার কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিছনের পর্দায় ভেসে উঠল ওটার বিভিন্ন পৃষ্ঠার ছবি। সবশেষে বলল, 'পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ থেকে বিডিং শুরু করব আমরা। আছেন কেউ?'

একশো আটাশ নম্বর বিডারের প্রক্সি সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া করে উঠল বাকিরা, হলঘর ভরে গেল গুঞ্জনে। খানিক বাদেই তাদের ক্ষোভের কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। শুরু থেকেই নিলামে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে অচেনা ওই বিডার। প্রতিটা আইটেম কিনে নিচ্ছে অস্বাভাবিক দাম হেঁকে। তার পাগলামির সঙ্গে পেরে উঠছে না কেউ, বসে থাকতে হচ্ছে খালি হাতে। লোকে খেপবে না কেন! রানার চোখের সামনেই মাত্র এক মিনিটের ভিতরে ডায়েরিটার দাম ত্রিশ হাজার ডলারে উঠে গেল, স্রেফ লোকটার একরোখামির কারণে। এরপরেও লেগে রইল কয়েকজন—সম্ভবত খেপে গিয়ে জিনিসটার দাম বাড়িয়ে চলেছে তারা... কিনতে না পারুক, রহস্যময় বিডারের পকেট থেকে যতটা পারে টাকা খসিয়ে মনের জ্বালা মেটাতে চায়। বিড পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছুনোর পর প্রক্সিকেও বিব্রত হতে দেখা গেল, প্রাক্কলিত মূল্যের আড়াই গুণ হেঁকে নিজেই বোধহয় লজ্জিত।

শেষ পর্যন্ত রইল মাত্র দু'জন—রহস্যময় বিডার আর টেক্সাসের এক তেল-ব্যবসায়ী। মাঝবয়েসী টেক্সানকে চেনে রানা, বছরখানেক আগে আমেরিকার আরেকটা নিলামে দেখা হয়েছিল। স্রেফ টাকার কুমির নয়, লোকটা পড়াশোনাও করে।

লিসপসের জার্নালটা কিনতে চাইছে সত্যিকার বইপ্রেমী হিসেবে। কিন্তু বিড যখন পঁচাত্তর হাজারে পৌঁছুল, হতাশায় মাথা নাড়তে বাধ্য হলো... এই পাগলামি চালিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। ক্ষান্ত দিল সে।

'সোল্ড!' হাতুড়ি ঠুকে ঘোষণা করল দুভাঁ। কিন্তু বড় ধরনের বেচাকেনার পর যে-ধরনের উত্তেজনা দেখা যায় দর্শকদের মাঝে, তার ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা গেল না কারও মাঝে। একশো আটাশ নম্বর বিডারের প্রক্সি মাথা নিচু করে ফেলল, ক্রুদ্ধ ক্রেতাদের দৃষ্টি এড়াতে চায়।

'বিশ মিনিটের বিরতি নেব আমরা,' সবার উদ্দেশে বলল দুভাঁ। 'বাইরের ফয়েই-এ শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনারা আমন্ত্রিত।'

ভিড়ের সঙ্গে মিশে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। ট্রে নিয়ে ওয়েইট্রেস এগিয়ে এলে একটা গ্লাস তুলে নিল, তারপর চলে গেল ফয়েই-র একপাশে। অপেক্ষা করতে থাকল দুভাঁর জন্য। খানিক পরেই উদয় হলো সে, কিন্তু রানার কাছে আসার আগে সৌজন্য বিনিময়ের জন্য থামল পূর্ব-পরিচিত ক্রেতাদের সামনে। কিছু মনে করল না রানা, কাজটা দুভাঁর পেশার অংশ... নামী-দামি লোকজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয় তাকে। সব ছেড়েছুড়ে ওর কাছে ছুটে আসবে, এমনটা আশা করা অন্যায়। শ্যাম্পেনে অলস ভঙ্গিতে চুমুক দিতে থাকল ও।

মিনিট পাঁচেক পর দুভাঁকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। সামনে এসে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'সরি, *মঁন দিউঁ*, তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।' রানার চেয়ে ইঞ্চিদুয়েক লম্বা সে, নাদুসনুদুস। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চেহারা হাসিখুশি।

'আমি কিছু মনে করিনি,' হালকা গলায় বলল রানা। 'আমার

অফিসে গেলে তোমাকেও ওয়েইটিং রুমে অপেক্ষা করতে হতো।'

হেসে ফেলল দুভাঁ। 'তোমার সেন্স অভ হিউমার দেখছি আগের মতই আছে। কেমন আছ?'

'ভাল।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। দিন দিন বয়স যেন কমছে তোমার! এমন ফিট থাকবার রহস্যটা কী?'

'তোমার বউয়ের মত পাকা কোনও রাঁধুনিকে বিয়ে না করা,' বলল রানা। 'ওর রান্না খেয়ে খেয়ে তো দেখছি শরীরটা গোলআলু বানিয়ে ফেলছ!'

'আর তুমি কার রান্না খাও?'

'নিজের। রান্নার কিচ্ছু জানি না আমি, কাজেই দু'চামচের বেশি মুখে তোলা যায় না। ফিট থাকবার রহস্য ওটাই—অল্প আহার!'

আবারও হাসল দুভাঁ। 'নাহ্! তোমার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না।'

'এখানে হচ্ছেটা কী?' প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'সবাইকে বেশ খ্যাপা মনে হলো?'

'হবে না কেন? কেউ যদি একাই নিলামের সব আইটেম কিনে নেয়...'

'প্রক্সিকে দেখলাম। আসল লোকটা কে?'

'জনৈক জাপানি ধনকুবের। পরিচয় জানি না। ছোটখাট একটা রহস্য বলতে পারো তাকে। কেন যেন লোকটা পানামা ক্যানালের ব্যাপারে আগ্রহী। অকশনের আগেই সমস্ত আইটেম গোপনে কিনে নেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি। তাই এখানে হানা দিয়েছে। অবস্থা তো দেখেছ... ক্যানালের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্ক থাকলেই প্রতিটা আইটেম কিনে নিচ্ছে

আকাশছোঁয়া দামে। আমার রেগুলার ক্লায়েন্টরা কিচ্ছু পাচ্ছে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে আজ খালি হাতেই ফিরতে হবে সবাইকে।'

শঙ্কার ছায়া পড়ল রানার চেহারায়। লিপিনে-র ডায়েরিটাও পানামা ক্যানালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ওটার দিকেও হাত বাড়াবে না তো ওই রহস্যময় বিডার?

'আরে, আরে, তুমি আবার দুশ্চিন্তা করছ কেন?' তাড়াতাড়ি বলল দুভাঁ। 'আমি আমার কথা রাখব—লিপিনে-র জার্নালটা তুমিই পাচ্ছ। আর কেউ ওতে হাত দিতে পারবে না।'

'ধন্যবাদ, দুভাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি চাই না তুমি নিয়ম ভেঙে আমার জন্য কিছু করো।'

'আমি কোনও নিয়ম ভাঙছি না,' বলল দুভাঁ। 'অকশনের প্রতিটা আইটেমের রিজার্ভ প্রাইস আছে, বাছাই করা কিছু আইটেমের ক্ষেত্রে ওই দামে সরাসরি বিক্রি করার অধিকারও রাখি আমি। তা ছাড়া লিপিনে-র জার্নালটা এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইটেম নয়, রিজার্ভ প্রাইসে বিক্রি করলে অকশন হাউস বা মূল মালিক মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তাই আজকের প্রসিডিংস শুরু হবার আগেই আমি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, ওটা নিলামে উঠছে না। এখন তুমি রিজার্ভ প্রাইসটা মিটিয়ে দিলেই ওটার মালিক হতে পারো।'

'অ্যামাউন্টটা কত?'

'বেশি না। চার হাজার ডলার।'

'সত্যি?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কমিয়ে বলছ না তো?'

'কমিয়ে বলব কেন? আসলেই চার হাজার ডলার।' হলঘরের ভিতর থেকে ঘণ্টা বেজে ওঠায় ঘাড় ফেরাল দুভাঁ। 'আমাকে এবার যেতে হয়, রানা। নিলামের পরে দেখা করে ডায়েরিটা নিয়ে যেয়ো।'

'কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব...'

'ও কিছু না,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল দুভাঁ। 'তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুশিই হই। আসি তা হলে।'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল সে। পকেট থেকে নিজের সেলফোন বের করল রানা। স্মৃতি থেকে একটা নাম্বার ডায়াল করল। ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ হয়ে কানেকশন পেতে পুরো এক মিনিট লেগে গেল। দু'বার রিং হবার পর কলটা রিসিভ করা হলো।

'হোলা?' শোনা গেল নারীকণ্ঠ।

'হাই, কারমেন! রানা বলছি।'

'ওঅট আ প্লেয্যাণ্ট সারপ্রাইজ, রানা!' ল্যাটিন উচ্চারণে বলল মেয়েটি। 'কোথায় তুমি?'

কারমেন কপোলা পানামার মেয়ে, আলী হায়দারের স্ত্রী। মাসছয়েক হলো বিয়ে হয়েছে ওদের। এক্সপিডিশনে গিয়েই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে হায়দারের, ফলাফল প্রেম-পরিণয়। ইমেইলে পাঠানো ছবিতে মেয়েটাকে দেখেছে রানা, এখন পর্যন্ত সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়নি, তবে টেলিফোনে আলাপের সূত্রে ভাল সখ্য গড়ে উঠেছে।

'আমি প্যারিসে,' বলল রানা। 'হায়দার কি আছে আশপাশে? ওর জন্য একটা সুসংবাদ আছে।'

'না, রানা। ও এখন দারিয়েন প্রভিন্সে... এল্ রিয়ালের দক্ষিণে।' একটু বিরক্তি ঝরল কারমেনের গলায়। এক্সপিডিশনের কাজে প্রায়ই বাইরে থাকে হায়দার, সেটা ওর পছন্দ নয়। 'আবারও ওই নদীর ধারে গেছে। গত তিন সপ্তাহে ওর চেহারা দেখিনি আমি।'

'যোগাযোগ করতে পারবে ওর সঙ্গে?'

'তা পারব। বলতে গেলে রোজই রেডিওতে কথা হয়। আজও ঘণ্টাখানেক পরে হবে।'

'ওকে বোলো, লিপিনে-র জার্নালটা আমি পেয়ে গেছি। কালই ওটা পাঠিয়ে দেব ওর কাছে।'

'তা-ই?' বলল কারমেন, খুব একটা উচ্ছ্বসিত মনে হলো না কণ্ঠটা। 'পাঠিয়ে দেবে? নিজে আসবে না? হায়দার তো কবে থেকেই বলছে!'

'আমি আসলে খুব ব্যস্ত, কারমেন,' বলল রানা। 'হাতে একদম সময় নেই। কথা দিচ্ছি, ছুটি পেলেই বেড়াতে আসব...'

'এ-কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেল। যেদিন সত্যি সত্যি আসবে, সেদিন বিশ্বাস করব। আসলে... আমার তো আর কিছু না, তোমার বন্ধুই পাগল হয়ে উঠেছে তোমাকে আনার জন্য। শেষবার যখন কথা হলো, ওকে বেশ উত্তেজিত মনে হয়েছে। বলল তোমাকে দেখাবার মত কী নাকি পেয়েছে। আমাকে বলে দিয়েছে, তুমি ফোন করলে যেন কথাটা বলি।'

'তা-ই? ও চাইছে আমি ওর এক্সপিডিশন এরিয়ায় যাই?'

'হ্যাঁ। আমাকে বলেছে তুমি এলে নিয়ে যেতে। জায়গাটা আমার চেনা। হায়দার কী নিয়ে দিনরাত খাটছে, দেখতে চাইলে চলে এসো।'

'কৌতূহল যে হচ্ছে না, তা বলব না। কিন্তু পানামায় বেড়াতে যাবার মত সময় সত্যিই হাতে নেই।'

'কিছু মনে করছি না। শাপে বর হয়েছে। দারিয়েন প্রভিন্স ভাল জায়গা না। ওখানে না গেলেই ভাল।'

'কেন? সমস্যা কী?'

'কলাম্বিয়ায় অ্যান্টি-ড্রাগ অপারেশন জোরেশোরে শুরু হয়েছে, তাই ড্রাগ কার্টেলের খুনে-বদমাশেরা সীমান্ত পেরিয়ে ওখানে ঘাঁটি গেড়েছে বলে শুনেছি। ওই এলাকায় হায়দারের

পড়ে থাকাটা এ-কারণেই পছন্দ নয় আমার।'

'ওর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিপদ-আপদ দেখা দিলে মোকাবেলা করতে পারবে?'

'এই রে, তোমাকে বোধহয় দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলাম,' লজ্জিত গলায় বলল কারমেন। 'হায়দারকে নিয়ে ভেবো না। অনেকদিন থেকে ওখানে কাজ করছে, ভাল অ্যারেঞ্জমেন্ট না থাকলে নিশ্চয়ই তা পারত না? রিল্যাক্স। রাখি, কেমন? যোগাযোগ রেখো।'

লাইন কেটে দিল কারমেন। রানা ফিরে গেল হলঘরে। দুভাঁ আবারও শুরু করেছে নিলামের কার্যক্রম। দর্শকের ভূমিকা নেয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই, তা-ই নিল রানা। অলস চোখে প্রত্যক্ষ করল নিলাম। এমনিতে নিস্তেজভাবে চলল কেনাকাটা, কিন্তু পানামা সংক্রান্ত কোনও ডকুমেন্ট মঞ্চে উঠলেই সরব হয়ে উঠল একশো আটাশ নম্বর বিডারের প্রক্সি। দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম দিয়ে কিনে নিল প্রতিটা আইটেম। ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা—কে এই রহস্যময় ক্রেতা? পানামার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তার? মন খুঁতখুঁত করতে থাকল ওর।

চারদিকে নজর বোলাল রানা। বুথে বসা প্রক্সি ছাড়া রহস্যময় ক্রেতাটি আর কোনও লোক পাঠিয়েছে কি না, বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু ভিড়ের মাঝে ওরিয়েন্টাল চেহারার কাউকে দেখা গেল না। এশিয়ান বলতে ও একা। তাই বলে ইয়োরোপিয়ান বা আমেরিকানদের মাঝে কেউ যে তার প্রতিনিধিত্ব করছে না কে বলবে!

সন্ধ্যা ছ'টা বাজার খানিক পরে শেষ হলো নিলাম। সবার সঙ্গে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। রিসেপশনের কাছে ছোট এক জটলার মধ্যমণি অবস্থায় পাওয়া গেল দুভাঁকে, হাত মিলিয়ে বিদায় জানাচ্ছে সবাইকে। গুস্তাফ আইফেলের একটা ড্রয়িং

বাড়াবাড়ি দামে কিনে নিয়েছে বিডার নাম্বার একশো আটাশ, ফলে কপাল খুলে গেছে ওর বন্ধুটির। যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে লটারি জিতেছে—ঝলমল করছে চেহারা।

ওকে দেখতে পেয়ে খুশি খুশি গলায় বলল, 'এসো, রানা। কী একটা দিন গেল, তাই না? রীতিমত রেকর্ড সেল হয়েছে আজ। অথচ নিলামের মেইন আইটেমগুলো এখনও তোলাই হয়নি মঞ্চে!'

'তা তো বটেই,' স্বীকার করল রানা।

'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই,' পাশে দাঁড়ানো সুট-বুট পরা এক লোকের দিকে ইশারা করল দুভাঁ। 'এ হলো ফিলিপ অঁবিন—আমার চিফ অভ সিকিউরিটি। ফিলিপ, এ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানা। এর কথা আগেই বলেছি তোমাকে।'

'নাইস টু মিট ইউ, মি. রানা,' হাত বাড়িয়ে দিল অঁবিন। মাঝারি উচ্চতা, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। নিখুঁতভাবে ক্ষৌরি করা রুক্ষ চেহারা। মাথার চুল ছেঁটেছে আর্মি সার্জেন্টের মত করে। 'আপনার সম্পর্কে আরও আগেই শুনেছি আমি। সিকিউরিটি সেক্টরে রানা এজেন্সির কথা কে না জানে!'

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট,' করমর্দন করল রানা। দুভাঁর দিকে তাকাল। 'ওই জাপানি টাইকুন তো দেখছি তোমার কপাল খুলে দিয়েছে, হে!'

'ঠিকই বলেছ,' হাসল দুভাঁ। 'ভাগ চাও? চলো, আজ ডিনার করবে আমার সঙ্গে। যা চাইবে, তা-ই খাওয়াব।'

'ওটা নাহয় পাওনা থাকুক। আজ আমি খুবই ক্লান্ত। হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ব ভাবছি।'

'উঠেছ কোথায়? ক্রিলনে?'

'উঁহুঁ, জায়গা পাইনি। লেফট ব্যাঙ্কের আরেকটা হোটেলে উঠতে হয়েছে।'

'ভাল?'

'কাজ চলে যায়। আমি অল্পতেই সন্তুষ্ট।'

'মাফ করবেন, মসিয়ো দুভাঁ,' বলে উঠল অঁবিন। 'লিপিনে জার্নালটা কি নিয়ে আসব মি. রানার জন্য? আপনার সঙ্গে জরুরি একটা ব্যাপারে আলোচনাও করা দরকার... ওই যে, আপনাকে যেটার কথা বলেছিলাম।'

ক্ষণিকের জন্য যেন একটা কালো ছায়া পড়ল দুভাঁর চেহারায়, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল সে। তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিপিনে জার্নাল... ওটা নিয়ে এসো।'

ভুরু কোঁচকাল রানা, কথাটা একটু জোরেই বলেছে ওর বন্ধুটি। আশপাশে এখনও রয়েছে নিলামে-আগত লোকেরা, সবাই এখনও বেরোয়নি। নির্ঘাত শুনতে পেয়েছে দুভাঁর কণ্ঠ।

'ওভাবে বলা কি উচিত হলো?' জিজ্ঞেস করল ও। 'জার্নালটা বিক্রি হবে না বলে জানিয়েছ... অথচ এখন দিয়ে দিচ্ছ আমাকে। লোকে সেটা জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবে না?'

'ওফ্‌ফো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে,' বলল দুভাঁ। 'আসলে... অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম।'

'কোনও সমস্যা?'

'না, না... তোমাকে বলবার মত কিছু না। ছোট্ট একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার। এই তো, ফিলিপ এসে গেছে।'

ব্রাউন পেপারে মোড়ানো একটা প্যাকেট রানার হাতে তুলে দিল অঁবিন। টাক্সিডো পরা এক অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে রিসেপশনে রাখা নিজের ব্রিফকেসটা চাইল রানা, তারপর পকেট থেকে বের করল চেক বুক। জার্নালের দামের অঙ্কটা বসিয়ে সই করল, তারপর তুলে দিল দুভাঁর হাতে।

'ধন্যবাদ,' বলে ওটা পকেটে গুঁজল নিলাম-পরিচালক।

র‍্যাপিং খুলে জার্নালটা দেখে নিল রানা। চামড়ার মলাট

লাগানো মোটাসোটা একটা ডায়েরি। চাপা উত্তেজনা অনুভব করল ও—জিনিসটা হায়দারের কাজে তো লাগবেই, তারচেয়েও বড় কথা, নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা ব্রিলিয়ান্ট এক ইঞ্জিনিয়ারের মনের কথা জানা যাবে এ-থেকে। ধীরে ধীরে কয়েকটা পাতা উল্টাল রানা, আবছা হয়ে আসা কালিতে গুটি গুটি হরফে লেখা প্রতিটি পৃষ্ঠা। কয়েক লাইন পড়ল ও, মনে মনে অনুবাদ করল ফরাসি শব্দগুলো। মোটামুটি সহজ ভাষাতেই লেখা। ডিকশনারির সাহায্য না নিয়েও কয়েক ঘণ্টায় পড়ে ফেলা যাবে। ডায়েরিটা ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে ফেলল ও। পরে পড়বে।

'আসি তা হলে।'

হাত মেলাল দুভাঁ। 'আগামীকাল দেখা করতে পারবে?'

'সরি,' বলল রানা। 'সকালে একটা জরুরি মিটিং আছে। বিকেলের ফ্লাইটে দেশে ফিরছি—হেড অফিস থেকে তলব করা হয়েছে।'

'জার্নালটা দেশে নিয়ে যাচ্ছ?'

'নাহ্। ওটা স্পেশাল কুরিয়ারে পানামায় পাঠিয়ে দেব।'

'আমার পরিচিত ভাল লোক আছে,' বলল দুভাঁ। 'চাও তো ব্যবস্থাটা আমিই করে দিতে পারি।'

'না, না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এমনিতেই অনেক করেছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল দুভাঁ। 'বেশ, তোমার যা মর্জি।' ঘড়ি দেখল। 'এবার যেতে হয়। বিদায়। সাবধানে থেকো।' শেষ অংশটা ঠিক কথার কথা নয়, অন্তত রানার তেমনই মনে হলো। বন্ধুর চোখে কীসের যেন ছায়া!

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল রানা। 'হঠাৎ সাবধানতার কথা বললে কেন?'

'না, না, তেমন কিছু না,' তাড়াতাড়ি বলল দুভাঁ। 'দিনকাল

খারাপ তো! তোমার পেশাটাও তো বিপজ্জনক।'

শ্রাগ করল রানা। 'আমি সবসময়েই সতর্ক।'

বন্ধুর সঙ্গে আরেক দফা হাত মিলিয়ে অকশন হাউস থেকে বেরিয়ে এল ও। বাইরে তখনও অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। একছুটে পার্কিং লটে চলে গেল রানা, উঠে বসল নিজের সিত্রোঁ সেডানে। ইঞ্জিন চালু করবার আগে রুমাল বের করে মুছে নিল মাথা আর ভেজা মুখ-হাত। অভ্যাসবশত নজর বোলাল বাইরে। ছাতা মাথায় ফিলিপ অঁবিনকে পলকের জন্য দেখতে পেল, লটের এক প্রান্তের আরেকটা গাড়িতে উঠে গেল লোকটা। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। রানাও ইগনিশনে চাবি ঢোকাল।

সন্ধ্যাবেলার রাশ আওয়ার শুরু হয়েছে, তার ওপর তুমুল বর্ষণ... চেষ্টা করেও ত্রিশের উপরে স্পিড তোলা গেল না। যানজটের মাঝ দিয়ে ঢিমেতালে এগিয়ে চলল রানার সিত্রোঁ, গন্তব্য লেফট ব্যাঙ্কের দঁফো-খুশহো হোটেল। ইল্ দে লা সিত্ পেরুনোর সময় চোখে পড়ল নটরডেম ক্যাথেড্রাল—ফ্লাডলাইটের কল্যাণে আলোকিত হয়ে আছে, আলোর প্রতিফলনে ঝলমল করছে ভেজা দেয়ালগুলো। ব্রিজ পেরিয়ে লেফট ব্যাঙ্কে পৌঁছুনোর পর ক্লান্তি অনুভব করল ও, যানজটের ভিতরে অন্য গাড়ির সঙ্গে ঘষা এড়াবার জন্য অতিমাত্রায় সতর্ক ভঙ্গিতে ড্রাইভ করতে হচ্ছে ওকে—ব্যাপারটা নার্ভের জন্য পীড়াদায়ক। স্টর্ম ড্রেনের উপচে ওঠা পানিতে তলিয়ে গেছে বেশ কিছু রাস্তা, সেগুলো এড়াবার জন্য এগোতেও হচ্ছে ঘুরপথে। বৃষ্টির অঝোর ধারার সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে উঠছে না উইণ্ডশিল্ডের ওয়াইপারদুটো, অনেকটা অনুমানের ভিত্তিতে রাস্তা খুঁজে নিতে হচ্ছে; পথ হারালেও অবাক হবার কিছু নেই। কোন্‌দিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে, ঠিকমত ঠাহর করতে পারছে না রানা।

আবছাভাবে খানিক পরে প্রাচীন একটা অবজারভেটরি দেখতে পেল ও, সপ্তদশ শতাব্দীর নির্মাণশৈলী। পরিচিত মনে হলো জায়গাটা, ফরাসি সিনেটের অধিবেশন-ভবন... *লুক্সেমবার্গ প্যালেস*-এর পাশে রয়েছে এমন একটা অবজারভেটরি। সে-জায়গাই কি না দেখার জন্য সিটের উপর একটু ঘুরল রানা, আর তখুনি চোখ ধাঁধিয়ে গেল পিছনের উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে ছুটে আসা একজোড়া হেডলাইটের আলোকরশ্মিতে। একটা ট্রাক... সোজা ছুটে আসছে রানার গাড়ির দিকে!

প্রতিক্রিয়ার কোনও সুযোগ পেল না রানা, দড়াম করে সিত্রোঁর পিছনে আঘাত হানল ট্রাক। রিয়ার-এণ্ড তুবড়ে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সেডানের পশ্চাৎদেশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিত্রোঁ—ভচকে গেল ওটাও। কপাল ভাল এয়ারব্যাগ ডেপ্লয় হয়েছে, স্টিয়ারিং আর ড্যাশবোর্ডের উপর মুখ থুবড়ে পড়েনি রানা, কিন্তু ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য চলৎশক্তি হারাল।

আবছাভাবে চারদিকে চিৎকার আর হৈচৈ শুনতে পেল ও। একটু পরেই দড়াম করে খুলে গেল প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা, গাড়ির ভিতরে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢুকিয়ে দিল একজন মানুষ। কিন্তু রানাকে সাহায্য করল না সে, হাতড়াতে শুরু করল গাড়ির মেঝে। আচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকাল রানা—রোগা-পাতলা এক তরুণ, বিশ-বাইশের বেশি হবে না বয়স; মাথা কামানো, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট... হাবভাবে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট বলে মনে হচ্ছে। যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল শীঘ্রি, সিটের তলা থেকে বের করে আনল রানার ব্রিফকেস—ঝাঁকিতে ওটা নীচে পড়ে গিয়েছিল।

'অ্যাই, কী হচ্ছে?' গর্জে উঠল রানা।

ঝট্ করে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ছেলেটা।

বের করে আনল একটা পিস্তল। 'খবরদার!' ফরাসি ভাষায় হিসিয়ে উঠল সে। 'নড়বে না!'

হুমকিটাকে মোটেই পাত্তা দিল না রানা, এক দেখাতেই বুঝে ফেলেছে, ছোকরা একেবারেই আনাড়ি। বিদ্যুৎবেগে হাত নাড়ল ও, সর্বশক্তিতে থাবড়া মারল প্রতিপক্ষের হাতে। যা ভেবেছিল তা-ই ঘটল, ছোকরার মুঠো থেকে খসে পড়ল পিস্তল। ভড়কে গেল সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে। ব্রিফকেস নিয়ে দৌড় লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

সিটবেল্ট খুলতে গিয়ে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর রানাও নামল গাড়ি থেকে। ধাওয়া করল তরুণকে। 'অ্যাই, থামো!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

কে শোনে কার কথা, ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে পাগলের মত ছুটছে ছেলেটা। রানাও পিছু নিল। রাস্তা ছেড়ে সাইডওয়াকে উঠে পড়েছে ছেলেটা, বৃষ্টির কারণে ওখানে পথচারী নেই বললেই চলে, নির্বিঘ্নে ছুট লাগাতে পারছে। কিন্তু তাকে এত সহজে পালাতে দেবে না রানা, ব্রিফকেসের ভিতরে মহামূল্যবান লিপিনে জার্নালটা রয়েছে, শরীরের ব্যথা-বেদনা উপেক্ষা করে গোঁয়ারের মত ছুটছে ও-ও।

প্রতি কদমে কমে আসছে দু'জনের মধ্যকার দূরত্ব। সামনের রাস্তার ক্রস-সেকশন যখন মাত্র পনেরো গজ দূরে, ঠিক তখুনি ব্রেক কষে একটা মার্সিডিজ থমকে দাঁড়াল রাস্তার কোণে। ঝট্ করে খুলে গেল পিছনের দরজা... ছেলেটাকে তুলে নেবার জন্য। চমকে উঠল রানা, ছিঁচকে এক ছিনতাইকারী কি না মার্সিডিজে চেপে পালাতে চাইছে! ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় মোটেই।

গাড়িটা দেখতে পেয়েই ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল তরুণ। কাছে গিয়ে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলবে বলে ভাবছিল রানা, তা বুঝি আর সম্ভব হলো না। হতাশায় দমে যেতে বসেছিল মন,

কিন্তু আচমকা বদলে গেল পরিস্থিতি। চারদিক ভেসে আসা গাড়ির হর্ন আর বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা শব্দ। অভিজ্ঞ কানে সেটা চিনতে অসুবিধে হলো না রানার।

গুলির শব্দ!

ছুটন্ত অবস্থাতেই হুমড়ি খেলো তরুণ ছিনতাইকারী, ধড়াম করে আছড়ে পড়ল সাইডওয়াকের উপর। হাত থেকে ছুটে গেল ব্রিফকেস। উপুড় হয়ে পড়া দেহটার তলা থেকে বেরিয়ে এল রক্তের ধারা, বৃষ্টির পানিতে মিশে ফিকে হয়ে গেল, গড়াচ্ছে ড্রেনের দিকে।

দুই

সচেতনভাবে নয়, স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে ডাইভ দিল রানা। একই সঙ্গে হাতে বেরিয়ে এসেছে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা নাইন মিলিমিটার সিগ-সাওয়ার পিস্তলটা। সাইডওয়াকে শরীর মিশিয়ে দিয়ে মুখ তুলল ও, ঝটিতি জরিপ করে নিল পরিস্থিতি। নিস্পন্দ ভঙ্গিতে দশ ফুট দূরে পড়ে আছে তরুণ ছিনতাইকারী, বুকের বামপাশে বড়সড় একটা একজিট উণ্ড... ভারী ক্যালিবারের বুলেট শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। ডানদিক থেকে এসেছে গুলিটা—স্নাইপার শট! কিন্তু কে করল?

ক্রল করে লাশটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, ধরে ফেলল পেভমেন্টের উপর পড়ে থাকা ব্রিফকেসটার হাতল। আর তখুনি

সশব্দে খুলে গেল মার্সিডিজের সামনের দরজাটাও। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় গাড়ি থেকে নেমে এল তিনজন অস্ত্রধারী লোক। পরনে ফিটফাট পোশাক, একজন ওরিয়েন্টাল এশিয়ান, বাকি দু'জন ইয়োরোপীয়। প্রমাদ গুনল রানা, নিহত ছিনতাইকারীর মত অ্যামেচার নয় এরা, নড়াচড়ার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, পাক্কা প্রফেশনাল। কাভার দেবার ভঙ্গিতে দু'জন দু'দিকে ঘুরে গেল, অন্যজন অস্ত্র তাক করে এগোতে শুরু করল রানার দিকে।

অযথা বীরত্ব দেখাবার কোনও মানে হয় না, সশস্ত্র তিনজন প্রফেশনাল খুনির সঙ্গে খোলা ময়দানে লড়াইয়ে নামাটা বোকামির নামান্তর। তা ছাড়া আশপাশে অনেক নিরীহ মানুষ রয়েছে, লড়াই বাধলে তাদের প্রাণহানির সমূহ সম্ভাবনা। এরই মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে, যানজটে আটকে থাকা গাড়িগুলো থেকে ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে ভয়ার্ত চালকেরা, সামনের গাড়িগুলোকে যেন শব্দের ঠেলাতেই উড়িয়ে ফেলবে, যাতে ফাঁকা রাস্তা ধরে বিপজ্জনক এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। পরিবেশটা যুদ্ধ বাধাবার জন্য মোটেই আদর্শ নয়।

নিতান্ত অনন্যোপায় না হলে খুনোখুনিতে জড়াতে চায় না রানা, তাই পিস্তল তুলে অগ্রসরমান খুনির মাথার উপর দিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ল। ডাইভ দিল লোকটা, তার দুই সঙ্গীও রিফ্লেক্সের বশে লাফ দিয়ে সরে গেছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করল রানা, ব্রিফকেসটা মুঠোয় নিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল; ছুট লাগাল সবচেয়ে কাছের বিল্ডিংটা লক্ষ্য করে। পিছন থেকে গুলি করল খুনিরা, কিন্তু তুমুল বৃষ্টির মাঝে ছুটন্ত নিশানায় লক্ষ্যভেদ করা সহজ নয়, ওর পাশ দিয়ে চলে গেল গুলিগুলো।

ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় পুরনো বিল্ডিংটার সামনে পৌঁছে গেল রানা। ওভারঅল পরা এক ওয়ার্কার দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে, হাতে চাবির গোছা, বোধহয় দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল,

গোলমাল লক্ষ করে স্থির হয়ে গেছে। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে একপাশে সরিয়ে দিল রানা, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙের আবছায়া অভ্যন্তরে।

দৌড়ের উপর থাকলেও চিন্তা-ভাবনা ঠিকমতই কাজ করছে ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, যা ঘটছে তা সাধারণ কোনও চুরি-ডাকাতির ঘটনা নয়। সুপরিকল্পিতভাবে ওর কাছ থেকে লিপিনে জার্নালটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে এরা। ওর গাড়ির পিছনে ট্রাকের আচমকা গুঁতো, পরমুহূর্তে ছিনতাইকারীর আবির্ভাব, আর সবশেষে মার্সিডিজে চেপে তিন খুনির আগমন... এসব সেই সাক্ষ্যই দেয়। নাটের গুরু নিশ্চয়ই সেই জাপানি টাইকুন। লোকটা হঠাৎ এমন পাগল হয়ে উঠল কেন? আরেকটা ব্যাপার দুর্বোধ্য—কে খুন করল ছিনতাইকারী ছেলেটাকে? হামলাকারীদের কেউ নয়, নিজের দলের লোককে অযথা খুন করবে না ওরা, অন্তত ব্রিফকেসটা হাতে পাবার আগে নয়। নিশ্চয়ই তৃতীয় কোনও পক্ষ জড়িত আছে এর সঙ্গে।

এখুনি এ-নিয়ে মাথা গরম করবার কোনও মানে হয় না, খুনিরা চলে আসবে শীঘ্রি, আগে প্রাণ বাঁচানো দরকার। আশপাশে নজর বোলাল রানা। আবছা আলোয় লক্ষ করল, বিশাল এক হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে ও। দেয়ালগুলো বয়সের ভারে বিবর্ণ, কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন। কামরার এক কোণে প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি নেমে গেছে ভূগর্ভে। আলো-আঁধারিতে পাতালে নামার গর্তটাকে দেখাচ্ছে দানবের মুখের মত। কোথায় এসেছে বুঝতে পেরে ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে গেল রানা।

আঠারো শতকের শেষ দিকে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল প্যারিস। ভয়াবহ মহামারীতে অগণিত মানুষ মারা যাওয়ায় উপচে পড়ার দশা হয়েছিল গোরস্থানগুলোর, যত্রতত্র পচতে থাকা লাশের গন্ধে ভরে গিয়েছিল গোটা নগরী, সেই সঙ্গে

ওগুলোর কারণে দেখা দিচ্ছিল নিত্যনতুন রোগব্যাধি। এ-অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সমস্ত লাশ মাটির তলায় সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেন শহরের কর্তারা। মুখ খোলা হয় রোমান আমলে খোঁড়া পরিত্যক্ত লাইমস্টোন খনিগুলোর। প্রায় একশো মাইল দীর্ঘ টানেলের শাখা-প্রশাখা ভরে দেয়া হয় ষাট লাখ মানুষের মৃতদেহ দিয়ে। প্যারিসের ভূগর্ভস্থ এই জগৎ হয়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অসুয়ারি, অর্থাৎ মানব-দেহাবশেষের সংগ্রহশালা। প্যারিসের লোকেরা ওটাকে বলে *ল্য এম্পায়ার দে ল্য মর্ত*, মানে মৃতের রাজ্য। বর্তমানে জায়গাটা পর্যটকদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত... আর এ-মুহূর্তে রানা সেই রাজ্যেরই প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হলঘরে প্রতিরোধ গড়বার মত তেমন কোনও সুবিধে দেখল না রানা, নীচেই নামতে হবে। টানেলের ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে, তবে সুইচ খোঁজার সময় নেই। একপাশে একটা কাউন্টার দেখতে পেয়ে ওখানে চলে গেল, খুঁজে পেল দুটো ফ্ল্যাশলাইট। একটা ভরে ফেলল পকেটে, অন্যটা জ্বেলে নিয়ে ধরল বামহাতে... ব্রিফকেসের হাতল-সহ। ডানহাতটা মুক্ত রাখল পিস্তল ব্যবহারের জন্য। তারপরেই সিঁড়ি ধরে আঁধার পাতালে নেমে গেল ও।

নীচে পা রাখতেই ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় রুক্ষ পাথরে গড়া দীর্ঘ একটা টানেল উদ্ভাসিত হলো। আবছাভাবে উপর থেকে ভেসে এল পায়ের আওয়াজ, তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিল রানা। পথ দেখে নিয়েছে ইতিমধ্যে, দ্রুতপায়ে ছুটতে শুরু করল ও, ডানহাত সামান্য প্রসারিত করে আঙুলের ডগা ছুঁইয়ে রেখেছে দেয়ালে। খানিক পরে বাঁয়ে মোড় নিল টানেল, ক্ষণিকের জন্য আলো জ্বেলে জায়গাটা দেখে নিল, তারপর মোড় নিয়ে ছুট লাগাল ফের।

পর পর আরও তিনটা বাঁক ঘুরতে হলো ওকে, শেষে পৌঁছুল বড়সড় একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারে। আলো জ্বালতেই চোখে পড়ল অগণিত কঙ্কাল, পুরো চেম্বার ভরে আছে মানুষের হাড়-গোড়ে। কালের ছোবলে কালচে-হলুদ রঙ ধারণ করেছে ওগুলো, হাজারো খুলির মাঝে শূন্য অক্ষিকোটরগুলো যেন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। ভয়ঙ্কর পরিবেশ... নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেল চেম্বারের অন্যপাশের এগজিটের দিকে।

কয়েক পা যেতেই আচমকা জ্বলে উঠল ক্যাটাকুমের সমস্ত বাতি—উপরের কণ্ট্রোল সেণ্টার থেকে সুইচ অন্ করে দিয়েছে খুনিরা। ছাত আর দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় কায়দা করে বসানো হয়েছে বাতিগুলো, শৈল্পিক ভঙ্গিমায় আলোকিত হয়ে উঠেছে চেম্বারের অভ্যন্তর। টানেলের দিক থেকেও আসছে আলোর আভা। এবার পরিষ্কারভাবে দেখা গেল সব। হাড়গোড় জোড়া লাগিয়ে চেম্বারের ভিতরে বানানো হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য আর ক্রুশ। এমনকী মাথার খুলির সারি দিয়ে টাইলসের মত ঢেকে দেয়া হয়েছে চারপাশের দেয়াল। মানুষের দেহাবশেষের কী চরম অবমাননা! কিন্তু সে-দিকে মনোযোগ নেই রানার, খুনিরা চলে আসবে এখুনি, বেশিদূর এগোতে পারেনি ও... ভাবছে কী করা যায়।

সঙ্গে পিস্তল আছে, অ্যামবুশ পাতবে কি না ভাবল রানা। তবে তাতে কতটুকু লাভ হবে সেটাই প্রশ্ন। ও যে নিরস্ত্র নয়, তা খুনিরা জানে। অভিজ্ঞ প্রফেশনাল, বোকার মত অ্যামবুশে পা দেবে বলে মনে হয় না, সাবধানে এগোবে। কপাল ভাল হলে বড়জোর একজনকে ঘায়েল করা যেতে পারে, তা-ও অবশ্য মন্দ নয়। শত্রুর সংখ্যা তো কমবে! চেম্বার থেকে আর বেরুল না ও, হাড়গোড় দিয়ে গড়া একটা পিলারের আড়ালে পজিশন নিল,

সেফটি ক্যাচ অফ করে দিল পিস্তলের। ধীর লয়ে ফেলতে থাকল শ্বাস-প্রশ্বাস, শান্ত করল নার্ভকে। শুরু হলো প্রতীক্ষা।

খানিক পরেই ভেসে এল পদশব্দ, চেম্বারের এন্ট্রান্সে চকিতে নড়ে উঠল একটা ছায়া। শক্ত করে পিস্তলের গ্রিপ ধরল রানা, অস্ত্রটা তাক করল ওদিকে। পরক্ষণে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝড়ের বেগে চেম্বারে ঢুকল তিন খুনি—একসঙ্গে। ট্রিগার চাপার সুযোগ পেল না রানা, বুলেটবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য বসে পড়তে বাধ্য হলো মেঝেয়। কানে তালা লেগে গেল বদ্ধ চেম্বারে গোলাগুলির বিকট আওয়াজে। রানাকে দেখতে পায়নি খুনিরা, অন্ধের মত গুলি করছে চারদিকে, হাই-ভেলোসিটি বুলেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে চেম্বারে সযত্নে সাজিয়ে রাখা শতাব্দীপ্রাচীন খুলি আর অস্থিগুলো।

নাকে-মুখে হাড়ের গুঁড়ো ঢুকে যাচ্ছে, বহুকষ্টে হাঁচি ঠেকাল রানা, নইলে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে। হামাগুড়ি দিয়ে পুরনো পজিশন থেকে সরে গেল ও, ঠাঁই নিল এগজিটের কাছাকাছি... হাড় দিয়ে বানানো চারফুট উঁচু একটা ডিসপ্লের পিছনে।

মিনিটখানেক চলল তাণ্ডব, তারপর যতি পড়ল গুলিবর্ষণে। কাভার খুঁজে নিয়েছে খুনিরা, রিলোড করে নিচ্ছে অস্ত্র। আড়াল থেকে শরীরের একাংশ বের করে উঁকি দিল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পরেই ইয়োরোপিয়ানদের একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল—পিস্তল উঁচু করে তল্লাশি চালাবার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। নির্দ্বিধায় গুলি করল ও। বুক বরাবর বুলেটের আঘাতে পিছনদিকে ছিটকে গেল লোকটা, গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার। পরমুহূর্তে শুরু হলো নতুন তাণ্ডব—রানার দিকে গুলি ছুঁড়ল বাকি দুই খুনি।

পজিশন ফাঁস হয়ে গেছে, খুনিদের মাজল ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে

আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা, তারপর কুঁজো হয়ে ছুট লাগাল চেম্বারের এগজিটের দিকে। কাছাকাছি গিয়েই ডাইভ দিল... তীরের মত বেরিয়ে এল ওখান থেকে। একটা ডিগবাজি খেয়ে সোজা হলো, উঠে দাঁড়িয়ে আবারও দৌড়াতে থাকল টানেল ধরে। কিছুদূর যেতেই কয়েক ভাগ হয়ে গেল টানেল। একপাশে একটা আর্চওয়ে দেখতে পেয়ে ওখানে ঢুকে পড়ল রানা। প্রার্থনাকক্ষের মত ছোট একটা প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আরেকটা অসুয়ারি চেম্বারে পৌঁছে গেল ও। মসোলিয়ামের মত লাগল জায়গাটা। প্রবেশপথের পাশেই ফলক লাগানো আছে—এখানকার দেহাবশেষগুলো নেপোলিয়নের আমলের। চেম্বারের মাঝখানে হাড়গোড় দিয়ে বানানো চারকোনা একটা স্তম্ভ উঠে গেছে ছাতের দিকে। ভিতরে বাতির সংখ্যা কম, ইচ্ছাকৃতভাবে আবছায়া পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়েছে। তাও ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল না রানা, হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগোতে থাকল। ধূলিধূসরিত মেঝের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিল—পায়ের ছাপ পড়ছে স্পষ্টভাবে, ওকে খুব সহজেই অনুসরণ করতে পারবে শত্রুরা।

চেম্বারের একপাশে চলে গেল ও, হাঁটতে শুরু করল দেয়াল স্পর্শ করে, এগজিটটা খুঁজে নিতে চায়। কিন্তু সীমানার দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করতেই বুঝে ফেলল, এখানে ঢোকা আর বেরুনোর রাস্তা একটাই—প্রবেশপথটা। ফাঁদে পড়ে গেছে ও!

অস্থির হলো না রানা, আবছা আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করল সামনেটা। দেয়ালের গায়ে প্রাচীন একটা কাঠের দরজা দেখা যাচ্ছে—বিশাল এক ছিটকিনি লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ওটা, তার সঙ্গে ঝুলছে আদ্যিকালের পেল্লায় এক তালা। কী আছে ওপাশে কে জানে, কিন্তু আপাতত ওটাই পালানোর

একমাত্র পথ। কাছে গিয়ে দরজাটা পরীক্ষা করে দেখল—পুরনো হলেও যথেষ্ট মজবুত; ধাক্কাধাক্কি করে ভাঙা যাবে না। অগত্যা একপাশে সরে গিয়ে পিস্তল তুলল, এক গুলিতে উড়িয়ে দিল তালাটা। সন্দেহ নেই শব্দটা শুনতে পেয়েছে খুনিরা, এখুনি ছুটে আসবে এদিকে। তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলল রানা, দরজার পাল্লা ঠেলে ঢুকে পড়ল ওপাশে।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার—গোলকধাঁধার পরিত্যক্ত অংশ এপাশটা, বাতি লাগানো হয়নি। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালতেই চোখে পড়ল সংকীর্ণ এক টানেল... ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটির গভীরে। দেয়াল ঘেঁষে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অগণিত কঙ্কাল। ভাবনার সুযোগ নেই, ছুট লাগাল রানা, দেখা যাক টানেলটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়।

পিছু পিছু আসছে খুনিরা, এক সঙ্গীকে হারিয়ে ক্ষান্ত দেয়নি। দম নেবার জন্য থামলেই তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। চালু মাল, পিছিয়ে পড়ছে না মোটেই। তাড়া করে চলেছে ওকে। খানিক পরেই নতুন একটা প্যাসেজের সামনে পৌঁছুল ও, বেশ সরু, কাঁধ আটকে যাবে। গত্যন্তর না থাকায় কাত হয়ে ঢুকে পড়ল ওখানে। ঢালু হয়ে উপরদিকে উঠে গেছে প্যাসেজটা, ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওটা ধরে এগিয়ে চলল রানা, সোজা ভঙ্গিতে দ্রুত ওঠা সম্ভব নয়। আলো জ্বালতে পারছে না, শত্রুরা দূর থেকে স্পট করে ফেলবে। কালিগোলা অন্ধকার চারদিকে, জমাট হয়ে আছে। ভয়াবহ পরিবেশ। ক্লস্ট্রোফোবিয়া নেই রানার, তারপরও কেন যেন দম আটকে আসতে চাইল। আঁধার যেন তরল কোনও পদার্থের মত ওর নাক-কান-মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ছে শরীরের ভিতরে!

পঞ্চাশ গজ এগোবার পর একটা মোড় পাওয়া গেল, বাঁয়ে ঘুরে গেছে প্যাসেজটা। ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে ফেলে আসা

পথের দিকে তাকাল রানা, আবছা একটা আভা দেখতে পেল প্যাসেজের মুখে। এলোমেলো ভঙ্গিতে নড়ছে আলোটা, খুনিরা বোধহয় বুঝতে পারেনি রানা কোথায় ঢুকেছে। তবে এই বিভ্রান্তি সাময়িক, খুব শীঘ্রি ফের পিছু নেবে ওরা। ত্রস্ত ভঙ্গিতে মোড় নিয়ে আবারও এগিয়ে চলল রানা।

কতটা সময় পেরিয়েছে বলতে পারবে না, হঠাৎ সরু প্যাসেজটা শেষ হয়ে গেল। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ও। ঝুঁকি নিয়ে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল, কোথায় পৌঁছেছে দেখে নেয়া দরকার। সামনে যে-দৃশ্য ভেসে উঠল, তাতে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা।

প্রায় ষাট ফুট চওড়া মস্ত এক কামরায় এসে ঢুকেছে ও। মেঝে বলে কিছু নেই, সবটাই ঢাকা পড়ে আছে ভাঙাচোরা অগণিত নরকঙ্কালে। সাজানো কঙ্কাল নয়, ডাম্প করা। কামরাটা আসলে হাড়গোড়ের আস্তাকুঁড়, অসুয়ারি তৈরির পরে অপ্রয়োজনীয় ও বাড়তি সমস্ত দেহাবশেষ এখানে ফেলে দেয়া হয়েছে। ভয়াবহ দৃশ্য... ছবিতে দেখা নাজি ডেথ ক্যাম্প আর কম্বোডিয়ার কিলিং ফিল্ডের কথা মনে পড়ে গেল ওর।

যে-পথে এসেছে, সেটা ছাড়া কামরা থেকে বেরুবার পথ আর একটিই—উল্টোদিকের দেয়ালে মুখ ব্যাদান করে থাকা একটা ফোকর। কিন্তু সেখানে পৌঁছুতে গেলে মেঝেতে পড়ে থাকা হাড়গোড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। মানুষের দেহাবশেষ পা দিয়ে মাড়ানোর কোনও ইচ্ছে নেই রানার, হোক না ওগুলো কয়েকশ' বছরের পুরনো। কাজটা মৃতর জন্য অসম্মানজনক। কিন্তু এ-মুহূর্তে আর কোনও উপায়ও নেই। পিছন পিছন তাড়া করে আসছে মৃত্যু। বিড়বিড় করে অচেনা মানুষগুলোর আত্মার কাছে ক্ষমা চাইল ও, তারপর পা বাড়াল সামনে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অসহনীয় হয়ে উঠল পরিস্থিতি। প্রতি পদক্ষেপে পায়ের তলায় মড়মড় করে ভাঙছে পুরনো হাড়, পা ডুবে যাচ্ছে কঙ্কালের স্তূপে। এই মড়মড়ানিকে ঝরা পাতার আওয়াজ ভাবতে চাইল রানা, সে-আওয়াজ অনেক বেশি আনন্দদায়ক, কিন্তু পায়ের এখানে-ওখানে ভাঙা হাড়ের তীক্ষ্ণ খোঁচা ওকে বারবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনছে।

প্যাণ্টের ঝুল ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল খুব শীঘ্রি, গোড়ালির উপরে কয়েক ইঞ্চি চামড়ায় পড়ল আঁকাবাঁকা গভীর কিছু আঁচড়। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, টের পেল রানা, সেইসঙ্গে জ্বালাপোড়া। সবকিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল, আঘাতগুলো নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে, আগে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরুনো জরুরি।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল ও, পরক্ষণে আঁতকে উঠল। পিছনের টানেলে দু'-দুটো আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। খুনিরা ঢুকে পড়েছে ওটায়। চলার গতি বাড়িয়ে দিল, সঙ্গে মড়াৎ করে ডান পা ঢুকে পড়ল একটা কঙ্কালের বুকের খাঁচায়, চামড়ায় গেঁথে গেল ধারালো হাড়ের ডগা। ককিয়ে উঠল রানা, পা তুলে পাগলের মত ঝাড়ল। শত বছরের পুরনো হাড়গুলো জয়েণ্ট থেকে ছুটে গিয়ে ছিটকে পড়ল চারদিকে।

দৌড়াতে শুরু করল রানা, কামরার বাকি দৈর্ঘ্য পেরিয়ে এল খুব দ্রুত। খুনিদের ফ্ল্যাশলাইটের আলো যখন কামরার ভিতরে নড়তে শুরু করেছে, তখন উল্টোদিকের ফোকরটার ছ'ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে ও। ওখান থেকে ছুটন্ত অবস্থাতেই ঝাঁপ দিল, তীরের মত ঢুকে গেল ফোকরে। পিছনে এক খুনির গলার আওয়াজ পেল, ওকে শেষ মুহূর্তে দেখে ফেলেছে। তাড়াহুড়ো করে গুলি ছুঁড়ল লোকটা, কিন্তু লাগাতে পারল না।

ফোকরের ওপাশে আরেকটা প্যাসেজ, পাথুরে মেঝে ঢালু

হয়ে নেমে গেছে নীচে। উপুড় হয়ে সেখানে আছড়ে পড়ল রানা, পড়েই পিছলাতে শুরু করল ঢাল ধরে। জ্বলে উঠল বুকের কাছটা, পাথরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ছাল-চামড়া উঠে যাচ্ছে। দ্রুতবেগে নামছে ও, একদিক থেকে সেটা ভাল, কষ্টেসৃষ্টে ব্রিফকেসটা শরীরের নীচে নিয়ে এল, বুক তুলে দিল ওটায়। এবার মোটামুটি স্বচ্ছন্দে নামতে পারছে।

ঢালটা শেষ হলো পচা গন্ধঅলা পানিতে ভরা একটা অগভীর পুলের পাশে গিয়ে। শেষবারের মত ঝাঁকি খেয়ে ওখানে থামল রানা, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য স্থির হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বোলাল চারদিকে। হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা ছুটে গিয়েছিল, কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে ওটা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে পানিতে পড়ে থাকা একটা কালচে নরকঙ্কাল। তবে এটা শত বছরের পুরনো নয়, কঙ্কালের গায়ে এখনও রয়েছে পোশাকের একাংশ—প্রিন্টের একটা শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট। দেখে মনে হচ্ছে অল্প কয়েক বছরের পুরনো লাশ ওটা। সম্ভবত কোনও *ক্যাটোফাইল*-এর। এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চারার এরা, প্যারিসের ভূগর্ভস্থ ক্যাটাকুমের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় রোমাঞ্চের খোঁজে। পথ হারিয়ে এদের অনেকেই এখানে মৃত্যুবরণও করে—কাগজে পড়েছে রানা। এই লাশটা সম্ভবত তেমনই কারও। ক্ষণিকের জন্য শঙ্কা জাগল—ওরও একই দশা হবে না তো!

উঠে দাঁড়াল রানা। ব্রিফকেসটা বাড়তি বোঝার মত লাগছে। ভিতর থেকে দরকারি কয়েকটা কাগজ আর লিপিনে জার্নালটা বের করে পলিথিনের একটা এয়ারটাইট প্যাকেটে ঢোকাল—চাইছে না পানিতে ভিজে নষ্ট হোক ওগুলো। প্যাকেটটা জ্যাকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল ও, ব্রিফকেসটা ছুঁড়ে ফেলল একপাশে। ফ্ল্যাশলাইট কুড়িয়ে নিয়ে তারপর আবার

ছুটতে শুরু করল।

ক্যাটাকুমের এ-অংশটা প্রাচীন রোমান মাইনের অংশ নয়। দু'পাশের দেয়াল ইঁট দিয়ে গাঁথা; কিছুটা আধুনিক। খানিক পরেই টের পেল রানা, ক্যাটাকুম পেরিয়ে প্যারিসের বিশাল সিউয়ার সিস্টেমে ঢুকে পড়েছে ও। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে তৈরি হয়েছে এই গোলকধাঁধা, ডিজাইন করেছিলেন তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার ব্যারন জর্জেস হাউসম্যান। প্রায় হাজার মাইল দীর্ঘ এই পয়ঃনিষ্কাশনের সুড়ঙ্গগুলো গোটা রাজধানীর তলায় জালের মত বিছিয়ে রয়েছে। পায়ের নীচে পানি ছপ ছপ করছে রানার। কপাল ভাল যে তুমুল বৃষ্টির কারণে বয়ে চলেছে এই পানি, কোথাও জমে নেই বিষ্ঠা বা আবর্জনার স্তূপ। তারপরও প্রকট দুর্গন্ধ ছেয়ে রেখেছে সুড়ঙ্গকে। খুব শীঘ্রি হাঁসফাঁস করে উঠল ও।

সুড়ঙ্গের মেঝেতে পলিমাটির মত জমে আছে পুরনো ময়লা, পা গেঁথে যেতে চায় ওতে। যতটা সম্ভব পাশে সরে এসে দৌড়াচ্ছে রানা, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না। খানিক পর পরই রয়েছে ড্রেনেজ পাইপের ওপেনিং, উপর থেকে নোংরা পানি আর বিষ্ঠা-আবর্জনা এসে আছড়ে পড়ছে সিউয়ার সিস্টেমের মূল টানেলে। বহু চেষ্টা করেও এড়ানো যাচ্ছে না ওগুলোকে। পানির ছিটার সঙ্গে গায়ে এসে পড়ছে বর্জ্যের কণা। বমি বমি লাগছে রানার।

দেয়ালে লাগানো কয়েকটা ল্যাডার পর পর পেরিয়ে এল রানা। ওগুলো দিয়ে উপরে উঠে যাওয়া যায়, ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে পড়া যায় প্যারিসের রাস্তায়... কিন্তু সময় নেই। বড়জোর মিনিটখানেক পিছিয়ে আছে দুই খুনি, ল্যাডার বাইতে গেলেই ওকে নাগালে পেয়ে যাবে ওরা, গুলি ছুঁড়তে

পারবে নিশানা করে।

দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসে দম আটকে আসছে রানার—অক্সিজেনের অভাব। টলতে টলতে এগিয়ে চলল ও। পায়ের কাছ দিয়ে বেড়াল-আকৃতির কতগুলো ইঁদুর ছুটে গেল, দেখেও যেন দেখল না। কোথায় যাচ্ছে কিচ্ছু জানে না, অনুসরণ করছে শুধু পানির স্রোতকে। যেখান দিয়ে বেরুচ্ছে এই পানি, সেখান দিয়ে নিজেও বেরুতে পারবে বলে আশা করছে।

যত এগোল, ততই বাড়ল পানির গভীরতা। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক পেরুতেই হাঁটু অবধি ডুবে গেল। সামনে গাছের মরা ডাল আর অন্যান্য নিরেট আবর্জনা জমে একটা অস্থায়ী বাঁধের মত সৃষ্টি হয়েছে, এ-পাশটায় থই থই পানি—পাক খাচ্ছে যাবার জায়গা না পেয়ে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বাঁধের কাছে গেল রানা, ব্যারিকেডের উপরে উঠে পড়ল। নামতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। ডালের ফাঁকে আটকে গেল এক পা, তাল হারিয়ে ঝপাস করে উল্টোদিকের নোংরা পানিতে আছড়ে পড়ল ও।

কাশতে কাশতে উঠে বসল রানা, দু'হাতে মুখের উপর থেকে সরাল ময়লার আস্তর। পেটের কাছটায় চুলকানি অনুভব করতেই দেখল, একটা ইঁদুর উঠে আসতে চাইছে ওর শরীর বেয়ে। ওটাকে একহাতে খপ্ করে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলল ও। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ইঁদুরটার স্পর্শে। বাঁধের ও-পাশটা আলোকিত হয়ে উঠল এ-সময়। এসে পড়েছে দুই খুনি। টানেলের দেয়ালে শরীর মিশিয়ে দিয়ে ওদিকে পিস্তল তাক করল রানা। লোকদুটো বাঁধের উপরে উঠলেই গুলি করবে।

ওর আশা পূর্ণ হলো না। খুনিরা পুরোমাত্রায় প্রফেশনাল, অ্যামবুশ এড়াবার জন্য একজন পিছনে রইল, আরেকজন এগিয়ে এল বাঁধের দিকে। নিচু গলায় ভাগ্যকে গালমন্দ করল রানা, তারপর মনোযোগ দিল সামনের লোকটার দিকে। বাঁধের

উপরটা মাত্র বিশ ফুট দূরে—এই রেঞ্জে নিশানা ভেদ করা কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু সমস্যা হলো, ঠাণ্ডা পানিতে কাঁপুনি ধরেছে ওর শরীরে... হাত ঠকঠক করে কাঁপছে।

প্রথম খুনির মাথার অবয়ব দেখতে পেয়েই ট্রিগার চাপল রানা। খুট করে মৃদু আওয়াজ হলো, কিন্তু কোনও গুলি বেরুল না। পানিতে ভিজে জ্যাম হয়ে গেছে ফায়ারিং মেকানিজম। মিসফায়ারের আওয়াজ পেয়েই ঝট্ করে বাঁধের ওপারে মাথা নামিয়ে নিল খুনি, খেদোক্তি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। পরক্ষণে অটোমেটিক ওয়েপনের এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল বাঁধের উপর দিয়ে। বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়!

অ্যামবুশ ব্যর্থ হয়েছে, এ-মুহূর্তে রানা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পাশ ফিরে নিরাপদ কাভারের খোঁজে ছুট লাগাল ও, পিছন থেকে ওকে ধাওয়া করল তপ্ত সীসা। চার টানেলের একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুতেই ওর মুখের সামনে দেয়ালের চলটা ওঠাল শত্রুর বুলেট। চোখ আর নাকে-মুখে ধুলো ঢুকে গেল, কাশতে কাশতে সাইড-টানেলে ঢুকে পড়ল রানা, অন্ধের মত। এদিকটা ঢালু হয়ে গেছে, পানি অনেক গভীর... কিছু বুঝে ওঠার আগেই গলা পানিতে আছড়ে পড়ল ও।

চারদিকে থিকথিকে বর্জ্য ভাসছে, তার স্পর্শ আর গন্ধে রি রি করে উঠল সর্বাঙ্গ। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হলো রানা, পিস্তলটা ত্রস্ত হাতে পানির উপরে তুলে পরিষ্কার করে নিল, এবার আর মিসফায়ারের ভয় নেই। সাবধানে একটু পিছিয়ে গেল ও, নোংরা পানিতে ডুবু ডুবু ভঙ্গিতে লুকিয়ে পড়ল। আবারও অ্যামবুশ করবার ইচ্ছে।

একটু পরেই আলোকিত হয়ে উঠল টানেলের ইন্টারসেকশন, এগিয়ে আসছে খুনিরা। রানা কোন্ টানেলে ঢুকেছে, তা দেখতে

পায়নি ওরা, ওখানে পৌঁছে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। নিচু গলায় নিজেদের ভিতরে পরামর্শ করে নিল তারা, তারপর দু'জন দু'দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। ওরিয়েন্টাল খুনিকে নিজের দিকে আসতে দেখে ডুব দিল রানা, তলিয়ে গেল আবর্জনাময় পানিতে। নীচ থেকে দেখল, সারফেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি—ওকে খুঁজছে খুনি। আলোটা অন্যদিকে ঘুরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর ধীরে ধীরে মাথা জাগাল।

টানেলের মুখে দেখা যাচ্ছে ওরিয়েন্টালকে, ফিরে যাচ্ছে ইন্টারসেকশনে। বোধহয় কল্পনাও করেনি এখানকার আবর্জনাময় পানিতে রানা লুকিয়ে থাকতে পারে। লোকটার পিঠে গুলি করবার ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল রানা। এক হাতে মুখ মুছে নরম গলায় ডাকল, 'এক্সকিউজ মি, একটা তোয়ালে পাওয়া যাবে?'

পাঁই করে ঘুরে গেল ওরিয়েন্টাল খুনি, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের মাঝখানটা লক্ষ্য করে সিগ-সাওয়ারের ট্রিগার চাপল রানা। শীতের কাঁপুনিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, তবে পুরোপুরি নয়... বুকের বদলে খুনির কাঁধে আঘাত হানল বুলেট। আধপাক ঘুরে গেল সে। রানার পরের গুলিটা তার কপালের পাশ দিয়ে ঢুকল। তাল হারিয়ে পানিতে আছড়ে পড়ল খুনি, একটা খিচুঁনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

তৃতীয় খুনির অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রইল রানা, আশা করছে গুলির আওয়াজ শুনে সে ছুটে আসবে। কিন্তু সে-আশার গুড়ে বালি। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে যাবার পরেও তার চেহারা দেখল না ও। লোকটা কোন্ শ্রেণীর প্রফেশনাল, তা বোঝা যাচ্ছে এবার—একেবারে প্রথম শ্রেণীর। সহজাত ইন্সটিঙ্কট চাপা দিয়ে কাজ করতে জানে। সে-কারণেই পজিশন ছেড়ে নড়েনি।

জানে, গুলিদুটো যদি ওর সঙ্গী করে থাকে, তা হলে সে-ই ডাকবে তাকে। ডাক যেহেতু শোনেনি, এখন সে সতর্ক। বোকার মত পা দিচ্ছে না ফাঁদে।

আর অপেক্ষা করার মানে হয় না, উল্টো ঘুরে সাঁতরাতে শুরু করল রানা, এগিয়ে চলল স্রোতের সঙ্গে। গভীর অংশটা পেরিয়ে একটু পরেই আবার অগভীর টানেলে পৌঁছে গেল, ওখান থেকে শুরু করল হাঁটা। একের পর এক মোড় ঘুরল ও, এগোচ্ছে অন্ধের মত। পথ হারিয়েছে অনেক আগেই। যে-পথে এসেছে, সে-পথে আর ফিরতে পারবে না।

সামনে একটা ল্যাডার দেখতে পেয়ে থেমে দাঁড়াল রানা। বেশ কিছুক্ষণ হলো পিছনে আলো দেখতে পায়নি, সম্ভবত পিছিয়ে পড়েছে খুনি। সুযোগটা কাজে লাগাবে বলে ঠিক করল, পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ল্যাডার বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে গেল ও। ভারী একটা লোহার হ্যাচ বসানো আছে ল্যাডারের মাথায়, কয়েক বার ধাক্কা দিয়েই টের পেল, খুলবে না ওটা। জ্যাম হয়ে আছে... শেষ কবে খোলা হয়েছে কে জানে। হতাশায় ডুবে গেল মন। পরক্ষণে আঁতকে উঠল, টানেলের শেষ মাথায় আলো দেখা যাচ্ছে... এসে গেছে শত্রু। যতটা পিছিয়ে পড়েছে ভেবেছিল, আসলে ততটা পিছায়নি। কপালটাই মন্দ।

তাড়াতাড়ি ল্যাডার থেকে নেমে আবার হাঁটতে শুরু করল রানা। কিছুদূর যেতেই দেখা পাওয়া গেল শুকনো কিছু টানেলের। একটু অবাক হলো ও, এত বৃষ্টির পরেও টানেলগুলো শুকনো থাকে কী করে? তবে এ-নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে, নোংরা পানি থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তা-ই ঢের। শুকনো একটা টানেলে ঢুকে পড়ল ও। পঞ্চাশ গজের মত এগোতেই পায়ের তলায় পানি উদয় হলো, চোখের পলকে গোড়ালি পর্যন্ত উঠে এল পানির ধারা, তারপরে কানে ভেসে এল স্রোতের

গর্জন। সামনে আলো ফেলতেই দেখল, হুড়মুড় করে ছুটে আসছে ময়লা পানির বিশাল এক দেয়াল।

সিউয়ার নেটওয়ার্কের টানেলগুলোর মাঝে অসংখ্য ভালভ আছে, ওগুলোর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পানির প্রবাহ। মাঝে মাঝে সিউয়ারেজ ওয়ার্কাররা সেই ভালভ বন্ধ করে দেয়; অন্যপ্রাশে যথেষ্ট পরিমাণ পানি জমে যাবার পর একসঙ্গে ছেড়ে দেয় সব, যাতে পানির প্রেশারে টানেলে আটকে থাকা ময়লার স্তূপ ভেসে চলে যায়। অমনই একটা টানেলে ঢুকেছে রানা।

উল্টো ঘুরে ছুট লাগানোর উপায় নেই, ওদিকে অপেক্ষা করছে খুনি। ঝট্ করে একপাশে স্বরে গেল রানা, ইঁটের খাঁজে আঙুল আটকে শরীর মিশিয়ে রাখল দেয়ালে। ওর গায়ের উপর আছড়ে পড়ল পানির ঢল, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। কোনোমতে দেয়াল আঁকড়ে স্থির রইল রানা।

খানিক পর পানির তোড় কমে এল। হাঁটু গেড়ে বসে হাঁপাল ও কিছুক্ষণ। চকিতে পিছনে নজর বোলাল, আলোর দেখা নেই, তবে শত্রু খুব পিছিয়ে আছে বলে মনে হয় না। কয়েক সেকেণ্ড জিরিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ছুটতে থাকল লঘু কদমে।

নতুন একটা জাংশানে এসে পৌঁছুল রানা, ওখানে এসে মিলিত হয়েছে বড় বড় অনেকগুলো সিউয়ারেজ টানেল। চারদিকে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের ভালভ আর গেইট। বড় একটা ভালভ কেসিঙের পিছনে লুকাল ও, আকারে ওটা মোটামুটি একটা লোকোমোটিভ বয়লারের সমান। সিগ-সাওয়ারের ম্যাগাজিন চেক করল, একদম খালি। বাড়তি অ্যামিউনিশনও নেই সঙ্গে। এগজিটের খোঁজে চোখ বোলাতে শুরু করল, আর তখুনি ঝড়ের বেগে জাংশানে ঢুকল অস্ত্রধারী লোকটা। একটুও হাঁপাচ্ছে না সে, নড়ছে চপল হরিণের মত।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে, একই সঙ্গে নড়ছে হাতে ধরা পিস্তল আর ফ্ল্যাশলাইট।

পা টিপে টিপে লোকটার ব্লাইণ্ড সাইডে চলে গেল রানা, দশ ফুট দূর থেকে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে। জাপটাজাপটি করে দুজনে আছড়ে পড়ল ভেজা মেঝেতে। খুনির হাত থেকে অস্ত্র আর আলোটা ছুটে গেছে, তাকে মাটিতে চেপে ধরল রানা। কিন্তু লোকটাও কম যায় না, এক ঝটকায় ওকে ফেলে দিল গায়ের উপর থেকে। তারপর গড়ান দিয়ে উঠে এল রানার গায়ের উপরে। রানার গলায় সাঁড়াশির মত চেপে বসল তার দু'হাত। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে থাকল রানা, কণ্ঠনালী ভেঙে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে। অন্ধের মত হাত নাড়ল ও, দু'হাতে চেপে ধরল প্রতিপক্ষের মাথা, বুড়ো আঙুলদুটো বসিয়ে দিল তার দু'চোখে, চাপ দিল সর্বশক্তিতে। কাতরে উঠে রানাকে ছেড়ে দিল লোকটা, পিছিয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাশতে কাশতে রানাও উঠে দাঁড়াল।

পরস্পরের দৃষ্টি এক হয়ে রইল কয়েক মুহূর্তের জন্য। প্রতিপক্ষের চোখে পরিষ্কার খুনের নেশা দেখতে পেল রানা। পরক্ষণে হুঙ্কার ছেড়ে লোকটা ছুটে এল ওর দিকে। বাউলি কেটে তাকে ফাঁকি দিল ও, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক হাতে মাপা কারাতে চপ বসাল খুনির ঘাড়ে। দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা, পড়েই গড়ান খেলো, তারপরেই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। এবার তার চোখে সম্ভ্রম দেখা দিয়েছে—বুঝতে পারছে প্রতিপক্ষ আনাড়ি নয়। ঝুঁকি নিতে রাজি হলো না, চঞ্চল চোখে খুঁজে বের করল মেঝেতে পড়ে থাকা পিস্তলটা, ঝাঁপ দিল ওটাকে হাতে পাবার জন্য।

রানাও ঝাঁপ দিয়েছে, প্রায় একইসঙ্গে পিস্তলের পাশে আছড়ে পড়ল দুজনে। ছোঁ মেরে অস্ত্রটা তুলে নিতে চাইল খুনি, কিন্তু

রানার হাতের এক ঝাপটায় ওটা চলে গেল দূরে। পাশ ফিরে একটা ঘুসি চালাল লোকটা, থুতনির তলায় আঘাত পেয়ে গুঙিয়ে উঠল রানা। তাই বলে দমল না, প্রতিপক্ষকে ক্রল করে এগোতে দেখে হাত চালাল, খপ্ করে ধরে ফেলল তার কোমরের বেল্ট, একটানে আবারও নিয়ে এল নিজের কাছে।

শোয়া অবস্থাতেই হাঁটু চালাল খুনি। তলপেটে গুঁতো খেয়ে গড়িয়ে চলে গেল রানা কয়েক ফুট দূরে। চারপাশে যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল—স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোহার পাল্লা নেমে আসছে টানেলগুলোর মুখে। আবারও পানি জমিয়ে ছাড়া হবে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। লক্ষ করল, উবু হয়ে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিচ্ছে ইয়োরোপিয়ান খুনি। একটু নিচু হয়ে ছুটে গেল ও, কাঁধ দিয়ে সজোরে আঘাত হানল লোকটার পেটে। হুঁক করে একটা শব্দ করল সে, পিছিয়ে গেল কয়েক পা। সোজা হবার চেষ্টা করতেই সোলার প্লেক্সাসে রানার শক্ত হাতের একটা ঘুসি খেলো, হাঁসফাঁস করতে করতে পিস্তল তাক করতে চাইল ওর দিকে।

সর্বশক্তিতে লোকটার বুকে লাথি হাঁকাল রানা। তাল হারিয়ে আরও পিছাল সে, চলে গেল একটা টানেলের মুখে, চিৎ হয়ে পড়ে গেল। নড়বার সময় পেল না, তার আগেই উপর থেকে নেমে এল ভারী লোহার পাল্লা—সরাসরি তার বুকের উপর। মড়মড় করে হাড় ভাঙার আওয়াজ হলো, পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে পাল্লাটা। চিৎকার বেরিয়ে এল খুনির মুখ দিয়ে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য... দেহটা দু'টুকরো হয়ে গেল, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আগেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল রানা। চল্লিশ মিনিট পর টানেল ইন্সপেকশনের জন্য আসা দুজন সিউয়ারেজ ওয়ার্কার উদ্ধার করল ওকে।

তিন

হোটেলে ফিরে সোজা বাথরুমে ঢুকল রানা। উদ্ধারকারীদেরকে নয়-ছয় বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে—বলেছে খোলা ম্যানহোল দিয়ে সিউয়ারেজ লাইনের ভিতরে পড়ে গিয়েছিল। খুনিদের কাউকে দেখেনি ওরা, রানাকে পাবার আগেই পানিতে ভেসে গিয়েছিল তৃতীয় লোকটার লাশ... তারপরেও গল্পটা অবিশ্বাস্যই বটে। কিন্তু ওদেরকে কোনও ধরনের জেরা করবার সুযোগ দেয়নি রানা। একটা সেলফোন ধার করে রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা-প্রধান অর্জন ফরহাদকে ফোন করেছিল, দশ মিনিটের মাথায় অকুস্থলে হাজির হয়ে রানাকে উদ্ধার করেছে সে। পৌঁছে দিয়েছে হোটেলে।

এক ঘণ্টা সময় নিয়ে ডেটল মেশানো গরম পানিতে গোসল করল রানা, গোটা একটা সাবান ঘষল শরীরে, মাথায় শ্যাম্পু করল, মুখ ধুল, দাঁত মাজল... সবশেষে সিকি বোতল সুগন্ধী মাখল গায়ে। দেহ পরিষ্কার হয়ে গেল এতে, সুবাস ছড়াল; কিন্তু তারপরেও ঘিনঘিনে ভাবটা দূর হলো না কিছুতেই। সিউয়ারেজের ময়লা যেন চামড়ার তলায় স্থায়ীভাবে ঢুকে গেছে, এখনও বিকট সেই দুর্গন্ধ নাকে লাগছে ওর। ব্যাপারটা কাল্পনিক, আর কিছু না... মনকে প্রবোধ দিয়ে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বসল রানা। ঠাণ্ডা মাথায় গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখতে শুরু করল।

সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছিল ওর উপরে—গুদাঁ

দু লিপিনে-র ডায়েরিটা কেড়ে নেবার জন্য। জিনিসটার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন ওই রহস্যময় জাপানি কালেক্টর? সামান্য একটা ডায়েরি কবজা করবার জন্য তিন-তিনজন প্রফেশনাল খুনিকে মাঠে নামায় না কেউ—ব্যাপারটাকে হালকা চোখে দেখবার কোনও অবকাশ নেই। রহস্যের শেষ এখানেই নয়... ছিনতাইকারী ছেলেটাকে গুলি করল কে? কেন? কী তার স্বার্থ? জার্নালটা চায়? তা হলে তিন খুনির পিছু পিছু সেই লোকও রানাকে ধাওয়া করেনি কেন?

পুরো ব্যাপারটার পিছনে অগাস্ত দুভাঁর হাত আছে বলে মনে হচ্ছে। এটাও অস্বাভাবিক। দুভাঁকে খুব ভাল করে চেনে রানা—নিপাট ভালমানুষ, জেনেশুনে ওকে বিপদে ফেলবার লোক নয় সে, বেঈমানীও করবে না ওর সঙ্গে। তা হলে? বাধ্য করা হয়েছে দুভাঁকে? কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে যায়নি তো ওর বন্ধুটি?

টেলিফোনের রিসিভার তুলে দুভাঁর বাসায় রিং দিল রানা। ওপাশ থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ। সোফি, দুভাঁর বউ।

'হ্যালো?'

'সোফি? আমি রানা বলছি।'

'হাই, রানা! কী খবর?'

'দুভাঁ আছে? ওর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।'

'সরি, রানা। ও তো ফেরেনি। আজ রাতে ফিরবেও না। কী নাকি একটা জরুরি কাজে ওকে প্যারিসের বাইরে যেতে হচ্ছে। ঘণ্টাখানেক আগে ফোন করেছিল।'

'জরুরি কাজ?'

'হ্যাঁ। আগামী দু'তিনদিন না-ও ফিরতে পারে। আমাকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছে। আর হ্যাঁ... তোমাকে একটা মেসেজ দিতে বলেছে।'

'কী মেসেজ?'

'দুঃখ প্রকাশ করেছে... তোমাকে ঝামেলায় ফেলবার জন্য। ওর নাকি কিছু করার ছিল না। ব্যাপারটা কী, একটু বলবে? ও আমাকে কিছুই খোলাসা করে বলল না। কী ঝামেলায় ফেলেছে তোমাকে?'

'তেমন কিছু না,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। 'রিল্যাক্স। পরে কথা হবে, কেমন?' লাইন কেটে দিল ও।

ব্যস, আর কোনও সন্দেহ নেই। দুভাঁই ওকে টোপ বানিয়েছিল খুনিদের সামনে। এখন গা-ঢাকা দিয়েছে, কিংবা তাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, যাতে রানা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে না পারে। কিন্তু কেন? কী আছে লিপিনের জার্নালে? জিনিসটা তো ওরও নয়, হায়দারের! দুশ্চিন্তা ভর করল রানার মাথায়। পানামায় হায়দারও বিপদে পড়েনি তো? কেন যেন ওখানে ছুটে যাবার তাগিদ অনুভব করছে, মনে হচ্ছে ওখানে গেলেই মিলবে সমস্ত প্রশ্নের জবাব। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। ঢাকায় ফিরে যাবার নির্দেশ পেয়েছে ও বিসিআই হেডকোয়ার্টার থেকে, বোধহয় নতুন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট গছাবে বুড়ো।

ড্রয়ার থেকে লিপিনে জার্নালটা বের করল রানা। প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে রাখায় সিউয়ারেজের পানিতে তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি ওটার। মলাট আর চারপাশের কিনার মৃদু ভিজেছে কেবল, শুকিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। হায়দার কি তা হলে ঠিকই ভেবেছে? এর ভিতরে কি লুকানো আছে ইনকা-গুপ্তধন পাবার কোনও সূত্র? সাবধানে কয়েকটা পাতা উল্টাল ও, পড়বার চেষ্টা করল। যদ্দূর বুঝল, এন্ট্রিগুলো রুটিন গোছের... আলাদা কোনও বিশেষত্ব নেই ওগুলোর। অবশ্য ফরাসি ভাষার স্বল্প জ্ঞান নিয়ে লেখার অর্থ পুরোপুরি বোঝাও সম্ভব নয়। সাহায্য প্রয়োজন। তার আগে দরকার পরামর্শ।

খানিক ভাবনাচিন্তা করে টেলিফোনের রিসিভার আবার তুলে

নিল রানা, ডায়াল করল বিসিআই হেডকোয়ার্টারের সিকিওর্ড চ্যানেলে—সরাসরি চিফের নাম্বারে। খুটখাট আওয়াজের পর ভেসে এল গুরুগম্ভীর গলা।

'ইয়েস?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা কেন যেন ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনোরকমে নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে বলল, 'রানা, স্যর।'

'ইয়েস, এমআরনাইন, কী খবর?'

সন্ধ্যার পুরো ঘটনা চিফকে খুলে বলল রানা, নিজের উদ্বেগ আর সন্দেহের বিষয়গুলোও তুলে ধরল তাঁর সামনে। সব শোনার পর গম্ভীর হয়ে গেলেন রাহাত খান। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'হুম, রহস্যটা জটিলই বটে। তোমার সঙ্গে আমি একমত, এর শেকড় লুকিয়ে আছে পানামায়।'

'এখন তা হলে কী করব, স্যর?'

'তোমার পিছনে তিনজন খুনি পাঠানো হয়েছিল... এ-ধরনের ঘটনা চুপচাপ বরদাশত্ করবার পক্ষপাতী নই আমি। তা ছাড়া জার্নালটা ড. আলী হায়দারের কাছ থেকেও একইভাবে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে ওই জাপানি কালেক্টর, ওর নিরাপত্তাও দরকার।'

আশায় দুলে উঠল রানার মন। 'আমি কি তা হলে, স্যর...'

'হ্যাঁ, পানামায় যাবে তুমি,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'ব্যাপারটা শুধু তোমার বন্ধু বা আমাদের দেশের একজন খ্যাতিমান আর্কিয়োলজিস্টের নিরাপত্তা বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমার ধারণা, তলে তলে আরও বড় কিছু ঘটছে ওখানে।'

'এ-কথা বলছেন কেন, স্যর?'

'কয়েকদিন আগে জর্জের সঙ্গে পানামা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমার,' নুমা... অর্থাৎ ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা বলছেন বিসিআই চিফ, দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হলেও গোপনে আমেরিকার ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স হিসেবে কাজ করে নুমা। 'ওখানকার পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকা সম্প্রতি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বিদেশি কিছু শক্তি পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করছে বলে গোপন সূত্রে খবর পেয়েছে ওরা। খালটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই জানো? উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটা বিশাল অংশ পরিচালিত হয় পানামা খালের মাঝ দিয়ে। বাংলাদেশেরও অনেক জাহাজ ব্যবহার করে ওটা—আমেরিকার পূর্ব উপকূল আর ইয়োরোপের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন দেশে রফতানির মালামাল পৌঁছে দেয় ওরা। ওখানে কোনও ঝামেলা দেখা দিলে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হব।'

'জার্নালের সঙ্গে এই ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে ভাবছেন কেন?' একটু দ্বিধান্বিত হলো রানা।

'স্রেফ ইনট্যুইশন,' বললেন রাহাত খান, 'তবে একেবারে অযৌক্তিক বলে মনে করি না। ছোট্ট দেশ পানামা... ওখানে একই সঙ্গে দু'-দুটো গোলমাল চলবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। বিশেষ করে জার্নালটা যেহেতু পানামা খালের একজন প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারের লেখা, এটাকে বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা বলে ভাবতে পারছি না কিছুতেই।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে, স্যর,' একমত হলো রানা।

'জর্জ আগেই সাহায্য চেয়ে রেখেছে আমার কাছে—ব্যাপারটা তদন্ত করবার ব্যাপারে। পানামার সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত নড়বড়ে, নিজেদের কাউকে পাঠাতে পারছে না

ওরা। ছোটখাট ঘটনাও ওদের জন্য আন্তর্জাতিক স্ক্যাণ্ডালে পরিণত হতে পারে। তাই চাইছিল বাইরের কাউকে পাঠাতে। আমি অবশ্য এর সঙ্গে জড়াতে রাজি হইনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...' কথাটা আর শেষ করলেন না রাহাত খান। নির্দেশ দিলেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারো রওনা হয়ে যাও। ডায়েরিটা পৌঁছে দাও তোমার বন্ধুর কাছে। এরপর ওর সঙ্গেই থেকো। আবারও কেউ ওটা ছিনিয়ে নিতে চাইলে বাধা দিতে পারবে... কারা এর পিছনে জড়িত, তাও হয়তো বা খুঁজে বের করতে পারবে। আমি এদিক থেকে জর্জকে জানিয়ে দিচ্ছি তোমার যাওয়ার খবর। প্রয়োজন দেখা দিলে ওর সাহায্য পাবে।'

'ঠিক আছে, স্যর।' একটু ইতস্তত করল রানা। 'ইয়ে... দুভাঁর ব্যাপারে কী করব? ও কোনও বিপদে পড়েছে কি না বুঝতে পারছি না।'

'এ-মুহূর্তে ড. হায়দার তোমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি,' বললেন রাহাত খান। 'দুভাঁর বিষয়ে রানা এজেন্সির প্যারিস ব্রাঞ্চ খোঁজখবর নিক। ও-দিকটা আমি দেখব। তুমি পানামায় যাও।'

'ওকে, স্যর।'

'সাবধানে থেকো, রানা। যদ্দূর বুঝতে পারছি... এক নয়, একাধিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে। যে-কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের বিপদে পড়তে পারো।'

'আমি সাবধানেই থাকব, স্যর।'

'বেস্ট অভ লাক, এমআরনাইন।'

চার

ছত্রিশ ঘণ্টা পর।

পানামার রিও টুইরা নদী ধরে ভটভটিয়ে এগিয়ে চলেছে মোটর বোট, ওটার প্রাচীন আউটবোর্ড ইঞ্জিন ক্রমাগত মরণডাক ছাড়ছে। বিকট আওয়াজে কান ঝালাপালা, এ-অবস্থায় কথা বলা সম্ভব নয়, তাই আরোহীরা নিশ্চুপ। বোটের পিছনের আলোড়িত পানির উপরে পাক খাচ্ছে এগজস্ট থেকে বেরুতে থাকা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী—ইঞ্জিনটা রাক্ষসের মত তেল খাচ্ছে, কিন্তু ঠিকমত পোড়াতে পারছে না; কালো ধোঁয়া বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে পিছনে।

বাউয়ের কাছে বসে আছে রানা, কর্ণকুহরে চলতে থাকা অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে উপভোগ করছে নদীর নির্মল মুক্ত বায়ু। বাতাসে চুল উড়ছে, শুকিয়ে গেছে ঘামে ভেজা খাকি বুশ শার্ট, এখন গায়ে লাগছে স্বস্তির পরশ। পায়ের কাছে পড়ে আছে ডাফল ব্যাগ, তাতে রয়েছে বাড়তি কাপড়চোপড় আর টুকিটাকি দরকারি জিনিস। পকেটে রয়েছে মহামূল্যবান লিপিনে জার্নাল। ওর পিছনে পাটাতনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে দুজন লোকাল গাইড, তৃতীয়জন ইঞ্জিন অপারেট করছে—ওদেরকে *এল্ রিয়াল* থেকে ভাড়া করা হয়েছে। বোটও ওখান থেকে নেয়া। হাজারতিনেক লোক বাস করে নদীতীরের শহরটায়, হায়দারের এক্সপিডিশন এরিয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী জনপদ ওটা। ওখানকার

এয়ারস্ট্রিপেই চার্টার করা বিমান থেকে নেমেছে ও আর কারমেন কপোলা।

ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধুপত্নীর দিকে তাকাল রানা, উদাস ভঙ্গিতে ওর কয়েক হাত পিছনে বসে আছে মেয়েটা, বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছে নদীর ধারের জঙ্গলের দিকে। ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজে ক্ষণে ক্ষণে ওখান থেকে উড়ে পালাচ্ছে পাখির ঝাঁক। ইমেইলে দেখা ছবির তুলনায় অনেকটাই ব্যতিক্রম কারমেন, মনে মনে ভাবল রানা। সুন্দরী, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ছবিতে যতটা সারল্য অনুভব করেছিল, আদপে তা নয়। মধ্য আমেরিকার স্থানীয় তরুণী নয়, কারমেনের চলন-বলন আর সাজসজ্জা আমেরিকান আধুনিকাদের মত। ল্যাটিন মেয়েদের তুলনায় ফর্সা। মেদহীন আকর্ষণীয় ফিগার। মাথাভরা কোঁকড়া কালো কেশ, নেমে গেছে পিঠ ছাড়িয়ে; এখন অবশ্য বাতাসের অত্যাচার এড়াতে খোঁপা বেঁধে রেখেছে। চকচকে খাকি প্যান্ট-শার্ট পরেছে সে, রঙটা রানার খাকির তুলনায় কিছুটা গাঢ়। ফর্সা চামড়ার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে পোশাকটা, ওকে দেখাচ্ছে টুম রেইডার ভিডিও গেমের নায়িকা লারা ক্রফ্‌টের মত।

কোস্টারিকা বর্ডারের কাছাকাছি ডেভিড নামের একটা শহরে রানার সঙ্গে মিলিত হয়েছে কারমেন, একটা চার্টার্ড বিমানে চেপে। বিমানটা রানাই পাঠিয়েছিল ওকে পিকআপ করবার জন্য। হায়দারের কাছে দ্রুত পৌঁছুতে চাইছে রানা, তাই প্যারিস থেকে সরাসরি ফ্লাইটে পানামা সিটিতে যায়নি, বরং খ্যাত-অখ্যাত চারটা কানেক্টিং ফ্লাইট ধরে ডেভিডে পৌঁছেছে, কারমেনকেও আনিয়ে নিয়েছিল ওখানে। ডেভিড থেকে আরেকটা বিমানে চেপে দারিয়েন প্রভিন্সের এল্ রিয়ালে আসায় টোটাল জার্নি টাইম প্রায় পনেরো ঘণ্টা কমিয়ে নিতে পেরেছে। ওর তাড়াহুড়ো লক্ষ করে একটু অবাক হলেও টেলিফোনে কোনও প্রশ্ন করেনি কারমেন।

বুদ্ধিমতী মেয়ে... আঁচ করে নিয়েছিল, নিশ্চয়ই এর পিছনে যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ আছে; সময় হলে রানা নিজেই সেটা খুলে বলবে। ডেভিডে দেখা হবার পর সংক্ষেপে হায়দারের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগের কথা তাকে জানিয়েছে রানা। লিপিনে জার্নালটা নিয়ে কী ধরনের বিপদে পড়েছিল, সেটাও বলেছে। ওর আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয়, সেটাও বোঝা গেছে কারমেনের কথা শুনে। গত দু'দিন থেকে হায়দারের সঙ্গে ওর কোনও যোগাযোগ নেই... রেডিওতে ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। রানা যে লিপিনে জার্নালটা কিনতে পেরেছে, সে-খবর স্বামীকে জানাতে পারেনি কারমেন।

কারমেনকে যত দেখছে ততই বিস্ময় অনুভব করছে রানা। দু'দিন থেকে হায়দারের খোঁজখবর নেই, তারপর রানার মুখে বিপদের কথা শুনেছে... অথচ উদ্বেগের ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যাচ্ছে না মেয়েটির মধ্যে। ডেভিডের বিমানবন্দরে যখন বিমান থেকে নামল, মনে হচ্ছিল না স্বামীর খোঁজে গহীন জঙ্গলে যাচ্ছে; বরং সিল্কের বহুমূল্য ড্রেস, গলায় মুক্তোর মালা আর শরীর থেকে ভুর ভুর করে বেরুতে থাকা দামি অবসেশন পারফিউমের গন্ধে মনে হচ্ছিল কোনও ইভ্‌নিং পার্টির জন্য বেরিয়েছে সে। এল্ রিয়ালে পৌঁছুনোর পর পোশাক বদলেছে বটে, কিন্তু সময় নিয়ে মেকআপ চড়িয়েছে মুখে, লিপস্টিক দিয়েছে, চুল সাজিয়েছে। রীতিমত তাড়া দিতে হয়েছে রানাকে তখন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। সাজসজ্জা নিয়ে অতিমাত্রায় সচেতন অনেক মেয়েকে দেখেছে রানা, কিন্তু এতটা নয়। মনের ভিতরে ক্ষীণ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে—হায়দারকে কি আদৌ ভালবাসে কারমেন? একটুও শঙ্কা কেন দেখছে না ওর মধ্যে? এ-ধরনের উদাসীনতা শুধুমাত্র অপছন্দের কারও ক্ষেত্রেই আশা করা যায়। দাম্পত্য জীবন হয়তো সুখী নয় ওদের। প্রসঙ্গটা নিতান্তই ব্যক্তিগত বলে কিছু

জিজ্ঞেস করতে পারছে না রানা।

স্বামীর ব্যাপারে উদ্বেগ না দেখালেও কাজকর্ম ঠিকমতই করছে কারমেন। এল্ রিয়ালে আগেও এসেছে ও, স্থানীয় লোকজনকে চেনে। রানাকে কিছু করতে দেয়নি, নিজেই ভাড়া করেছে বোট আর গাইড। গাইডেরা বোটের মালিকের ভাইপো। তিনজনই সশস্ত্র—একটা করে এম-সিক্সটিন রাইফেল রয়েছে প্রত্যেকের সঙ্গে। কলাম্বিয়ান নার্কো-গেরিলাদেরকে মোকাবেলা করবার জন্য। ওদের ঘাঁটি অবশ্য অনেকটা উত্তরে বলে শুনেছে রানা, তবে গাইডেরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে এল্ রিয়াল থেকে রওনা হবার পর। নদী ধরে জঙ্গলের অনেকটাই ভিতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। সূর্য উঠে এসেছে মাথার উপর, কড়া রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে কালচে পানির বুকে—সরাসরি তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দু'পাশে ঘন অরণ্য, গায়ে গা ঠেকিয়ে রেখেছে বৃক্ষরাজি, উপরে তাদের শাখা-প্রশাখা আর পাতা দিয়ে তৈরি করে রেখেছে ঘন আচ্ছাদন। জলধারার উপরে ফিতের মত এক চিলতে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখবার উপায় নেই। রঙ বলতে আকাশের নীল, পানির কৃষ্ণবর্ণ আর দু'পাশে সবুজে সবুজ। সেন্ট্রাল দারিয়েন প্রভিন্স দুনিয়ার সেরা বার্ড-ওয়াচিং স্পটগুলোর অন্যতম। তার প্রমাণও দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনের আওয়াজে উড়ে যাওয়া পাখিদের দিকে তাকিয়ে। রঙ-বেরঙের হাজারো প্রজাতির পাখিদের স্বর্গরাজ্যে যেন পৌঁছে গেছে ওরা।

ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল হঠাৎ। থ্রটল কমিয়ে দিয়েছে সারেং। আগের চেয়ে অনেক আস্তে যাচ্ছে এখন বোট। ভুরু কুঁচকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার... স্পিড কমাল কেন?'

কারমেন বলল, 'নদীর সামনের অংশটা বিপজ্জনক—অগভীর; ডুবোপাথরে ভরা। স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছে খুনে পানি। পাথরে

ধাক্কা খেয়ে প্রায়ই নৌকাডুবি হয়। সাবধানে না এগোলে আমাদেরও একই দশা হবে।'

শ্রাগ করে আবার পানির দিকে তাকাল রানা। স্রোতের মাঝে খয়েরি কয়েকটা রেখা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে একটা খাল আছে, ওখান থেকে কাদা মেশানো পানির একটা ধারা মিশেছে নদীর এই শাখাটার সঙ্গে। পরিবেশটা অদ্ভুত লাগছে ওর কাছে। দু'দিন আগে লক্ষ-কোটি মানুষে ভরা মহানগরী প্যারিসে ছিল ও, আর এখন... ওরা পাঁচজন ছাড়া আর কোনও মানুষ নেই ত্রিসীমানায়। একেবারে নির্জন, জনমানবহীন এক অরণ্যের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে অজানার উদ্দেশে। খারাপ লাগছে না, বরং ভিতর ভিতর রোমাঞ্চ অনুভব করছে। তবে কারমেনের মাঝে সেই রোমাঞ্চ নেই, তার চোখেমুখে রাজ্যের বিরক্তির ছাপ।

'তোমার মনে হয় পরিবেশটা ভাল লাগছে না,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল কারমেন। 'না। এসব আমার জন্য নতুন নয়।' ধীরে ধীরে ঘুরে বসল। 'প্রথম প্রথম হায়দারের সঙ্গে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছি এই এলাকায়। তখন অবশ্য মজাই লাগত...'

'এখন আর লাগে না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কারমেন। 'হায়দারের টাকা আছে। দিনের পর দিন জঙ্গলে পড়ে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই ওর। পানামা সিটিতে আমাদের একটা অ্যাপার্টমেণ্ট আছে, গাড়ি আছে। ওখানকার জীবন অনেক বেশি আরামের।'

'বিয়ের আগে এসব ভাবা উচিত ছিল না? ওর পেশাটাই তো এমন।'

'জানি,' হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে আয়না আর লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে রঙ চড়াতে শুরু করল কারমেন। 'আসলে তখন প্রেমে

হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, বাস্তবতা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ভাবিনি হায়দারের পেশাটা আমাদের দাম্পত্য জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।'

এর পরে প্রশ্ন এসে যায়, এখন ও ডিভোর্সের কথা ভাবছে কি না। কিন্তু নিজেকে সংযত করল রানা। ওদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক না গলানোই ভাল। প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে দেখাবার মত কী পেয়েছে হায়দার, জানো? ওই যে... সেদিন টেলিফোনে যেটা বলেছিলে?'

'আমি ঠিক শিয়োর না। নদীর উজানে একটা মরা আগ্নেয়গিরি আছে। জ্বালামুখের জায়গায় আছে বিশাল এক হ্রদ। ভলকানিক ওই লেক থেকেই নদীটার উৎপত্তি—জলপ্রপাত হয়ে নীচে নেমেছে। গত কিছুদিন থেকে ওখানে তল্লাশি চালাচ্ছিল হায়দার। হয়তো কিছু খুঁজে পেয়েছে।'

এরপর আর কথা হলো না। সামনে নজর ফেরাল রানা। পানির গভীরতা সত্যিই কমতে শুরু করেছে। সূর্যের আলোয় ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাচ্ছে তলদেশ। একটু পর সংকীর্ণও হতে থাকল, চেপে এল দুই পাড়। পানির উপর ঝুঁকে থাকা গাছের ডালগুলো স্পর্শ করল পরস্পরকে, মাথার উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশ। পানির কাছাকাছি নেমে এসেছে লতাপাতা আর মাকড়সার ঝুল। কয়েক দফা মাথা নামাতে হলো ওগুলোর হাত থেকে বাঁচতে। আবছায়া পরিবেশ, আর্দ্রতাও বাড়ছে। ঘামতে শুরু করল আরোহীরা।

'পৌঁছে গেছি প্রায়,' ঘোষণার সুরে বলল কারমেন।

অনেকগুলো শাখা দেখা গেল নদীর দু'পাশে—ছোট-বড় সব আকারেরই আছে। কাদা মেশানো পানি বইছে ওগুলো থেকে। রানা লক্ষ করল, সামনের বেশ কিছু গাছের মাথা ন্যাড়া। যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল ওগুলোর উপর দিয়ে। নদীর খরস্রোতা

কয়েকটা অংশ পেরুল ওরা, পাথরে বাড়ি খেয়ে ওখানে সাদা ফেনা তুলছে পানি। একটু পরেই দু'ধারে ভাঙাচোরা পাথুরে দেয়াল চোখে পড়ল ওর। প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যনির্মিত। প্রাচীন, ক্ষয়ে যাওয়া... ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। দেয়ালের বিভিন্ন অংশ থেকে সম্প্রতি পরিষ্কার করা হয়েছে আগাছা আর শ্যাওলার স্তর, ফলে বহু শতাব্দী পর আবার রোদের স্পর্শ পাচ্ছে সারফেস।

ভাঙা দেয়ালের মাঝ দিয়ে ডানে মোড় নিয়ে একটা খালের ভিতরে ঢুকে পড়ল বোট। এটা আরও সরু, অন্ধকার।

'পিছনের দেয়ালগুলোর কারণে ওখানে দশ ফুট উঁচু একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছিল,' বলল কারমেন। 'আসলে ওটা বাঁধ... নদীর প্রবাহ আটকাবার জন্য বহু বছর আগে তৈরি করেছিল কেউ। হায়দারের ধারণা, পাথরগুলো এখানকার নয়, দূরের কোনও পাথরখনি থেকে আনা। নদীর মুখ আটকে উজানের দিকে নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, যাতে উপত্যকার ভিতরে ঢুকতে না পারে লোকে।'

'কারা বানিয়েছিল ওই বাঁধ?' জিজ্ঞেস করল রানা। লক্ষ করল, উপত্যকার এ-অংশে গাছপালার সংখ্যা কম। বাঁধের কারণে এ-পাশটা বহুদিন পানির তলায় ডুবে ছিল, গাছপালা ঠিকমত জন্মাতে পারেনি।

'হায়দারের বিশ্বাস—ইনকা-রা। ওদের টোয়াইস-স্টোলেন ট্রেজারের গল্প সম্ভবত তুমি শুনেছ। হায়দার ভাবছে ওগুলো এদিকেই কোথাও পাওয়া যাবে। বাঁধের নির্মাণশৈলীতে ইনকাদের কারিগরি ছাপ আছে। ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স হতে পারে না।'

গল্পটা রানার জানা। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকান আযটেকদের বিরুদ্ধে হার্নান কর্টেজের মহাবিজয়ের পর দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে স্প্যানিশ কংকুইস্টেডর-রা। ইনকা সাম্রাজ্যের বিশাল স্বর্ণ-ভাণ্ডারের উপর চোখ পড়েছিল ওদের।

একশো ঊনসত্তর জন সৈন্য আর সাতাশটা ঘোড়া নিয়ে রাজা প্রথম চার্লসের আশীর্বাদপুষ্ট কংকুইস্টেডর নেতা ফ্রান্সিসকো পিযারো ১৫৩১ সালে পেরুতে আসেন। ইনকা সাম্রাজ্যে তখন ভয়াবহ এক গৃহযুদ্ধ চলছে—ক্ষমতার লোভে লড়াই করছেন রাজপুত্র হুয়াস্কার ও তাঁর সৎভাই আতাহুয়ালপা।

১৫৩২ সালে পরাজিত হলেন হুয়াস্কার, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীর দখল নেবার জন্য রওনা হলেন আতাহুয়ালপা... আর তখুনি টালমাটাল পরিস্থিতির সুযোগ নিলেন পিযারো। কাহামারকা নামের এক শহরে আতাহুয়ালপা-র সঙ্গে দেখা করবার ছলে ঝটিকা আক্রমণ চালালেন, আটক করলেন সদ্য-বিজয়ী নতুন সম্রাটকে। তাঁর মুক্তিপণ হিসেবে বিশাল দুটো কামরা-ভর্তি সোনাদানা দেয়া হয়েছিল পিযারোকে, তবুও আতাহুয়ালপাকে মৃত্যুদণ্ড দেন তিনি, এরপর দখল করে নেন ইনকাদের রাজধানী কাযকো। কোনও বাধা পেতে হয়নি তাঁকে, কারণ এর আগেই হুয়াস্কারকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে আতাহুয়ালপার অনুসারীরা, ইনকা সাম্রাজ্য ছিল নেতৃত্বশূন্য। স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত কেউ ছিল না। কাযকো দখলের পর আতাহুয়ালপার ভাই মাংকো কাপাক-কে পুতুল রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসায় স্প্যানিশরা।

কয়েক বছর পর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মাংকো কাপাক। তবে সেই বিদ্রোহ সফল হয়নি। পালিয়ে গিয়ে ভিটকোস নামের এক পাহাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করেন তিনি, ওখান থেকে চালাতে থাকেন চোরাগোপ্তা লড়াই। শেষ পর্যন্ত ১৫৪৪ সালে তাঁকে হত্যা করে স্প্যানিশরা। এর মাঝে ইনকা সাম্রাজ্যের প্রচুর সোনা-রূপা পাচার হয়ে গেছে ইয়োরোপে। লিমার সমুদ্রবন্দর থেকে জলপথে ওগুলো পানামা সিটিতে নিয়ে যাওয়া হতো, তারপর মালবাহী খচ্চরের বহরের সাহায্যে পাঠানো হতো

ক্যারিবিয়ান উপকূলের নম্‌ব্রে দি দিয়োস ও পোর্তো বেলো ট্রেডিং পোস্টে। বছরে দু'বার রাজকীয় গ্যালিয়নের বহর এসে সংগ্রহ করত সোনা-রূপা, নিয়ে যেত স্পেনে।

গেরিলাযুদ্ধের অংশ হিসেবে ছোট ছোট অনেকগুলো দলকে পানামায় পাঠিয়েছিলেন মাংকো কাপাক, গহীন অরণ্যের মাঝ দিয়ে যাবার সময় খচ্চরের বহর আক্রমণ করে ইনকাদের লুণ্ঠিত সোনা-রূপা উদ্ধার করত ওরা। ওগুলো সরিয়ে নিত অজ্ঞাত স্থানে। মাংকো কাপাক ভেবেছিলেন স্প্যানিশদেরকে দেশ থেকে হটানোর পর ওই ধনসম্পদ ইনকা সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনে কাজে লাগবে। এ-সব সোনাদানাই টোয়াইস-স্টোলেন ট্রেজার নামে পরিচিত। মাংকো কাপাকের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় লুকানো ওই সম্পদ আর কোনোদিন জনসমক্ষে আসেনি, পানামার জঙ্গলের কোনও অজ্ঞাত জায়গায় আজও পড়ে আছে আজকের বাজারমূল্যে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সোনাদানা।

অবশ্য এই গল্পের পুরোটাই কিংবদন্তি। বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রমাণ বা আলামত নেই এর পিছনে। ইনকা ট্রেজার সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় গল্পটি ছিল হুয়াস্‌কারের গুপ্তধনের, যা তার অনুসারীরা আতাহুয়ালপার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য লুকিয়ে ফেলেছিল। কয়েক বছর আগে সেই গুপ্তধন আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্ত থেকে উদ্ধার করেছে রানা*, এরপর আর কোনও ইনকা-গুপ্তধন কোথাও থাকতে পারে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। পানামার জঙ্গলে স্প্যানিশ ক্যারাভান থেকে সোনাদানা লুঠ হতো বলে কিছু রেকর্ড আছে বটে, কিন্তু সেগুলো মিথ্যে রিপোর্ট হবারই সম্ভাবনা বেশি। লোভী স্প্যানিশ সৈন্যরা হয়তো নিজেরাই ওগুলো সরিয়ে লুঠ হয়েছে বলে প্রচার করত। এই এলাকায় কখনও

---

* *রক্তপিপাসা* দ্রষ্টব্য।

ইনকারা এসেছিল বলে প্রমাণ নেই। হায়দার অবশ্য ব্যতিক্রম, ওর চিন্তাধারা অন্য রকম। অ্যাকাডেমিক সার্কেলের মতামতকে উপেক্ষা করে মরীচিকার পিছনে ঘোরা ওর স্বভাব। আগেও বহুবার ঘুরেছে... এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে।

তবে প্রাচীন বাঁধটা দেখার পরে ব্যাপারটাকে আর মরীচিকা বলে মনে হচ্ছে না রানার কাছে। যদ্দূর ও জানে, পানামার প্রি-কলাম্বিয়ান সভ্যতায় এ-ধরনের বাঁধ তৈরির কোনও নির্দশন নেই। এখানকার আদিবাসী কুনা সম্প্রদায় নিয়ে স্প্যানিশরাও কখনও মাথা ঘামায়নি, কারণ ওদের কাছে কোনোদিনই মূল্যবান কিছুই ছিল না। প্রায়-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল কুনা-রা, এ-রকম বাঁধ তৈরির মত কারিগরি জ্ঞান ওদের ছিল না। পাথরগুলো লক্ষ করেছে রানা—একেবারে চৌকো, একেকটার ওজন দেড় থেকে দু'টনের কম নয়। ডিজাইনেও কোনও স্প্যানিশ ছাপ নেই, বরং ইনকাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মাচু পিচু শহরের দেয়ালগুলোর সঙ্গে বেশ মিল আছে। বাঁধটা ইনকাদের বানানো ভাবতে দোষের কিছু নেই। হায়দার সম্ভবত ঠিক পথেই এগোচ্ছে।

পানির বিপজ্জনক অংশটা পেরিয়ে এসেছে বোট, সারেং ফের থ্রটল বাড়াল। খাল ধরে দ্রুত বেগে ছুটে চলল জলযান। দু'পাশের ঝোপঝাড় অনেক জায়গায় কেটে ফেলা হয়েছে, মাটিও খোঁড়া হয়েছে বেশ কিছু স্পটে, উচুঁ হয়ে আছে ঢিবি। হায়দারের কাজ, অনুমান করল রানা।

দশ মিনিটের মত এগোল ওরা, তারপরেই কারমেনের ইশারা পেয়ে থ্রটল বন্ধ করে দিল সারেং। স্রোতের টানে এখন সামনে ভেসে চলেছে বোট।

'পৌঁছে গেছি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল কারমেন। 'ওই যে... ওই গাছের সারিটা পেরুলেই হায়দারের ক্যাম্প।' হাত তুলে কতগুলো গাছ দেখাল

ও। 'রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট আর ওয়ার্কার-সহ ওরা সতেরোজন থাকে ওখানে।'

বোটের আওয়াজ শুনে কেউ উদয় হলো না নদীর ধারে। আরেকটা ব্যাপার অস্বাভাবিক। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে চারদিকে। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই চারপাশ থেকে বুনো আওয়াজ শুনতে পাবে বলে আশা করেছিল রানা—পাখির ডাক, পোকামাকড়ের ঝিঁঝিঁ, বানরের কিঁচকিঁচ, ইত্যাদি; কিন্তু বাস্তবে কিছুই কানে আসছে না। না, আউটবোর্ডের গগনবিদারী আর্তনাদ শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে যায়নি... বোটের খোলে পানির ছলাৎছল পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও, শুনতে পাচ্ছে না কেবল প্রাণের কোনও সাড়াশব্দ। গাইডদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখল রানা, ওদেরও খটকা লাগছে। আকাশের দিকে তাকাল, অনেক উপরে অলস ভঙ্গিতে চক্কর দিচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ শকুন।

ভয় ফুটল গাইডদের চেহারায়। উত্তেজিত গলায় কী যেন বলাবলি করল ওরা, তারপর হাত বাড়াল অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে নেবার জন্য।

'কী বলছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

লোকগুলোর সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলল কারমেন, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'বিপদের ভয় করছে... ফিরে যেতে চাইছে।'

'কোনোকিছু না দেখেই?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, সেনিয়র,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল গাইডদের লিডার, তার নাম হুয়ান। 'এখানে খারাপ কিছু ঘটে গেছে। হয়তো হামলা করেছিল গেরিলারা। দেখছেন না, লোকজনের কোনও সাড়াশব্দ নেই?'

'এখনও কিছুই দেখিনি আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তা ছাড়া এত কাছে এসে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিছু ঘটেছে

কি ঘটেনি, সেটা খুব শীঘ্রি জানা যাবে।'

'আপনি ভুল করছেন, সেনিয়র...'

'চুপচাপ এগোতে থাকো। খবরদার, বোট ঘোরাবার চেষ্টা করলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে।'

জোর গলায় কথা বললেও মনের ভিতরে কুডাক ডাকছে রানার। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় কাটানোর ফলে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, গোলমাল আছে এখানে... বড় ধরনের গোলমাল! গাইডদের দোষ দিতে পারল না—নার্ভাস ভঙ্গিতে রাইফেল আঁকড়ে ধরে রেখেছে তারা, ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে। স্রোতের টানে ভেসে চলা বোট ছাড়া আর কিছুই নড়ছে না। গাছের পাতাও স্থির। অশুভ পরিবেশ।

আরেকটু এগোতেই মৃদু একটা গন্ধ পেল রানা। পরিচিত গন্ধ... মৃত্যুর, মাংস-পচা! এই গন্ধ খুব ভাল করে চেনে ও। গাছের সারিটা পেরুতেই তার সত্যতা পাওয়া গেল।

নদীর ধারে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে তৈরি করা হয়েছে ক্যাম্প, খাটানো হয়েছে ডজনখানেক তাঁবু। সেদিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে এল দর্শকদের। পুরো ক্যাম্পজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মানুষের লাশ! এলোমেলোভাবে। আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ করল কারমেন। গাইডেরাও বিড়বিড় করে ঈশ্বরের নাম জপছে। শুধু রানা নিশ্চুপ। থমথমে চোখে কয়েক মুহূর্ত জরিপ করল দৃশ্যটা, তারপর সারেংকে নির্দেশ দিল, 'তীরে চলো।'

নাক ঘোরাতেই ভাসতে ভাসতে নদীতীরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল বোট, তলা লেগে গেছে মাটিতে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রানা। বোটের দড়ি নিয়ে বেঁধে ফেলল একটা খুঁটিতে। তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক ভাল করে দেখল, বোঝার চেষ্টা করল আশপাশে

কেউ লুকিয়ে আছে কি না। জীবিত প্রাণী বলতে স্রেফ কয়েকটা শকুন দেখা গেল, লাশের গা ঠোকরাচ্ছে। পাথর ছুঁড়ে মারতেই ওগুলো বিরক্ত হয়ে উড়ে চলে গেল।

কারমেনকে বোটেই অপেক্ষা করতে বলল রানা, তিন গাইডকে নীচে নামাল। সতর্ক পদক্ষেপে ক্যাম্পে প্রবেশ করল চারজনে। লাশগুলো দেখে বিস্ময় অনুভব করল রানা—মনে হচ্ছে আচমকা মৃত্যু হানা দিয়েছে এখানে। যে-যেখানে ছিল, সেখানেই ঢলে পড়েছে। কয়েকজন পড়ে আছে পানির ধারে, পাশে বালতি... বোধহয় পানি আনতে যাচ্ছিল; কয়েকজনের সামনে পড়ে আছে আধ-খাওয়া খাবারের প্লেট। বোটকা গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

নাকে রুমাল বেঁধে নিল রানা, হুয়ান ও তার দুই ভাইকে চারপাশ তল্লাশি করতে পাঠাল, তারপর নিজে এগোল মেইন টেন্টের দিকে। বাকিগুলোর চেয়ে ওটা আকারে বড়, বাইরে রেডিও অ্যান্টেনা আছে। অনুমান করল, হায়দারকে ওখানেই পাওয়া যাবে। কী অবস্থায় পাবে, তাও আন্দাজ করতে পারছে। প্যারিসের ঘটনার পর যে-আশঙ্কা করছিল, সেটাই সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে। এখানকার সঙ্গে সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে ওটার। এক দেখাতেই বুঝতে পেরেছে, সাধারণ কোনও খুনোখুনি ঘটেনি এখানে। টাইমিংটাও অদ্ভুত। লাশগুলোর গায়ে পচনের পরিমাণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে এরা। প্যারিসে রানার উপরে আক্রমণটা ব্যর্থ হবার পরপরই। কিন্তু কেন? কিছু কি আবিষ্কার করে ফেলেছিল হায়দার? রানাকে কী যেন দেখাতে চাইছিল... কী সেটা?

ফ্ল্যাপ ঠেলে মেইন টেন্টে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা। দৃশ্যটা অপ্রত্যাশিত নয়, তারপরেও প্রিয় বন্ধুকে এভাবে দেখবে বলে তৈরি ছিল না। ক্যানভাস বিছানো মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে

আছে আলী হায়দার—পরনে শর্টস্, টি-শার্ট আর বুট। প্রাণহীন। কপালে তৃতীয় নয়নের মত ফুটে আছে একটা বুলেটের গর্ত। দু'চোখ মেলা, দৃষ্টিতে শূন্যতা। পড়ে থাকার ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারা গেছে ও।

হাঁটু গেড়ে লাশের পাশে বসল রানা, হাত বুলিয়ে বন্ধ করে দিল বন্ধুর চোখের পাতাদুটো। নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত চাপল। আসতে বড্ড দেরি করে ফেলেছে ও।

পাঁচ

কয়েক মিনিট মূর্তির মত বসে রইল রানা। এরপর আবেগের লাগাম টেনে উঠে দাঁড়াল। অদ্ভুত এক কাঠিন্য ভর করেছে ওর চেহারায়। এর জন্য যারা দায়ী, যেমন করে পারে তাদেরকে নিজ হাতে শাস্তি দেবে ও।

টেন্টের ভিতরে নজর বোলাল রানা। তছনছ করা হয়েছে সব। উল্টে ফেলা হয়েছে হায়দারের বিছানা, ব্যাগ খুলে বের করা হয়েছে সব কাপড়চোপড়, কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে চারদিকে। উল্টে-পাল্টে পড়ে আছে টেবিল-চেয়ার। কাণ্ডটা যে কলাম্বিয়ান গেরিলাদের নয়, তা পরিষ্কার। অন্তত লাখখানেক ডলারের কমিউনিকেশন আর সার্ভে ইকুইপমেন্ট পড়ে আছে টেন্টের ভিতরে, ওগুলোয় হাত লাগানো হয়নি। লুটপাটই যদি উদ্দেশ্য হতো, তা হলে জিনিসগুলো ফেলে রেখে যেত না খুনিরা।

তারমানে হায়দারকে হত্যা করা হয়েছে কোনোকিছু ধামাচাপা দেবার জন্য... কিংবা পথের কাঁটা সরাবার জন্য।

টেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ও। হাঁটতে হাঁটতে তাকিয়ে দেখল চারপাশের নারকীয়তা। কাউকে রেহাই দেয়নি খুনিরা—হায়দারের টিমের সব সদস্যকে তো খুন করেছেই, ক্যাম্পের খোঁয়াড়ে রাখা ছাগল আর মুরগিগুলোকেও গুলি করেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মানুষ বা পশুপাখি... কারও শরীর থেকেই খুব বেশি রক্ত বেরোয়নি। কারণ কী!

বোটের কাছে যেতেই কারমেনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির মুখোমুখি হতে হলো।

'আ... আমি দুঃখিত, কারমেন,' নিচু গলায় বলল রানা। 'হায়দার...'

বাকিটা বলার প্রয়োজন হলো না, নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'ওকে দেখতে চাও?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল কারমেন। 'অমন দৃশ্য সহ্য করতে পারব না আমি।'

হুয়ান এগিয়ে এসেছে। রানাকে জানাল, আশপাশে জীবিত কাউকে খুঁজে পায়নি। হামলাকারীদেরও কোনও চিহ্ন নেই। লাশ গুনে দেখা হয়েছে—হায়দারের টিমের সবাই মৃত, কেউ বাঁচেনি। শুনে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'পুলিশে খবর দেয়া দরকার, সেনিয়র,' বলল হুয়ান।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' কারমেনের দিকে ফিরল রানা। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে সে। রুমাল বের করে চোখ মুছে তাকাল ওর দিকে।

রানা বলল, 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত হুয়ানকে নিয়ে আমি এখানেই থাকছি। তুমি বাকিদের নিয়ে এল্ রিয়ালে ফিরে যাও।

এয়ারস্ট্রিপে আমাদের বিমানটা আছে, পাইলটকে বললে তোমাকে পানামা সিটিতে পৌঁছে দেবে।'

'আর হায়দার?' ভেজা গলায় জিজ্ঞেস করল কারমেন।

'দেখি, পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আজই লাশটা ছাড়িয়ে নিতে পারি কি না। দাফনের জন্য দেশে পাঠাতে হবে। তুমি সঙ্গে যেতে চাও?'

'না,' আবারও মাথা নাড়ল কারমেন। 'বললাম তো, ওসব আমার সহ্য হবে না।'

অবাক না হয়ে পারল না রানা। স্বামীকে শেষ দেখা দেখতে চাইছে না, দাফনের সময় উপস্থিত থাকতে চাইছে না... ব্যাপারটা কী! কিন্তু এ-মুহূর্তে প্রশ্নগুলো না তোলাই ভাল। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে কারমেনের কথা মেনে নিল ও।

'যা তোমার মর্জি।'

হুয়ান রয়ে গেল, বাকি দুই গাইডকে বাড়তি টাকাপয়সা দিয়ে কারমেন-সহ এল্ রিয়ালের পথে রওনা করিয়ে দিল রানা। ওরাই পুলিশ পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। তবে অন্তত ছ'ঘণ্টার আগে তারা পৌঁছুবে বলে মনে হয় না। বসে না থেকে সময়টা তদন্তের কাজে ব্যয় করবে বলে ঠিক করল রানা। জটিল এক রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে ও।

হত্যাকাণ্ডের মোটিভটা পরিষ্কার নয়। এর পিছনে যদি প্যারিসের সেই জাপানি ধনকুবেরের হাত থাকে, কেন সে পানামা নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছে... কেনই বা সতেরোজন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে ব্যাপারটাকে কলাম্বিয়ান বিদ্রোহীদের কাণ্ড বলে দেখাতে চাইছে... তা অজানা। ক্যাম্পের সাজানো দৃশ্যের ভিতরেও প্রচুর অসঙ্গতি আছে। মানুষের পাশাপাশি গবাদি প্রাণীগুলোকে কেন গুলি করা হয়েছে? লাশের শরীর থেকে রক্তক্ষরণ এত কম হয়েছে কেন? নিহত মানুষগুলো যে-যেখানে

ছিল সেখানেই মারা গেল কীভাবে? গুলি খাবার আগে কেউ পালাবার চেষ্টা করেনি কেন? লড়াই করেনি কেন?

একে একে সবক'টা লাশ পরীক্ষা করল রানা। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, কয়েকজনের আঘাত মোটেই গুরুতর ছিল না... তারপরেও মারা গেছে এরা! ক্যাম্পের চারপাশের জঙ্গলে হানা দিল ও। এখানে-সেখানে মরে পড়ে আছে অনেক পাখি; কয়েকটা বানরের লাশও মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। ঠিকমত পচেনি ওগুলো... সবচেয়ে বড় কথা, লাশগুলোর উপর কীটপতঙ্গ হামলা করেনি। একটাই কারণ হতে পারে এর—লাশের গন্ধে দূর থেকে আসা শকুনের পাল ছাড়া পুরো এলাকাই প্রাণশূন্য... কীটপতঙ্গ বা জীবজন্তু, কিছুই বেঁচে নেই ত্রিসীমানায়!

কিচেন টেন্টে ঢুকতেই চোখে পড়ল চিৎ হয়ে পড়ে থাকা কতগুলো মরা তেলাপোকা... আর সঙ্গে সঙ্গে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। ন্যাড়া গাছের সারি, নৈঃশব্দ্য আর সব ধরনের জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের আচমকা মৃত্যু... একটাই অর্থ হতে পারে এর। যে-ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার জন্য ক্যাম্পে গেরিলা আক্রমণের নাটক সাজানো হয়েছে, ওর সামনে তা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট।

ঘাতকের গুলিতে কেউ আসলে খুন হয়নি এখানে।

কয়েক ঘণ্টা পর দূর থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ, রানা আর হুয়ান তখন গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। আওয়াজ পেয়ে দুজনে নদীতীরে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো তিনটি জলযান। সামনের বোটটা পরিচিত—যেটায় চড়ে এসেছে ওরা। হুয়ানের দুই ভাই ওটার সাহায্যে গাইড করে নিয়ে আসছে বাকি দুটোকে। দ্বিতীয় বোটের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ঘামে ভেজা ইউনিফর্ম পরিহিত পানামানিয়ান পুলিশের একটা

ছোট দল। তৃতীয় বোটটা মালবাহী, আকারেও বড়। সম্ভবত লাশ বয়ে নেবার জন্য সঙ্গে আনা হয়েছে ওটা। বোটগুলো একেবারে কাছে চলে আসার পর রানা লক্ষ করল, পুলিশ সদস্যদের মাঝে মার্কিন আর্মির ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরা একটি মেয়েও আছে। মাথার চুল বেরেট ক্যাপের তলায় ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু আঁটসাঁট ড্রেসের নীচে দেহের লোভনীয় আঁকবাঁক প্রকট হয়ে আছে।

একে একে তিনটা বোট থেকেই দড়ি ছুঁড়ে মারা হলো, সেগুলো পাড়ে গাঁথা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল হুয়ান। আরোহীরা সবাই নেমে এল তীরে। পুলিশ দলের সবাইকে নাক কোঁচকাতে দেখা গেল, বিবমিষা লুকানোর কোনও চেষ্টা করছে না কেউ। দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে থলথলে শরীরের এক কর্নেল, নাম রডরিগেজ—নাকের নীচে পুরু পাকানো গোঁফ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রানার দিকে ফিরেও তাকাল না, হাতছানি দিয়ে হুয়ানকে ডাকল কাছে। হড়বড় করে স্থানীয় ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল। হুয়ানও সমান দ্রুততায় জবাব দিতে থাকল তার প্রশ্নের। *মুয়ের্তো, গেরিলেরো, কলাম্বিয়া...* এ-ক'টা শব্দ শুধু আলাদা করতে পারল রানা। হায়দারের নামও শোনা গেল কয়েকবার।

'এক্সকিউজ মি,' পিছন থেকে রিনরিনে কণ্ঠ ভেসে এল। উল্টো ঘুরতেই ইউ.এস. আর্মির ড্রেস পরা মেয়েটিকে দেখতে পেল রানা, ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাথার ক্যাপ খুলে ফেলেছে সে, ঘাড়ের উপর নেমে এসেছে ববকাট চুল। বয়স খুব বেশি নয়, পঁচিশ পেরিয়েছে বলে মনে হয় না। মায়াময় চেহারা, ঠোঁটদুটো ফোলা ফোলা, লিপস্টিক ছাড়াই গোলাপি। চোখাচোখি হতেই তার চোখে খুঁত দেখতে পেল রানা—মণিদুটো দু'রঙের; একটা নীল, অন্যটা খয়েরি। তবে এই খুঁত তার সৌন্দর্য কমায়নি, বরং করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়। ছিপছিপে দেহের মাঝে উঁচু হয়ে আছে মানানসই মাঝারি

আকারের স্তনদুটো। মাথাকে উঁচু করে রেখেছে সুগঠিত, দীর্ঘ গ্রীবা। রোদে পুড়ে ব্রোঞ্জের রঙ পেয়েছে ফর্সা ত্বক। মিলিটারি ইউনিফর্ম তার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। সব মিলিয়ে অপূর্ব রূপসী।

'হাই!' সম্ভাষণ জানাবার ভঙ্গিতে বলল রানা।

কুশল বিনিময়ে কোনও আগ্রহ দেখাল না তরুণী। চাঁছাছোলা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'রানা... মাসুদ রানা।' হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

'আমি ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড,' শক্ত মুঠোয় করমর্দন করল মেয়েটি, রানার চোখ থেকে চোখ সরাল না। নামের সঙ্গে মানানসই ব্যক্তিত্ব রয়েছে। রানি নেফারতিতি প্রাচীন মিশরের এক সম্রাজ্ঞী ছিলেন। 'এখানে আপনি কী করছেন, মি. রানা, জানতে পারি?'

'এক্সপিডিশনটার লিডার আমার পুরনো বন্ধু ছিল,' বলল রানা। 'ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

'ড. আলী হায়দার, রাইট?' নোটবুক চেক করল নেফারতিতি। 'আপনিও বাংলাদেশি?'

'হ্যাঁ।'

'হুয়ানের দুই ভাইকে আপনিই পাঠিয়েছেন পুলিশে খবর দিতে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। একটু অবাকই হলো, কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে হুয়ানকে ও আগে থেকেই চেনে। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি আপনার পূর্ব-পরিচিত?'

ক্ষীণ হাসি ফুটল সুন্দর ঠোঁটদুটোর মাঝে। 'ইউ.এস. কমাণ্ডের সঙ্গে পানামার অ্যান্টি-ড্রাগ অপারেশনের কো-অর্ডিনেশন করি আমি। হুয়ান আর ওর সঙ্গীরা আমাদের ইনফরমার। এল্ রিয়ালে একটা কাজে এসেছিলাম, হুয়ানের ভাই সিসিলিয়ো আর

জুয়ারেজ ফোন করে এখানকার খবর জানাল। ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখার জন্য পুলিশের সঙ্গে চলে এসেছি। আপনার বন্ধু তো বোধহয় ট্রেজার হান্টার ছিলেন, তাই না?'

'উঁহুঁ, আর্কিয়োলজিস্ট। সরকারি পারমিশন নিয়ে এখানে বৈধ এক্সপিডিশন চালাচ্ছিল ও।'

'আপনিও আর্কিয়োলজিস্ট?'

'শৌখিন বলতে পারেন। আমি বেসিক্যালি একজন ইনভেস্টিগেটর... একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি চালাই। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।'

'নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে,' ভুরু কোঁচকাল নেফারতিতি। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'জাস্ট আ মিনিট, আপনি কি নুমার সঙ্গে জড়িত?'

'অবৈতনিক উপদেষ্টার একটা পদ আছে বটে।'

'ওহ্ গড, তা হলে আপনার কথাই বলা হয়েছে আমাকে। কাল রাতে নুমা থেকে আনঅফিশিয়ালি আমাকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশি একজন ইনভেস্টিগেটর বিশেষ কাজে পানামায় আসছেন... প্রয়োজনে আমি যেন তাঁকে সাহায্য করি। মেসেজে আপনার নামও ছিল, আমি তাড়াহুড়োয় ভুলে গিয়েছিলাম। বিদেশি নাম তো!'

'ইটস্ ওকে,' রানাও হাসল। 'এখন তো মনে পড়েছে।'

'আপনার বিশেষ কাজটা কী, আমাকে বলা যায়?'

'আমি এখনও শিয়োর নই, তবে সম্ভবত এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আসতে দেরি করে ফেলেছি আমি।'

'আপনার বন্ধুর জন্য আমি দুঃখিত, মি. রানা।'

'ধন্যবাদ।'

পুলিশদের উপর নজর চলে গেল নেফারতিতির, সময় নষ্ট না করে বড় বোটে লাশ তুলতে শুরু করেছে তারা। 'এক্সকিউজ মি,'

বলে কর্নেল রডরিগেজের দিকে এগিয়ে গেল সে। দূর থেকে দুজনকে তর্কাতর্কি করতে দেখল রানা। কয়েক মিনিট পর মুখ কালো করে ফিরে এল নেফারতিতি।

'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাথামোটা বেকুবের সঙ্গে কাজ করতে গেলে যা হয়,' চরম বিরক্তি ফুটল নেফারতিতির গলায়। 'পানামা সিটি থেকে ফরেনসিক টিম আনতে চাইছিলাম, ব্যাটা কিছুতেই রাজি হলো না।'

'কেন?'

'নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবে বেকুবটা। এক নজর দেখেই নাকি বুঝে ফেলেছে—ঘটনাটা কলাম্বিয়ান বিদ্রোহীদের, এখানে লুটপাট করবার জন্য এসেছিল। এতক্ষণে নির্ঘাত সীমান্ত পেরিয়ে পগার পার হয়ে গেছে, ওদের পিছনে খামোকা সময় নষ্ট করতে রাজি নয় সে।'

রানাও বিরক্ত হলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খাটুনি এড়াতে চাইছে কর্নেল রডরিগেজ। তাড়াতাড়ি একটা রিপোর্ট জমা দিয়ে ফিরে যেতে চাইছে নিজের আরামদায়ক রুটিনে।

'তারমানে আর কোনও তদন্ত হবে না?'

'না,' বলল নেফারতিতি। 'এই কাণ্ডই ঘটিয়ে চলেছে কুঁড়ের বাদশাটা। গত চার মাসে দারিয়েন প্রভিন্সে চারবার গেরিলা অ্যাটাক হয়েছে... প্রতিবারই একই গল্প। সাধারণত অফিস ছেড়েই বেরোয় না ও; আজ যে ক্রাইম সিন দেখতে এসেছে, সেটাই বিরাট ব্যাপার।'

পুলিশের প্রতি ক্ষোভ দেখেই বোঝা যাচ্ছে দায়িত্বের প্রতি নেফারতিতি কতটা আন্তরিক। হোঁৎকা কর্নেলের কাছে নিজের সন্দেহের কথা বলে লাভ হবে না, তাই মেয়েটার কাছেই সাহায্য চাইবে বলে ঠিক করল রানা।

'লোকটা সত্যিই ভুল করছে,' বলল রানা। 'এখানে আসলে কী ঘটেছে, জানতে চান?'

ভ্রূকুটি করে ওর দিকে তাকাল নেফারতিতি। 'আপনি জানেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে একটু দূরে নিয়ে এল রানা। বলল, 'কলাম্বিয়ান গেরিলারা খুন করেনি এক্সপিডিশন টিমকে। সত্যি বলতে কী... ওরা কেউ খুনই হয়নি।' বড় করে শ্বাস নিল ও। 'মানুষগুলো মারা গেছে অদৃশ্য কার্বন-ডায়োক্সাইডের বিষক্রিয়ায়। নদীর উজানে একটা ভলকানিক লেক আছে... আমার ধারণা, ওখান থেকেই নেমে এসেছিল গ্যাসের একটা বিশাল ঢল। লাশগুলোকে পরে গুলি করেছে কেউ। ব্যাপারটাকে গেরিলা অ্যাটাকের মত দেখাতে চেয়েছে।'

অবিশ্বাস ফুটল আমেরিকান ক্যাপ্টেনের চোখে। 'কী বলছেন এসব?'

'এখানে আসার পথে বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ করেছি আমি,' বলে চলল রানা। 'চারদিক একদম চুপচাপ—জঙ্গলে পশুপাখির কোনও আওয়াজ নেই। অথচ পাখির কিচিরমিচির আর বুনো জানোয়ারের ডাকে জায়গাটা সরগরম হয়ে থাকা উচিত। অনেক গাছও ন্যাড়া অবস্থায় দেখেছি—পাতা নেই, যেন ঝড় বয়ে গেছে ওগুলোর উপর দিয়ে।'

'এসব আমিও লক্ষ করেছি,' স্বীকার করল নেফারতিতি। 'কিন্তু তাতে কী?'

'শুরুতে আমিও বুঝিনি। কিন্তু আশপাশটা ভাল করে দেখার পর পরিষ্কার হয়েছে ব্যাপারটা। তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল হামলাকারীরা, সব লাশের গায়ে গুলি করেছে বটে, কিন্তু কয়েকটা ইনজুরি মোটেই মারাত্মক ছিল না। অন্তত নড়াচড়া ছাড়াই মরবার কথা ছিল না মানুষগুলোর। ওদের রক্তক্ষরণও হয়েছে খুব কম,

কারণ লাশের শরীর থেকে খুব বেশি রক্ত বেরোয় না। ছাগল আর মুরগিগুলোকে গুলি করেছে অযথাই, গবাদি পশুপাখি মেরে কী লাভ হয়েছে ওদের?'

'মানছি এগুলো অস্বাভাবিক। কিন্তু গ্যাসের ব্যাপারটা বুঝলেন কী করে?'

'বলছি। বনের ভিতরে তল্লাশি চালিয়েছি আমি, অনেক পাখি আর বানরের লাশ পড়ে আছে ওখানে। শরীরে কোনও আঘাত নেই ওগুলোর, হঠাৎ মারা যাবার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। ঠিকমত পচনও ধরেনি লাশগুলোয়, পোকা-মাকড় হামলা করেনি ওগুলোর উপর। ক্যাম্পের কিচেন টেন্টে ঢুকে দেখলাম সব তেলাপোকা মরে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। সেখান থেকেই ধরতে পারলাম রহস্যটা।'

'কীভাবে?'

'আমার এক পতঙ্গ-বিশারদ বন্ধুর কাছে শুনেছি, পেটের একটা টিউবের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় তেলাপোকা। বিষ প্রয়োগ করা হলে ওরা উল্টে গিয়ে পরিষ্কার বাতাস পাবার চেষ্টা করে। কাজেই বুঝে গেলাম, এখানেও তেমনই কিছু ঘটেছে। বিষাক্ত কোনও গ্যাসে মারা গেছে সবাই। কাজটা গেরিলাদের হতে পারে না। ওরা যদি মর্টার বা গ্যাস-গ্রেনেড ব্যবহার করত, তা হলে ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করত ক্যাম্পের লোকেরা; যে-যেখানে যে-অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মারা পড়ত না। এখানকার পরিস্থিতি শুধু কার্বন-ডায়োক্সাইডের বিষক্রিয়ার সঙ্গে মেলে।'

'আর কোনও গ্যাস হতে পারে না? কার্বন-ডায়োক্সাইড কেন?'

'কারণ ওটা বর্ণ-গন্ধহীন, বাতাসের চেয়ে ভারী, এবং প্রাকৃতিক উৎস থেকে সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণ বাতাসের মত

ক্যাম্পের উপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে ওটা, কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, স্রেফ দম আটকে মারা পড়বে।' একটু থামল রানা। 'এ-ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে।'

'কোথায়? কবে?'

'উনিশশো ছিয়াশি সালের আগস্টে... আফ্রিকার ক্যামেরুনে। নায়োস নামে একটা ভলকানিক লেকে আচমকা ইরাপশন ঘটেছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল কয়েক হাজার টন কার্বন-ডায়োক্সাইড। সতেরোশ' লোক মারা গিয়েছিল ওখানে। আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা চেম্বার থেকে উঠে এসেছিল ওই গ্যাস, মিশে গিয়েছিল লেকের পানিতে। পরে মৃদু ভূমিকম্পের কারণে পানি থেকে বেরিয়ে আসে ওটা... ব্যাপারটা অনেকটা কোকের ক্যান খোলার মত। ঝাঁকি খেয়ে পানির দ্রবণ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল গ্যাস। নীচের পাহাড়ি উপত্যকায় একটা গ্রাম ছিল, ভারী কার্বন-ডায়োক্সাইড ঢাল বেয়ে স্রোতের মত নেমে এসে আছড়ে পড়ে ওখানে, দম আটকে মারা যায় গ্রামের সব মানুষ। সেইসঙ্গে পশুপাখিও।'

'সত্যি?' চোয়াল ঝুলে পড়েছে নেফারতিতির। 'এমন দুর্ঘটনার কথা কোনোদিন শুনিনি তো!'

'খুব কম লোকই শুনেছে। কারণ ওই ধরনের ভলকানিক লেক সারা দুনিয়ায় আর মাত্র একটা আছে... অবশ্য দুটোও হতে পারে,' পাহাড়ের দিকে ইশারা করল রানা, 'যদি আমার অনুমান ঠিক হয় আর কী।'

কী যেন ভাবল নেফারতিতি। তারপর বলল, 'আপনার কথা একেবারে অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু গুলির আঘাত? আপনি বলছেন কাজটা কলাম্বিয়ানদের নয়। তা হলে কাদের? কেনই বা লাশের উপরে একগাদা বুলেট অপচয় করেছে?'

'সবচেয়ে বড় প্যাঁচটাই এখানে।' হায়দার এখানে কীসের খোঁজ করছিল, তা ওকে খুলে বলল রানা। প্যারিসে লিপিনে

জার্নাল নিয়ে কী ধরনের বিপদে পড়েছিল নিজে, সেটাও জানাল।

'আপনি বলতে চাইছেন, কাজটা ওই জাপানি টাইকুনের? ইনকাদের টোয়াইস-স্টোলেন ট্রেজার খুঁজে বেড়াচ্ছে সে?'

'স্রেফ একটা থিয়োরি, লোকটার আসল উদ্দেশ্য আরও বড় কিছুও হতে পারে। তবে লাশগুলোকে কেন গুলি করেছে, সেটা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'হতে পারে হায়দারকে কিডন্যাপ করবার জন্য, কিংবা ওর রিসার্চের কাগজপত্র হাতানোর জন্য হানা দিয়েছিল লোকটা। কিন্তু তার আগেই ক্যাম্পের সবাই মারা গেছে। সে বুঝতে পেরেছিল, আগে হোক, পরে হোক লাশগুলো পাওয়া যাবেই... আর তখন এই অদ্ভুত ঘটনা তদন্ত করতে বিজ্ঞানী আর সরকারি লোকজনের ভিড় লেগে যাবে এখানে। গোপনে যে-কাজ লোকটা করতে চাইছে... ট্রেজার হান্ট বা আর কিছু... তাতে বাধা পড়বে এর ফলে। কিন্তু ভেবে দেখুন, ঘটনাটা কলাম্বিয়ান গেরিলা অ্যাটাকের মত করে সাজানোয় কতখানি ফায়দা হচ্ছে তার।'

'পুলিশ আর দশটা সাধারণ খুনোখুনির মত ড়িল করছে এটাকে, আর কোনও ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না,' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল নেফারতিতির। 'লোকটা চাইলে আগামীকাল থেকেই কাজ করতে পারবে এখানে!'

'এগজ্যাক্টলি!' সায় দিল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে চুরুট টানতে থাকা কর্নেলের দিকে তাকাল নেফারতিতি। 'ওকে এসব বিশ্বাস করানো যাবে না। মাথায় ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই। নিজে যেটা বোঝে সেটার বাইরে আর কোনও কিছু শুনতে বা জানতে নারাজ।'

'সে-কারণেই কথাগুলো ওকে না বলে আপনাকে বললাম,' বলল রানা।

আবার ওর দিকে ফিরল নেফারতিতি। 'কিন্তু আমাকে বলেই বা কী লাভ? এখানে আমার কোনও অথোরিটি নেই। কী-ই বা করতে পারব আপনার জন্য?'

'নুমা যেটার আভাস দিয়ে রেখেছে—সাহায্য,' বলল রানা। 'আগামীকাল আমি ওই লেকটা ঘুরে দেখতে চাই, কয়েকটা স্যাম্পলও নেব। ওখানে যদি কার্বন-ডায়োক্সাইডের ডিপোজিট খুঁজে পাই, তা হলে বারো ঘণ্টার ভিতর ওয়াশিংটন থেকে নুমার একদল এক্সপার্ট নিয়ে আসা যাবে। ক্যামেরুনের লেক নায়োসে কাজ করেছে, এমন দুজন জিয়োলজিস্টকে চিনি; ওদেরকেও খবর দেব। সমস্যা হলো, এখানকার স্থানীয় ভাষা আমি জানি না, অথচ গাইডেন্স আর সিকিউরিটির জন্য হুয়ান আর ওর ভাইদেরকে সঙ্গে রাখা দরকার। দোভাষী চাই আমার—দিনদুয়েকের জন্য। কাজটা কি আপনি করবেন?'

'তাতে কোনও সমস্যা দেখছি না, কিন্তু আপনার আসল মতলবটা কী, বলুন তো?' দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে নেফারতিতির।

'কেন, বুঝতে পারছেন না? যা এড়াতে চাইছে ওই জাপানি লোকটা, যদি সেটাই ঘটে... যদি সত্যিই পুরোদস্তুর একটা সায়েন্টিফিক টিম এসে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে এখানে... কী ঘটবে তা হলে?'

'এখানে আর ফিরতে পারবে না সে... অন্তত সবাই চলে না যাওয়া পর্যন্ত তো নয়ই।' দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল নেফারতিতির। 'সুযোগটা কাজে লাগাবেন আপনি, তাই না? ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন... খুঁজে বের করবেন ইনকাদের ট্রেজার। ঠিক?'

'ট্রেজারের ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'কিছু আছে কি না তা-ই তো জানি না। আমি স্রেফ ওর প্ল্যানে বাগড়া দিতে চাই। যাতে মরিয়া হয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে লোকটা, সেই সুযোগে ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া

করে নিতে পারি।'

'বোঝাপড়া?'

নিষ্ঠুর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'প্যারিসে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে সে, এখানে আমার বন্ধুর লাশের উপর গুলি চালিয়েছে... ওকে তো আমি এমনি এমনি ছেড়ে দিতে পারি না! পারি?'

ছয়

আধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত লাশ বোটে তুলে ফেলল পুলিশের লোক। এরপর দলবল নিয়ে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল কর্নেল রডরিগেজ। রানা, নেফারতিতি আর তিন পানামানিয়ান গাইড রয়ে গেল ক্যাম্পে। রাতটা ক্যাম্পেই কাটাবে বলে ঠিক করেছে রানা—ময়নাতদন্ত আর অন্যান্য ফর্মালিটির কারণে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টার আগে হায়দারের লাশ ফেরত পাওয়া যাবে না। এ-মুহূর্তে এল্ রিয়ালে ফিরে গিয়ে লাভ নেই কোনও। লেক সার্ভে করে আগামীকাল ফিরবে বলে ঠিক করেছে ও, তারপর ব্যবস্থা নেবে লাশটা দেশে পাঠাবার। নেফারতিতি কোনও আপত্তি করেনি, তিন গাইডও মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে খুশি... রাজি হয়ে গেছে থাকতে।

রডরিগেজ অবশ্য চরম বিরক্তি প্রকাশ করেছে ওদের সিদ্ধান্ত শুনে। তবে জোর-জবরদস্তি করবার অধিকার নেই তার, যাবার

আগে শুধু বলে গেছে—কিছু ঘটে গেলে ওদের লাশ উদ্ধারের জন্য সে আবার এই অভিশপ্ত জঙ্গলে ফিরতে পারবে না। জবাবে তাকে কড়া কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিয়েছে নেফারতিতি, রেগে-মেগে চলে গেছে লোকটা।

সূর্যাস্তের আগেভাগে ঝাঁট দিয়ে ক্যাম্প পরিষ্কার করে রাত কাটাবার উপযোগী করা হলো। লাশ সরিয়ে নেয়ায় এখন আর দুর্গন্ধ নেই, তাঁবুগুলোও অক্ষত আছে... কিন্তু তারপরেও কেন যেন স্বস্তি পেল না রানা। সতেরোজন মানুষ মারা গেছে এখানে, তাদের মৃত্যুর স্পর্শ যেন এখনও লেগে আছে ক্যাম্পের সর্বত্র। এখানে না থাকলেই ভাল হতো, কিন্তু এক রাতের জন্য নতুন ক্যাম্প দাঁড় করানোর মানে হয় না। জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, ঝোপঝাড় আগাছা কাটতে হবে, রান্নার আয়োজন করতে হবে... সবমিলিয়ে অনেক ঝামেলা।

সূর্য ডুবে যেতেই ঝপ্ করে নেমে গেল তাপমাত্রা। আঙিনায় অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে আগুন পোহাতে বসল রানা ও নেফারতিতি। কেউ কোনও কথা বলছে না। গম্ভীর হয়ে আছে রানা, সারাক্ষণই চোখে ভাসছে হায়দারের হাসিখুশি চেহারাটা। আর কোনোদিন সেই চেহারা দেখতে পাবে না ভাবলেই হু হু করে উঠছে বুক।

'কী ভাবছেন, মি. রানা?' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'কিছু না,' সংবিৎ ফিরে পেল রানা। একটু হাসল। 'ফর্মালিটি এখন বোধহয় ত্যাগ করা যায়। একসঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদেরকে, সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ হলে ভাল। বার বার *মিস্টার* ডাকলে নিজেকে কেমন যেন দূরের মানুষ মনে হয়। আমাকে শুধু রানা বলে ডাকলে খুশি হব।'

'বেশ তো,' নেফারতিতিও হাসল। 'তবে আমাকে নেফারতিতি ডাকা চলবে না, শুধু নেফি... বন্ধুরা তা-ই ডাকে।

নেফারতিতি বলতে গেলে জিভে জড়িয়ে যায়।'

'নামটা কে রেখেছে?'

'আমার বাবা। ঈজিপ্টোলজিস্ট ছিলেন। ফ্যাসিনেশন ছিল তাঁর রানি নেফারতিতির ব্যাপারে।'

'সুন্দর নাম রেখেছেন, কোনও সন্দেহ নেই। কফি চলবে, নেফি?'

'মন্দ হয় না।'

কিচেন টেন্ট থেকে আনা একটা কেতলিতে কফি চড়িয়ে দিল রানা। ওখান থেকে বিস্কুটের প্যাকেটও আনা হয়েছে, বের করল সেগুলো। বলল, 'আগামীকাল পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া এ-দিয়েই সারতে হবে। অন্যান্য খাবার কন্টামিনেটেড কি না কে জানে।'

'আমি এখন কিছু খাব না,' বলল নেফারতিতি। 'খিদে নেই।'

রানারও নেই। হুয়ানকে ডেকে তিন গাইডের জন্য বিস্কুট পাঠিয়ে দিল, ওরা ক্যাম্পের পেরিমিটার পাহারা দিচ্ছে। কফি হয়ে গেলে দুটো মগে ঢেলে নেফারতিতির পাশে গিয়ে বসল।

'একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না,' ওর হাত থেকে কফির মগ নিতে নিতে বলল নেফারতিতি। 'লেক থেকে আরেকবার গ্যাসের ইরাপশন হবার সম্ভাবনা কতখানি? আমরা এখানে নিরাপদ তো?'

'ইরাপশনে যাবার মত কার্বন-ডায়োক্সাইডের বিল্ড-আপ হতে প্রচুর সময় লাগার কথা,' বলল রানা। 'সম্প্রতি এক দফা যেহেতু হয়ে গেছে, খুব শীঘ্রি আর হবার ভয় নেই। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।'

'আর ওই জাপানি টাইকুনের লোকেরা? ওরা যদি ফিরে আসে?'

'খুব শীঘ্রি ফিরবে বলে মনে হয় না। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়েছে কি না, তা বোঝার জন্য দু'-চারদিন অন্তত অপেক্ষা করবে।

সেটাই স্বাভাবিক।'

'এতটা শিয়োর হচ্ছ কীভাবে?'

'ওদের জায়গায় আমি থাকলে তা-ই করতাম।'

'যদি উল্টোটা ঘটে? ঝুঁকি নিয়ে ওরা যদি আগেই চলে আসে?'

'তাতেও ক্ষতি নেই। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। জঙ্গলের লড়াই অত্যন্ত কঠিন, শুধু লোকবল বেশি থাকলেই জেতা যায় না। গেরিলা ট্যাকটিক্স খাটিয়ে ওদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারব আমরা।'

রানার নিরুত্তাপ কণ্ঠ শুনে একটু অবাক হলো নেফারতিতি। 'আমি ইউ.এস. আর্মির ক্যাপ্টেন... এসব তো আমি বলব! তোমার মধ্যে ভয়-ডর দেখছি না কেন, বলো তো? আর কেউ হলে তো এতক্ষণে এখান থেকে কেটে পড়বার জন্য অস্থির হয়ে উঠত।'

'এককালে আমিও আর্মিতে ছিলাম,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'রিটায়ার্ড মেজর।'

'রিটায়ার করেছ কেন? বয়স তো বেশি নয় তোমার।'

'সে এক লম্বা কাহিনি, পরে নাহয় কখনও বলা যাবে,' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল রানা। বিসিআই-এ যোগ দেবার জন্য আর্মি থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছে ওকে, কথাটা সবাইকে জানানো চলে না।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, তার আগেই ক্যাম্পের দিক থেকে ভেসে এল একটা গুলির আওয়াজ। নেফারতিতির রিঅ্যাকশনটা হলো দেখার মত—রানা কিছু করবার আগেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল ও, লাথি দিয়ে মাটি ছিটিয়ে দিল আগুনের উপর, চোখের পলকে কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে আনল পিস্তল। বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি। রানাও একই

ভঙ্গিতে একই সময়ে বের করে এনেছে নিজের পিস্তল।

দূর থেকে হুয়ানের কণ্ঠ ভেসে এল, খানিক পরে বাচ্চা একটা ছেলেকে টানতে টানতে কিচেন টেন্টের পিছন থেকে বেরিয়ে এল সে। বাকি দুই গাইডও ততক্ষণে আঙিনায় ছুটে এসেছে।

স্থানীয় ভাষায় কী যেন বলল হুয়ান, নেফারতিতি সেটা অনুবাদ করে শোনাল। 'কিচেন টেন্টের ভিতরে ওকে চুরি করে ঢুকতে দেখেছে হুয়ান। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আটক করেছে।'

শান্ত চোখে ছেলেটাকে জরিপ করল রানা। বয়স আট-দশ বছরের বেশি নয়। রোগা। স্থানীয়। সারা গায়ে ময়লার আস্তর। চোখে আতঙ্ক ফুটে আছে।

'কে ও?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখানে কোত্থেকে এল?'

ছেলেটার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল নেফারতিতি। স্থানীয় ভাষাতে পরিচয় জানতে চাইল।

'আমি ইংরেজি জানি,' বলল ছেলেটা। 'আমার নাম পিন্টো।'

'হ্যালো, পিন্টো!' নরম গলায় বলল নেফারতিতি। 'আমি নেফি। এরা আমার বন্ধু—রানা, হুয়ান, জুয়ারেজ আর সিসিলিয়ো।'

ওর কথা বলার ভঙ্গি শুনে একটু যেন আশ্বস্ত হলো ছেলেটা। বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে, সেজন্যেই ওখানে ঢুকেছিলাম। সত্যি বলছি, চুরি করতে না!'

ওকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট দিল রানা। 'এখানে তুমি কী করছ, পিন্টো? কোত্থেকে এসেছ?'

'হায়দার আঙ্কেলের সঙ্গে কাজ করত আমার পাপা আর মাম্মা। কাল ওরা সবাই হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়ল... আমি আর কিছুতেই ওদেরকে জাগাতে পারিনি।'

খারাপ লাগল রানার... অবোধ শিশু, মৃত্যু কী জিনিস তা জানে না বেচারা। সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঘুমাওনি কেন?

ওরা যখন ঘুমাল, তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

মুখে একসঙ্গে দুটো বিস্কুট ঢোকাল পিন্টো। চিবাতে চিবাতে আঙুল তুলল, 'ওই যে... ওই পাহাড়ে আমি খেলতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ তুফান উঠল, পরে এখানে ফিরে এসে দেখলাম সবাই ঘুমিয়ে গেছে। তারপর গতকাল বিকেলে... গতকাল বিকেলে...' কথা আটকে এল তার।

'আমরা জানি কী ঘটেছে,' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নেফারতিতি। 'কয়েকজন লোক এসেছিল এখানে, তাই না? গোলাগুলি করেছে। ওরা কতজন ছিল, বলতে পারবে?'

চারটা আঙুল দেখাল পিন্টো।

'তুমি কি তখন জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল পিন্টো। 'ওদের হাতে বন্দুক ছিল। বন্দুকঅলা লোকরা খারাপ। ওদের কাছে যেতে আমাকে মানা করেছে পাপা আর মাম্মা। তোমাদের কাছেও সেজন্যে আসিনি।'

'আমরা খারাপ নই,' রানা বলল। 'আমরা তোমার হায়দার আঙ্কেলের বন্ধু।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটার। 'সত্যি? আঙ্কেল তো খুব মজার লোক... খুব ভাল লোক। আমাকে অনেক আদর করত, মজার মজার অনেক গল্প বলত। তুমি গল্প জানো?'

'উঁহুঁ, তবে আমি কাগজ দিয়ে পুতুল বানাতে পারি।'

'আমাকে বানিয়ে দেবে?'

'নিশ্চয়ই।'

হায়দারের টেন্ট থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে এল রানা। ঝটপট কয়েক ভাঁজ দিয়ে বানিয়ে ফেলল একটা অরিগামি ঘোড়া। হাততালি দিয়ে উঠল পিন্টো।

'আরও বানাও।'

'পরে। আগে তুমি খাওয়া-দাওয়া করো, বিশ্রাম নাও।

তারপর নাহয় দেখা যাবে।'

খাবার আর আদর পেয়ে পনেরো মিনিটেই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেল পিন্টো। খাতির জমিয়ে ফেলল সবার সঙ্গে। খিলখিল করে হাসতে থাকল। শেষ পর্যন্ত জোর করে ওকে নিজের কোলে মাথা রেখে শোয়াল নেফারতিতি। নিচু গলায় গান গাইতে গাইতে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তাঁবু থেকে একটা কম্বল এনে ছেলেটার গায়ে বিছিয়ে দিল রানা, বসল নেফারতিতির পাশে।

'চমৎকার সামলেছ,' প্রশংসার সুরে বলল ও। 'তোমার বাচ্চা-কাচ্চা আছে?'

'বিয়েই করিনি,' বলল নেফারতিতি। 'তুমিও তো কম যাও না। অত সুন্দর অরিগামি বানানো শিখেছ কোথায়?'

'জাপানি এক বন্ধুর কাছে। স্রেফ শখের বশে শিখেছিলাম। ও-জিনিস দিয়ে কোনও বাচ্চার মন ভোলানো যাবে বলে ভাবিনি।'

'বাচ্চারা খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট হতে জানে। আমাদের মত নয়।'

নেফারতিতির কণ্ঠে বিষাদের সুর। হয়তো মনের ভিতরে গোপন কোনও কষ্ট আছে ওর। কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা, তাকাল পিন্টোর ঘুমন্ত মুখের দিকে। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে ছেলেটা। দুনিয়াটা যদি ওর মত সরল আর নিষ্পাপ হতো, তা হলে কতই না ভাল হতো! বিপজ্জনক এই পেশা বেছে নিতে হতো না রানাকে, পদে পদে নিতে হতো না মৃত্যুর ঝুঁকি। পৃথিবীর সব মানুষ সুখে-শান্তিতে বাঁচতে পারত। কেন হলো না অমন? কেন এত হানাহানি দিলেন সৃষ্টিকর্তা? কেন এই অবুঝ শিশুটিকে নিজ চোখে দেখতে হলো ওর বাবা-মায়ের লাশের উপর গুলি চালানোর দৃশ্য?

'ভাগ্যিস তুমি এখানে থেকে যেতে চেয়েছিলে!' বলে উঠল

নেফারতিতি। 'নইলে তো পিন্টোর খোঁজ পেত না কেউ। একাকী জঙ্গলে পড়ে থাকত ও।'

তা হলে ছেলেটার কী পরিণতি হতো, তা আর ভাবতে চাইল না রানা।

'ওকে নিয়ে কী করবে, কিছু ঠিক করেছ?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'আত্মীয়স্বজন আছে নিশ্চয়ই,' বলল রানা। 'ভাবছি কাল সকালে গাইডদের একজনের সঙ্গে এল্ রিয়ালে পাঠিয়ে দেব। বাকিরা এদিককার কাজ সারব।'

'আর যদি ওর কোনও আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়া না যায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

রাতে কে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউই বলতে পারবে না; তবে সকালে প্রায় একসঙ্গেই সবার ঘুম ভাঙাল প্রকৃতি। চোখ মেলবার আগেই পাখির কলরব শুনতে পেল রানা, উপত্যকায় ফিরে এসেছে প্রাণের সাড়া। মৃতদের জায়গা নেবার জন্য চলে এসেছে নতুনেরা। শুধু পাখি নয়, অন্যান্য বুনো জানোয়ার আর কীটপতঙ্গের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। খুব শীঘ্রি ন্যাড়া গাছগুলোয় নতুন পাতা দেখা দেবে, পুরনো সাজে ফিরে যাবে অরণ্য; বোঝাই যাবে না এখানে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছিল।

পাশ ফিরে নেফারতিতির দিকে তাকাল রানা। পিন্টোকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে সে, একটা হাত চলে এসেছে রানার গায়ে। অপূর্ব চোখদুটো বন্ধ, মাথার চুল এলোমেলো, তাই বলে চেহারার আকর্ষণ কমেনি একবিন্দু। বরং আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ঘুমন্ত মুখশ্রী। কয়েক মুহূর্ত পর ধীরে ধীরে খুলে গেল পাতাজোড়া, রানার চোখে চোখ রাখল। মিষ্টি এক টুকরো হাসি ফুটল ঠোঁটের মাঝে।

'গুড মর্নিং!' সম্ভাষণ জানাল রানা।

নেফারতিতি সম্ভাষণের উত্তর দেবার আগেই নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের ওপারে জেগে উঠল হুয়ান আর জুয়ারেজ। চোখ লাল হয়ে আছে... পালা করে রাতভর পাহারা দিয়েছে ওরা। এ-মুহূর্তে পাহারায় আছে সিসিলিয়ো। শব্দ করে কাশল ওরা, থুতু ফেলল। ফস করে সিগারেট ধরাল এরপর। সকালের শান্ত পরিবেশ আর বজায় থাকল না ওদের কারণে।

সাবধানে পিন্টোর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে বসল নেফারতিতি। বিরক্ত সুরে বলল, 'দেখেছ অবস্থা? মানুষ তো নয়, যেন শীতনিদ্রা থেকে কোনও ভালুক জেগে উঠল। সাতসকালে এত আওয়াজ করে কেউ?'

'আমাকে বোলো না,' রানা ঠাট্টা করল, 'আমি খুব সতর্ক—নিঃশব্দে বিছানায় ওঠানামা করি।'

'করবে না-ই বা কেন? ভালুকের ভূমিকা তো কাল রাতেই নিয়েছিলে তুমি,' ঠাট্টায় যোগ দিল নেফারতিতি। 'বাপ রে বাপ! ওভাবে নাক ডাকায় কেউ?'

কপট ক্ষোভ দেখাল রানা। 'অসম্ভব! কক্ষনো আমার নাক ডাকে না। যদি ডেকেও থাকে, জেনে রাখো, নাক ডাকানো পৌরুষের লক্ষণ।'

'তা হলে যে-হারে নাক ডাকিয়েছ, তাতে তোমাকে শুধু পুরুষ না, মহা... মহা-পুরুষ বলতে হবে।' হাসিতে ভেঙে পড়ল নেফারতিতি।

রানাও হেসে ফেলল। গতকাল থেকে বিরাজমান থমথমে পরিবেশটা সহজ হয়ে এল এতে। হঠাৎ রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জায় আরক্ত হলো নেফারতিতি। টের পেয়েছে, দুজনের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতার তুলনায় খুনসুটিটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে সুপুরুষ যুবকটির প্রতি তার দুর্বলতা। ওকে

দেখার পর থেকেই অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করছে সে, কেন তা নিজেও জানে না।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ও। পিন্টোকে ঘুম থেকে জাগিয়ে নিয়ে গেল হাত-মুখ ধোয়াতে। রানাও উঠল। গাইডদের পাঠিয়ে দিল লাকড়ি আনতে। নিজে কিচেন টেন্টে ঢুকল ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে। টিন ঘেঁটে এক প্যাকেট শুকনো নুডলস্ পেয়ে যাওয়ায় খুশি হয়ে উঠল। যাক, অন্তত বিস্কুট খেয়ে দিন কাটাতে হবে না। আগুনের উপরে নুডলস্ আর কফি বসিয়ে দিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিল ও, তারপর মগ আর প্লেট নিয়ে খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটু পরেই ফিরে এল নেফারতিতি। পিন্টোকে শুধু হাত-মুখ ধোয়ায়নি, নদীর পানিতে নামিয়ে গোসলও করিয়ে এনেছে—খাঁটি মাতৃসুলভ আচরণ। নিজেও মাথা ধুয়ে এসেছে, খুলিতে লেপ্টে রয়েছে ববকাট চুল, টি-শার্টের সামনের অনেকখানি অংশ ভিজে গেছে চুল থেকে গড়িয়ে নেমে আসা পানিতে, বুকের উপর সেঁটে রয়েছে পোশাকটা, প্রকট হয়ে উঠেছে তলায় লুকিয়ে থাকা স্তনযুগল। এক নজর তাকিয়েই ঢোঁক গিলল রানা, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

টি-শার্টের উপরে ইউনিফর্মের শার্ট পরে নিল নেফারতিতি, তারপর বসল রানার পাশে। বলল, 'ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। গোসল করাবার ফাঁকে পিন্টোর সঙ্গে কথা বলেছি, এই দেশে ওর কোনও আত্মীয় নেই। নানা-দাদারা অনেক আগেই মারা গেছেন, থাকার মধ্যে স্রেফ নাকি এক চাচা আছে; কিন্তু সে আমেরিকায় থাকে বলে শুনেছে ও। ড. হায়দারের টিমে যোগ দেবার আগে ওরা পানামা সিটিতে থাকত, কিন্তু এ-মুহূর্তে তো ওখানে খোঁজ নেয়া সম্ভব না।'

কপালে ভাঁজ পড়ল রানা। 'তারমানে আপাতত ও একদম

একা?'

'তেমনটাই মনে হচ্ছে।'

'তা হলে তো ওকে এল্ রিয়ালে পাঠানো যাবে না। সমস্যাই বটে।'

'আমাদের সঙ্গেই থাকুক না,' পিন্টোকে একটা প্লেটে নুড্ল্স্ বেড়ে দিতে দিতে বলল নেফারতিতি। 'আমরা তো আজকের দিনটাই শুধু থাকছি এখানে, ওকে সামলাতে পারব না? আগামীকাল ফিরে গিয়ে নাহয় ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নেব।'

'বাচ্চা-কাচ্চা হ্যাণ্ডেল করতে জানি না আমি,' বলে দিল রানা। 'দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হবে।'

'অসুবিধে নেই,' পিন্টোর মাথায় হাত বোলাল নেফারতিতি। 'লক্ষ্মী ছেলে... জ্বালাতন করবে বলে মনে হয় না।'

'তা হলে নাশতা সেরে নাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেকটা দেখে আসতে চাই। সম্ভব হলে আজ বিকেলেই ফিরে যাব এল্ রিয়ালে।'

এক ঘণ্টা পর মোটরবোট নিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুল ওরা। সিঁড়ির মত অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে বিশাল এক জলপ্রপাত নেমে এসেছে ওখানে, ওটাই সৃষ্টি করেছে নদীর। নীচ থেকে প্রায় দুইশ' ফুট উঁচু জলপ্রপাতটা জরিপ করল রানা—একেকটা ধাপের উচ্চতা পনেরো থেকে বিশ ফুট, প্রবল আক্রোশে জলরাশি নেমে আসছে লাফিয়ে লাফিয়ে, গোড়ায় কুয়াশার মত ভাসছে জলকণা। যেখান দিয়ে পানি নামছে, সেখানটা প্রায় খাড়া হলেও উপত্যকার চারপাশের অন্যান্য পাহাড়ের ঢালগুলো বেশ ঢালু।

নিরাপদ দূরত্বে বোটটা তীরে ভেড়ানো হলো, বড় একটা গাছের ছায়ায়। ওখানে নেমে পড়ল সবাই। হায়দারের ক্যাম্প থেকে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেণ্ট নিয়ে এসেছে রানা; নেফারতিতি

আর পিন্টোকে অপেক্ষা করতে বলে তিন গাইডকে নিয়ে এগিয়ে গেল জলপ্রপাতের গোড়ার দিকে। ওখানটায় ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়। মাচেটি আর কোদাল ব্যবহার করে দ্রুত খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে ফেলা হলো। এরপর শাবল দিয়ে মাটি খোঁড়া হলো, নদীর কিনার থেকে সয়েল-স্যাম্পল সংগ্রহ করল ও, ভরে রাখল একটা প্লাস্টিকের পাউচে।

দ্বিতীয় দফায় রানা একাই জলপ্রপাতের পাশের খাড়া দেয়াল বেয়ে কিছুদূর উঠে গেল। কাজটা কঠিন, আর্দ্র বাতাসের কারণে দরদর করে ঘামছে ও, প্রতি মুহূর্তে বাধার সৃষ্টি করছে পানির ঝাপটা। কিন্তু ক্ষান্ত দিল না, কসরত করে উঠে গেল প্রায় বিশ ফুট, ওখানকার ধাপটার পাশে পৌঁছে থামল। একাই ঝোপঝাড় কেটে মাটি খুঁড়ল ও, সংগ্রহ করল নতুন স্যাম্পল, শেষে নেমে এল নীচে।

পরের কাজটা সহজ। নদীর পানিতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্যান ভাসাল রানা, তাতে ধীরে ধীরে এমনভাবে স্যাম্পলের মাটি ঢালল যাতে পিরামিডের মত একটা আকৃতির সৃষ্টি হয়। এরপর হায়দারের পার্সোনাল গিয়ার থেকে আনা একটা প্রোট্র্যাক্টরের সাহায্যে কৌণিক মাপ নিল পিরামিডের ঢালের। দু'জায়গার স্যাম্পল দিয়ে দু'বার পরীক্ষা করল ও, ফলাফলের হেরফের হলো না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে চৌত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে পিরামিডের ঢালগুলো। মাটিতে কোনও অস্বাভাবিকতা থাকলে মাপটা বাড়ত বা কমত।

হতাশ ভঙ্গিতে পাহাড়ি ঢালের দিকে তাকাল রানা। এক্সপেরিমেন্টটা ঠিকমত করতে চাইলে লেজার রেঞ্জ-ফাইণ্ডার, অলটিমিটার আর ত্রিকোণমিতির ছক দরকার... কিন্তু এ-মুহূর্তে তার কোনোটাই নেই ওর হাতে।

নেফারতিতি এগিয়ে এল ওর দিকে। 'কিছু বুঝতে পারলে?'

'উঁহুঁ, সময় নষ্ট হলো,' বলল রানা। 'উপরে গিয়ে লেকটাই দেখতে হবে। পাহাড় বাইতে পারবে? নাকি পিন্টোকে নিয়ে থেকে যাবে নীচে?'

'আমি যাব... আমি যাব!' রানার কথা শুনতে পেয়েই লাফাতে লাগল পিন্টো। 'ওখানটা আমার কাছে খুব ভাল লাগে। হায়দার আঙ্কেল আর পাপা-মাম্মার সঙ্গে অনেকবার গেছি ওখানে। আমি রাস্তা চিনি।'

'তা-ই?' হাসল রানা। 'তা হলে তো তোমাকে সঙ্গে নিতেই হয়!'

জলপ্রপাতের ধারে ওদেরকে নিয়ে গেল পিন্টো—ঝোপঝাড় ছেঁটে ফেলা ছোট্ট একটা স্পটে। এখান দিয়েই ওঠানামা করত এক্সপিডিশন টিম, তুলনামূলকভাবে কম খাড়া একটা রুট বেছে নিয়েছিল ওরা। কোথাও কোথাও পাথুরে ক্লিফের গায়ে ছোট-বড় খাঁজও কেটে রাখা হয়েছে, যাতে হাত-পা বাধিয়ে সহজে ক্লাইম্ব করা যায়। জঙ্গল ছাড়িয়ে উঠে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না। গাছগাছালির স্তর পেরুতেই কমে গেল আর্দ্রতা, বাতাসটা মিষ্টি লাগল। গরম অবশ্য খুব একটা কমল না, আগ্নেয়গিরির ন্যাড়া অংশটায় সরাসরি আঘাত হানছে বিষুব অঞ্চলের সূর্য... চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে একেবারে।

চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে নীচের উপত্যকার দিকে তাকাল রানা। কিছুদূর গিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেছে নদীটা—ঘন অরণ্য যেন গিলে খেয়েছে ওটাকে। চারদিকের পাহাড়ি ঢালকে গ্রাস করতে পারেনি গাছপালা, বিশেষ করে চূড়ার অংশগুলোয় মুখ ব্যাদান করে রেখেছে ধূসর পাথর, তারপরেও নীচের ওই সবুজ জগৎটাকে দেখে সম্ভ্রম জাগে, ওটাকে দুর্ভেদ্য... অজেয় মনে হয়।

আগ্নেয়গিরির প্রাচীন জ্বালামুখের পাড়ে উঠে এল ওরা আধঘণ্টা পর। সোজা হয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল হ্রদটা।

জ্বালামুখের পুরো খাদ জুড়ে ওটার আয়তন, দেখাচ্ছে অতিকায় একটা পেয়ালার মত। ঠিক মাঝখানটায় ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে, তাতে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো গাছ। রানা অনুমান করল, লেকটা আধমাইল চওড়া; গভীরতা কত কে জানে... পাহাড়ের উচ্চতার চাইতেও যদি বেশি হয়, অবাক হবার কিছু থাকবে না। পানি হয়তো ভূপৃষ্ঠের কয়েক মাইল ভিতর থেকে উঠে আসছে। পানির সীমানায় বালিময় একটা সৈকতের মত আছে, বলয়ের মত ঘিরে রেখেছে পুরো লেককে। উঁচু পাড়ের একটা অংশ ভাঙা, ওখান দিয়ে প্রবল বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে পানি, জলপ্রপাত হয়ে নীচে নামছে, তারপর নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে উপত্যকার বুক চিরে।

জ্বালামুখের পাড় থেকে সৈকতে নেমে এল রানা ও তার সঙ্গীরা। বাতাস এখানে গুমোট, চারদিকে উঁচু পাড়ের কারণে বায়ুপ্রবাহ বাধা পাচ্ছে।

ডানদিক দেখিয়ে পিন্টো বলল, 'হায়দার আঙ্কেল ওইদিকে কাজ করত। মাটি খুঁড়ে সোনাদানা খুঁজত।'

ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করল সবাই, দুইশ' ফুট ক্লাইম্বের পর টের পেল টনটন করছে দেহের সমস্ত পেশি। পানির কিনার ধরে চারভাগের একভাগ দূরত্ব পেরুবার পর পাওয়া গেল হায়দারের এক্সক্যাভেশনের চিহ্ন। অনেকগুলো শাফট খোঁড়া হয়েছে... কোনোটাই বিশ থেকে ত্রিশ ফুটের কম গভীর নয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, ওগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায়নি। একটু অবাক হলো রানা—এভাবে আগ্নেয়গিরির ডগায় শাফট খোঁড়ার মানেটা কী? কী পাবে বলে ভাবছিল হায়দার? দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছে, হ্রদের মোটামুটি তিনটে পাশই ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়েছে এ-ধরনের শাফট খুঁড়ে। সবগুলোই চেক করে দেখা দরকার।

দুপুরে লাঞ্চের ব্রেক-সহ প্রায় সাত ঘণ্টা লেগে গেল লেকের

বিভিন্ন অংশ থেকে পানির স্যাম্পল নিতে আর হায়দারের খোঁড়া শাফটগুলো দেখতে। বিভিন্ন স্পটে জ্বালামুখের পাড়েও উঠল ওরা, বোঝার চেষ্টা করল অন্যপাশের ঢালে কী আছে। উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। কেন হ্রদের কিনারে গুপ্তধন পোঁতা থাকতে পারে বলে ভেবেছিল হায়দার, পাওয়া গেল না তার কোনও সদুত্তর। দেখার বাকি রইল কেবল পানির মাঝে ভেসে থাকা দ্বীপটা। ওখানে যাবার জন্য এক্সপিডিশন টিম একটা ক্যানু তুলে এনেছিল উপরে, লেকের কিনারে বাঁধা আছে ওটা, সবার জায়গা হবে না। পিন্টো আর নেফারতিতিকে নিয়ে ক্যানুতে চড়ল রানা, গাইডদেরকে নির্দেশ দিল সৈকতে আগুন জ্বেলে ক্যাম্প করতে। বিকেল গড়িয়ে গেছে, সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। আজ আর এল্ রিয়ালে ফেরা সম্ভব নয়, রাতটা এখানেই কাটাবে বলে ঠিক করেছে ও।

শান্ত পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে ক্যানু, ছন্দময় ভঙ্গিতে দাঁড় বাইছে রানা। বাউয়ের কাছে উপুড় হয়ে পানিতে হাত ভেজাচ্ছে পিন্টো। নেফারতিতি বলল, 'কী সুন্দর পরিবেশ! তাই না?' রানার দিকে তাকাল। 'মাঝি, গান গাইছ না কেন?'

'আমার গলা খুব খারাপ,' পাল্টা রসিকতা করল রানা। 'তুমিই গাও না কেন? কাল রাতে তোমার ঘুমপাড়ানি গান শুনেছি... গলা তো খুবই মিষ্টি।'

'ওই একটা গানই পারি আমি। তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ো, দাঁড় বাইবে কে?'

হাসিঠাট্টা করতে করতে দ্বীপের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। মাটিতে ক্যানুর নাক ঠেকলে এক লাফে নেমে পড়ল রানা। দুই সঙ্গীকে সাহায্য করল নীচে নামতে। এরপর টান দিয়ে ক্যানুটাকে উঠিয়ে আনল ডাঙায়, যাতে ভেসে না যায়। মাটিতে পা রেখেই ছোটাছুটি শুরু করল পিন্টো, খুব মজা লাগছে ওর।

দ্বীপটার আয়তন আধ-একরের মত। মাটি নয়, পাথরে গড়া, পানি ফুঁড়ে উঠে এসেছে বিশ ফুট উপরে। কালের প্রবাহে মাটির আস্তর পড়েছে গায়ে, সেখানে জন্মেছে হাজারো প্রজাতির লতাগুল্ম, শ্যাওলা আর আঁগাছা। ঠিক মাঝখানটায় কয়েকটা রোগা গাছ দাঁড়িয়ে আছে... পাথরের গায়ে কীভাবে এরা টিকে আছে সেটাই আশ্চর্য। উঁচু হয়ে থাকা পাথরের মাঝে একটা প্রাকৃতিক গুহা পেল ওরা, তার ভিতরে শাফট খুঁড়েছে হায়দার। তীরের শাফটগুলোর মত গভীর নয় ওটা, বোধহয় কাজটা শেষ করবার সময় পায়নি। গুহার ভিতরে এখনও পড়ে আছে খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতি।

আশপাশে নজর বুলিয়ে নেফারতিতি বলল, 'মনে হচ্ছে অযথাই এসেছি এখানে। কিছুই তো নেই।'

'আরও খারাপ,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, খামোকা প্রাণ দিয়েছে হায়দার আর ওর সঙ্গীরা। পুরনো বাঁধের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া এই এলাকায় ইনকাদের উপস্থিতির আর কোনও প্রমাণ নেই। বাঁধটাও যে ওদেরই তৈরি, সেটাই বা জোর দিয়ে বলি কী করে? গুপ্তধন তো আরও অনেক পরের কথা।'

মন খারাপ হয়ে গেছে ওর। হায়দার নাহয় নিজের স্বপ্নকে তাড়া করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে, কিন্তু বাকিরা? দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষ ছিল ওরা, পিন্টোর বাবা-মা'র মত। কাজ করে পেটের আহার জোগাতে এসেছিল। অকালমৃত্যু প্রাপ্য ছিল না ওদের... প্রাপ্য ছিল না মৃত্যুর পর গুলির আঘাত।

গুহামুখে গিয়ে দাঁড়াল রানা। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই, নেফি। আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বলল নেফারতিতি, 'আমাকে একটু সময় দেবে? দু'দিন থেকে গোসল করিনি, সারা গা কুট কুট

করছে। দশ মিনিট সময় পেলে লেকের পানিতে একটু গা ভিজিয়ে নিতে পারি। তীরে গেলে হুয়ানদের সামনে সেটা সম্ভব হবে না।'

বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল রানা। 'আমার সামনে বুঝি হবে?'

'খবরদার!' চোখ রাঙাল নেফারতিতি। 'উঁকি-ঝুঁকি দেবে না। দ্বীপের উল্টোপাশে থাকবে তুমি!'

'জো হুকুম,' হাসল রানা। 'কিচ্ছু ভেবো না। ভদ্রলোক আমি, গোসলের সময় মেয়েদের দিকে তাকানোর অভ্যাস নেই আমার।'

'তা হলে তো ভালই। নইলে আমার সঙ্গে একটা নাইন মিলিমিটার আছে,' হুঁশিয়ার করল নেফারতিতি। 'পিন্টোকেও সামলে রেখো। আফটার অল, ওর শরীরেও পুরুষের রক্ত বইছে।'

'ইয়েস, ম্যা'ম।'

দ্বীপের পিছনদিকে গিয়ে দ্রুত কাপড় ছাড়ল নেফারতিতি, ঝাঁপ দিল লেকে। সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কাটতে শুরু করল। সারাদিনের রোদে পানির উপরিভাগ উষ্ণ হয়ে আছে, আরামদায়ক একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল নগ্ন দেহে। শরীরে জমে থাকা ঘাম আর ময়লা পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাচ্ছে অবসাদ। চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে অস্তগামী সূর্যের রোদ আর ঈষদুষ্ণ পানির স্পর্শ উপভোগ করতে শুরু করল। ভুলে যেতে চাইল জীবনের হাজারো জটিলতার কথা... অন্তত কিছুটা সময়ের জন্য হলেও।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে হঠাৎ করেই চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার সুদর্শন মুখটা। যত সময় যাচ্ছে, ততই যুবকটির প্রতি আকর্ষণ তীব্রতর হচ্ছে ওর মধ্যে। কিন্তু কেন? জীবনে অনেক সুদর্শন পুরুষই দেখেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে তো এতটা মনে ধরেনি! তা-ও আবার এত অল্প সময়ের ভিতরে! প্রেম-ভালবাসা নিয়ে কখনও মাথাই ঘামায়নি ও। বরং জ্ঞানবুদ্ধি

হবার পর থেকেই এড়িয়ে চলেছে ওসব ঠুনকো আবেগ। মেয়েদের জন্য রূপকে সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করে ও, এই রূপের কারণেই সুন্দরীরা কখনও প্রাপ্য মর্যাদা পায় না, হয়ে ওঠে স্রেফ কামনার বস্তু... ভোগের সামগ্রী। দুনিয়ার এই রীতিকে ভুল প্রমাণ করবার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে নেফারতিতি, নিজের মেধা আর যোগ্যতা দিয়ে উঠে এসেছে আজকের অবস্থানে। কোনও পুরুষ প্রেম নিবেদন করলেই ফিরিয়ে দিয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। অথচ আজ ওরই বুকে অজানা-অচেনা এক বিদেশি যুবকের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছে। এর মানে কী!

অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মাসুদ রানা ওর দেখা আর সব পুরুষের চেয়ে ব্যতিক্রম। আশ্চর্য লোকটার ব্যক্তিত্ব, মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, বাড়াবাড়ি বলে কোনও জিনিস তার ভিতরে নেই। অনাথ একটি শিশুর প্রতি ওর হৃদয় যেমন কোমল, অচেনা শত্রুটির জন্য ঠিক ততখানিই কঠোরতা পুষে রাখা হয়েছে ওখানে। এ এক অদ্ভুত মিশেল। আর চোখ দুটো... সেখানে যেন জাদু আছে। তাকালেই হারিয়ে যায় 'নেফি—কী অদ্ভুত মায়া মণিদুটোতে, দেখলেই মনে হয় এই লোককে বিশ্বাস করে কখনও ঠকবে না কেউ।

কে এই মাসুদ রানা? ওর প্রেমহীন রুক্ষ জীবনে হঠাৎ করে কোত্থেকে উদয় হলো? এমন কারও জন্যই কি তা হলে এতগুলো বছর অপেক্ষা করছিল সে? জানে না নেফারতিতি, জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় কোনও বাঁধনে জড়াবার জন্য জন্ম হয়নি তার, তাকে আটকানোর চেষ্টা করা বৃথা। ওর ভিতরের নারীসত্তা ওকে ফিসফিস করে জানিয়ে দিয়েছে, যে-অল্প সময়ের জন্য রানাকে কাছে পাচ্ছে, সেটাকেই পরম পাওয়া বলে ভাবতে হবে... হোক সেটা এই গহীন জঙ্গলে, হোক সেটা এই অনিশ্চিত পরিবেশে। এই উপলব্ধি ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

বড় করে শ্বাস নিল নেফারতিতি, বাধাহীনভাবে শরীরকে ডুবে যেতে দিল পানিতে। যেন কিছুটা সময়ের জন্য নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইছে কঠিন বাস্তবতা থেকে। স্কুবা ট্রেইনিঙের কারণে দম ধরে রাখতে জানে, ডুবন্ত অবস্থায় মনে মনে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনল—স্ট্রেস-রিলিফের এক ধরনের কৌশল এটা। লেকের তলার শান্ত-সমাহিত পরিবেশ শুষে নিল ওর মনের অস্থিরতা। সন্তুষ্ট হয়ে নড়ল ও, হাত-পা নেড়ে ভুস করে ভেসে উঠল সারফেসে।

চোখ থেকে পানি মুছতেই চমকে উঠল নেফারতিতি। পানির ধারে দাঁড়িয়ে আছে রানা! বারণ না মেনে এদিকে চলে এসেছে বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু দূরাগত একটা আওয়াজ কানে আসায় স্থির হয়ে গেল ও। বুঝে ফেলেছে, রানা এমনি এমনি আসেনি।

দুপ দুপ করে ভেসে আসছে ছন্দোবদ্ধ আওয়াজটা—হেলিকপ্টারের রোটর!

'তাড়াতাড়ি উঠে এসো!' নেফারতিতিকে দেখতে পেয়ে চাপা গলায় ডাকল রানা।

হাত-পা ছুঁড়ে তাড়াতাড়ি তীরে ফিরল নেফারতিতি, গা মোছার জন্য সময় নষ্ট করল না, মাটিতে ফেলে রাখা পোশাক পরতে শুরু করল ত্রস্ত হাতে। রানা ইতিমধ্যে উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্যান্ট পরা হলে বুট আর পিস্তল বেল্ট কুড়িয়ে নিল ও, রানাকে বলল, 'চলো।'

একটা পাথরের পিছনে অপেক্ষা করছিল পিন্টো, ওর হাত ধরে গুহার দিকে ছুটল রানা। নেফারতিতি অনুসরণ করল ওকে। দ্রুত ওখানে ঘাপটি মারল তিনজনে।

'কোন্‌দিক থেকে আসছে ওরা?' বুট পরতে পরতে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'পশ্চিম দিক থেকে,' বলল রানা। 'তবে তার আগে উপত্যকার চারদিকে সম্ভবত একটা চক্কর দিয়ে নিয়েছে।'

'কী ধরনের হেলিকপ্টার?'

'বেল্ জেটরেঞ্জারের মত লাগল। শরীর কুচকুচে কালো।'

'কোনও মার্কিং দেখেছ?'

'উঁহুঁ। অবশ্য এতদূর থেকে দেখা যাবার কথাও না।'

'হুয়ানদেরকে সতর্ক করে দেয়া দরকার...'

'ওরা বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকাডাকি করেছি, শুনতে পায়নি। ক্যানু নিয়ে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়, তার আগেই এসে পড়বে হেলিকপ্টার।'

'তোমার কি ধারণা ওটা...'

'ধারণা নয়,' থমথমে গলায় বলল রানা, 'আমি জানি ওটা ওদেরই।'

কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে, কপ্টারটাকে হায়দারের ক্যাম্পের উপরে হোভার করতে দেখেছে ও। শত্রুপক্ষ ছাড়া আর কেউ ও-কাজ করবে না। নিশ্চয়ই উপত্যকার পরিস্থিতি দেখতে এসেছে... বুঝতে চাইছে এখানে ফিরে আসা নিরাপদ কি না।

রোটরের আওয়াজ বাড়তে শুরু করেছে। হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুখের কয়েক গজ সামনে চলে গেল রানা, উঁকি দিল ক্যাম্পের দিকে। অবশেষে নড়তে শুরু করেছে তিন গাইড, বিকট শব্দে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটেছে ওদের। কিন্তু তারপরেও দেরি করে ফেলেছে ওরা, পুরোপুরি সজাগ হবার আগেই আচমকা জ্বালামুখের ওপার থেকে উঠে এল আকাশযানটা। সাধারণ হেলিকপ্টার নয়, দু'পাশে হেভি মেশিনগান বসিয়ে গানশিপে পরিণত করা হয়েছে। লেকের উপরে এসে থামল ওটা, একটা পাশ ঘুরে গেল ক্যাম্পের দিকে। সাইড ডোর খুলে গেল, এরপর কী ঘটবে তা বুঝে ফেলল রানা। এয়ার-অ্যাসল্টের নিখুঁত কৌশল অনুসরণ করছে শত্রুরা।

এম-সিক্সটিন রাইফেল তুলে দ্রুত দুটো গুলি ছুঁড়ল হুয়ান, কিন্তু রোটরের তলায় চাপা পড়ে গেল ওটার আওয়াজ। পরক্ষণে আগুন ঝরাল কপ্টারের মাউন্টেড মেশিনগান। বুলেটের প্রথম পশলা তিন পানামানিয়ানের দশ ফুট দূরে বালি ওড়াল। উঠে দাঁড়াল ওরা, পড়িমরি করে ছুট লাগাল প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। কিন্তু আশপাশে কোনও কাভার নেই। হোভার করে ওদের পিছু পিছু চলল কপ্টারটা। নিশানা ঠিক করে নিয়েছে গানার, আবার গুলি ছুঁড়ল।

ধাবমান গাইডদের পিছনে ধুলোর রেখা তৈরি হলো, প্রতিটা বুলেট আগেরটার চেয়ে কাছে গিয়ে লাগছে। দৌড়াতে দৌড়াতেই শরীর বাঁকাল সিসিলিয়ো, অসম্ভব একটা অ্যাঙ্গেল থেকে গুলি করতে চাইল হেলিকপ্টারের উদ্দেশে। লাভ হলো না, বরং গতি কমে যাওয়ায় ওর নাগাল পেয়ে গেল বুলেটের ঝাঁক। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত তাকে ঝাঁকি খেতে দেখল রানা, জামাকাপড় ভিজে উঠল রক্তে, তারপরেই বালির উপর আছড়ে পড়ল প্রাণহীন দেহটা—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

আততায়ীর পরের গুলিতে মাথার একপাশ উড়ে গেল জুয়ারেজের। ছুটন্ত অবস্থাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাশটা। হারিয়ে গেল উড়তে থাকা ধুলোর আড়ালে। হুয়ানও ততক্ষণে ধুলোর ভিতরে অদৃশ্য। হেলিকপ্টার গানশিপ এগিয়ে এল, রোটরের ধাক্কায় ধুলো সরে গেলে আবার দেখা গেল তাকে। না, পালাচ্ছে না। হাঁটু গেড়ে পজিশন নিয়েছে, রাইফেলের বাট কাঁধে ঠেকানো। সশব্দে দু'বার ফায়ার করল সে, কপ্টারের গায়ে আগুনের ফুলকি ওড়াল তার বুলেট। এরপর আবার গর্জে উঠল মেশিনগান। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল দুঃসাহসী পানামানিয়ান।

আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ করল নেফারতিতি, ক্রল করে রানার পাশে চলে এসেছে ও। মুখ না ঘুরিয়েই রানা নির্দেশ

দিল, 'গুহায় ফিরে যাও... কুইক! পিন্টোকে সামলে রাখো, ও যেন বাইরে না বেরোয়।'

'আর তুমি?'

'আমিও আসছি। যাও তো!'

ক্রল করে আবার পিছিয়ে গেল নেফারতিতি। রানার দৃষ্টি তখন চুম্বকের মত আটকে আছে কপ্টারের দিকে। ছোট কোনও চিহ্ন... একটা চেহারা হলেও দেখতে হবে ওকে। নইলে এদের পরিচয় জানতে পারবে না, ভবিষ্যতে খুঁজে বের করতে পারবে না। মাথায় আগুন জ্বলছে ওর—নিরীহ তিনজন মানুষকে অকারণে খুন করেছে ওরা, এর একটা বিহিত করতেই হবে ওকে।

এখনও হোভার করছে গানশিপ, মেশিনগানটা নড়েনি। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে আশপাশে আর কেউ আছে কি না। কয়েক মুহূর্ত পর সন্দেহটা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো, সৈকতের কাছাকাছি নিচু হলো ওটা, লাফ দিয়ে নেমে এল কালো পোশাকধারী কয়েকজন সৈনিক। দূর থেকে তাদের চেহারা বা জাতীয়তা বোঝা যাচ্ছে না। এক্সক্যাভেশন সাইটে ঢুঁ মারতে শুরু করল ওরা। খানিক পর সন্তুষ্ট হয়ে আবার উঠে পড়ল হেলিকপ্টারে। যান্ত্রিক ফড়িংটা এরপর দ্বীপের দিকে উড়ে এল।

হামাগুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি পিছাতে শুরু করল রানা, তবে আকাশের দিক থেকে চোখ সরায়নি। কপ্টারটা কাছাকাছি হওয়ায় বুঝতে পারল, কালো রঙটা ওটার স্বাভাবিক রঙ নয়। পরিচয় লুকানোর জন্য ওভাবে পেইন্ট করা হয়েছে। দ্বীপের একেবারে কাছে চলে আসার পর আণ্ডারক্যারিজ দেখতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল ওর। পেইন্টিঙের কাজটা যত্ন নিয়ে করা হয়নি, আণ্ডারক্যারিজের কালো আস্তরের তলা থেকে আবছাভাবে ফুটে আছে কপ্টারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। ব্যস, আর কী চাই? ওটাকে ট্র্যাক করা আর কোনও ব্যাপারই নয়।

তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে পড়ল রানা। নেফারতিতি আর পিন্টোকে বলল মাটিতে শরীর মিশিয়ে শুয়ে পড়তে, বাইরে থেকে উঁকি দিলেও যেন প্রথম দর্শনে ওদেরকে দেখা না যায়। রোটরের আওয়াজ শুনতে পাবার পর পর ক্যানুটাও উঠিয়ে এনেছে গাছের তলায়। গোধূলির স্বল্প আলোয় আকাশ থেকে ওটাকে স্পট করা যাবে না। কপাল ভাল হলে হয়তো বেঁচে যাবে এ-যাত্রা, দ্বীপে পা রাখবে না খুনিরা।

পাঁচটা মিনিট দম বন্ধ করা উত্তেজনায় কাটল। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, দ্বীপের উপরে চক্কর দিচ্ছে কপ্টারটা। পিন্টো কয়েকবারই নড়ে উঠতে চাইল, কথা বলতে চাইল, দক্ষতার সাথে তাকে সামলাল নেফারতিতি। ফিসফিস করে ওকে বোঝাল, ওরা লুকোচুরি খেলছে। আর বিরক্ত করল না ছেলেটা।

ধীরে ধীরে কমে এল রোটরের আওয়াজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। এরিয়াল সার্ভে করেই সন্তুষ্ট থেকেছে শত্রুরা, বোধহয় কল্পনাও করেনি দ্বীপে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তবে একেবারে চলে যায়নি ওটা, কাছাকাছিই আছে। হামাগুড়ি দিয়ে গুহা থেকে আবার বেরিয়ে এল ও, উঁকি দিল কী ঘটছে দেখবার জন্য। ওর পিছু পিছু এল নেফারতিতি।

সৈকতে আবার নেমেছে সৈনিকরা, হেলিকপ্টারে তুলে নিচ্ছে তিন পানামানিয়ান গাইডের লাশ। ওদের অস্ত্রগুলোও কুড়িয়ে নিল, সেইসঙ্গে সমস্ত বুলেটের খোসা। প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরা হলো রক্তমাখা বালি। এরপর হোভার করে পানির উপরে এল যান্ত্রিক ফড়িংটা, দরজা খুলে একে একে নীচে ফেলে দেয়া হলো লাশতিনটে। লাশের গায়ে ভারী কিছু বাঁধা হয়েছে, পানিতে পড়েই তলিয়ে গেল ওগুলো। নিখুঁত ক্লিনআপ অপারেশন, নিহত মানুষগুলোকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না... কেউ জানবে না ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছে। কোনও প্রমাণ রইল না।

এরপরেও নড়ল না কপ্টারটা। গানারের পজিশনের উল্টোপাশের দরজা খুলে যেতে দেখল রানা, সেখান দিয়ে একে একে দুটো লোহার ব্যারেল নীচে ফেলা হলো। ঝপাস করে পানিতে আছড়ে পড়ল ওগুলো।

'ওগুলো কি...' প্রশ্নটা অসমাপ্ত রয়ে গেল নেফারতিতির ঠোঁটে।

'ডেপথ চার্জ,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'ক্... কিন্তু কেন?'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না রানা, বজ্রপাতের মত গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ হলো। হ্রদের গভীরে বিস্ফোরিত হয়েছে সত্তর পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ ভরা প্রথম চার্জটা। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভিতরে সারফেসে উঠে এল শকওয়েভ। পঞ্চাশ ফুট উঁচু পানির ফুলঝুরি ছিটকাল চারদিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর ফাটল দ্বিতীয়টা, এটা আগেরটার চেয়ে শক্তিশালী... যেন ভূমিকম্প বয়ে গেল ছোট্ট দ্বীপটার উপর দিয়ে।

তীর বেগে হেলিকপ্টারটা তার আগেই সরে গেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দিগন্তে হারিয়ে গেল ওটা, যেন পড়িমরি করে পিঠটান দিয়েছে। রোটরের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ায় চারদিক আবার সুনসান, নিস্তব্ধ।

রানাও ছুট লাগিয়েছে, ফিরে এসেছে গুহায়। এক্সক্যাভেশন টিমের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র ঘাঁটছে পাগলের মত। নেফারতিতি হতভম্ব গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এসবের মানে কী, রানা? ওরা ডেপথ চার্জ ফাটাল কেন?'

'বাইরে গিয়ে একটু তাকিয়ে দেখো, তা হলেই বুঝতে পারবে,' মাথা না ঘুরিয়ে জবাব দিল রানা। 'পিন্টোকে ধরে রেখো, ও যেন কোথাও চলে না যায়।'

পিন্টোর হাত ধরে এক ছুটে বেরিয়ে এল নেফারতিতি। চঞ্চল

দৃষ্টি বোলাল চারপাশে।

'কী হয়েছে, আণ্টি?' জিজ্ঞেস করল পিন্টো। 'হুয়ানরা কোথায় গেল?'

জবাব দিল না নেফারতিতি। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে লেকের সারফেসে। ফুটন্ত পানির মত বুদবুদ উঠছে বিভিন্ন স্পটে, আলোড়নটা চোখে পড়ার মত। ধীরে ধীরে ওর নজর ঘুরে গেল সৈকতে, যেখানে ক্যাম্প করেছিল হুয়ান ও তার দু'ভাই। অগ্নিকুণ্ডটা এখনও জ্বলছে, ওটা কেন যেন নিভিয়ে দিয়ে যায়নি খুনিরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলল কারণটা।

আচমকা কেঁপে উঠল আগুনের শিখা। যেন একটা গ্যাস স্টোভের চাবি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে দপদপিয়ে উঠল, পরক্ষণে নিভে গেল ফস করে। এমন নয় যে লাকড়ি শেষ হয়ে গেছে... তা হলে? আসল ব্যাপারটা টের পেতেই হিম হয়ে এল শরীর।

অক্সিজেনের অভাবে নিভে গেছে অগ্নিকুণ্ড! অভাবটা দেখা দিয়েছে লেকের পানির ওই বুদবুদগুলোর জন্য। ডেপথ চার্জ ফাটিয়ে আবারও মুক্ত করা হয়েছে পানিতে মিশে থাকা কার্বন-ডায়োক্সাইড! রানার কথাগুলো মনে পড়ে গেল—গ্যাসটা অদৃশ্য, বর্ণ-গন্ধহীন এবং বাতাসের চেয়ে ভারী। পরিষ্কার বাতাসকে ঠেলে সরিয়ে এখন পেয়ালার মত এই জ্বালামুখকে দখল করে নিচ্ছে ওটা!

পিন্টোকে টানতে টানতে পড়িমরি করে গুহায় ফিরে এল নেফারতিতি, রানা তখনও উবু হয়ে এক্সক্যাভেশন টিমের জিনিসপত্র ঘাঁটছে।

'রানা! কী করছ তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুন্দরী ক্যাপ্টেন। 'জ্বালামুখটা ভরে যাচ্ছে কার্বন-ডায়োক্সাইডে... আমাদেরকে এক্ষুণি এখান থেকে সরে যেতে হবে!'

'পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই,' বলল রানা। প্লাস্টিকের একটা রোল খুলছে ও, জিনিসটা গ্রাউণ্ড শিট হিসেবে ব্যবহার করত হায়দার। 'লেক পেরুবার আগেই মারা পড়ব আমরা।'

'তাই বলে এখানে বসে থাকব?'

অবশেষে মুখ তুলল রানা। 'না থেকেই বা উপায় কী? বুঝতে পারছ না, পালাবার উপায় নেই আমাদের!'

সাত

মায়ামিতে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটছে, এমন এক ড্রাগলর্ডের তৈরি করা বিশাল, নয়নাভিরাম এক এস্টেট রয়েছে পানামা সিটি থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের এই এস্টেটের নাম *গুয়ার্দিয়া দেল মার*, বা সমুদ্র-প্রহরী... আর নামটার সঙ্গে মানানসই ভঙ্গিমায় সৈকতের পাশে মাথা তুলে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম এক ভিলা। যেন পাহারা দিচ্ছে সুনীল সাগরকে। ক্রোক হয়ে গিয়েছিল এই সম্পত্তি, প্রায় জলের দরে সরকারি নিলাম থেকে কিনে নিয়েছে বর্তমান মালিক। তবে এস্টেটের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়নি সে। মুগ্ধ হয়েছে লোকেশন আর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে। মূল ফটক থেকে প্রায় তিন মাইল ভিতরে ভিলা, গেট ভেঙে কেউ হামলা চালালে সরে পড়বার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ভিলার চারপাশে প্রায় একশো মিটার একদম উন্মুক্ত... ঘাসের লন ছাড়া আর কিছুই নেই... ফলে

ছাত থেকে গুলি করে অনায়াসে খতম করা যাবে হামলাকারীদের। গোপন টানেল আছে, সেই টানেল ধরে চলে যাওয়া যায় সৈকতে তৈরি করা ডকে। বোটে চড়ে কেটে পড়া যায় নিশ্চিন্তে।

এ-মুহূর্তে ভিলার ওপরতলায়, নিজের ব্যক্তিগত অফিসে বসে আছে ভিলার বর্তমান মালিক... কেনজি নাকামুরা। পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে সিংহাসনের মত চেয়ারের ব্যাকরেস্টে, দৃষ্টি নিবদ্ধ টেবিলের উপর রাখা ল্যাপটপ কম্পিউটারের স্ক্রিনে। গোটা মধ্য আমেরিকার একটা মানচিত্র ফুটে আছে ওতে।

ভয়ঙ্করদর্শন মানুষ নাকামুরা, স্বভাবেও তা-ই। না, চেহারা একেবারে মন্দ নয়; কিন্তু বীভৎস দেখায় মুখের একটা পাশ সম্পূর্ণ বিকৃত বলে—শৈশবে পুড়ে গিয়েছিল, আর ঠিক করা যায়নি। সে-আমলে প্লাস্টিক সার্জারি ততটা উন্নত ছিল না, টাকাও ছিল না তার; সুযোগ আর সামর্থ্য যখন হলো, তখন আর মুখশ্রী ঠিকঠাক করে নেবার ইচ্ছে হয়নি। বিকৃত এই চেহারা নিয়েই ততদিনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে, চেহারাটাই তাকে আলাদা করেছে আর সবার কাতার থেকে। মনে হয়েছিল সেটা মেরামত করতে গেলে নিজের গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য হারাবে।

চার মাস বাকি সত্তর বছর পূর্ণ হতে, কিন্তু নাকামুরাকে দেখে মোটেই অতটা বয়স্ক মনে হয় না। এখনও যে-কোনও যুবকের মত সবল ও তরতাজা সে—প্রতিদিন ভোরে ব্যক্তিগত জিমনেশিয়ামের ট্রেডমিলে দু'মাইল জগিং করে; ছ'ফুট লম্বা দেহটা ছিপছিপে, একবিন্দু মেদ নেই কোথাও, সামান্যতম কুঁজোও হয়নি। ব্লাড প্রেশার বা ডায়াবেটিসের মত কোনও বয়সজনিত রোগ নেই শরীরে। পিতাকে বাদ দিলে তার গত চার পুরুষে কেউই একশো বছরের সীমা পার না করে মরেনি; বার্ধক্যে সহজে আক্রান্ত হয় না তার বংশের লোকজন। দুঃখের বিষয় হলো, বংশের এই জেনেটিক বিস্ময়ের সে-ই শেষ প্রতিভূ। তার

মাধ্যমেই শেষ হতে চলেছে নাকামুরাদের বংশলতিকা। যে-ঘটনায় তার মুখ পুড়ে গিয়েছিল, সে-ঘটনায় মারা গেছে তার পুরো পরিবার। সে ছাড়া বংশের বাতি জ্বালবার মত আর কেউ নেই।

কথাটা মনে পড়তেই তিক্ততা অনুভব করল নাকামুরা। তিন-তিনবার বিয়ে করেছে সে, অবৈধ সম্পর্কও অগণিত... কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও সন্তানের মুখ দেখেনি। দুনিয়ার সেরা ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে জানিয়ে দিয়েছে, কোনোদিন বাপ হবার সম্ভাবনাও তার নেই। রেডিয়েশন পয়েজনিঙে স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে তার প্রজনন ক্ষমতা। খবরটা এসেছিল চরম আঘাতের মত... ওটাই ছিল শেষ সুতো। পিতা-মাতা-ভাই-বোনকে হারাবার ব্যথা, চেহারার বিকৃতি... এসব বহুকাল সহ্য করেছে সে। কিন্তু যখন জানল তার বংশের প্রদীপ নিভে যেতে বসেছে, সেটা আর মেনে নিতে পারেনি। কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছে সে, প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা... জাপানি ভাষায় যাকে বলে কাতাকিউচি—যারা এর জন্য দায়ী, তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেবে সে। এখন সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে, হিরোশিমায় এক বনেদি পরিবারে জন্ম হয়েছিল নাকামুরার। বাপ-দাদা ছিলেন নামকরা কাপড়-ব্যবসায়ী। দু-ভাই আর তিন বোনের সুখী পরিবার ছিল ওদের। হঠাৎ করেই বদলে গেল সব—উনিশশো পঁয়তাল্লিশের ছয়ই আগস্টে... যখন হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা ফেলল আমেরিকা। ঘটনাটার কিচ্ছু মনে নেই তার, তখন সে স্রেফ দেড় বছরের শিশু। বিচারবুদ্ধি হবার পর জেনেছে, অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে পুরো শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আগুন লেগে ধসে পড়েছিল তাদের বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মারা যায় তার বাবা আর ভাই-বোনেরা। আহত অবস্থায় ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন

তার মা, দুজনেরই শরীর পুড়ে গিয়েছিল। দু'মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে নাকামুরা, কিন্তু ওর মা বাঁচেননি—আঘাত বেশ গুরুতর ছিল তাঁর। এরপর ছোট্ট নাকামুরার আশ্রয় হয় এক অনাথ-আশ্রমে। ওখানেই বড় হয় সে—চরম দুঃখকষ্ট আর বঞ্চনার মাঝে।

হিরোশিমা বম্বিঙের দীর্ঘমেয়াদি কুফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে নাকামুরা। জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর থেকেই দেখেছে, রেডিয়েশন পয়েজনিঙে একে একে মারা যাচ্ছে তার আশপাশের চেনা-পরিচিত মানুষেরা, তিলে তিলে। নিজে কীভাবে বেঁচে আছে, তা ভেবে অবাক হতো ছোটবেলায়... কিন্তু বড় হবার পর জানল, পুরোপুরি রক্ষা পায়নি সে; চেহারা তো গেছেই, সেই সঙ্গে চিরদিনের জন্য গেছে পিতা হবার ক্ষমতা। মনটা বিষিয়ে রয়েছিল আগেই—আমেরিকাকে ঘৃণা করত সে তার পরিবারের অকালমৃত্যুর জন্য, মাতৃভূমি জাপানের উপরে ওদের আরোপ করা হাজারটা বিধিনিষেধ আর খবরদারির জন্য। বহু চেষ্টায় আজ জাপান কারিগরি আর অর্থনৈতিক দিক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু সামরিক শক্তি... তা আর কোনোদিনই ওদেরকে সঞ্চয় করতে দেয়নি আমেরিকা। দমিয়ে রেখেছে সর্বশক্তি দিয়ে। আমেরিকানদের এই সামন্তসুলভ আচরণ কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি নাকামুরা, নিজের বন্ধ্যাত্বের খবর পাবার পর উপচে পড়ল তার ঘৃণার পেয়ালা। জীবনের কাছে চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই রইল না তার, একটা জিনিস ছাড়া—তা হলো প্রতিশোধ!

আমেরিকাকে ঘৃণা করে, কিংবা আমেরিকাকে শায়েস্তা করবার স্বপ্ন দেখে... এমন জাপানি নাগরিকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার দুঃসাহস রাখে, এমন মানুষ নেই বললেই চলে। নাকামুরা তার ব্যতিক্রম। ক্ষণিকের উত্তেজনা নয়,

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে সে এটাকেই। প্রতিটা পদক্ষেপ নিয়েছে খুব সাবধানে, ভেবে-চিন্তে। তাড়াহুড়ো করেনি, ধৈর্য ধরেছে। জানত, কঠিন এ-লক্ষ্য পূরণের জন্য অগাধ টাকা চাই তার... আর চাই উপযুক্ত মুহূর্ত। জীবনের ঊনসত্তরতম বছরে এসে মিলেছে সে-মুহূর্ত।

কম কষ্ট করেনি নাকামুরা। অনাথ-আশ্রমের চরম কষ্টকর জীবনকে সয়ে নিয়ে লেখাপড়া করেছে, শিক্ষিত হয়েছে। পেটের দায়ে হেন কাজ নেই যা করেনি। চেহারাটা ছিল মস্ত বড় অন্তরায়। কুৎসিতদর্শন একজন মানুষকে সহজে মেনে নেয়নি সমাজ, ভাল কোনও কাজ পেতে দেয়নি তাকে। কিন্তু নিজের মেধা, একাগ্রতা, বুদ্ধি আর সাহস দিয়ে সব বাধা জয় করেছে সে। কারও কাছে হাত পাতেনি, বরং চেষ্টা করেছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কুলি-মুটে হিসেবে কাজ শুরু করেছিল, এরপর রাস্তার ফেরিঅলা, সেখান থেকে দোকানদার, তারপর ঠিকাদারি... এভাবে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসেছে সে। শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে পরিবহন ব্যবসা। সৎভাবে এগোয়নি; জানত, সৎ থেকে কেউ কখনও শীর্ষে আরোহণ করতে পারে না। ধূর্ততা ও নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করেছে সে—আইন আর প্রশাসনকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্দয়ভাবে দমিয়ে, ব্যবসাক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে দ্রুত পেরিয়েছে উন্নতির একেকটা ধাপ। বয়স চল্লিশ পেরুনোর আগেই জাপানের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ-মহলে বিশেষ একটি স্থান করে নিয়েছে। আর এখন... দুনিয়ার সবচেয়ে বড় টাইকুনদের একজন নাকামুরা। ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরে সর্বজনবিদিত নাম। অসংখ্য জাহাজ, বিমান আর স্থলযান রয়েছে তার মালিকানায়। ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে। প্রায় অসীম তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা; কত টাকার মালিক তা নিজেও ঠিকমত বলতে পারবে

না। বংশধর থাকলে আগামী চার-পাঁচ প্রজন্মকে উপার্জনের চিন্তা করতে হতো না।

এখনই সঠিক সময়... জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যকে পূরণ করবার জন্য অবশেষে মাঠে নেমেছে সে। অনেক মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছে পরিকল্পনা—আমেরিকাকে ধনে-প্রাণে মারবার। প্রথমে দেশটির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেবে, তারপর ধ্বংস করবে দেশটাকেই। পানামা থেকে পরিচালিত হবে সে-অভিযান। এ-কাজে একা নয় সে, তাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে আমেরিকা-বিদ্বেষী একটি রাষ্ট্র। ওদের সহায়তা পাওয়ায় অনেকটাই সহজ হতে চলেছে তার নীল-নকশার বাস্তবায়ন। অপেক্ষা শুধু সময়ের। খুব শীঘ্রি অবসান ঘটতে চলেছে মার্কিনীদের প্রভুত্বের।

আপন চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল নাকামুরা, দরজা খুলে যাবার শব্দ শুনতে পেল না। ধ্যানভঙ্গ হলো গলা খাঁকারি শুনে। চোখ তুলতেই টেবিলের সামনে ইরি ইয়োশিদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, মেয়েটি তার এক্সিকিউটিভ অ্যাসিসটেন্ট... অন্য কথায় ডানহাত। অভিজ্ঞ লোক নাকামুরা; জানে, যোগ্যতার বেলায় ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গ কোনও অন্তরায় নয়। তাই নারী হয়েও তার সহকারী হতে পেরেছে ইরি। এমনিতে বেশ সুন্দরী সে, বয়সও বেশি নয়। মাথাভরা কাজল কালো কেশ, সেই সঙ্গে লোভনীয় দেহবল্লরী। র‍্যাম্প মডেল ছিল, শয্যাসঙ্গিনী হতে গিয়ে নাকামুরার সঙ্গে পরিচয়। জহুরির মত তাকে চিনে নেয় জাপানি টাইকুন; বুঝে ফেলে, এই মেয়ে তারই মত ধূর্ত, কৌশলী ও নিষ্ঠুর। ওর চিন্তাধারাও নাকামুরার সঙ্গে মেলে। দেরি না করে ওকে অ্যাসিসটেন্ট বানিয়ে নেয় সে... এসব পাঁচ বছর আগের কথা। অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে ইরি—ঠাণ্ডা মাথায় এমন সব জটিল সমস্যার সমাধান করেছে, যা

নাকামুরার পুরনো অ্যাসিসটেন্টদের কেউই পারত না। শেষ পর্যন্ত নিজের মূল প্রজেক্টে ওকে অন্তর্ভুক্ত করেছে জাপানি টাইকুন, নিয়ে এসেছে পানামায়। এখানে সরাসরি সবকিছুর দেখাশোনা করছে নাকামুরা—প্রজেক্টের দায়িত্ব আর কারও হাতে তুলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল নাকামুরা।

'অ্যাসল্ট টিমের রিপোর্ট পেয়েছি,' বলল ইরি। 'ওটা জানাতে এলাম আপনাকে।'

মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুনিয়ার সেরা মার্সেনারিদের ভাড়া করেছে নাকামুরা, গঠন করেছে প্রাইভেট আর্মি। লোকগুলো বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য। ওদেরই কয়েকজনকে হেলিকপ্টারসহ নিয়োগ করা হয়েছে রিও টুইরা নদীর উজানে। আর্কিয়োলজি ক্যাম্পে দুর্ঘটনার ব্যাপারটা ওরাই প্রথম আবিষ্কার করে, রিপোর্ট পাঠায়। সেই রিপোর্ট দেখে নাকামুরার নিজস্ব সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট কার্বন-ডায়োক্সাইড ইরাপশনের ব্যাপারটা ধরে ফেলে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুমান করতে পেরেছিল জাপানি টাইকুন, তাই অ্যাসল্ট টিমকে নির্দেশ দিয়েছিল—যেভাবে হোক, ধামাচাপা দিতে হবে সব। ওরা তখন ক্যাম্পে হানা দিয়ে ঘটনাটাকে কলাম্বিয়ান গেরিলা অ্যাটাকের মত করে সাজায়।

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ইরি। 'বাংলাদেশি ওই আর্কিয়োলজিস্টের ক্যাম্প থেকে সব লাশ নিয়ে গেছে পুলিশ। আমাদের ইনফর্মার খবর দিয়েছে—রুটিন অটোপসি করা হবে ওগুলোর; মৃত্যুর সত্যিকার কারণ উল্লেখ করা হবে না। অ্যাসল্ট টিমের রিপোর্ট অনুযায়ী এলাকাটা এখন ফাঁকা। আমরা আমাদের অপারেশন শুরু করতে পারি। পানামানিয়ান তিনজন লোকালকে লেকের ধারে

পেয়েছিল ওরা, তবে তাদেরকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে।'

'তিনজন?' ভুরু কুঁচকে সামনে ঝুঁকল নাকামুরা। 'কারা ওরা? ওখানে কী করছিল?'

'অ্যাসল্ট টিমের ধারণা, স্ক্যাভেঞ্জার। এক্সক্যাভেশন সাইটে অনেক ইকুইপমেন্ট পড়ে আছে, ওরা সম্ভবত ওগুলো চুরি করতে গিয়েছিল। রাইফেল ছিল লোকগুলোর হাতে, তবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। স্থানীয় লোকজন অস্ত্র ছাড়া জঙ্গলে যায় না। কলাম্বিয়ানদের ভয়ে।'

পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না নাকামুরা। 'কীভাবে জানছি ওদের সঙ্গে আর কেউ ছিল না?'

'আমার মনে হয় এ-নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' বলল ইরি। 'পুরো এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়েছে, আর কাউকে পাওয়া যায়নি। অ্যাসল্ট টিমকে যদি কেউ ফাঁকিও দিয়ে থাকে, দ্বিতীয় দফা সি-ও-টু ইরাপশনকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'কার্বন-ডায়োক্সাইডের ডিপোজিট ক্লিয়ার করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল ইরি। 'দুটো ডেপথ-চার্জ ফেলা হয়েছে লেকে। আমাদের এক্সপার্ট হিসেব করে দেখিয়েছে, এতে পানিতে মিশে থাকা গ্যাসের শেষ কণাও বেরিয়ে যাবে। আশা করছি বারো ঘণ্টার মধ্যেই আবার মিলিয়ে যাবে গ্যাসটা। আগামীকাল আমরা নিরাপদে কাজ করতে পারব। আর কোনও অ্যাকসিডেন্টাল ইরাপশনের ভয় থাকবে না।'

আশ্বস্ত হয়ে চেয়ারে আবার হেলান দিল নাকামুরা। 'আগামীকাল নয়। তাড়াহুড়ো পছন্দ করি না আমি। তাড়াহুড়ো করতে গেলেই ভুলভাল হয়। কয়েকদিন ওখানে নজর রাখার ব্যবস্থা করো—নিশ্চিত হও পরিস্থিতি সত্যিই কাজ শুরু করবার অনুকূল কি না। তারপর আমি খোঁড়াখুঁড়ির জন্য লোক আর ইকুইপমেন্ট পাঠাব।'

'দেরি হয়ে যাবে না? আফটার অল, একটা টাইমটেবল ফলো করতে হচ্ছে আমাদেরকে।'

বিরক্ত হলো নাকামুরা। 'টাইমটেবলটা আমিই ঠিক করেছি, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। দু'-একদিন দেরিতে কাজ শুরু করলে কোনও সমস্যা নেই, বাড়তি লোক লাগিয়ে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়া যাবে। বাংলাদেশি ওই আর্কিয়োলজিস্টের মত হাত-পা বাঁধা নয় আমার, যত খুশি টাকা খরচ করতে পারব। দরকার হলে কয়েকশো লোক লাগিয়ে পুরো জঙ্গলটাকে চাষের জমির মত খুঁড়ে একাকার করে ফেলব। ইনকাদের ট্রেজার তখন আমার হাতের মুঠোয় আসতে বাধ্য! তোমাকে যা বলা হয়েছে তা-ই করো।'

'জী, স্যর,' কাঁচুমাচু হয়ে গেল ইরির চেহারা। 'বেয়াদবি হয়ে থাকলে তার জন্য আমি দুঃখিত।'

'এর শাস্তি তুমি জানো।' ওর চোখের উপর স্থির হলো নাকামুরার শীতল দৃষ্টি। তারপর নামতে শুরু করল নীচের দিকে।

আর একটি কথা না বলে জামার বোতামে হাত দিল ইরি। খুলতে শুরু করল। এই শাস্তির অপেক্ষাতেই থাকে ও সারাক্ষণ।

আট

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না,' বলে উঠল নেফারতিতি, 'লেক থেকে আবারও কার্বন-ডায়োক্সাইড বের হচ্ছে কীভাবে? তুমি তো বলেছিলে দ্বিতীয়বার ইরাপশন হবার মত ডিপোজিট তৈরি হতে

বহু বছর লেগে যাবে।'

'ওটা প্রাকৃতিক ইরাপশনের বেলায় খাটে—প্রথমবার যেটা ঘটেছিল,' বলল রানা, হাত থেমে নেই। 'কিন্তু এবারেরটা কৃত্রিমভাবে ঘটানো হচ্ছে। হাই এক্সপ্লোসিভের সাহায্যে ডিসচার্জ করানো হলো পানিতে মিশে থাকা অবশিষ্ট সি-ও-টু।'

'কিন্তু কেন? আমরা যে এখানে লুকিয়ে আছি, তা কি ওরা বুঝে ফেলেছে?'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ হবার সম্ভাবনা বেশি। বোধহয় এখানে কাজে নামার আগে লেকটাকে নিরাপদ করে নিচ্ছে ওরা, যাতে আগামীতে হায়দারের টিমের মত দুর্ভাগ্যের শিকার হতে না হয় ওদের লোকজনকে। মাঝখান থেকে বিপদে পড়েছি আমরা।'

'আমরা তো মাটি থেকে অনেক উপরে আছি। গ্যাসটা নীচের দিকে চলে যাবে না?'

'খুব শীঘ্রি না। পজিশনটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। জ্বালামুখটা পেয়ালার মত, জলপ্রপাতের ফাঁকাটুকু ছাড়া আর কোনও আউটলেট নেই, ভিতরে বাতাসও বইছে না যে কার্বন-ডায়োক্সাইডকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। অনেকক্ষণ গ্যাসটা আটকে থাকবে এখানে।'

'তা হলে? কী করব আমরা?'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। দেখি কাজ হয় কি না। গ্যাস যতক্ষণ ক্লিয়ার না হচ্ছে, আমরা এখানেই টিকে থাকার চেষ্টা করব।'

'কীভাবে? কতক্ষণ?' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার।

'আশা করি আগামীকাল ভোর নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে সব।' এক ঝটকায় প্লাস্টিকের একটা পোর্টেবল টেন্টের ভাঁজ খুলল রানা। 'ততক্ষণ পর্যন্ত আশ্রয় নেবার জন্য পরিষ্কার বাতাসের

একটা বাবল্ তৈরি করে নেব আমরা।'

'এই ছোট্ট টেন্টটা?' মাথা নাড়ল নেফারতিতি। 'অসম্ভব! আমাদের তিনজনকে সকাল পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার মত ক্যাপাসিটি নেই ওটার—এত বাতাস ধরবে না ওর ভিতরে।'

'আমি সেটা বলছিও না। বাতাসের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করব আমরা,' একটু দূরে পড়ে থাকা মালামালের আরেকটা স্তূপের দিকে ইশারা করল রানা। 'ওখানে হোস পাইপের রোল আর একটা হ্যাণ্ডপাম্প দেখেছি... নিয়ে এসো ওগুলো।'

আনল নেফারতিতি। জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে কাজে লাগবে এগুলো?'

'সিম্পল,' বলল রানা। 'জ্বালামুখের চারদিকের পাড় কম-বেশি বিশ ফুট উঁচু। তারমানে কার্বন-ডায়োক্সাইডের বিশ ফুট স্তরের নীচে চাপা পড়ব আমরা। ঝাইরের গাছগুলো লক্ষ করেছ? ওগুলো আরও লম্বা। মগডালে হোসের একটা প্রান্ত বেঁধে অন্য প্রান্ত নিয়ে আসব টেন্টের ভিতরে। এরপর হ্যাণ্ডপাম্পটা আমাদেরকে উপর থেকে পরিষ্কার বাতাস দেবে।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল নেফারতিতির। বুঝতে পেরেছে রানার প্ল্যানটা। 'পুরনো আমলের ব্যাথিস্ফিয়ারের মত, তাই না? হোসটা আমাদের ব্রিদিং টিউব।'

'হ্যাঁ। পার্থক্য শুধু এ-ই যে, পানি নয়, বাতাসের চেয়ে ভারী একটা গ্যাসের তলায় থাকছি আমরা।'

'দারুণ বুদ্ধি এঁটেছ কিন্তু,' বলল নেফারতিতি। সাহস ফিরে পেয়েছে ও। 'আমাকে কী করতে হবে, বলো।'

'আমি টেন্ট খাটাচ্ছি, তুমি হোস নিয়ে গাছের মাথায় সেট করতে পারবে? হাতে সময় বেশি নেই, লেক থেকে খুব দ্রুত বেরুচ্ছে কার্বন-ডায়োক্সাইড। খুব শীঘ্রি আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে।'

'যাচ্ছি এখুনি, তুমি পিন্টোকে দেখো।' হোসের রোল নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল নেফারতিতি।

রানাও বেরুল। গাছের তলায় সমতল একটা জায়গা বেছে নিয়ে গ্রাউণ্ড শিট বিছাল, তার উপর খাটিয়ে ফেলল টেন্টটা। ফাঁকগুলো আটকে দিল ডাক্ট টেপ লাগিয়ে। সম্পূর্ণ এয়ারটাইট করে নিচ্ছে ছোট্ট তাঁবুটাকে। মাথায় চিন্তার ঝড়। থিয়োরিটিক্যালি প্ল্যানটা চমৎকার, কিন্তু বাস্তবে হাজারটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। জ্বালামুখের পাড় আর গাছের উচ্চতার ব্যাপারে ওর ধারণা ভুল হতে পারে। হোসের মুখটা যদি যথেষ্ট উঁচু না হয়, সেক্ষেত্রে তাজা বাতাসের বদলে বিষাক্ত কার্বন-ডায়োক্সাইড ঢুকে পড়বে টেন্টে। দম আটকে মরতে হবে ওদেরকে। সরু ওই হোসের মাধ্যমে তিন-তিনজন মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের সরবরাহ পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চয়তাও নেই।

দুশ্চিন্তাগুলোকে জোর করে মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল রানা। তেমন কিছু ঘটলে কিচ্ছু করবার নেই, অযথা মাথা গরম করে লাভ হবে না কোনও। পিন্টোকে টেন্টে ঢুকতে বলল ও, তারপর গুহায় গিয়ে নিয়ে এল কতগুলো মোমবাতি। লাইটারের সাহায্যে একটা করে জ্বালল, এরপর গ্যাপ দিয়ে একসারিতে বসাতে থাকল মাটিতে, নিয়ে গেল পানির ধার পর্যন্ত। শেষেরটা জ্বালানোই গেল না, তীরের উপরে ইতিমধ্যে উঠে এসেছে কার্বন-ডায়োক্সাইডের স্তর। তাড়াতাড়ি টেন্টের কাছে ফিরে এল ও, উল্টো ঘুরতেই দেখল, একে একে নিভে যেতে শুরু করেছে মোমবাতির সারি। খুব দ্রুত গ্যাসটা উঠে আসছে উপরে।

নেফারতিতি তখনও গাছের মাথায়। ব্যস্ত হাতে হোস বাঁধছে মগডালের সঙ্গে। সেদিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল রানা, 'হারি আপ, নেফি! সময় শেষ!'

'হয়ে গেছে প্রায়,' চেঁচিয়ে উত্তর দিল নেফারতিতি।

আরেকটা মোমবাতি নিভল। যতটা ভেবেছিল, তার চেয়েও অনেক দ্রুত পাহাড়চূড়াকে দখল করে নিচ্ছে কার্বন-ডায়োক্সাইড। পিন্টোকে হাঁপাতে দেখল রানা—ওর ছোট্ট ফুসফুসে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিয়েছে।

'হলো, নেফি?' আবার চেঁচাল রানা।

'হ্যাঁ।' বানরের মত কয়েক লাফে গাছ থেকে নেমে এল নেফারতিতি। কাছাকাছি আসতেই ওকে ধরে টেন্টের ভিতর ছুঁড়ে দিল রানা। এরপর ছুরি বের করে টেন্টের উপরিভাগে একটা ফুটো তৈরি করল, ওখান দিয়ে ঢুকিয়ে দিল হোসের অন্য মাথা। সবশেষে নিজে ঢুকে পড়ল টেন্টে।

আয়তনে প্লাস্টিকের তাঁবুটা খুবই ছোট। তিনজনের মাঝে একজন নেহাত শিশু হওয়া সত্ত্বেও গাদাগাদি হয়ে গেছে। তবে তার পরোয়া করল না ও। ভিতরে ঢুকেই ফ্ল্যাপ টেনে ঝটপট চেইন আটকে দিল, ডাক্ট টেপ দিয়ে আটকে দিল চেইনের জয়েন্ট। হোস যেখান দিয়ে ঢুকেছে, সেখানেও টেপ লাগিয়ে ফাঁকফোকর বন্ধ করল। টেন্টের গায়ে ছোট দুটো ফুটো আবিষ্কার করেছে নেফারতিতি, সিল করা হলো ওগুলোও। এরপর হ্যাণ্ডপাম্পের সাকশান ইনলেটে জুড়ল হোসের মাথা। লিভার চাপতেই আউটলেট দিয়ে বেরিয়ে এল পরিষ্কার বাতাস। আপাতত নিরাপদ ওরা, তবে কার্বন-ডায়োক্সাইডের লেভেল বাড়লে কী ঘটবে বলা যাচ্ছে না।

আলো আসার জন্য টেন্টের ফ্ল্যাপে স্বচ্ছ এক টুকরো প্লাস্টিক লাগানো আছে, ওখান দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। একে একে নিভে যাচ্ছে মোমবাতিগুলো। শেষেরটা নিভে যেতেই মড়মড় আওয়াজ করল টেন্টের ফ্রেম, প্লাস্টিকের আবরণ চেপে এল নীচের দিকে। বাতাসের চেয়ে ভারী কার্বন-ডায়োক্সাইড বাড়তি প্রেশার সৃষ্টি করেছে ছোট্ট তাঁবুটার গায়ে। নেফারতিতির চোখে

আতঙ্ক ফুটল, পিন্টোকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও; রানার দৃষ্টিও স্থির হয়ে রইল অ্যালুমিনিয়ামে গড়া ফ্রেমটার দিকে। তাঁবু ভেঙে পড়লে সর্বনাশ।

কয়েক মিনিট কেটে গেল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায়। তবে এর মাঝে পরিস্থিতির আর অবনতি হলো না। চাপ খাওয়া অবস্থায় যেমন ছিল তেমনই রইল টেন্টের দেয়াল আর ফ্রেম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, প্রেশারটা সয়ে নিতে পারছে ওদের ছোট্ট আশ্রয়। নেফারতিতির দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা ঝাঁকাল ও, মেঝে থেকে তুলে নিল হ্যাণ্ডপাম্প।

'আমি বাইরে যাব,' আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেয়েই বলে উঠল পিন্টো। 'এখানে আমার ভাল লাগছে না।'

শঙ্কিত চোখে ওর দিকে তাকাল রানা। এ আবার কোন্ বিপদ! বাচ্চাটা পাগলামি শুরু করলে ঠেকানো কঠিন হবে। ওর উদ্দেশে আশ্বাসের হাসি হাসল নেফারতিতি, তারপর নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল পিন্টোর সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত পরেই খিলখিল করে হেসে উঠল বাচ্চাটা, তাকে শুইয়ে দিল ও। গায়ে হাত বোলাতে থাকল। অক্সিজেন-স্বল্পতার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পিন্টো, কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

'থ্যাঙ্কস,' নেফারতিতির দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'বড্ড বাঁচা বাঁচিয়েছ।' সাবধানে হ্যাণ্ডপাম্প অপারেট করছে ও, লিভার চাপার গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে বুঝে নিতে চাইছে কোন্ ছন্দে কাজ করলে রাতভর যন্ত্রটা চালু রাখতে পারবে। কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ায় বুঝতে পারছে, কৌশলটা কাজে লেগেছে, গ্যাস লেভেলের উপরে রয়েছে ওদের ব্রিদিং টিউব। পাম্প চালিয়ে গেলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

'আমি আবার কী করলাম!' বলল নেফারতিতি। 'যা করার করলে তো তুমিই। এখনও শ্বাস নিতে পারছি... এটা সম্পূর্ণ

তোমার কৃতিত্ব!' ওর বলার ভঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা ফুটল।

'আরে নাহ্!' বিব্রত গলায় বলল রানা। 'এ আর এমন কী। টেন্ট তো তুমিও খাটাতে পারতে।'

'বিনয় কোরো না। এভাবে যে বাঁচা যেতে পারে, সেটা তো আমার মাথাতেই আসেনি। অস্থির হয়ে উঠেছিলাম বোট নিয়ে পালাবার জন্য। ভাগ্যিস তুমি দাওনি। নইলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম। আইডিয়াটা পেলে কীভাবে, বলো তো? চার্জগুলো ফাটার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম গুহায় ছুটে গেলে... চিন্তাভাবনার কোনও সময়ই তো নাওনি!'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হতে পারে অভিজ্ঞতার ফসল।'

'এমন পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছ তুমি?' বিস্ময় ফুটল নেফারতিতির কণ্ঠে।

হাসল রানা। 'হুবহু এমন না। তবে জীবনে বহুবার নানা ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। বিপদ-আপদ মোকাবেলা করতে করতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ওই যে... ইংরেজিতে যাকে বলে—*কণ্ডিশনড্*। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এখন আর সচেতনভাবে ভাবতে হয় না আমাকে, অনেকটা বলতে পারো ইনস্টিঙ্কটের বশে পরিচালিত হই। প্রসেসটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল।'

'বিপদ-আপদের সঙ্গে কেউ কণ্ডিশনড্ হয়ে যেতে পারে, এমন কথা এই প্রথম শুনলাম। তুমি আসলে কী করো, বলো তো? সাধারণ একজন ইনভেস্টিগেটর বলে কিছুতেই ভাবতে পারছি না তোমাকে।'

'কেন, ইনভেস্টিগেটররা বিপদে পড়ে না? পেশাটা খুব নিরাপদ ভাবছ বুঝি?'

বুদ্ধিমতী মেয়ে নেফারতিতি; বুঝে নিল, রানা প্রসঙ্গটা এড়াতে

চাইছে। চাপাচাপি করল না আর। তবে অদম্য কৌতূহল কুরে কুরে খেতে থাকল ওকে। প্রতি মুহূর্তে রানা ওর সামনে আরও বড় রহস্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে আকর্ষণ। ব্যাপারটা মাথায় আসতেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে গেল... জীবন-মরণের মাঝে যুদ্ধ চলছে ওদের; এ-অবস্থায় একজন পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করা কি ঠিক?

একটু পরেই আঁধার হয়ে গেল প্রকৃতি। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। লেকের পানির আলোড়ন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই কোথাও—এখনও গ্যাস বেরুচ্ছে ওখান থেকে। একটা মোমবাতি জ্বালল রানা। আলো দরকার, তা ছাড়া আর্লি ওয়ার্নিং হিসেবে কাজ করবে ওটা। টেন্টের ভিতরে কার্বন-ডায়োক্সাইডের লেভেল বেড়ে গেলে সঙ্কেত দেবে। উল্টোদিকে পাম্প করে রানা তখন টেন্টে আটকা পড়া বাতাস বাইরে ছড়িয়ে দেবে।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকল। তেমন কোনও কথা হলো না রানা আর নেফারতিতির মাঝে। কথা বলে অক্সিজেনের খরচ বাড়াতে চাইছে না। হোসের মাধ্যমে বাতাস আসছে বটে, কিন্তু পরিমাণে খুব বেশি নয়। তা ছাড়া মোমবাতিটাও অক্সিজেন খরচ করছে। মাঝে মাঝে বিশ্রামও নিতে হচ্ছে রানাকে, একটানা পাম্প করতে করতে হাতের পেশি টনটন করছে ওর। নেফারতিতির সঙ্গে দু'বার পালা বদল করেছিল, কিন্তু মেয়েটাকে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখে বুঝে ফেলেছে—কাজটা ওকেই চালিয়ে যেতে হবে।

রাত দশটার দিকে স্তিমিত হয়ে এল লেকের আওয়াজ। দশ মিনিট পর একেবারেই থেমে গেল। শব্দটায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ওরা, হঠাৎ নেমে আসা নীরবতা অস্বাভাবিক ঠেকল। ঝিমুনি টুটে গেল নেফারতিতির, সোজা হয়ে রানার দিকে তাকাল ও।

'ইরাপশন বন্ধ হয়ে গেছে,' ওকে বলল রানা। 'সুসংবাদ!'

'বেরুনো যাবে এখন?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'উঁহুঁ। তবে এতক্ষণ স্থির ছিল গ্যাসের লেভেল, জলপ্রপাতের গ্যাপ দিয়ে যতখানি বেরুচ্ছিল তা আবার পূরণ হয়ে যাচ্ছিল; এবার কমতে শুরু করবে। আশা করি ভোরের আগেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

'উফ্, ততক্ষণে অচল হয়ে যাব,' ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে ঠিকমত নড়তে পারছে না নেফারতিতি। 'আমার হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে। তোমার কী অবস্থা?'

'আমি ব্যায়ামের ওপর আছি,' ঠাট্টা করল রানা। ইশারা করল পাম্পের লিভারের সঙ্গে নড়তে থাকা হাতের দিকে। 'খিল ধরবার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'সরি। খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই? পাম্পটা এবার আমি চালাই?'

'দরকার নেই, আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি...অনেকটা কণ্ডিশনড্ হয়ে যাওয়ার মত। তুমি বরং ঘুমাবার চেষ্টা করো। প্রয়োজন হলে ডাকব।'

'তুমি একা কষ্ট করবে, আর আমি ঘুমাব? তা কি হয়?'

'মহত্ত্ব দেখাবার জন্য বলছি না। বলছি শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। আমি যখন পারব না, তখন তো তোমাকেই চালাতে হবে। ক্লান্ত হয়ে গেলে পাম্পটা চালাবে কী করে?'

'বেশ,' যুক্তিটা মেনে নিল নেফারতিতি। 'তা হলে ঘুমিয়ে পড়লাম। কয়েক ঘণ্টা পর ডেকে দিয়ো, প্লিজ।'

পিন্টোকে জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল ও। ঘুমিয়ে গেল কয়েক মিনিট পরে। জেগে রইল একা রানা। ঘুম ওরও পাচ্ছে, কিন্তু মনের জোরে জাগিয়ে রাখছে নিজেকে। জানে, ওর উপরে নির্ভর করছে বাকি দুজনের জীবন। পাম্পটা কিছুতেই বন্ধ করা চলবে না। একবার এ-হাত, আরেকবার ও-হাত করে লিভার চেপে চলেছে ও। নজর রাখছে মোমবাতির দিকে। ব্যথা ভুলে থাকার জন্য সাহায্য নিচ্ছে আত্মসম্মোহনের।

রাত ধীরে ধীরে গভীর হলো। বারোটা বাজল, তারপর একটা... দুটো... সবই রানার অগোচরে। ততক্ষণে পুরোপুরি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে সে। সময়জ্ঞান নেই; হারিয়ে গেছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তিসহ সব অনুভূতি। স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মত চলছে কেবল ওর হাতদুটো। নেফারতিতিকে আর ডাকা হলো না ওর, ভোরের দিকে মেয়েটা নিজেই জেগে উঠল।

'এ কী! পাঁচটা বেজে গেছে!' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল ও। 'রানা, আমাকে ডাকোনি কেন?'

ওর কণ্ঠ শুনে ধ্যান ভাঙল রানার। 'কী বললে?'

'ক'টা বাজে দেখেছ? আমাকে ডাকোনি কেন?'

'সরি, সময়ের হিসাব ছিল না।'

'পাম্পটা দাও আমাকে।'

'তার বোধহয় দরকার হবে না,' বাইরে উঁকি দিল রানা। আকাশ খানিকটা ফর্সা হয়ে ওঠায় আবছাভাবে চোখে পড়ছে চারপাশ। 'গাছের পাতা নড়তে দেখছি। তারমানে বাতাস চলতে শুরু করেছে। কার্বন-ডায়োক্সাইড সরে যাওয়ায় উপর থেকে তাজা বাতাস নেমে আসছে।'

'থ্যাঙ্ক গড! চলো, চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'আরেকটু অপেক্ষা করি, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। রাতভর অপেক্ষা করেছি, আর আধঘণ্টায় কী-ই বা আসে-যায়?'

'তা হলে ওটা আমাকে দাও।' রানার হাত থেকে প্রায় জোর করেই পাম্পটা কেড়ে নিল নেফারতিতি। 'তুমি বিশ্রাম করো।'

প্রতিবাদ করল না রানা... করবার মত অবস্থাও নেই ওর। পাম্প হাতছাড়া করবার সঙ্গে সঙ্গে টনটনিয়ে উঠেছে হাত, হামলা চালিয়েছে মাথাব্যথা। চোখের সামনে ফুটতে শুরু করেছে লাল-নীল ফুল। নিজের অজান্তেই গুঙিয়ে উঠল ও।

'কী হলো?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'খারাপ

লাগছে?'

'সিরিয়াস কিছু না,' বলল রানা। 'একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

পরের আধঘণ্টা খুব কষ্টে কাটল। মাথাব্যথা চরমে উঠে গেল রানার, মনে হলো চোখা একটা শিক দিয়ে ওর মগজটাকে খোঁচাচ্ছে কেউ। সেই সঙ্গে শুরু হলো পেট মোচড়ানো। খিদে নয়, সমস্যাটা অন্য কোথাও। এর সঙ্গে যুক্ত হলো পিন্টোর জ্বালাতন। ঘুম ভেঙে গেছে ওর, বাইরে যাবার জন্য কান্নাকাটি করছে। হাজার চেষ্টাতেও তাকে শান্ত করতে পারল না নেফারতিতি। শেষে দুত্তোর বলে উঠে পড়ল রানা।

টেন্টের ফ্রেমের উপর থেকে চাপ কমে গেছে—কার্বন-ডায়োক্সাইড সরে যাবার লক্ষণ। তারপরেও সতর্ক থাকল ও। প্রথমে সামান্য একটু খুলল ফ্ল্যাপের চেইন। ওখান দিয়ে নাক বের করে শ্বাস টানল। ভোরের মুক্ত বাতাসে ভরে গেল ফুসফুস। সন্তুষ্ট হয়ে পুরো ফ্ল্যাপ খুলে ফেলল ও। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই ককিয়ে উঠল। এক ভঙ্গিতে রাতভর বসে থাকতে থাকতে অবশ হয়ে গেছে পিঠ ও পায়ের পেশি।

রানার ইশারা পেয়ে কয়েক মুহূর্ত পর নেফারতিতি আর পিন্টোও বেরুল। ফুসফুস ভরে টেনে নিল মুক্ত বাতাস।

'সকালটাকে আগে কখনও এত ভাল লাগেনি,' বলে উঠল সুন্দরী ক্যাপ্টেন।

পিন্টোও খুশি। তাঁবু থেকে বেরিয়েই আবার ছোটাছুটি শুরু করেছে ও।

রানা বলল, 'ফ্রেশ হয়ে নাও। তারপরেই এখান থেকে কেটে পড়ব। হেলিকপ্টারটা আবার ফিরে আসতে পারে।'

লেকের ধারে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারল ওরা, মুখ-হাত ধুয়ে

নিল। তারপর পানিতে ক্যানু নামিয়ে রওনা হয়ে গেল। সৈকতে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না, এরপর জ্বালামুখের পাড় টপকে পাহাড় থেকে নীচে নামল ওরা। মোটরবোটটা যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই পাওয়া গেল। গাছের ছায়ায় বেঁধে রাখায় ওটাকে আকাশ থেকে দেখতে পায়নি হেলিকপ্টারের আরোহীরা, ধ্বংস করে দিয়ে যায়নি। এক মুহূর্তও দেরি না করে বোটে উঠল রানা ও তার সঙ্গীরা। ইঞ্জিন চালু করে ছুটতে শুরু করল ভাটির উদ্দেশে।

কথা বলছে না রানা, চেহারায় ফুটে আছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। কী সেই প্রতিজ্ঞা, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না নেফারতিতির। নিশ্চয়ই এখানকার রহস্যের একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে ঠিক করেছে ও... শাস্তি দিতে চাইছে আড়াল থেকে যারা কলকাঠি নাড়ছে, সেই মন্দ মানুষগুলোকে। পারবে? বলা মুশকিল। বয়স খুব বেশি না হলেও অভিজ্ঞতা একেবারে কম নয় নেফারতিতির। জানে, মন্দলোককে শায়েস্তা করা কত কঠিন। টাকা বা ক্ষমতার অভাব থাকে না তাদের, এ-দুটোই তাদেরকে রাখে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওর বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টের কথাই ধরা যাক—ড্রাগের চোরাচালান ঠেকাবার জন্য কত কী-ই না করা হচ্ছে, কিন্তু কই... আজ পর্যন্ত তো বন্ধ করা যায়নি এই ভয়ঙ্কর ব্যবসা। অজেয় এক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওরা দিনের পর দিন, অন্যদিকে ক্রমাগত পকেট ভারী হচ্ছে ড্রাগলর্ডদের। নাম-পরিচয় জানা থাকা সত্ত্বেও কেউ কিছু করতে পারছে না তাদের বিরুদ্ধে আর রানার প্রতিপক্ষ তো এক অচেনা জাপানি ধনকুবের। তার নাগাল পাওয়া আরও কঠিন হবে... প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।

এতকিছুর পরেও রানার দিকে তাকিয়ে অন্য ধরনের এক সাহস অনুভব করছে নেফারতিতি। কেন যেন মনে হচ্ছে, এই মানুষটা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ওর প্রতিটি পদক্ষেপে...

প্রতিটি আচরণে রয়েছে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। বোঝা যাচ্ছে, কখনও পিছপা হয় না ও, কখনও হার মানে না। এমন মানুষকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল। রানার চেহারাই বলে দিচ্ছে, রহস্যের জড় না উপড়ানো পর্যন্ত ও ক্ষান্ত দেবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল, অথচ একবিন্দু ভয় নেই ওর মাঝে, বরং প্রাণঘাতী বিপদটা যেন আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে ওকে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নেফারতিতি, রানাকে সাহায্য করবে। অদ্ভুত যে-ঘটনাচক্রে ওরা জড়িয়ে পড়েছে, তার শেষটা দেখবে। পানামায় রানা একা, সাহায্য প্রয়োজন হবে ওর। নুমা থেকে আগেই অনুরোধ পেয়েছে, অতএব কাজটা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অবশ্য শুধু দায়িত্ববোধ নয়, দুর্ধর্ষ যুবকটির সঙ্গ পাবার লোভও রয়েছে। হোক কাজের খাতিরে, তবু তো কয়েকটা দিন পাশাপাশি থাকা যাবে ওর! কথাটা মনে হতেই বিব্রত হলো তরুণী ক্যাপ্টেন, তাই বলে সিদ্ধান্ত বদলাল না।

ঝড়ের বেগে ছুটছে মোটরবোট, ফুল থ্রটল দিয়ে রেখেছে রানা—দ্রুত সরে পড়তে চাইছে এই এলাকা থেকে... নতুন কোনও বিপদ দেখা দেবার আগেই। চোখের পলকে পেরিয়ে এল হায়দারের ক্যাম্প, ওদিকে ফিরেও তাকাল না। নদীর খরস্রোতা অংশে পৌঁছে গতি কমাতে হলো বটে, কিন্তু সে-জায়গা পেরুবার পর আবারও স্পিড বাড়িয়ে দিল ও।

বারোটা নাগাদ এল্ রিয়ালে পৌঁছুল ওরা। নদীঘাটে বোট রেখে সরাসরি পুলিশ স্টেশনে গেল রানা, কর্নেল রডরিগেজের সঙ্গে দেখা করবে। তিন গাইডের মৃত্যুর ঘটনা রিপোর্ট করবে, হায়দারের লাশটাও পুলিশের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে দেশে পাঠাবে। কিন্তু কোনোটাই করা হলো না। কর্নেল অফিসে নেই; কোথায় গেছে, কখন ফিরবে... কেউ বলতে পারছে না। দায়িত্বশীল আর কাউকে পাওয়া গেল না। হায়দারের লাশ

গতকাল সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে পানামা সিটিতে, মর্গে নাকি সতেরোটা লাশ রাখার জায়গা ছিল না। কারমেনকে ফোন করল রানা। ও জানাল, রানার দেরি দেখে আজ সকালে ও নিজেই লাশটা বিমানযোগে পাঠিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের উদ্দেশে। হায়দারের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁরা ঢাকার এয়ারপোর্টে রিসিভ করবেন কফিন।

আপাতত আর কিছু করবার নেই, ধপ্ করে পুলিশ স্টেশনের বেঞ্চে বসে পড়ল রানা। শরীর খারাপ লাগছে—জ্বর জ্বর ভাব। কেমন যেন খিঁচে রয়েছে তলপেট। পেটের ব্যথাটা বেড়েছে, সেইসঙ্গে মাথারটাও।

'কী করবে এখন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'কর্নেল রডরিগেজের জন্য অপেক্ষা?'

'নাহ্,' শারীরিক সমস্যাকে অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ওর সঙ্গে পরেও মোলাকাত করা যাবে। তার আগে আরেকটা ফোন করা দরকার।'

'আর আমি?'

'লেকের ওই হেলিকপ্টারটার ব্যাপারে খোঁজ নেবে। আণ্ডারক্যারিজের রেজিস্ট্রেশন মার্কিং দেখে রেখেছি আমি। কাগজ-কলম আছে?'

'হ্যাঁ।' পকেট থেকে নোটবই আর কলম বের করে দিল নেফারতিতি।

ওকে নম্বরটা লিখে দিল রানা। তারপর পে-ফোন থেকে ঢাকায় ডায়াল করল—বিসিআই হেডকোয়ার্টারে। দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে সাড়া দিলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান।

'হ্যালো?'

'রানা বলছি, স্যর।'

'তোমার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, রানা। ড. হায়দারের ফ্যামিলির কাছ থেকে ওর মারা যাবার খবর পেয়েছি। কীভাবে ঘটল ঘটনাটা? তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি পৌঁছুনোর আগেই মারা গেছে ও, স্যর। তবে এখানকার লোকজন যেভাবে বলছে, সেভাবে নয়...'

একে একে পানামা পৌঁছুনোর পর যা যা ঘটেছে, সব বলতে শুরু করল রানা। কিন্তু মিনিটখানেক কথা বলেই আচমকা থেমে গেল। চোখের সামনে দুলতে শুরু করেছে দুনিয়া। ঘন ঘন ঢোঁক গিলল কয়েকবার, চেষ্টা করল গলায় উঠে আসা বমিভাবটা দমন করতে।

'কী হয়েছে, রানা?' ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'থেমে গেলে কেন?'

'আঁ... আমার শরীরটা ভাল না, স্যর,' কোনোমতে বলল রানা। 'বোধহয়...'

কথাটা আর শেষ হলো না, হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেল ওর। বাধ্য হলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে। পরক্ষণে উবু হয়ে বমি করে দিল।

নেফারতিতি দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা!'

রাহাত খানও টেলিফোনে চেঁচালেন, 'রানা! কী হলো? রানা!!'

ওসবের কিছুই আর শুনতে পেল না রানা। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ও। বুজে গেল দু'চোখ।

নয়

অচেনা একটা কণ্ঠ শুনে জেগে উঠছে রানা—ধীরে ধীরে। যেন অন্ধকার থেকে একটু একটু করে আলোয় ফিরে আসা। মাঝখানে কতটা সময় বয়ে গেছে বলতে পারবে না। শরীরে আরামদায়ক অনুভূতি—নরম একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও। গায়ে সুতি চাদরের স্পর্শ। কানের কাছে সেই অচেনা গলা।

'মিস্টার রানা... মিস্টার রানা... আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

চোখ খুলল রানা। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন ডাক্তার। পাশে পরিচিত আরও কয়েকটা মুখ দেখতে পেল ও। ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড, পিন্টো আর সবশেষ মুখটা অবিশ্বাস্য—বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ, ওর প্রিয় বন্ধু!

'আঙ্কেল রানা!' ওকে চোখ খুলতে দেখেই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল পিন্টো।

'হাই, পিন্টো!' একটু হাসল রানা। হাত তুলে বুলিয়ে দিল মাথায়।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' ডাক্তার জানতে চাইলেন।

'ভাল,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। শরীর ঝরঝরে লাগছে। পেট থেকে জানান দিচ্ছে খিদে। 'কোথায় আমি?'

'পানামা সিটির একটা হাসপাতালে,' বলল নেফারতিতি। 'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে না! ভাগ্যিস এল্ রিয়ালের এয়ারপোর্টে তোমার চার্টার করা বিমানটা পেয়ে গিয়েছিলাম। সরাসরি নিয়ে এসেছি এখানে।'

'তুই এখানে কী করছিস?' সোহেলকে প্রশ্ন করল রানা।

'ভয় কি শুধু এই ভদ্রমহিলাকে পাইয়েছিস? ঘটালি তো ঘটালি... কাণ্ডটা ঘটালি বসের সঙ্গে ফোনে!' কপট বিরক্তি প্রকাশ করল সোহেল। 'বুড়োর তো হার্ট অ্যাটাক হবার দশা। আমাকে পাঁচ মিনিটের নোটিশে জোর করে পাঠিয়ে দিল এখানে। কাউকে বলেও আসতে পারিনি, এক বান্ধবীর সঙ্গে সেদিন বেড়াতে যাবার কথা ছিল। গেল সব পণ্ড হয়ে। শা-আ-লা! ময়লা-আবর্জনা খেয়ে এভাবে ঘায়েল হয় কেউ?'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'প্যারিসের সিউয়ারেজ থেকে যেসব আবর্জনা তোর পেটে গিয়েছিল, সেগুলোই একটু দেরিতে রিঅ্যাক্ট করেছে। সিম্পল বিষক্রিয়া... আর কিছু না। আর এদিকে আমরা তো ভাবলাম কী না কী!'

'ভালই তো,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা, 'আমার কারণে একটা মেয়ে তোর মত দুশ্চরিত্রের খপ্পর থেকে বেঁচে গেল।'

'কী! আমি দুশ্চরিত্র? হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নে, এর মাশুল যদি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে না নিয়েছি...'

দুজনের মধ্যকার বাংলায় কথাবার্তা না বুঝলেও ঝগড়াটা বুঝতে পারছে নেফারতিতি বেশ। কড়া গলায় সোহেলকে বলল, 'কী শুরু করলেন আপনি? বেচারার ঠিকমত জ্ঞানই ফিরল না, আর এরই মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন?'

'ওরে বাবা!' আঁতকে ওঠার ভান করল সোহেল। 'এ দেখি রণরঙ্গিনী!' রানার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল। 'আমার লাভ-

লাইফের বারোটা বাজিয়ে নিজে দেখি ঠিকই একজনকে বাগিয়ে বসে আছিস।'

'থামবি তুই?' চোখ রাঙাল রানা। তারপর নেফারতিতির দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'ও কিছু না। আমাদের মধ্যকার এই আদায়-কাঁচকলায় বন্ধুত্ব সেই ছোটবেলা থেকে।'

'জানি। মি. সোহেল আমাকে সব বলেছেন। তোমার আসল পরিচয়ও ওঁর কাছ থেকেই জেনেছি।'

'সব বলে দিয়েছিস?' একটু অবাক হলো রানা।

'বসের নির্দেশে,' জানাল সোহেল। 'পানামায় নিজস্ব কোনও লোক নেই আমাদের। তাই সবকিছু খুলে বলে ক্যাপ্টেন শেফার্ডের সাহায্য চেয়েছি। নুমা থেকে নাকি আগেই এ-ধরনের আভাস দেয়া হয়েছিল... তাই উনিও রাজি হয়ে গেছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'বস সত্যিই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল?'

'ন্যাকা সাজিস না,' বলল সোহেল। 'তোর জন্য বুড়োর টান কতখানি, জানিস না?'

জানে রানা... তারপরেও খবরটা শুনে অন্যরকম ভাল লাগায় ভরে যাচ্ছে মন। ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। 'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম?'

'চার দিন,' জবাব দিলেন ডাক্তার। রানার চোখে বিস্ময় ফুটতে দেখে ব্যাখ্যা করলেন, 'পয়েজনিংটা বেশ সিরিয়াস ধরনের ছিল। আপনার ইন্টারনাল অর্গানে সংক্রমণের ভয় দেখা দিয়েছিল। কড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেছি আমরা, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে চার দিন ঘুমিয়ে ছিলেন আপনি। এখন অবশ্য সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'ছাড়া পাব আজ?'

'উঁহুঁ। পুরোপুরি সুস্থ বলব না আপনাকে, শরীরে শক্তি ফিরতে

সময় লাগবে। আরও কয়েক দিন অবজারভেশনে রাখতে চাই। তারপর নাহয় যাবেন।'

'হাসপাতালে পড়ে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, ডক্টর...' প্রতিবাদ করতে গেল রানা।

'বাড়াবাড়ি কোরো না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল নেফারতিতি। 'আর দু'-এক দিনে কিচ্ছু যাবে-আসবে না। বিশ্রাম নাও। অনেক ধকল গেছে তোমার উপর দিয়ে।'

'আমি আর কী বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'সুযোগ যখন পেয়েছিস, আর ক'টা দিন নাহয় বিছানাতেই কাটা।'

'আমি আসি,' বলে চলে গেলেন ডাক্তার।

'আমার জিনিসপত্র সব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'লিপিনের ডায়েরিটা?'

'সব বহাল তবিয়তে আছে,' বলল নেফারতিতি, 'আমার জিম্মায়। ওসব নিয়ে পরে মাথা ঘামিয়ো।'

পিন্টো বিছানার পাশ থেকে নড়েনি। ওর দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'ও এখনও তোমার সঙ্গে আছে?'

'কী করব?' ওর চাচাকে এখনও ট্র্যাক করতে পারিনি। তা ছাড়া আমার খুব একটা অসুবিধেও হচ্ছে না।'

'কিন্তু এভাবে আর ক'দিন?'

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল নেফারতিতি। 'তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর নাহয় দুজনে একসঙ্গে আলোচনা করে একটা কিছু ঠিক করে নেব।'

দরজার কাছ থেকে নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এল এ-সময়। 'আসতে পারি?'

সোহেল হাতছানি দিতেই খর্বকায় এক যুবক এসে ঢুকল কেবিনে। পানামানিয়ান। বয়স ত্রিশের কোঠায়। রানার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'যাক, আপনার জ্ঞান তা হলে ফিরেছে!'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেফারতিতির দিকে তাকাল রানা, যুবককে চিনতে পারছে না।

'ওফফো, তোমাদের তো পরিচয়ই হয়নি,' বলল নেফার-তিতি। 'এ হলো মার্কোস পেরেইরা—আমার পুরনো বন্ধু। ওর বাবাও ঈজিপ্টোলজিস্ট ছিলেন, আমার বাবার সঙ্গে কয়েকটা প্রজেক্টে একসঙ্গে কাজ করেছেন, সেই সূত্রে পরিচয়। পানামা সিটিতে মার্কোস আমার লোকাল কন্ট্যাক্ট। পেশায় ও একজন ক্যানাল পাইলট..., মানে পানামা খালের ভিতর দিয়ে যেসব জাহাজ চলাচল করে, সেগুলোর গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। পিন্টোর বয়সী দুটো বাচ্চা আছে ওর, তাই গত ক'দিন থেকে ওর বাসাতে থাকছি আমরা।'

'নাইস টু মিট ইউ,' হাত মেলাল রানা।

'আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখে ভাল লাগছে,' বলল মার্কোস। 'শুনলাম বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। হঠাৎ কলাপস্ করলেন কেন? সিম্পটমগুলো আগেই টের পাননি?'

'শরীর সামান্য খারাপ লাগছিল, কিন্তু পাত্তা দিইনি। আসলে... দেবার মত পরিস্থিতিও ছিল না।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি। আপনি একাই নেফি আর বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন। রিয়েলি ইম্প্রেসিভ।'

'না, না, তেমন কিছুই নয়।'

একজন নার্স উদয় হলো। সবার উদ্দেশে বলল, 'ভিজিটিং আওয়ার শেষ। আপনারা এবার আসুন। পেশেন্টকে বিশ্রাম নিতে দিন।'

'আসি তা হলে,' বলল নেফারতিতি। রানার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমো দিল ও।

'এখুনি চলে যাবে?' রানা বলল। 'অনেক কিছুই তো জানা হলো না...'

'পরে,' সংক্ষেপে বলল নেফারতিতি। 'সুস্থ হও, তারপর আরও কথা হবে।'

'যাই, দোস্ত,' সোহেলও বিদায় নিল।

চলে গেল সবাই।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল রানা, কিছুটা জোর-জবরদস্তি করে। ওকে আরও কিছুদিন বেড-রেস্টে রাখতে চাইছিলেন ডাক্তার, কিন্তু ও রাজি হয়নি। ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করায় শরীরের শক্তি অনেকখানিই ফিরে পেয়েছে ও, মুখিয়ে আছে কাজে নামার জন্য। এরপর কি আর শুয়ে থাকা চলে? এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। রানাকে হাসপাতাল থেকে নিতে এল নেফারতিতি। ট্যাক্সিতে চেপে সোজা হোটেলে চলে গেল দুজনে, ওখানে দুই কামরার একটা স্যুইট নিয়েছে সোহেল।

সিজার পার্ক নামের সুউচ্চ হোটেলটার অবস্থান পানামা সিটির দক্ষিণ অংশে, সাগরসৈকতের পাশে। প্রথম শ্রেণীর আবাসস্থল, ধনী টুরিস্টদের অস্থায়ী ঠিকানা। দরজা পেরিয়ে লবিতে ঢুকতেই লোকজনের কৌতূহলী দৃষ্টির মুখোমুখি হলো রানা। হাঁটাচলা ঠিকমত করতে পারলেও চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওর, গর্তে বসে গেছে দু'চোখ। লিফটে চেপে দশতলায় উঠে এল ওরা, নির্ধারিত কামরার সামনে গিয়ে বেল চাপতেই দরজা খুলে দিল সোহেল।

লিভিংরুমে পা রাখতেই চোয়াল ঝুলে পড়ল রানার। কার্পেট, পর্দা, ফার্নিচার, ডেকোরেশন... সবই অত্যন্ত দামি। এমনিতেই ধনীদের হোটেল, তার ওপর একেবারে ফার্স্ট ক্লাস স্যুইট নিয়েছে সোহেল। সবখানে আভিজাত্যের ছোঁয়া।

'করেছিস কী!' আঁতকে উঠল রানা। 'এটার ভাড়া কত?'

'ভাড়া নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না,' বলল সোহেল।

'তুই অসুস্থ মানুষ, ভাল জায়গায় না থাকলে ঠিকমত বিশ্রাম নিবি কী করে?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'সিঙ্গেল রুমে কি আরাম করা যেত না? দুই কামরার স্যুইট নিয়েছিস কেন? শালা, আমার অজুহাত দেখিয়ে নিজে আয়েশ করতে চাইছিস, তা আমি বুঝি না ভেবেছিস?'

'আমাকে নরমাল রুমে রেখে তুই আরাম করতে পারতি? রাতে ঘুমই আসত না!'

'বলেছে তোকে!'

'আবার লেগে গেলে?' বলে উঠল নেফারতিতি। 'তোমাদের নিয়ে তো দেখছি মহা-মুশকিলে পড়ে গেলাম!'

'মুশকিলের কিছু নেই,' বলল সোহেল। 'এখুনি ওকে শান্ত করে দিচ্ছি।' রানার দিকে তাকাল। 'বল্, কী খাবি।'

'তার আগে বল্, বিল কে দেবে?'

হেসে ফেলল সোহেল। 'নাহ্, তোর সঙ্গে পারা যাবে না। আমিই দেব। এবার খুশি?'

'তা হলে লাঞ্চের অর্ডার দে। সবার জন্য।'

'মার্কোসও কিন্তু আসছে,' বলল নেফারতিতি। 'ওকে এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। এখন পর্যন্ত যা যা ইনফরমেশন জোগাড় করতে পেরেছে, সেগুলোর ব্যাপারে ব্রিফ করবে।'

'তা হলে ওর জন্যও অর্ডার দিচ্ছি।' ইন্টারকমের রিসিভার তুলে রুম সার্ভিসে রিং দিল সোহেল।

'পিন্টো কোথায়?' সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওকে মার্কোসের বাসায় রেখে এসেছি। ওর দুই বাচ্চার সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলেছে, খেলছে ওদের সঙ্গে। আমরা তো কাজ করব, তাই আর সঙ্গে আনিনি।'

একটু পরেই বেল বাজল। সোহেল দরজা খুলে দিলে মার্কোস পেরেইরা ঢুকল লিভিংরুমে। হাত মেলাল রানার সঙ্গে।

'আপনাকে আগের চেয়ে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে, মি. রানা,' বলল সে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'প্লিজ বসুন।'

সোফায় বসল মার্কোস। চারদিকে নজর বুলিয়ে বলল, 'আপনারা ভাগ্যবান। এ-ধরনের বিলাসবহুল হোটেলে থাকার সৌভাগ্য আমার কোনোদিন হয়নি, হবেও না।'

'কেন, ক্যানাল পাইলটদের আয়-রোজগার কি খুব কম?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কম তো বটেই,' মাথা ঝাঁকাল মার্কোস। 'আমার অবস্থা আরও খারাপ। গত চার মাস থেকে আমি বেকার। নেফির ইনফরমার হিসেবে টুকটাক যা পাচ্ছি, তা দিয়ে কোনোমতে চালাচ্ছি সংসার।'

'এ-অবস্থা কেন?' জানতে চাইল রানা।

'আমার চাকরি চলে গেছে, লাইসেন্সও বাতিল হয়ে গেছে—অদ্ভুত একটা দুর্ঘটনার কারণে।'

'কী দুর্ঘটনা?'

'আকরিক-বাহী একটা জাহাজের পাইলটিং করছিলাম... পেদ্রো মিগুয়েল লক থেকে বেরিয়ে আটলান্টিকের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ কীভাবে যেন লেইন বদলে গেল জাহাজের—আউটগোয়িং লেইন থেকে ভিয়ার করে চলে গেলাম ইনকামিং লেইনে। ছোট্ট একটা ফ্রেইটারকে পাশ থেকে ঘষা দেয় আমাদের জাহাজ, ওয়াটারলাইনের কয়েক ইঞ্চি উপরে ফুটো করে দেয়। কপাল ভাল যে ওটা ডোবেনি... কেউ আহতও হয়নি। তদন্তে আমাদের জাহাজে কোনও মেকানিক্যাল সমস্যা পাওয়া যায়নি, তাই ধরে নেয়া হয়েছে দোষটা আমার... পাইলটিং মিসটেক। আমিই নাকি

ভুল ডিরেকশন দিয়ে আরেক লেইনে নিয়ে গিয়েছিলাম জাহাজকে। শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল। কেউ কোনও কথা শুনল না।'

'এটাকে অদ্ভুত বলছেন কেন?'

নেফারতিতি দিল জবাবটা। 'ঠিক একই ঘটনা আরও তিনজন পাইলটের বেলায় ঘটেছে। আমি ওদের সবার সঙ্গে কথা বলেছি। বর্ণনা শুনে মনে হতে পারে, শক্তিশালী কোনও ক্রসকারেন্ট বা স্রোতের কবলে পড়েছিল জাহাজগুলো, কিন্তু সেটা অসম্ভব। ক্যানালের সবচেয়ে সরু অংশ হলো গেইলার্ড কাট, তার দক্ষিণে পেদ্রো মিগুয়েল লক। ওখানে কোনও ক্রসকারেন্ট নেই।'

'বাকি তিন পাইলটেরও কি চাকরি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল মার্কোস। 'নতুন পাইলট নেয়া হয়েছে আমাদের জায়গায়—কোবায়াশি নামে একটা জাপানি কোম্পানি থেকে।'

জাপানি শুনেই নড়েচড়ে বসল রানা। ওদের অদৃশ্য প্রতিপক্ষ এক জাপানি টাইকুন। কোম্পানিটা তারই নয় তো! ওর ভাবনাটার প্রতিফলন ঘটল মার্কোসের পরের কথায়।

'লেকে আপনাদের দেখা হেলিকপ্টারটাও ওদেরই,' বলল সে। 'নেফির কাছ থেকে ওটার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পেয়েছি আমি। এভিয়েশন রেজিস্ট্রিতে মিলিয়ে দেখেছি।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'কোম্পানিটার মালিক কে?'

'নাকামুরা গ্লোবাল ট্রান্সপোর্টেশনের একটা সাবসিডিয়ারি ওটা। মালিক হচ্ছেন...'

'কেনজি নাকামুরা,' বলল রানা। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ট্রান্সপোর্টেশন টাইকুনদের একজন। তাকে চেনে না এমন লোক খুব কমই আছে।'

'মাই গড!' হতভম্ব গলায় বলল নেফারতিতি। 'এ-ই কি আমাদের সেই রহস্যময় ধনকুবের? কেনজি নাকামুরা? যার টাকা

এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনও সীমা-পরিসীমা নেই?'

ওর দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। 'ভয় পাচ্ছ?'

'না,' একটু যেন আহত হলো আমেরিকান ক্যাপ্টেন। 'তবে চিন্তিত হচ্ছি। আমরা নাকামুরার নখেরও যোগ্য নই। ওর বিরুদ্ধে নামবার আগে সেটা মাথায় রাখা উচিত।'

'নিজেকে অতটা আণ্ডার-এস্টিমেট কোরো না। যত টাকা-পয়সা বা ক্ষমতা থাকুক না কেন, দুনিয়ায় কেউই ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়।'

'নাকামুরার মত বহু লোককে আমরা আগেও শায়েস্তা করেছি,' যোগ করল সোহেল।

'কিন্তু ও কেন ইনকাদের ট্রেজারের পিছনে সময় নষ্ট করবে?' যুক্তি দেখাল নেফারতিতি। 'টাকার অভাব নেই লোকটার। গুপ্তধনের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠাটা তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না।'

সামনে ঝুঁকল রানা। 'তা হলে প্যারিসের অকশন হাউস থেকে কে কিনে নিয়েছে পানামা খাল সংশ্লিষ্ট বইগুলো? কে গুলি করেছে হায়দারের টিমকে? ভলকানিক লেকে কেন ডেপথ চার্জ ফেলা হয়েছে ওর কোম্পানির একটা হেলিকপ্টার থেকে?'

'আপনার সঙ্গে আমি একমত,' বলল মার্কোস। 'এর পিছনে নাকামুরা বা তার কোম্পানির হাত থাকতে বাধ্য। ওদের হেলিকপ্টার আর কারও পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।'

'পানামাতে কোবায়াশির ঘাঁটি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পানামা সিটিতে ছোট একটা অফিস আছে, বিচফ্রন্টে ওদের ডিরেক্টরের ব্যক্তিগত একটা ভিলাও আছে বলে শুনেছি—ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে আসেন। তবে যদি ঘাঁটির কথা বলেন, সেটা বালবোয়া-তে। ছোট একটা কন্টেইনার পোর্ট ফ্যাসিলিটি। এককালে ওটা আমেরিকান নেভির বেইস ছিল। সিকিউরিটির দিক থেকে এখনও অনেকটা সে-রকমই রয়ে গেছে—কমপ্লেক্সের

নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কড়া। যাকে-তাকে ঢুকতে দেয়া হয় না ওখানে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল রানা। 'ক্যানালের সঙ্গে কোনও কানেকশন আছে ওদের?'

'অনেক টাকা খরচ করে কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে—ক্যানালে এখন পাইলট আর অন্যান্য এক্সপার্ট সরবরাহ করে ওরা। নিয়ম অনুসারে স্থানীয় লোকজনকে কাজ দেবার কথা, কিন্তু সেটা পালন করছে না। গত কয়েক মাসে নিজস্ব লোক ছাড়া এখানকার কাউকেই চাকরি দেয়নি। আমাদের ইউনিয়ন থেকে ক্যানাল-ডিরেক্টরের কাছে আর্জি পেশ করা হয়েছিল, তবে কোনও অ্যাকশন নেয়া হয়নি। আমার ধারণা, কোবায়াশির কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পাচ্ছে লোকটা।'

'আপনার চাকরি হারানোর পিছনে ওদের হাত আছে ভাবছেন?'

'শুধু ভাবছি না, আমি মোটামুটি শিয়োর। ক্যানাল অপারেশনের বিভিন্ন লেভেলে নিজেদের লোক ঢোকাতে চাইছে ওরা। বিভিন্ন কায়দায় পুরনোদের সরিয়ে দিচ্ছে সে-কারণেই। শুধু পাইলট না, আরও অনেকেই চাকরি হারিয়েছে গত কয়েক মাসে। দুর্ঘটনা, স্ক্যাণ্ডাল, দুর্নীতি... এরকম নানান অভিযোগে।'

'আমার মনে হয় এসবের কারণেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে আমেরিকানরা,' বলল সোহেল। 'এর তদন্ত করবার জন্যই সাহায্য চেয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল রানা। অন্ধকারে সামান্য হলেও আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছে। শত্রুপক্ষের পরিচয় আঁচ করা গেছে। কিন্তু কী তাদের উদ্দেশ্য, অথবা এর সঙ্গে ইনকা ট্রেজারের কী সম্পর্ক, তা বোঝা যাচ্ছে না। প্যারিসে ছিনতাইকারী তরুণের উপর কে গুলি চালিয়েছিল, তা-ও অজানা। 'নেফি, লিপিনের ডায়েরিটা

কোথায়?'

'এখানেই,' বলল নেফারতিতি। 'হোটেলের সেফে রাখার জন্য মি. সোহেলকে দিয়েছিলাম।'

'নিয়ে আসব ওটা?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'পরে,' বলল রানা। 'সময় নিয়ে পড়তে হবে। ডায়েরিটা ফ্রেঞ্চে লেখা।'

'চাইলে আমার সাহায্য নিতে পারো,' বলল নেফারতিতি। 'আমি ফ্রেঞ্চ পড়তে পারি।'

'আমিও পারি। তবে এখুনি ডায়েরি নিয়ে ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আরও জরুরি কাজ আছে।' সোফায় হেলান দিল রানা। 'একটা সুবিধে আমরা পাচ্ছি—নাকামুরা জানে না, আমরা ওর পিছনে লেগেছি। ব্যাপারটা ও টের পাবার আগেই যতদূর সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। বোঝার চেষ্টা করতে হবে, লোকটার আসল প্ল্যান কী। নেফির সঙ্গে আমি একমত—শুধু গুপ্তধনের খোঁজে এতকিছু ঘটাচ্ছে না লোকটা, এর পিছনে আরও গভীর কোনও উদ্দেশ্য আছে তার।'

'সেটা কীভাবে বের করব আমরা?'

'ছোঁক ছোঁক করে,' হালকা গলায় বলল রানা। 'কোবায়াশির ওই কন্টেইনার ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠছি।' মার্কোসের দিকে তাকাল। 'কতটা জানেন ওটার সম্পর্কে?'

'অনেক কিছুই,' বলল মার্কোস। 'ভিক্টর নামে আমার এক চাচাত ভাই কাজ করে ওখানে—ফর্কলিফট ড্রাইভার। লোক দেখানোর জন্য কয়েকজন পানামানিয়ান ওয়ার্কার রেখেছে ওরা, ও তাদেরই একজন। তবে চাকরিটা বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয় না। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ছাঁটাই করেছে ওরা।'

'জায়গাটা সম্পর্কে যতটা যা জানেন, খুলে বলুন আমাকে।'

'সাতান্ন একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে পুরো কমপ্লেক্স,'

বলতে শুরু করল মার্কোস। 'সাত হাজার ফুট বার্থিং স্পেস আছে জাহাজ ভেড়ানোর জন্য। সাগরের দিকটায় ভবিষ্যতে নতুন ভাসমান জেটি হবে শুনেছি, তবে আপাতত একটা সি-ওয়াল ছাড়া আর কিছু নেই ওদিকটায়। বছরে দু'লাখ কন্টেইনার হ্যাণ্ডেল করতে পারে ওরা, তবে বাস্তবে তার সিকিভাগও করছে না। ভিক্টরের কাছে শুনেছি ওদের হ্যাণ্ডলিং চার্জ নাকি অন্যান্য পোর্টের দ্বিগুণ।'

'কারণ কী? বাড়তি কোনও সুযোগ-সুবিধা আছে ওখানে?'

'উঁহুঁ, তেমন কিছু না। তবে ওদের অপারেটিং কস্ট অনেক বেশি। সম্প্রতি মেলা টাকা খরচ করে আমেরিকান এক কোম্পানির কাছ থেকে *ট্রান্স-ইসমাস্* রেলরোড কিনে নিয়েছে ওরা, পোর্টে একটা ব্রাঞ্চ লাইন এনেছে ওটার। লাইনটার সঙ্গে অটোমেটেড আনলোডিং অ্যাণ্ড স্ট্যাকিং সিস্টেম বসানো হয়েছে—ওটার সাহায্যে খুব সহজে ফ্রেইট ট্রেন থেকে কন্টেইনার অফলোড করা যায়।'

'কীভাবে?'

'ওভারহেড কেইবলওয়ে ক্রেইন দিয়ে। কম্পিউটারের সাহায্যে। শুনেছি খুব বেশি লোক লাগে না এতে, এ-কারণেই ছাঁটাই করে দেয়া হচ্ছে ওয়ার্কারদের।'

'ব্যাপারটা রহস্যজনক,' বলল রানা। 'ক্যাপাসিটি অনুসারে যখন কন্টেইনার হ্যাণ্ডেল করছে না, তখন এত দামি হ্যাণ্ডলিং সিস্টেম বা রেলরোড কেনার মানেটা কী! মনে হচ্ছে তলে তলে আরও অনেক কিছু ঘটছে ওখানে।'

'ঘটলেও আমার কাজিন সেটা জানে না... বা দেখেনি।'

'গোপন কাজকর্ম খোলা জায়গায় হয় না। ওখানে কোনও ওয়্যারহাউস আছে?'

'বেশ ক'টা। সবগুলোই বিশাল।'

'উঁকি দিতে চাই ওখানে। সম্ভব?'

'মনে হয় না। সিকিউরিটি ভীষণ কড়া। কমপ্লেক্সের সীমানা ইলেকট্রিফায়েড ফেন্স দিয়ে ঘেরা... মোশন সেন্সরও বসানো আছে অনেক জায়গায়। আর আছে সশস্ত্র গার্ড। রীতিমত একটা আর্মি পোষা হচ্ছে ওখানে—সদস্যরা বেশিরভাগই প্রাক্তন মিলিটারি পার্সোনেল... বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। অটোমেটিক ওয়েপন নিয়ে পুরো এলাকায় সারাক্ষণ টহল দেয় ওরা।'

'এ তো রীতিমত বাড়াবাড়ি!' বিস্মিত গলায় বলল সোহেল। 'কন্টেইনার পাহারা দিতে এতকিছু লাগে নাকি? ট্রাক আর ক্রেইন ছাড়া তো ওগুলো কেউ চুরি করতে পারবে না!'

'আমারও একই খটকা,' বলল রানা। 'সেজন্যেই ওখানে ঢুঁ মারতে চাইছি। রাতের বেলা পানির দিক থেকে ঢোকা যাবে না?'

নেতিবাচক জবাব দিল মার্কোস। 'জেটির গ্যান্ট্রি ক্রেইনগুলোর মাথায় ফ্লাডলাইট আছে, অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত করে রাখে। কাছাকাছি যাবার আগেই ওদের স্পিডবোট এসে বাধা দেবে।'

'যদি সাঁতার কেটে যাই?'

'সেটাও ঝুঁকিপূর্ণ। পানিতে কী ধরনের সেন্সর আছে জানি না। তবে আছে... এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। জায়গাটাকে দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে রেখেছে ওরা, সাগরের দিকটায় ঢিল দেবে কেন?'

'সেক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায় বের করতে হবে।' চিন্তায় ডুবে গেল রানা। কয়েক মিনিট পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'রেলরোড! ওটা অপারেশনাল, তাই না?'

'হ্যাঁ। তাতে কী?'

'কন্টেইনারগুলো কোত্থেকে আসে?'

'আটলান্টিকের ক্রিস্টোবাল পোর্ট থেকে।'

'দ্যাটস্ ইট! ওখান থেকে একটা কন্টেইনারে উঠে পড়ব আমরা। কোবায়াশির ফ্যাসিলিটিতে আনলোড হবার পর বেরিয়ে আসব। আপনার কাজিন আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না?'

'বোধহয় পারবে। এখনও কেইবল ক্রেইন পুরোপুরি চালু হয়নি, ফর্কলিফটের সাহায্যে আনলোডিং করে ওরা। আপনারা কোন্ কন্টেইনারে থাকবেন, তা জানা থাকলে ও সেটাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে জায়গামত নিয়ে যেতে পারবে। কাজশেষে আপনাদেরকে ফিরতিপথের আরেকটা কন্টেইনারে তুলেও দিতে পারবে।'

'তা হলে তো হয়েই গেল। আপনার কাজিনের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমরা এদিক থেকে ভুয়া একটা কন্টেইনার শিপমেন্ট পাঠাব—ক্রিস্টোবাল থেকে বালবোয়ায় যাবে কন্টেইনারটা।'

'কে কে যাবে ওটাতে?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'আমি আর সোহেল,' বলল রানা।

'আর আমি?'

'তুমি আমাদের ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে। যদি কোনও ঝামেলায় পড়ি, তা হলে সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

'উঁহুঁ, আমাকে পিছনে ফেলে যাওয়া চলবে না,' প্রতিবাদ করল নেফারতিতি। 'কোবায়াশির ফ্যাসিলিটিতে কী চলছে, সেটা আমিও দেখতে চাই।'

'জেদ কোরো না, নেফি,' বোঝাতে চাইল রানা। 'কাজটা বিপজ্জনক। আমি আর সোহেল গেলেই ভাল হয়, আমরা এ-সবে অভ্যস্ত।'

'বিপদের ভয় আমাকে দেখিয়ো না, রানা। অবলা নারী নই আমি, আমেরিকান আর্মির ক্যাপ্টেন। লড়াইয়ের ট্রেইনিং আছে আমার... কমব্যাট এক্সপিরিয়েন্সও আছে। আর যা-ই হই, তোমার

বোঝা হয়ে দাঁড়াব না।'

'কিন্তু ব্যাকআপ হিসেবেও তো একজনকে দরকার।'

'আমি আছি না?' বলে উঠল মার্কোস।

'আপনি একা পারবেন না,' বলল রানা। 'বিপদ দেখা দিলে আমাদেরকে উদ্ধারের জন্য লড়াই করতে হবে। তাই আরেকজনের থাকা দরকার।'

'বেশ, তা হলে আমি থাকছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল সোহেল। 'ভাব-চক্কোর দেখে মনে হচ্ছে না ক্যাপ্টেন শেফার্ডকে ঠেকানো যাবে। এত যখন আগ্রহ, যেতে দে ওঁকে।'

'ধন্যবাদ,' একটু হাসল নেফারতিতি। 'প্লিজ, আমাকে নেফি বলে ডাকবেন।'

'ঠিক আছে। আমাকে শুধু সোহেল।'

মার্কোস বলল, 'চমৎকার! আমি তা হলে এখুনি কথা বলছি ভিক্টরের সঙ্গে।' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল সে।

'জাস্ট আ মিনিট,' তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কিছু করবার আগে ব্যাপারটা ভালমত ভেবে নিয়েছেন তো? অবৈধ এবং বিপজ্জনক একটা কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছেন আপনি। খোঁজখবর নিলে আপনার সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে জেনে যাবে শত্রুরা। বড় ধরনের বিপদে পড়তে পারেন তখন। আমাদের পক্ষে হয়তো বা পুরোপুরি নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হবে না আপনাকে, বা আপনার পরিবারকে।'

'বিপদে আমি এমনিতেই আছি, মি. রানা,' বলল মার্কোস। 'শুধু আমি নই; ক্যানালে যত পানামানিয়ান কাজ করে, তাদের সবার একই দশা। আমাদের পেটে লাথি দিতে শুরু করেছে জাপানি কোম্পানিটা। এভাবে চলতে দেয়া যায় না। ওদেরকে ঠেকাতে পারলে বরং আমরা বেঁচে যাব। নিশ্চিন্ত থাকুন, স্বেচ্ছায় আপনাকে সাহায্য করছি আমি... সবদিক ভেবেচিন্তে। আমার

কাজিনও তা-ই করবে। আমাদের নিরাপত্তা নিয়েও ভাবতে হবে না; উই ক্যান টেক কেয়ার অভ আওয়ারসেলভস্।'

'আপনি সত্যিই সাহসী,' প্রশংসা করল রানা।

দরজায় টোকা পড়ল। লাঞ্চ এসে গেছে। আলোচনা ওখানেই মুলতবি করা হলো।

দশ

ক্রিস্টোবাল বন্দর, পানামা।

কন্টেইনারের দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে গেল ভিতরটা। ক্লস্ট্রোফোবিয়া না থাকলেও গুমোট বাতাসে অস্বস্তি অনুভব করল রানা। পাশ থেকে নেফারতিতির ঘন ঘন শ্বাস ফেলার শব্দ শুনে বুঝতে পারল, ওরও একই অবস্থা। খানিক পরেই এক ঝটকায় কন্টেইনারকে শূন্যে তুলে ফেলল ফর্কলিফট, তাল হারিয়ে ধাতব দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল ওরা। আটলান্টিক উপকূলের কার্গো টার্মিনাল থেকে বের করে অপেক্ষমান ফ্ল্যাটবেড রেলওয়ে কারের উপর আবার সশব্দে নামানো হলো ওদেরকে। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ককিয়ে উঠল কন্টেইনারের ধাতব শরীর। দুই আরোহীর অবস্থা তথৈবচ।

সুইচ টিপে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা, লাল রঙের ফিল্টার লেন্সের কল্যাণে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে, ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরে বেরুবে না। সঙ্গিনীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ

তো?'

'মনে হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ার মেশিনে ঢুকেছি,' সোজা হয়ে বসে গা থেকে ধুলো ঝাড়ল নেফারতিতি। 'বাপ রে, হাড্ডিগুড্ডি সব নড়ে গেছে। এভাবে আরও কয়েকবার আছাড় খেলে অচল হয়ে যাব।'

'সে-ভয় নেই,' একটু হেসে বলল রানা। 'বালবোয়ায় মার্কোসের কাজিন আমাদেরকে আনলোড করবে। এখানকার ফর্কলিফট ড্রাইভারের মত অজ্ঞ নয় ও, জানে ভেতরে কত সুন্দরী একজন থাকবে... নিশ্চয়ই সাবধানে নামাবে।'

ঘুসি চালাল মেয়েটা রানার কাঁধে।

বাইরে থেকে ভেসে এল ডিজেল ইঞ্জিনের হুইসেল, মৃদু ঝাঁকি খেয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন। প্রথমে এলোমেলো আওয়াজ করল চাকা, একটু পরেই ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে ঝিকঝিক করতে থাকল। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল গতি, সেইসঙ্গে আরামদায়ক দুলুনি। পুরনো কাপড়ের স্তূপের মাঝে আয়েশ করে বসল রানা, ছোটবেলা থেকেই ট্রেন-জার্নির এই দুলুনিটা খুব উপভোগ করে ও।

তিনদিন কেটে গেছে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর। এর মাঝে হারানো শক্তি আর উদ্যম ফিরে পেয়েছে ও, একই সঙ্গে নিয়েছে প্রস্তুতি—আজ রাতের এই অভিযানের জন্য। ক্রিস্টোবাল বন্দর থেকে কার্গো কন্টেইনার ভাড়া করেছে, ওটা ভরা হয়েছে পুরনো বাতিল কাপড়চোপড় কিনে। বালবোয়া থেকে পেরুতে পাঠানোর জন্য বুকিং করা হয়েছে এই কার্গো, দক্ষিণ আমেরিকা-গামী জাহাজে লোডিঙের জন্য ট্রান্স-ইসমাস্ রেলরোড দিয়ে এখন কন্টেইনারটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোবায়াশির কন্টেইনার ইয়ার্ডে।

কবজিতে বাঁধা ট্যাগ-হিউয়ার ঘড়িতে নজর বোলাল রানা, রাত দশটা বাজে। দেড় ঘণ্টা পর কোবায়াশির টার্মিনালে পৌঁছুবে

ওরা। ধরে নেয়া যাক এরপর আনলোডিঙে আরও আধঘণ্টা। তারমানে আগামী দু'ঘণ্টায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

'পারলে একটু ঘুমিয়ে নাও,' নেফিকে বলল ও। 'মাঝরাত পর্যন্ত সময় আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পুরনো কাপড়ের মাঝে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল আমেরিকান ক্যাপ্টেন। রানাও শুয়েছে, কিন্তু ঘুম এল না। মনে মনে কোবায়াশি কমপ্লেক্সের ম্যাপটা স্মরণ করল, শিয়োর হয়ে নিল পুরোটা ওর নখদর্পণে আছে কি না। হাতে এঁকে নকশাটা গতকালই ওদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল ভিক্টর, সেটা মুখস্থ করে নিয়েছে ও আর নেফারতিতি। ম্যাপ নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই চিন্তাধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হলো রানার, মনে পড়ে গেল দু'দিন আগেকার সন্ধ্যার কথা।

টাঙ্গাইলে গ্রামের বাড়িতে হায়দারের দাফন হয়ে গেছে, সে-খবর আগেই পেয়েছিল, তারপরেও সৌজন্য রক্ষার জন্য হায়দারের স্ত্রী কারমেনকে ফোন করেছিল সেদিন সকালে—ও যে পানামা সিটিতে পৌঁছেছে, সেটা জানাবার জন্য। কুশল বিনিময়ের পর পরই দেখা করতে চাইল মেয়েটা। হয়তো বা ওর সঙ্গে শোক ভাগাভাগি করতে চাইছে সে, মানা করলে অভদ্রতা হবে... তাই রানা রাজি হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় শহরের অভিজাত এক ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে মিলিত হলো দুজনে।

কারমেনকে দেখামাত্র ধাক্কা মত খেলো রানা। উগ্র সাজ আর খোলামেলা পোশাক দেখে কে বলবে এ-মেয়ে ক'দিন আগে তার স্বামীকে হারিয়েছে! কড়া প্রসাধন মেখেছে মুখে, ঠোঁটে টকটকা লাল লিপস্টিক, কালো চুল মাথার উপরে তুলে খোঁপা করে রাখায় উন্মুক্ত হয়ে আছে সুডৌল গ্রীবা। পরনে লো-কাট ইভনিং ড্রেস, বুকের প্রায় অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে বুকের গহীন

গিরিখাত। গলায় মুক্তোর নেকলেস, হাতে রূপার ব্রেসলেট... হাই হিলের কারণে নিতম্বে উত্তাল ঢেউ তুলে যখন রানার দিকে এগিয়ে এল, তখন রেস্টুরেন্টের সমস্ত পুরুষের চোখ আটকে রইল ওর দিকে। সদ্য-বিধবা নয়, ওকে দেখাচ্ছিল পুরুষখেকো ভাড়াটে রমণীর মত।

'কেমন আছ, রানা?' ঠোঁটের কোণে মদির হাসি হেসে বলে উঠল কারমেন। জবাবের অপেক্ষায় থাকল না, ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো গালে।

সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'নাইস টু মিট ইউ,' বলে চেয়ার টেনে ধরল, কারমেনকে বসতে সাহায্য করল টেবিলে। তারপর মুখোমুখি নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

ওয়েইটার মেনু নিয়ে এলে খাবারের অর্ডার দিল দুজনে। এরপর কারমেন জিজ্ঞেস করল, 'এ-ক'দিন কোথায় ছিলে? আরও আগে যোগাযোগ করোনি কেন?'

'ব্যস্ত ছিলাম,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'শরীরটাও বেশি ভাল ছিল না।' ভলকানিক লেকের ঘটনা ওকে জানাবার প্রয়োজন দেখছে না।

'সিরিয়াস কিছু? তোমাকে কেমন যেন দুর্বল দেখাচ্ছে।'

'না, না। তেমন কিছু না।' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল রানা। 'দেশে ফোন করেছিলাম, হায়দারের বাবা বললেন, লাশ পাঠাবার পর তুমি নাকি আর যোগাযোগ করোনি? ওকে কোথায়-কখন দাফন করা হলো, সে-খবরও নাওনি?'

'ওসব জেনে কী আর হবে?' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল কারমেন। 'ভাল কথা, হায়দারের মার্ডারের সঙ্গে প্যারিসের ঘটনার কোনও যোগসূত্র পেয়েছ?'

কেন যেন প্রশ্নটা স্বাভাবিক বলে মনে হলো না রানার। স্বামীর মৃত্যুতে সামান্যতম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি যে মেয়ে, হঠাৎ

এ-ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহল দেখাচ্ছে কেন? ওর হাবভাব সন্দেহজনক। তাই সত্য গোপন করে হালকা গলায় ও বলল, 'নাহ্, তেমন কোনও প্রমাণ পাইনি। অবস্থাদৃষ্টে কো-ইনসিডেন্স ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না ঘটনাদুটোকে।'

'আর ইনকাদের গুপ্তধন? সেটার কোনও হদিস পাওয়া গেছে?'

'উঁহুঁ। আমার ধারণা, ওখানে আসলে কোনও গুপ্তধন নেই। অযথাই এতদিন খেটে মরেছে হায়দার। আগেও এ-ধরনের বেশ কয়েকটা বিফল প্রজেক্টে কাজ করেছে ও—তুমি হয়তো জানো।'

একটু যেন মলিন হয়ে গেল কারমেনের চেহারা। স্বামীর জন্য নয়, গুপ্তধনের জন্য! তবে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল ও। বলল, 'হায়দারের জন্য যে-ডায়েরিটা কিনেছিলে, সেটায় কিছু পাওনি? কোথায় ওটা?'

'ওটা আমার সঙ্গে নেই,' মিথ্যে বলল রানা। 'প্যারিসে আমার অফিসের সেফে রেখে এসেছি, এখানে আনা নিরাপদ মনে হয়নি। যদি চাও তো আনিয়ে দিতে পারি। আফটার অল, ওটা তো হায়দারের জন্যই কিনেছিলাম।'

'যদি আনাতে পারো তো খুব ভাল হয়...'

'কী করবে ওটা নিয়ে?' কায়দামত প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা। 'হায়দার তো নেই।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল কারমেন। 'না... মানে... ভাবছিলাম যদি বিক্রি করে কিছু টাকা পাই... তোমার বন্ধু হঠাৎ মারা যাওয়ায় আমি আসলে বিপদে পড়ে গেছি। হাতে টাকা-পয়সা নেই বললেই চলে...'

কথাটা বিশ্বাস করল না রানা। অভাবের কোনও ছাপ নেই কারমেনের চেহারা বা সাজসজ্জায়। তা হলে ডায়েরিটা চাইছে কেন? ওকে আরেকটু বাজিয়ে দেখবে বলে ঠিক করল।

'দশ হাজার ডলার দিয়ে ডায়েরিটা কিনেছি,' বাড়িয়ে বলল ও, 'হায়দার সেটা শোধ করে যেতে পারেনি। ডায়েরিটা তোমাকে দিয়ে দেব, কোনও সমস্যা নেই... কিন্তু দামটা কি তুমি দিতে পারবে?'

'নিশ্চ...' বলতে গিয়ে থেমে গেল কারমেন। বুঝতে পারছে, ওর অভাবের গল্পের সঙ্গে ব্যাপারটা খাপ খাবে না। অসহায় গলায় বলল, 'ইয়ে... না, এত টাকা আমার কাছে নেই। থাক, ডায়েরিটা তোমার কাছেই থাক। আমার প্রয়োজন নেই।'

খাবার এসে গেছে, কারমেন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ করল দুজনে।

'পানামায় আর ক'দিন থাকছ?' টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করল কারমেন।

'এখানে তো আর কোনও কাজ নেই,' বলল রানা। 'কাল-পরশুর মধ্যেই চলে যেতে পারি। দেখি কবেকার টিকেট পাই।'

'হোটেলেই থাকবে এ-ক'দিন?'

'আর কোথায়?'

'আমার বাসা তো খালি পড়ে আছে। চলে এসো না!'

আমন্ত্রণটা স্পষ্ট—কামনায় দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে কারমেনের। মাথায় রক্ত চড়ে যাবার দশা রানার, এ-মেয়ে ওকে ভেবেছে কী! শীতল গলায় ও বলল, 'সেটা উচিত হবে না, কারমেন।'

'কেন, আমি তোমার বন্ধুর স্ত্রী বলে?'

'হ্যাঁ।'

একটা সিগারেট ধরাল কারমেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, এখন আর আমি হায়দারের স্ত্রী নই... এখন আমি মুক্ত, স্বাধীন। তোমাকে গালমন্দ করবার জন্য ও বেঁচেও

নেই।'

'মারা গেছে বলেই ওর প্রতি আমার নৈতিক দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি।'

'দায়িত্ব!' একটু যেন রেগে গেল কারমেন। 'কার জন্য দায়িত্ব? যে-লোক স্ত্রীকে একা ফেলে দিনের পর দিন জঙ্গল চষে বেড়িয়েছে? যে-লোক ব্যর্থ একটা এক্সপিডিশনের পিছনে জলের মত টাকা খরচ করেছে? ও আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে আমাকে পথে বসতে হতো, রানা! তোমার কি ধারণা আমাকে নিয়ে... বা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ও কোনোদিন পরোয়া করেছে?'

'তোমাদের মধ্যে কী ধরনের সমস্যা ছিল, তা আমি জানি না, কারমেন,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'শুধু এটুকু বলব, মৃত একজন মানুষের বদনাম করে তার আত্মাকে কষ্ট দিয়ো না। হায়দারকে আমি খুব ভাল করে চিনতাম। আর যা-ই হোক, ও কখনও তোমার অমঙ্গল চেয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

খেপে গেল কারমেন। 'তোমার বন্ধু আমাকে সহায়-সম্বলহীন এক বিধবা বানিয়ে রেখে গেছে... ওর ভালমানুষির সাফাই গাইতে এসো না। ভিখিরির মত আমি বাঁচতে পারব না, সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য নতুন কোনও সঙ্গী আমাকে খুঁজে নিতেই হবে। যদি সেটা তুমি মানতে না পারো, তা হলে জাহান্নামে যাও!'

ওর সঙ্গে বসে আর তর্ক চালিয়ে যাবার রুচি হলো না রানার। বিলের টাকা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। 'কী করবে না করবে, সেটা তোমার ব্যাপার,' বলল ও। 'দয়া করে আমার সঙ্গে আর কখনও যোগাযোগ কোরো না।'

শাপশাপান্ত করে উঠল কারমেন, না শোনার ভান করে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

ট্রেনের হুইসেল বেজে ওঠায় বাস্তবে আবার ফিরে এল ও। কিন্তু তিক্ততা দূর হলো না মন থেকে। হায়দারের জন্য খারাপ

লাগছে। মানুষ চিনতে পারেনি বেচারা, এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল, যে টাকা ছাড়া আর কোনও কিছুকে ভালবাসেনি। ওর মৃত্যুতে দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি সে।

'কী হয়েছে?' পাশ থেকে নেফারতিতির কণ্ঠ ভেসে এল। 'তোমাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তেমন কিছু না। আমার বন্ধু আর ওর বউয়ের কথা ভাবছিলাম। তুমি ঘুমাওনি?'

'ঘুম আসছে না,' উঠে বসল নেফারতিতি। টর্চের মৃদু লাল আলোয় ওকে অন্য ভুবনের কোনও মানবীর মত দেখাচ্ছে। 'সেদিন মিসেস হায়দারের সঙ্গে দেখা করবার পর থেকেই লক্ষ করছি তোমার মুড খারাপ। কী হয়েছিল, আমাকে বলবে?'

'মেয়েটা ভাল নয়,' বলল রানা। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা। 'আমি জানি না হায়দার বেঁচে থাকতে ওর বউয়ের সত্যিকার চেহারাটা দেখেছে কি না।'

'দুঃখজনক,' সহানুভূতি জানাল নেফারতিতি। 'তবে মন্দ মেয়েরা খুব সহজেই পুরুষদের ধোঁকা দিতে পারে। তোমার বন্ধু সম্ভবত টেরই পায়নি কী ধরনের ডাইনির সঙ্গে সংসার করছিল সে।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।'

যাত্রার বাকি অংশটুকু নীরবে কাটল। চুপচাপ শুয়ে রইল দুজনে, কয়েক হাত তফাতে। কিন্তু জাগ্রত। দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করবার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ পর গতি কমাতে শুরু করল ট্রেন। কর্কশ আওয়াজ উঠল কাপলিংগুলোর। দুলুনি কমে যেতেই উঠে বসল রানা। ঘড়ি দেখল। দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। গন্তব্য সমাগত।

'উঠে পড়ো,' নেফারতিতিকে বলল ও। 'আমরা সম্ভবত

পৌঁছে গেছি।'

ওকে সমর্থন জানাবার জন্যই বুঝি মোড় নিল ট্রেন, মূল লাইন থেকে ঢুকে পড়ল ব্রাঞ্চ লাইনে—কোবায়াশির ফ্যাসিলিটির দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। পাঁচ মিনিটের মাথায় পুরোপুরি থেমে গেল। কাপলিং খোলার শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে বাইরে থেকে ভেসে এল মানুষের হাঁকডাক। শেষের তিনটা রেলওয়ে কারকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হচ্ছে—বাকিগুলো নিয়ে অন্য ইয়ার্ডে যাবে ট্রেন।

দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল রানা আর নেফারতিতি। ইঞ্জিনের হুইসেল শোনা গেল খানিক পর, ট্রেন চলে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট কেটে গেলে একটা ফর্কলিফট ট্রাক এসে থামল ওদের কন্টেইনারের পাশে, শক্তিশালী মোটরের সাহায্যে ফর্কের খোঁচায় ওদেরকে তুলে নিল ফ্ল্যাটবেড থেকে। আবারও সেই ঝটকা অনুভব করল ওরা, তবে এবার আগের চেয়ে কম। রানার কথাই ঠিক—সাবধানে কন্টেইনারকে নাড়াচাড়া করছে ভিক্টর। তবে এরপরেও ঝাঁকুনি পুরোপুরি এড়ানো গেল না, কমপ্লেক্সের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় এগোবার সময় খানাখন্দে পড়ল ফর্কলিফটের চাকা, ফলে দুলে উঠল কন্টেইনার। ভিতরে পুরনো কাপড়ের স্তূপে গড়াগড়ি খেলো রানা আর নেফারতিতি। অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতি অবশ্য খুব বেশিক্ষণ সইতে হলো না, দশ মিনিটের মাথায় জায়গামত পৌঁছে গেল ফর্কলিফট, ধীরে ধীরে ওদেরকে মাটিতে নামিয়ে আনল ভিক্টর।

সোজা হয়ে বসতেই কন্টেইনারের ধাতব দেয়ালে ঠন ঠন করে তিনটা বাড়ি পড়ল—ওটা ভিক্টরের সঙ্কেত; নিজের পরিচয় নিশ্চিত করছে। এ-পাশ থেকে পাল্টা তিনটে বাড়ি দিয়ে রানাও কনফার্ম করল—ওরা ভিতরে আছে। কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে গেল। কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে এল রানা আর নেফারতিতি।

'হোলা! আমি ভিক্টর পেরেইরা,' মার্কোসের চাচাত ভাই হাত

বাড়িয়ে দিল।

'আমি মাসুদ রানা,' করমর্দন করল রানা। সেই সঙ্গে দেখে নিল যুবককে। বিশালদেহী মানুষ—ভালুকের মত দেহ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার লম্বা চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। ঠোঁটের কোণে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে। চেহারায় ফুটে আছে আন্তরিকতা।

'ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড,' নেফিও হাত মেলাল।

মার্কোস আগেই জানিয়ে দিয়েছে, ভিক্টর ভাল ইংরেজি জানে না; তাই নেফারতিতিকে ওর সঙ্গে স্প্যানিশে আলোচনা করে নিতে বলল রানা। নিজে নজর বোলাল চারদিকে। কন্টেইনার ইয়ার্ডে ওদেরকে নিয়ে এসেছে ভিক্টর। চারপাশে থরে থরে সাজানো ফ্রেইট কন্টেইনারের সারি... প্রাচীরের মত আটকে দিয়েছে দৃষ্টিসীমা। ওগুলো ছাড়া আর মাত্র একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে—তা হলো অতিকায় দানবের মত দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল এক ক্রেইন। ওটার সাহায্যে মালামাল-ভর্তি ভারী কন্টেইনার ওঠানো-নামানো হয়। কন্টেইনারের সারির উপর দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে ফ্লাডলাইটের আভা—পুরো ইয়ার্ড মৃদু আলোকিত হয়ে আছে তার কল্যাণে।

'রানা,' নেফারতিতি ডাকল, 'ভিক্টর বলছে, কমপ্লেক্সের সবচেয়ে ছোট ওয়্যারহাউস... দশ নাম্বার ওয়্যারহাউসে নাকি অস্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে। দু'সপ্তাহ আগে খালি করা হয়েছে ওটা, এরপর থেকে হাতে গোনা কিছু জাপানি ওয়ার্কার ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না ওখানে। গতকাল রাতে পতাকাবিহীন একটা জাহাজ থেকে স্পেশাল কার্গো এনে ঢোকানো হয়েছে ওখানে। আজ আবার ওগুলো বেরিয়ে যাবে। এ-রকম নাকি মাঝে মাঝেই হয়।'

'কী ধরনের কার্গো?' জানতে চাইল রানা।

ভিক্টরের সঙ্গে কথা বলল নেফারতিতি, তারপর বলল, 'ও জানে না। কাঠের ক্রেট ছাড়া আর কিছু দেখেনি। তবে কার্গো এলেই ওয়্যারহাউসের চারপাশে সিকিউরিটি বাড়িয়ে দেয়া হয়। আজও তা-ই করা হয়েছে।'

'সবচেয়ে ছোট ওয়্যারহাউস?' ম্যাপ স্মরণ করল রানা। 'যেটা চেইন-লিঙ্কের আট-ফুট উঁচু ফেন্স দিয়ে ঘেরা? ফেন্সের উপরে কাঁটাতারও আছে বোধহয়, তাই না?'

'হ্যাঁ। রীতিমত দুর্ভেদ্য।'

'দুর্ভেদ্যকেই ভেদ করতে হবে।' উপরের দিকে মাথা তুলল রানা। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ওভারহেড কেইবলওয়ে ক্রেইনের মোটা মোটা স্টিল-ওয়ায়্যারের সারি। পুরো কমপ্লেক্সের উপরে মাকড়সার জালের মত বিছিয়ে রয়েছে তারগুলো। ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করল, 'কেইবলওয়ে কি ওয়্যারহাউসের ওদিক দিয়েও গেছে?'

'হ্যাঁ,' ফর্কলিফট অপারেটরের জবাবটা তরজমা করল নেফারতিতি। 'বিল্ডিংটার ঠিক উপর দিয়ে গেছে এক সেট কেইবল।'

'আমরা যদি কাছাকাছি কোনও সাপোর্ট টাওয়ারে উঠি, তা হলে কি কেইবল বেয়ে সিকিউরিটি ফেন্স পেরুতে পারব?'

'সম্ভব, তবে কেইবলগুলো মাটি থেকে আশি ফুট উপরে,' ভিক্টরের সঙ্গে কথা বলে জানাল নেফারতিতি। 'ওয়্যারহাউসের সীমানার ভিতরে সাপোর্ট টাওয়ারও নেই। নীচে নামবে কীভাবে?'

'আমাদের সঙ্গে দড়ি আছে। দড়ি বেয়ে নামব।'

'আরও সমস্যা আছে। সমান্তরাল তিনটা লাইন আছে কেইবলওয়েতে, এর মধ্যে একটা হলো পাওয়ার লাইন—ওটায় সারাক্ষণই কয়েক হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে। হাত-টাত লেগে গেলে পুড়ে কয়লা হয়ে যাব। তোমার প্ল্যানটা

খুব রিস্কি, রানা।'

'ভিতরে ঢোকার আর কোনও বিকল্প পথ আছে?'

মাথা নাড়ল ভিক্টর।

'তা হলে তো আর কোনও উপায় নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। নেফিকে বলল, 'তুমি চাইলে বাইরে অপেক্ষা করতে পারো, আমি একাই নাহয় যাই।'

আঁতে ঘা লাগল নেফারতিতির। 'এ-কথা কেন বললে? আমাকে ভীতু ভেবেছ? স্রেফ সতর্ক করতে চেয়েছি, তারমানে তো এই নয় যে...'

'কথাটা আমি কোনোকিছু মিন করে বলিনি,' বাধা দিল রানা। 'রিস্কের ব্যাপারে আমিও একমত, সে-কারণেই তোমাকে বাইরে থাকতে বললাম।'

'দর্শক হবার জন্য এতদূর আসিনি,' বলল নেফারতিতি। 'আমি তোমার সঙ্গেই থাকছি।'

'বেশ, তোমার যা মর্জি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করো, ক্রিস্টোবালের ফিরতি ট্রেনটা কখন আসবে?'

'দু'ঘণ্টা,' জেনে নিয়ে বলল নেফারতিতি।

'তা হলে এর মাঝেই কাজ সারতে হবে আমাদেরকে। ওকে আশপাশে থাকতে বোলো। আমরা ফিরে এসে যেন সহজে খুঁজে পাই।'

'থাকবে।'

'গুড। তা হলে চলো।'

ফর্কলিফটের মেইনটেন্যান্স বক্স থেকে ওদেরকে দু'জোড়া লেদার-গ্লাভস্ দিল ভিক্টর। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়্যারহাউসের উদ্দেশে রওনা হলো রানা আর নেফারতিতি। সন্তর্পণে বেরিয়ে এল কন্টেইনার ইয়ার্ড থেকে। ছায়া আর অন্ধকার খুঁজে তার মাঝ দিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল। কোনও ধরনের ভুলচুক করা চলবে

না। সশস্ত্র সিকিউরিটি গার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে সবখানে, শ্রমিকদেরও বন্ধু ভাবার কারণ নেই... ধরা পড়লে সর্বনাশ। শত্রুরা থানা-পুলিশে বিশ্বাস করে না, নির্ঘাত গুলি করে মারবে ওদেরকে। পকেট থেকে পিস্তল বের করল রানা, সাইলেন্সার লাগিয়ে নিল। বিপদ দেখা দিলে লড়বে।

একটু পরেই একটা সাপোর্ট টাওয়ার দেখতে পেল ওরা, তবে পাশ কাটিয়ে গেল ওটাকে। যতটা সম্ভব ওয়্যারহাউসের কাছে গিয়ে টাওয়ারে উঠবে, যাতে কেইবল বেয়ে খুব বেশিদূর যেতে না হয়—কাজটা বিপজ্জনক ও কষ্টকর। রানার কাঁধে টোকা দিয়ে একসারিতে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো ডাম্প ট্রাক দেখাল নেফারতিতি, ওগুলোর কাভার নিয়ে এগোনো যাবে। মাঝখানে খোলা অনেকখানি এলাকা... একছুটে সেটা পার হলো দুজনে, ট্রাকের ছায়ায় গিয়ে থামল। সেখান থেকে সতর্ক পায়ে আবারও এগোল সামনে। দূরে, জেটির গায়ে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে একটা মস্ত বড় জাহাজ... ঝিকমিক করে জ্বলছে ওটার সব বাতি। গ্যান্ট্রি ক্রেইনের সাহায্যে ওটার হোল্ডে নামানো হচ্ছে একের পর এক কার্গো কন্টেইনার। বাতাসে পোড়া ডিজেল আর ধোঁয়ার গন্ধ।

ট্রাকের সারির মাথায় পৌঁছে থামল দুজনে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, সামনে রয়েছে সমান্তরাল কয়েকটা রেললাইন। ওখানে পোল-মাউন্টেড আর্ক লাইট জ্বালিয়ে একটা লোকোমোটিভের কাপলিং নিয়ে কাজ করছে দুজন রেলওয়ে ওয়ার্কার। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, ক্রল করে এগোতে শুরু করল। একে একে পেরিয়ে এল রেললাইনগুলো। পাথরের খোঁচায় কনুইয়ের চামড়া ছড়ে গেল, কিন্তু পরোয়া করল না। রেললাইনের ওপারে কয়েকটা ঝোপ আছে, ঢুকে পড়ল ওখানে। খানিক পরে নেফারতিতিও ওর সঙ্গে যোগ দিল। আর তখুনি পাশ দিয়ে সবেগে চলে গেল একটা ফর্কলিফট।

'জিসাস!' আঁতকে উঠল আমেরিকান ক্যাপ্টেন। 'কোত্থেকে এল দেখতেই পাইনি। আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি করলেই তো ধরা পড়ে যেতাম।'

'ওয়্যারহাউসের যত কাছে যাচ্ছি, ততই বাড়ছে কর্মচাঞ্চল্য,' বলল রানা। 'এভাবে বেশিদূর এগোনো যাবে না।'

আবারও ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যাওয়ায় ঝোপের ভিতরে মাথা নামাল দুজনে। একটা ট্রাক চলে গেল রাস্তা দিয়ে।

'কী করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'পরের টাওয়ারটাতেই উঠে পড়লে ভাল হবে। কী বলো?'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ।'

মাথা তুলে চারপাশ জরিপ করল রানা। পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সাপোর্ট স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে, মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকটা কন্টেইনার পড়ে আছে। নেফারতিতিকে ইশারা করে ওগুলোর দিকে ছুট লাগাল ও, কিন্তু কাছাকাছি গিয়েই প্রমাদ গুনল।

ওভারঅল পরা এক শ্রমিক বেরিয়ে এসেছে কন্টেইনারের পাশ থেকে! রানাকে দৌড়াতে দেখে বিস্ময় ফুটল লোকটার চেহারায়, চেঁচিয়ে উঠতে গেল সে। হাতে পিস্তল আছে, চাইলে গুলি করা যায়... কিন্তু নিরস্ত্র একজন মানুষকে খুন করা সম্ভব নয় রানার পক্ষে। তাই কৌশল বদলে দশ ফুট দূর থেকে ঝাঁপ দিল ও, রাগবি খেলোয়াড়ের মত ট্যাকেল করে লোকটাকে ফেলে দিল মাটিতে। আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল শ্রমিক, তার নাকমুখ চেপে ধরল রানা। কয়েক দফা শরীর মোচড়াল লোকটা, কিন্তু ছাড়ল না ও। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে থাকল সে, নিস্তেজ হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। জ্ঞান হারিয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসল রানা। নেফারতিতি এসে গেছে, উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

'না,' আশপাশে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল রানা—না, কেউ ঘটনাটা দেখতে পায়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। অজ্ঞান শ্রমিকের দেহটা লুকিয়ে রাখল দুটো কন্টেইনারের মাঝখানে। তারপর নেফিকে নিয়ে এগোল সাপোর্ট টাওয়ারের দিকে।

টাওয়ার তো নয়, লোহালক্কড়ের অতিকায় এক কঙ্কাল যেন। নীচদিক চওড়া, পিরামিডের মত সরু হয়ে উঠে গেছে বিশ ফুট, এরপর খাড়া স্তম্ভের আকৃতি পেয়েছে উপরদিকের বাকি দৈর্ঘ্য। ছ'ফুট পুরু কংক্রিটের ভিত্তিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঠামোটা। টাওয়ারের গায়ে মইয়ের মত ধাপ লাগানো আছে, পিস্তল কোমরে গুঁজে ওটায় উঠে পড়ল রানা। নেফারতিতি অনুসরণ করল ওকে। আশি ফুট ওঠার পর চওড়া একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেল, চারপাশ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। মেইনটেন্যান্সের জন্য বানানো হয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম; ভান্টেজ পয়েন্ট হিসেবেও চমৎকার, উচ্চতার কারণে আশপাশে অনেকদূর দৃষ্টি চলে।

উপর থেকে গোটা কমপ্লেক্স দেখতে পেল ওরা। টার্মিনালের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পানামা খালের মূল চ্যানেল। উল্টোদিকের পাড়ে রয়েছে কোবায়াশির মত আরেকটা ডকসাইড ফ্যাসিলিটি—আলো জ্বলছে সেখানে। চ্যানেল ধরে ঢিমেতালে এগোচ্ছে একটা মালবাহী জাহাজ—মিরাফ্লোরেস লকের দিকে চলেছে। পানিতে আলোড়ন তুলছে ওটার প্রপেলার ব্লেড। কমপ্লেক্সের পিছনদিকে রয়েছে *কোয়ারি হাইটস্*—ইউ.এস. সাদার্ন কমাণ্ডের প্রাক্তন হেডকোয়ার্টার... এখন পরিত্যক্ত।

টার্গেটের দিকে নজর দিল রানা।

চেইন লিঙ্কের ফেন্সে ঘেরা একটা কম্পাউণ্ডের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ ওয়্যারহাউসটা, আশপাশে আর কোনও বিল্ডিং নেই। অন্যান্য ওয়্যারহাউসের চাইতে ছোট হলেও আয়তন

একেবারে ফেলনা নয়। চওড়ায় প্রায় একশো ফুট, লম্বায় তার চারগুণ। ছাত অন্ধকার, তবে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে নীচের সবখানে। উপর দিয়ে চলে গেছে ওভারহেড ক্রেইনের কেইবল। ওখানে পৌঁছুনোর জন্য ওই কেইবল বেয়ে প্রায় এক হাজার ফুট দূরত্ব পেরুতে হবে ওদেরকে; পার হতে হবে আরও দুটো টাওয়ার।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেইবলওয়ের সেটআপ দেখল রানা। সমান্তরালভাবে বসানো হয়েছে তিনটে লাইন, মাঝখানে দু'ফুট করে দূরত্ব—খুব নিরাপদ বলা চলে না। কাছ থেকে বেশ মোটাই দেখাচ্ছে—স্টিলের ছোট ছোট অসংখ্য তার পাকিয়ে তৈরি হয়েছে একেকটা লাইন। কিন্তু দূরে সুতোর মত চিকন মনে হচ্ছে ওগুলোকে। বুকে ভয় জাগায়—ওদের ভার নিতে পারবে তো? তবে সেটা অমূলক। ওভারহেড ক্রেইনের সাহায্যে ভারী কার্গো-কন্টেইনার সরানোর জন্য বসানো হয়েছে লাইনগুলো, সে-তুলনায় দুজন মানুষের ওজন হিসাবেই ধরা চলে না। পাওয়ার লাইনটাও দেখল রানা—ওজনবাহী দুই লাইনের মাঝখানে ওটার অবস্থান। বিপজ্জনক।

'তুমি রেডি?' নেফারতিতিকে জিজ্ঞেস করল ও।

জবাব না দিয়ে নেফি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'সিস্টেমটা যে অপারেশনাল, তা কি তুমি খেয়াল করেছ?'

'হুঁ,' ঘাড় ফিরিয়ে বাঁয়ে তাকাল রানা। কেইবলওয়েতে ঝুলিয়ে একটা প্রমাণ সাইজের কার্গো কন্টেইনার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফ্যাসিলিটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। নেফি কীসের ভয় করছে, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওরা লাইনের মাঝখানে ঝুলে থাকা অবস্থায় যদি কোনও ক্রেইন এসে পড়ে, তা হলে মস্ত বিপদ হবে।

'ও নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না,' আশ্বাস দিল রানা। 'ভিক্টরের

কথা যদি ঠিক হয়, দশ নাম্বার ওয়্যারহাউসে সাধারণ মালামাল রাখে না ওরা। এদিকে ক্রেইন আসা-যাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

'তা-ই যেন হয়,' বিড়বিড় করল নেফারতিতি।

'এসো, রওনা হওয়া যাক,' ডাকল রানা। 'সাবধান, পাওয়ার লাইনে যেন ছোঁয়া না লাগে।'

গ্লাভ পরে কেইবলওয়েতে ঝুলে পড়ল ওরা। হাত-পা বাধিয়ে র‍্যাপেলিং করে এগোতে শুরু করল—সামনে রানা, পিছনে নেফারতিতি। নীচ থেকে ভেসে আসছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আর মানুষের আওয়াজ—মাঝরাতেও পুরোদমে কাজ চলছে কমপ্লেক্সে। ওদিকে তাকাল না দুজনের কেউই, উচ্চতার কারণে নার্ভাসনেসে আক্রান্ত হতে পারে। মনোযোগ দিল র‍্যাপেলিঙে। স্টিলের কেইবলগুলো গ্রিজমাখা, মুঠো পিছলে যেতে চায়। গ্লাভ না থাকলে নির্ঘাত হাত ফসকে নীচে পড়ে যেত। তটস্থও থাকতে হচ্ছে পাওয়ার লাইন এড়াবার জন্য। হাত-পা নড়াতে হচ্ছে সাবধানে। এগোবার গতি খুবই মন্থর হয়ে পড়ল।

যেন অনন্তকাল পরে দ্বিতীয় টাওয়ারের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুল ওরা। ততক্ষণে হাত-পা আর পিঠের পেশিতে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে, গ্রিজের আস্তর পড়ে গেছে পোশাক-আশাকে। ঘড়ি দেখল রানা—আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে তিনভাগের একভাগ দূরত্ব পেরুতে। এই গতি বজায় রাখলে ওয়্যারহাউসে পৌঁছুবার পর কোনও সময়ই থাকবে না হাতে। ট্রেন ধরবার জন্য তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসতে হবে।

'আরও তাড়াতাড়ি এগোতে হবে আমাদের,' নেফারতিতিকে বলল ও।

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল তরুণী ক্যাপ্টেন। 'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

বিশ্রাম না নিয়ে আবারও কেইবলে চড়ল ওরা, ত্রস্ত ভঙ্গিতে এগোতে শুরু করল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি... আচমকা হাত পিছলে গেল রানার। পড়েই যাচ্ছিল; কোনোমতে দু'পা পেঁচিয়ে ফেলল কেইবলে। উল্টো হয়ে ঝুলে গেল শরীর। ফ্ল্যাশলাইট আর পিস্তল কোমরে গুঁজে রেখেছিল, ওগুলো ছুটে গেল। পাগলের মত হাত নাড়ল রানা, পিস্তলটা ক্যাচ ধরে ফেললেও ফ্ল্যাশলাইটটা পারল না। ওকে পেরিয়ে নীচে চলে গেল ওটা।

আতঙ্কে দম আটকে এল রানার। উল্টো হয়ে ঝুলতে থাকায় নীচের ইয়ার্ড পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। অস্ত্রধারী এক গার্ড দাঁড়িয়ে আছে ওখানে—একটা কন্টেইনারের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে, রাইফেল ঝুলিয়ে রেখেছে কাঁধে। লোকটার দশ হাত দূরে আছড়ে পড়ল ফ্ল্যাশলাইট, সশব্দে ভাঙল ওটার কাঁচ। গার্ডকে থমকে যেতে দেখল ও। সিগারেট ফেলে রাইফেল নিয়ে এল হাতে, সতর্ক ভঙ্গিতে ঘুরে গেল শব্দের উৎসের দিকে। পায়ে পায়ে এগোল ওদিকে। ভাঙা ফ্ল্যাশলাইটটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে বোকা বোকা ভঙ্গিতে এদিক-সেদিক চাইল। বুঝতে পারছে না জিনিসটা কোত্থেকে এসেছে। উপরদিকে একবারও তাকাল না। বোধহয় কল্পনাই করতে পারছে না কেইবলওয়েতে ঝুলন্ত অবস্থায় কেউ থাকতে পারে। আশপাশে হাঁটাহাঁটি করল, কিন্তু পেল না কাউকে। শেষ পর্যন্ত খিস্তি করে উঠল লোকটা, ভাবছে কেউ দুষ্টামি করেছে তার সঙ্গে। ভাঙা ফ্ল্যাশলাইটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে গেল, ধরাল নতুন একটা সিগারেট।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। আস্তে আস্তে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ জাগাল, দু'হাতে ধরে ফেলল কেইবল, তারপর নেফারতিতির দিকে তাকাল। কেইবলে ঝুলন্ত অবস্থায় জমে গেছে তরুণী

ক্যাপ্টেন, দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

নার্ভাস হাসি হাসল রানা, কাষ্ঠ গলায় বলল, 'বড্ড বাঁচা বেঁচেছি। ব্যাটা আরেকটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের হলেই খবর ছিল।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল নেফারতিতি। ইশারা করল এগোবার জন্য। তাড়াতাড়ি হাত-পা চালাল রানা। পনেরো মিনিটের মধ্যে পরের দুটো টাওয়ার পেরুল ওরা, সিকিউরিটি ফেন্স পেরিয়ে পৌঁছে গেল কাঙ্ক্ষিত ওয়্যারহাউসের উপরে। নীচে তাকিয়ে দেখল, বিল্ডিংটার চারপাশে অস্ত্রধারী প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে। আলোকিত আঙিনায় লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ডাম্প-ট্রাক। ইঞ্জিন চালু, তবে আইড্‌ল্ করে রাখা হয়েছে। কোথাও যাবার জন্য প্রস্তুত।

বিল্ডিঙের দিকে নজর ফেরাল রানা। ছাতটা কেইবলওয়ে থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে নামার জন্য সামান্য ঢালু করে বসানো হয়েছে টিনের পাতগুলো। বাতাস এবং সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য বেশ কিছু এয়ার-ভেন্ট আর স্কাইলাইট আছে। সবচেয়ে বড় কথা, ছাতের উপরে কেউ নেই।

পিঠের ন্যাপস্যাক থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের করল রানা, একপ্রান্ত গিঁঠ দিয়ে বাঁধল কেইবলে, বাকিটা নীচে ছেড়ে দিল। ছাতের উপর ঝুপ করে পড়ল কুণ্ডলী। এরপর নিজে সরে গিয়ে নেফারতিতিকে জায়গা করে দিল, আগে ও নামবে। রানার ইশারা পেয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে এল মেয়েটা, দড়িতে সবে হাত দিয়েছে... তখুনি ভীষণভাবে কেঁপে উঠল কেইবল।

ঝাঁকি খেয়ে পড়ে যাবার দশা রানার, সামলে নিয়ে ঝাঁকুনির উৎসের সন্ধানে তাকাল। যা দেখল, তাতে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। উল্টোদিক থেকে কেইবল ধরে এগিয়ে আসছে বিশাল এক গ্র্যাপল-ক্যারিজ—ফাঁদে পড়া শিকারের দিকে ঠিক যেভাবে এগোয় শিকারি মাকড়সা। পিন্সারে ঝুলছে বিশাল এক কার্গো

কণ্টেইনার। সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর এক দানবের মত লাগছে ওটাকে—নিঃশব্দে, সাবলীল গতিতে এগোচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর মত। কেইবলের উপর ঘুরতে থাকা চাকাগুলোর দিকে চোখ চলে গেল—একেকটা চারফুট ব্যাসের, কিনারগুলো ছুরির মত ধারালো। নাগাল পেলে ওদেরকে কিমা বানিয়ে ফেলবে।

নেফারতিতিও থমকে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল রানা, 'কুইক! ওটা এখুনি চলে আসবে।'

পাগলের মত দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল নেফারতিতি, সরসর করে নেমে গেল কয়েক ফুট। রানাও পিছু পিছু নামতে শুরু করল।

'থেমো না। চাকার তলায় পড়ামাত্র দড়িটা দু'টুকরো হয়ে যাবে।'

দক্ষ ভঙ্গিতে দড়ি বেয়ে ওয়্যাঁরহাউসের ছাতে নেমে গেল নেফারতিতি। রানা পুরোপুরি সফল হলো না, আট ফুট বাকি থাকতেই ওর উপরে চলে এল গ্র্যাপল-ক্যারিজ, চোখের পলকে হাতের মুঠোয় শিথিল হয়ে গেল টান টান দড়িটা। ঝপ্ করে ছাতের উপর নেমে এল ও। তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই, পাশ থেকে ওকে ধরে ফেলল নেফারতিতি।

'থ্যাঙ্কস,' সোজা হয়ে ওকে ধন্যবাদ জানাল রানা।

মুখ কালো করে উপরদিকে তাকাল নেফারতিতি। দড়িটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে, কেইবলওয়েতে ফেরার পথ রুদ্ধ। ওয়্যারহাউসের উপরে আটকা পড়ে গেছে ওরা।

'আমরা এবার ফিরব কী করে?'

'যখনকারটা তখন দেখা যাবে,' হালকা গলায় বলল রানা। 'এখুনি ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যে-কাজে এসেছি, সেটা আগে শেষ করি।'

কয়েক ফুট দূরে একটা স্কাইলাইট দেখা যাচ্ছে, সেদিকে এগিয়ে গেল ও। পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল, কাঁচ ভেদ করে

উঁকি দিল নীচে। সারি সারি কন্টেইনার রাখা হয়েছে ওয়্যারহাউসের ভিতরে। সামরিক ধাঁচের ইউনিফর্ম পরা কিছু লোক দেখা গেল, ক্ষণে ক্ষণে উদয় হচ্ছে দৃষ্টিসীমায়। ছাতের দুই অবাঞ্ছিত অতিথির ব্যাপারে সচেতন নয়।

একে একে আরও কয়েকটা স্কাইলাইট দিয়ে উঁকি দিল ওরা, বুঝে নিল পুরো ওয়্যারহাউসের লে-আউট। সন্তুষ্ট হবার পর ভিতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এক প্রান্তের একটা এয়ার ভেন্ট বেছে নিল প্রবেশপথ হিসেবে। ওটার তলায় রয়েছে ওয়্যারহাউসের দোতলার স্টোরেজ লেভেল, দেখতে অনেকটা ব্যালকনির মত—প্যাকিঙের খালি বাক্স ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। এদিকে কাজ নেই, কারও আনাগোনাও নেই।

এয়ার ভেন্টের মুখ খুলে ফেলল রানা, নেফারতিতিকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্যাকিং বক্সের স্তূপের পাশে নিঃশব্দে নেমে এল দুজনে। হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল রেলিঙের পাশে। সাবধানে মাথা তুলে নীচে তাকাল।

ওয়্যারহাউসের ভিতরে, একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'টা এইট-হুইলার ট্রাক, পিছনে ক্রেইন লাগানো... বিশেষ ধরনের কার্গো পরিবহনের উপযোগী। আরেক পাশের দেয়াল প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে নির্মাণকাজে ব্যবহার্য বালির পাহাড়তুল্য এক স্তূপের আড়ালে—জাহাজ থেকে আনলোড করে ওয়্যারহাউসে ডাম্প করা হয়েছে এই বালি; প্রয়োজনমাফিক ট্রাকে ভরে ফের সরবরাহ করা হবে। দোতলার ব্যালকনির পাশ দিয়ে প্রায় ছাত ছুঁয়েছে বালির পাহাড়। একটা ক্যাটারপিলার স্কিপলোডার চুপচাপ বসে আছে ওটার গোড়ায়। ওয়্যারহাউসের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা, সেখানে কাজ করছে কিছু শ্রমিক—ইঁটের আকারের কী যেন বয়ে নিয়ে গিয়ে লোড করছে একটা আর্মার্ড ভ্যানের পিছনে। কাপড়ে মোড়া ব্লকগুলো ছোট

হলেও ভারী, বয়ে নেবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে লোকগুলো। অটোমেটিক রাইফেল হাতে তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে ছ'জন গার্ড। সুট-পরা আরও দুজনকে দেখা গেল খানিক দূরে—সুপারভাইজর, কাজ তদারক করছে।

'কী লোড করছে ওরা?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

ব্যাগ থেকে বিনকিউলার বের করল রানা, চোখে ঠেকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড জরিপ করল শ্রমিকদেরকে। চারকোনা ছোট্ট ব্লক, অথচ বেশ ওজন... একটামাত্র জিনিস অমন ভারী হতে পারে। 'সোনা,' বলল ও। বিনকিউলারটা তুলে দিল নেফারতিতির হাতে।

ওর কথাকে সত্য প্রমাণের জন্যই যেন একজন সুপারভাইজর এগিয়ে গেল ভ্যানের দিকে। কাপড়ের আবরণ সরিয়ে একটা ব্লক নেড়েচেড়ে দেখল। দূর থেকেও ওটার সোনালি আভা দেখতে পেল রানা আর নেফারতিতি।

'মাই গড!' চোখে বিনকিউলার ঠেকিয়ে হতভম্ব গলায় বলে উঠল মেয়েটি, 'সত্যিই দেখছি সোনা!'

মনে মনে পুরো লোডের একটা আনুমানিক হিসাব করে ফেলল রানা। ভ্যানের পিছনে যে-পরিমাণ গোল্ড-বার দেখা যাচ্ছে, তার বাজার-মূল্য অন্তত ষাট মিলিয়ন ডলারের কম নয়।

'এত সোনা এল কোত্থেকে?' বিভ্রান্ত গলায় বলল নেফারতিতি। 'ইনকাদের গুপ্তধন নয়তো? ওরা উদ্ধার করে এনেছে?'

'কী জানি,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল রানা। 'না-ও হতে পারে।'

'গুপ্তধন ছাড়া এত সোনা পাবে কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না। আসলে... ইনকাদের আমলে গোল্ড-বার ছিল না। অলঙ্কার বা মূর্তি-টুর্তি হলে বরং বিশ্বাসযোগ্য হতো...'

'ওরা গলিয়ে নিতে পারে না?' যুক্তি দেখাল নেফারতিতি, 'তুমি হাসপাতালে ছিলে... এর মাঝে ওরা তো বেশ ক'দিন সময় পেয়েছে। হয়তো সোনা গলিয়ে গোল্ড-বার বানিয়ে নিয়েছে। কাজটা সম্ভবত এই ওয়্যারহাউসেই করা হয়েছে, তাই কাউকে এটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয়া হয়নি এতদিন।'

'এত সোনা গলাতে গেলে বড় চুল্লী দরকার। তেমন কিছু তো দেখছি না। তা ছাড়া অমূল্য ট্রেজার গলিয়ে কী লাভ ওদের? সোনার চেয়ে অ্যান্টিকের দাম অনেক-অনেক বেশি।'

'পাচার করতে সুবিধা হবে বলে গলিয়ে নিতে পারে। এই পরিমাণ ট্রেজার অক্ষত অবস্থায় সরানো সহজ কাজ নয়।'

'কোথায় পাচার করবে? দেশের বাইরে? তা হলে আর্মার্ড ভ্যানে তুলছে কেন? এখান থেকে তো সরাসরি একটা জাহাজেই তুলতে পারত। তা ছাড়া গলাবার আগে এখান পর্যন্ত নিশ্চয়ই আনতে হয়েছে ট্রেজারগুলো। না গলিয়ে কীভাবে আনল? এখান পর্যন্ত আনতে পারলে অক্ষত অবস্থায় জাহাজে তুলতে অসুবিধে কী? নাহ্... কী যেন মিলছে না।'

'হুঁ,' একমত হলো নেফারতিতি। 'ব্যাপারটা গোলমেলে বটে। এখন তা হলে কী করবে?'

'আপাতত কিছু করবার নেই। চুপচাপ ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'কীভাবে? যে-পথে এসেছি, সে-পথ তো বন্ধ হয়ে গেছে।'

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি...'

কথা শেষ হলো না রানার, তার আগেই পিছন থেকে রাইফেল কক করার শব্দ হলো। জমে গেল দুজনে।

'অ্যাই! তোমরা এখানে কী করছ?' কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা আর নেফারতিতি। অস্ত্রধারী এক গার্ড দাঁড়িয়ে আছে ওদের মাত্র কয়েক হাত পিছনে। কখন যে লোকটা চুপিসারে হাজির হয়েছে, তা ওরা টেরই পায়নি।

জবাব দেবার চেষ্টা করল না রানা, বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। হাতে ধরা ব্যাকপ্যাকটা ছুঁড়ে দিল গার্ডের দিকে, পরক্ষণে বাঘের মত ঝাঁপ দিল তাকে লক্ষ্য করে। হতচকিত হয়ে পড়েছিল লোকটা, তাকে জাপটে ধরে টিনের উপর আছড়ে পড়ল ও। পাগলের মত ট্রিগার চাপল গার্ড, রাইফেলের নল সরে যাওয়ায় গুলিটা রানার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

দুই শরীরের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে রাইফেলটা, ওটা সোজা করতে না পেরে একহাতে রানার গলা চেপে ধরল গার্ড। দম আটকে এল রানার; খাবি খেতে শুরু করল অক্সিজেনের অভাবে। উপায়ান্তর না দেখে আঙুলের খোঁচা মারল প্রতিপক্ষের বাম চোখে। কাতরে উঠল গার্ড, হাতের মুঠো আলগা করতে বাধ্য হলো। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে পাশে গড়ান দিল রানা। সোজা হতেই দেখল, রাইফেল তাক করছে লোকটা। আর তখুনি ছুটে এল নেফারতিতি, লাথি মারল তার হাতে। রাইফেলটা উড়ে চলে গেল এক দিকে। পাগলের মত হাত চালাল গার্ড, পায়ের উপর এক থাবড়ায় সুন্দরী ক্যাপ্টেনের ব্যালান্স নষ্ট করে দিল। মাটিতে আছড়ে পড়ল ও।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল গার্ড। রাইফেলের দিকে ছুট লাগাল, ওটা রেলিঙের গোড়ায় গিয়ে পড়েছে। কাছে উবু হলো ওটা তুলে নেবার জন্য। রানাও তার পিছু পিছু ছুটে এসেছে, লোকটা উবু হতেই পিছন থেকে তার পাছায় সর্বশক্তিতে একটা লাথি মারল। সামনের দিকে ছিটকে গেল সে, রেলিং টপকে পড়ে গেল নীচে। একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। তার পরিণতি দেখবার জন্য সময় নষ্ট করল না রানা। নীচে হাঁকডাক শুরু হয়ে গেছে, অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে আসছে বাকি গার্ডরা। তাড়াতাড়ি নেফারতিতিকে টেনে তুলল ও।

'চলো পালাই।'

'কীভাবে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নেফারতিতি। ইশারায় সিঁড়ি দেখাল। 'নামার রাস্তা তো ওই একটাই। ওখান দিয়ে উঠে আসছে ওরা।'

'আমাকে ফলো করো।' রেলিঙের কাছে চলে গেল রানা, উপরে উঠে ঝাঁপ দিল—বালির স্তূপের দিকে। নরম ঢালে আছড়ে পড়ল ও, পিছু পিছু নেফারতিতি। পড়েই দুজনে গড়াতে শুরু করল। ব্যালকনিতে ততক্ষণে উঠে পড়েছে নীচের ছয় গার্ড, রেলিঙের পাশে এসে গুলি ছুঁড়ল। তবে ওদের গায়ে লাগল না একটাও, বালির ভিতরে মুখ লুকাল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

স্তূপের গোড়ায় পৌঁছে সোজা হলো রানা, নেফারতিতিকে টেনে নিয়ে এল ক্যাটারপিলার স্কিপলোডারের পিছনে। উপর থেকে তখনও গুলি ছুঁড়ছে শত্রুরা, লোডারের ধাতব শরীর বর্ম হিসেবে রক্ষা করল ওদেরকে।

'এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না,' বলল নেফারতিতি।

'জানি,' বলল রানা। ওয়্যারহাউসের দরজার দিকে নজর চলে গেল ওর। বাইরের গার্ডরা ঢুকতে শুরু করেছে ওখান দিয়ে। উঁকি দিল স্কিপলোডারের ভিতরে। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে। মুখে হাসি ফুটল ওর। 'এসো।'

ঝটপট দুজনে উঠে পড়ল স্কিপলোডারে। চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল রানা, বাকেটটা মাটি থেকে তুলে সামনের দিকে ছোটাল বাহনটাকে। বাকেটটা আরেকটু তুলল ও, গুলি করা হলে যেন বর্ম হিসেবে কাজ করে। তা-ই ঘটল, বৃষ্টির মত গুলি ছুটে এল ওদেরকে লক্ষ্য করে। ইস্পাতের বাকেটে ফুলকি তুলে ছিটকাতে শুরু করল বুলেট।

'গুলি করো!' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচাল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে কোমর থেকে পিস্তল বের করল নেফারতিতি, ক্যাব থেকে শরীরের একাংশ বের করে পাল্টা গুলি করল।

লাফিয়ে সামনে থেকে সরে গেল গার্ডরা। তাদের মাঝ দিয়ে জ্যা-মুক্ত তীরের মত এগিয়ে গেল স্কিপলোডার। ওয়্যারহাউসের প্রবেশপথ বন্ধ, কিন্তু কে তার পরোয়া করে, তুমুল বেগে অ্যালুমিনিয়ামের দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা। ইস্পাত তোবড়ানোর গগনবিদারী আর্তনাদ ভেসে এল, মড়মড় করে গোটা ওয়্যারহাউসটাই যেন প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভিতর কবজা থেকে উপড়ে এল পাল্লা, ছিটকে গেল সামনে। ওগুলোকে মাড়িয়ে ওয়্যারহাউস থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল স্কিপলোডার। পিছন থেকে আবারও গুলি করল গার্ডরা।

'মাথা নামাও!' চেঁচাল রানা।

পরমুহূর্তে এক পশলা গুলি চুরমার করে দিল ওদের পিছনের জানালা। চারপাশে হীরার টুকরোর মত ছিটকে পড়ল কাঁচ। এক ঝটকায় স্কিপলোডারকে বামপাশে ঘুরিয়ে নিল রানা, সরে এল লাইন অভ ফায়ার থেকে। এবার পেরিমিটার ফেন্স লক্ষ্য করে ছুটছে। দু'পাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল, আরও গার্ড ছুটে আসছে। পিস্তল তুলে গুলি করল নেফারতিতি, ঘায়েল করল দুজনকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফেন্সের গায়ে খোঁচা মারল স্কিপলোডারের বাকেট। ওয়্যারহাউসের দরজার চাইতে তারের বেড়া ঠুনকো। মৃদু আওয়াজ তুলে দু'পাশের পোল-সহ উপড়ে এল। স্কিপলোডারের গতিতে ছন্দপতন ঘটল না একটুও। ওয়্যারহাউসের সীমানা পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল স্বচ্ছন্দে।

'এটায় চেপে পালানো যাবে না,' পাশ থেকে বলে উঠল নেফারতিতি। 'স্পিড কম। গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করলেই আমাদেরকে ধরে ফেলতে পারবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন। মনে মনে স্মরণ করল পুরো ফ্যাসিলিটির নকশা, বুঝতে চাইছে সবচেয়ে

কাছের বাউণ্ডারি কোথায়। অবশ্য বাউণ্ডারিতে পৌঁছুলেও সমস্যা কাটছে না। স্কিপলোডার নিয়ে ইলেকট্রিফায়েড ফেন্স ভাঙতে গেলে কারেন্টের শক খেয়ে মরতে হবে। খালি হাতেও ফেন্স টপকানো যাবে না। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ভাবনার জন্য সময়ও বেশি পেল না, তার আগেই পিছনে ইঞ্জিনের আওয়াজ হলো। ওদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল নেফারতিতি। হেডলাইট জ্বেলে তীব্রবেগে ছুটে আসছে একটা হুডখোলা জিপ, ড্রাইভারের পাশে হিংস্র ভঙ্গিতে রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে একজন গার্ড।

'আমাদের সঙ্গী জুটেছে,' চেঁচিয়ে উঠল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে চকিতে ধাওয়াকারীদের দেখে নিল রানা, কিন্তু গতি বাড়াল না। গলা চড়িয়ে বলল, 'কাছে আসতে দাও, তারপর গুলি কোরো।'

এলোমেলো ভঙ্গিতে কয়েকটা গুলি করা হলো জিপ থেকে, তারপর ক্ষান্ত দিল গার্ড। কাছে এসে সে-ও নিশানা ঠিক করতে চাইছে। আশি মাইল বেগে ছুটে আসছে তার বাহন, অল্পক্ষণেই স্কিপলোডার আর জিপের মধ্যকার দূরত্ব কমে এল। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নেফারতিতি। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, লোডারের পিছনে থাকবে না জিপ, চলে আসবে পাশে।

'রানা, ওরা আমার স্াইডে না এলে লাগাতে পারব না,' জানাল ও।

'দেখছি কী করা যায়।'

রাস্তার ডানে স্কিপলোডারকে চাপিয়ে দিল রানা, উন্মুক্ত করে দিল বাম পাশ। ওখান দিয়েই আগে বাড়ার চেষ্টা করল জিপ। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলল নেফারতিতি, হাতে পিস্তল। প্রতিপক্ষ ফায়ার ওপেন করবার আগেই যন্ত্রের মত টিপতে থাকল ট্রিগার। ওর প্রথম বুলেট জিপের গ্রিল ও হুডের উপর দিয়ে পিছলে গেল। পরের কয়েকটা লাগল উইণ্ডশিল্ডে। তিনটে গুলি ফুটো

করল কাঁচ। ড্রাইভার ভয়ে একপাশে সরতে চাইল। দ্রুত কমে গেল গতি। বিশ্রী আওয়াজ তুলেছে চাকাগুলো। মনে হলো সড়ক থেকে ছিটকে পড়বে জিপ। তবে শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং-হুইল ঘোরাল ড্রাইভার। গাড়ি যেদিকে পিছলে গেছে, তার উল্টোদিকে বনবন করে ঘুরছে হুইল। ছেঁচড়ে চলেছে জিপ, তারপর বামদিকের চাকা ফিরে এল পাকা অংশে।

আবার ধাওয়া শুরু করল জিপ। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল প্যাসেঞ্জার সিটের গার্ড, হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল।

'ডাউন!' চিৎকার করল নেফারতিতি।

কর্কশ আওয়াজ করল গার্ডের রাইফেল। পিছনের ভাঙা জানালা দিয়ে শিস তুলে ড্রাইভিং ক্যাবে ঢুকল একের পর এক বুলেট। সামনের উইণ্ডশিল্ডে চিড় দেখতে পেল রানা। ভোঁতা আওয়াজ তুলে ওর সিটের পিছনে গাঁথল আরও দুটো বুলেট। উইণ্ডো ফ্রেমের উপর দিয়ে পিস্তল তুলল নেফারতিতি, পাল্টা গুলি করল। ব্রেক করে একটু পিছিয়ে গেল জিপ।

'লেগেছে!' উল্লসিত গলায় বলে উঠল নেফারতিতি। 'ব্যাটার কাঁধে লাগিয়েছি গুলি। রাইফেল আর চালাতে পারবে না।'

'গুড শট,' বলল রানা। 'ক্ষান্ত দিয়েছে ওরা?'

'উঁহুঁ,' পিস্তলে নতুন ম্যাগাজিন ভরতে ভরতে বলল নেফারতিতি, 'তবে কাছে আসছে না। দূর থেকে ফলো করছে।'

'খেয়াল রাখো ওদিকে।' সোজা হয়ে সামনে তাকাল রানা। পুরো কমপ্লেক্স জুড়ে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। ওয়ার্কাররা কাজ বন্ধ করে এদিক-সেদিক ছুটছে, ক্রসফায়ারে পড়ে গুলি খাবার শখ নেই কারও। কয়েক মিনিট পর সামনে আরও দু'জোড়া হেডলাইটের আলো দেখতে পেল ও—নতুন দুটো জিপ ছুটে আসছে ওদিক থেকে। ততক্ষণে কণ্টেইনার ইয়ার্ডের পাশে চলে এসেছে স্কিপলোডার, তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বাহনকে ওখানে

ঢুকিয়ে ফেলল।

চারদিকে দুই ধাপ-তিন ধাপ করে সাজানো কন্টেইনার, মাঝ দিয়ে চলে গেছে সংকীর্ণ রাস্তা। পুরোটাই যেন বিশাল কোনও গোলকধাঁধা। তার ভিতর দিয়ে স্কিপলোডারকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল রানা, কোন্‌দিকে যাচ্ছে কিচ্ছু জানে না।

'এখানে ঢুকলে কেন?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'আর কোনও কাভার ছিল না আশপাশে,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'দেখি এখানে ওদেরকে খসানো যায় কি না।'

খায়েশটা মিটাতে পারল না ও। কয়েক মিনিট পরেই মাথার উপর থেকে ভেসে এল বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ। এরপরেই সশব্দে ওদের সামনে আছড়ে পড়ল একটা বিশাল কন্টেইনার। ওভারহেড কেইবল ক্রেইন থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে ওটা। কপাল ভাল যে স্কিপলোডারের গায়ের উপর পড়েনি, স্রেফ ভর্তা হয়ে যেত তা হলে ওরা। তাই বলে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হলো না। নীচে পড়েই তুবড়ে গেল ভারী কন্টেইনারটা, আটকে ফেলল সামনের রাস্তা। থামবার সময় নেই, ওটার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ ঘটতে চলেছে লোডারের।

'জাম্প!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

পরমুহূর্তে লোডারের দু'পাশের দরজা খুলে দু'দিকে ঝাঁপ দিল ও আর নেফারতিতি। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তোবড়ানো কন্টেইনারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্কিপলোডার, দেয়াল ভেদ করে ঢুকে গেল অনেকখানি। থেমে গেল।

কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হয়েছে রানা আর নেফারতিতি। হাত-পা ছড়ে গেছে দুজনেরই। উঠে দাঁড়াবার বুঝি আর শক্তি নেই। কিন্তু গায়ে হেডলাইটের আলো পড়তেই কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, ধাওয়াকারী জিপদুটো এসে পড়েছে। পিস্তল বের করল রানা, অন্ধের মত গুলি ছুঁড়ল জিপগুলোর উদ্দেশে। তারপর

সঙ্গিনীর হাত ধরে ছুট লাগাল। কন্টেইনারের সারির মাঝে ছোট্ট একটা ফাঁক দেখতে পেয়েছে... ঢুকে পড়ল ওখানে। ফাঁক গলে বেরিয়ে এল উল্টোপাশের রাস্তায়।

কিন্তু ওখানে পৌঁছেও শান্তি নেই। মোড়ের কাছ থেকে ভেসে এল চিৎকার-হাঁকডাক। একটু পর ওখানে উদয় হলো অস্ত্রধারী জনাচারেক গার্ড। বিপরীত দিকটায় ছুটতে গেল রানা আর নেফারতিতি, তবে কয়েক পা এগোতেই দেখল, ওখান দিয়ে এগিয়ে আসছে আরেক দল। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। নাহ্, আর পারা গেল না। ধীরে ধীরে দু'হাত উপরে তুলল ও, আত্মসমর্পণ করাই ভাল। ওর দেখাদেখি নেফারতিতিও। আর তখুনি দূর থেকে ভেসে এল আরেকটা শব্দ—হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ।

হঠাৎ একজন গার্ডকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে দেখল রানা—তার মাথার একপাশ থেকে ছিটকে উঠেছে রক্ত! পরক্ষণে আরও দুজন ঘায়েল হলো। ওদের উপর থেকে মনোযোগ সরে গেল গার্ডদের, এবার ছোটাছুটি করে নিজেরাই কাভার খুঁজছে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ আরও জোরালো হলো, একটু পর অতিকায় এক পাখির মত ওটা হাজির হলো ওদের মাথার উপরে। দু'পাশের দরজা খোলা সেখান থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে গার্ডদেরকে লক্ষ্য করে। বিস্মিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা—কোবায়াশি কমপ্লেক্সের কপ্টার নয়, এটা ভিন্ন মডেলের। কারা এসেছে ওটায়... কেনই বা হামলা চালিয়েছে এখানকার গার্ডদের উপরে?

উপর থেকে টপটপ করে কী যেন পড়তে শুরু করল, তারপরেই ঘটল একের পর এক বিস্ফোরণ। ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হেলিকপ্টার থেকে দড়ি ফেলা হলো, র‍্যাপেলিং করে নেমে এল কালো পোশাকধারী

দুজন সৈনিক। মাটিতে পা ঠেকিয়েই ছুটে এল রানা আর নেফারতিতির দিকে, জাপটে ধরল ওদেরকে। যন্ত্রচালিত ওয়াইণ্ডের হ্যাঁচকা টান অনুভব করল রানা, দড়ি-সহ ওদের সবাইকে আবার তুলে ফেলা হলো উপরে। ওরা ভিতরে ঢুকতেই নাক ঘোরাল হেলিকপ্টার, দ্রুত সরে এল কমপ্লেক্সের উপর থেকে।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে যেতেই ঘটনাটা পরিষ্কার হলো রানার কাছে। এক্সট্র্যাকশন... নিখুঁত এক্সট্র্যাকশন অপারেশনের মাধ্যমে উদ্ধার করে আনা হয়েছে ওকে আর নেফারতিতিকে। একেবারে সামরিক কায়দায়। কিন্তু কেন? রহস্যময় তৃতীয় পক্ষের কথা ভাবল, এরাই কি তারা? কী চায়? চারপাশে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাল, সবাই মুখোশ পরে আছে, চোখ-নাক ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। পরিচয় আন্দাজ করা মুশকিল।

সামনে তাকাল রানা। পাইলট মুখোশ পরেনি, তার পাশে বসে থাকা দ্বিতীয় লোকটাও মুখোশহীন। পিছন থেকে অবয়বটা পরিচিত ঠেকল, লোকটা ঘাড় ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেল সমস্ত সন্দেহ। কয়েকদিন আগেই প্যারিসে এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর।

'হ্যালো, মসিয়ো রানা!' খাঁটি ফরাসি উচ্চারণে বলে উঠল সে। গালভরা হাসি। 'নাইস টু মিট ইউ এগেন!'

লোকটা ফিলিপ অঁবিন—দুহুয়ো অকশন হাউসের চিফ অভ সিকিউরিটি।

এগারো

কয়েক ঘণ্টা পর।

কেনজি নাকামুরার কালো মার্সিডিজ যখন কোবায়াশি কমপ্লেক্সে পৌঁছুল, তখন মুষলধারে নেমেছে বৃষ্টি। গাড়ির ছাদে টপাটপ শব্দ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। ভিতরে গম্ভীর মুখে বসে আছে জাপানি টাইকুন, ক্লান্ত চেহারা, দু'চোখ লাল। ঘুম পুরো হয়নি, খবর পেয়ে ভোররাতেই ছুটে এসেছে সে। বসের পাশে বসে আছে ইরি ইয়োশিদা, তাকে অবশ্য ততটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। বরং পোশাক-আশাক আর সাজসজ্জা দেখে মনে হতে পারে কোনও পার্টিতে যোগ দিতে চলেছে।

কমপ্লেক্সে পৌঁছেই সরাসরি দশ নম্বর ওয়্যারহাউসে চলে গেল মার্সিডিজ, ভাঙা গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ড্রাইভার ব্রেক চাপতেই দ্রুত নেমে পড়ল ইরি, উল্টোদিকে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মত খুলে ধরল দরজা। ধীরেসুস্থে গাড়ি থেকে নামল নাকামুরা, সোজা হয়ে সুটের ভাঁজ ঠিক করল, তারপর তাকাল সামনে। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এসেছে দুই সুপারভাইজর আর গার্ড কমাণ্ডার, সঙ্গে জনাছয়েক গার্ড, তাদেরকে অগ্রাহ্য করে নজর বোলাল চারপাশে। গোলাগুলির চিহ্ন ফুটে রয়েছে সর্বত্র। ভাঙা গেটের দিকে তাকিয়ে চোয়াল শক্ত হলো তার ক্ষণিকের জন্য।

মাথা ঝুঁকিয়ে নাকামুরাকে অভিবাদন জানাল দুই সুপারভাইজর, গার্ড কমাণ্ডার ঠুকল সামরিক কায়দায় স্যালিউট। ক্যাপ্টেন হারুকি মুরাকামি জাপানিজ ইম্পেরিয়াল আর্মির প্রাক্তন কমাণ্ডো, মিথ্যে অভিযোগে চাকরিচ্যুত হবার পর মার্সেনারির খাতায় নাম লিখিয়েছে। সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল নাকামুরা। খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিছু জানা গেছে?'

মাথা নাড়ল হারুকি। 'আপনাকে টেলিফোনে যতটুকু জানিয়েছি, তার বেশি আর কিছু নয়। দুজন ট্রেসপাসার... একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা... সবার অলক্ষে ঢুকে পড়েছিল এখানে। আমরা টের পেতেই গোলাগুলি করে পালিয়ে গেছে।'

'হেলিকপ্টারে চেপে, তা-ই না? মিলিটারি কায়দায়। সাধারণ কোনও চোর হতে পারে না। তা হলে কে? কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'এখনও নয়। হেলিকপ্টারের গায়ে কোনও মার্কিং ছিল না। আজ রাতে এই এলাকায় কেউ ফ্লাইট প্ল্যানও রেজিস্টার করেনি—আমি খোঁজ নিয়েছি। ব্যাপারটা ছোটখাট একটা রহস্যই বলা চলে।'

'ছোট নয়, অনেক বড় রহস্য,' চোয়াল শক্ত হলো নাকামুরার। 'কমপ্লেক্সে এত ওয়্যারহাউস থাকতে ওরা এখানেই বা হানা দিল কেন?'

'সেটা কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে,' বলল হারুকি। 'কী করছি আমরা এখানে, তা না জানলেও ফ্যাসিলিটির লোকাল ওয়ার্কাররা বাড়তি সিকিউরিটি দেখে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সন্দেহ করছে। ওদেরই কেউ সন্দেহটা বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করতে পারে।'

'তেমন কোনও প্রমাণ পেয়েছ?'

'না, তবে আমরা সবে ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি। ঘটনার

পর পরই পুরো কমপ্লেক্স বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভিতরের সবাইকে একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করছে আমার লোকেরা।'

'হুম। ওই ট্রেসপাসাররা আমাদের অপারেশনের কতখানি দেখতে পেয়েছে?'

মিথ্যে বলার সহজাত তাড়না অতিকষ্টে দমন করল হারুকি। নাকামুরার সঙ্গে মিথ্যে বলে পার পায় না কেউ। ইতস্তত করে সে বলল, 'ওরা সম্ভবত সোনাগুলো দেখে ফেলেছে।'

'বারের গায়ে খোদাই করা সিলগুলোও?' জানতে চাইল নাকামুরা।

'আমার তা মনে হয় না। দোতলার স্টোরেজ এরিয়া থেকে উঁকি দিচ্ছিল... অত দূর থেকে সিল দেখা যাবার কথা নয়।'

'সোনাই বা দেখল কীভাবে?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল নাকামুরা। 'বারগুলো র‍্যাপিং করা ছিল না?'

'তা ছিল,' বলল হারুকি। 'কিন্তু মি. শিনযুকি একটার র‍্যাপিং খুলে নেড়ে-চেড়ে দেখেছেন।' দুই সুপারভাইজরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণের দিকে ইশারা করল সে। 'ওরা তখন উপরেই ছিল।'

থমথমে হয়ে উঠল নাকামুরার চেহারা। শিনযুকির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কি সত্যি? তুমি একটা বারের র‍্যাপিং খুলেছ?'

ফ্যাকাসে হয়ে উঠল শিনযুকির মুখটা। মাথা নামিয়ে ফেলল সে ভয়ার্ত ভঙ্গিতে।

'কেন?' একই ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল নাকামুরা। 'লোভ সামলাতে পারছিলে না বুঝি?'

'আ... আমি দুঃখিত, স্যর...' বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল শিনযুকি।

ঘাড় ফিরিয়ে ইশারা করল জাপানি টাইকুন। সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যুৎবেগে পোশাকের তলা থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল বের করল ইরি। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করল তরুণ সুপারভাইজরের বুকে।

আর্তনাদ করে উঠল শিনযুকি। বুক চেপে ধরল দু'হাতে, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। কয়েক মুহূর্ত পর চিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল কংক্রিটের উপর। কয়েক পা এগিয়ে আবার গুলি করল ইরি। কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো হতভাগ্য সুপারভাইজরের। কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল চিরতরে।

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে ওয়্যারহাউসের ভিতরে। কয়েক মিনিট মূর্তি হয়ে রইল সবাই। শেষে গম গম করে উঠল নাকামুরার কণ্ঠ।

'আজকের এই ঘটনা একটা শিক্ষা হয়ে থাক সবার জন্য। এই প্রজেক্টের গুরুত্ব কতখানি, তা আগেও আমি বহুবার বলেছি। এখানে কোনও ধরনের ভুল-ত্রুটি... কোনও ধরনের গাফিলতি আমি সহ্য করব না। কেউ যদি ধরা পড়ে, তার কপালে কঠিন শাস্তি জুটবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

একযোগে মাথা ঝাঁকাল সবাই।

হারুকির দিকে ফিরল নাকামুরা। 'যারা এখানে চুরি করে ঢুকেছিল... আর যাদের সাহায্য নিয়ে ঢুকেছিল... তাদের সবাইকে খুঁজে বের করো। আমি চাই ওদের কপালে যেন শিনযুকির চেয়েও ভয়ঙ্কর শাস্তি জোটে।'

'ইয়েস, স্যর!' রুক্ষ গলায় সায় জানাল ক্যাপ্টেন।

'তাকাশি!' দ্বিতীয় সুপারভাইজরকে ডাকল নাকামুরা। 'ধরে নিচ্ছি এখানকার অপারেশন আর গোপন নেই। ঝুঁকি নিতে চাই না। সমস্ত সোনা ওয়্যারহাউস থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো... এবং সেটা আগামীকালের ভিতরে।'

'কাজটা কঠিন হয়ে পড়বে, স্যর,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল

তাকাশি। 'ডেলিভারির নির্দিষ্ট শিডিউল আছে আমাদের। হঠাৎ করে এত সোনা...'

'জানি,' তাকে থামিয়ে দিল নাকামুরা। 'আগামীকালের শিপমেন্টে যতটা সম্ভব পাঠিয়ে দাও। বাকি সোনা কমপ্লেক্সের ভিতরেই অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলো। আর যা-ই হোক, কেউ তল্লাশি চালাতে এলে এই ওয়্যারহাউসে যেন কিছু না পায়।'

'আপনার যা মর্জি।'

আর কিছু না বলে মার্সিডিজের দিকে এগিয়ে গেল নাকামুরা। তাকে অনুসরণ করল ইরি। একটু পরেই দুই আরোহীকে নিয়ে ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করল গাড়িটা, বেরিয়ে এল কোবায়াশি কমপ্লেক্স থেকে।

মার্সিডিজের মিনি-বার থেকে একটা ড্রিঙ্ক তৈরি করে নাকামুরার হাতে তুলে দিল ইরি। নিচু গলায় বলল, 'শাস্তিটা কি একটু বেশি হয়ে গেল না?'

'কী?' চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল নাকামুরার, ভুরু কুঁচকে তাকাল সঙ্গিনীর দিকে।

'শিনযুকি-র কথা বলছি। কাজের লোক ছিল... ভাল একজন সুপারভাইজর হারালাম আমরা।'

'টাকা ছড়ালে সুপারভাইজরের অভাব হয় না।' ড্রিঙ্কে চুমুক দিল নাকামুরা। 'হারুকিকে সতর্ক করে দেবার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ওর সিকিউরিটিতে খুঁত থাকার কারণেই আজকের এ-ঘটনা ঘটেছে।'

'সেক্ষেত্রে শাস্তিটা কি ওরই প্রাপ্য ছিল না?'

চুপ করে রইল নাকামুরা, কিন্তু জবাবটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না ইরির। টাকা ছড়ালে সুপারভাইজরের অভাব হয় না, কিন্তু হারুকির মত দক্ষ ও অনুগত সৈনিক পাওয়া কঠিন। তাই বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করেছে নাকামুরা—অনেকটা ঝিকে

মেরে বউকে শেখানোর মত আর কী।

ড্রিঙ্ক শেষ করে খালি গ্লাসটা ইরির হাতে তুলে দিল জাপানি টাইকুন। বলল, 'সেই বাঙালি ইনভেস্টিগেটরের খবর কী? কী যেন নাম... মাসুদ রানা, রাইট?'

মাথা ঝাঁকাল ইরি। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর। অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন হাসপাতালে পড়ে ছিল। এখন সিজার পার্ক হোটেলে উঠেছে। ওখান থেকে খুব একটা বেরোয় না, বোধহয় বিশ্রামে থাকছে। এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু ঘটায়নি... কিংবা ঘটালেও আমাদের জানা নেই। লোকটা অত্যন্ত চালু, তা ছাড়া আপনিই বলেছিলেন ওর কাছে না ঘেঁষতে। দূর থেকে নজর রাখছি আমরা।'

'হুম। আর লিপিনে জার্নাল? ওটা কি ওর সঙ্গে আছে?'

'আমাদের সোর্স বলছে ওটা ও প্যারিসে রেখে এসেছে। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে চাইলে ইন্টারোগেশনের প্রয়োজন হবে। আপনি চাইলে ওকে তুলে আনতে পারি।'

'দরকার নেই,' মানা করল নাকামুরা। 'লোকটা বিপজ্জনক, অযথা তাকে ঘাঁটানো উচিত হবে না। তা ছাড়া জার্নালটাও খুব জরুরি নয়। গুপ্তধন খুঁজে পেলে সেটাকে অথেন্টিকেট করবার মত আরও অনেক পুরনো ডকুমেন্ট আছে আমাদের হাতে। প্যারিসে হামলা চালাতে গিয়ে খামোকাই তিনজন লোক হারিয়েছি আমরা। মাঝখান থেকে রানা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, চলে এসেছে পানামায়। নাহ্, ওর কৌতূহল আর বাড়তে দেয়া যাবে না। যেমন আছে থাকুক, হাওয়া-বাতাস খাক। কিছু খুঁজে না পেলে ক'দিন পর এমনিতেই হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।'

'আর ও যদি তলে তলে কিছু ঘটায়? আজকের ঘটনার পিছনে ও-ই আছে কি না কে জানে!'

'তেমন কিছু ঘটে থাকলে সেটা হারুকি খুঁজে বের করবে।

ওর মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা নেবে। তোমাকে এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ইরি, চেহারায় মৃদু অসন্তোষ। সেদিকে না তাকিয়ে আবার ভাবনার জগতে ডুবে গেল নাকামুরা।

বারো

সেফ হাউসটা পানামা সিটির উত্তরে, নির্জন এলাকায়। একতলা বাড়ি, পুরনো, বিশেষত্বহীন। ইঁটের দেয়াল, টিনের ছাত; সামনে ছোট্ট বারান্দা। সবখানে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ।

গাছপালায় ঘেরা অন্ধকার এক মাঠে হেলিকপ্টার থেকে নামানো হয়েছে রানা আর নেফারতিতিকে, তারপর একটা ভ্যানে উঠিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ড্রাইভ শেষে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। কোত্থেকে কোথায় আনা হলো ওদের, দুজনে কিছুই বুঝতে পারেনি। হেলিকপ্টারে অভিবাদন জানাবার পর আর কিছু বলেনি অঁবিন, এড়িয়ে গেছে রানার সব প্রশ্ন। সংক্ষেপে শুধু বলেছে, সময়মত সব ব্যাখ্যা করা হবে, ও যেন ধৈর্য ধরে।

ফরাসি লোকটা মুখে তালা আঁটলেও কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার। ওদেরকে উদ্ধার করে আনা সৈনিকরা বহুজাতীয়—জার্মান, রাশান, এমনকী আফ্রিকানও রয়েছে। মার্সেনারি নয়, চালচলন ও যুদ্ধকৌশলে একই ধরনের সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণের ছাপ। দুনিয়ায় একটামাত্র বাহিনীতে বহুজাতিক সৈন্য

থাকে—ফ্রেঞ্চ লিজন। অঁবিন এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তবে তাকে ঠিক সৈনিক মনে হয় না। তারমানে সে নিঃসন্দেহে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সের লোক... সম্ভবত *ডি.জি.এস.ই.* এজেন্ট।

পরিচয় আঁচ করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়তে শুরু করেছে রানার। বুঝে ফেলেছে, এরাই সেই রহস্যময় তৃতীয় পক্ষ। আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে চলেছে। দুভাঁর মাধ্যমে শত্রুদের সামনে টোপ বানিয়েছে ওকে, সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত নাচাবার চেষ্টা করে চলেছে। রাগটা সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ল, সেফ হাউসে পা রেখেই অঁবিনের মুখে ধাঁই করে একটা ঘুসি মেরে বসল ও।

ককিয়ে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ফরাসি এজেন্ট, তাল হারিয়ে এরপর ধপ্ করে বসে পড়ল মাটিতে। দু'হাতে চেপে ধরল মুখ। রানাকে বাধা দেবার জন্য লিজনের দু'জন সৈনিক এগিয়ে আসছিল, ঝট্ করে ওদের দিকে ঘুরে গেল রানা। রাগী গলায় বলল, 'মার খাবার শখ না হলে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

ইতস্তত ভঙ্গিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সৈনিকরা। কয়েক মুহূর্ত পর অঁবিন বলল, 'ইটস্ ওকে। লিভ হিম অ্যালোন।' আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'নাইস পাঞ্চ, মসিয়ো রানা!'

'ভাল লেগেছে? তা হলে আরেকটা দিই?' মুঠি পাকাল রানা।

'একটাই যথেষ্ট,' এক হাতে থুতনি মালিশ করল অঁবিন। 'কিন্তু দু'-দু'বার আপনার প্রাণ বাঁচাবার পর এই ঘুসি আমার প্রাপ্য ছিল না।'

'দু'বার?'

'অবশ্যই। প্যারিসের কথা ভুলে গেছেন? আমি যদি ডাইভারশন সৃষ্টি না করতাম, তা হলে লিপিনে জার্নাল নিয়ে

আপনি পালাতে পারতেন না। আজ রাতেও আরেকটু হলেই মারা পড়তেন আপনি।'

'আই ক্যান টেক কেয়ার অভ মাইসেলফ,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনার সাহায্য আমি চাইনি। তা ছাড়া আমাকে বিপদে ফেলার পিছনে আপনার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি, সেটা অস্বীকার করতে পারেন?'

জবাব দিল না অঁবিন।

'কীসের কথা বলছ তোমরা?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি, কিছুই বুঝতে পারছে না ও। 'কারা এরা?'

'ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স,' সংক্ষেপে বলল রানা।

ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল নেফারতিতি, আরও কিছু শুনতে চাইছে।

অঁবিন বলল, 'সবই খুলে বলব। আসুন, আরাম করে বসুন। একটু বিশ্রাম নিন।' ঘরের এক কোণে সাজিয়ে রাখা সোফার দিকে ইশারা করল সে। তারপর সঙ্গীদের নির্দেশ দিল, 'তোমরা যেতে পারো। এঁদের সঙ্গে আমি থাকছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল সৈনিকরা।

নেফারতিতিকে নিয়ে সোফায় বসল রানা। চোখ বোলাল ঘরের অভ্যন্তরে। সামনের কামরায় বসেছে ওরা। সোফা ছাড়াও রয়েছে সেন্টার টেবিল আর একটা শো-কেস। মেঝেতে সস্তা কার্পেট বিছানো। টেবিলের উপর রাখা অ্যাশট্রে ভরে গেছে সিগারেটের বাটে। অনুমান করল, এ-বাড়িতে অস্থায়ী আবাস গড়েছে লিজনের সৈনিকরা।

কিচেন থেকে বিয়ারের ক্যান নিয়ে এসেছে অঁবিন, দুই অতিথির সামনে নামিয়ে রাখল ওগুলো। তারপর মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, 'আপ্যায়ন করবার মত আর কিছু নেই বলে দুঃখিত।'

বিয়ার নিল না রানা। থমথমে গলায় বলল, 'বেড়াতে আসিনি আমরা। যা শুনতে চাইছি, তা বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অঁবিন। সোফায় হেলান দিয়ে বলল, 'বেশ... আপনার অভিযোগ মিথ্যে নয়। প্যারিসে অগাস্ত দুভাঁর সাহায্য নিয়ে সত্যিই টোপ বানানো হয়েছিল আপনাকে। আপনার বন্ধুর কোনও দোষ নেই, ওর কিছু করবার ছিল না। আমরাই বাধ্য করেছিলাম ওকে।'

'কেন?'

'পানামা ক্যানাল সংক্রান্ত ডকুমেন্টগুলো কে কিনে নিচ্ছে, সেটা বের করতে চাইছিলাম আমরা। চাইছিলাম লিপিনে জার্নালটা হাতানোর জন্য তাকে যেন গর্ত থেকে মাথা বের করতে হয়।'

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'এতে আপনাদের কী স্বার্থ?'

'সোজা কথায় বলতে গেলে, ক্যাপ্টেন...' একটা সিগারেট ধরাল অঁবিন, 'আমরা এতে নাক গলাতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আপনারা, মানে আমেরিকানরা, পানামার ব্যাপারে চোখ-কান বুজে রেখেছেন। এখানে কী ঘটছে না ঘটছে, তা নিয়ে কোনোই মাথাব্যথা নেই আপনাদের। আপনি কি জানেন, বিদেশিরা ধীরে ধীরে পুরো পানামাকে কিনে নিচ্ছে? এমনটা চলতে থাকলে খুব শীঘ্রি ক্যানালের নিয়ন্ত্রণ হারাবে পানামা সরকার।'

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না,' অসন্তোষ প্রকাশ পেল নেফারতিতির কণ্ঠে। 'আমি জানতে চাইছি এখানে ফ্রান্সের কী স্বার্থ?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ,' সায় দিল রানা। 'সেন্ট্রাল আমেরিকার বিষয়ে আপনার দেশকে আমিও কখনও মাথা ঘামাতে দেখিনি। খুব কম সংখ্যক ফরাসি জাহাজ এখানকার ক্যানাল ব্যবহার করে।

কাজেই এটার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে গেল না গেল, তাতে ফ্রান্সের অর্থনীতি মোটেই প্রভাবিত হবে না।'

'ঠিক,' স্বীকার করল অঁবিন। 'কিন্তু আমেরিকার আমদানি-রফতানির ষাট থেকে আশি শতাংশ মালামাল এই ক্যানাল দিয়ে আসা-যাওয়া করে। তারপরেও এখান থেকে নিজেদের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়েছে ওরা, পিছনে ফেলে গেছে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের অ্যাসেট। তার মাঝে রয়েছে অ্যাঙ্কন হিলের ডগায় একটা সফিসটিকেটেড অ্যান্টেনা অ্যারে আর লিসেনিং স্টেশন।'

হঠাৎ করেই রহস্যটা আঁচ করতে পারল রানা। একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল ও, 'এরিয়ান!'

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল অঁবিন। 'ভেরি স্মার্ট, মসিয়ো রানা!'

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'ইয়োরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির এরিয়ান রকেট প্রজেক্ট,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'ফ্রেঞ্চ গায়ানার কৌরু থেকে লঞ্চ করা হয় রকেটগুলো, জায়গাটা পানামার খুব কাছে। এখানকার অ্যান্টেনা অ্যারে আর লিসেনিং স্টেশনের সাহায্যে সহজেই নজরদারি করা সম্ভব ওগুলোর উপর। সব ধরনের কমিউনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করা সম্ভব।'

'কেন ইন্টারসেপ্ট করবে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'কারণ রকেটগুলো স্রেফ সায়েন্টিফিক মিশনে নয়, অরবিটাল ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিঙেও ব্যবহার হয়। রাইট, মি. অঁবিন?'

'এ-বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল অঁবিন।

'তার প্রয়োজনও নেই,' বলল রানা। 'আমি শুধু জানতে চাই, এর সঙ্গে আমাকে জড়ালেন কেন?'

'সেটা বলার আগে কয়েকটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করা দরকার। ১৯৯৯ সালে ক্যানাল পরিচালনার ভার পানামা সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়েছে আমেরিকানরা। তারপর থেকে বিদেশিরা নানা কৌশলে একটু একটু করে ক্যানালের চারপাশ দখল করে নিচ্ছে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে জাপানের কোবায়াশি কোম্পানি। পানামার ট্রান্সপোর্টেশন ও টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরের সিংহভাগ কিনে নিয়েছে ওরা। আমেরিকান কোম্পানিকে হটিয়ে গায়ের জোরে লিজ নিয়েছে ট্রান্স-ইসমাস রেলরোডের। দেশের এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত তৈরি করছে অয়েল পাইপলাইন—ওটা প্রায় শেষের পথে। এমনকী বালবোয়া কন্টেইনার পোর্টের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণও এখন ওদের হাতে।'

'কোবায়াশি জাপানি কোম্পানি—নাকামুরা গ্লোবাল ট্রান্সপোর্টেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান,' বলল রানা। 'আপনারা একে জাপানি আগ্রাসন ভাবছেন?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল অঁবিন। 'জাপানকে আমরা কখনোই থ্রেট মনে করি না। তবে আমাদের বিশ্বাস, নাকামুরাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চাইছে কোনও শত্রু রাষ্ট্র। পানামার বর্তমান সরকার রহস্যময় কোনও কারণে এ-ব্যাপারে উদাসীন। আমেরিকাও আমাদের সমস্যা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। অগত্যা আমাদের নিজেদেরকেই...'

'বুঝতে পেরেছি,' হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখনও পরিষ্কার হলো না।'

'লিপিনে জার্নাল,' বলল অঁবিন, 'ওটার কারণে আপনি এতে জড়িয়েছেন। ইউ সি... নাকামুরা গ্লোবাল ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি, ওটার মালিক কেনজি নাকামুরা পানামা সংক্রান্ত যত পুরনো ডকুমেন্ট পাচ্ছে, সব কিনে নিতে শুরু করেছে। তাকে একটা খোঁচা দেবার জন্য

লিপিনে জার্নালটা সরাবার প্ল্যান করি আমরা, আপনাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করি। মসিয়ো দুভাঁকে বাধ্য করা হয় আমাদেরকে সাহায্য করতে। আসলে আমরা নাকামুরার রিঅ্যাকশন দেখতে চাইছিলাম।'

'আমি মারা পড়তে পারতাম!'

'একটু যে ঝুঁকি ছিল, তা অস্বীকার করব না। আসলে আপনি ক্যাটাকুমে ঢোকাতেই যত সমস্যা হয়েছে। বাইরে আমি ছিলাম... আমার আরও লোক ছিল... আমরাই সাহায্য করতে পারতাম আপনাকে। আপনি ক্যাটাকুমে ঢুকে পড়ায় একা হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য... একা হলেও নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন আপনি, এমনটা ধরে নিয়েই প্ল্যান সাজানো হয়েছিল। বলতে পারেন ক্যালকুলেটেড রিস্ক। ভুল যে করিনি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন? জার্নালগুলোর গুরুত্ব কী?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল অঁবিন। 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঘোলাটে। পুরনো ডায়েরি আর কাগজপত্রের ব্যাপারে নাকামুরা হঠাৎ পাগল হয়ে উঠল কেন, তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। তার চরিত্রের সঙ্গে এই ফ্যাসিনেশন একেবারেই মেলে না। কী কাজে ওগুলো লাগবে, বা এখন পর্যন্ত যেগুলো কিনেছে, সেগুলো নিয়েই বা কী করেছে তা আমাদের জানা নেই।'

'কিছুই জানা যায়নি?'

'না। এখন পর্যন্ত নাকামুরার সংগঠনে ইনফিলট্রেট করতে পারিনি আমরা। আমাদের প্রতিটা প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। দু'সপ্তাহ আগে কোবায়াশির টার্মিনালে দুজন লোক ঢোকানো হয়েছিল, তিনদিন পর একজনের লাশ ভেসে উঠেছে লেক গাটুনে, অন্যজন সম্ভবত ভেসে গেছে প্যাসিফিকে। আজ আপনাদের কপালেও একই দশা হতো, যদি না সময়মত আমরা হাজির হতাম।'

খুশি হতে পারল না রানা। সময়মত হাজির হতে পারার কারণ পরিষ্কার—ওকে আর নেফারতিতিকে চোখে চোখে রাখছিল এরা। অথচ ও সেটা টের পায়নি।

'এনিওয়ে,' প্রসঙ্গ পাল্টাল অঁবিন, 'টার্মিনালের ভিতরে কী দেখেছেন আপনারা, জানতে পারি?'

'এখুনি নয়,' বলল রানা। 'আরও প্রশ্ন আছে আমার। আমাকেই কেন টোপ বানানো হলো, তা এখনও পরিষ্কার নয়। কাজটা আপনাদের নিজস্ব কাউকে দিয়েও করানো যেত।'

'বিশ্বাসযোগ্য কাভার তৈরি করবার মত সময় ছিল না আমাদের হাতে। তা ছাড়া মসিয়ো দুভাঁর মুখে শুনেছি, জার্নালটা আপনি এক বন্ধুর জন্য কিনছেন—ভদ্রলোক পানামায় নাকামুরার স্বার্থবিরোধী একটা আর্কিয়োলজিকাল প্রজেক্ট চালাচ্ছেন। সব মিলিয়ে...'

'আমাদেরকেই আগুনের মুখে ঠেলে দেয়া সহজ মনে হয়েছে আপনাদের কাছে, তাই না?' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'আমার বন্ধু যে মারা গেছে, সেটা জানেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অঁবিন। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মসিয়ো রানা। জার্নালটা হাতে পাবার আগে ড. হায়দারের জীবন বিপন্ন হতে পারে, এটা আমরা ভাবিইনি।'

'ইটস্ ওকে,' বলল রানা। 'ওটা দুর্ঘটনা ছিল, হায়দারকে কেউ খুন করেনি।'

একটু অবাক হলো অঁবিন। 'সে কী! তবে যে শুনলাম...'

'ডেডবডির উপর গুলি চালিয়েছে নাকামুরার লোকেরা। ঘটনাটাকে কলাম্বিয়ান গেরিলা অ্যাটাকের মত দেখাতে চেয়েছে।'

'কিন্তু কেন?'

জবাব দেবার আগে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা। ফরাসি এজেন্টকে পছন্দ হয়নি ওর, কিন্তু রহস্যের কিনারা করতে চাইলে

পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে ওদের। বোঝা যাচ্ছে, অনেক কিছু অঁবিনেরও অজানা। দারিয়েন প্রভিন্সে নাকামুরার অপারেশন, সেইসঙ্গে ফ্যাসিলিটিতে দেখা সোনা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কিন্তু সেগুলো বলবার আগে একটা বোঝাপড়ায় আসা দরকার। নেফারতিতির সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর, মেয়েটাও একই কথা ভাবছে।

ওর উদ্দেশে মৃদু মাথা ঝোঁকাল রানা। তারপর বলল, 'সবকিছু আপনাকে খুলে বলতে পারি, মি. অঁবিন, কিন্তু তার আগে একটা চুক্তি হওয়া উচিত আমাদের মাঝে।'

'কী ধরনের চুক্তি?'

'পারস্পরিক সহযোগিতার। ইনফরমেশন শেয়ার করব আমরা, কোনও কিছু গোপন করব না। প্রয়োজনে একে অন্যকে সাহায্য করব। রাজি আছেন?'

শ্রাগ করল অঁবিন। 'আমি তাতে কোনও অসুবিধে দেখছি না। একই প্রতিপক্ষ আমাদের, একসঙ্গে কাজ করলেই তো ভাল।'

'আগেই বলে রাখছি, কোনও ধরনের লুকোচুরি অথবা ছলচাতুরি চলবে না।'

'না, না, তার আর কোনও প্রয়োজন নেই। সে-পর্যায় পেরিয়ে এসেছি আমরা। প্লিজ, সব খুলে বলুন।'

বড় করে শ্বাস ফেলল রানা, ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল পানামায় পৌঁছুনোর পর থেকে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা। ভলকানিক লেকের অভিজ্ঞতা বলতে শুরু করলে ওকে হাত তুলে থামাল অঁবিন। বলল, 'জাস্ট আ মিনিট, এসব আমার সহকারীরও শোনা প্রয়োজন। মিশনের মিলিটারি দিকটা ও-ই দেখছে।'

গলা চড়িয়ে ডাক দিতেই কালো ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার হাজির হলো। ছ'ফুট লম্বা, ক্ষৌরি করা রুক্ষ চেহারা। অঁবিন পরিচয় করিয়ে দিল, 'মসিয়ো রানা, ক্যাপ্টেন শেফার্ড, এ হলো

মেজর সেড্রিক পিনোঁ—লিজনেয়ারদের টিম লিডার, আমার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড।'

রানা আর নেফারতিতির সঙ্গে হাত মেলাল পিনোঁ, তারপর অঁবিনের পাশে বসল। অঁবিন বলল, 'দারিয়েন প্রভিন্সে মিলিটারি অপারেশন চালিয়েছে নাকামুরার লোকেরা। ব্যাপারটা তোমার শোনা দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'প্লিজ, গো অ্যাহেড, মসিয়ো রানা।'

আবার বলতে শুরু করল রানা। মাঝে মাঝে ওকে কথা জোগাল নেফারতিতি। ভলকানিক লেকের হামলা, তারপর কোবায়াশির ওয়্যারহাউসে সোনার চালান... একে একে সবই খুলে বলল দুজনে। এড়িয়ে গেল শুধু মার্কোস পেরেইরা আর তার চাচাত ভাই ভিক্টরের নাম। চাইছে না ওদের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাক।

'হুম,' সবকিছু শোনার পর বলল অঁবিন। 'আপনাদের ওই ফ্রেণ্ড... কোবায়াশির ফর্কলিফট অপারেটর... তাকে আরেকবার কাজে লাগানো যাবে? ওয়্যারহাউসটায় এবার আমরা হানা দিতে চাই।'

'সম্ভব নয়,' রাজি হলো না রানা। 'ওর বিপদ বাড়াতে চাই না আমি। এরই মধ্যে ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে কি না কে জানে। তা ছাড়া ওয়্যারহাউসে হানা দিয়ে লাভ নেই। এতক্ষণে সবকিছু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমি হলে তা-ই করতাম।'

'তা হলে কী করা উচিত আমাদের?'

'উৎসেই খোঁজ নেয়া যেতে পারে। নাকামুরা তলে তলে যা-ই ঘটাবার প্ল্যান করে থাকুক, তার সঙ্গে ওই সোনার সম্পর্ক আছে।'

'উৎস?'

'দারিয়েন প্রভিন্সের ওই ভলকানিক লেকের কথা বলছি। যেভাবে ওখানে অপারেশন চালিয়েছে ওরা, তাতে মনে হচ্ছে

ইনকাদের ট্রেজার ওখানেই লুকানো আছে। ওগুলোই তুলে আনছে ওরা, গলিয়ে সোনার বার তৈরি করছে। ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারলে নাকামুরার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। পানামার জাতীয় প্রত্নসম্পদ ধ্বংস করার দায়ে কাঠগড়ায় তোলা যাবে ওকে।'

'ভলকানিক লেকের পারে যদি কিছু পাওয়া না যায়?' সন্দেহ প্রকাশ করল মেজর পিনোঁ। 'পুরো প্রভিন্সে তল্লাশি চালাবার মত লোকবল নেই আমাদের।'

'তার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'লিপিনের জার্নাল রয়েছে আমাদের হাতে। ওটা স্টাডি করলে গুপ্তধন আবিষ্কারের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। নিদেনপক্ষে নাকামুরা কেন ওটার ব্যাপারে আগ্রহী, সেটা তো বুঝতে পারব।'

'কোথায় ওটা?'

'আমার হোটেলে।'

'হোটেলে আপনার ফেরা চলবে না,' বলল অঁবিন। 'নাকামুরা ওখানে লোক বসিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া জার্নালটাও অপ্রয়োজনীয়। প্যারিসে আপনাকে গছাবার আগে আমি নিজে ওটা পড়ে দেখেছি, ওর ভিতরে কিচ্ছু নেই।'

'কীভাবে শিয়োর হচ্ছেন?' ভুরু নাচাল রানা। 'গুপ্তধন উদ্ধারের অভিজ্ঞতা আছে আপনার? পুরনো ডকুমেন্ট থেকে লুকানো সূত্র খুঁজে বের করেছেন কখনও?'

মুখ কালো করে ফেলল অঁবিন। 'তারমানে কিছু মিস করে গেছি আমি?'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় কি? নিজে না দেখা পর্যন্ত শিয়োর হতে পারছি না।'

'বেশ। জার্নালটা আনার ব্যবস্থা করব?'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না, ওটা আমিই আনিয়ে নিতে

পারব। তা ছাড়া এক্ষুণি ওটার দরকার নেই। আগে ওই লেকটা দেখা দরকার। আপাতত আমাকে ওখানে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করে দিন। ব্যাকআপ হিসেবে সঙ্গে কয়েকজন লোক দিলে আরও ভাল হয়।'

একটু ভাবল অঁবিন। 'আপনার কথাই যদি ঠিক হয়, ওখানে আমাদেরও যাওয়া উচিত। তবে সবাইকে নেয়া সম্ভব নয়, পোর্টের উপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে হচ্ছে আমাদেরকে। হুমম... আমি আর মেজর পিনোঁ, সেইসঙ্গে দুজন সৈনিক নিলে চলবে?'

'যথেষ্ট। কখন যেতে পারব?'

'আগামীকাল দুপুরে। রাতটা আপনারা এখানেই কাটাতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, তার প্রয়োজন নেই। প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের, সেটা এখানে বসে সম্ভব নয়।'

'তা হলে কোথায় যাবেন? হোটেলে ফিরছেন না তো?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। নেফারতিতির দিকে ইশারা করে বলল, 'ওর অ্যাপার্টমেন্টে। ওখান থেকেই কাজ গুছিয়ে নেয়া যাবে।'

'আপনি যা ভাল মনে করেন। সকালে চলে আসবেন। আর হ্যাঁ, সাবধানে থাকবেন।'

'অবশ্যই!' উঠে দাঁড়াল রানা। হাত মেলাল। 'সকালে দেখা হবে।'

'আপনাদের পৌঁছে দেব?' জিজ্ঞেস করল পিনোঁ।

'নাহ্। আমরা ট্যাক্সিতে চলে যাব।'

বিদায় নিয়ে সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা আর নেফারতিতি। দশ মিনিট লাগল ট্যাক্সি পেতে। পিছনের সিটে উঠে অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা বলল নেফারতিতি, সেদিকে ছুটে

চলল গাড়িটা।

'কী ব্যাপার, বলো তো?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'ওখান থেকে চলে এলে কেন?'

'পরে বলব,' ইশারায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখাল রানা। 'তোমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে নিই।'

আধঘণ্টা লাগল গন্তব্যে পৌঁছুতে। শহরের একপ্রান্তে উঁচু একটা বিল্ডিঙের দোতলায় থাকে নেফারতিতি। সাগরের কাছাকাছি। দরজা খুলে লিভিং রুমে ঢুকল দুজনে, নেফি আলো জ্বাললে ভিতরে নজর বোলাল রানা। সাদামাঠা সাজসজ্জা, ফার্নিচারগুলো সম্ভবত অ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গেই ছিল। দেয়ালে কয়েকটা ফটোগ্রাফ ঝোলানো। ফ্যামিলি পোর্ট্রেট, সেইসঙ্গে নেফির নিজের কয়েকটা ছবি। এক কোণে টেবিলের উপরে একটা টেলিফোন দেখা যাচ্ছে।

'আমি একটা ফোন করব,' বলে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। রিসিভার তুলে ফোন করল সিজার পার্ক হোটেলে। অপারেটরকে নিজের কামরার নাম্বারে সংযোগ দিতে বলল। দু'বার রিং হতেই সোহেলের কণ্ঠ শোনা গেল।

'হ্যালো?'

'সোহেল, আমি,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'কোথায় তুই?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল সোহেলের গলায়। 'সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি...'

অল্প কথায় রাতের ঘটনা ওকে বলল রানা। শেষে যোগ করল, 'একটা কাজ করতে হবে তোকে। নাকামুরার লোককে বোঝাতে হবে যে আমরা পানামা ছেড়ে চলে গেছি। সম্ভব?'

'কঠিন কিছু না। আমাদের নামে টিকেট কেটে অন্য কাউকে প্লেনে তুলে দেব। টাকা ছড়ালে লোক পেতে অসুবিধে হবে না।'

'গুড। তা হলে সকালেই হোটেল ছেড়ে দে। আমি আর

ফিরছি না। তুই আপাতত অন্য কোনও হোটেলে গিয়ে উঠিস। আর হ্যাঁ, লিপিনের জার্নালটা সঙ্গে নিতে ভুলিস না।'

এসব সোহেলের জন্য নতুন কিছু নয়, দ্বিরুক্তি না করে বলল, 'ঠিক আছে। আর কিছু?'

'আমি আগামীকাল অঁবিনের সঙ্গে যাচ্ছি, এদিকে তোকে অন্য একটা কাজ করতে হবে। কোবায়াশির কমপ্লেক্সে অনেকগুলো ডাম্প ট্রাক দেখেছি, ওগুলো কোথায় যায় খোঁজ নিবি।'

'ডাম্প ট্রাক?' একটু বিস্ময় প্রকাশ পেল সোহেলের গলায়।

'হ্যাঁ। আর্মার্ড ভ্যানটা এতক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে, ট্রাকগুলোই ভরসা। কমপ্লেক্সে ডাম্প ট্রাকের উপস্থিতি সন্দেহজনক, ওগুলোর কোনও কাজ ছিল না ওখানে। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ওগুলো রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আমার। চেষ্টা করবি ব্যাপারটা কী জানবার।'

'আচ্ছা। তুই সাবধানে থাকিস।'

'তুইও,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

ফরাসি সেফ হাউস থেকে চলে আসার কারণটা এতক্ষণে আঁচ করতে পারছে নেফারতিতি। রানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মি. অঁবিনের সামনে ফোন করতে চাইছিলে না তুমি, তাই না? ব্যাপার কী... ভদ্রলোককে তুমি বিশ্বাস করছ না?'

'ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির খুব কম লোককেই আমি বিশ্বাস করি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'কিন্তু তারপরেও তো ওর সাহায্য নিচ্ছ... ওকে সাহায্য করছ!'

'বলতে পারো ওটা কার্যোদ্ধারের জন্য এক ধরনের কৌশল।'

'তারমানে ফরাসিদের মিশন নিয়ে তুমি মোটেই চিন্তিত নও? পানামা খাল কে দখল করে নিল না নিল, তাতে তোমার কিছু যায়-আসে না?'

'একদমই না। ওটা আমেরিকা আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাথাব্যথা।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' একটু হাসল নেফারতিতি। 'গত ক'দিন থেকেই তো দেখছি তোমাকে, খানিকটা বুঝতেও শুরু করেছি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক তুমি নও। অঁবিনও সেটা জানে। জানে বলেই তোমাকে জড়িয়েছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে। এবার ওর হয়ে তুমিই সমাধান করবে রহস্যের।'

'আমাকে খেলানো বুঝি এতই সোজা?' আহত গলায় বলল রানা।

'নয়? তা হলে সোহেলকে ডাম্প ট্রাকের পিছনে লাগালে কেন? উঁহুঁ, ব্যাপারটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বার পাত্র তুমি নও। আমিও আছি তোমার দলে।'

'এরই মধ্যে অনেক ঝুঁকি নিয়েছ তুমি,' বলল রানা। 'আর নেবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। আমার মনে হয় আগামীকাল তুমি না গেলেই ভাল হয়।'

'কী! যেতে মানা করছ আমাকে?' রাগী গলায় বলল নেফারতিতি। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। 'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমাকে অবহেলা কোরো না, রানা। বিপদের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই আমি।'

'আর আমিও জেনেশুনে তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না,' পাল্টা যুক্তি দেখাল রানা। 'ভলকানিক লেক থেকে একবার মরতে মরতে বেঁচে এসেছি আমরা, এবার কী ঘটবে তার কোনও নিশ্চয়তা আছে? তোমার কিছু হয়ে গেলে বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব আমি।'

'আমি একজন আর্মি অফিসার, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করাটা আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে,' জোর গলায় বলল নেফি।

'কিন্তু এখানকার পরিস্থিতিতে কাজ করবার জন্য কেউ আদেশ দেয়নি তোমাকে। মিশনটা সম্পূর্ণ আন-অথোরাইজড্। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আমি সে-কথাও ভাবছি।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু ক্যারিয়ারটা আমার। কাজেই ওটার ভালমন্দের চিন্তা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। এসব যুক্তি দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আমি তোমার সঙ্গে থাকছি, রানা... যা-ই ঘটুক না কেন! অ্যাণ্ড... দ্যাটস্ ফাইনাল।'

নেফির রাগী চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলল রানা, ওকে নিরস্ত করা যাবে না। অগত্যা ও বলল, 'বেশ, যেতে পারো তুমি আমার সঙ্গে। কিন্তু শর্ত হলো, আমি যখন যে নির্দেশ দেব, বিনা তর্কে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে সেটা। রাজি আছ? ফিল্ডে গিয়ে কোনও ধরনের গোয়ার্তুমি করা চলবে না।'

'শর্ত দেবার দরকার নেই। যতক্ষণ না অযৌক্তিক কিছু করতে বলছ, ততক্ষণ আমি এমনিতেই তোমার কথামত চলব।'

তরুণী ক্যাপ্টেনের রণমূর্তির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেয়ে গেল মেয়েটা। তাড়াতাড়ি কোমর থেকে হাত নামিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়াল। বুকে আলোড়ন উঠেছে ওর, গাল হয়ে উঠেছে আরক্ত। অজুহাত দেখাবার সুরে বলল, 'আমি শাওয়ার নিতে যাচ্ছি। তোমার কিছু লাগবে?'

'বাথরুম কি একটাই? আমারও ফ্রেশ হওয়া দরকার। সারা গায়ে মনে হচ্ছে কয়েক পোঁচ ময়লা জমেছে।'

'পনেরো মিনিট সময় দাও আমাকে, তারপর তুমি যেতে পারবে। ফ্রিজে বিয়ার আছে, চাইলে এই ফাঁকে গলা ভেজাতে পারো।'

রানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল নেফারতিতি। বেডরুমে গিয়ে কাপড় ছাড়ল, ঢুকে পড়ল

বাথরুমে। শাওয়ারের গরম পানির নীচে দাঁড়িয়ে চোখ বুজল ও, গা থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল লালচে হয়ে উঠল গায়ের চামড়া; সমস্ত ক্লান্তি যেন ধীরে ধীরে ধুয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ভালো লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে দেহমনে। গায়ে সাবান ঘষতে ঘষতে রানার কথা ভাবল। অদ্ভুত এক মানুষ, আশ্চর্য একটা ব্যক্তিত্ব—অঁবিনের মত অভিজ্ঞ এজেন্টকেও ওর সামনে মাথা নত করতে হয়েছে। রানার সুঠাম দেহ আর সুদর্শন মুখটার কথা ভাবতেই আলোড়িত হলো হৃদয়... নগ্ন শরীর কেঁপে উঠল শিরশির করে। মনকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়; সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছে নেফারতিতি, মানুষটার প্রেমে পড়েছে ও। কিন্তু ওকে বাঁধনে জড়াবার শক্তি যে ওর নেই! হতাশার এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

শাওয়ার নেয়া হলে বাথরোব গায়ে বেরিয়ে এল নেফারতিতি। রানাকে ডাকতে গিয়ে দেখল, কাউচে শরীর এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ও। ঘুমন্ত অবস্থাতেও দুর্ধর্ষ দেখাচ্ছে চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা মুখটায় হাত বোলানোর ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল নেফি। বেডরুম থেকে একটা চাদর এনে ঢেকে দিল দেহটা। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল রানার নিষ্ঠুর মুখের দিকে। তারপর আলো নিভিয়ে চলে গেল বিছানায়—বাকি রাত নিদ্রাহীন ছটফট করে কাটাবার জন্য।

তেরো

বেলা দশটায় সেফ হাউসে ফিরল রানা আর নেফারতিতি। বাড়ির সামনের কামরায় মেজর পিনোঁ তখন দুজন সৈনিককে রাইফেল খোলা এবং জোড়া দেবার ট্রেইনিং দিচ্ছে। জানা গেল, এরাই ওদের সঙ্গে দারিয়েন প্রভিন্সের অপারেশনে যাবে।

ফ্রেঞ্চ লিজনের নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরনো আমলের হলিউডি ছবির দৃশ্য—সাহারা মরুভূমিতে দুর্গ গড়ে আরব দস্যুদের ঠেকাতে থাকা একদল সৈনিক; গায়ে ঢোলা খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় কেপি টুপি, হাতে গাদা বন্দুক। তবে গত রাতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে, সে-যুগ বহু আগে পেরিয়ে এসেছে লিজনেয়াররা। চোখের সামনে দুই সৈনিককে ট্রেইনিং নিতে দেখে রানা উপলব্ধি করল, এরা এখন সিল, গ্রিন বেরেট বা ডেল্টা ফোর্সের মত সুশৃঙ্খল ও পেশাদার এক বাহিনী। মেজর পিনোঁর তীক্ষ্ণ নির্দেশের সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত নড়ছে এরা, অস্বাভাবিক দ্রুততায় খুলে ফেলছে সামনে রাখা *ফামাস* অ্যাসল্ট রাইফেলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, পরবর্তী নির্দেশে আবারও জোড়া দিচ্ছে একই দ্রুততায়।

হাতে একটা স্টপওয়াচ নিয়ে সৈনিকদের টাইমিং দেখছে মেজর পিনোঁ। অস্ত্রদুটো কক করে ইন্সপেকশনের জন্য ওরা সামনে বাড়িয়ে ধরতেই বলল, 'আগেরবারের চেয়ে দু'সেকেণ্ড কম

লেগেছে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। আবার করো।'

সৈনিকরা রাইফেল ডিস্‌অ্যাসেম্বল করে ফেলল। নেফারতিতি বলল, 'এক্সকিউজ মি, মেজর। ব্যবহারের অস্ত্র নিয়ে বার বার এ-ধরনের ড্রিল করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?'

একটু হাসল পিনোঁ। 'মোটেই না। সে-কারণেই শুধু ট্রেইনিঙের জন্য ব্যবহার করি এগুলো, কমব্যাট ওয়েপন ভিন্ন। ডোণ্ট ওয়ারি, ক্যাপ্টেন, আমরা আমাদের কাজ জানি।'

বাড়ির ভিতর থেকে উদয় হলো অঁবিন, দুই অতিথিকে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ। সম্ভাষণ জানাবার ভঙ্গিতে বলল, 'গুড মর্নিং, মসিয়ো রানা, ক্যাপ্টেন শেফার্ড! আসুন, বসুন। কফি চলবে?'

আপত্তি করল না রানা। ঘুম পুরো হয়নি, সকাল হতেই নাকেমুখে সামান্য ব্রেকফাস্ট গুঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কেনাকাটার কাজে। সারা শরীরে এখনও রয়ে গেছে গতকালকের ক্লান্তি।

ফ্রেঞ্চ রোস্ট কফির মগ হাতে দিনের কর্মপরিকল্পনা খুলে বলল অঁবিন। লিজনেয়ারদের হেলিকপ্টারে এল্ রিয়াল পর্যন্ত যাবে ওরা, সঙ্গে নেবে একটা *যোডিয়াক* ইনফ্লেইটেবল বোট। তারপর সেই বোটে চড়ে রিও টুইরা নদী ধরে এগোবে, নেমে পড়বে হায়দারের ক্যাম্পের কাছাকাছি কোনও লোকেশনে। নলখাগড়ার ভিতরে বোট লুকিয়ে এরপর জঙ্গলের কাভার নিয়ে আগ্নেয়গিরির গোড়া পর্যন্ত যাবে ওরা; গতবার যে-পথ অনুসরণ করেছিল রানা আর নেফারতিতি, তার উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে উপরে উঠবে।

ফরাসি এজেণ্টের ব্রিফ শুনতে শুনতে ক্যামেরায় ফিল্ম ভরল রানা—আজ সকালেই কিনেছে ওটা। আরও কিনেছে একটা ফোর হাণ্ড্রেড এমএম টেলিফটো লেন্স। শত্রুদের কুকীর্তির ছবি তুলে রাখবে, সেগুলো পরে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করবে উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষের সামনে। অঁবিনও অজুহাত পেয়ে যাবে জাপানি কোম্পানিটার বিরুদ্ধে অফিশিয়ালি তদন্ত চালাবার। প্ল্যানটা বেশ সরল... সেইসঙ্গে নিরাপদ। অন্তত কোবায়াশি টার্মিনালে অনুপ্রবেশের মত ঝুঁকি নেই এতে। টেলিফটো লেন্সের কারণে দূর থেকে ছবি তুলতে পারবে অনায়াসে, শত্রুদের নাগালের মধ্যে যেতে হবে না।

অভিযানের একমাত্র কঠিন অংশ হলো জঙ্গলের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হওয়াটা। হিংস্র জানোয়ার, বিষাক্ত লতাপাতা কিংবা দুর্গম পথই একমাত্র বাধা নয়; ওখানে থাকতে পারে শত্রুদের পেতে রাখা ফাঁদ বা অ্যামবুশ। তবে অঁবিন আশ্বস্ত করে জানাল, তার দলের লিজনেয়াররা ফ্রেঞ্চ গায়ানার কৌরুতে নিয়োজিত থার্ড রেজিমেন্টের সদস্য—এরা জাঙ্গল ওয়ারফেয়ারের বিশেষজ্ঞ, বর্তমানে এরিয়ান স্পেসপোর্টের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব এদের উপরেই ন্যস্ত। লোকগুলোর দক্ষতা নিয়ে তেমন একটা সন্দেহ নেই রানার মনে, তারপরেও কেন যেন মন খচ্ খচ্ করছে ওর। না, লিজনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না। অন্য কিছু। কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে কী যেন দেখেছে, ঠিক মনে পড়ছে না। পরিচিত কিছু।

সাধারণত এ-ধরনের জিজ্ঞাসার জবাব ঘুমের মধ্যে পেয়ে যায় ও, কিন্তু কাল তা ঘটেনি। ক্লান্তির সামনে হার মেনেছে অবচেতন মন। নেফি বাথরুমে যেতেই নিজের অজান্তে ঢলে পড়েছিল ও, কয়েক ঘণ্টার জন্য অচল হয়ে গিয়েছিল শরীর আর মগজ। সকালে নেফিই ডেকে তুলেছে ওকে। ঝটপট গোসল আর নাশতা সেরে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল, খটকাটা নিয়ে ভাববার সময় আর হয়নি। অঁবিনের ব্রিফ শুনতে শুনতে অস্বস্তিটা ফিরে এল রানার মাঝে।

ওর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করেছে নেফারতিতি। বাহু স্পর্শ

করে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো? কোনও সমস্যা?'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। বলল, 'না, তেমন কিছু না। অন্য একটা ব্যাপারে ভাবছিলাম।' অঁবিনের দিকে নজর ফেরাল ও। 'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'লাঞ্চের পর,' জানাল অঁবিন। 'সন্ধ্যা সাতটায় ডুববে সূর্য; তার পর পরই বোট রাইড শুরু করতে চাই। অন্ধকারের কাভার নিয়ে সবার অলক্ষে এগোনো যাবে তা হলে। সঙ্গে নাইট-ভিশন গগলস্ থাকছে, অন্য কোনও বোটের সঙ্গে টক্কর খাবার ভয় নেই। অবশ্য আমরা যে-দিকে যাচ্ছি, সে-দিকে নৌকা চলাচল খুব কম। রাতটা আমরা বোটেই কাটাব, ভোরের আলো ফুটলে মার্চ করব লেকের দিকে।'

'তখন হেলিকপ্টারটা কোথায় থাকবে?'

'ইঞ্জিন ট্রাবলের অজুহাতে এল্ রিয়ালের এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবে। আজ ভোরেই চেহারা পাল্টে ফেলা হয়েছে ওটার। ফিউজেলাজে একটা সাইট-সিয়িং কোম্পানির নাম বসানো হয়েছে; আশা করি ওটাকে দেখে কারও মনে সন্দেহ জাগবে না।'

'এল্ রিয়াল?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'ওটা তো অন্তত বিশ মিনিটের ফ্লাইট ডিসট্যান্স। আমাদের যদি ইমার্জেন্সি ইভ্যাকুয়েশনের প্রয়োজন হয়?'

'জানি, সময়টা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে,' স্বীকার করল অঁবিন। চেহারা দেখে বোঝা গেল, ব্যাপারটা তার নিজেরও মনঃপূত নয়। 'কিন্তু আমরা নিরুপায়। ওদিকে হেলিকপ্টার রাখার মত আর কোনও জায়গা নেই।'

'কাল রাতে ঠিকমত বুঝতে পারিনি... কী মডেলের কপ্টার ওটা?'

'জেটরেঞ্জার ট্রিপল টু।'

'এক্সটেণ্ডেড ট্যাঙ্ক?'

'না। লা পালমা থেকে ফিউয়েল নেব আমরা, পানামা সিটিতে রিটার্ন ট্রিপের জন্য সেটা যথেষ্ট। তবে কাজ শেষে যোডিয়াক নিয়ে এল্ রিয়াল পর্যন্ত ফিরে আসতে হবে আমাদেরকে।'

'আমি এতে কোনও সমস্যা দেখছি না,' মন্তব্য করল নেফারতিতি।

রানা একমত হতে পারল না। ফরাসি এজেন্টের প্ল্যানে অনেক দুর্বলতা আছে—অনেক জায়গাতেই গড়বড় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ-মুহূর্তে এরচেয়ে ভাল কোনও প্ল্যান ওর নিজের মাথাতে আসছে না, অগত্যা ওটা মেনে নিতে বাধ্য হলো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ, আপনার প্ল্যান মোতাবেকই এগোব আমরা।'

অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে মেজর পিনোঁ; পরের দু'ঘণ্টা তার সঙ্গে কাটাল ওরা, গবেষণা করল টার্গেট এরিয়ার ম্যাপ আর স্যাটেলাইট ইমেজ নিয়ে। পথের খুঁটিনাটি, গন্তব্য এলাকার বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি গেঁথে নিল মাথায়। মেজরকে ধীরে ধীরে পছন্দ করতে শুরু করল রানা—জাত সৈনিক হলেও সে মাথামোটা নয়, নেই কোনও হামবড়া ভাব। রানা আর নেফারতিতির প্রতিটা পরামর্শ গুরুত্ব দিয়ে শুনেছে সে, সেগুলোকে বিবেচনায় রেখে চূড়ান্ত পরিকল্পনা সাজিয়েছে।

লাঞ্চের জন্য আধঘণ্টার বিরতি দেয়া হলো। তারপর খানিক বিশ্রাম নিয়ে আরও আধঘণ্টা আলাপ-আলোচনা চলল। সবশেষে গাড়িতে চড়ে রওনা হয়ে গেল ছ'জনের ছোট্ট দলটা। পানামা সিটিকে পাশ কাটিয়ে সাগরের পাশ ঘেঁষে প্যান-অ্যামেরিকান হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল ওদের ভ্যান।

ড্রাইভ করছে মেজর পিনোঁ; চল্লিশ মিনিটের মাথায় হাইওয়ে ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে আনল গাড়ি। ঘন ঘন ঝাঁকি রানাকে বুঝিয়ে দিল, কপ্টার থেকে নামাবার পর গত রাতে

এ-পথেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওদেরকে। মনে মনে ম্যাপ স্মরণ করল, উপকূলীয় শহর *চেপো* থেকে কয়েক মাইল দূরে রয়েছে ওরা, শহরটার পরেই শুরু হয়েছে দারিয়েন গ্যাপের দুর্ভেদ্য অরণ্য।

সেই অরণ্যের প্রসারিত একটা শাখায় ঢুকছে ওরা। দেখতে দেখতে চারপাশের সিন-সিনারি অদৃশ্য হলো, সে-জায়গা দখল করল বুনো গাছপালা আর ঝোপঝাড়। আরও বিশ মিনিট পর গাছের সারি পেরিয়ে গত রাতের সেই মাঠে পৌঁছুল ভ্যান, ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল। দরজা খুলে নেমে পড়ল আরোহীরা। সূর্যের আলোয় ঘাস আর আগাছায় ভরা জমিটার উপর নজর বোলাল রানা, ঠিক মাঝখানে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদেরকে উদ্ধার করে আনা হেলিকপ্টারটা। অঁবিন মিথ্যে বলেনি, সত্যিই চেহারা পাল্টে গেছে ওটার। কালো রঙের উপরে সাদা আর হলুদ কতগুলো রেখা আঁকা হয়েছে; এ ছাড়া লাগানো হয়েছে সাইট-সিয়িং কোম্পানির নাম-সহ স্টিকার। সাধারণ একটা আকাশযানের মত লাগছে ওটাকে। মাঠের একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে ভাঙাচোরা একটা একতলা বাড়ি। অঁবিন জানাল, জায়গাটা পরিত্যক্ত এক প্রাচীন প্ল্যান্টেশনের অংশ; বাড়িটা সেই আমলের।

গাড়ি থামতেই হেলিকপ্টার থেকে নেমে এসেছে ওভারঅল পরা দুজন লিজনেয়ার—এরাই ভোরবেলা এসে চেহারা পাল্টেছে হেলিকপ্টারের। মেজর পিনোঁ সংক্ষেপে তাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে ভ্যানের চাবি হস্তান্তর করল। ওদের একজন গাড়িসহ এখানেই অপেক্ষা করবে ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত; অপরজন হেলিকপ্টারের পাইলট... দলটাকে নিয়ে যাবে দারিয়েন প্রভিন্সে।

হেলিকপ্টারের দিকে এগোল অভিযাত্রীরা। হিঞ্জ থেকে পিছনের দরজাদুটো খুলে ফেলা হয়েছে... ভাঁজ করা যোডিয়াক বোটটা তোলা হয়েছে প্যাসেঞ্জার কেবিনে, পানিতে নামাবার আগে

বাতাস ভরে ফুলিয়ে নেয়া হবে। ডিফ্লেইটেড অবস্থাতেও অনেকখানি জায়গা দখল করেছে ওটা, পিছনের সিট উঠিয়ে ফেলতে হয়েছে ওটাকে রাখবার জন্য। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ঠিক করা হলো, অঁবিন সামনে পাইলটের পাশে বসবে; দলের বাকি পাঁচ সদস্য গাদাগাদি করে বসবে প্যাসেঞ্জার কেবিনের মেঝেতে।

একটু পরেই টেকঅফ করল হেলিকপ্টার, এক ঘণ্টা পর ল্যাণ্ড করল লা পালমার ছোট্ট এক এয়ারফিল্ডে। সেখানে ফিউয়েলিং করে আবারও আকাশে উড়ল ওরা, রওনা হলো গন্তব্যের উদ্দেশে। সাদা পোশাকে ছিল ওরা এতক্ষণ, এবার পিনোঁর নির্দেশে একে একে কমব্যাট ফেটিগ পরল সবাই। নেফারতিতির মধ্যে কোনও জড়তা লক্ষ করল না রানা, সহজ ভঙ্গিতে টি-শার্ট আর প্যাণ্ট খুলল সে... ক্ষণিকের জন্য সঙ্গীদের সামনে উন্মুক্ত হলো তার অন্তর্বাস পরা অর্ধ-নগ্ন মোহনীয় শরীর... ফেটিগের তলায় খানিক পরেই আবার ঢাকা পড়ে গেল সেই অপূর্ব দেহবল্লরী।

উরুতে আটকানো ম্যাপ দেখে দক্ষ হাতে হেলিকপ্টারকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে লিজনের অস্ট্রেলীয় পাইলট, ঘন ঘন বাঁক নিয়ে অনুসরণ করছে রিও টুইরা নদীর আঁকাবাঁকা প্রবাহ। জঙ্গলের প্রায় মাথা ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে কপ্টার, নীচে তাকালেই রানা দেখতে পাচ্ছে গাছের ডগায় লাফঝাঁপ দিতে থাকা বানরের দল কিংবা ভয় পেয়ে ডানা মেলা বুনো পাখির ঝাঁক। রোটরের অবিরাম আওয়াজ আর গাদাগাদি হয়ে থাকা প্যাসেঞ্জার কেবিনের অস্বস্তিকর পরিবেশ ওকে আর কিছু নিয়ে ভাবনাচিন্তার সুযোগ দিচ্ছে না। শামুকের মত গড়িয়ে চলল সময়।

যেন অনন্তকাল পর দিগন্তের ওপারে মুখ লুকাল সূর্য, পশ্চিম আকাশে তার চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেল স্রেফ লালিমা। আঁধার

নামছে বাইরে। কবজিতে বাঁধা ট্যাগ-হিউয়ার ঘড়িতে নজর বোলাল রানা—সন্ধ্যা সাতটা দশ। পাইলট চমৎকার টাইম মেইনটেন করেছে।

হেলিকপ্টারের গতি কমানো হলো। নদী এখন ওদের ডানপাশে, সিকি মাইল দূরে—অন্ধকার জঙ্গলের বুক চিরে চলে যাওয়া গাঢ় এক ক্ষত যেন। ইনফ্রারেড মনোকিউলার তুলে নদীর উপরিভাগ জরিপ করল অঁবিন, দেখে নিল ওখানে বোটের ইঞ্জিন বা মানুষের শরীরের হিট সিগনেচার আছে কি না। নিশ্চিত হয়ে পাশ ফিরে পাইলটকে ইশারা করল, কয়েক মুহূর্ত পর পাশাপাশি হোভার করে পানির উপরে গিয়ে থামল কপ্টার।

নড়ে উঠল প্যাসেঞ্জার কেবিনে বসা লিজন-সদস্যরা। এক ঝটকায় সাইড ডোর খুলে ফেলল, এয়ার টিউবের ল্যানিয়ার্ড টেনে এক ধাক্কায় যোডিয়াকটা ফেলে দিল নীচে। শূন্যে থাকতেই ফুলে বোটের আকৃতি পেল ওটা, ঝপাস করে পানিতে পড়ল। ভাসছে। ওটার পিছু পিছু লাফ দিল দুই সৈনিক, তারপর নেফারতিতি, রানা আর অঁবিন। ওয়াটারপ্রুফ কয়েকটা ব্যাগ নীচে ফেলে সবশেষে ঝাঁপ দিল মেজর পিনোঁ। বোটের চারপাশের পানিতে আছড়ে পড়ল সবাই। আরোহীরা নেমে যেতেই হোভার করে সরে গেল কপ্টার, কিছুদূর গিয়ে মুখ ঘোরাল, রওনা হলো এল্ রিয়ালের উদ্দেশে। পুরো ব্যাপারটায় সময় লাগল মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড।

পানিতে পড়েই অনেকটা তলিয়ে গিয়েছিল রানা, হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠতেই দেখল দুই সৈনিক ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে যোডিয়াকে; দু'পাশে গিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল। একে একে টেনে তুলল বাকিদের।

বোটে উঠেই ঘড়ি দেখল অঁবিন, সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল, 'গ্রেট টাইমিং।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগগুলো তুলে নেয়া হলো বোটে। ভিতর থেকে বের করা হলো অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। বিতরণ করা হলো সবার মাঝে। ইকুইপমেন্টের মাঝে হারনেসের সেট লক্ষ করে নেফারতিতি জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কেন? আপনাদের কপ্টারে তো উইঞ্চ নেই।'

'তাতে কী?' বলল মেজর পিনোঁ। 'ইমার্জেন্সি দেখা দিলে প্যাসেঞ্জার কেবিনের মেঝের হুকে দড়ি বেঁধে নীচে ফেলে দেবে পাইলট। দ্রুত কপ্টারে ওঠার জন্য তখন কাজে দেবে হারনেসগুলো। সবার জন্যই আছে এক সেট করে। পরে নিন।'

'আশা করা যাক তেমন পরিস্থিতি দেখা দেবে না,' রানা বলল। একটা বেরেটা পিস্তল দেয়া হয়েছে ওকে, ওটা কোমরের হোলস্টারে গুঁজল। ক্যামেরা নিয়েছে পিঠের ছোট্ট ব্যাকপ্যাকে। এরপর ঝটপট পরে ফেলল নিজের হারনেস।

নাইট ভিশন গগলস্ পরে বোটের সামনে পজিশন নিল মেজর পিনোঁ, দুই সৈনিক বাইতে শুরু করল বৈঠা। আউটবোর্ড ইঞ্জিন চালু করার সাহস পাচ্ছে না, অনেকদূর থেকে শোনা যাবে ইঞ্জিনের শব্দ। অঁবিন বসেছে ট্রানসমে, পিছন থেকে আর কোনও বোট উদয় হয় কি না সেদিকে খেয়াল রাখছে। দিনের আলো পুরোপুরি মিলিয়ে গেছে, মাথার উপরে এক চিলতে কালো আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে কিছু তারা। চারপাশ থেকে জংলি জানোয়ারের আওয়াজ আর কীটপতঙ্গের গুঞ্জন শোনা না গেলে পরিবেশটাকে আঁধার মহাশূন্য বলে ভ্রম হতে পারত।

পাঁচ মাইল এগোনোর পর হঠাৎ হাত নেড়ে সঙ্কেত দিল মেজর পিনোঁ, সামনে কিছু একটা দেখতে পেয়েছে সে। নদীর মাঝখান ধরে এগোচ্ছিল যোডিয়াক, সঙ্কেত পাওয়ামাত্র ওটাকে ডানদিকে ঘোরাল দুই বৈঠাধারী সৈনিক, নিয়ে চলল পারের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছুনোর পর পানি থেকে তুলে নেয়া হলো

বৈঠা। থমথমে উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল আরোহীরা।

কয়েক মিনিট পরেই দৃষ্টিসীমায় আবছাভাবে উদয় হলো একটা স্থানীয় ক্যানু—*পিরাগুয়া* বলে ওগুলোকে। দুজন আরোহী, আদিবাসী। আবছায়া পরিবেশে ভূতের মত লাগছে তাদেরকে, যন্ত্রের মত বৈঠা বাইছে। উল্টোদিক থেকে এসেছে ক্যানুটা, মাত্র ত্রিশ ফুট দূর দিয়ে পেরিয়ে গেল যোডিয়াককে। ওদের উপস্থিতি টের পায়নি বলেই মনে হলো, কোনও পরিবর্তন আসেনি ক্যানুর গতিতে। হুট করে যেমন উদয় হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই আবার হারিয়ে গেল ওটা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল যোডিয়াকের আরোহীরা। নিশ্চিত হবার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করে আবার শুরু হলো পথচলা।

পরের চার ঘণ্টা স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে উজানের দিকে এগিয়ে চলল যোডিয়াক। পালা করে বৈঠা বাইল বোটের ছয় আরোহী। যখন পালা এল, লিজনেয়ারদের চেয়ে ওরা কোনও অংশে কম নয়, এটা প্রমাণ করবার জন্যই বুঝি অন্যদের চেয়ে দ্রুতগতিতে বৈঠা বাইল রানা আর নেফারতিতি। এক ঘণ্টা পেরুলে রানার কাঁধে টোকা দিল পিনোঁ, ইশারা করল ডানদিকে—সরু একটা খালের মুখ দেখা যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বোটের মুখ ওদিকে ঘোরাল রানা আর নেফারতিতি, ঢুকে পড়ল খালে। পানির গভীরতা কমতে শুরু করল, খানিক পর লগির মত ব্যবহার করতে হলো বৈঠাদুটোকে—খালের তলদেশে ঠেকিয়ে ঠেলতে হলো বোটকে। পাঁচশো গজ যাবার পর ছোট্ট একটা জলপ্রপাতের দেখা মিলল... মাত্র তিন ফুট উঁচু... ওটার কারণে সামনে এগোনোর পথ রুদ্ধ।

'ব্যস, এতেই চলবে,' নিচু গলায় বলল পিনোঁ। 'বোট লুকানোর জন্য জায়গাটা চমৎকার। বাকি পথ আমরা পায়ে হেঁটে যেতে পারব।'

'কতদূর এসেছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

হ্যাণ্ডহেল্ড জিপিএস রিসিভারের রিডিং দেখল মেজর, তারপর ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে বলল, 'ভলকানিক লেক থেকে নামা পানির ধারা যেখানে রিও টুইরার সঙ্গে মিশেছে, আমরা তার পাঁচ মাইল ভাটিতে আছি। এই খালটাও সম্ভবত ওটারই একটা শাখা।'

'রাতে এখানেই ক্যাম্প করব?'

'হ্যাঁ। ভোরে রওনা হব লেকের উদ্দেশে।'

খালপারের একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা হলো বোট, তারপর ঝটপট তীরে নেমে এল সবাই। দ্রুত সামান্য জায়গা পরিষ্কার করে ক্যাম্পসাইট বানানো হলো, বিছানো হলো স্লিপিং ব্যাগ, খাটানো হলো মশারি। আগুন জ্বালা হলো না, সঙ্গে আনা শুকনো খাবার দিয়ে ডিনার সারল ওরা, এরপর ঢুকে পড়ল স্লিপিং ব্যাগে। একজন সৈনিককে শুধু রাখা হলো পাহারায়।

ভোরে, সূর্য ওঠার আধঘণ্টা আগে সবাইকে ডেকে তুলল পাহারাদার। পনেরো মিনিট সময় দেয়া হলো মুখহাত ধোয়া, ব্রেকফাস্ট আর জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। তারপর একসারিতে দাঁড়িয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি হলো দলের পাঁচজন সদস্য। ষষ্ঠজন, অর্থাৎ পাহারাদার সৈনিকটি... জাতে ফরাসি, নাম দিদিয়ের... বোটের সঙ্গেই থেকে যাবে—রাতভর ঘুমায়নি সে, এবার বিশ্রাম নেবে, প্রয়োজনে ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করবে। দ্বিতীয় সৈনিকটি জার্মান, নাম কার্ল, তাকে সবার পিছনে রেখেছে পিনোঁ, নিজে নিয়েছে সামনের পয়েন্টম্যানের পজিশন। মাঝখানে থাকছে অঁবিন, রানা আর নেফারতিতি।

রওনা হবার আগে সংক্ষেপে একটা ব্রিফ দিল মেজর—নিজেদের মধ্যে পনেরো গজ দূরত্ব বজায় রেখে নদীর পার ধরে এগোবে ওরা; ঘন জঙ্গলের বাধা এড়ানো যাবে এতে, কেউ দলছুট হয়ে হারিয়ে যাবে না। মোটামুটি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ওরা

ফিরে আসতে পারবে বলে আশা করছে, তারপরেও অন্তত দুদিন চলবার মত খাবারদাবার আর দরকারি জিনিসপত্র বহন করবে ওরা। ব্রিফিং শেষ হলে হাঁটতে শুরু করল দলটা।

সূর্যের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে শুরু করল আর্দ্রতা। ঘেমে নেয়ে উঠল অভিযাত্রীরা। জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে মরা গাছপালার পচা গন্ধ। গুমোট হয়ে উঠল বাতাস, ঠিকমত শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। উটকো যন্ত্রণা হিসেবে আছে পোকামাকড়—উড়ে এসে গায়ে বসছে, হুল ফোটাচ্ছে উন্মুক্ত চামড়ায়। সমস্ত অসুবিধে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল ওরা।

চারপাশে বিষুবীয় এলাকার ঘন রেইন ফরেস্ট, কোনও দিকে বিশ-পঁচিশ কদমের বেশি দৃষ্টি চলে না। উপর থেকে গাছের ডাল আর লতাপাতা নেমে এসে যেন ওদের মাথা ছুঁতে চাইছে। পাতার ফাঁক গলে ঠিকমত নীচে পৌঁছুচ্ছে না সূর্যের রশ্মি, ফলে এই সাতসকালেও সবখানে অন্ধকার আর ছায়ার রাজত্ব। অশুভ পরিবেশ। দুর্গম। কোনোকালে কোনও মানুষ এ-পথে হেঁটেছে বলে মনে হলো না।

খালের পার ধরে কষ্টেসৃষ্টে ঘণ্টাখানেক এগোবার পর পাহাড়ি এক ঢালের গোড়ায় পৌঁছুল দলটা। উপরদিকে তাকাতেই আগ্নেয়গিরির পরিচিত অবয়ব দেখতে পেল রানা। জলপ্রপাতের দিকটায় নয়, আরেক পাশে পৌঁছেছে ওরা। এদিককার ঢালে কোনও ধাপ নেই, সরাসরি উঠে গেছে জ্বালামুখ পর্যন্ত। নীচের দিকটা গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা, উপরের শ'খানেক ফুট ন্যাড়া। ইশারায় থামবার নির্দেশ দিল পিনোঁ, তারপর সবাইকে নিয়ে সন্তর্পণে ঘাঁপটি মারল ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কেউ কোনও আওয়াজ করছে না, পাহাড়ের নীচে শত্রুপক্ষের পাহারাদার থাকতে পারে।

বিশ্রামের জন্য কয়েক মিনিট সময় দেয়া হলো। তারপর

সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে মাটিতে শুয়ে পড়ল পিনোঁ, ক্রল করে হারিয়ে গেল ঝোপঝাড়ের ভিতরে।

বিশ মিনিট পর ফিরল সে। ফিসফিস করে জানাল, 'আশপাশে কেউ নেই। তবে উপর থেকে ভারী যন্ত্রপাতির আওয়াজ শুনলাম।'

'নিশ্চয়ই জাপানিদের এক্সক্যাভেটিং ইকুইপমেণ্ট,' অনুমান করল রানা। 'লেকের পারে খোঁড়াখুঁড়ি করছে ওরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল পিনোঁ। বলল, 'আওয়াজ শুনে মনে হলো লেকের উল্টোদিকের পারে রয়েছে ওরা। এদিক থেকে উপরে ওঠা নিরাপদ।'

'তা হলে চলুন।'

ফরাসি মেজরের পিছু পিছু হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ি ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল দলটা। প্রায় এক মিটার উঁচু ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়ে রয়েছে ঢালটা, পাহাড়চূড়ার একশো ফুট নীচে শেষ হয়েছে তার বিস্তার, তারপর ন্যাড়া মাটি-পাথর। ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাত-পা ছড়ে গেল সবার, বাড়তি উপদ্রব হিসেবে নানা ধরনের পোকামাকড় তো আছেই। কিন্তু উঠে দাঁড়াল না কেউই। খোলা অংশটায় পৌঁছুতেই কড়া রোদে শরীর ঝলসে যাবার উপক্রম হলো। দিগন্তের কাছে কালো মেঘ দানা বাঁধতে দেখল রানা, বোধহয় বৃষ্টি আসবে।

মন্দ হয় না তা হলে, মনে মনে ভাবল ও। নজরদারির জন্য ঝড়বাদলের কাভারটা কাজে লাগবে। তবে এ-ও ঠিক, বৃষ্টিভেজা পথে যোডিয়াকে ফিরে যাওয়া আগের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠবে।

কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুল ওরা। জ্বালামুখের পাড়ে ছোট-বড় খাঁজ আছে, তার মাঝে শরীর লুকিয়ে সাবধানে উঁকি দিল নীচে।

নিথর হয়ে আছে লেকের পানি। মাঝখানের ছোট্ট দ্বীপটা

পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, সেখানে কারও পা পড়েছে বলে মনে হলো না। তবে লেকের পারে রীতিমত তাণ্ডব বয়ে যাচ্ছে। যেন শ্রমিকদের পুরো একটা বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে, চাষের জমির মত খুঁড়ে একাকার করে ফেলছে মাটি। এয়ারলিফট করে বেশ ক'টা এক্সক্যাভেটর উঠিয়ে আনা হয়েছে, হাইড্রলিক আর্ম দিয়ে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে চলেছে ওগুলো, বুলডোজারের সাহায্যে খুঁড়ে তোলা মাটির স্তূপ ঠেলে ফেলে দেয়া হচ্ছে লেকে। পারের কাছে পানি ঘোলা হয়ে গেছে মাটি মিশে। হার্ড হ্যাট পরা স্থানীয় শ্রমিকরা মেশিনগুলোকে গাইড করছে, প্রয়োজনে কোদাল-বেলচা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গর্তে; আরেক দল লোক নেটের ছাঁকনিতে মাটি ছাঁকছে, বোঝার চেষ্টা করছে ওতে সোনা আছে কি না। অটোমেটিক রাইফেলধারী বেশ কিছু প্রহরীও দেখা গেল, শ্রমিকদেরকে চোখে চোখে রাখছে তারা... কেউ যেন কিছু চুরি করতে না পারে।

ক্যানভাসের বড় বড় তাঁবু খাটানো হয়েছে শ্রমিকদের জন্য। তার সঙ্গে আছে ফিল্ড কিচেন, ল্যাট্রিন, আর গার্বেজ ডাম্প। শ'খানেক লোককে অনায়াসে সাপোর্ট দিতে পারবে ওগুলো। সৈকতে ল্যাণ্ড করা চকচকে একটা হেলিকপ্টার দেখা গেল, ইঞ্জিন বন্ধ। কাছেই লেকের পানিতে খালি ড্রাম আর প্লাইউডের সাহায্যে বানানো হয়েছে একটা ভাসমান জেটি; তার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে কতগুলো অ্যালুমিনিয়াম বোট—সবগুলোতে শক্তিশালী আউটবোর্ড ইঞ্জিন লাগানো।

বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল অভিযাত্রীরা—ছোটখাট একটা শহর খাড়া করে ফেলা হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ লুটপাটের জন্য। নির্ভয়ে কাজ করে চলেছে লুটেরার দল, এই নির্জন জায়গায় সহজে কেউ খোঁজ পাবে না ওদের। শরীরের ব্যথা-বেদনা ভুলে গেল রানা—হাত-পায়ের ক্ষত বা চামড়ায়

পোকামাকড়ের কামড় আর অনুভব করছে না। অনুভব করছে স্রেফ রাগ—প্রতিপক্ষের দুঃসাহস দেখে। এত খোলামেলাভাবে চুরি-ডাকাতি করা সম্ভব! ব্যাকপ্যাক থেকে ক্যামেরা বের করে আনল ও। লেন্স সেট করে সুইচ অন করল, চোখ রাখল ভিউয়ারে।

এক লাফে কয়েক গুণ বড় হয়ে দেখা দিল দৃশ্যটা। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না ও। এই কুকীর্তি যে জাপানিদের, সেটা প্রমাণ করবার জন্য আরও পরিষ্কার ছবি চাই ওর। ক্যামেরা নামিয়ে পিনোঁর দিকে তাকাল। বলল, 'এখান থেকে কারও চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। আরও কাছে যেতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ফরাসি মেজর। 'নীচে নেমে আরেক পাশ দিয়ে উঠে আসতে পারি আমরা—ক্যাম্পসাইটের মাথার উপরে। ওখান থেকে ছবি তুলতে পারবেন।'

'তা হলে চলুন।'

হামাগুড়ি দিয়ে আবারও ঝোপঝাড়ের আড়াল পর্যন্ত নেমে গেল অভিযাত্রীরা। এবার পথ দেখাবার দায়িত্ব নিল রানা। পাহাড়ের পাশ ধরে চক্রপথে এগোতে থাকল, এক্সক্যাভেটর মেশিনগুলোর আওয়াজ জোরালো হয়ে উঠলে ঢাল ধরে আবার শুরু করল উঠতে। গগনবিদারী শব্দের কারণে ওদের উপস্থিতি ফাঁস হবার সম্ভাবনা কম, তবুও সতর্ক রইল রানা। এক সারিতে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে জ্বালামুখের কিনার পর্যন্ত উঠে এল ওরা পাঁচজন। আবারও মাটির খাঁজে লুকাল, তারপর মাথা তুলে নজর দিল নীচে।

যেখানটায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, তার খুব কাছে উঠে এসেছে অভিযাত্রীরা। বিনকিউলার বা টেলিফটো লেন্সের প্রয়োজন হচ্ছে না, খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোকে। গার্ড এবং মেশিন অপারেটরদের বেশিরভাগই জাপানি; কায়িক পরিশ্রম

করছে স্থানীয় পানামানিয়ান শ্রমিকের দল।

নেতৃস্থানীয় কাউকে আলাদা করতে পারল না রানা, যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে সবাই, কেউ হাঁকডাক করছে না। ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে শুরু করল রানা। হঠাৎ কাঁধে নেফারতিতির টোকা পেয়ে ঘাড় ফেরাল ও। সামনের একটা তাঁবুর দিকে ইশারা করছে মেয়েটা।

ওদিকে তাকাতেই ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল রানার। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জাপানি লোকটাকে চিনতে পেরেছে। খাকি প্যান্ট আর বুশ জ্যাকেট পরে আছে সে, কিন্তু দু'রাত আগে একেই সুট পরা অবস্থায় কোবায়াশির ওয়্যারহাউসে দেখেছে ওরা। দুই সুপারভাইজরের একজন। ঝটপট তার ছবি তুলে নিল ও। ভলকানিক লেকে এই লোকের উপস্থিতিই প্রমাণ করে দিচ্ছে, এটা কোবায়াশির অপারেশন।

ওয়াকি-টকি হাতে দুজন সার্ভেয়ারের সঙ্গে কথা বলছে জাপানি সুপারভাইজর, সামনের ওঅর্কটেবিলে একটা ম্যাপ বিছানো। টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে ম্যাপটা জরিপ করল রানা। নানা ধরনের মার্কিং দেখা যাচ্ছে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর, নির্দিষ্ট কোনও স্পট নয়... লেকের চারপাশেই দাগ দেখতে পাচ্ছে। মাথা তুলে এক্সক্যাভেশন এরিয়ায় নজর বোলাল, সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল অপারেশনের ছন্নছাড়া ভাবটা। পুরো এলাকাতেই খোঁড়াখুঁড়ি করছে জাপানিরা। তারমানে ইনকাদের গুপ্তধন ঠিক কোথায় লুকানো আছে, তা ওরা জানে না। এখনও খুঁজে পায়নি। তা হলে ওয়্যারহাউসে দেখা সোনার উৎস কী? কোত্থেকে এল ওগুলো?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। এখানে এসে যে-সব প্রশ্নের জবাব পাবে বলে ভেবেছিল, তা আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

ওর ঠিক পাশেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে পিনোঁ আর অঁবিন।

দুজনে নিচু গলায় কী যেন ফিসফিস করছে। ওদের দিকে ঘাড় ফেরাতেই ফরাসি এজেন্টকে তার পাউচে অচেনা একটা ইকুইপমেন্ট ঢোকাতে দেখল... পিনোঁর কাছ থেকে নিয়েছে। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ওর দিকে ফিরে মেজর বলল, 'আপনাদেরকে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, মসিয়ো রানা। মসিয়ো অঁবিন আর আমি ক্যাম্পে ঢুকব। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টেন্টটা স্পট করতে পেরেছি, ওখানে তল্লাশি চালানো দরকার।'

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। রওনা হবার আগে সবাই মিলে প্ল্যান ঠিক করেছে, তখন ক্যাম্পে ঢোকার কথা একবারও উচ্চারণ করেনি এরা। এখন বোঝা যাচ্ছে, শুরু থেকে এ মতলবই ছিল এদের। রাগে গা জ্বালা করে উঠল রানার। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

রানার প্রতিক্রিয়াকে গ্রাহ্য করল না পিনোঁ। শান্ত গলায় বলল, 'কার্ল থাকছে আপনাদের সঙ্গে। আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

'খামোকা কেন ঝুঁকি নিচ্ছেন?' প্রতিবাদের সুরে বলল নেফারতিতি। 'ছবি তোলার কথা ছিল, তোলা হয়েছে। এখন এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত।'

'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' বলল অঁবিন। 'ওখানে আমাকে যেতেই হবে।'

'আপনি আমাদের মিশনকে বিপদের মধ্যে ফেলছেন!'

'ওখানে ঢোকাটাই আমার মিশন,' চাঁছাছোলা গলায় বলল অঁবিন।

আর কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল সে আর মেজর পিনোঁ। জ্বালামুখের পাড় থেকে ঢাল বেয়ে নামতে থাকল শত্রুপক্ষের ক্যাম্পের দিকে। চুপচাপ ওদের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। সৈকতে পৌঁছে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা

কতগুলো ফিউয়েল ড্রামের পিছনে ক্ষণিকের জন্য বিরতি নিল দুজনে, তারপর দৌড়ে পার হতে লাগল একটার পর একটা তাঁবু। প্রতিটার পিছনে মুহূর্তের জন্য থামছে, উঁকি নিয়ে দেখে নিচ্ছে আশপাশ, তারপর আবার ছুটছে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টেন্টটা রানাও চিনতে পেরেছে, ওটার সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল জাপানি সুপারভাইজর। তাঁবুটার কাছাকাছি একটা বালিয়াড়ির পিছনে অঁবিন আর পিনোঁকে থামতে দেখে আনমনে মাথা নাড়ল ও। আরও প্রায় ত্রিশ মিটার পেরুতে হবে ওদেরকে, পুরোটাই ফাঁকা জায়গা। সবার অলক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। নিচু গলায় গাল দিয়ে উঠল ও। দুই ফরাসি কেন এই ঝুঁকি নিচ্ছে জানে না, কিন্তু ওরা যে মস্ত ভুল করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছে, আর চুপ করে থাকা চলে না, পরিস্থিতির দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

উপুড় হওয়া লিজনেয়ারের দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। 'কার্ল, চপারটাকে ডাকো। এখুনি আসতে বলো এখানে।'

'কেন?' বিস্ময় ফুটল কার্লের কণ্ঠে। 'মেজর পিনোঁ একটু পরেই চলে আসবেন।'

'তোমার মেজর একটু পরেই ধরা পড়বে। কথা বাড়িয়ো না, চপারটাকে ডাকো!'

চোদ্দ

আবারও প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কার্ল, বাধা পেল কোমরে ঝোলানো রেডিও সেট খড়খড় করে ওঠায়। স্পিকারে শোনা গেল দিদিয়েরের কণ্ঠ, যাকে যোডিয়াকের পাহারায় রেখে আসা হয়েছে।

'মেজর পিনোঁ, দিদিয়ের বলছি। সশস্ত্র একটা টহল দল উদয় হয়েছে এখানে। ওদের চোখ ফাঁকি দেবার জন্য আমি সরে এসেছি, কিন্তু খালের পার ধরে ওরা যদি এগোতে থাকে, যোডিয়াকটা দেখে ফেলবে। কী করব?'

একটু অপেক্ষা করল কার্ল, কিন্তু রেডিওতে পিনোঁর গলা শোনা গেল না। জ্বালামুখের ভিতরে সম্ভবত রেডিও কমিউনিকেশন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। খানিক পরে রানার ইশারা পেয়ে রেডিও মুখের কাছে তুলল। 'দিদিয়ের, কার্ল বলছি। শত্রুদের ক্যাম্পে ঢুকেছেন মেজর, কথা বলতে পারবেন না।'

'কিন্তু তাঁর পরামর্শ দরকার আমার!'

কী বলবে বুঝতে পারল না কার্ল। ওদের অসহায়ত্ব বুঝতে পারছে রানা—দুজনেই সৈনিক, হুকুম তামিল করে অভ্যস্ত; সিদ্ধান্ত নিতে জানে না। দেরি না করে কার্লের কাছ থেকে রেডিওটা নিয়ে নিল ও।

ট্রান্সমিট বাটন টিপে বলল, 'দিদিয়ের, দিস ইজ রানা। দলটা

কতজনের?'

'চারজনকে দেখেছি আমি।'

'দূর থেকে খতম করতে পারবে?'

'উঁহুঁ। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, গাছপালার কাভার ব্যবহার করছে।'

'শিট! তা হলে পিছু হটা ছাড়া উপায় নেই।' রেডিও ফিরিয়ে দিল রানা। 'চপারকে ডাকো, কার্ল! দেরি কোরো না!'

'কিন্তু...'

'ড্যামিট, কার্ল!' বলে উঠল নেফারতিতি। 'তর্ক কোরো না! মেজর রানার কথা শোনো!'

রানার মুখের দিকে একবার চাইল কার্ল। শ্রাগ করে মুখের কাছে আবার রেডিও তুলল, 'অপেক্ষা করো, দিদিয়ের।' তারপর চ্যানেল বদলে ডাকতে শুরু করল হেলিকপ্টারকে, 'বার্ড ওয়ান... বার্ড ওয়ান, দিস ইজ গ্রাউণ্ড। কাম ইন, প্লিজ। তোমাকে আমাদের দরকার। ওভার।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল পাইলট। 'দিস ইজ বার্ড ওয়ান। তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনতে পেয়েছি... ইঞ্জিনও চালু করে দিয়েছি। ই.টি.এ. বিশ মিনিট। কোথায় পিকআপ করব তোমাদের?'

'সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আগে আকাশে ওড়ো, আমি একটু পরে তোমাকে ইভ্যাক পয়েন্ট জানাচ্ছি।' আবার চ্যানেল বদলাল কার্ল। 'দিদিয়ের, সিচুয়েশন রিপোর্ট দাও। শত্রুরা কোথায়?'

'চার মিনিটের মধ্যে আমার কাছাকাছি পৌঁছুবে। চেষ্টা করলে পালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু বোটটা সরাবার উপায় নেই।'

কার্লের কাছ থেকে সেটটা আবার নিল রানা। বলল, 'দিদিয়ের, আর যা-ই ঘটুক, ওরা যেন কিছুতেই বেস ক্যাম্পের

সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। তা হলে নির্ঘাত মরব আমরা!'

'কী করতে বলেন আমাকে, মসিয়ো রানা?'

'ওদের রেডিওম্যানকে খতম করো, তারপর গা ঢাকা দাও জঙ্গলে। যদি সম্ভব হয় তো দূরে চলে যেয়ো। আমরা ফেরার পথে তোমাকে তুলে নেব।'

'ঠিক আছে।'

নীরব হয়ে গেল রেডিও। কয়েক মুহূর্ত পর দূর থেকে ভেসে এল ফামাস অ্যাসল্ট রাইফেলের গুঞ্জন—টহল দলের উপর গুলি চালাচ্ছে দিদিয়ের। তার জবাবে আরও কিছু গুলি ছোঁড়া হলো। উঁচুতে থাকায় আবছাভাবে শোনা যাচ্ছে শব্দগুলো।

নীচে তাকাল রানা। এক্সক্যাভেটিং ইকুইপমেন্টের গগনবিদারী শব্দের কারণে ক্যাম্পের লোকেরা শুনতে পাচ্ছে না কিছু। তবে এ-অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না। দিদিয়ের পিছু হটলেই রেডিও উদ্ধার করবে টহল দলের বাকিরা। ক্যাম্পে রিপোর্ট করবে। অঁবিন আর পিনোঁ ফাঁদে পড়ে গেছে... ওরা নিজেরাও তা জানে না।

নার্ভাসনেসে আক্রান্ত হলো কার্ল। লিজনেয়ার বাহিনীতে একেবারেই নতুন সে, প্রথম শ্রেণীর ট্রেইনিং পেলেও আগে কখনও সত্যিকার বিপদ দেখেনি। মনে মনে কপাল চাপড়াল, এই মিশনে ভলাণ্টিয়ার হতে গেল কেন! রানার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধা জাগল... এতটুকু ঘাবড়ায়নি লোকটা, শান্ত চোখে জরিপ করছে পরিস্থিতি, সম্ভবত প্ল্যান আঁটছে। ওকে দেখে কিছুটা হলেও সাহস পাচ্ছে সে।

হেলিকপ্টারের কথা ভাবল কার্ল—ওদের উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায়। কিন্তু ওটা ওদেরকে তুলবে কোথা থেকে? আদর্শ জায়গা হিসেবে জ্বালামুখের পাড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না... কিন্তু সেটা একেবারে উন্মুক্ত। কপ্টারটাকে দেখামাত্র ঝাঁকে

ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে শত্রুরা। তা ছাড়া মেজর পিনোঁ আর অঁবিন নীচে রয়ে গেছে... ওদেরকেই বা উঠিয়ে আনবে কীভাবে? অনেক ভেবেও কোনও সমাধান পেল না।

'ইয়ে... মসিয়ো রানা...' ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল সে, 'চপারটাকে কোথায় আসতে বলব?'

'লেকের উপর,' বলল রানা, 'পানিতে থাকব আমরা।'

'কী বললেন?' চমকে উঠল কার্ল।

'ভুল শোনোনি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

সিদ্ধান্তটা যথেষ্ট হিসেব করে নিয়েছে ও। টহল দলের রিপোর্ট পেয়েই জঙ্গলে তল্লাশি চালাবে শত্রুরা, তখন ওদের ক্যাম্পের ভিতরে লুকিয়ে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ—কেউ সেটা আন্দাজ করতে পারবে না। সুযোগ বুঝে একটা বোট নিয়ে নেমে পড়া যাবে লেকে, পানির উপর থেকে ওদেরকে তুলে নেয়া সহজ হবে হেলিকপ্টারের জন্য। তা ছাড়া অঁবিন আর পিনোঁকে ফেলে যাওয়াও চলে না। এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে—রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ওদের কাছে, সেটা জানতেই হবে রানাকে।

কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল কার্ল, কিন্তু বিকল্প কিছু ভাবতে না পেরে রানার নির্দেশ ট্রান্সমিট করল পাইলটের কাছে। একটু পরেই দূর থেকে ভেসে এল চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ। গ্রেনেড... অনুমান করল রানা, দিদিয়েরকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়েছে টহল দলের সৈনিকরা। ফরাসি লিজনেয়ার তার আগেই সরে যেতে পেরেছে কি না কে জানে, রেডিও নীরব রইল। থেমে গেল গোলাগুলির আওয়াজও। দিদিয়ের সম্ভবত মারা পড়েছে।

পিছনে খসখসে শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা, তাকাল পাহাড়ের ঢালের দিকে। ঝোপঝাড় নড়তে শুরু করেছে... কেউ উঠে আসছে ওখান দিয়ে। ঝট্ করে পিস্তল বের করল ও, দেরি না করে গুলি ছুঁড়ল ঝোপ লক্ষ্য করে।

'মুভ!' চেঁচাল রানা।

ক্রল করে জ্বালামুখের ভিতরে নেমে গেল নেফারতিতি আর কার্ল, প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছুঁড়ে ওদেরকে সুযোগ করে দিল রানা। একটু পরেই ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে উদ্যত অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল চারজন মানুষ—আরেকটা টহল দল! শেষবারের মত একটা গুলি ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ডাইভ দিল সঙ্গীদের পিছনে। ওকে ধাওয়া করে ছুটে এল এক পশলা গুলি, গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল ওগুলো।

নেফারতিতি ইতিমধ্যে পিস্তল বের করে ফেলেছে, উপরদিকে ফাঁকা গুলি করল। খপ্ করে ওর কবজি চেপে ধরল রানা, হাতটা নামিয়ে আনল নীচে। ক্যাম্পের লোকজন এখনও কিছু টের পায়নি, কিন্তু জ্বালামুখের ভিতরে গোলাগুলি করলে ওদের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে এখুনি। টহল দল থেকে রেডিও করবার আগে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড হয়তো পাওয়া যাবে... সেটা কাজে লাগাতে হবে গা ঢাকা দেবার জন্য।

'ওঠো,' এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ক্রল করবার সময় শেষ।'

ঢাল ধরে ছুট লাগাল ও, পিছু পিছু নেফারতিতি আর কার্ল। পৌঁছে গেল বড় একটা তাঁবুর পিছনে—ওটা ওয়ার্কারদের ডরমিটরি। ঝাঁপ সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে। দ্রুত নজর বোলাল রানা, সবগুলো বাঙ্ক ফাঁকা, ওয়ার্কাররা খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেছে। অল্প সময়ের জন্য হলেও একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে।

কার্লের কাছ থেকে রেডিও নিয়ে ডাকল রানা, 'মেজর পিনোঁ, দিস ইজ রানা। কাম ইন!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব শোনা গেল। 'মসিয়ো রানা! হোয়াট দ্য হেল... রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করছেন কেন?'

'পরিস্থিতি গুরুতর বলে। আমাদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে

গেছে। দিদিয়ের সম্ভবত মৃত, বোটটাও দেখে ফেলেছে একটা টহল দল। হেলিকপ্টারকে খবর দেয়া হয়েছে, আপনারা ঢালের গোড়ার ডরমিটরি টেন্টে চলে আসুন। আমাদেরকে পালাতে হবে।'

'কী বলছেন এসব?'

'সামনাসামনি কথা হবে, তাড়াতাড়ি আসুন।'

তাঁবুর ঝাঁপ সরিয়ে বাইরে চোখ রাখছিল নেফারতিতি, রানার কথা শেষ হতেই বলল, 'ওরা খবর পেয়ে গেছে, রানা। ওয়্যারহাউসের ওই সুপারভাইজর চেঁচামেচি করছে। দাঁড়াও... স্যাটেলাইট ফোনে কাকে যেন কল করছে...'

'নিশ্চয়ই নাকামুরাকে,' আন্দাজ করল রানা। 'অঁবিন বা পিনোঁকে দেখতে পাচ্ছ?'

ঝাঁপ আরেকটু ফাঁকা করল নেফারতিতি। 'হ্যাঁ। আসছে ওরা।'

কয়েক মিনিট পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁবুতে ঢুকল দুই ফরাসি। চোখ-মুখ লাল।

'এসবের মানে কী?' রাগী গলায় বলল অঁবিন। 'আপনারা উপরে অপেক্ষা করলেন না কেন?'

'ওখানে আরেকটা টিম উদয় হয়েছে,' জানাল রানা। 'খেল খতম... পাততাড়ি গোটানো ছাড়া উপায় নেই।'

'আমাদের বোট? দিদিয়ের?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল পিনোঁ।

'আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল। দিদিয়ের বেঁচে থাকলে যোগাযোগ করবে, তখন নাহয় ওকে তুলে নেব। হেলিকপ্টারটা শীঘ্রি এসে পড়বে। লেকের মাঝখান থেকে আমাদেরকে পিকআপ করবার জন্য বলা হয়েছে পাইলটকে। শত্রুদের রেঞ্জের বাইরে ওটাই একমাত্র খোলা জায়গা।'

'এ-ই বুঝি আপনার প্ল্যান?' বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল অঁবিন। 'লেকের মাঝখানে যাব কী করে? সাঁতার কেটে?'

'ডক থেকে একটা বোট চুরি করব,' রানা বলল। 'কপাল ভাল হলে গোলমালের মাঝে কেউ খেয়াল করবে না আমাদের।'

অঁবিনকে সন্তুষ্ট মনে হলো না। কিন্তু পিনোঁ বলল, 'মসিয়ো রানা ঠিকই বলছেন। আর কোনও উপায় নেই। বোটই একমাত্র ভরসা।'

মেকশিফট ডকটা ডরমিটরি টেন্ট থেকে একশো গজ দূরে। তাঁবুর ঝাঁপ সরিয়ে বাইরের পরিস্থিতি যাচাই করে নিল রানা। অস্ত্রধারী প্রহরীরা তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে, তবে সেটা ঢালের কাছাকাছি। তাঁবুর কাছে নেই কেউ। হতভম্ব ভঙ্গিতে কিছু শ্রমিক দাঁড়িয়ে আছে ডকের আশপাশে, তবে তাদেরকে গোনায় না ধরলেও চলে।

মুখের কাছে রেডিও তুলল পিনোঁ। 'বার্ড ওয়ান, দিস ইজ গ্রাউণ্ড। কখন পৌঁছুবে তুমি?'

'জিপিএস বলছে ছয় মিনিট,' বলল পাইলট। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে রোটরের আওয়াজ শুনবেন।'

'রজার।'

পরক্ষণেই গুলির আওয়াজ হলো। কেউ খেয়াল করেনি তাঁবুর বিপরীত প্রান্তের ঝাঁপ সরিয়ে একজন সৈনিক ঢুকেছে ভিতরে। ওদেরকে দেখতে পেয়েই অটোমেটিক রাইফেল তুলে গুলি চালিয়েছে সে। সবচেয়ে কাছে ছিল কার্ল, তাকেই হজম করতে হলো বুলেটের ধারা। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত নেচে উঠল সে, তারপরেই রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। পিস্তল তুলে ট্রিগার চাপল ও, কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে ছিটকে পড়ল কার্লের খুনি।

ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গেছে সবাই। কার্লের পাশে

গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। প্রয়োজন নেই, তবু পালস চেক করল। নিথর হয়ে গেছে নাড়ি, কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রাণ হারিয়েছে তরুণ লিজনেয়ার। তার রাইফেলটা তুলে নিল রানা। আবেগ সংবরণ করে বলল, 'এখানে নিরাপদ নই আমরা, এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। তাঁবুর ঝাঁপ সরিয়ে জরিপ করল পরিস্থিতি। গুলির আওয়াজ শুনেছে শত্রুরা, কিন্তু উৎস ঠাহর করতে পারেনি। ছোটাছুটি করছে এদিক-সেদিক। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কয়েকজন জটলা করছে, তবে ডকের দিকটা ফাঁকা। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদেরকে ইশারা দিল সে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই জ্যা-মুক্ত তীরের মত তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল চার অভিযাত্রী, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল ডকের দিকে। হতভম্ব শ্রমিকদেরকে চোখের পলকে পাশ কাটাল, কয়েকজন বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেও তা গ্রাহ্য করল না। ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় পৌঁছে গেল গন্তব্যে। পিঠে গুলি খাওয়ার ভয় করছিল ওরা প্রতি মুহূর্তে, গুলি আসেনি... তাই বলে বিপদ কাটেনি মোটেই।

চারজনের ভারে দুলতে শুরু করেছে কাঠের তক্তা আর খালি ড্রাম দিয়ে তৈরি ভাসমান ডক, ভারসাম্য রক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওরা। বড় বোটটার পাশে পৌঁছেই তাতে লাফ দিয়ে চড়ে বসল নেফারতিতি, ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইঞ্জিন নিয়ে। ছুরি বের করে বোটের বাঁধন কাটতে শুরু করল অঁবিন। রানা আর পিনোঁ হাঁটু গেড়ে বসল, অ্যাসল্ট রাইফেলের সাইটের মাঝ দিয়ে নজর রাখল সৈকতের উপরে... বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি। হেলিকপ্টারের পাশে মুভমেণ্ট লক্ষ করল রানা, উড়াল দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে ওটা।

পিনোঁও দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা। দাঁতে দাঁত পিষে বলল,

'আমাদের চপার পৌঁছানোর আগেই ওটা যদি আকাশে ওঠে, আমরা শেষ!'

'প্রার্থনা করুন যেন তেমনটা না ঘটে,' বলল রানা।

বিকট শব্দে জ্যান্ত হয়ে উঠল বোটের ইঞ্জিন, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ওটায় উঠে পড়ল দলের তিন পুরুষ সদস্য। পরক্ষণে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল ডক লক্ষ্য করে। ঘাড় ফেরাতেই একদল সৈনিককে দেখতে পেল রানা, তাঁবুর সারির পিছন থেকে বেরিয়ে এসেছে... ছুটে আসছে ওদের দিকে। দলনেতাকে মুখের কাছে রেডিও তুলে চেঁচাতে দেখা গেল।

'মুভ!' গর্জে উঠল পিনোঁ।

থ্রটল দিয়ে সবেগে বোটকে আগে বাড়াল নেফারতিতি, ছোট্ট এক লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল জলযানটা। ডকে বাঁধা দ্বিতীয় বোটটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল রানা আর পিনোঁ, খোল ফুটো করে দিতে চায়, শত্রুরা যেন পানিতে নেমে ওদেরকে ধাওয়া করতে না পারে।

সৈকতে দাঁড়ানো হেলিকপ্টারের ডানা ঘুরতে শুরু করেছে, পিছনের হোল্ডে উঠে বসেছে অন্তত ছ'জন অস্ত্রধারী। সেদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল রানা। ওখানেই বিপদের শেষ নয়, অঁবিনের চিৎকার শুনে সামনে তাকাতেই আরেক দফা পিলে চমকানোর পালা। দ্বীপের পিছন থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ইনফ্লেইটেবল বোট, তাতে অস্ত্র হাতে বসে আছে আরও কয়েকজন সৈনিক—ওরা লেকের উল্টোপাশের সৈকতে শ্রমিকদের পাহারা দিচ্ছিল, দ্বীপের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ দেখা যায়নি।

'সান অভ আ বিচ!' খিস্তি করে উঠল পিনোঁ।

পলাতকদের দেখতে পেয়েই গুলি ছুঁড়ল বোটের অস্ত্রধারীরা। তবে ওরা রেঞ্জের বাইরে রয়েছে, পানিতে ছোট ছোট ফুলঝুরি তোলা ছাড়া কিছুই করতে পারল না। দ্বিধা ফুটল নেফারতিতির

চোখে—লেকের মাঝখানে যেতে হবে ওদেরকে, কিন্তু সেখানেই উদয় হয়েছে শত্রুরা, কাছে গেলেই গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকারও উপায় নেই, পিছন থেকে ছুটে আসছে প্রতিপক্ষের হেলিকপ্টার।

'আমাকে দাও,' বলে থ্রটলে বসল রানা। বোটকে ঘুরিয়ে নিল, এবার ছুটে চলেছে লেকের আরেক প্রান্তে, যেখান দিয়ে জলপ্রপাত হয়ে নামছে পানির ধারা।

'কী করছেন আপনি!' হতভম্ব চোখে রানার দিকে তাকাল অঁবিন।

'লেকের মাঝখানে যাওয়া সম্ভব নয়, সৈকতের দিকেও যাওয়া সম্ভব নয়... এখন ওদিকটাই ভরসা,' তাকে বলল রানা।

'তাই বলে ঝাঁপ দেবেন?'

'উঁহুঁ, যতক্ষণ সম্ভব খোলা জায়গায় থাকতে চাই, যাতে আমাদেরকে পিকআপ করতে পারে আপনাদের পাইলট। ওদিকটা পুরোই ফাঁকা।'

সভয়ে সামনে তাকাল ওর সঙ্গীরা। সিকি মাইল দূরে, জ্বালামুখের উঁচু পাড়ের মাঝখানে বিশাল এক ফাঁক, সগর্জনে উত্তাল ঢেউয়ের আকার নিয়ে পানি ছুটে চলেছে ওদিকে, জলপ্রপাত হয়ে আছড়ে পড়ছে নীচে, উঠে আসছে কুয়াশার মত জলকণা। আবছা হয়ে আছে জায়গাটা। যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে জলপ্রপাতের গুম গুম আওয়াজ। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা, নাক ঘুরিয়েছে শত্রুদের বোট, ইন্টারসেপ্ট করবার জন্য সবেগে ছুটে আসছে।

'গুলি করুন!' পিনোঁকে বলল ও। 'ওদেরকে কাছে আসতে দেবেন না!'

দেরি না করে রাইফেল তুলল দুই ফরাসি, ট্রিগার চাপতে শুরু করল। রানার রাইফেল নিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল

নেফারতিতি। কয়েক মিনিট চলল গুলি-বিনিময়, তারপর হঠাৎ... জলপ্রপাতের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল রোটরের আওয়াজ। কুয়াশার মেঘ ভেদ করে আকাশে উদয় হলো কালচে একটা আকৃতি।

লিজনের জেটরেঞ্জার! ডিটেকশন এড়াবার জন্য অনেক নীচ দিয়ে উড়ে এসেছে পাইলট, একেবারে জ্বালামুখের পাশে এসে উপরে উঠেছে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে যাচাই করে নিল পরিস্থিতি। অফেন্সিভ কোনও ওয়েপন নেই জেটরেঞ্জারে, কাজেই ধাওয়া করতে থাকা বোটটাকে ঠেকানো সম্ভব নয় তার পক্ষে। রেডিওতে জিজ্ঞেস করল, 'মেজর, কী করতে হবে আমাকে?'

'দাঁড়াতে পারব না আমরা,' মুখের কাছে ওয়াকি-টকি তুলে চেঁচাল পিনোঁ। 'প্রিপেয়ার ফর ফাস্ট এক্সট্র্যাকশন!'

'ইয়েস, স্যর।'

'তাড়াতাড়ি! দেরি করলেই জলপ্রপাত টপকে নীচে পড়ে যাব আমরা।'

ঝটপট দড়ি নামিয়ে দিল পাইলট। একটা চক্কর দিয়ে বোটের সঙ্গে অ্যালাইন করল হেলিকপ্টার। এখন ওদের ঠিক সামনে ভেসে রয়েছে। থ্রটল বাড়িয়ে ঝুলন্ত দড়ির দিকে বোটকে এগিয়ে নিয়ে গেল রানা। পিছন থেকে আবারও গুলি করল শত্রুরা।

'হারি আপ!' চিৎকার করল রানা। জলপ্রপাতের একেবারে কাছে চলে এসেছে বোট; ইঞ্জিনের প্রয়োজন নেই, স্রোত এখন তুমুল বেগে ওদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ওদেরকে।

গতি অ্যাডজাস্ট করে বোটের উপরে এসে গেল জেটরেঞ্জার। দু'পাশ থেকে ঝুলছে নায়লনের দুটো রোপ, রোটরের ডাউনড্রাফটে সাপের মত কিলবিল করছে। একটা দড়ি ধরে ফেলল পিনোঁ, হুকের সাহায্যে আটকে ফেলল হারনেসে, কিন্তু অন্যটা রয়ে গেল নাগালের বাইরে। ভীষণভাবে দোল খেয়ে

আচমকা ওটা আঘাত হানল নেফারতিতির পিঠে। হুমড়ি খেয়ে বোটের কিনার টপকে পড়ে যাবার উপক্রম হলো ওর, খপ্ করে পিছন থেকে ওর বেল্ট ধরে ফেলল রানা, বাঁচাল ভয়ানক পরিণতির হাত থেকে।

'থ্যাঙ্কস্,' ঘাড় ফিরিয়ে কাঁপা গলায় বলল নেফারতিতি।

'মেনশন নট,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'কিন্তু সাবধান থেকো।'

পিছন থেকে আবার গুলি করা হলো, ঠক ঠক শব্দে বোটের গায়ে বিঁধল কয়েকটা বুলেট। কোর্স বদলে একটু বাঁয়ে সরে এল রানা, মুক্ত দড়িটা যাতে দোল খেয়ে ওদের উপরে চলে আসে। তা-ই ঘটল। এবার তৈরি ছিল নেফারতিতি, নাগালে পেয়েই শক্ত হাতে ধরে ফেলল ওটা, হারনেসের হুকে আটকে ফেলল।

শত্রুদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ছে অঁবিন, তাকে লক্ষ্য করে চেঁচাল রানা, 'অঁবিন, কী করছেন? জলদি দড়ি ধরুন!'

মাথা ঘুরিয়ে আঁতকে উঠল ফরাসি এজেন্ট—জলপ্রপাত আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে... ভীষণ বেগে সেদিকে ছুটে চলেছে বোট। পড়িমরি করে প্রথম দড়িটা ধরে ফেলল সে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল হুক আটকানোয়।

জলপ্রপাতের ডগায় প্রবল আক্রোশে গর্জে উঠছে পানি, বড় বড় ঢেউয়ের মাঝে পড়ে ঝাঁকি খেতে লাগল বোট। ওটাকে স্থির রাখাই মুশকিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাল ধরে থাকল রানা; পানির পতন যখন মাত্র পনেরো ফুট দূরে, তখন ঝাঁপ দিল দড়ি লক্ষ্য করে, দু'হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে ফেলল ওটা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পায়ের তলা থেকে সরে গেল ওদের বাহন, এক ঝটকায় চার আরোহীকে শূন্যে তুলে ফেলল জেটরেঞ্জার। ঝুলন্ত অবস্থায় পাক খেতে খেতে হারনেসের হুক আটকাল রানা, তারপর তাকাল পিছন দিকে। ওদের বোট জলপ্রপাত টপকে নীচে পড়ে যাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্য যেন বাতাসে ভেসে রইল, তারপর পানির

প্রবল ধারার সঙ্গে পাহাড়ি ধাপে আছড়ে পড়ল ওটা, টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল চারদিকে। ভাঙা টুকরোগুলো এরপর ভাসতে ভাসতে রওনা হলো জলপ্রপাতের দ্বিতীয় ধাপের দিকে।

মৃদু চিৎকার শুনে লেকের দিকে নজর ফেরাল রানা। নিজেদের বোট নিয়ে যুঝছে শত্রুরা—স্রোতের গতি-প্রকৃতি বা শক্তি সম্পর্কে আঁচ করতে পারেনি, চলে এসেছে জলপ্রপাতের বড্ড কাছে; এখন ইঞ্জিনের পুরো শক্তি খাটিয়েও কিছুতেই ফিরতে পারছে না। প্রমত্তা পানি বোটটাকে নিয়ে চলেছে জলপ্রপাতের কিনারে। মায়াই হলো রানার, কিন্তু কিছুই করার নেই। কয়েক সেকেণ্ড পরেই জলপ্রপাতের চূড়া থেকে নীচে খসে পড়ল ওদের বোট, ছিটকে পড়ল মানুষগুলো, গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করছে। দূর থেকে মনে হলো হাত-পা ছুঁড়তে থাকা কতগুলো পুতুল যেন। নীচে আছাড় খেতেই থেমে গেল সেই আর্তনাদ। চোখ ঘুরিয়ে নিল রানা।

শরীরের ওজনে হারনেসের স্ট্র্যাপ মাংস কেটে বসে যাচ্ছে কাঁধ, কোমর আর উরুতে। বাতাসের তোড়ে পেণ্ডুলামের মত দুলছে ওরা চারজন। বাড়তি ওজনের টানে ব্যালান্স ঠিক থাকছে না জেটরেঞ্জারের, নড়ে উঠছে বার বার। কোর্স মেইনটেন করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পাইলট।

রানার ঠিক উপরে ঝুলছে পিনোঁ। তার দিকে মুখ তুলে গলা চড়িয়ে ও বলল, 'উপরে উঠুন, মেজর! এভাবে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। ওদের কপ্টারটা এক্ষুণি চলে আসবে। আমাদেরকে এভাবে ঝুলিয়ে রেখে ম্যানুভার করতে পারবে না পাইলট।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধীরে ধীরে দড়ি বাইতে শুরু করল পিনোঁ। রানা তাকাল নেফারতিতির দিকে। চুলের বাঁধন খুলে গেছে, বাতাসে উড়ছে ওর এলোচুল, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে! পরক্ষণে সচেতন হলো, শাসন করল মনকে—এখন কি রোমাণ্টিক হবার

সময়? নেফারতিতির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটু হাসল। ইশারায় উপরে উঠতে বলল ওকে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মেয়েটা। অঁবিনও দেখেছে ইশারাটা, বুড়ো আঙুল তুলে বুঝতে পেরেছে বলে সঙ্কেত দিল।

বাতাসের তীব্র অত্যাচার অগ্রাহ্য করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠতে থাকল চারজনে। হাত-পায়ের পেশিতে খিল ধরে গেল, তাই বলে থামল না। দাঁতে দাঁত পিষে ক্লাইম্ব করে চলল। যেন অনন্তকাল পরে জেটরেঞ্জারের রিয়ার কেবিনে উঠে এল ওরা, ওখানে পৌঁছেই সটান হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক, কাঁপছে হাত-পা।

একটু স্থির হয়ে উঠে বসল রানা। দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আগ্নেয়গিরির দিকে। জ্বালামুখের ঠিক উপরে, আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে একটা কালো বিন্দু, ধীরে ধীরে আকারে বড় হচ্ছে ওটা। ছুটে আসছে ওদেরকে লক্ষ্য করে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

বিপদ কাটেনি এখনও।

পনেরো

এক হাতে নিজেদের চপারের ডোর ফ্রেম ধরে বকের মত গলা বের করে রেখেছে ক্যাপ্টেন হারুকি, আরেক হাত দিয়ে চোখে ঠেকিয়ে রেখেছে বিনকিউলার। র‍্যাপেলিং করে প্রতিপক্ষের চার

সদস্যকে তাদের হেলিকপ্টারে উঠে যেতে দেখল। শত্রু হলেও ওদের কর্মকাণ্ড মুগ্ধ করছে তাকে। দড়ি বেয়ে এভাবে একটা উড়ন্ত কপ্টারে চড়া সহজ কাজ নয়, তাও আবার বাতাসের বিপরীতে।

প্রফেশনাল দৃষ্টিতে বিচার করলে পুরো অপারেশনটার জন্য ওদের প্রশংসা না করে উপায় নেই। ছোট্ট একটা দল, মাত্র ছ'জন সদস্য... যদিও দু'জনকে হারিয়েছে, তারপরেও ওদের সাফল্যকে অগ্রাহ্য করা যায় না। নিরাপত্তায় বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি হারুকি, কিন্তু ওর নিজের হাতে সাজানো নিখুঁত সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট ভেদ করেছে এরা। ঢুকে পড়েছে ক্যাম্পে, কী করেছে না করেছে খোদাই জানে... এরপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে বেরিয়েও গেছে! পলায়ন-পর্বটা ছিল সবচেয়ে দর্শনীয়, রীতিমত দুঃসাহসের কাজ। হারুকির সঙ্গে নিজেদের হেলিকপ্টার না থাকলে এতক্ষণে ওরা পগার পার হয়ে যেত। বাহবা দিতেই হচ্ছে।

তবে চিন্তিত নয় হারুকি, কারণ এতকিছুর পরেও জয় তারই হবে। পালাতে পারবে না অচেনা প্রতিপক্ষ। একটা চপার নিয়ে ইতিমধ্যে ধাওয়া শুরু করেছে সে, কয়েক মিনিটের ভিতর হেভি মেশিনগান-সহ আরও দুটো হেলিকপ্টার টেকঅফ করবে কোবায়াশির ফ্যাসিলিটি থেকে... রেডিওতে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। ওদের তিনটে হেলিকপ্টারের মাঝখানে ফাঁদে পড়ার দশা হবে প্রতিপক্ষের।

কোনও সন্দেহ নেই হারুকির মনে, ওয়্যারহাউসের অনুপ্রবেশকারী আর আজকের লোকগুলো একই দলের। সাধারণ কেউ নয় এরা, চালচলনে প্রশিক্ষিত কমাণ্ডোর ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু কোথাকার কমাণ্ডো? সেটাই জানতে হবে তাকে। মি. নাকামুরার গোপন অপারেশনের কতটুকু এরা জেনে ফেলেছে, সেটা কার কার কাছে ফাঁস করেছে—সব উত্তর পেতে হবে তাকে। আর

সেজন্যে ওদের অন্তত একজনকে জ্যান্ত পাকড়াও করবার চেষ্টা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত যদি সেটা সম্ভব না-ই হয়, কপ্টারটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। আর যা-ই ঘটুক, ওদেরকে পালাতে দেবে না সে।

পিছিয়ে এসে সিটে হেলান দিয়ে বসল ক্যাপ্টেন হারুকি। বিনকিউলার নামিয়ে হাতে তুলে নিল নিজের সাবমেশিনগান।

গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল, পরমুহূর্তেই ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। দরজা না থাকায় অবাধে প্যাসেঞ্জার কেবিনে ঢুকছে বৃষ্টির ছাঁট, ভিজিয়ে দিচ্ছে আরোহীদেরকে। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল রানা। বিশ্রাম নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসেছে সবাই।

'সবাই ঠিক আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পিনোঁ কিছু বলল না, তবে অঁবিন আর নেফারতিতি মাথা ঝাঁকাল।

'বোটটা দারুণ হ্যাণ্ডেল করেছেন,' প্রশংসার সুরে বলল ফরাসি এজেণ্ট। 'আপনার কারণেই ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি, মসিয়ো রানা।'

'ওসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে,' তার দিকে ঘুরল রানা। 'তার আগে জানতে চাই, আপনারা দুজন ক্যাম্পের ভিতরে করছিলেনটা কী?'

'পরে বলব।' হামাগুড়ি দিয়ে ককপিটের দিকে এগোবার চেষ্টা করল অঁবিন। পাইলটের পাশে... নিজের পুরনো সিটে ফিরে যেতে চায়।

তাকে বাধা দিল নেফারতিতি। 'আপনি হেলিকপ্টার চালাতে জানেন?'

মাথা নাড়ল অঁবিন।

'ওখানে তা হলে আমাকে যেতে দিন। ঝড় শুরু হয়েছে;

পিছনের দরজাদুটো না থাকায় আমাদের ব্যালান্স আর স্পিড... দুটোই অ্যাফেক্টেড। আপনার পাইলটের সাহায্য দরকার।'

'আপনি কো-পাইলট হতে চাইছেন? ফ্লাই করতে পারেন?'

সায় জানাল নেফারতিতি।

আপত্তি না জানিয়ে রাজি হয়ে গেল অঁবিন। 'বেশ, যান।'

নেফারতিতি ককপিটে ঢুকে গেলে প্যাসেঞ্জার কেবিনের র‍্যাক থেকে দু'জোড়া হেডসেট নামাল সে। একজোড়া রানাকে দিল, অন্যজোড়া নিজে পরে কথা বলতে শুরু করল ওদের অস্ট্রেলীয় পাইলটের সঙ্গে। পিনোঁ একচুল নড়ল না, দুই সঙ্গীকে হারিয়ে ভীষণ নাড়া খেয়েছে সে। সত্যিকার একজন সৈনিকের জন্য তার সহযোদ্ধারা পরিবারের মত। শোকে মূহ্যমান হয়ে গেছে সে।

অস্ট্রেলীয় পাইলটের নাম কনরাড, হেডসেটে তার কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইল অঁবিন।

'অন্য চপারটার থেকে পাঁচ মিনিট এগিয়ে আছি আমরা, স্যর,' ফরাসি ভাষায় বলল পাইলট, কড়া অস্ট্রেলীয় টান। 'ওটাকে *গ্যাযেল* মডেলের বলে মনে হলো আমার কাছে। জেটরেঞ্জারের চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে। ঝড়ের কাভার ব্যবহার করছি আমি, কিন্তু এই কাভার বেশিক্ষণ টিকবে না।'

'কী করা যায়?' পরামর্শ চাইল অঁবিন।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেলো জেটরেঞ্জার, আচমকা বাতাসের ডাউনড্রাফটে পড়ে নেমে এল প্রায় পঞ্চাশ ফুট। বামদিক থেকে বাতাস বইছে, কিন্তু ঝড়ের ঝাপটা আসছে চারদিক থেকেই। পুরো আকাশ জুড়ে যেন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। কনরাডের ডানপাশের সিটে কন্ট্রোল আঁকড়ে ধরে বসে আছে নেফারতিতি, পাইলটকে সাহায্য করতে তৈরি। ফরাসি না বোঝায় ইংরেজিতে জানতে চাইল কী নিয়ে কথা হচ্ছে।

'আমরা আমাদের অপশন নিয়ে ভাবছি, ক্যাপ্টেন শেফার্ড,'

বলল কনরাড। 'পিছনের গ্যাযেলটা ধরে ফেলবে আমাদের... ঝড়ের কাভার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুনো সম্ভব নয়।'

'আরও বিপদ আছে,' রানা বলল। 'পোর্টে আরও চপার আছে কোবায়াশির। ওদের জায়গায় আমি থাকলে ওগুলোকেও পাঠাতাম আমাদের ইন্টারসেপ্ট করতে।'

'এ তো দেখছি উভয় সঙ্কট!' বলল নেফারতিতি। 'কোথায় যাব আমরা?'

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল রানা। তারপর বলল, 'চেপো-র দিকে যাওয়া ঠিক হবে না, বড্ড নির্জন ওদিকটা। তারচেয়ে কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের রিজের দিকে যাওয়া যাক। কপাল ভাল হলে গ্যাযেলটাকে ফাঁকি দেয়া যাবে, ক্যানাল পেরিয়ে পশ্চিম দিক থেকে ঢুকতে পারব পানামা সিটিতে। বাকি চপারগুলো যদি আমাদেরকে নাগালেও পায়, টোকুমেন এয়ারপোর্টের রেডার কাভারেজের ভিতরে হামলা করবার সাহস পাবে না।'

মনে মনে পানামার ম্যাপ স্মরণ করল নেফারতিতি। 'পোর্টের চপারগুলোকে পাশ কাটাতে চাইছ তুমি?'

'হ্যাঁ। খোলা বা নির্জন জায়গায় কোনও আশা নেই আমাদের। নিশ্চিন্তে আক্রমণ করতে পারবে ওরা। তাই এমন কোথাও যাওয়া দরকার, যেখানে গোলাগুলি শুরু করবার আগে দশবার ভাবতে হবে ওদেরকে।'

'তা-ই করো!' পাইলটকে নির্দেশ দিল অঁবিন।

কপ্টারকে উত্তরদিকে ঘোরাল কনরাড, দ্রুত কমিয়ে আনল উচ্চতা। উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে সামনে, দেখতে চাইছে কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের পর্বতমালা, শিরদাঁড়ার মত গোটা পানামার মাঝ দিয়ে মাথা তুলে রেখেছে এই পাহাড়সারি।

মাথায় হেডফোন পরল মেজর পিনোঁ, টেনে তুলে নিল

র‍্যাপেলিঙের দড়িদুটো। ওগুলোকে সেফটি লাইন হিসেবে ব্যবহার করল পিছনের তিন আরোহী, নিজেদেরকে বেঁধে ফেলল কেবিনের কাঠামোর সঙ্গে। একটু পরেই ইভেসিভ ম্যানুভার শুরু করবে ওদের পাইলট, দরজা না থাকায় গড়িয়ে বাইরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাইরে নজর বোলাল রানা—বৃষ্টির তোড় বেড়েছে, আধমাইলের বেশি দৃষ্টি চলে না। এর মাঝে দেখা নেই ধাওয়ারত গ্যাযেলের। তাই বলে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই দূরে ভেসে উঠল ওটার আবছা কাঠামো, পরক্ষণে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। ঘুরপথে যাচ্ছে ওরা, অন্তত এক ঘণ্টা লাগবে ক্যানালে পৌঁছুতে, তারপর পানামা সিটি কয়েক মিনিটের পথ। ততক্ষণ কি এড়িয়ে থাকা যাবে শত্রুদের?

অলটিচ্যুড আরেকটু কমাল পাইলট। নীচের টপোগ্রাফি পরিষ্কার হলে একটা বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল পর্বতমালার ভিতরে। আঁকাবাঁকা গিরিখাত ধরে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে চলল জেটরেঞ্জার। দু'পাশে গাছপালায় ছাওয়া পাহাড়ি ঢাল, তার ওপর বর্ষণমুখর আবহাওয়া... যে-কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পেটের ভিতরে সুড়সুড়ি অনুভব করল রানা।

ঘন ঘন মোড় নিচ্ছে হেলিকপ্টার, মাংস কেটে বসে যাচ্ছে সেফটি লাইনের বাঁধন। ব্যালান্স রাখার জন্য একটা সিটের পায়া আঁকড়ে ধরল ও। তারপরেও রেহাই নেই, প্রতি মুহূর্তে এদিক-সেদিক ছিটকে যেতে চাইছে দেহ। একবার খোলা দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ বেরিয়ে গেল, আরেকবার মাথা গিয়ে ঠোকর খেলো প্যাসেঞ্জার কেবিনের ছাতে, পরক্ষণে অঁবিনের গায়ে আছড়ে পড়ল ও। ব্যথায় একসঙ্গে ককিয়ে উঠল দুজনেই। মনে হলো যেন নিয়ন্ত্রণহীন কোনও রোলার কোস্টারে উঠেছে ওরা।

হেডফোনে কনরাড আর নেফারতিতিকে পাইলটসুলভ ভাষায় আলোচনা করতে শুনছে রানা, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দিল না। মনোযোগ দিচ্ছে ফুরসত পেলেই কপ্টারের পিছনের আকাশে নজর বোলাতে। একে একে ত্রিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, একবারও গ্যাযেলকে দেখতে পেল না। শেষে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবে, তখুনি দেখা পেল ওটার। ঝোড়ো মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে, বিজলির আলোয় চকচক করে উঠেছে যান্ত্রিক ফড়িংটার গা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আবার কুয়াশার মাঝে ডাইভ দিয়ে হারিয়ে গেল।

'ওরা এখনও পিছনে আছে,' হেডফোনে শান্ত গলায় জানাল রানা।

'কত দূরে?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'বলা কঠিন। সম্ভবত সিকি মাইল।'

ডাইভ দিল জেটরেঞ্জার, ঢুকে পড়ল নাম না জানা এক উপত্যকায়, নীচে ঘন জঙ্গল। গাছপালার প্রায় মাথা ছুঁয়ে প্রাণপণে ছুট লাগাল।

'হ্যাং অন!' চেঁচাল কনরাড, তারপরেই শুরু হলো অ্যারোব্যাটিক ম্যানুভার। উল্টে-পাল্টে, মোচড় খেয়ে পর্বতমালার গভীর থেকে গভীরে ঢুকে পড়ছে। লোকটার পাইলটিং স্কিল মুগ্ধ করল রানাকে।

কিন্তু গ্যাযেলের পাইলটও কম যায় না, আঠার মত লেগে রয়েছে পিছনে। দু'বার ওটাকে দেখল রানা, ওদেরকে অনুসরণ করে একই পথে ছুটে আসছে। দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপর্বত আর ক্রুদ্ধ ঝড়-বাদলের মধ্যে চলছে দুই আকাশযানের ইঁদুর-বেড়াল খেলা। দুটোই এড়িয়ে চলা উচিত সুস্থ মস্তিষ্কের যে-কোনও পাইলটের। আরও পনেরো মিনিট পেরুল। এবার সমীকরণে যুক্ত হলো সাবমেশিনগানের গুলি।

সবার আগে মাযল ফ্ল্যাশ দেখল মেজর পিনোঁ। তবে নির্বিকার রইল সে। এক্সট্রিম রেঞ্জে রয়েছে ওরা, এতদূর থেকে লক্ষ্যভেদ কিংবা হেলিকপ্টারের কোনও ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না গুলি। তা ছাড়া এ-মুহূর্তে কিছু করারও নেই। তাই ইশারায় শুধু সঙ্গীদেরকে দেখাল ব্যাপারটা। তারপর ফের দৃষ্টি ফেলল বাইরে। রক্তের গন্ধ পাওয়া শিকারি কুকুরের মত ওদের ট্রেইল ধরে ছুটে আসছে গ্যাযেল, লিজনের অস্ট্রেলীয় পাইলটের প্রতিটি মুভমেণ্ট অনুকরণ করছে নিখুঁতভাবে।

খানিক পরেই পলাতকদের উপরে উদয় হলো আরও দুটো হেলিকপ্টার। আকারে গ্যাযেলের চেয়ে বড়, দুটোতেই রয়েছে ডোর-মাউণ্টেড পয়েণ্ট থ্রি জিরো ক্যালিবারের হেভি মেশিনগান। অনেক দেরিতে ওগুলোকে দেখল কনরাড আর নেফারতিতি, তখন ওরা ফায়ার ওপেন করেছে। বৃষ্টিতে ঘোলা হয়ে যাওয়া অন্ধকার আকাশ চিরে ছুটে এল দু'জোড়া ট্রেসার বুলেটের ধারা। নেফারতিতির চিৎকার শুনে ঝটকা দিয়ে জেটরেঞ্জারকে কাত করল কনরাড, সরে এল বুলেটের গতিপথ থেকে। প্যাসেঞ্জার কেবিনের তিন আরোহী সেফটি লাইনের চাপে কাতরে উঠল।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে আবারও গুলি ছুঁড়ল কপ্টারদুটো, আবারও বাউলি কাটার ভঙ্গিতে ফাঁকি দিল কনরাড। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা, লিড চপারটাকে চিনতে পারল। কালো রঙের কনভার্টেড হেলিকপ্টার গানশিপ... ওটাই লেকের পানিতে সেদিন ডেপথ চার্জ ফেলেছিল। অলটিচ্যুড কমিয়ে দুটো গানশিপই নেমে এল নীচে, প্রথমটা গ্যাযেলের সামনে অবস্থান নিল, দ্বিতীয়টা চলে গেল পিছনে... একটু কোনাকুনি পজিশনে। চমৎকার ফায়ারিং ফরমেশন। সুযোগ পেলেই একসঙ্গে গুলি চালাতে পারবে সবগুলো চপার।

নিজের রাইফেল থেকে কয়েকটা গুলি করল মেজর পিনোঁ।

পাঁচশো গজ দূর থেকে কিছু করা কঠিন; তবে শত্রুদের জানিয়ে দেয়া হলো যে, ওরা একেবারে নিরস্ত্র নয়। প্রয়োজনে কামড় দিতে পারবে।

'এবার কী?' দমে যাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'প্রার্থনা করুন যাতে ওদের উপরে বাজ পড়ে,' হালকা গলায় বলল রানা।

ওর রসিকতায় কেউ প্রতিক্রিয়া দেখাবার সময় পেল না, তার আগেই হেডফোনে শোনা গেল নেফারতিতির আঁতকে ওঠা কণ্ঠ।

'ওহ্ মাই গড! কনরাড, সামনে!'

সংকীর্ণ এক উপত্যকায় ঢুকে পড়েছে জেটরেঞ্জার। উপত্যকার মাঝ দিয়ে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে গেছে অনেকগুলো হাই-টেনশন ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যায়ার—তিন মাইল দক্ষিণের ম্যাডেন বাঁধ থেকে উৎপাদিত জল-বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে ওগুলোর মধ্য দিয়ে। ভিজিবিলিটি কম থাকায় দূর থেকে বিদ্যুতের তারগুলো দেখা যায়নি, দেখা গেছে একেবারে শেষ মুহূর্তে... তাও স্রেফ নেফারতিতির কড়া নজরের জন্যে।

'হোল্ড অন্! আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' বলল কনরাড।

উচ্চতা বাড়াল না সে, বরং পাওয়ার লাইনের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার মত কোর্সে এগিয়ে গেল। আশা করছে পিছনের চপারগুলো ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, দেখতে পাবে না তারগুলো। প্ল্যানটা সফল হবার জন্য ওদের অন্যমনস্ক থাকাটা খুবই জরুরি।

নব্বুই নট গতিতে, ঝোড়ো হাওয়াকে মোকাবেলা করে যতটা সম্ভব কাছে চলে গেল কনরাড... তারপর এক ঝটকায় উপরে ওঠাল জেটরেঞ্জারকে। নিখুঁত টাইমিং, পাওয়ার লাইনকে মাত্র ছ'ফুট উপর দিয়ে অতিক্রম করল কপ্টারের স্কিড। পিছনের গানশিপের পক্ষে সেটা সম্ভব হলো না, রিঅ্যাকশনের জন্য যথেষ্ট

সময় পায়নি ওটা। কনরাডের ধারণাই ঠিক, পাইলটের নজর সেঁটে রয়েছিল শিকারের উপর, আশপাশে নজর রাখেনি সে। জেটরেঞ্জার আচমকা উপরে উঠে যেতেই দেখতে পেল বাধাটা, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একটাই উপায় ছিল—নীচে ডাইভ দিয়ে পাওয়ার লাইনের তলায় চলে যাবার চেষ্টা করতে পারত, তবে মাথা কাজ করল না তার। কনরাডকে অনুকরণ করে উপরে ওঠার প্রয়াস নিল, ফলে পাওয়ার লাইনে বেধে গেল স্কিড দুটো।

প্রচণ্ড এক ঝটকায় থেমে গেল গানশিপ। আলোর ফুলঝুরি দেখা দিল। সাপের মত এঁকেবেঁকে শত-সহস্র বিদ্যুৎশিখা উঠে এল ধাতব শরীরটাতে, বয়ে গেল কয়েক লাখ ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি। বিদ্যুতের তারে আটকানো বাদুড়ের মত উল্টো হয়ে ঝুলে পড়ল গোটা কাঠামো। বিকট শব্দে ফাটতে শুরু করল ইলেকট্রনিক কনসোলগুলো, সেই সঙ্গে পুড়ে গেল ভিতরের মানুষগুলো। খুলির ভিতরে সেদ্ধ হয়ে গেল মগজ; বাষ্প হয়ে গেল রক্ত; কাবাব হয়ে গেল মাংস। তীব্র তাপে এরপর গলতে শুরু করল অ্যালুমিনিয়ামের ফিউজেলাজ। জ্বলন্ত একটা গোলার মত একটু পরেই লাইন ছিঁড়ে উপত্যকার মেঝেতে আছড়ে পড়ল গানশিপ।

গ্যাযেল আর দ্বিতীয় গানশিপ সময় পেয়েছে বিপর্যয় এড়াবার, তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে দু'দিকে সরে গেছে ওগুলো। কয়েক সেকেণ্ড পর হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

'ব্রাভো, কনরাড!' প্রশংসা করল রানা। 'দারুণ দেখিয়েছেন!'

বাকিরাও সুর মেলাল।

শ্যাগ্রেস নদীর উপরে চলে এসেছে ওদের হেলিকপ্টার, দু'মাইল দূরে পানামা ক্যানাল। খালের পানির মূল উৎস এই নদী। পানামা সিটি এখন পঁচিশ মাইল দূরে। প্রতিপক্ষের একটা

চপার ধ্বংস হলেও পুরোপুরি স্বস্তি পাবার উপায় নেই। বাকিদুটো ফিরে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে।

তা-ই ঘটল। কয়েক মুহূর্ত পর বাইরের দিকে ইশারা করে চেঁচিয়ে উঠল পিনোঁ। দ্বিতীয় গানশিপ উদয় হয়েছে দৃষ্টিসীমায়। কোনাকুনি পথে এগিয়ে আসছে, যাতে গুলি করবার জন্য যথেষ্ট জায়গা পায় ওটার গানার।

রেঞ্জে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ওপেন করা হলো। হেভি মেশিনগানের প্রথম গুলিধারা অল্পের জন্য মিস করল জেটরেঞ্জারকে। কয়েক ফুট দূর দিয়ে চলে গেল ওগুলো। দ্বিতীয় দফা গুলি করা হলো কয়েক সেকেণ্ডের তফাতে। এবার তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। ঠক ঠক করে জেটরেঞ্জারের লেজে আঘাত হানল ভারী বুলেট। দুলে উঠল আকাশযানটা। দ্রুত বাইরে দৃষ্টি বোলাল পিনোঁ, কিন্তু তার আগেই পজিশন বদলে আড়ালে চলে গেছে গানশিপ।

'রানা, আপনার পাশ থেকে আসছে!' বলল সে।

ঘাড় ফেরাতেই স্টারবোর্ড সাইডে কালচে একটা আকৃতি আবছাভাবে দেখতে পেল রানা। নিশ্চিত হবার জন্য দেরি করল না, হাতের রাইফেল তুলে গুলি করল তৎক্ষণাৎ। তবে ওর ঠুনকো প্রতিরোধকে পাত্তাই দিল না হামলাকারী গানশিপ। ভারী গুলিবর্ষণ আবারও ক্ষতবিক্ষত করল জেটরেঞ্জারকে।

'কনরাড! নীচে নামুন!' খালি ম্যাগাজিন বদলাতে বদলাতে নির্দেশ দিল রানা।

ডাইভ দিয়ে নদীর পানে নেমে গেল জেটরেঞ্জার। লেভেল হলো পানির কয়েক ফুট উপরে পৌঁছে। কয়েক মুহূর্ত ওভাবে এগিয়ে আবারও কণ্ট্রোল কলাম টানল কনরাড। সামনে একটা ব্রিজ পড়েছে—একপাশে রেললাইন, অন্যপাশে গাড়ি চলাচলের রাস্তা; ডারবি-ঘোড়ার মত টপকে গেল ওটাকে।

বাঁয়ে ঘুরে গেইলার্ড কাটের দিকে এগোবার চেষ্টা করল কনরাড, কিন্তু থমকে গেল কিছুদূর গিয়ে। ওদের পথ আটকে ওখানে হোভার করছে গ্যাযেল। জেটরেঞ্জারকে দেখামাত্র খুলে গেল পিছনের একটা দরজা, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা সাবমেশিনগানের ব্যারেল। একসঙ্গে ফায়ার করল ওগুলো, চিড় ধরল জেটরেঞ্জারের প্লেক্সিগ্লাসের ক্যানোপিতে। তাড়াতাড়ি দোল খাওয়ার ভঙ্গিতে কপ্টারকে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরিয়ে আনল কনরাড, মুখ দিয়ে খিস্তি বেরুচ্ছে।

ফাঁদে পড়ে গেছে জেটরেঞ্জার। ক্যানালের উপরে পৌঁছে গেছে ওরা, দু'পাশে অনেকদূর পর্যন্ত উঁচু পাহাড়ি ঢাল, ভূমিধস ঠেকাবার জন্য কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। অলটিচ্যুড বাড়িয়ে ঢালের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে কমে যাবে গতি... ওদেরকে নাগালে পেয়ে যাবে সামনে-পিছনের দুই চপার। উপায়ান্তর না দেখে ডানে মোড় নিল কনরাড, ছুটে গেল একটা কন্টেইনার শিপের দিকে—হেলেদুলে গেইলার্ড কাটের চোক পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে ওটা।

ক্যানালের সবুজ রঙের পানি থেকে মাত্র পনেরো ফুট উঁচুতে উড়ে চলেছে জেটরেঞ্জার। এখান থেকে সামনের কন্টেইনার শিপটাকে দেখাচ্ছে লোহা-লক্কড়ে তৈরি নিরেট ও সচল এক পাঁচিলের মত। ডেকের উপরে বহুবর্ণের কন্টেইনারের স্তূপ যেন আকাশ ছুঁয়েছে, ঢেকে দিয়েছে দিগন্ত। জাহাজের ডানাসদৃশ ব্রিজটা পুরো ষাট ফুট উঁচুতে।

উচ্চতা কমিয়ে জেটরেঞ্জারের পোর্ট কোয়ার্টারে চলে এল গানশিপ, ফায়ার করল মেশিনগান। তৈরি ছিল কনরাড, একপাশে চেপে এড়িয়ে গেল গুলির ধারাকে... লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেটগুলো কন্টেইনার শিপের পুরু খোলে আঘাত হেনে ফুলকি ওড়াল।

তীব্র বেগে জাহাজের স্টার্ন অতিক্রম করল জেটরেঞ্জার,

আড়াল থেকে বেরোতেই দেখতে পেল একটা ট্যাঙ্কার শিপ—উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে। ওটার ঠিক পিছনে রয়েছে একটা বিশাল প্রমোদতরী—সম্পূর্ণ সাদা রঙ করা, পানির বুকে রাজহংসের মত ভেসে চলেছে পেদ্রো মিগুয়েল লকের দিকে।

'এবার কোন্‌দিকে যাব?' ইন্টারকমে জানতে চাইল কনরাড, কণ্ঠে উত্তেজনা।

'ক্রুজ শিপ থেকে দূরে থাকুন,' বলল রানা। 'ওটা যেন ক্রসফায়ারে না পড়ে।'

অস্ফুট আওয়াজ করে অসন্তোষ প্রকাশ করল অঁবিন, বিশাল জাহাজটার পিছনে কাভার নেবার প্রস্তাব দেবে বলে ভেবেছিল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার পরামর্শ মেনে নিল কনরাড। 'অন্য কোথাও যেতে হবে আমাদেরকে।'

'গ্যামবোয়ায় গেলে কেমন হয়?' ম্যাপ দেখে বলল নেফারতিতি। ছোট্ট ওই শহরটায় ক্যানালের ড্রেজিং অপারেশনের হেডকোয়ার্টার, ওখানে হেলিপ্যাড থাকার কথা।

'তা-ই সই,' শ্রাগ করল কনরাড। 'এরচেয়ে ভাল কিছু তো দেখছি না আশপাশে।'

ট্যাঙ্কার আর ক্রুজ শিপের মাঝখানে পাঁচশো গজ ফাঁকা জায়গা। দূরত্বটা পেরুনোর সময় আবারও হামলা চালাল গানশিপ। তবে এবার পিছন থেকে নয়, উপর থেকে। অলটিচ্যুড বাড়িয়ে ওদের উপরে চলে এল ওটা, ফায়ার করল হেভি মেশিনগান থেকে।

পানিতে পড়ল বেশিরভাগ শেল, তবে যে-ক'টা টার্গেটে আঘাত হানল, সেগুলো কম ক্ষতি করল না। গুলি খেয়ে আচমকা কেশে উঠল জেটরেঞ্জারের ইঞ্জিন, ঝাঁকি খেলো গোটা কাঠামো।

দুলতে শুরু করল মাতালের মত।

'ইঞ্জিনে লেগেছে!' চেঁচিয়ে জানাল কনরাড। 'অয়েল প্রেশার ড্রপিং!'

ঠোঁট কামড়াল রানা, গ্যামবোয়া এখনও এক মাইল দূরে। শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না। অসহায় বোধ করছে, হাতের রাইফেল কোনও কাজে আসছে না। উপরে পজিশন নেয়ায় গানশিপকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়, রাইফেলের ঠুনকো ক্যালিবারের বুলেটকে ঠেকিয়ে দেবে জেটরেঞ্জারের পাক খেতে থাকা রোটর ব্লেডগুলো।

হেভি মেশিনগানের পরের ঝাপটায় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল জেটরেঞ্জার—দগদগে ঘায়ের মত অনেকগুলো গর্ত সৃষ্টি হলো পুরো ফিউজেলাজ জুড়ে। রানার মাত্র তিন ইঞ্চি সামনে মেঝে ফুটো করল একটা বুলেট, আরেকটু হলেই ও নিজে ঘায়েল হতো। নাকে ভেসে এল ধাতুর পোড়া গন্ধ। টারবাইনের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজে যতি পড়তে শুরু করেছে, ইঞ্জিন থেকে বেরুতে শুরু করেছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

জেটরেঞ্জারকে স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল কনরাডের জন্য, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে আটশো ফুট লম্বা ক্রুজ শিপকে পেরুতে শুরু করল ওটা... পিছনে রক্তক্ষরণের মত রেখে যাচ্ছে ধোঁয়ার রেখা। খোলা দরজা দিয়ে ডেকের উপরে যাত্রীদেরকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, রেলিঙের পাশে এসে জড়ো হয়েছে, বিস্মিত চোখে দেখছে ওদেরকে। পিছনে বাকি দুটো চপার উদয় হতেই একসঙ্গে সেদিকে ঘুরে গেল সবার মাথা।

দ্রুত ককপিটের গজগুলোর উপর চোখ বোলাল নেফারতিতি। হেডফোনে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝছ?'

'গ্যামবোয়া পৌঁছুনো আর হচ্ছে না আমাদের,' শান্ত গলায় জানাল তরুণী ক্যাপ্টেন। 'ক্র্যাশ করব যে-কোনও মুহূর্তে।'

'চেষ্টা করলে কয়েক মিনিট ভেসে থাকতে পারব,' বলল কনরাড। 'আপনারা লাফ দিয়ে পানিতে নেমে যেতে পারবেন।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না রানার। দুটো কারণ। প্রথমত, হেলিকপ্টারকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখবার জন্য কন্ট্রোলে থাকতে হবে কনরাডকে, লাফ দেবার সুযোগ পাবে না সে। মরবে ক্র্যাশ করে। দ্বিতীয়ত, পানিতে লাফ দিলেই যে বাকিরা প্রাণে বাঁচবে, তার গ্যারাণ্টি নেই। ভাসমান অবস্থায় ওদের উপরে গুলি চালাতে পারবে শত্রুরা। সাঁতার কেটে কিছুতেই দুটো হেলিকপ্টারকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

'উঁহুঁ, অন্য কোনও প্ল্যান দরকার,' বলল ও।

'আই অ্যাম ওপেন টু সাজেশন্স,' কনরাড বলল।

সেফটি লাইন খুলে ককপিটের মাঝখানে ঊর্ধ্বাঙ্গ গলিয়ে দিল রানা, ব্যস্ত চোখে জরিপ করল সামনেটা। ক্রুজ শিপের মাইলখানেক পিছনে, ক্যানালের বাঁক ঘুরে আরেকটা অতিকায় জাহাজকে বেরিয়ে আসতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল কী করতে হবে। পাইলটের কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, 'ওদিকে চলুন!'

নতুন জাহাজটা দেখতে অদ্ভুত। যেন একটা জাহাজের খোলের উপরে বিশাল এক চৌকো বাক্স বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনও পোর্টহোল বা জানালা নেই। সাড়ে সাতশো ফুট দীর্ঘ, প্রস্থে একশো ফুট... প্রায় নব্বুই ফুট উঁচু সুপারস্ট্রাকচার। চৌকো আকৃতিটার একেবারে সামনে, একধাপ উঁচু করে বানানো হয়েছে পাইলটহাউস। পুরো শরীর সবুজ রঙ করা, তবে সেই রঙ ছাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে এসেছে মরিচা। ওয়াটারলাইনের লাল অংশটা অনেকখানি ভেসে উঠেছে পানির উপরে—বোঝা গেল, ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক কম কার্গো বহন করছে জাহাজটা।

অদ্ভুতদর্শন এই জাহাজ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার—ওটা আসলে একটা অটোমোবিল ক্যারিয়ার... সম্ভবত

আনলোডিং শেষে জাপান বা ইয়োরোপে ফিরে যাচ্ছে। চৌকো আকৃতিটার ভিতরে রয়েছে আট থেকে বারোটা ডেক... র‍্যাম্পের সাহায্যে কানেক্টেড... হঠাৎ দেখায় বহুতল কার পার্কের মত দেখায়। পাঁচ থেকে সাত হাজারের মত গাড়ি বহন করতে পারে এ-সব জাহাজ, বিশ নট বেগে পাড়ি দিতে পারে সাগর। স্টারবোর্ড সাইডে লোডিং র‍্যাম্প রয়েছে, আর ভিতরে রয়েছে সংকীর্ণ রাস্তা... যাতে প্রতিটা গাড়ি ড্রাইভ করে ভিতরের নির্ধারিত পার্কিং স্পেসে নিয়ে যাওয়া যায়।

কাছাকাছি যেতেই অটো-ক্যারিয়ারের স্টার্নের কাছে ইঞ্জিন এগজস্টের ফানেল দেখা গেল। পাশেই রয়েছে একটা অ্যাক্সেস বক্স, তলায় সিঁড়ি... ওখান দিয়ে জাহাজের ভিতরে ঢোকা যায়। ওদিকে ইশারা করল রানা।

'ওখানে ল্যাণ্ড করুন,' কনরাডকে বলল ও। 'জাহাজের ভিতরে ঢুকতে পারলে আশা আছে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কপ্টারকে সেদিকে নিয়ে চলল অস্ট্রেলীয় পাইলট। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওদেরকে লক্ষ্য করে আবারও ছুটে এল হেভি মেশিনগানের গুলি। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল জেটরেঞ্জার, কণ্ট্রোল থেকে ছুটে গেল কনরাডের দু'হাত, নিজের উরু চেপে ধরল সে। আঙুলের ফাঁকে রক্ত দেখতে পেল রানা। তাড়াতাড়ি নেফারতিতিকে বলল, 'নেফি! টেক কণ্ট্রোল!'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'কনরাডের পায়ে গুলি লেগেছে।'

'সিরিয়াস?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল মেজর পিনোঁ।

'বুঝতে পারছি না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কনরাড। 'জিযাস! পা মনে হচ্ছে ছিঁড়ে পড়ে যাবে!'

এক টানে গলায় বাঁধা স্কার্ফ খুলে দিল নেফারতিতি। 'এটা দিয়ে বেঁধে ফেলুন।'

অটোমেটিক রাইফেলের কর্কশ আওয়াজ হলো। রেঞ্জের মধ্যে গানশিপকে দেখতে পেয়ে গুলি ছুঁড়েছে পিনোঁ। খালি করে ফেলল ক্লিপ। পাক খেয়ে পিছিয়ে গেল গানশিপ, সরে গেল লাইন অভ ফায়ার থেকে।

ককপিট থেকে শরীর বের করে আনল রানা। 'গ্যাযেলটা কোথায়?'

'জানি না।' রাইফেলে নতুন ক্লিপ ভরছে পিনোঁ।

'ওটার কথা ভুলে যাও,' হেডফোনে বলল নেফারতিতি। 'গেট রেডি ফর ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং!'

বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেতে খেতে অটো-ক্যারিয়ারের দিকে ছুটে চলেছে জেটরেঞ্জার। চকিতে পরিস্থিতি দেখে নিল রানা। তারপর বলল, 'সবাই যার যার অস্ত্র তুলে নিন। ডেকে নামামাত্র সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাবেন।'

আবারও কেশে উঠল জেটরেঞ্জারের ইঞ্জিন, আকাশ থেকে খসে পড়তে চাইছে। কন্ট্রোল নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ করছে নেফারতিতি; যে-করেই হোক, জাহাজের রেলিং পেরুতে হবে। ওটা এখনও ওদের চেয়ে ত্রিশ ফুট উপরে। ওদিকে তাকিয়ে ঘাম জমল কপালে—যদি উপরে উঠতে না পারে, সরাসরি জাহাজের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে কপ্টার, ছাতু হয়ে যাবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর আচমকা বাড়িয়ে দিল ইঞ্জিনের পাওয়ার, সেইসঙ্গে হ্যাঁচকা টান দিল কন্ট্রোল স্টিকে।

মরিয়ার মত একটা ঝাঁপ দিল জেটরেঞ্জার, কোনোমতে পেরিয়ে গেল অটো-ক্যারিয়ারের রেলিং। পরমুহূর্তেই থেমে গেল রোটর, ভারী পাথরের মত ডেকের উপরে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টারটা।

ষোলো

ডেকের সঙ্গে সংঘর্ষে বিকট আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল জেটরেঞ্জারের একপাশের ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট, কাত হয়ে বৃষ্টিভেজা ডেকে পিছলাতে শুরু করল গোটা কাঠামো, কয়েক ফুট এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঝটপট ফিউয়েল ভালভ বন্ধ করে দিল কনরাড, খোলা দরজা দিয়ে পিছনের তিন আরোহী টপাটপ নেমে পড়ল। জাহাজের দুইশ' গজ দূর থেকে ছুটে আসছে গ্যাযেল। গানশিপটা দেখা যাচ্ছে না, ওটা ডেক লেভেল থেকে নীচে রয়ে গেছে এখনও।

অ্যাকসেস ডোরের দিকে ছুট লাগাল অঁবিন। রানা আর পিনোঁ গেল দুই পাইলটকে সাহায্য করতে। নেফারতিতি ইতিমধ্যে সিটবেল্ট খুলে ফেলেছে, একাই নেমে এল। রানা হাত লাগাল পিনোঁর সঙ্গে, ধরাধরি করে হেলিকপ্টার থেকে বের করে আনল কনরাডকে। ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বিনা নোটিশে জাহাজের পাশ দিয়ে উঠে এল গানশিপ। রোটরের ধাক্কায় বৃষ্টির পানি ছিটাচ্ছে, ধীরে ধীরে পাশ ফিরতে শুরু করেছে, যাতে গানার সহজে গুলি ছুঁড়তে পারে।

স্লিঙে ঝোলানো ফামাস রাইফেল তুলল রানা, গানশিপটা মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে... এত কাছ থেকে নিশানা মিস করবার প্রশ্নই ওঠে না। রাইফেলটা কোমরের কাছে রেখেই চাপতে শুরু করল

ট্রিগার। গানশিপের ধাতব শরীরে ফুলকি তুলল প্রথম কয়েকটা বুলেট, পরেরগুলো খুঁজে নিল হেভি মেশিনগানের পিছনে বসা গানারকে। গুলির আঘাতে প্রথমে কুঁজো হয়ে গেল লোকটা, পরমুহূর্তে চিৎ হয়ে পড়ল চপারের ভিতরে। ফায়ার ওপেন করবার সুযোগ পায়নি। পাগলের মত ঘুরে গেল গানশিপ, তাড়াতাড়ি সরে গেল দূরে।

'জলদি চলো!' চেঁচিয়ে বলল নেফারতিতি। 'গ্যাযেলটা আসছে!'

দু'পাশ থেকে কনরাডকে ধরল রানা আর পিনোঁ, ছুট লাগাল অ্যাকসেস ডোরের দিকে। পাল্লা খুলে ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে অঁবিন। গ্যাযেলের দিকে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ওদেরকে কাভার দিল। স্টেয়ারওয়েলে ঢুকেই এক টানে দরজা আটকে দিল নেফারতিতি, দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো ফায়ার অ্যাক্স খুলে হাতলের মাঝখানে গুঁজে দিল রানা। না ভেঙে এবার আর ওপাশ থেকে দরজা খুলতে পারবে না শত্রুরা।

এতক্ষণে দম ফেলার ফুরসত মিলল। চারদিকে নজর বোলাল রানা। স্টেয়ারওয়েলটা একটা চওড়া শাফটের মাথায়। একেবারে নীচের ডেক পর্যন্ত এঁকেবেঁকে নেমে গেছে লোহার সিঁড়ি। প্রত্যেক ডেকে রয়েছে ছোট্ট ল্যাণ্ডিং, তার পাশে ভারী দরজা। দরজা গলে একেকটা ডেকে যেতে হয়।

'চলুন, নামি,' বলল ও।

'নীচে কোথাও গা ঢাকা দিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'উঁহুঁ। ওয়াটারলাইনের এক ডেক উপরে লাইফবোট থাকার কথা। রেইলে বসানো থাকে, বাঁধন খুলে দিলে পিছলে নেমে যায় পানিতে। একটায় যদি উঠতে পারি, পালিয়ে যাওয়া সম্ভব।'

'চপারদুটো চুপচাপ পালাতে দেবে আমাদেরকে?' ভুরু

কোঁচকাল পিনোঁ।

'জাহাজের লোকজন ওদেরকে গোলাগুলি করতে দেখেছে, এতক্ষণে নির্ঘাত পোর্ট কন্ট্রোল আর পুলিশে খবর চলে গেছে। ওরা এখন আর খোলা জায়গায় হামলা করবার ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদেরকে। ভিতরে থাকলেই বরং বিপদ।'

'বেশ, তা হলে নীচে যাওয়া যাক।'

সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল ওরা। দুটো ডেক পেরুতেই উপর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। গরম বাতাস বয়ে গেল শাফটের ভিতরে। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। ল্যাণ্ড করেছে গ্যাযেল। সৈনিকরা নেমে এসেছে। অ্যাকসেস ডোর ভেঙে ধাওয়া করতে চাইছে ওদেরকে।

আহত পাইলটকে বইতে গিয়ে ওদের গতি কমে গেছে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে ধরা পড়ে যাবে খুব শীঘ্রি। এখুনি স্টেয়ারওয়েল থেকে সরে যাওয়া দরকার। পরের ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছেই বাল্কহেডের গায়ে একটা দরজা দেখতে পেয়ে ওটা খুলে ফেলল রানা, সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ওটা গলে।

ওপাশে কার্গো ডেক। পাল্লা আটকে উল্টো ঘুরতেই চোখে পড়ল বিশাল হোল্ড—আকারে অতিকায় কোনও গুহা যেন। পুরো ডেক জুড়ে সার বেঁধে দাড়িয়ে আছে প্রায় হাজারখানেক ছোটবড় গাড়ি, তারপরেও পুরোটা ভরেনি। ঘন অরণ্যের মত এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো সাপোর্ট কলাম। ছাত বেশ নিচু, যেন নিজের ভারেই ঝুঁকে পড়েছে। আলো বলতে অল্প কিছু লাইট বালব জ্বলছে এখানে-সেখানে। আলোছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে গোটা হোল্ড... আধিভৌতিক আবহ বিরাজ করছে। বাতাসে ভাসছে ধাতব গন্ধ। আবছা আলোটা চোখে সয়ে আসতেই হোল্ডের মাঝখানে একটা র‍্যাম্প দেখা গেল, নীচের

ডেকে চলে গেছে। একই রকম আরেকটা র‍্যাম্প নেমে এসেছে উপরের ডেক থেকে।

ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে সবাইকে চুপ থাকতে ইশারা করল রানা। কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল ধুপধাপ পদশব্দ—ধীরে ধীরে বাড়ল, তারপর আবার কমে গেল। সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যাচ্ছে শত্রুসৈনিকরা। ওরা যে মাঝখানেই স্টেয়ারওয়েল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তা বুঝতে পারেনি।

'আমাদেরকে নীচে না পেলেই আবার উপরে উঠে আসবে,' বলল নেফারতিতি। 'এক-এক করে সব ডেকে তল্লাশি চালাবে।'

'জাহাজের ক্রু-দের খুঁজে বের করা দরকার,' মন্তব্য করল অঁবিন।

'না,' আপত্তি জানাল রানা। 'ওদেরকে এর ভেতর জড়ানো ঠিক হবে না। অযথাই খুন হয়ে যাবে ওরা... আমাদেরকে সাহায্য করুক বা না-ই করুক।'

মুখ লাল হয়ে গেল অঁবিনের। 'তা হলে কী করতে চান?'

'আপাতত এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। নইলে দরজা খোলামাত্র আমাদেরকে খুঁজে পাবে ওরা।'

র‍্যাম্প লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল রানা। চঞ্চল দৃষ্টি বোলাচ্ছে চারপাশে। কাজে লাগাবার মত একটা কিছুও যদি পাওয়া যায়! কিন্তু লাভ হলো না। পার্ক করে রাখা গাড়ির জটলা ছাড়া আর কিছুই নেই। একটু পরেই পৌঁছে গেল র‍্যাম্পের সামনে। থামল না, ঢাল ধরে উঠে গেল উপরের ডেকে। কনরাডকে ধরাধরি করে একটু পরেই বাকিরাও পৌঁছুল ওর পাশে।

'কী হলো? কী ঠিক করলে?'

নেফারতিতির প্রশ্নটা কোনও ভাবান্তর সৃষ্টি করল না রানার মাঝে। ওর দৃষ্টি আটকে আছে সামনে পার্ক করা একটা গাড়ির

উপর। ঘন নীল রঙ ওটার, মাথার উপর নিঃসঙ্গ একটা বালব থেকে ছড়ানো আলোয় ঝিকমিক করছে পুরো চেসিস। চোখে প্রশংসা ফুটল ওর। *বেন্টলি কন্টিনেন্টাল আর*-এর সৌন্দর্য সত্যিই নজরকাড়া। দুনিয়ার গাড়িপ্রেমীরা একবাক্যে একে ভেহিকেল ডিজাইনের সবচেয়ে নিখুঁত নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু গাড়ি নয়, এ এক শিল্প। দেখতে যেমন মনোরম, তেমনি বাহন হিসেবেও অদ্বিতীয় এই গাড়ি। তিন টন ওজন, প্রায় শব্দহীন টার্বো-চার্জড ভি-এইট ইঞ্জিন রয়েছে হুডের তলায়, ঘণ্টায় অনায়াসে দেড়শো মাইল বেগে ছুটতে পারে। অত্যাধুনিক নেভিগেশন সিস্টেম রয়েছে সেই সঙ্গে, ভিতরে রয়েছে আরাম-আয়েশের চূড়ান্ত আয়োজন। একেকটা গাড়ির দাম প্রায় তিন লাখ ডলার, কেনার সামর্থ্য সবার হয় না। নইলে ইয়োরোপ-আমেরিকার ঘরে ঘরে শোভা পেত এই বেন্টলি। গাড়ির সমঝদার না হলেও এসব জানা আছে রানার।

'চমৎকার গাড়ি,' পিছন থেকে মন্তব্য করল অঁবিন।

আস্তে আস্তে সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে এক টুকরো হাসি। 'এটাকে খানিক সময়ের জন্য ধার নিলে কারও আপত্তি আছে?'

'কীসের জন্য?'

র‍্যাম্পের দিকে ইশারা করল রানা। 'একদম নীচ পর্যন্ত যাওয়া যাবে ওখান দিয়ে। সঙ্গে একজন আহত মানুষ নিয়ে কষ্ট করে হাঁটাহাঁটির প্রয়োজন কী? হাতের কাছে এত চমৎকার গাড়ি যেহেতু আছে?'

'ইঞ্জিন চালু করবেন কীভাবে? এ-ধরনের হাই-এণ্ড গাড়ি চোরাই পদ্ধতিতে স্টার্ট দেয়া যায় না।'

'চাবিটা ভিতরেই থাকার কথা। নইলে কয়েক হাজার চাবি যদি একসঙ্গে রাখা হয়, গোলমাল বেধে যেতে পারে।'

'সত্যি?'

'দেখাই যাক,' বলে বেন্টলির দরজায় হাত দিল রানা। হাতল ধরে টান দিতেই খুলে গেল ওটা। লক করা হয়নি, চলন্ত জাহাজে গাড়ি চুরির ভয় নেই। চাবিও পাওয়া গেল ইগনিশনে লাগানো অবস্থায়। মোচড় দিতেই মৃদু গুঞ্জন তুলে জ্যান্ত হলো ইঞ্জিন। জানালা দিয়ে মুখ বের করল ও। 'আসুন, বাহন প্রস্তুত!'

পিছনের দরজা খুলে কনরাডকে বসানো হলো ব্যাকসিটে। আহত পায়ে এতক্ষণ টুর্নিকেট বাঁধার সুযোগ পাওয়া যায়নি। এবার শার্টের হাতা ছিঁড়ে খুলে বেঁধে দেয়া হলো। তার দু'পাশে বসল অঁবিন আর পিনোঁ। নেফারতিতি বসল সামনে, রানার পাশে।

'চলো।'

হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল রানা, পার্কিং স্পেস থেকে বের করে আনল গাড়ি, মোড় নিয়ে আইল ধরে এগোল, তারপর র‍্যাম্প ধরে নামতে শুরু করল নীচে। পিছনের জানালার কাঁচ নামিয়ে নিয়েছে অঁবিন আর পিনোঁ, সেখান দিয়ে বের করে রেখেছে ফামাস রাইফেলের নল। লড়াইয়ের জন্য তৈরি।

একে একে সাতটা ডেক পেরিয়ে এল বেন্টলি, এরপর দেখা দিল বিপদ। পরের র‍্যাম্পের দিকে বাঁক নিচ্ছে রানা, এমন সময় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো বিএমডব্লিউ-র আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুটো ছায়ামূর্তি। চিৎকার শোনা গেল, পরক্ষণে ছুটে এল এক ঝাঁক গুলি। তবে তাড়াহুড়োয় নিশানা ঠিক করতে পারেনি প্রতিপক্ষ, গাড়ির আশপাশ দিয়ে ছুটে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল রানা, বনবন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং, মাতালের মত স্কিড করে ঘুরে গেল বেন্টলি। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য ব্রেক কষে গাড়িটাকে পরের র‍্যাম্পের সঙ্গে অ্যালাইন করল ও, তারপর ছিটকে সামনে এগোল।

ততক্ষণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তল্লাশি চালাতে থাকা সৈনিকেরা বেরিয়ে এসেছে আড়াল থেকে, একযোগে গুলি ছুঁড়ল তারা। র‍্যাম্প ধরে নেমে যাওয়া বেণ্টলির উপর দিয়ে চলে গেল গুলির ধারা।

'ওরা বুঝে ফেলেছে আমরা কোথায় যাচ্ছি,' চেঁচিয়ে উঠল অঁবিন।

'কিছুই করার নেই,' সংক্ষেপে বলল রানা।

পরের ডেকে সবেগে র‍্যাম্প থেকে নেমে এল বেণ্টলি। মেঝেতে ঘষা খেয়ে ফুলকি তুলল আণ্ডারক্যারিজ। মোড় নেবার সময় নেই, অ্যাকসেলারেটর চেপে উল্টোদিকের র‍্যাম্পের দিকে গাড়ি ছোটাল ও। উপর থেকে বেশ ক'জন সৈনিককে নেমে আসতে দেখল ওই র‍্যাম্প ধরে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। গতি কমাল না, দাঁতে দাঁত পিষে অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল আরও।

'গুলি করুন!' চেঁচাল নেফারতিতি।

বলার প্রয়োজন ছিল না, জানালা দিয়ে ইতিমধ্যে শরীরের একাংশ বের করে ফেলেছে মেজর পিনোঁ, ট্রিগার চাপল শত্রুদের লক্ষ্য করে। তার দেখাদেখি অঁবিনও। লাফঝাঁপ দিয়ে সরে গেল কয়েকজন সৈনিক। অতি সাহসী, কিংবা অতি বোকা একজন শুধু পথ আগলে দাঁড়াল... ধৃষ্টতা দেখাল পাল্টা গুলি করবার। নির্দ্বিধায় বেণ্টলি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

সংঘর্ষে ভাঁজ হয়ে গেল লোকটার শরীর, হুডের উপর আছড়ে পড়ল ঊর্ধ্বাঙ্গ, তারপর গোটা শরীর নিয়ে উড়ে চলে গেল বেণ্টলির উপর দিয়ে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভ্রূক্ষেপ না করে র‍্যাম্পে নেমে গেল রানা, ঢাল ধরে কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর পৌঁছে গেল নীচের ডেকে।

ওয়াটারলাইনের ঠিক উপরে এসে গেছে বেণ্টলি, এটাই লোডিং ডেক। চারদিকে তাকাতেই পরিষ্কার বোঝা গেল। অন্যান্য ডেকগুলো ছিল মাত্র আট ফুট উঁচু, এটা বিশ ফুটের কম নয়।

স্টারবোর্ড সাইডে দেখা যাচ্ছে বিশাল ড্রব্রিজ ডোর—ওখান দিয়ে জাহাজে ওঠানো হয় গাড়ি। স্টার্ন র‍্যাম্পের কাছে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, জাহাজের লাইফবোট স্টেশন রয়েছে নীচের ডেকে।

উপরের ডেকগুলোয় যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকলেও এই ডেকে গিজগিজ করছে গাড়ি। নীচের ডেকেও একই অবস্থা হবে, আন্দাজ করল রানা। জাহাজের স্ট্যাবিলিটি রক্ষার জন্য গাদাগাদি করে গাড়ি রেখে নীচদিকে বাড়ানো হয়েছে ওজন। গাড়ির এই বিপুল ভিড়ের মাঝে সংকীর্ণ দুটো আইল ছাড়া চলাচলের কোনও পথ নেই, শত্রুরা আক্রমণ চালালে নড়াচড়ার যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে না। সাতপাঁচ ভেবে ব্রেক কষল ও।

'নামুন সবাই।'

'কিন্তু আরও এক ডেক নামতে হবে আমাদেরকে!' প্রতিবাদ জানাল নেফারতিতি।

'সিঁড়ি ব্যবহার করো,' রানা বলল। 'নীচে এই গাড়ি নিয়ে মুভ করা যাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা খুলল নেফারতিতি, কিন্তু নামবার আগে থমকে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করেনি রানা। ঝট্ করে তাকাল ওর দিকে। 'মতলবটা কী তোমার?'

'আমি এখানেই থাকছি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'চেষ্টা করব ডাইভারশন তৈরি করে ওদেরকে ব্যস্ত রাখতে। নইলে কেউই পালাতে পারব না।'

'কী বলছ এসব? আমরা একসঙ্গে থাকছি!'

'তা হলে সবাই মরব। পাগলামি কোরো না, যা বলছি সেটা করো।'

আরও কিছু বলতে চাইছিল নেফি, বাধা পেল পিছন থেকে অঁবিন মুখ খোলায়।

'ওরা এসে গেছে!' সামনে ইশারা করল সে। মিডশিপের র‍্যাম্প ধরে সতর্ক ভঙ্গিতে নেমে আসছে দুজন সৈনিক।

রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল পিনোঁ, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'না, কিচ্ছু করবার দরকার নেই। গাড়ির কারণে পিছনটা দেখতে পাচ্ছে না ওরা। আপনারা ওদিক দিয়ে কেটে পড়ুন। বোট নিয়ে পানিতে নেমে যেতে পারলে আর ভয় নেই।'

'আর তুমি?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

হাসল রানা। 'মরবার খায়েশ নেই আমার। একটু পর আমাকেও পানিতে পাবে। তুলে নিয়ো তখন।'

'কীভাবে নামবে?'

লোডিং ডোরের দিকে ইশারা করল রানা। 'ওখান দিয়ে উড়াল দেব।'

'মাথাই খারাপ হয়ে গেছে তোমার...'

'আর কথা নয়। নামো এখুনি।'

কনরাডকে নিয়ে ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে অঁবিন আর পিনোঁ, শ্রাগ করে ওদের পিছু নিল নেফারতিতি। বেণ্টলির চেসিসকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করে কিছুদূর গেল, তারপর ঢুকে পড়ল পার্ক করা গাড়ির জঙ্গলে। কুঁজো হয়ে এগোতে থাকল স্টেয়ারকেসের দরজার দিকে।

ওদেরকে দূরে সরে যাবার সুযোগ দিতে একটু অপেক্ষা করল রানা। ইঞ্জিনকে আইডলে রেখেই কয়েকবার অ্যাকসেলারেটর চাপল। যেন চাপা হুঙ্কার ছেড়ে হুমকি দিল শত্রুদের। তারপর হঠাৎ ব্রেক রিলিজ করে জ্যা-মুক্ত তীরের মত সামনে বাড়ল।

বেণ্টলির প্রস্থের চেয়ে আইল মাত্র কয়েক ইঞ্চি চওড়া, সাবধানে এগোলে ক্ষতি নেই, কিন্তু গতি বাড়ানোয় দু'পাশে পার্ক করা গাড়িগুলোর বাম্পার আর বনেটে ঘন ঘন ঠোকর খেতে থাকল ওটা। ক্ষয়ক্ষতি দু'দিকেই হলো—ডেন্ট পড়ল চেসিসে,

চিড় ধরল হেডলাইটে, ভেঙে গেল বেন্টলির সাইডভিউ মিরর। কিন্তু রানা নির্বিকার, গোঁয়ারের মত এগিয়ে চলল শত্রুদের দিকে। সৈনিকরা ওকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু গুলি ছুঁড়ল না। উপরের ডেকে শিক্ষা যা হবার হয়ে গেছে ওদের, এবার নিশ্চিত না হয়ে কিছু করতে চাইছে না। শিকারকে রেঞ্জের ভিতরে পাবার পর অস্ত্র তুলল, তারপর টিপল ট্রিগার।

বেন্টলির পুরু শরীর আর্মারের মত কাজ করল। চেসিস ভেদ করবার বদলে পিছলে এদিক-সেদিক ছিটকে গেল গুলিগুলো। কয়েকটা খুঁজে নিল উইণ্ডশিল্ড। চোখের সামনে কাঁচে মাকড়সার জালের মত ফাটল ধরতে দেখল রানা। তবু থামল না, গতিও কমাল না। যেভাবে ছুটছিল সেভাবেই ছুটে চলল র‍্যাম্পের দিকে। শেষ মুহূর্তে টের পেল সৈনিকরা, পাগলের পাল্লায় পড়েছে... এ-লোক চাইছে ওদের গায়ে চড়ে বসতে। উল্টো ঘুরে পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করল তারা, উপরে ফিরে যেতে চায়।

বুল-ফাইটিঙে অংশ নেয়া ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত আক্রোশে র‍্যাম্পে উঠল বেন্টলি, ধাওয়া করল পলায়মান দুই শত্রুকে। বাম্পারের ধাক্কায় উড়িয়ে দিল একটাকে। অন্যজনের কপাল ভাল, গাড়ির গুঁতো খাবার আগেই পৌঁছে গেল উপরে, ডাইভ দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

লাফ দিয়ে র‍্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল বেন্টলি। দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একশো আশি ডিগ্রি টার্ন করল রানা, আবারও নেমে পড়ল র‍্যাম্পে। লোডিং ডেকে ফিরতে সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। বাঁক নিয়ে আউটার আইলে ঢুকে পড়ল, ছুটল ড্রব্রিজ ডোরের দিকে। উত্তেজনায় হিসেবে গড়বড় হয়ে গেল, ডোরের কাছাকাছি পৌঁছে ব্রেক চাপতেই স্কিড করে সামনে এগিয়ে গেল গাড়ি, নাক দিয়ে সবেগে আঘাত হানল দাঁড়িয়ে থাকা একটা এস.ইউ.ভি-র গায়ে। বিস্ফোরণের মত আওয়াজ করে স্টিয়ারিং হুইলের মাঝ

থেকে ডেপ্লয় হলো এয়ারব্যাগ, তার উপর এলিয়ে পড়ল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল ও। সচেতন হতেই গাল দিল ভাগ্যকে। সর্বনাশ হয়ে গেছে এয়ারব্যাগ ডেপ্লয় হওয়ায়। লোডিং ডোর খুলে গাড়িসহ ওখান দিয়ে ক্যানালে ঝাঁপ দেবে ভেবেছিল, পানির সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এয়ারব্যাগ রক্ষা করত ওকে... এখন আর তা সম্ভব নয়। সিটবেল্ট অক্ষত আছে যদিও, কিন্তু সেটার উপর নির্ভর করে ঝুঁকি নেয়া যায় না।

তাড়াতাড়ি ড্যাশবোর্ডের গজগুলোর উপর নজর বোলাল রানা—আশার ব্যাপার একটাই, বেণ্টলি এখনও সচল রয়েছে। ইঞ্জিনের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজে পরিবর্তন ঘটেনি একটুও। এয়ারব্যাগ ইতিমধ্যে চুপসে গেছে; ব্যাক গিয়ার দিয়ে বেণ্টলিকে পিছিয়ে আনল ও, নাক ঘুরিয়ে উঠে এল আইলে, এগোল মিডশিপের র‍্যাম্পের দিকে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর নিজেকে নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে সঙ্গীদের নিয়ে। শত্রুদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে হবে, যাতে ওরা পালাবার সুযোগ পায়।

চোখের কোণে নড়াচড়া লক্ষ করে ঘাড় ফেরাল ও। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ উদয় হয়েছে... শত্রুপক্ষের সৈনিক নয়, শিপের ক্রু। চেঁচিয়ে তাকে গা ঢাকা দিতে বলল, কিন্তু লোকটা বোধহয় বুঝল না কথাটা। অগত্যা নিজের ফামাস রাইফেলটা তুলে এক ঝলক দেখাতে হলো রানাকে। পড়িমরি করে ছুটে পালাল নাবিক।

র‍্যাম্প ধরে উপরে উঠতেই ইউনিফর্মধারী চারজন সৈনিককে একটা পার্ক করা মার্সিডিজ এস.ইউ.ভি-র সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। বোধহয় এ-ক'জনই অবশিষ্ট রয়েছে দলটায়। বেণ্টলিকে দেখামাত্র তড়িঘড়ি করে এস.ইউ.ভি-তে উঠে পড়ল একজন, ইঞ্জিন চালু করে সামনে এগোল। ঝটপট ওটায় উঠে পড়ল বাকিরা। বুদ্ধি খুলেছে লোকগুলোর, এবার গাড়ি নিয়ে

ধাওয়া করতে চলেছে। ইচ্ছে করেই ওদেরকে কাছে পৌঁছুবার সময় দিল রানা, টোপ সেজে ওদেরকে নিয়ে যাবে দূরে।

শুরু হলো ধাওয়া। এঁকেবেঁকে আরেক পাশের আইলে চলে গেল রানা, ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে গাড়ি ছোটাল আফট র‍্যাম্পের দিকে। রিয়ারভিউ মিররে মার্সিডিজকে প্রবল আক্রোশে ছুটে আসতে দেখে মুচকি হাসল ও—কাজে লেগেছে ডাইভারশন। এখন ওদেরকে মিনিট পনেরো আটকে রাখতে পারলেই হয়। লাইফবোট নামিয়ে গ্যামরোয়ায় পৌঁছে যাবে নেফারতিতি আর অন্যেরা।

র‍্যাম্প ধরে পরের ডেকে উঠে এল বেন্টলি, কয়েক মিনিট কানামাছি খেলল গাড়ির ভিড়ের মাঝে, সুযোগ দিল না পিছনের লোকগুলোকে ক্লিয়ার শট নেবার। দুই গাড়ির মাঝে দূরত্ব একটু বাড়লে আবারও র‍্যাম্প ধরল, চলে গেল উপরের ডেকে। একই ভাবে ওখানেও কাটাল কিছুক্ষণ, তারপর আবার নেমে গেল নীচে। উপরে যাবার আর চেষ্টা করছে না রানা, টপ ডেকে পৌঁছে কোনও লাভ নেই। জাহাজ এতই উঁচু, উপর থেকে গাড়ি-সহ বা গাড়ি ছাড়া, যে-ভাবেই ঝাঁপ দিক সেটা আত্মহত্যার নামান্তর।

রানার কৌশল মন্দ নয়, তবে পিছনের মার্সিডিজের ড্রাইভার ক্যাপ্টেন হারুকিও যথেষ্ট কৌশলী। খুব শীঘ্রি টের পেল, এভাবে ধাওয়া করে বিশেষ লাভ হবে না। ব্রেক কষে দুজন সৈনিককে নামিয়ে দিল এস.ইউ.ভি. থেকে, বলে দিল আরও দুটো গাড়ি নিয়ে দু'পাশের র‍্যাম্প আগলে দাঁড়াতে। ফাঁদে ফেলতে চাইছে বেন্টলিকে। দুই সৈনিককে নামিয়েই আবার শুরু করল ধাওয়া, সব মিলিয়ে সময় নষ্ট হলো মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড।

ইতিমধ্যে জাহাজের কয়েকজন ক্রু ও অফিসার এসে পড়েছে হোল্ডে, একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখছে ঘটনা। বেশ কিছু গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেগুলোর জন্য শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই

জবাবদিহি করতে হবে। জাহাজের ভিতরে হামলা আর গোলাগুলির ঘটনা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে কি না সন্দেহ। একজন তাই মোবাইল ফোন তুলে ভিডিও করছে। লোকগুলোর জন্য সহানুভূতি বোধ করল রানা, কিন্তু কিছু করার নেই। বরং ওরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে যে-কোনও মুহূর্তে গুলি খেতে পারে। রাইফেল তুলে ওদেরকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল, যাতে পালিয়ে যায়। কিন্তু পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গেছে নাবিক ও অফিসারদের, একচুল নড়ল না। অগত্যা গাড়ির নাক ঘুরিয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, গোলাগুলি শুরু হলে ওরা যেন আহত না হয়।

ক্লান্তি অনুভব করছে রানা, গতরাত থেকে এখন পর্যন্ত কম ধকল যায়নি, এরপরেও শরীর যে সচল রয়েছে সেটাই আশ্চর্য। কিন্তু ধীরে ধীরে পরাজিত হতে শুরু করেছে স্নায়ু। যতটা তীক্ষ্ণ থাকা উচিত, তা আর নেই। চকিতে হাতঘড়ি দেখল... পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, তারমানে ওর সঙ্গীরা নিরাপদ। এই উপলব্ধি হতেই ভেঙে পড়তে চাইল শরীর। ইচ্ছে হলো গাড়ি থামিয়ে দু'হাত তুলে বেরিয়ে পড়ে। আত্মসমর্পণ করলে শত্রুরা নিশ্চয়ই আর খুন করতে চাইবে না ওকে? কিন্তু পরক্ষণে মাথা ঝাড়া দিয়ে তাড়াল ভাবনাটা। না, হাল ছেড়ে দেয়ার শিক্ষা পায়নি ও। পালাতে পারুক বা না-ই পারুক, প্রতিপক্ষকে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন হারুকির কৌশলের কাছে হার না মেনে উপায় রইল না। আরও দুটো গাড়ি যে ওর পথ আটকে রেখেছে, সেটা জানা ছিল না। ফলে একটু পরেই যখন মিডশিপের র‍্যাম্প ধরে উপরে উঠতে শুরু করল, উপরের ল্যাণ্ডিঙে অটল দানবের মত দেখতে পেল একটা হামভিকে। ডানে-বাঁয়ে যাবার উপায় নেই, ব্রেক কষল ও। তবু স্কিড করে সোজা হামভির

বনেটে সজোরে আঘাত হানল বেন্টলি।

প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল পুরো চেসিস, সিটবেল্টের কারণে ছিটকে গেল না রানা, এয়ারব্যাগের অভাবে স্টিয়ারিঙে ঠুকে গেল মাথা। চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল ফুলকি। নেতিয়ে পড়ল ও। আবছাভাবে শুনতে পেল গুলির আওয়াজ। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে জাহাজের কৌতূহলী দর্শকদের তাড়িয়ে দিচ্ছে শত্রুরা। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলে পায়ের আওয়াজ হলো। রাইফেল কুড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ার ইচ্ছে হলো, কিন্তু একবিন্দু শক্তি পেল না হাতে।

বেন্টলির দরজা খুলে রানাকে বের করে আনল একজোড়া শক্তিশালী হাত। চেসিসে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল। টলমল পায়ে একটু সোজা হলো রানা। অটোমেটিক রাইফেলের কালো ব্যারেল দেখতে পেল নিজের মুখ বরাবর। অস্ত্র ধরে রাখা মানুষটির চেহারা রুক্ষ, নিষ্ঠুর। আরেকজন এগিয়ে এল এবার পাশ থেকে। জাপানি। হাবভাবে তাকেই নেতা বলে মনে হচ্ছে। শান্ত ভঙ্গিতে আপাদমস্তক জরিপ করল রানাকে।

একটু হাসল রানা। ঠাট্টার সুরে বলল, 'নাহ্, গাড়িটা বিশেষ সুবিধের নয়। তোমরা নিজেদের জন্য অন্য কোনও গাড়ি দেখো।'

ভাবান্তর হলো না ক্যাপ্টেন হারুকির চেহারায়। বেন্টলির ভিতরে চোখ বোলাল। ওখানে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার ফিরল রানার দিকে। থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বাকিরা কোথায়?'

'দুঃখিত। এই অধমকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাদের।'

'কোথায়?' গর্জে উঠল হারুকি।

'গো টু হেল!' একই সমান গর্জন ছাড়ল রানা।

চটাস করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রানার কানের পাশে

আঘাত করল হারুকি। মাথা ঝন ঝন করে উঠল ওর। পরমুহূর্তে তলপেটে হাঁটুর গুঁতো খেয়ে গুঙিয়ে উঠল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ব্যথায়, হাঁসফাঁস করে উঠল বাতাসের অভাবে।

রানার খুলির পিছনে পিস্তল ঠেকাল ক্যাপ্টেন। 'এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় তোমার সঙ্গীরা?'

ট্রিগার চাপার জন্য লোকটার আঙুল নিশপিশ করছে, বুঝতে পারল রানা। অযথা তাকে সুযোগ দেবার মানে হয় না। তাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'নেই। আমি তোমাদের ব্যস্ত রেখেছি, সেই ফাঁকে ওরা লাইফবোট নিয়ে কেটে পড়েছে।'

'কোথায় গেছে?'

'ক্রুজ শিপটায়।' মাথা তুলল রানা। 'অন্তত তিন হাজার প্যাসেঞ্জার আছে ওটায়। যদি পারো তো তাদের মাঝ থেকে খুঁজে বের করো গে।'

দাঁত কিড়মিড় করল হারুকি। রানার কথা বিশ্বাস করেছে। বুঝতে পারছে, হাতছাড়া হয়ে গেছে শিকার। এমনিতেই ব্যাপারটা যথেষ্ট জট পাকিয়ে গেছে, এ-অবস্থায় আবার ক্রুজ শিপে গিয়ে হানা দেবার প্রশ্নই আসে না। নাকামুরার কথা ভাবতেই আতঙ্ক অনুভব করল, ব্যর্থতা ক্ষমা করে না লোকটা। শাস্তি পেতেই হবে তাকে। একবার ভাবল পালিয়ে যাবে কি না, কিন্তু সৈনিকসুলভ মন সায় দিল না তাতে। ভীরুতা কাকে বলে জানে না সে, শাস্তি যদি পেতেই হয় তা মাথা পেতে নেবে। আর কিছু না হোক, একজনকে তো আটক করতে পেরেছে। দেখা যাক এই বন্দি লোকটা নাকামুরার ক্রোধ কতটা প্রশমিত করতে পারে।

রানা এখনও তাকিয়ে আছে তার দিকে, আচমকা পিস্তলের বাট দিয়ে ওর ঘাড়ের পিছনে সর্বশক্তিতে আঘাত করল হারুকি। টুঁ শব্দ না করে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল রানা। জ্ঞান হারিয়েছে। সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ নেই হারুকির, এ-অবস্থায় একজন

বন্দিকে সঙ্গে নেয়ার আগে অচেতন করে নেয়াই ভাল।

'গাড়িতে তোলো ওকে,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ক্যাপ্টেন। 'লাইফবোট স্টেশনটা দেখে আসি, ও সত্যি বলছে কি না নিশ্চিত হতে হবে। তারপর ফিরে যাব চপারে।'

দশ মিনিট পর ওদেরকে নিয়ে টেকঅফ করল গ্যাযেল। আহত-নিহত দুই সৈনিককেও নিয়ে আসা হয়েছে। আর নেয়া হয়েছে বন্দি রানাকে। পশ্চিমদিকে উড়ে চলল হেলিকপ্টার, ওদিকে নাকামুরার আরেকটি গোপন প্রজেক্টের কাজ চলছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উদাস হয়ে গেল হারুকি। ভাবছে আজকের এই ব্যর্থতার পরিণাম কী হতে পারে—শুধু নিজের বেলায় নয়, তার নিয়োগকর্তার গোটা অপারেশনের ক্ষেত্রে। অটো-ক্যারিয়ারের ভিতরে অন্তত কয়েক মিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি করে এসেছে, ডেকের উপরে ফেলে এসেছে একটা ক্র্যাশ করা হেলিকপ্টার। গুলির খোসাও কুড়িয়ে আনার সময় ছিল না।

আশার কথা একটাই, সিলছাপ্পড়বিহীন গোলাবারুদ ব্যবহার করে ওরা, কাজেই গুলির খোসার সূত্র ধরে ওদের পরিচিতি ফাঁস হবার সম্ভাবনা নেই। জাহাজের যে-অফিসার মোবাইলে ভিডিও করছিল, তার কাছ থেকে ফোনটা ছিনিয়ে আনা হয়েছে, ফলে ছবি-টবিও থাকছে না ওদের। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলোর দাম ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি মিটিয়ে দেবে, কাজেই মালিকরা খুব একটা হৈচৈ করবে বলে মনে হয় না। পানামায় নাকামুরার অনুগত সরকারি লোকজনের অভাব নেই, যে-কোনও তদন্তের মোড়ই ড্রাগ-স্মাগলার বা স্থানীয় জলদস্যুদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব। কাজেই জাহাজের ঘটনা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলে।

মূল সমস্যা হিসেবে রয়ে যাচ্ছে পালিয়ে যাওয়া তিন সাক্ষী। ভলকানিক লেকের পারে চলতে থাকা খোঁড়াখুঁড়ি দেখে ফেলেছে

ওরা। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে ধামাচাপা দেয়া কঠিন। কাজেই এদের পরিচয় এবং কার হয়ে কাজ করছে সেটা জানা জরুরি। এখনও দেরি হয়ে যায়নি, এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেলে ঠেকাবার যথেষ্ট উপায় রয়েছে নাকামুরার হাতে। অজ্ঞান বন্দির দিকে তাকাল হারুকি—এ-ক্ষেত্রে এই লোকটিই হতে পারে সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি। ওর মুখ খোলাতে হবে। তবে সেটা হারুকির পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যে চাই ভিন্ন যোগ্যতার মানুষ... একজন ইন্টারোগেটর।

ইন্টারোগেশনের গুরুত্ব অজানা নয় হারুকির, কিন্তু কাজটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অমানবিক অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে বলে মনের সায় পায় না। সৈনিক সে, যুদ্ধের ময়দানে সামনাসামনি লড়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে পারে অনায়াসে। নিরস্ত্র... বন্দি... লড়তে অক্ষম কারও উপরে বলপ্রয়োগ করাটা তার চোখে চরম অসম্মানজনক। ওটা তারাই পারে, যাদের মাঝে বিবেক নেই... যারা লড়াই বা আত্মত্যাগের মর্যাদা বোঝে না। এরা তার চোখে শকুনিতুল্য—লড়াইশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে হানা দেবে, বিনা বাধায় ঠোকর দেবে পরাজিত যোদ্ধাদের গায়ে। হারুকি কখনও অমন হতে পারবে না।

সুসংবাদ হলো, নাকামুরার পোষা বাহিনীতে রয়েছে এমন এক শকুন। চেহারা-সুরতেও লোকটা দেখতে সেই শকুনেরই মত—হাড্ডিসার, মাথায় চুল নেই বললেই চলে, রুগ্ন শরীরে কোনোমতে লেগে রয়েছে ভাঁজপরা চামড়া। তার বয়স আন্দাজ করা কঠিন, ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। পুরো নাম কেউই জানে না, নাকামুরার মার্সেনারি বাহিনীতে সে ড্রাগো নামে পরিচিত। শোনা যায় সে সার্বিয়ান যুদ্ধাপরাধী, নব্বুইয়ের দশকে পেশাদার ইন্টারোগেটর হিসেবে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে কয়েক হাজার নিরীহ বসনিয়ানের উপর। মিলোসোভিচের পতনের পর পালিয়ে

এসেছে দেশ ছেড়ে। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের মানুষের আলাদা কদর রয়েছে কেনজি নাকামুরার কাছে; সাদরে তাকে নিজের দলে টেনে নিয়েছে সে। বিবেকহীন, ভয়ঙ্কর লোকটির কথা মনে পড়তেই একরাশ বিতৃষ্ণা অনুভব করল হারুকি। আনমনে মাথা নাড়ল সে।

বন্দির জ্ঞান ফিরেছে, পিটপিট করে তাকাচ্ছে হারুকির দিকে। ধীরে ধীরে উঠে বসল। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। চেহারায় বা আচার-আচরণে ভয়-ডরের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। বিস্ময় অনুভব করল জাপানি ক্যাপ্টেন। কে এই লোক? ত্বকের রঙ দেখে বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমা নয়। দক্ষিণ এশিয়ান হতে পারে। এখানে কী করছে? রানার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানানো হয়নি তাকে, ছবিও দেখানো হয়নি... ফলে চিনতে পারছে না ওকে। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, এই যুবক সাধারণ কেউ নয়। ভবিতব্য বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়, তারপরেও এত নিস্পৃহ রয়েছে কী করে?

দুঃসাহসী, নাকি লোকটা নিতান্তই বোকা?

খুব শীঘ্রি সেটা জানা যাবে... ড্রাগোর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার পর।

সতেরো

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে নেফারতিতি ও তার সঙ্গীরা রানার কাছ

থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর। কাজে লেগেছে রানার ডিসট্র্যাকশন, বিনা বাধায় পড আকৃতির একটা লাইফবোট নিয়ে ক্যানালে নেমে যেতে পেরেছে ওরা। বেগতিক পরিস্থিতি দেখে গানশিপটা এর আগেই কেটে পড়েছিল, ফলে কিছুক্ষণ বোট নিয়ে ঘুর ঘুর করেছে ওরা অটো-ক্যারিয়ারের আশপাশে, আশা করেছে লোডিং র‍্যাম্প খুলে বেরিয়ে আসবে রানা। কিন্তু দশ মিনিট পেরুবার পর আর অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি অঁবিন, তার মতে রানাকে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। বেরুতে পারলে এরমধ্যেই বেরিয়ে আসত। দেরি করা মানে অনর্থক ঝুঁকি নেয়া, রানার আত্মত্যাগ বৃথা করে দেয়া।

যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে বাকিদের আবেগ, বোটের মুখ ঘুরিয়ে চলে এসেছে গ্যামবোয়ার রিপেয়ার ডকে। ওখানে ভেসে থাকা নানা ধরনের জলযানের মাঝে বিসদৃশ ঠেকেনি লাইফবোট, ডক ওয়ার্কাররা ভেবেছে বুঝি মেরামতের জন্য এসেছে ওটা... দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায়নি। ফলে সবার অলক্ষে ডাঙায় উঠে যেতে সমস্যা হয়নি। বন্দরের একটা পুরনো জিপ চুরি করে এখন ওরা ফিরে চলেছে পানামা সিটির উদ্দেশে... লিজনের সেফ হাউসে।

ব্রিজ ধরে ক্যানাল অতিক্রম করবার সময় দূর থেকে দেখা গেল অটো-ক্যারিয়ারটাকে... ডেকের উপরে পড়ে রয়েছে বিধ্বস্ত জেটরেঞ্জার। পাশে ল্যাণ্ড করা গ্যাযেলে ধরাধরি করে একজন মানুষকে তুলতে দেখল ওরা। এত দূর থেকে চেহারা চেনা গেল না, কিন্তু আঁচ করতে অসুবিধে হলো ওটা কে হতে পারে। রানা! ও ধরা পড়ে গেছে... কিংবা মারা গেছে! বুকের ভিতর আলোড়ন অনুভব করল নেফারতিতি, কিছুতেই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এত সহজে মরবার পাত্র নয় রানা। ওর বিস্ফারিত চোখের সামনে টেকঅফ করল গ্যাযেল, উড়ে চলে গেল পশ্চিম দিকে।

পথে বেশ কিছু পানামানিয়ান আর্মির জিপ ও ট্রাককে পেদ্রো মিগুয়েল লকের দিকে ছুটে যেতে দেখল ওরা—শিপ থেকে ডিসট্রেস কল পেয়ে সাড়া দিয়েছে। লকে ঢোকার সময় থামতে হবে অটো-ক্যারিয়ারকে, তখনই ওটায় উঠবে সেনাসদস্যরা। খানিক পরে আর্মির জলপাই রঙের একটা হেলিকপ্টারও উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। তবে অনেক দেরি করে ফেলেছে ওটা, গ্যাযেলের পিছু নেয়া আর সম্ভব নয়।

সেফহাউসে পৌঁছুতেই কনরাডের দায়িত্ব নিল লিজনের ডাক্তার। ওকে নিয়ে গেল ভিতরের কামরায়। তাকে সাহায্য করতে গেল বাকিরা। দুজন লিজনেয়ারকে পাঠানো হলো চুরি করা জিপটা দূরে ফেলে আসার জন্য। সামনের কামরায় একা রয়ে গেল নেফারতিতি। পুরো রাস্তা আহত পাইলটের পরিচর্যা করে কাটিয়েছে ও, অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সময় পায়নি। ফুরসত মিলতেই রাগ আর ক্ষোভ ভর করল হৃদয়ে। বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে পানির ছিটে দিল, কিন্তু এক বিন্দু প্রশমিত হলো না আবেগ।

রানার জন্য ছটফট করছে। অল্প সময়েই অদ্ভুত যুবকটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। ওকে হারাবার আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে বুক। অঁবিন বা তার সঙ্গীরা রানার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় বলে মনে হচ্ছে। কাজেই যা করার করতে হবে ওকেই। পকেট থেকে বের করে আনল সেলফোন, ডায়াল করল মার্কোসের নাম্বারে। একবার রিং হতেই সাড়া দিল সে।

'হ্যালো?'

'মার্কোস, নেফারতিতি বলছি।'

'গুড মর্নিং, ক্যাপ্টেন। আপনাদের ফোনেরই অপেক্ষায় ছিলাম। খবর সব ভাল তো? মিশন সাকসেসফুল?'

'উঁহুঁ। ফোনে বিস্তারিত বলতে পারব না। মি. সোহেলের সঙ্গে

যোগাযোগ আছে আপনার?'

'হ্যাঁ। কী করতে হবে?'

'ওঁকে নিয়ে চলে আসুন যত দ্রুত সম্ভব। আমি ঠিকানা দিচ্ছি।'

সেফহাউসের ঠিকানা তাকে বুঝিয়ে দিল নেফারতিতি।

মার্কোস বলল, 'ঠিক আছে, ধরে নিন রওনা হয়ে গেছি।'

সংযোগ কেটে দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল নেফারতিতি। ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে খতিয়ে দেখল পুরো ব্যাপারটা। ভলকানিক লেকে অঁবিনের কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করছে, ফরাসিদের পানামা মিশন স্রেফ রেডিও ইন্টারসেপশন অ্যান্টেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরও বড় কিছু রয়েছে এর পিছনে, নইলে ফরাসি এজেন্ট ওভাবে ঝুঁকি নিয়ে ক্যাম্পে অনুপ্রবেশ করত না। ইউ.এস. এম্বাসিকে ঘটনাটা জানাবে কি না ভাবল, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। সবকিছু না জেনে রিপোর্ট করাটা বোকামি হবে। অ্যাম্বাসেডরকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে, স্রেফ মুখের কথায় নেচে ওঠার মানুষ নন তিনি... প্রমাণ চাইবেন। সিআইএ-র স্টেশন চিফের কাছে গিয়েও লাভ নেই; লোকটা অকর্মার ধাড়ি, পাঁড় মাতাল... রিটায়ার করবে ক'দিন পরেই। পানামায় তাকে পোস্টিং দেয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ আর কোথাও রাখা সম্ভব নয় বলে। এরপরে রয়েছেন কর্নেল ডিলবার্ট... নেফির মিলিটারি সুপারভাইজর। আরেক সুযোগসন্ধানী লোক, ব্রিগেডিয়ার হবার স্বপ্ন দেখছে। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া নেফির মুখের কথায় অ্যাকশন নিতে গিয়ে ক্যারিয়ারকে ঝুঁকিতে ফেলতে চাইবে না। সব মিলিয়ে হতাশাজনক একটা পরিস্থিতি। সাহায্যের আশা করা যেতে পারে শুধু সোহেল আহমেদ আর মার্কোস পেরেইরার কাছ থেকে।

ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করবার জন্যই বুঝি আধঘণ্টা পর একটা ঝরঝরে হোণ্ডা অ্যাকর্ড এসে থামল বাড়ির সামনে।

জানালায় ছুটে গেল নেফি—ড্রাইভারের সিটে মার্কোস, আর তার পাশে সোহেলকে বসে থাকতে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। সদর দরজা খুলে দিতেই কয়েক মুহূর্ত পর বাড়িতে ঢুকল দুজনে। আর তখুনি ভিতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল অঁবিন। থমকে দাঁড়াল অচেনা দুজন মানুষকে দেখে।

'এসবের মানে কী?' হতভম্ব গলায় বলল সে। 'এরা কারা?'

তাকে পাত্তা না দিয়ে নেফারতিতির দিকে এগোল সোহেল। 'রানা কোথায়?' কণ্ঠে ফুটে উঠল খাঁটি উদ্বেগ।

'ক্যাপ্টেন শেফার্ড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অঁবিন। 'একটা প্রশ্ন করেছি আমি! এদের পরিচয় কী?'

ঝট করে তার দিকে ফিরল সোহেল। 'একই প্রশ্ন আমি তোমার ব্যাপারেও করব, কিন্তু সেটা রানার খবর পাবার পরে। ভাল চাও তো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, বাগড়া দিতে এসো না।'

ওর গলায় এমন কিছু ছিল, যা অঁবিনকে স্থবির করে দিল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সে, মুখের ভাষা হারিয়েছে।

আবার নেফির দিকে ফিরল সোহেল। 'রানা কোথায়, ক্যাপ্টেন?'

'ও... ও সম্ভবত নাকামুরার লোকদের হাতে ধরা পড়েছে।'

'কোথায়?'

'ক্যানালের একটা জাহাজে। ওকে নিয়ে লোকগুলো হেলিকপ্টারে চড়ে পালিয়েছে।'

'ক্যানাল?' ওকে থামিয়ে দিল সোহেল। 'আপনারা তো দারিয়েন প্রভিন্সের ভলকানিক লেকে গিয়েছিলেন!'

'লম্বা কাহিনি...' বলতে শুরু করল নেফারতিতি।

'থামুন!' আবার চেঁচিয়ে উঠল অঁবিন। 'ক্যাপ্টেন শেফার্ড, যথেষ্ট হয়েছে! এদেরকে এখানে ডেকে এনে এমনিতেই আমাদের সেফহাউসের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছেন আপনি। তার

ওপর ক্লাসিফায়েড মিশনের বিবরণ ফাঁস করতে চাইছেন? ইম্পসিবল! সেটা হতে আমি কিছুতেই দেব না।'

'নিকুচি করি আপনার মিশনের!' সমান তেজে বলল নেফারতিতি। সোহেলকে পাশে পেয়ে মনের জোর বেড়েছে। 'রানাকে ফিরিয়ে আনাই এখন আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ... আর কিছু না। আপনার তাতে কী অসুবিধে হচ্ছে না হচ্ছে, তার থোড়াই পরোয়া করি।'

'চমৎকার বলেছেন,' প্রশংসা করল সোহেল ক্যাপ্টেনের। তারপর তাকাল ফরাসি এজেন্টের দিকে। 'তুমি যে-ই হও, বাপু, ঝামেলা করতে এসো না।' মার্কোস আর নেফিকে নিয়ে একটা সোফা দখল করে বসল। 'সব খুলে বলুন আমাকে, ক্যাপ্টেন। লম্বা কাহিনি শুনতে অসুবিধে নেই, আমার হাতে অফুরন্ত সময়।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অঁবিন। 'আপনার আন-প্রফেশনালিজম দেখে আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি, ক্যাপ্টেন শেফার্ড! এরা সিভিলিয়ান!'

'লেকচার মারবেন না!' এবার রেগে গেল নেফি। 'আন-প্রফেশনালিজম? আর আপনারা লেকের পারে যা করেছেন, সেটা কী? নাকামুরার ক্যাম্পে অনুপ্রবেশ করতে গিয়েই তো বিপদে ফেলেছিলেন আমাদের। কী খুঁজছিলেন ওখানে? খবরদার, আবার ওই অ্যান্টেনা অ্যারের গপ্পো শোনাতে আসবেন না। ওটা যে ভুয়া, তা বুঝতে বাকি নেই আমাদের।'

'আপনার প্রশ্নের কোনও জবাব দেব না আমি,' বলল অঁবিন।

'কিন্তু আমি দেব।' কথাটা ভেসে এল হলওয়ে থেকে। মেজর পিনোঁ বেরিয়ে এসেছে ওখানে।

'মেজর!' অস্ফুট প্রতিবাদ করল অঁবিন।

'দুঃখিত, মসিয়ো। কিন্তু সত্যটা জানার অধিকার রয়েছে ওঁদের।'

ফরাসি ভাষায় তর্ক শুরু হলো দুজনের মাঝে। পিনোঁকে নিরস্ত করতে চাইছে অঁবিন, কিন্তু সে অটল নিজের সিদ্ধান্তে। রাগ দেখিয়ে কোনও কাজ হলো না, শেষ পর্যন্ত হার মেনে পিছিয়ে গেল ফরাসি এজেন্ট। চেহারায় ফুটে উঠল ক্ষোভ।

নেফারতিতি, সোহেল আর মার্কোসের মুখোমুখি আরেকটা সোফায় এসে বসল পিনোঁ। বলল, 'ঘটনার শুরু এগারো সপ্তাহ আগে। জাপানের রোক্কাশো থেকে স্পেন্ট ইউরেনিয়াম ফিউয়েলের একটা শিপমেন্ট পাঠানো হয়েছিল ফ্রান্সের একটা রি-প্রসেসিং প্ল্যান্টে। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, এর আগে এ-ধরনের আরও অন্তত দেড়শো শিপমেন্ট নেয়া হয়েছে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ডাবল-হালের জাহাজে করে। ফিউয়েলগুলো স্টোর করা হয় টাইপ-বি কাস্ক নামের এক ধরনের আধারে—দেখতে বিশাল ড্রামের মত... বিশ ফুট উঁচু, একেকটা কাস্কে ছয় টন ইউরেনিয়াম রাখা হয়। তেজস্ক্রিয় জ্বালানি পরিবহনের এই পদ্ধতি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির স্বীকৃত। যা হোক, এই দফা যখন শিপমেন্টটা ফ্রান্সে পৌঁছুল, ওজন করে পাঁচশো পাউণ্ড ইউরেনিয়াম কম পাওয়া গেছে।'

'কম পাওয়া গেছে বলতে কী বোঝাচ্ছেন?' ভ্রূ কোঁচকাল সোহেল। 'আপনাদের পাঁচশো পাউণ্ড রেডিও-অ্যাকটিভ ফিউয়েল খোয়া গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'দু'ভাবে ব্যাপারটা ঘটতে পারে। হয় রোক্কাশো থেকেই কম লোড করা হয়েছে, কিংবা জাহাজটা ফ্রান্সে যাবার পথে চুরি হয়েছে ইউরেনিয়াম। ফ্রেঞ্চ রেগুলেটররা জাপানে গেছেন রোক্কাশোর প্ল্যান্টে তদন্ত চালাতে। আর আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে এখানে খোঁজখবর নিতে।'

'এখানে কেন?'

'কারণ পানামা ক্যানালের ভিতর দিয়ে গেছে জাহাজটা। পুরো রাস্তায় এখানেই ওটা চুরি হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এখানে ছাড়া আর কোথাও ইউরেনিয়াম আনলোড করবার উপায় ছিল না।'

'কিন্তু সম্ভাবনাটা ক্ষীণ,' বলে উঠল অঁবিন। মুখ বন্ধ রাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 'ক্যানাল পেরুবার সময় জাহাজটা একবারও থামেনি। বাইরের লোক বলতে মাত্র তিনজন পাইলট উঠেছিল জাহাজকে গাইড করবার জন্য। কাস্ক খুলে প্রায় দুইশ' কিলো ইউরেনিয়াম চুরি করবার জন্য সংখ্যাটা যথেষ্ট নয়।'

'তা হলে তারপরেও কেন এসেছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'হ্যাঁ, এসেছি,' বলল পিনোঁ। 'ইউরেনিয়ামের ব্যাপারে ঝুঁকি নেয়া যায় না। সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের সরকার।'

মার্কোস জিজ্ঞেস করল, 'যে-জাহাজে ওগুলো নেয়া হচ্ছিল, সেটা কত বড়?'

'একশো চার মিটার লম্বা,' জানাল পিনোঁ। 'কেন জানতে চাইছেন?'

'ওই আকারের জাহাজ গাইড করতে একজনের বেশি পাইলট লাগে না।'

'কিন্তু এটায় স্পেশাল কার্গো ছিল। হয়তো সতর্কতার জন্য বাড়তি লোক নেয়া হয়েছিল।'

'সেক্ষেত্রে বড়জোর আরেকজন। তিনজন পাইলট কেন উঠল জাহাজে, বোঝা যাচ্ছে না।'

'দুজন হোক, বা তিনজন... কিছু যায়-আসে না। বললাম তো, কাজটায় আরও লোক দরকার। এখানে ইউরেনিয়াম আনলোড করবার কোনও সুযোগ পায়নি ওরা। কাস্কের মুখ খোলা

হলে রেডিয়েশন বেড়ে যেত, কিন্তু জাহাজের সেফটি সেন্সরে সে-ধরনের কোনও স্পাইক রেকর্ড হয়নি। তা ছাড়া জাহাজের লোকেরা জানিয়েছে, পাইলটরা পুরো সময় ব্রিজেই ছিল; যায়নি কোথাও। কাস্কগুলোর গায়ে সিকিউরিটি ট্যাগ ছিল, সেগুলো অক্ষত পাওয়া গেছে। আমার তো মনে হয় ওই পাঁচশো পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ওঠানোই হয়নি জাহাজে, ঘাপলা করেছে রোক্কাশোর লোডিং ফ্যাসিলিটি। কে জানে, ব্যাপারটা স্রেফ ক্লারিক্যাল এররও হতে পারে।'

'যদি তা-ই হয়,' বাঁকা সুরে প্রশ্ন করল নেফারতিতি, 'তা হলে আপনারা কোবায়াশির পিছনে লেগেছেন কেন?'

'কারণ অবিশ্বাস্য কোনও উপায়ে চুরিটা যদি এখানে হয়েই থাকে, সেটা করবার মত লোকবল ও সেটআপ শুধুমাত্র এই জাপানি কোম্পানিটারই আছে। তা ছাড়া ওরা যে তলে তলে কিছু একটা ঘটাচ্ছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। দুয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সেটাই জানতে চেয়েছি আমরা। চোরাই ইউরেনিয়াম যদি কোথাও ওরা লুকিয়ে থাকে, সে-জায়গার খোঁজ পেতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত তেমন কোনও আলামত দেখতে পাইনি। ওদের পুরো ফ্যাসিলিটিতে গোপনে গাইগার কাউণ্টার নিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে, রেডিয়েশনের চিহ্নমাত্র পাইনি। আজ ভলকানিক লেকের ওই ক্যাম্পেও ঢুকেছিলাম ওই গাইগার কাউণ্টার নিয়েই। ওখানেও একই ফলাফল। হারানো ইউরেনিয়ামের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই ধারণা করছি এখন।'

'এক্সকিউজ মি,' বলে উঠল মার্কোস, 'একটা সম্ভাবনা বোধহয় এড়িয়ে গেছেন। ট্রানজিটের সময় ক্যানালে অনেক জাহাজই টাগবোটের সাহায্য নেয় লকে ঢোকার জন্য। সে-সময়ে টাগবোট থেকে যথেষ্ট লোক উঠতে পারে আপনাদের জাহাজে,

ইউরেনিয়াম চুরি করে ওই বোটে তুলে আবার কেটেও পড়তে পারে।'

'কিছুই এড়িয়ে যাইনি আমরা,' বিরক্ত গলায় বলল অঁবিন। 'এখানে এসেই সবক'টা টাগবোটে গাইগার কাউন্টার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় উৎরে গেছে ওগুলো। বললাম তো, হারানো ইউরেনিয়াম এখনও জাপানেই রয়ে গেছে। খুব শীঘ্রি ওগুলোর খোঁজ পাওয়া যাবে। এখানে আর সময় নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না। পানামায় আমাদের মিশন শেষ।'

'আপনার আন্দাজ ভুলও হতে পারে,' মনে করিয়ে দিল সোহেল। 'এত বড় ঝুঁকি নেবেন?'

'ঝুঁকি থাকলেই না নেয়ার প্রশ্ন আসে। আমি বলছি... নেই।'

'রানার কী হবে?' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'প্রয়োজনের সময় ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছেন, এখন ওকে বিপদে ফেলে চলে যাবেন? এটাই কি ফ্রেঞ্চ লিজনের নীতি?'

'আমি লিজনের সদস্য নই,' কাঠখোট্টা গলায় বলল অঁবিন। 'মসিয়ো রানাও নন। ওঁকে আমরা জোর করে শিপে রেখে আসিনি। স্বেচ্ছায় থেকে গেছেন। কী ধরনের বিপদ হতে পারে, সেটা জানার পরেও। তাঁর জন্য আমরা দায়ী নই।'

'মেজর?' পিনোঁর দিকে আশা নিয়ে তাকাল নেফি।

'আ... আমি দুঃখিত,' লজ্জিত গলায় বলল পিনোঁ। 'মসিয়ো অঁবিন ভুল বলেননি। এমনিতেই আজকের অপারেশনে দুজনকে হারিয়েছি আমি। এখন ফের কিছু করতে গিয়ে বাকিদের বিপদে ফেলতে পারি না।'

'ভয় পাচ্ছেন সেটা সরাসরি বলে দিলেই হয়,' মুখ ঝামটা দিল নেফি। 'সৈনিকের পোশাকে আপনারা আসলে কাপুরুষ!'

'অযথাই গালমন্দ করছেন আমাদের,' আহত গলায় বলল পিনোঁ। 'সাহায্য যদি করতেও চাই, মসিয়ো রানাকে ওরা কোথায়

নিয়ে গেছে সেটাই তো জানি না।'

'আমি জানি,' বলল সোহেল। 'মানে... আন্দাজ করতে পারি।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল মার্কোস। 'জানি আমরা।'

আশার আলো জ্বলে উঠল নেফারতিতির মনে। সাগ্রহে জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'কন্টেইনার ফ্যাসিলিটি আর ভলকানিক লেক ছাড়া কোবায়াশির আরেকটা ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছি আমরা,' সোহেল বলল। তাকাল নেফির দিকে। 'মনে আছে, কন্টেইনার ফ্যাসিলিটির ওই ডাম্প ট্রাকগুলোর ব্যাপারে আমাকে খোঁজ নিতে বলেছিল রানা? গতকাল ভোর থেকে ফ্যাসিলিটির বাইরে বসে ছিলাম আমি আর মার্কোস। সন্ধ্যায় ওখান থেকে একটা ডাম্প ট্রাক বেরুতেই পিছু নিয়েছিলাম ওটার। শহর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে গেছে ট্রাকটা—ক্যানাল পেরিয়ে *পেনোনোম* শহরের দিকে। শহরের বিশ মাইল দূরে রয়েছে একটা প্রাইভেট রোড, সেটা ধরে শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঢুকেছে লাস মাইনাস দেল ভিয়েন্তে ডিয়াব্‌লোস-এ।'

'কী ওটা?'

'খনি। দ্য টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইন।'

'কীসের খনি?'

'সোনার। রাস্তায় ওদিককার এক গ্রামবাসীকে পেয়েছিলাম। সে-ই বলল।'

একটু বিভ্রান্ত দেখাল নেফিকে। 'আমি জানতাম পানামার এদিকটায় রূপার খনি ছাড়া আর কিছু নেই। সোনার খনি সব দারিয়েন প্রভিন্সে। সেগুলোও অন্তত একশো বছর আগে নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

'এটাও বহুকাল ধরে বন্ধ, তাই লোকে ভুলে গেছে,' ব্যাখ্যা

দিল মার্কোস।

'হুম, তারপর?'

'ট্রাকটাকে ওখানে ঢুকতে দেখে আজ সকালে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম পানামার খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে। অফিশিয়ালি কেউ কিছু বলতে রাজি হয়নি, শেষ পর্যন্ত জুনিয়র এক ক্লার্ককে ঘুষ দিয়ে জেনেছি, ছ'মাস আগে আবার খোলা হয়েছে খনিটা। বিদেশি এক কোম্পানি নাকি লিজ নিয়েছে ওটা। তবে কোম্পানির নাম বা ওখান থেকে নতুন করে সোনা উত্তোলন করা গেছে কি না—সে-সব বলতে পারেনি সে। অবশ্য কোম্পানিটা যে কোবায়াশি, তা আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল নেফারতিতি। 'লেকে এখনও ইনকাদের ট্রেজার পাওয়া যায়নি, দেখে এসেছি আমরা। তা হলে কি ধরে নেব, ওয়্যারহাউসে দেখা ওই সোনা টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইন থেকে এসেছে?'

'এখুনি সেটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না,' বলল সোহেল। 'তবে লেকের মত ওখানেও গোপনে অপারেশন চালাচ্ছে কোবায়াশি—এটা পরিষ্কার। রানাকে নিয়ে ওদের হেলিকপ্টার যদি ভলকানিক লেক বা কন্টেইনার টার্মিনালে না গিয়ে থাকে, ওখানে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।'

'স্রেফ ধারণার উপর কথা বলছেন আপনারা,' বিরক্তি ফুটল অঁবিনের কণ্ঠে। 'আর ওই খনিও যে কোবায়াশির, সেটা ভাবছেন কেন? ওরা একটা মেরিটাইম কোম্পানি... এমন হতে পারে না, মাইনিং কোম্পানির কাছ থেকে ট্রাকের মাধ্যমে আকরিক সংগ্রহ করছে ওরা, কন্টেইনার পোর্ট থেকে জাহাজে তুলে অন্য কোথাও পাঠাবার জন্য?'

সরু চোখে ওর দিকে তাকাল সোহেল। 'আপনি যা বলছেন, তা-ও কি স্রেফ ধারণা থেকে নয়? শুনুন, তা হলে আরেকটা

সম্ভাবনার কথা বলি। চোরাই ইউরেনিয়াম লুকানোর জন্য পরিত্যক্ত খনি একটা চমৎকার জায়গা। হেলিকপ্টারটা যদি ওখানে পাওয়া যায়... তা হলে কি বিশ্বাস করবেন, ওটা কোবায়াশির ঘাঁটি?'

ইতস্তত করল ফরাসি এজেন্ট, পাল্টা কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

'দেখুন, খনিটাকে সন্দেহ করবার কিন্তু আরও কারণ আছে,' যোগ করল সোহেল। 'কোবায়াশি ওখান থেকে আকরিক সংগ্রহ করছে না। করছে ঠিক উল্টোটা। যে-ট্রাকটাকে আমরা ফলো করেছি, সেটায় নুড়ি ভরা ছিল। ঝাঁকি খেলেই ছিটকে পড়ছিল ছোটবড় পাথর। পোর্ট থেকে নুড়ি নেয়া হবে কেন ওখানে? বরং খালি ট্রাক গিয়ে আকরিকের নুড়ি ভরে ফিরে আসার কথা। আমার তো মনে হচ্ছে জাহাজে ভরে ওই নুড়ি নিয়ে আসা হচ্ছে বন্দরে, তারপর ট্রাকে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে খনিতে।'

'কী বলছেন! কেন?'

সোফায় হেলান দিল সোহেল। 'সেটা জানার উপায় হচ্ছে ওখানে গিয়ে উঁকি মেরে দেখা। কী বলেন? আর সে-কাজ করতে গিয়ে যদি রানাকে পেয়েই যাই, আপত্তি আছে কোনও?'

চোখাচোখি করল অঁবিন আর পিনোঁ। তারপর বলল, 'না, নেই।'

আঠারো

হিমশীতল পানির প্রচণ্ড এক ঝাপটায় জ্ঞান ফিরে পেল রানা। চেতনানাশক ইঞ্জেকশন দিয়ে গত ছ'ঘণ্টা ধরে স্যাঁতসেঁতে এক প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখা হয়েছিল ওকে। পানির শক্তিশালী ধারা যেন মুগুরের মত আঘাত করল ওর গায়ে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গড়ান দিল... সরে যেতে চাইল, কিন্তু ফায়ার হোস ধরা হাতদুটো অনুসরণ করল রানাকে। দেয়ালে ঠেক্কে গেল ওর দেহ, তার উপরে এমনভাবে পানি ছুঁড়তে থাকল লোকটা, যেন ওয়াটারজেট দিয়ে মেঝেতে জমে থাকা কোনও ময়লা পরিষ্কার করছে। অসহায়ের মত এই অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া উপায় রইল না।

কয়েক মুহূর্ত পর শোনা গেল একটা ভারী গলা। আদেশ পেয়ে হোস বন্ধ করল লোকটা। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসল রানা। কণ্ঠের উৎসের দিকে তাকাবার চেষ্টা করতেই চোখ ঝলসে গেল হ্যাণ্ডহেল্ড হ্যালাইড লাইটের শক্তিশালী আলোয়। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল ও।

আবার শোনা গেল আদেশমাখা কণ্ঠ, তারপর বুটপরা পদশব্দ। চলে যাচ্ছে হোস অপারেটর।

ধীরে ধীরে এবার চোখ খুলল রানা। ধাঁধানো দৃষ্টি দিয়ে তাকাল সামনে। মাথার উপরে একটা নিঃসঙ্গ বালব জ্বলছে—ছোট্ট প্রকোষ্ঠ আলোকিত করবার জন্য ওটাই যথেষ্ট।

হ্যালাইড লাইটটা ব্যবহার করা হচ্ছে দৃষ্টিশক্তিকে পীড়া দেবার জন্য। ধরা পড়বার পর থেকে এখন পর্যন্ত কিছুই খেতে দেয়া হয়নি ওকে, পানিও মেলেনি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। হেলিকপ্টার থেকে নামাবার আগে মাথা ঢেকে দেয়া হয়েছিল কালো কাপড় দিয়ে, এরপর পুশ করা হয়েছে ইঞ্জেকশন। এখন আবার কড়া আলোয় চোখ ঝলসে দেয়া হচ্ছে দেহকে সহ্যশক্তির শেষ সীমায় নিয়ে যাবার জন্য। এ-সবই টর্চারের বেসিক টেকনিক।

গা থেকে সমস্ত কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে রানার, রয়েছে স্রেফ একটা বক্সার শর্টস্। ভেজা শরীর কাঁপছে ঠাণ্ডায়। কামরায় কোনও আসবাবপত্র নেই, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল ও, দু'হাঁটু মুড়ে নিয়ে এল বুকের কাছে, হাতদুটো দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল। ওই অবস্থাতেই দ্রুত জরিপ করে নিল চারপাশ। দেখার মত তেমন কিছু নেই অবশ্য। চারদিক বন্ধ প্রকোষ্ঠ। কংক্রিটের দেয়াল। জানালা নেই। ভূগর্ভে কি? একটামাত্র দরজা, সেটার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন ইউনিফর্ম পরা প্রহরী—নাকামুরার মার্সেনারি বাহিনীর সদস্য। একজন হাতের অত্যাধুনিক রাইফেল তাক করে রেখেছে ওর দিকে, অন্যজন হ্যালাইড লাইট ধরে রেখেছে ওর মুখ বরাবর।

চোখ বন্ধ করল না রানা, চেষ্টা করল দৃষ্টিকে প্রখর আলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে। একই সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল পরিস্থিতি নিয়ে। এখনও বেঁচে আছে ও, তারমানে শত্রুদের কাছে ওর প্রয়োজন ফুরোয়নি। কিন্তু সেটা খুব আশাব্যঞ্জক কিছু নয়। নিশ্চয়ই ওর সঙ্গীদের সম্পর্কে জানতে চাইছে এরা। নেফারতিতি আর লিজনেয়াররা পালিয়ে গেছে। শত্রুদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় ওর সঙ্গে ওরা ঠিক ক'জন ছিল, বা ওদের পরিচয় কী। সে-ব্যাপারেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রায়-নগ্ন করে গায়ে পানি ঢালা, আর প্রখর আলোয় ঝলসে দেয়া... এ-সবই সেই

জিজ্ঞাসাবাদের উপক্রমণিকা মাত্র।

ইন্টারোগেশনটা কী ধরনের হতে চলেছে, তা পরিষ্কার। নির্যাতন করা হবে ওকে। ব্যাপারটা নতুন নয়, মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল রানা। চোখ মুদে অটো-সাজেশন দিতে থাকল নিজেকে—ব্যথা-বেদনার অনুভূতি যেন মস্তিষ্কে না পৌঁছায়। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোও যেন তলিয়ে যায় স্মৃতির সমুদ্রে, কিছুতেই যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে না আসে। ভয়ঙ্কর নির্যাতনের মুখে টিকে থাকার এটাই একমাত্র উপায়। তবে দক্ষ ইন্টারোগেটর এ-ধরনের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে পারে। খুব শীঘ্রি জানা যাবে, এখানকার ইন্টারোগেটর সে-রকম যোগ্যতা রাখে কি না। শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক, ব্যাটার কাজটা যতটা পারে কঠিন করে তুলবে ও।

দশ মিনিট কেটে গেল নীরবে। তারপর শোনা গেল নতুন পদশব্দ। গম্ভীর একটা কণ্ঠ জাপানি ভাষায় নির্দেশ দিতেই নিভিয়ে দেয়া হলো হ্যালাইড লাইট। ধীরে ধীরে চোখ খুলল রানা, তাকাল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির দিকে। জাপানি। খুব লম্বা নয়, মুখের একটা পাশ বিকৃত। পরনে দামি বিজনেস সুট। চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। ছবি দেখেছে আগেই, তাই একে চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। এক ও অদ্বিতীয় কেনজি নাকামুরা।

'হাই!' হাবভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে সম্ভাষণ জানাল রানা। মনের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যা-ই থাকুক, তা প্রকাশ করছে না।

'উঠে দাঁড়াও,' থমথমে গলায় ইংরেজিতে হুকুম করল নাকামুরা।

'দেখতেই পাচ্ছ গায়ে জামাকাপড় নেই,' হালকা গলায় বলল রানা, 'এ-অবস্থায় কাউকে বিরক্ত করা কি ঠিক? একটু ভদ্রস্থ হয়ে নিই, তারপর নাহয় এসো।'

'ফাজলামি কোরো না,' ক্রোধ ফুটল নাকামুরার কণ্ঠে। 'আমি

কে, বা তুমি কোথায় আছ... সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে?'

চারপাশে চোখ বোলানোর অভিনয় করল রানা। বলল, 'জায়গাটা চেনা মনে হচ্ছে না। তবে তোমাকে সম্ভবত টিভিতে দেখছি'। চর্মরোগের বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে। মুখের ওটা দেখছি মেকাপ নয়!'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল নাকামুরার। 'আমাকে খেপানোর বৃথা চেষ্টা করছ তুমি, মি. রানা। ওটাই তোমার নাম তো? মাসুদ রানা?'

'উঁহুঁ। আমার নাম সতীনাথ ভাদুড়ি। একটা অটো-ক্যারিয়ারে চড়ে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছিলাম... খামোকা তোমার লোকেরা আমাকে ধরে এনেছে। বিশ্বাস না হলে জাহাজের প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্ট চেক করে দেখো।'

মাথা নাড়ল নাকামুরা, যেন হতাশ হয়েছে বন্দির আচরণে। 'প্যারিসে সামান্য ঝামেলা সৃষ্টি করেছিলে তুমি, কিন্তু এখন পরিণত হয়েছ পুরোদস্তুর একটা মাথাব্যথায়। জানতে পারি, কেন পদে পদে আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করে চলেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ওর কথা কানে না তুলে নাকামুরা বলল, 'তোমার ব্যাপারে মোটামুটি সবই জানা আছে আমার। একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম চালাও তুমি। আমার পিছনে কেন লেগেছ? কে ভাড়া করেছে তোমাকে? সিআইএ?'

আর অভিনয় করবার প্রয়োজন দেখল না রানা। উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বলল, 'কেউ না। আমি শুধু আমার বন্ধু ড. আলী হায়দারের খুনিকে খুঁজছিলাম। তবে এখন বুঝতে পারছি, ওটার জন্য তুমি দায়ী নও। ওর মৃত্যুটা ছিল দুর্ঘটনা। কাজেই অযথা আমাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে লাভ নেই কোনও। আমাকে যদি ছেড়ে দাও, তা হলে পরের ফ্লাইটেই আমি দেশে ফিরে যাব।

এখানে তুমি যা খুশি তাই করে বেড়াতে পারো, আমি তাতে নাক গলাব না। কারণ সিআইএ, এফবিআই, এসএসএ... কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই আমার।'

'কথাটা সত্যি হলে খুশিই হতাম,' একটু হাসল নাকামুরা। 'কিন্তু সমস্যা হলো, তোমার কোনও কথা আমি বিশ্বাস করছি না। আমার ইনফরমেশন বলছে, তুমি আমেরিকান একটা সরকারি সংস্থার সঙ্গেও জড়িত... নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর। ওদের হয়ে বহুবার তুমি মার্কিনীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজ করেছ।'

'তা হলে বলব, ভুল ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে তোমাকে। আমি কারও স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার নই। বরং আমার কারণে বহুবার আমেরিকার বহু অশুভ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে।'

'আই ডোন্ট কেয়ার। তোমার কারণে যথেষ্ট সমস্যা পোহাতে হয়েছে আমাকে। এমন সব পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছি, যা নেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ, কাজ আদায়ের জন্য টাকা ব্যবহার করি; কিন্তু তোমার কারণে বুলেটের আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে... রক্ত ঝরাতে হয়েছে। পুরো অপারেশনটাই লেজেগোবরে হতে চলেছে তোমার অযাচিত নাক গলানোয়। কী করছি আমি তার কিছুই জানো না, খামোকা তাতে বাগড়া দিয়ে নিত্যনতুন গোলমাল তৈরি করছ। এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।'

'কী করছ সেটা তা হলে খুলেই বলো। দেখি তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা যায় কি না।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর বোঝাপড়ার সুযোগ নেই।'

'তা হলে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ কেন? কপালে একটা গুলি করো... ঝামেলা চুকে যাক।'

ক্রূর হাসি হাসল নাকামুরা। 'তা-ই করা হবে। কিন্তু তার

আগে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে আমার। সেগুলোর জবাব চাই।'

'কিচ্ছু বলব না আমি,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল রানা। 'মরবই যখন, খামোকা মুখ খুলে লাভ কী?'

'লাভ এটুকুই যে, মৃত্যুটা শান্তিময় হবে। নইলে মরার আগে এমন কষ্ট দেয়া হবে, যাতে তোমার মনে হয় যে দুনিয়ায় জন্ম নিয়েই মস্ত ভুল করেছ।'

'ভয় দেখাচ্ছ?'

'না। সতর্ক করছি।'

গলা চড়িয়ে দুই প্রহরীকে ডাকল নাকামুরা। দু'পাশ থেকে রানাকে চেপে ধরল তারা, টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল প্রকোষ্ঠ থেকে। বাধা দিল না ও। ইন্টারোগেশন সইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে। অযথা ধস্তাধস্তি করে দুর্বল হয়ে পড়ার কোনও মানে হয় না।

সংকীর্ণ করিডর দিয়ে হাঁটিয়ে আরেকটা ঘরে নিয়ে আসা হলো ওকে। এটা আগেরটার চেয়ে বড়, একটু ঠাণ্ডাও। কামরার মাঝখানে রয়েছে একটা ধাতব টেবিল, সেটার উপর চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হলো ওকে। হ্যাণ্ডকাফ আর লেদার স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো হাত-পা আর শরীর। নড়বার উপায় রইল না আর।

রানার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল নাকামুরা। 'বিদায়, রানা। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার। আশা করি মরার আগে খুব বেশি ভোগাবে না নিজেকে।'

কিছু বলল না রানা। চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। নতুন একজন মানুষ এসে ঢুকেছে ঘরে। নাকামুরার পাশে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখামাত্র অশুভ একটা অনুভূতি হলো ওর। পাক দিয়ে উঠল পেটের ভিতরটা। মানুষ তো নয় যেন ব্যাণ্ডেজখোলা একটা মমি। কঙ্কালসার দেহ, হাড়ের উপর কোনোমতে লেগে

রয়েছে চামড়া। চোখের দৃষ্টি শীতল, দ্যুতিহীন। চেহারা নিষ্প্রাণ। সব মিলিয়ে লোকটা যেন এ দুনিয়ার কেউ নয়, সাক্ষাৎ নরকের দূত। রানার দিকে চেয়ে হলুদ দাঁত বের করে হাসল—যেন হরিণশাবককে বাগে পেয়ে হাসছে হিংস্র হায়েনা।

'তুমি জানো, ড্রাগো, এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে কী তথ্য আদায় করতে চাই আমি,' বলে উঠল নাকামুরা। 'সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব বের করা চাই।'

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। গটমট করে প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে গেল নাকামুরা।

এবার রানার উপর ঝুঁকে এল ড্রাগো। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'বাংলাদেশি, না?' খোলা মুখ দিয়ে ভেসে এল পূতিময় দুর্গন্ধ। 'ভাল, আমার বন্ধুদের তালিকায় নতুন একটা দেশ যোগ হলো। দক্ষিণ এশিয়ান বন্ধু খুব একটা পাইনি আমি। বহুদিন আগে ভারতীয় একজনকে পেয়েছিলাম, সার্বিয়ান সীমান্তে চোরাচালান করত... তবে ওর সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারিনি। তাই ওকে গোনায় ধরি না। তবে হ্যাঁ, শ্রীলঙ্কায় কাজ করতে গিয়ে ওখানকার একজনকে পেয়েছিলাম... আমার বন্ধুদের তালিকায় ও-ই ছিল সেরা।'

হাসি হাসি মুখে কথা বলছে লোকটা। তলপেটে শিরশিরে অনুভূতি হলো রানার। ভিকটিমদেরকে বন্ধু বলে ডাকছে... কথাবার্তার ঢঙেই বোঝা যাচ্ছে, লোকটা স্রেফ পেশাদার কোনও ইন্টারোগেটর নয়, সাইকোলজিক্যাল সমস্যা আছে তার। একজন সাইকোপ্যাথ! বন্দিদের উপর নির্যাতন চালানো শুধু তার দায়িত্ব পালনের অংশ নয়, ওটা তার অন্যতম বিনোদনও বটে। জীবন উপভোগের একটা মাধ্যম! এ-ধরনের সাইকোপ্যাথি সম্পর্কে খুব ভালই জানা আছে রানার, তাই উপলব্ধিটা ভয় জাগিয়ে তুলল। ঠাণ্ডা প্রকোষ্ঠের মাঝেও ঘাম জমল কপালে।

'আমার ওই শ্রীলঙ্কান বন্ধু মস্ত এক অন্যায় করেছিল,' বলে চলেছে ড্রাগো, 'আমাদের সবার অজান্তে আঙুলের একটা নখ বড় করে ফেলেছিল ও। এক রাতে কী করল, জানো? বন্দিশালার দেয়ালে ঘষে নখটা ধারালো করে তুলল, তারপর ওটা দিয়ে নিজের জিভের তলার পাতলা চামড়াটা কেটে ফেলল। সকালে গিয়ে দেখি, গলায় জিভ আটকে দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে সে। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।' চুক চুক শব্দ করল টাকরা দিয়ে। 'শেষদিকে আমাদের আলাপ অতটা ভাল হতো না, তারপরেও... শুরুর দিকে চমৎকার সময় কেটেছে আমাদের। এখনও বুঝে উঠতে পারি না অতদিন কী করে কথা বলেছে ও। মাসের পর মাস টিকে ছিল... সত্যিই রিমার্কেবল!'

বুঝতে অসুবিধে হলো না, কথা বলা মানে চিৎকার করা। আলাপ মানে ড্রাগোর ইন্টারোগেশনের একেকটা পর্ব।

'যাক গে,' বলল ড্রাগো। 'এবার তোমার পালা। দুঃখের বিষয়, চাইলেও আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মি. নাকামুরা একটা টাইমটেবল বেঁধে দিয়েছেন। তবে এই স্বল্প সময়টা উপভোগ্য করে তুলতে তো দোষ নেই। কী বলো?'

রানার মাথার পাশে একটা কালো কাপড়ের পাউচ রাখল সে। বাঁধন খুলে বিছাল ওটাকে। ভিতরে আকুপাংচারের সুঁই দেখতে পেল রানা। শত শত।

অটো-ক্যাথিয়ারে ধরা পড়ার সময় রানা আন্দাজ করেছিল, এ-ধরনের কিছু একটা অপেক্ষা করছে ওর জন্য। তারপরেও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এই ভেবে লড়তে যায়নি। কিন্তু এখন... ড্রাগো ও তার সুঁইগুলোকে দেখে... মনে হচ্ছে ভুল করেছে। তখন লড়াই করে মরে যাওয়াই বোধহয় ভাল ছিল।

'মানুষের মুখ খোলানোর অনেক তরিকা আছে,' আলাপ চালাবার ভঙ্গিতে বলল ড্রাগো। 'মৃত্যুভয়টাই বেশিরভাগ লোকের

ক্ষেত্রে কাজ করে। কিন্তু তুমি বোধহয় জেনে গেছ যে, সবকিছুর পরেও বাঁচার কোনও আশা নেই তোমার... কাজেই মৃত্যুভয় দেখিয়ে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। তাই অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মিউটিলেশন, বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ আরেকটা কার্যকর পদ্ধতি... হাত-পা, চোখ-কান বা আঙুল হারাবার আশঙ্কাকে মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয় পায় লোকে। আফটার অল, চিরতরে কে-ই বা পঙ্গু হতে চায়, তাই না? কিন্তু তুমি যেহেতু এমনিতেই মরতে বসেছ, চিরতরে পঙ্গু হওয়া নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে বিশ্বাস করি না। নট মাচ অভ আ থ্রেট, রাইট?'

'কাজ তো হচ্ছে মনে হয়,' শুকনো গলায় বলল রানা। গলা শুকিয়ে শিরিষ কাগজের মত খসখসে ঠেকছে। 'কী জানতে চাও, সেটা জিজ্ঞেস করে ফেলো।'

দাঁত দেখাল ড্রাগো। ঠোঁটের কোণ থেকে ঝরে পড়ল মরা, শুকনো চামড়া। 'ঠাট্টা করছ তুমি, মি. রানা। আমাদের আলাপ তো এখনও শুরুই হয়নি। প্রথমে আমি তোমাকে বিশ্বাস করাব, আমি যা করতে চলেছি, তার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। এরপরেই তুমি ঠিক ঠিক জবাব দিতে শুরু করবে। আর ওই জবাবগুলোর প্রতিদান হিসেবে আমি তোমাকে গ্রহণযোগ্য একটা মৃত্যু উপহার দেব। ক্লিয়ার?'

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করল না সে, পাউচ থেকে সুঁই বের করে গাঁথতে শুরু করল রানার শরীরে। ব্যথা সহ্য করবার জন্য শরীর শক্ত করে ফেলল রানা, তবে তার প্রয়োজন ছিল না। পিঁপড়ের কামড়ের মত মৃদু খোঁচা লাগছে... সামান্য অস্বস্তি ছাড়া ওটা আর কিছু না। দেখতে দেখতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চল্লিশটা সুঁই গেঁথে দিল ড্রাগো। বেশিরভাগই গলা, বুক আর পেটে। অল্প কয়েকটা গাঁথা হয়েছে হাতের আঙুলগুলোর ফাঁকে, আর দুই গোড়ালিতে।

'হয়ে গেছে,' পিছিয়ে গিয়ে দক্ষ পেইন্টারের মত নিজের কীর্তি পরখ করল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। 'তোমার নার্ভাস সিস্টেমের মেরিডিয়ান পাথগুলো খুলে দিয়েছি। তারমানে যেসব স্নায়ু সাধারণত ঘুমিয়ে থাকে, তাদেরকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। শরীরকে করে তোলা হয়েছে তানপুরার মত সংবেদনশীল। তোমার ব্রেনের উপর চাপ বেড়েছে, বাড়তি স্নায়ুগুলোর পাঠানো তথ্য প্রসেস করবার জন্য খাটতে হচ্ছে ওটাকে। একটু কি ক্লান্তি বোধ করছ?'

'জাহান্নামে যাও!' দুর্বল গলায় গাল দিল রানা। কিন্তু টের পেল, একবিন্দু মিথ্যে বলেনি লোকটা। সত্যিই অনুভূতির প্রখরতা বেড়ে গেছে ওর। এমন অনুভূতি আর কখনও হয়নি। চুলের গোড়ায় সরসরানি, হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন, শিরা-উপশিরায় রক্তের স্রোত... সবই অনুভব করতে পারছে ও। এমনকী ভেজা গায়ে বাতাসের আলতো ছোঁয়াও লাগছে ঝাপটার মত। ঢোক গিলল ও। আর সব অনুভূতির মত ভয়ের অনুভূতিটাও যেন বেড়ে গেছে অনেক।

রানার উপরে আবারও ঝুঁকল ড্রাগো। দুর্গন্ধময় শ্বাস ছেড়ে বলল, 'এটা চায়নিজ টেকনিক। চিনের বিশেষ ধরনের বেশ্যালয়ে পুরুষদেরকে এই টেকনিকের মাধ্যমে চরম আনন্দ দেয়া হয়... সেক্সকে করে তোলা হয় স্বর্গীয় এক অভিজ্ঞতা। এমন গল্পও আছে, এক প্রতিশোধপরায়ণ চিনা রক্ষিতা তার রাজাকে এভাবে চরম আনন্দ দিয়ে হত্যা করেছিল। টানা আটদিন অর্গাজমের পর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল তার। ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

কিছু বলতে পারল না রানা। ওর শরীর কাঁপছে।

সোজা হলো ড্রাগো। 'কিন্তু তোমার কপালে সেটা জুটছে না। চরম আনন্দ নয়, তোমার জন্যে রয়েছে চরম কষ্ট। প্রমাণ চাও?' একটা সুঁই তুলে রানার কাঁধে ঘ্যাঁচ করে গেঁথে দিল সে।

সমস্ত প্রতিরোধ কর্পূরের মত উবে গেল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠল রানা। সুঁই নয়, যেন আগুনে ঝলসানো একটা ছুরি ঢোকানো হয়েছে ওর কাঁধে। এই ব্যথার কোনও নাম নেই, আছে শুধু অসহনীয় এক অনুভূতি। কুঁচকে যেতে চাইল ও টেবিলের উপর, কিন্তু হাত-পা বাঁধা থাকায় সেটা সম্ভব হলো না। শুধু ঝটকা দিল শরীর। ফুঁপিয়ে উঠল পরক্ষণে।

'প্লিজ! না!'

সুঁইটা বের করে নিল ড্রাগো। 'এটুকুতেই হার মানলে? ভেবে দেখো, সুঁইটা যদি তোমার হৃৎপিণ্ডে ঢোকাই, তা হলে কেমন লাগবে?' বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল সে। 'বেশ, আরেকটা পরীক্ষা হয়ে যাক।' সুঁইটা এবার রানার ডান কানের পিছনে নিয়ে গেল সে, কানের গোড়ার নরম মাংসে ধীরে ধীরে গাঁথতে শুরু করল।

এবার আর চিৎকার করল না রানা, সে-উপায় আর নেই। তীব্র, অকল্পনীয় ব্যথায় কণ্ঠস্বর হারিয়েছে ও। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপতে থাকল দেহ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ফেনা।

ত্রিশ সেকেণ্ড রানাকে এ-অবস্থায় রাখল ড্রাগো, তারপর সরিয়ে নিল সুঁইটা। এবার আর্তনাদ করে উঠল রানা।

ওকে থামবার সময় দিল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। তারপর বলল, 'আশা করি এবার বুঝতে পারছ তোমার কী হাল করতে পারি আমি।' সিরিয়াস ভঙ্গিতে এখন কথা বলছে সে। 'কষ্টটা এড়ানোর একটাই সুযোগ দিচ্ছি... ভালয় ভালয় মি. নাকামুরার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে কি না বলো।'

'জিজ্ঞেস করো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। গলায় পরাজয়ের ছাপ।

'গুড।' রানার মাথার পাশে একটা মাইক্রো-রেকর্ডার রাখল ড্রাগো। বাটন টিপে জিজ্ঞেস করল, 'কোবায়াশির ওয়্যারহাউসে

কি তুমিই হানা দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী দেখেছ ওখানে?'

'সোনা।'

'কে ছিল তোমার সঙ্গে?'

'ফেলিক্স লেইটার,' কাল্পনিক স্পাই জেমস বণ্ডের আমেরিকান বন্ধুর নাম আওড়াল রানা। ধাতস্থ হয়ে উঠেছে, কাজে লাগাচ্ছে বিসিআইয়ের ট্রেইনিঙে শেখা কাউন্টার-ইন্টারোগেশন টেকনিক।

জেমস বণ্ডের চলচ্চিত্র বা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নয় ড্রাগো, নামটা শুনে কিছু সন্দেহ করল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কে সে?'

'সিআইএ এজেন্ট। তার বেশি কিছু জানি না।'

'পোর্ট ফ্যাসিলিটি থেকে সিআইএ-র টিমই কি তোমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল?'

'না। ওরা মার্সেনারি। বোগোটা থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে আমাদেরকে সাহায্য করবার জন্য।'

পরের পনেরো মিনিট নিখুঁত অভিনয় চালিয়ে গেল রানা। বানোয়াট এক গল্প ফেঁদে বসল সিআইএ-র নামে। সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলল একের পর এক কোডনেম, আর ভুয়া সেফহাউসের বর্ণনা দিয়ে। নাকামুরা যা সন্দেহ করছে, তা-ই শুনিয়ে চলেছে। বোঝাতে চাইছে যে, আমেরিকা সন্দিহান হয়ে উঠেছে নাকামুরার পানামা অপারেশন নিয়ে, কিন্তু এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। এমন একটা ভাব করল, হাল ছেড়ে দেবার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তারা। রানা ধরা পড়ায় পিছু হটবে নিঃসন্দেহে, কোনও ধরনের কেলেঙ্কারিতে জড়াবার ঝুঁকি নেবে না।

ড্রাগো দক্ষ ইন্টারোগেটর। যে-কোনও সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা যাচাই করবার সমস্ত পদ্ধতি জানে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে একের পর

এক প্রশ্ন করে চলল, চেষ্টা করছে বন্দির বক্তব্যে ছোটখাট হলেও কোনও ফাঁক খুঁজে বের করতে... যাতে বুঝতে পারে সে মিথ্যে বলছে কি না। কিন্তু বেচারার জানা নেই, দুনিয়ার সেরা এক্সপার্টদের কাছে কাউন্টার ইন্টারোগেশনের প্রশিক্ষণ পেয়েছে রানা। বুলেটের গতিতে আসা প্রশ্নবাণের মুখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না, ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে চলল মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে। কী বলছে না বলছে, সেটা খেয়াল রাখছে ভাল করে। পরে একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার করা হলেও জবাব দিচ্ছে সেই আগেরটাই।

একঘণ্টা কাটল। ড্রাগোর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝে ফেলল রানা, মোটামুটি কনভিন্সড্ হয়ে গেছে সে। ধরে নিয়েছে রানা সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু সেটা সুসংবাদ নয়। ইন্টারোগেশনের সমাপ্তি ঘটবে শীঘ্রি... তারমানে রানার বেঁচে থাকারও। বড় করে শ্বাস নিল ও। অভিনয়ের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মনে মনে প্রার্থনা করল, একটু পর যা শুরু হবে, সেটা যেন সহ্য করতে পারে।

'মার্সেনারিরা কোত্থেকে যেন এসেছিল?' পুরনো প্রশ্ন আবারও শোনা গেল ড্রাগোর ঠোঁটে।

'কলাম্বিয়া,' বলল রানা। 'ম্যাডেলিন থেকে চার্টার করা একটা বিমানে উড়িয়ে আনা হয়েছিল ওদেরকে।' ভুলটা ইচ্ছাকৃত... ইন্টারোগেটরের মনে খটকা লাগিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট।

তা-ই ঘটল। মুহূর্তেই বদলে গেল ড্রাগোর চেহারা। ভ্রূকুটি করে রানার দিকে তাকাল সে। বলল, 'একটু আগেই তুমি বোগোটা বলেছিলে। এখন সেটা ম্যাডেলিন হয়ে গেল কীভাবে?'

'তা-ই নাকি?' থতমত খাওয়ার অভিনয় করল রানা। 'আ... আসলে ঠিক মনে নেই আমার।'

ড্রাগোর হাত নড়ে উঠতে দেখল ও। পরক্ষণে আর্তনাদ করে

উঠল তীব্র যন্ত্রণায়। মনে হলো পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে ওর মাথায়। যেন পুড়তে শুরু করেছে চুল, ছাই হয়ে যাচ্ছে। ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো খুলি জুড়ে। রানা জানে, আগুন আসলে ধরানো হয়নি; সুঁই ঢুকিয়ে ইলেকট্রিকাল ইমপালস তৈরি করেছে সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর, খেলছে ওর বডি কেমিস্ট্রি নিয়ে। কিন্তু উপলব্ধিটা কাজে এল না কোনও। ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকল ও অসহ্য কষ্টে।

ড্রাগোর চেহারায় ফুটে উঠেছে উত্তেজনার ছাপ। শিকারের আর্তনাদ তার কানে মধু বর্ষণ করছে। একজন স্যাডিস্টের জন্য তা ভীষণ আনন্দের।

একটু পর সুঁইটা বের করে আনল সে। নিচু হয়ে বলল, 'কী, শিক্ষা হয়েছে? এবার সত্যি কথা বলবে তো?'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বোগোটা, না ম্যাডেলিন?'

রানা কিছু বলছে না দেখে দুটো সুঁই নিল ড্রাগো। একটা ঢোকাল ওর বুকের বামপাশে, অন্যটা ডান নিপলের তলায়।

আবারও কেঁপে উঠল রানা। এবার আগুন নয়, ইলেকট্রিক শকের স্বাদ পাচ্ছে ও। শরীরের মাঝ দিয়ে যেন বয়ে যাচ্ছে কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেল, চিৎকার করতে পারছে না।

'কথা বলো!' চেঁচাল ড্রাগো। 'বোগোটা, নাকি ম্যাডেলিন?'

'বোগোটা!' কোনোমতে শব্দটা বেরুল রানার মুখ দিয়ে।

সেটাই হলো ভুল। প্রথমটা ইচ্ছাকৃত ছিল, এবারেরটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। ওর উচিত ছিল প্রথম ভুলটা আঁকড়ে ধরে থাকা, তা হলে ওর পুরো গল্পের খুঁটিনাটি ব্যবচ্ছেদ করতে বাধ্য হতো ড্রাগো, অনেক সময় লেগে যেত তাতে। কিন্তু বোগোটার নাম শুনে থমকে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত পলকহীন চোখে তাকিয়ে

থাকল রানার দিকে। শেষে বুঝে ফেলল, গত একটি ঘণ্টা বোকা বানানো হয়েছে তাকে। সম্পূর্ণ মনগড়া এক কাহিনি শুনিয়েছে তাকে এই ধুরন্ধর বাঙালি যুবক, আর সে-ও তা বিশ্বাস করেছে। তার এত বছরের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম কেউ তাকে ধোঁকা দিল।

রেগে ওঠা উচিত ড্রাগোর, কিন্তু রাগল না। তার বদলে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল প্রশংসা। সুঁইদুটো বের করে নিল সে। হাসিমুখে বলল, 'চমৎকার, মি. রানা! রিয়েলি ইম্প্রেসিভ! এই পরিস্থিতিতে আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা... নাহ্, বুকের পাটা আছে বটে। আমি আরেকটু হলে ফাঁদটায় পা দিয়েই ফেলেছিলাম প্রায়।'

ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রানা।

'আবার আমরা প্রথম থেকে শুরু করব,' বলল ড্রাগো। 'তবে এবার আর কোনও দয়ামায়া দেখানো হবে না। একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, সেটা তুমি হেলায় হারিয়েছ।'

আবারও শুরু হলো নির্যাতন। এবার আগের চেয়ে অনেকগুণ তীব্র আকারে। দক্ষ শিল্পীর মত রানার দেহে নিজের সেরা কলাকৌশল প্রয়োগ করতে থাকল ড্রাগো। অবিশ্বাস্য, অপার্থিব যন্ত্রণার সাগরে ভেসে গেল রানা—সাগরের মতই জোয়ার এল, ভাটা এল... সবই যন্ত্রণার। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আর রইল না... কখনও চেঁচাল, কখনও কাঁদল, কখনও বা অকথ্য ভাষায় গালাগালের তুবড়ি ছুটল ওর মুখ দিয়ে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল ও; টের পেল না কত সময় পেরুচ্ছে। পড়ে পড়ে শুধু সহ্য করে গেল অবর্ণনীয় কষ্ট। শুধু সুঁইয়ের খোঁচায় যে মানুষকে এতটা ব্যথা দেয়া সম্ভব, তা আগে জানা ছিল না ওর। প্রশ্ন খুব কম করছে ড্রাগো, নির্যাতনের দিকেই তার নজর। বিকৃত আনন্দে জ্বলজ্বল করছে তার চেহারা। এমন শিকারই চাইছিল সে এতদিন থেকে।

একসময় টের পেল রানা, পরাস্ত হতে চলেছে ও। ওর ট্রেইনিং, বা শারীরিক সহ্যশক্তি আর কাজে আসছে না। মানবদেহ এই ধরনের নির্যাতন সইবার মত করে তৈরি হয়নি। চরম কষ্টের ভিতরেও আতঙ্কিত হয়ে উঠল—মুখ খোলা মানে শুধু ওর সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নয়; নিজের আত্মবিশ্বাস... নিজের সত্তার কাছে পরাজয়। এ হতে দেয়া যায় না।

কাউন্টার ইন্টারোগেশনের ইন্সট্রাকটরের কথা মনে পড়ল ওর—সহ্যশক্তি যখন ফুরিয়ে আসবে, তখন মগজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে দেহ থেকে। খুঁজে নিতে হবে একটা নোঙর... এমন কিছু, বা এমন কেউ... যাকে আঁকড়ে ধরে ভুলে যাওয়া যায় সবকিছু; নিজেকে আলাদা করে ফেলা যায় বাস্তবতা থেকে। তা-ই চেষ্টা করল ও, খুঁজে নিতে চাইল নিজের নোঙর। প্রিয় বন্ধুদের মুখ ভিড় করল চোখের সামনে, একে একে হারিয়ে গেল ওরা... কাউকেই অবলম্বন হিসেবে পেল না। উদয় হলো রেবেকা, সোহানা আর তিশার মত ভালবাসার মানুষগুলো... কিন্তু ওরাও মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। রাঙার মা'র কথা ভাবল, ভাবল মোখলেসের কথা কেউ কাজে এল না। ছেলেবেলায় শেষ দেখা মা-বাবার চেহারাদুটোও উঁকি দিয়ে ক্ষণিকেই হারিয়ে গেল।

আর সম্ভব নয়। পরাজয় মেনে নিতে তৈরি হয়ে গেল রানা। কোনও মানে হয় না এভাবে কষ্ট পাবার। সব বলে দিলেই হয়। এরপর কী ঘটবে না ঘটবে তাতে ওর কী? ও তো মরেই যাবে। এরচেয়ে মৃত্যু আর কতই বা খারাপ হতে পারে? ঘুমিয়ে পড়বে ও, চলে যাবে চিরস্বস্তিকর প্রশান্তির মধ্যে, জাগবে না আর কোনোদিন। সেটা ভাল নয়?

মুখ খুলতে গেল রানা... আর তখুনি... হঠাৎ... মনের কোন্ গহীন কোণ থেকে যেন উদয় হলো একজোড়া চোখ। কাঁচাপাকা ভুরুর তলায় কঠিন এক দৃষ্টি, কটমট করে তাকিয়ে আছে ওর

দিকে। আস্তে আস্তে ভেসে উঠল বলিরেখায় ঢাকা গোটা চেহারা। ঠোঁটের কোণে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত চুরুট। মুখ নড়ল না, কিন্তু কানের পর্দায় পরিষ্কার বেজে উঠল গুরুগম্ভীর গলা।

'মনে রেখো, রানা... তুমি ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না; মরবে, কিন্তু হার মানবে না!'

প্রথম মিশনে যাবার আগে ওকে কথাটা বলেছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। রানাও নিজের অজান্তে ওটাকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছিল সেদিন। আজ আবার যেন তা মনে করিয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে যেন বদলে গেল সব... হারিয়ে গেল ব্যথা-বেদনা। সম্পূর্ণ সচেতন ও, টের পাচ্ছে পারিপার্শ্বিক সবকিছু, কিন্তু অনুভব করছে না। রানার পেটের কাছে আরেকটা সুঁই ঢোকাল ড্রাগো। তীব্র ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল রানার দুই পায়ে, যেন স্লেজহ্যামার দিয়ে হাঁটুদুটো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু চিৎকার করল না ও। তাকিয়ে রইল মানসপটে ভেসে থাকা মানুষটির চোখের দিকে। নিজের কাছেই একটু অবিশ্বাস্য ঠেকছে... দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে ইনিই কি না ওর শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়ালেন? মৃত্যুর দোরগোড়ায় অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে-মানুষটি উঠে এলেন, তিনি ওই রসকষহীন কট্টর বুড়ো? মানুষটা ওর এতই আপন? কই, আগে তো কখনও এমন মনে হয়নি! খালি বকে, খালি বকে... মাঝে মাঝে একটু ভালবাসে!

বিড়বিড় করে ও বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর। আপনার আদেশ শিরোধার্য। আর যা-ই ঘটুক, আমি মচকাচ্ছি না।'

'জবাব দাও!' চেঁচিয়ে উঠল ড্রাগো। 'কীভাবে ঢুকেছিলে তুমি পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে?'

সাজানো জবাবটা পুরোপুরি মনে আছে রানার—ট্রাকে চড়ে ঢুকেছিল। খাবারের ট্রাক... মালবাহী ট্রাক নয়। চাইলে জবাবটা দিয়ে দিতে পারে ঠাণ্ডা মাথায়। কিন্তু দিল না। আর্তনাদও করল

না। পড়ে রইল চুপচাপ। রোখ চেপে গেছে, শয়তানটাকে আর কিচ্ছু বলবে না। ব্যথায় চিৎকার করে তার আনন্দও জোগাবে না। দেখা যাক ব্যাটা, কদ্দূর কী করতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে গেল ড্রাগো। শেষে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। এভাবে আর কত? শিকার যদি মুখ না খোলে... যদি আর্তনাদ না করে, সবই অর্থহীন। পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে গেল তার চেহারা। চোখে ফুটল অবিশ্বাস।

'আনবিলিভেবল!' বলল সে। 'সত্যি, দারুণ দেখালে তুমি, মাসুদ রানা। এই প্রথম কাউকে আমার সুঁইয়ের মুখে এভাবে টিকে যেতে দেখলাম। তাই বলে ভেবো না তুমি জিতে গেছ। দু'দিন সময় দিয়েছেন আমাকে মি. নাকামুরা। ভালই হলো, সময়টা বেশ উপভোগ্য হবে। আপাতত বিশ্রাম নাও, শক্তি সঞ্চয় করো। পরের আলাপটা অন্য কায়দায় হবে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে দেয়া ব্যথা যেহেতু তোমাকে টলাতে পারছে না, এরপর সত্যিকার ব্যথার দিকে যাব। দেখব, সত্যি সত্যি যখন তোমার হাত-পা গুঁড়ো করা হবে, কেটে নেয়া হবে ঠোঁট-কান-আঙুল... কতটা সইতে পারো। এবারের সেশনের চেয়ে ওটা একেবারেই ভিন্ন হবে, গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। গুড বাই।'

রানার শরীর থেকে সবগুলো সুঁই খুলে নিল ড্রাগো। পাউচে ভরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। দুই প্রহরী ফিরে এল। বাঁধন খুলে রানাকে নামিয়ে আনল টেবিল থেকে। ধরাধরি করে নিয়ে গেল পুরনো প্রকোষ্ঠে। শুইয়ে দিল মেঝেতে। একটা থালায় শুকনো রুটি আর তরকারি দেয়া হলো খাওয়ার জন্য, সেই সঙ্গে এক গামলা পানি। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য ঢাকনাঅলা একটা বালতিও দেয়া হয়েছে। এরপর বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

প্রায় এক ঘণ্টা মেঝেতে পড়ে রইল রানা, ধীরে ধীরে সুস্থ

হয়ে উঠছে। শক্তি ফিরে এলে উঠে বসল। খাবারের দিকে তাকাতেই মোচড় দিল পেট। কিন্তু হাত বাড়াল না। সন্দেহ করছে খাবার আর পানিতে ড্রাগ মেশানো হয়েছে। জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করল পরিস্থিতি। ইণ্টারোগেশনের প্রথম পর্বটা ভালমতই সামাল দেয়া গেছে। কিন্তু এরপর? দ্বিতীয় দফায় আরও ভয়াবহ নির্যাতন করা হবে... জন্মের মত পঙ্গু করে দেয়া হবে ওকে। তার আগেই পালানো দরকার।

কীভাবে?

প্রকোষ্ঠের ভিতরে আবার নজর বোলাল রানা। কংক্রিটের রুম, বন্ধ স্টিলের দরজা। দরজার উপরে ভেণ্টিলেশনের জন্য একটা ছোট ফোকর আছে—আট ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি। মরচে পরা সরু গ্রিল দিয়ে ঢাকা ওটা। মাথার উপরে জ্বলতে থাকা লাইটের তার এসেছে ছাতের সঙ্গে লাগানো কণ্ডুইটের মাধ্যমে। হাত খালি। থাকার মধ্যে আছে স্রেফ খাবারের থালা, পানির গামলা আর ঢাকনাঅলা বালতিটা। এসব ব্যবহার করে পালানো কি আদৌ সম্ভব?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা।

কামরাটা সম্ভবত স্টোররুম হিসেবে তৈরি করা। আসার পথে হলওয়েতে একই রকম আরও আট-দশটা দরজা দেখেছে ও। ধারণা করছে জায়গাটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কোনও ওয়্যারহাউস। বন্দিশালা হিসেবে তৈরি করা না হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভাল মানিয়ে গেছে। হতাশা বোধ করল রানা, ড্রাগোর সঙ্গে দ্বিতীয় মোলাকাতটা বুঝি এড়ানো গেল না!

উনিশ

অফিসের জানালা দিয়ে পাহাড়ের ন্যাড়া ঢাল দেখতে পাচ্ছে নাকামুরা। পাহাড়ি লোকেরা এমন ঢালে চাষাবাদ করে... কিন্তু সামনের ওই পাহাড়ে যা করা হচ্ছে, সেটা চাষাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। রোপণ করা হচ্ছে না কোনও কিছু, বরং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাহাড়ের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে খোঁজা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু। গোল্ড মাইনিঙের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে স্ট্রিপ মাইনিং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে পাহাড়ের পুরো কাঠামো—মাটি-পাথরের আবরণ সরিয়ে ফেলে উন্মুক্ত করা হচ্ছে তলায় লুকিয়ে থাকা স্বর্ণসমৃদ্ধ আকরিক। খুঁড়ে তোলা মাটির রঙ টকটকে লাল—আয়রন অক্সাইডে ভরা। মুমূর্ষু পাহাড়ের দেহ থেকে যেন রক্তের বিকল্প হিসেবে বেরুচ্ছে ওগুলো।

পানামা সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে কড়া শর্ত দেয়া হয়েছিল, খননকাজের সময় পরিবেশের কোনও ক্ষতি করা চলবে না। তবে ওটা কাগজেই রয়ে গেছে। জায়গামত ঘুষ খাইয়ে প্রয়োজনীয় সরকারি লোকগুলোকে কিনে রেখেছে নাকামুরা, এখন তার কাজে তদারকির বা বাধা দেবার কেউ নেই। নিশ্চিতমনে চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। বিপর্যয় কোথায়... চারপাশের ঘন জঙ্গল

একসময় ঠিকই ঢেকে দেবে ক্ষতটা। লাগুক না এক-দেড়শো বছর বা তারও বেশি!

আরও একটা শর্ত ছিল স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করতে হবে—যাতে আকরিক থেকে স্বর্ণ আলাদা করবার কাজে ব্যবহৃত পারদ মাটিতে না পৌঁছায়। লোক দেখানো একটা প্লান্ট খাড়া করা হয়েছে সে-কারণে, তবে ভিতরে অত্যাধুনিক কোনও বন্দোবস্ত রাখা হয়নি। একই কথা খাটে চুক্তিতে উল্লিখিত রোলিং মিলের বেলায়। ওসবের কিছুই করেনি নাকামুরা। ঘুষ খাওয়াতে বরং অনেক কম টাকা খরচ হয়েছে তার।

টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনে এ-মুহূর্তে কার্যকর যন্ত্রপাতি বলতে রয়েছে শুধু এক্সক্যাভেটর, ডাম্প ট্রাক আর বুলডোজারের বিশাল এক বাহিনী। জিয়োলজিকাল সার্ভে মোতাবেক সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পাহাড়টাকে চারদিক থেকে গ্রাস করে চলেছে ওগুলো। সেই সার্ভে নিয়েও কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। ড্রিল ক্রু ভাড়া করে কয়েকশো কোর স্যাম্পল সংগ্রহ করতে হয়েছে। অসংখ্য শ্রমিক কাজে লাগাতে হয়েছে পাহাড়ের আশপাশে বয়ে চলা নদী আর ঝরনার তলা থেকে মাটি তুলে ছাঁকার জন্য। কনসাল্টিং জিয়োলজিস্ট আনতে হয়েছে ডেটা অ্যানালিসিসের জন্য। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত রিপোর্টই দিয়েছে তারা—স্বর্ণের উল্লেখযোগ্য কোনও মজুত নেই এই এলাকায়। খবরটা ধামাচাপা দিয়ে ভুয়া আরেকটা রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছে, সেটা দেখিয়ে সরকারকে খুশি করা হয়েছে। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য চালু করতে হয়েছে মাইনিং অপারেশন, এখানকার অর্জনের প্রমাণস্বরূপ সরকারকে উপহার দেয়া হয়েছে সোনার এক বিশাল চালান। বলা হয়েছে সেই স্বর্ণ তোলা হয়েছে এখান থেকে। কিন্তু মূল উৎসটা যে কী, তা শুধু

নাকামুরাই জানে।

এতসব ঝামেলা এমনি এমনি পোহাচ্ছে না জাপানি টাইকুন। সবই তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছুনোর পথে হিসেবি পদক্ষেপের অংশ। তা ছাড়া যথাসময়ে সমস্ত খরচাপাতি তুলে নেবার প্ল্যান রয়েছে তার, প্রথম সুযোগেই ভুয়া খনিটা বিক্রি করে দিয়ে সুদে-আসলে পুষিয়ে নেবে তার বিনিয়োগ।

অফিসটা এখানকার সুপারভাইজরের, খনি পরিদর্শনে এসে অস্থায়ীভাবে দখল করেছে নাকামুরা। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কাগজপত্র, রেফারেন্স বই আর রক স্যাম্পলের ক্রেট। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে থেকে ভেসে আসছে ধুলোবালির গন্ধ। জানালার দিক থেকে মনোযোগ ফেরাল জাপানি টাইকুন। টেবিলের উল্টোপাশে, তার মুখোমুখি বসে আছে ড্রাগো। সুপারভাইজরের সেক্রেটারির দিয়ে যাওয়া কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আয়েশ করে। সেক্রেটারি মেয়েটির মত এখানকার বেশিরভাগ লোকই নাকামুরার ডামি কর্পোরেশনে চাকরি করে। একদম নিচু লেভেলের শ্রমিক ছাড়া আর কোনও পানামানিয়ান নেই প্রজেক্টে।

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' ড্রাগোকে উদ্দেশ করে বলল নাকামুরা। 'সুঁই দিয়ে কাজ হয়নি... রেগুলার টর্চারে লোকটা মচকাবে, সে-গ্যারান্টি কোথায়?'

কফির কাপের উপর দিয়ে শীতল চোখে তাকাল ড্রাগো। 'গ্যারান্টিটা আমি দিচ্ছি।'

'বুঝে-শুনে দিচ্ছ তো? আমি চাই না পেটের মধ্যে সমস্ত গোমর নিয়ে লোকটা পটল তুলুক।'

কাপ নামিয়ে রাখল ড্রাগো। 'সুঁইয়ের কাজ শেখার আগে আমি ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতেই কথা আদায় করতাম। রিল্যাক্স, মি. নাকামুরা। এই লাইনের সেরা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন

আপনি। রানার সহ্যশক্তি কতখানি, তা আমার জানা হয়ে গেছে। ভুল করে মেরে ফেলব না। বরং পেট থেকে বের করে নেব সবকিছু।'

'তা হলে তো ভালই।'

আউটার অফিসে ফোন বেজে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড পর ইণ্টারকমে ভেসে এল সেক্রেটারির গলা। 'আপনার ফোন, স্যর। মিস ইয়োশিদা।'

ওদিককার কাজকর্ম দেখবার জন্য ইরিকে পানামা সিটিতে রেখে এসেছে নাকামুরা, রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'ইয়েস?'

'অটো-ক্যারিয়ারে ক্যানাল অথোরিটির ইনভেস্টিগেশন শেষ হয়েছে,' ওপাশ থেকে জানাল ইরি। 'রিপোর্ট এখনও জমা দেয়া হয়নি, তবে ওটাতে বলা হয়েছে জাহাজ হাইজ্যাক করবার জন্য হামলা চালিয়েছিল একদল জলদস্যু; ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করার জন্য গাড়িগুলো হাত করতে চেয়েছিল ওরা। আইডিয়াটা আমরাই দিয়েছিলাম।'

'গুড,' সন্তুষ্টির হাসি ফুটল নাকামুরার ঠোঁটে। ক্যানাল অথোরিটির ডিরেক্টরকে মোটা টাকার বিনিময়ে কিনে নেবার সুফল পাওয়া গেছে। 'সরকার কী বলছে?'

'ক্যানাল অথোরিটির বক্তব্য মেনে নিয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাবার পর অফিশিয়াল স্টেটমেণ্ট দেয়া হবে। শুনলাম ভবিষ্যতে এ-ধরনের ঘটনা এড়াবার জন্য জাহাজগুলোয় সৈন্য মোতায়েন করা যায় কি না, সে-ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে।'

'হুম,' একটু চিন্তা করল নাকামুরা, সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়িত হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তার। তবে তেমন কিছু দেখতে পেল না। প্রজেক্টের শেষ পর্যায়ে তার জাহাজে দু'চারজন বোকা পানামানিয়ান সৈনিকের উপস্থিতিতে কিছু যাবে-আসবে না। 'অসুবিধে নেই। লেকের খবর বলো।'

'কাজ আবার শুরু হয়েছে। আপনার কথামত বাড়তি লোক পাঠিয়েছি পেরিমিটার সিকিউরিটি বাড়াবার জন্য।' একটু ইতস্তত করল ইরি। 'ইয়ে... আমাদের বোধহয় আরও লোক ভাড়া করা দরকার। এতদিক সামলাতে একটু সমস্যাই হয়ে যাচ্ছে...'

'অসম্ভব,' এক কথায় ওকে মানা করে দিল নাকামুরা। 'যত বেশি লোক, তত বেশি ঝামেলা। ভাড়াটে লোকের উপর পুরোপুরি বিশ্বাসও রাখা যায় না। পারলে বর্তমান টিম থেকেই কিছু ছাঁটাই করে দিতাম।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

'আমাদের এখানে ইন্টারোগেশন চলছে। খুব শীঘ্রি জেনে যাব আমাদের পিছনে কারা লেগেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী। তারপরে ভেবে দেখব কোথায় কতজন ডিপ্লয় করলে ভাল হয়।'

'সরকারের উপরমহলের কারও সঙ্গে কথা বলবেন, লেকে কিছু পানামানিয়ান সৈনিক পাঠানো যায় কি না? সাইটটাকে বৈধ কোনও এক্সপিডিশন হিসেবে দেখাতে পারলে রি-ইনফোর্সমেন্ট পাওয়া যাবে। আমাদের কিছু লোক কমিয়ে তা হলে অন্য জায়গায় পাঠানো যাবে।'

'ভাল আইডিয়া। কিন্তু লেকে নয়, এখানকার জন্য রি-ইনফোর্সমেন্ট চাইব। লেকে বাইরের লোক নেয়া ঝুঁকিপূর্ণ। আর কিছু?'

'ইয়ে, হ্যাঁ... জেমিনি... গলার স্বর খাদে নামিয়ে কোড ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করল ইরি। 'সবকিছু লোড করা হয়েছে। ওরা স্ট্যাণ্ডবাই থাকছে পরবর্তী নির্দেশের জন্য।'

'বুঝতে পেরেছি। এ-নিয়ে ওপেন লাইনে আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমি খুব শীঘ্রি পানামা সিটিতে ফিরছি। তখন কথা বলব।'

'ইয়েস, স্যর।'

রিসিভার নামিয়ে ড্রাগোর দিকে ফিরল নাকামুরা। স্থির চোখে তাকে যাচাই করছে লোকটা, যেন বুঝতে চাইছে ওর দুর্বলতা কোথায়। জাত-ইন্টারোগেটরের স্বভাব। দৃষ্টিটা পছন্দ হলো না নাকামুরার। খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'এখনও বসে আছ কেন? ফোনে কী কথা হলো, শোনোনি? রানার কাছ থেকে ইনফরমেশনগুলো যত দ্রুত সম্ভব চাই।'

'সুঁইয়ের ধকল কাটাবার জন্য সময় দিচ্ছি ওকে,' শান্ত গলায় বলল ড্রাগো। 'একটু সুস্থ হয়ে না উঠলে টর্চার চালিয়ে লাভ হবে না।' ঘড়ি দেখল। 'এই ধরুন... চার ঘণ্টা। তারপর আবার শুরু করব।'

কাঁধ ঝাঁকাল নাকামুরা। মাথা ধরেছে তার। ইন্টারকমের বোতাম টিপে বলল, 'অ্যাই, আমার জন্যেও এক কাপ কফি নিয়ে এসো।'

দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। ঝড়ের বেগে চলছে মগজ। নবটার উপর মনোযোগ। বন্দিশালার প্রকোষ্ঠ নয়, তাই দরজাটার বাইরে কোনও ছিটকিনি নেই... নেই আলগা তালা লাগাবার ব্যবস্থা। হলওয়েতে থাকতেই লক্ষ করেছে সেটা। তালা রয়েছে শুধু নবে। বাইরে থেকে ওটাই লাগিয়ে আটকানো হয়েছে ওকে। কোনোভাবে খোলা যায় না?

কী দিয়ে খুলবে? ঘরের ভিতরে আবারও নজর বোলাল। খাবারের পাত্র আর বালতি ছাড়া কিছু নেই। চামচ-টামচও দেয়া হয়নি যে সেটা ব্যবহার করবে। হঠাৎ বালতিটার দিকে চোখ পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল দৃষ্টি। কাছে টেনে ঢাকনাটা খুলে ফেলল। আলগা ঢাকনা, বিশেষত্বহীন। ওটা হাতে নিয়ে দরজার উপরের ভেন্টিলেটরের দিকে চাইল। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, কিন্তু সেটা কাজে লাগাবার আগে বোঝা দরকার, বাইরে প্রহরী

রাখা হয়েছে কি না।

উঠে দরজার পাশে চলে গেল রানা। হাত মুঠো করে কিল মারল পাল্লায়। একবার, দু'বার, তিনবার। কেউ সাড়া দিল না ওপাশ থেকে। খানিক অপেক্ষা করে আবার কিল মারল, চেঁচিয়ে ডাকল, 'কেউ আছ? দরজা খোলো!'

এবারও নীরবতা। মনে হচ্ছে বাইরে প্রহরী রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি নাকামুরা বা ড্রাগো। ভেবেছে প্রথম দফা নির্যাতনে যথেষ্ট কাহিল করা গেছে ওকে, পালাবার শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। নিঃশব্দে হাসল রানা। কত বড় ভুল করেছে ওরা, সেটা টের পাইয়ে দেবে শীঘ্রি।

বালতিটা নিয়ে এসে দরজার সামনে উপুড় করে রাখল ও। উঠে পড়ল ওটার উপরে। হাতের নাগালে চলে এল ভেন্টিলেটর। গ্রিলের ফাঁকে খাড়া করে ঢুকিয়ে দিল ঢাকনাটা, চাড় দিতে থাকল পাশ থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হার মানল মরচে পড়া শিক। প্রথমে বাঁকা হলো, তারপর চাপের মুখে খুলে এল গোড়া থেকে। মৃদু শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

একটু অপেক্ষা করল রানা ওপাশে কিছু শোনা যায় কি না বোঝার জন্য। হতে পারে প্রহরী আছে, ঘাপটি মেরে বসে আছে ওর পলায়ন-চেষ্টা নস্যাৎ করে দেবার জন্য। কিন্তু কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলেও তেমন কোনও আলামত দেখা গেল না।

কামরার ভিতরেই লাইটের সুইচ রয়েছে, এবার ওটা টিপে আলো নিভিয়ে দিল রানা। নিকষ অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর, কিন্তু তাতে অসুবিধা নেই। কোথায় কী আছে দেখে নিয়েছে আগেই। বালতি নিয়ে চলে গেল কামরার মাঝখানে। আবারও ওটাকে উপুড় করে উপরে উঠে পড়ল। নাগালে পাওয়া বালবটা খুলে নিল সাবধানে। এরপর হ্যাঁচকা টানে বালব হোল্ডারটা ছিঁড়ে ফেলল গোড়া থেকে। বিদ্যুৎবাহী তার উন্মুক্ত হয়ে পড়ল, তবে

সুইচ বন্ধ করে দেয়ায় শক খাওয়ার ভয় নেই।

ইলেকট্রিক্যাল কণ্ডুইটটা আসলে একটা লোহার পাইপ। কামরার ছাত ধরে পিছনের দেয়াল থেকে মাঝ পর্যন্ত এসেছে। ক্ল্যাম্পের সাহায্যে আটকানো হয়েছে ছাতের গায়ে। কোনোমতে পাইপটার মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে টানতে শুরু করল রানা, চাপিয়ে দিল শরীরের পুরো ওজন। খানিক পরেই হার মানল ক্ল্যাম্পগুলো, খুলে এল ছাতের গা থেকে। পাইপটাও খসে পড়ল নীচে।

ফের কয়েক মুহূর্তের সতর্কতা অবলম্বন করল রানা। অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল না। ভিতরের আওয়াজ শুনবার জন্য বাইরে নেই কেউ। নিশ্চিন্ত হয়ে পাইপটা তুলে নিল ও। দরজার পাশে গিয়ে ওটা তুলে সজোরে বাড়ি দিল নবে। দুই আঘাতেই ভেঙেচুরে খুলে পড়ল এপাশের নব। গ্রিলের টুকরোটা কোমরে গোঁজা আছে, ওটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। ভাঙা নবের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে পরখ করল লকিং মেকানিজমের খুঁটিনাটি। সন্তুষ্ট হয়ে এবার ফোকরে ঢোকাল গ্রিলের টুকরোটা। সেটা নিয়ে কয়েক মিনিট গুঁতোগুঁতি করতেই খুট করে একটা আওয়াজ হলো। আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা।

সাবধানে বাইরে চোখ রাখল রানা। শূন্য হলওয়ে। দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই। বেরুবার আগে সামান্য দ্বিধা করল ও। গায়ে জামাকাপড় নেই, অস্ত্র বলতে শুধু পাইপ আর গ্রিলের সরু শিক। কী অপেক্ষা করছে সামনে কে জানে! কোথায় বন্দি করা হয়েছে ওকে তা-ও জানে না। নিশ্চয়ই নাকামুরার দুর্ভেদ্য কোনও ঘাঁটি... সবখানে তার লোকজন ঘোরাফেরা করছে। তাদের সামনে পড়লে লড়বার মত কিছুই নেই।

তাই বলে বসে থাকাও চলে না। যা থাকে কপালে ভেবে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। শিকটা গুঁজল বক্সারের

ইলাস্টিকে, আর পাইপটা মুগুরের মত রাখল কাঁধে। প্রায়-উলঙ্গ অবস্থায়, যেন কোনও আদিম মানুষ, ছোট ছোট কদম ফেলে ছুটতে শুরু করল ও।

মার্কোস পেরেইরার বাসায়... ডাইনিং টেবিলে চুপচাপ বসে আছে ওরা তিনজন। সোহেল, নেফারতিতি আর মার্কোস। কেউ কোনও কথা বলছে না। কাছেই, মেঝেতে বসে মার্কোসের দুই ছেলের সঙ্গে খেলছে পিন্টো, মাঝে মাঝে বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছে টেবিলে বসা তিনজনের দিকে, বুঝতে পারছে না সবাই এত মন খারাপ করে আছে কেন। ওর জানা নেই, এর কারণ একটিমাত্র ফোন কল। ওটাই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে রানাকে উদ্ধারের সমস্ত আশা।

অথচ এর আগ পর্যন্ত অঁবিন আর মেজর পিনোঁকে নিয়ে পরিকল্পনা সাজানোয় ব্যস্ত ছিল ওরা—ছক কাটছিল টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনে হানা দেবার... ওখান থেকে রানাকে বের করে আনবার। সব যখন প্রায় ঠিকঠাক, তখুনি বেজে উঠল অঁবিনের সেলফোন। ফ্রেঞ্চ এম্বাসির অপারেটর তাকে মিলিয়ে দিল সরাসরি ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে।

কয়েক মিনিট কথা বলল অঁবিন। তারপর লাইন কেটে দিয়ে সবার উদ্দেশে বলল, 'যা ভেবেছিলাম তা-ই। হারানো ইউরেনিয়ামের খোঁজ পাওয়া গেছে। হারায়নি আসলে। আমাদের ইনভেস্টিগেটররা জাপানের লোডিং ফ্যাসিলিটিতে তদন্ত করে জেনেছে, পুরোটাই অনিচ্ছাকৃত ভুল। ওজন মাপার যন্ত্রে ঠিকমত ক্যালিব্রেশন করা ছিল না, তাই পাঁচশো পাউণ্ড বাড়তি ওজন রেকর্ড হয়েছে। ভুলটা শুধরে দেয়া হয়েছে এখন।'

'এখন তা হলে কী?' জিজ্ঞেস করেছিল সোহেল।

'এখন আর কিছু না। অফিশিয়ালি এই মিশনের টার্মিনেশন

অর্ডার দেয়া হয়েছে আমাকে। সবাইকে রিকলও করা হয়েছে। আমাকে প্যারিসে ফিরে যেতে হবে... আর লিজনেয়ার টিমকে এরিয়ান স্পেসপোর্টে।'

'আর রানা?'

'আমি দুঃখিত,' নীরস গলায় বলল অঁবিন। গলায় আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও নেই। 'ওই খনিতে যেতে রাজি হয়েছিলাম শুধুমাত্র ইউরেনিয়াম লুকানো থাকতে পেরে ভেবে। তেমন সম্ভাবনা এখন আর যেহেতু নেই...'

'তারমানে আপনারা সাহায্য করবেন না?' শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। জানে, ফরাসি টিমটাকে ছাড়া রানাকে উদ্ধার করা ওদের পক্ষে অসম্ভব।

'অফিশিয়াল আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' চাঁছাছোলা গলায় বলে দিল অঁবিন। এই একটা কথা দিয়েই রানার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল যেন।

'মেজর পিনোঁ?' সমর্থনের আশায় লিজনেয়ার কমাণ্ডারের দিকে ফিরল নেফারতিতি।

জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল পিনোঁ।

এরপর আর কোনও কথা চলে না। ঝড়ের বেগে সেফহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওরা। ফিরে এসেছে মার্কোসের বাড়িতে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কোনও সমাধান খুঁজে পায়নি সমস্যার। নাকামুরার খনিতে হানা দিতে হলে লোকবল ও অস্ত্র প্রয়োজন, কোনোটাই ওদের নেই। একটু সময় পেলে সোহেলের পক্ষে লোক জোগাড় করা সম্ভব—খবর দিলেই রানা এজেন্সির ছেলেরা পাগলের মত ছুটে আসবে... সমস্যা হলো অত সময় নেই হাতে। অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে পানামায় রানা এজেন্সির টিম পৌঁছুতে, ততক্ষণ রানার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। স্থানীয় লোক ভাড়া করবার কথাও ভেবেছিল... কিন্তু

পানামায় বিশ্বস্ত তেমন কাউকে চেনে না সোহেল; হুয়ান মারা যাওয়ায় নেফিও হারিয়েছে ওর আণ্ডারওয়ার্ল্ড কণ্ট্যাক্ট। সব মিলিয়ে বেশ হতাশাজনক একটা পরিস্থিতি।

রাত দশটা বাজে। নানা রকম আলোচনায় কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে ঝিম মেরে বসে আছে তিনজনে। আর কোনও কথা বলছে না। রানার দুশ্চিন্তায় মন আচ্ছন্ন... বিশেষ করে সোহেল আর নেফির। ঠিকমত কিছু চিন্তা করতে পারছে না দুজনে।

হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠায় সংবিৎ ফিরে পেল ওরা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'কারও আসার কথা?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

মাথা নাড়ল মার্কোস। 'না তো।'

ভিতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল মার্কোসের স্ত্রী মারিনা। 'এত রাতে আবার কে এল?' বলে দরজা খুলল সে। কয়েক মুহূর্ত পর ডাকল, 'অ্যাই, মার্কোস... এরা তোমাদের কাছে এসেছে।'

টেবিল ছেড়ে উঠে এল মার্কোস, সোহেল আর নেফারতিতি। দরজায় গিয়ে চমকে উঠল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি আর কেউ নয়, মেজর পিনোঁ। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার চারজন সৈনিক।

'আপনারা?' সবিস্ময়ে বলে উঠল নেফারতিতি।

'মসিয়ো অঁবিন জানতে পারলে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে,' অপ্রতিভ গলায় বলল পিনোঁ, 'কিন্তু না এসে পারলাম না। আমার আর কনরাডের জীবন বাঁচিয়েছেন মসিয়ো রানা, তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে গেলে বিবেকের কাছে চিরকাল অপরাধী হয়ে থাকব।'

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সবাই, কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। তারপরেই ছোট্ট একটা চিৎকার দিয়ে

পিনোঁকে জড়িয়ে ধরল নেফারতিতি।

সোহেলও হাসছে। 'ব্যাপারটা আরও আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। অঁবিনের ব্যাপার ভিন্ন... কিন্তু একজন সত্যিকার সৈনিক কখনও সহযোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দানে ত্যাগ করতে পারে না। আমারই দেখছি লোক চিনতে ভুল হয়ে গেছে।'

'বাইরে কেন?' বলে উঠল মার্কোস। 'ভিতরে আসুন। প্লিজ।'

'না, আসব না,' বলল পিনোঁ। 'হাতে সময় কম। যা করবার আজ রাতেই করতে হবে। প্ল্যান তো আগেই ঠিক করা আছে, গাড়িও আছে আমাদের সঙ্গে। চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

'ম্যান অভ অ্যাকশন!' বলল সোহেল। 'এমন লোকই তো চাই। চলুন তা হলে। বাঘের গুহায় হানা দিয়ে দেখা যাক রানাকে মুক্ত করে আনা যায় কি না।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

জাপানি টাইকুন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনে পা রাখতেই ফাঁদে পড়ল
সোহেল, নেফারতিতি ও ফ্রেঞ্চ লিজনের সৈন্যরা।
রানাকে উদ্ধার করবে কী, নিজেদেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।
সেখান থেকে বাঁচলেও কি রেহাই আছে?
অপেক্ষা করছে নিত্যনতুন বিপদ।
ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে কেনজি নাকামুরার ভয়াল পরিকল্পনা
সাহায্য পাবার উপায় নেই। পানামার প্রশাসনকে
টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে ধুরন্ধর জাপানি টাইকুন।
রানার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে তার পোষা খুনে বাহিনী
এখন কী করা?
শেষ পর্যন্ত একাই মাঠে নামল রানা ও তার সঙ্গীরা।
পানামা ক্যানালের বুকে বেধে গেল ভয়াবহ সংঘাত।
আর ইনকাদের হারানো ট্রেজার?
সেটারই বা কী খবর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

আনিস-উজ-জামান, মোবা: ০১৭৭২-৬৮৬২০২

২৯২ উত্তর গোড়ান, সিপাইবাগ, ঢাকা ১২১৯।

চিঠির শুরুতেই হলুদ গোলাপ, রজনীগন্ধা, শীতের খেজুরের রসের শুভেচ্ছা জানালাম। মাসুদ রানা সিরিজের নতুন বই 'মৃত্যুদ্বীপ' পড়লাম। কী বলব? এক কথায় 'অসাম'! এ ছাড়া সিরিজের অচেনা বন্দর, দংশন, অগ্নিপুরুষ, মুক্ত বিহঙ্গ পড়লাম। এ বইগুলোও অসাধারণ। কাজীদা, বইগুলোর ব্যাপারে আমার অভিযোগ ও কিছু কষ্ট রয়েছে। জানি, মানুষ মরণশীল, প্রতিটি মানুষের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। তবু এ বইগুলোতে মাসুদ রানার বন্ধু ও কাছের মানুষগুলোকে মেরে ফেলাতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি। ভয় হয়, কোনদিন না আবার দেখি আমার প্রিয় চরিত্র সোহানা, রূপা, তিশা, সোহেল, গিলটি মিয়া, গগল—এরাও মাসুদ রানার অন্যান্য বন্ধুদের মত...

* আপনার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদিও জানি, এটা করলে পাঠকরা তেড়ে এসে আমার অনিবার্য পরিণতি নিশ্চিত করবে।

ফরহাদ

রামপুরা, ঢাকা ১২১৯।

সাইবেরিয়ার বরফ ঢাকা প্রান্তরে প্রাণপণ লড়াই শেষে পনেরো তলা ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে, কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলির কয়লার খনিতে রক্তপিশাচ বাবাম্বা ও বাউন্টি হান্টারদের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে, ভূমধ্যসাগরের উপর হারকিউলিস বিমানের পেট থেকে পড়ে গিয়ে, দ্য গ্রেট

ওশান রোডে রুদ্ধশ্বাস কার রেস ও ফাইটের পরে এবং ফ্রেঞ্চ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ধ্বংসের পরে, ইংলিশ চ্যানেলে এমভি লোটাসে পৃথিবীকে বাঁচাতে লড়ে এবং তা প্রায় মাথার উপর ধ্বংস হবার পরে, সুয়েজ এবং সৌদি আকাশে শত বাধা সত্ত্বেও মানুষদের বাঁচাতে নাকের কাছে নিউক্লিয়ার মিসাইলের সাথে লড়াই করেও বেঁচে আছি! এ কি স্বপ্ন? নাকি সত্যি?

কাজীদা, 'বাউন্টি হান্টার্স' পড়ার সময় মনে হয়েছে—রানা নয়, আমিই বুঝি লড়ছি! সে ঘোর এখনও কাটেনি। অনন্যসাধারণ রানার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কুয়াশাকে পেয়ে আরও ভাল লাগল। আর তিশাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধন্যবাদ। সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লবদা'কে ধন্যবাদ। 'মৃত্যুদ্বীপ'-এর অপেক্ষায়, ভাল থাকুন সব সময়।

❋ আপনিও ভাল থাকুন। বিপ্লবদা'কে আপনার ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম। মৃত্যুদ্বীপ কেমন লাগল জানাবেন।

সামির শিরাণী রাইন, সদর হাসপাতাল কোয়ার্টার,
রংধনু, ২য় তলা, হাসপাতাল রোড, সদর, লক্ষ্মীপুর।

প্রিয় কাজীদা,

আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? প্রথমেই একটা ঘটনা বলি। স্কুল থেকে বাসায় ফিরছি। রাস্তায় আমাদের বাসার উপরতলার আন্টির সাথে দেখা। বললেন, 'কী খবর, রাইন? ইদানীং প্রেম-ট্রেম করো নাকি?' আমি তো নির্ভেজাল ভালমানুষ, 'না, আন্টি। কী হইছে?' তিনি বললেন, 'ঘরে গিয়ে দেখো।'

মনে ভয়-ভয় একটা ভাব নিয়েই ঘরে ঢুকলাম। আম্মুকে বললাম, 'আম্মু, কী হইছে?' আম্মু বললেন, 'তোর নামে চিঠি আসছে। যা, খুলে দেখ।' খুলে দেখলাম ভিতরে আপনার অটোগ্রাফসহ ফটোগ্রাফ। দুই মিনিট থ হয়ে রইলাম। তারপর এক লাফ। আম্মু বললেন, 'এই, তোর কী হইছে? থাম, লাফালাফি থামা।' আমি তো লাফিয়েই চলেছি। বললাম, 'আম্মু, আমি কী পাইছি জানো?' আম্মু বললেন, 'কী পাইছস?' আমি বললাম, 'আরে আম্মু, সোনার হরিণ পাইছি, সোনার হরিণ।' তার পরদিন অটোগ্রাফ আর ফটোগ্রাফটি দেখিয়ে স্কুলের সবাইকে ঈর্ষান্বিত করতে খুব মজা লাগছিল। সব রানা ভক্তকে একদম চমকে দিয়েছিলাম।

যাই হোক, এতদিন লিখতে পারিনি বলে দুঃখিত। আপনি আবার ভাববেন না, অটোগ্রাফ নিয়ে আমি চম্পট দিয়েছি। আর হ্যাঁ, আরেকটা বিষয়—লক্ষ্মীপুর শহরে একমাত্র টাউন লাইব্রেরি ছাড়া অন্য কোনও লাইব্রেরিতে সেবার বই আসে না। গত দুই-তিনমাস ধরে টাউন লাইব্রেরিতেও বই আসছে না। আশা করি, সমস্যাটার সমাধান করবেন।

❋ সমস্যার সমাধান আমাদের নয়, লাইব্রেরিয়ানদের হাতে। তাঁরা চাইলেই আমরা বই পাঠাই, না চাইলে পাঠাবার নিয়ম নেই। অটোগ্রাফ পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছ জেনে আমিও খুশি হলাম। শুভাশিস রইল।

এ.বি.এম. তামিম, আসমা ভবন, ৪র্থ তলা,
সৈয়দ শাহ্ রোড, কে.বি. আমান আলী রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

কাজীদা,

কেমন আছেন? এইমাত্র 'ক্লাইম্বার' পড়ে শেষ করলাম। খুব ভাল লেগেছে, মাসুদ রানাকে দেশে-বিদেশে ঘুরতে দেননি। সত্যিই খুব ভাল লেগেছে বইটি। আচ্ছা কাজীদা, আপনার স্ত্রী কয়জন? যেহেতু 'টার্গেট নাইনে' জো-র কথাগুলো খুব যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়েছে। তাই বললাম আরকী! ক্লাইম্বারের ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় নীচে...'এরপর তিনজনে মেতে উঠল আড্ডায়'—এখানে তিনজনের স্থলে চারজনে হবে মনে হয়, জানাবেন। আর নঈমদাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, তাঁর 'নিশানা' অনেক-অনেক ভাল লেগেছে। নঈমদাকে এ ধরনের আরও বইয়ের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আচ্ছা কাজীদা, রানার কাছ থেকে অনেক শিখলাম, এবার এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করে দিন। আমাকে না হয় এ ধরনের কোনও এজেন্সিতে ভর্তি করে দিন...আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকব। উত্তর না আসা পর্যন্ত আমাকে অনিদ্রা রোগে আক্রমণ করবে।

রানাকে নিয়ে আবার চট্টগ্রামে আসার অনুরোধ জানিয়ে, সেবা'র সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মত বিদায়, দোয়া করবেন। খোদা হাফেজ।

❋ আমিও জো-র যুক্তি মানি কি না জানতে চাইছেন? ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর কেন দেব? ...ক্লাইম্বারের ২৩ পৃষ্ঠায় ওটা সত্যিই আমাদের ভুল—চার জনই হবে। ...নঈমদাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলাম। ...দোয়া রইল।

এস. এম. মাহবুব আলম, মোবা: ০১৮২৪-৬৬৬৫৭২
গ্রাম: দরগারবন্দ, পোস্ট: দুলালপুর, থানা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী।

নীলক্ষেতে 'চারিদিকে শত্রু' বইটির খোঁজ করছিলাম। পেয়েও গেলাম এক দোকানদারের কাছে। কিন্তু চারিদিকে শত্রু বইটির দুটি খণ্ডই ছিল পুরানো। কিন্তু আমি নতুন বইয়ের খোঁজ করায় দোকানদার আমাকে বলল যে, রিপ্রিন্ট বইগুলোতে নাকি কাহিনি সংক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ, কাহিনি সংক্ষেপ করে রিপ্রিন্ট করা হয়। আপনি কী বলেন?

❋ কথাটা ঠিক নয়। দাম-কম রাখার জন্য ছোট টাইপে ছাপা হয়, সেজন্য বই ছোট দেখায়। তাই তিনি মনে করেছেন কাহিনিই সংক্ষেপ করা হয়েছে বুঝি

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১/১২/১৪ অদেখা ভুবনের সে+প্যালেস থিয়েটার-রহস্য+সময়ের চাবি-রহস্য (তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৩৩) শামসুদ্দীন নওয়াব

অদেখা ভুবনের সে/শামসুদ্দীন নওয়াব: তিন গোয়েন্দার বন্ধু মার্ক। তার মৃত যমজ ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি হঠাৎ করে ফুটে উঠল আয়নায়। তারপর থেকে ঘটতে শুরু করল নানা ধরনের অঘটন। বন্ধুর বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা।

প্যালেস থিয়েটার-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াব: প্যালেস থিয়েটার প্রাচীন এক স্থাপনা। কনসার্ট শুনতে ওখানে হাজির ছিল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। হঠাৎ করে শুরু হলো ভূতের উপদ্রব। ফলে তদন্তে নামতে বাধ্য হলো ছেলে-মেয়েরা।

সময়ের চাবি-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াব: সময়ের চাবির পাঁচটা টুকরো জোগাড় করতে পেরেছে কিশোর আর হিরু চাচা। এবার বেরিয়েছে ছ'নম্বর টুকরোটার খোঁজে। ওটা পেলেই পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে চাবিটা, নিরাপদ হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু অশুভ শক্তিরও যে চাই ওটা। কাজেই চাচা-ভাতিজার সঙ্গে বেধে গেল দ্বন্দ্ব।

আরও আসছে

৮/১২/১৪ ঈশ্বরী (রোমাঞ্চ-হরর কাহিনি) তৌফির হাসান উর রাকিব

মাসুদ রানা

জাপানি টাইকুন

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্যারিসের এক অকশন হাউস থেকে পুরনো
এক ডায়েরি কিনেই মস্ত বিপদে পড়ল মাসুদ রানা।
সশস্ত্র তিনজন খুনি ধাওয়া করল ওকে,
কেড়ে নেবার চেষ্টা করল ডায়েরিটা। কিন্তু কেন?

পাঠক, এ-প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য রানার সঙ্গে পানামার
গহীন জঙ্গলে ছুটে যেতে হবে আপনাকে, যেখানে রয়েছে
ছয়শো বছরের পুরনো ইনকা-গুপ্তধনের ভাণ্ডার।
ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র চলছে সেই গুপ্তধনকে ঘিরে,
আর আড়াল থেকে তাতে কলকাঠি নাড়ছেন
প্রতিহিংসাপরায়ণ, অর্ধোন্মাদ এক জাপানি ধনকুবের।
ভাবছেন আবারও ট্রেজার হান্টের গল্প শোনাতে চলেছি?
উঁহুঁ, এ-কাহিনি তারচেয়ে অনেক... অনেক জটিল।
শুধু এটুকু জেনে রাখুন, এবারের অ্যাসাইনমেন্ট
রানার ক্যারিয়ারের কঠিনতম অ্যাসাইনমেন্টগুলোর একটি।
বিশ্বাস করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

জাপানি টাইকুন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

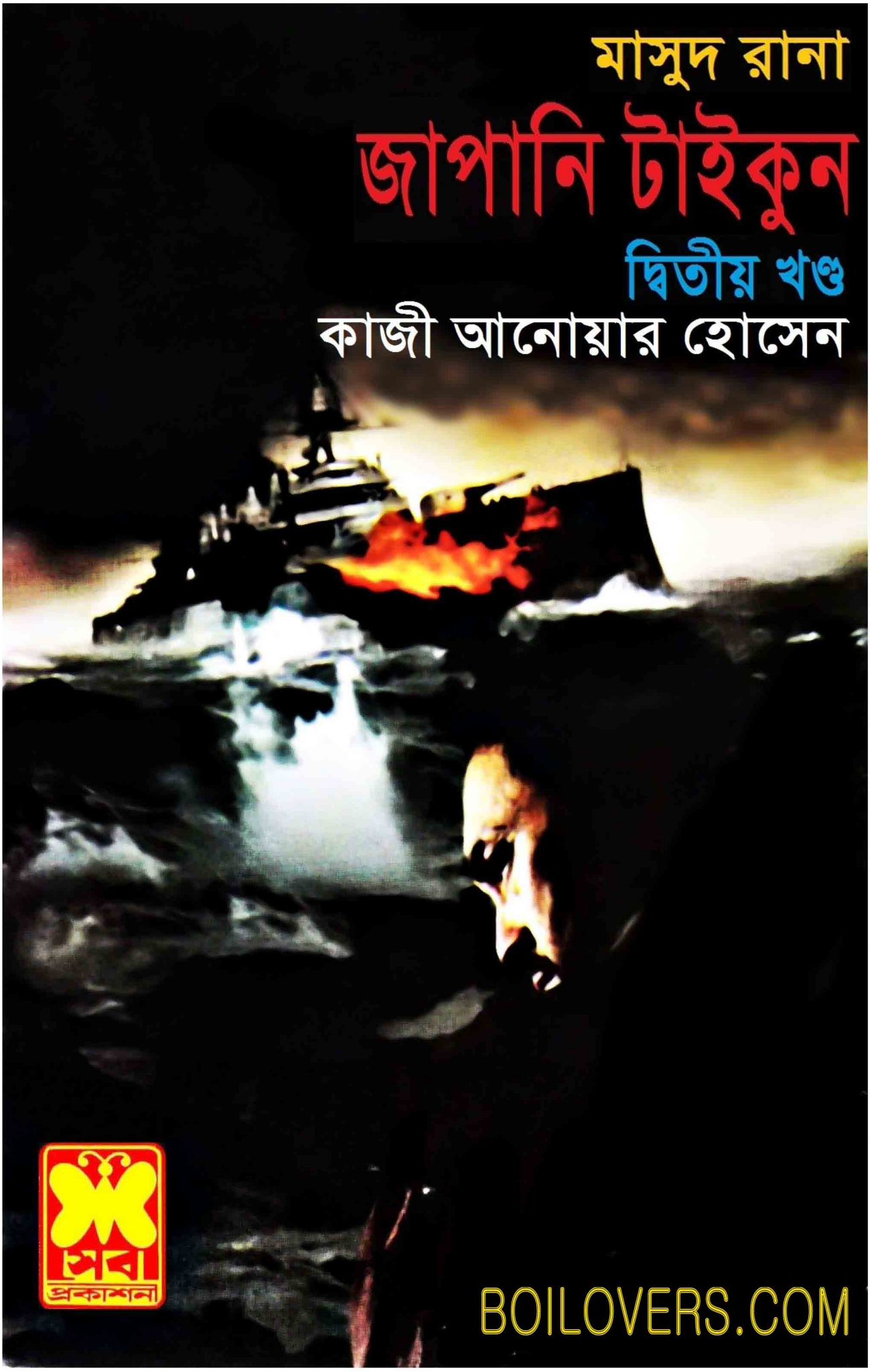

সেবা প্রকাশনা

BOILOVERS.COM

মাসুদ রানা ৪৩৭

জাপানি টাইকুন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

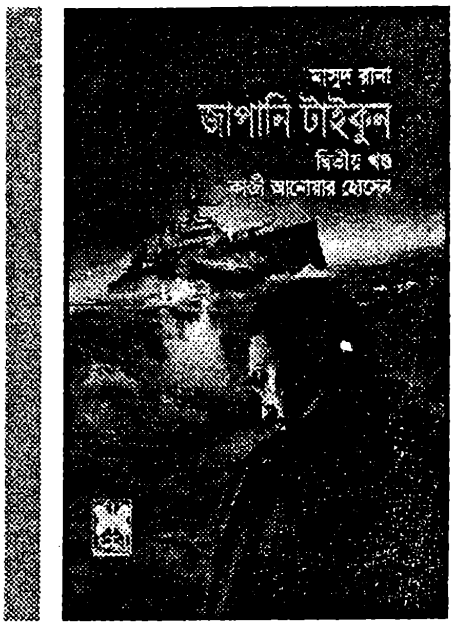

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7437-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০১৪

রচনা বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স: ৮৫০
mail. atochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana-437
JAPANI TYCOON
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একশ' দুই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনও ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক *পার্শিয়ান ট্রেজার*বাউন্টি হান্টার্স*মৃত্যুদ্বীপ*জাপানি টাইকুন।

এক

গায়ানার জঙ্গলে ট্রেইনিং পাওয়া সৈনিকদের জন্য পানামার জঙ্গলে চার মাইলের নাইট মার্চ এমন কোনও কঠিন কাজ নয়—দলটা যেখানে গাড়ি থেকে নেমেছে, সেখান থেকে টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনের দূরত্ব ওটুকুই। আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে একটু বেশি ঘামতে হচ্ছে, এই যা। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে, তবে তাতে গরম কমেনি, বরং তাতিয়ে উঠেছে আরও।

লিজনেয়ারদের দলটার সঙ্গে রয়েছে ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড ও সোহেল আহমেদ। দু'জনেই প্রশিক্ষিত, ফলে অসুবিধে হচ্ছে না তাল মেলাতে। ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে শান্ত, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে একসারিতে এগিয়ে চলেছে সাতজন মানুষ। সবচেয়ে কঠিন কাজটা করছে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা এক তরুণ সার্জেন্ট—তার নাম জ্যাঙ্কো, জাতীয়তায় অস্ট্রিয়ান; সবার সামনে থেকে মাচেটির সাহায্যে ঝোপঝাড় কেটে পথ তৈরি করে নিতে হচ্ছে তাকে।

সোহেল আর মার্কোস গতকালই দেখে গেছে, খনি-কম্পাউণ্ডের মেইন গেটে কড়া সিকিউরিটি রয়েছে। ওখান দিয়ে ঢোকা অসম্ভব। কাজেই বিকল্প পথে এগিয়ে কোনও একটা পাশ দিয়ে কম্পাউণ্ডে অনুপ্রবেশ করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যে-দিকটায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা দুর্বল। দুর্গম জঙ্গল ভেদ

করে নিশুতি রাতে সে-কারণেই এগোতে হচ্ছে ওদেরকে... অন্ধকারকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। অবশ্য সময়টা দিনের বেলা হলেও পথচলা মোটেও সহজ হতো না। জঙ্গলের ঘন ঝোপঝাড়ের চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য এলাকার উঁচু-নিচু, খানাখন্দে ভরা জমি। রাতে-দিনে তেমন একটা প্রভেদ নেই।

বেশ অনেকক্ষণ থেকেই রাতের আকাশের গায়ে আবছা আভা দেখা যাচ্ছিল, বড় একটা টিলার উপরে উঠতেই চোখে পড়ল সেই আভার উৎস। কৃত্রিম আলোয় উদ্ভাসিত মাইন-কম্পাউণ্ড। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা টানা কাজ চলছে ওখানে, তার জন্য লাগানো হয়েছে অনেকগুলো শক্তিশালী ইলেকট্রিক ল্যাম্প। স্টেডিয়ামের মত আলোকিত করে তোলা হয়েছে খনি-এলাকা।

মেজর পিনোঁর ইশারা পেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল সবাই। হামাগুড়ি দিয়ে কাভার নিল পাহাড়ি ঢালে গজানো ঝোপঝাড়ের পিছনে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে কম্পাউণ্ডটা একে একে খুঁটিয়ে দেখল পিনোঁ, সোহেল আর নেফারতিতি। আর দশটা মাইনিং ফ্যাসিলিটির সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই। একটা পাহাড়ের গোড়ায়, হলুদ রঙের কিছু বুলডোজার আর এক্সক্যাভেটর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে। ট্রাকের সাহায্যে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে সেই মাটি। অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং, চারপাশ খোলা মেইন্টেন্যান্স শেড আর একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচার—সম্ভবত ওটা প্রসেসিং প্ল্যান্ট। এমপ্লয়িদের গাড়ি রাখার জন্য রয়েছে একটা পার্কিং স্পেস, কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। একটা চপার প্যাডও আছে, তবে খালি ওটা। মেইন গেটটা ওদের বাঁয়ে। গার্ড পোস্টে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। গেটের ওপারে সরু আধাপাকা রোড, কয়েক মাইল দীর্ঘ, হাইওয়েতে গিয়ে মিশেছে।

মূল কম্পাউণ্ডের একটা অংশ আলাদাভাবে ঘেরা। একটা এণ্ট্রান্স রয়েছে ওখানে, সম্ভবত আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কারে ঢোকার জন্য। আশপাশে মাটি ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে ভেণ্টিলেশনের পাইপ। সেগুলোর বিস্তৃতি দেখে আন্দাজ করা গেল, ভূগর্ভস্থ কাঠামোটা বেশ বড়।

যত দেখল, ততই এই অপারেশনের বিশালত্ব পরিষ্কার হতে থাকল ওদের চোখে। প্রতিটি ইকুইপমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাণ্ডার্ডের। ট্রাকগুলোও কোবায়াশির পোর্টে দেখা ট্রাকের চেয়ে অনেক বড়, সাধারণ রাস্তাঘাটে চলতে পারবে না। ওগুলো সম্ভবত এখানেই অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। একেকটা ট্রাক একেকটা বাড়ির সমান বড়, ছয় থেকে বারোটা চাকা লাগানো, পিছনের ক্যারিয়ারগুলো ছোটখাট সুইমিংপুল আকৃতির। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচু ড্রাইভারস্ ক্যাব, মই বেয়ে উঠতে হয়। পাহাড় খুঁড়তে থাকা এক্সক্যাভেটর আর লোডারগুলোও সেই অনুপাতের। একেকটা বাকেট পার্কিং লটে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর চেয়ে বড়। সবচেয়ে বড় যন্ত্রটা অচেনা... ট্যাঙ্কের মত ক্যাটারপিলার ট্র্যাক লাগানো, অতিকায় মেকানিকাল আর্মের সাহায্যে এক খাবলায় অন্তত পঞ্চাশ টন মাটি-পাথর তুলে নিতে পারে।

সবমিলিয়ে মনে হলো, একদল যান্ত্রিক ডায়নোসর কাজ করছে টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইনে।

এবার কম্পাউণ্ডের সিকিউরিটির দিকে মনোযোগ দিল ওরা। দুর্ভেদ্য দুর্গের মত সাজানো হয়েছে নিরাপত্তা। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া, পেরিমিটারে অনবরত টহল দিচ্ছে তিন সদস্যের ছোট ছোট প্রহরীদল। শ্রমিকদের উপর নজর রাখবার জন্য আলাদা লোক আছে। বাকিরা টহল দিচ্ছে কম্পাউণ্ডের ভিতরে। সবার কাঁধে অত্যাধুনিক রাইফেল।

ইশারায় সঙ্গীদেরকে কাছে ডাকল পিনো। জানতে চাইল,

'কতজন গার্ড?'

'আমি তেইশজন গুনেছি,' জানাল নেফারতিতি।

'উঁহুঁ, আটত্রিশ,' বলল সোহেল। 'আপনি বোধহয় সবাইকে দেখতে পাননি।'

ওর সঙ্গে সায় জানাল লিজনেয়াররা।

'হুম। যদ্দূর বুঝলাম, যেখানটায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, সেখান দিয়ে নামাই সবচেয়ে নিরাপদ,' পিনোঁ বলল। 'গার্ড ওখানেই সবচেয়ে কম। মেশিনের গর্জন আর উড়তে থাকা ধুলোবালির কারণে মোটামুটি ভাল কাভারও পাব আমরা।'

একটু অপেক্ষা করল সে, বিকল্প কোনও প্রস্তাব কেউ দেয় কি না দেখবার জন্য। কিন্তু দিল না। প্ল্যানটা সবাইকে বুঝিয়ে দিল পিনোঁ। টিলা থেকে নেমে ওই পাহাড়ে চড়বে ওরা। ক্ষতবিক্ষত ঢাল ধরে ক্রল করে নামবে, এক্সক্যাভেটরগুলোর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। কম্পাউণ্ডে নামার পর শ্রমিক বা এমপ্লয়িদের সাজ নিয়ে গোপনে তল্লাশি চালাবে। আপাতদৃষ্টিতে আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কারটাকেই রানার সম্ভাব্য লোকেশন বলে মনে হচ্ছে। ওখানে ঢোকাই হবে ওদের মূল লক্ষ্য।

প্ল্যান ঠিক হয়ে গেলে রওনা হলো ওরা। টিলা থেকে নেমে এক্সক্যাভেশনের পাহাড়ে চড়তে সময় লাগল আধঘণ্টার মত। এরপর শুরু হলো হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নামা। পিনোঁর ধারণাই ঠিক, রীতিমত দক্ষযজ্ঞ চলছে ওখানে... বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। প্রহরী নেই। ঢালের গায়ে ছোট-বড় হাজারো ফাটল, সেগুলোর ভিতরে শরীর মিশিয়ে নামতে পারল ওরা মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই। অসুবিধে হলো কেবল সোহেলের। একটা নকল হাত নিয়ে ক্রল করা কঠিন ওর পক্ষে। তবে কখনও বুকে ঘষে, কখনও বা পিছলে ও-ও তাল মিলিয়ে নামল বাকিদের সঙ্গে। উপত্যকার মেঝেতে যখন পা রাখল দলটা, ধুলোবালি আর মাটি মেখে ভূতের মত

চেহারা হয়েছে সবার।

খুঁড়ে আনা ওভারবার্ডেনের একটা স্তূপের পিছনে আশ্রয় নিল ওরা। সাবধানে উঁকি দিল। বাঙ্কারের এণ্ট্রান্স এখান থেকে দুইশ' গজ দূরে। মাঝখানের জায়গাটা দখল করে রেখেছে ছোট-বড় আরও অনেক স্তূপ আর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট। ওগুলোর কাভার নিয়ে এণ্ট্রান্সের কাছাকাছি চলে যাওয়া সম্ভব। শেষ ত্রিশ গজ জায়গা দৌড়ে পার হতে হবে। আশার কথা হলো, বাঙ্কারের মুখে গার্ড পোস্ট নেই। কম্পাউণ্ড জুড়ে নিয়মিত টহলদল থাকায় ওখানে বাড়তি লোক বসানোর প্রয়োজন বোধ করেনি বোধহয়। টহলদার প্রহরীদের চোখ এড়াতে পারলে বাঙ্কারে ঢুকে পড়তে সমস্যা হবে না।

এগোবার জন্য তৈরি হচ্ছিল ওরা, হঠাৎ এণ্ট্রান্সের কাছে নড়াচড়া দেখতে পেয়ে থমকে গেল। পাঁচজন লোক যাচ্ছে ওদিকে। চারজনের গায়ে গার্ডের ইউনিফর্ম, পঞ্চম লোকটা সিভিলিয়ান... পাটকাঠির মত দেহ। রানা নয়, অন্য কেউ। দলটা এণ্ট্রান্স পেরিয়ে বাঙ্কারে ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট পরেই আবার বেরিয়ে এল ছুটতে ছুটতে। ঠোঁটের কাছে বাঁশি তুলে তীক্ষ্ণ সুরে বাজাতে শুরু করল তাদের একজন। বাকিরা চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই শোরগোল পড়ে গেল পুরো কম্পাউণ্ড জুড়ে। চারদিক থেকে ছুটে এল সশস্ত্র গার্ডরা। জ্বলে উঠল বাড়তি লাইট, আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল কম্পাউণ্ডের প্রতিটি ইঞ্চি।

প্রমাদ গুনল অনুপ্রবেশকারীরা। ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেখানটাও এখন পুরোপুরি আলোকিত। নড়াচড়া করলেই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

'হচ্ছেটা কী!' হতভম্ব গলায় বলল নেফারতিতি। 'ওরা হঠাৎ খেপে গেল কেন?'

'মনে হচ্ছে বাঙ্কারের ভিতরে এমন কিছু পেয়েছে যেটা ওদের

পছন্দ হয়নি,' বলল পিনোঁ।

'কিংবা পায়নি,' যোগ করল সোহেল। ওর কণ্ঠে কৌতুকের আভাস। 'আমার তো মনে হয় রানাই এর জন্য দায়ী। ওকে বাঙ্কারে আটকে রেখে ছাগলগুলো হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। এখন গিয়ে দেখছে ও নেই।'

ভুরু কোঁচকাল পিনোঁ। 'আপনি অনুমান-নির্ভর কথা বলছেন। এমন হতে পারে না, ওরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে?

'বিলিভ মি,' বলল সোহেল, 'রানাকে ঠিকমত চেনার সৌভাগ্য হলে আপনিও এ-কথাই বলতেন। এ-ধরনের গোলমাল একমাত্র ওর কারণেই সৃষ্টি হতে পারে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তো আমাদের জন্য খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ কাজ সেরে বেরিয়ে যাব ভেবেছিলাম, এখন আর তা সম্ভব নয়।'

'পরিস্থিতি আরও খারাপ, স্যর,' পাশ থেকে বলল জ্যাঙ্কো। 'ওই দেখুন, সার্চলাইট দিয়ে আউটার ফেন্সে সুইপ চালাচ্ছে ওরা। আমার তো মনে হচ্ছে পুরোদস্তুর সার্চ শুরু হবে এখুনি।'

আসলেই তা-ই। উজ্জ্বল আলোয় এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এন্ট্রান্সে দাঁড়ানো সিভিলিয়ানকে। হাড় জিরজিরে লোকটা খেপে গেছে ভীষণ। চিৎকার করে কী কী সব বলছে সমবেত প্রহরীদের উদ্দেশে। হাত নেড়ে কম্পাউণ্ডের বিভিন্ন অংশ দেখাচ্ছে, বোধহয় বোঝাচ্ছে পলাতক মানুষটা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে। ওভারবার্ডেনের স্তূপের দিকেও তাকে ইশারা করতে দেখল ওরা।

'আমাদের এখুনি সরে যাওয়া দরকার,' থমথমে গলায় বলল পিনোঁ।

'সম্ভব নয়,' সোহেল মাথা নাড়ল। 'এখন ঢাল বেয়ে উঠতে গেলেই ওরা দেখে ফেলবে আমাদের। তারচেয়ে এখান থেকেই প্রতিরোধ গড়ার চিন্তাভাবনা করুন।'

হতাশায় মাথা নাড়ল পিনোঁ। লোকবল বা অস্ত্রশস্ত্র, দু'দিক থেকেই প্রতিপক্ষের চেয়ে ওরা অনেক দুর্বল। লড়াই করে টেকা যাবে না। ফাঁদে পড়ে গেছে।

বিপদ আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল কয়েক মিনিট পর। মেইন গেটের দিক থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ। সেদিকে মুখ ঘোরাতেই কম্পাউণ্ডের প্রবেশপথে বসানো লোহার দণ্ডটা উঠে যেতে দেখল ওরা। একটা মিলিটারি ট্রাক ঢুকল ওখান দিয়ে। জনাত্রিশেক সৈনিক বসে আছে পিছনে। পানামানিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম পরে আছে সবাই। নাকামুরার অনুরোধে রি-ইনফোর্সমেণ্ট হিসেবে এসেছে এরা। বাঙ্কারের সামনের খোলা জায়গায় থামল ট্রাকটা। দ্রুত, কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে টপাটপ নেমে এল সৈনিকেরা।

'মাই গড!' কোনোমতে ঢোক গিলে ফিসফিস করল পিনোঁ।

ওদের অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। রানাকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, এখন নিজেরাই বাঁচবে কি না সন্দেহ! কী করবে ভেবে পেল না।

পানামানিয়ান কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলছে সিভিলিয়ান লোকটা। একটু পরেই মাইনের গার্ড আর সেনাসদস্যরা এক লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। সুইপিং ফরমেশন—বিশ ফুট পর পর একেকজন, কম্পাউণ্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চিরুনি-তল্লাশি চালাবে। ধরা পড়ে যাওয়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

আর কোনও উপায় না পেয়ে সোহেলের পরামর্শটাই মেনে নিল মেজর পিনোঁ। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'লড়াই করতে হবে আমাদের। সবাই যার যার অস্ত্র নিয়ে তৈরি হও। কাছে আসুক ওরা, আমি অর্ডার দিলেই গুলি ছুঁড়বে। আগেই টার্গেট ঠিক করে নাও। একটা গুলিও যেন নষ্ট না হয়।'

অভিজ্ঞ চোখে প্রতিপক্ষকে যাচাই করছে সোহেল। পিনোঁর কথা শেষ হলে বলল, 'গার্ডরা প্রফেশনাল মার্সেনারি, ওদের উপরেই প্রথম হামলা করা দরকার। অভিজ্ঞ যোদ্ধা যত কমে, তত ভাল। যদ্দূর বুঝতে পারছি, পানামানিয়ান সোলজারদের কমব্যাট এক্সপেরিয়েন্স নেই। আশপাশে দু'চারজন অক্কা পেলে ঘাবড়ে যাবে। বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে আমরাও পালাবার সুযোগ পাব।'

'গুড আইডিয়া, একমত হলো পিনোঁ। 'গেট রেডি, বয়েজ। চলো দেখিয়ে দিই, ফ্রেঞ্চ লিজন কী জিনিস!'

শুরু হলো রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। বাঙ্কারের সামনে থেকে তল্লাশি শুরু হয়েছে, ধীর পদক্ষেপে এগোচ্ছে শত্রুরা। তাড়াহুড়ো করছে না। পিনোঁর মধ্যেও তাড়া নেই। মাত্র ছ'টা রাইফেল ওদের সঙ্গে; নকল হাত দিয়েও রাইফেল চালাতে পারে সোহেল, কিন্তু ইচ্ছে করেই রাইফেল নেয়নি—ওর অস্ত্র একটা পিস্তল। রাইফেলের চেয়ে পিস্তলের ওপরই ওর আস্থা বেশি। দুর্দান্ত হাত। অবশ্য অ্যামিউনিশন সীমিত। প্রত্যেকটা বুলেটে শত্রুপক্ষের সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি করতে হবে।

সুইপ লাইন পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছুলে সন্তুষ্ট হলো পিনোঁ। চাপা গলায় আদেশ দিল, 'ফায়ার!'

গর্জে উঠল রেসকিউ টিমের অস্ত্রগুলো। সুইপ লাইন থেকে বুক-পেট চেপে ধরে ধরাশায়ী হলো সাতজন মার্সেনারি। বিশৃঙ্খলা দেখা দিল পুরো দলটার মধ্যে। পড়িমরি করে যে-যেদিক পারে ছুটতে শুরু করল। আবারও গুলি করল সোহেলরা। আরও তিনজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'দশজন খতম!' সোল্লাসে বলল সোহেল। 'মন্দ নয়। কী বলেন?'

পিনোঁর মুখ যেন পাথরে গড়া। কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না শান্ত গলায় বলল, 'সারপ্রাইজের মেয়াদ শেষ। এবার শুরু হবে

আসল লড়াই। তৈরি হোন।'

লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। ইকুইপমেন্ট চালু রেখেই ছোটাছুটি করছে অপারেটর আর শ্রমিকেরা। দৌড়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেবে কি না ভাবল পিনো, পরক্ষণে দূর করে দিল ভাবনাটা। কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না কেউই, ছুটে চলে যাচ্ছে কম্পাউণ্ডের ভিতর দিকে, এনিমি লাইনের পিছনে। ওভারবার্ডেনের স্তূপ, সেই সঙ্গে পার্ক করা এক্সক্যাভেটর, বুলডোজার আর লোডারগুলোর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে মার্সেনারি আর সৈনিকরা। বেরুলেই গুলি খেতে হবে।

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না শত্রুপক্ষের দিক থেকে।

'কী ব্যাপার?' অস্থির গলায় বলল নেফারতিতি। 'ওরা এমন চুপ করে আছে কেন?'

'প্ল্যান সাজাচ্ছে' অনুমান করল সোহেল। 'আটঘাট বেঁধে আসবে।'

'প্ল্যানটা কী ধরনের হতে পারে, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

আমি হলে প্রথমে ডাইভারশন সৃষ্টি করতাম,' সোহেল বলল। 'এদিকটায় গোলমাল বাধিয়ে ঘুরপথে কিছু লোক পাঠাতাম ওখানে।' পিছনের পাহাড়চূড়ার দিকে ইশারা করল ও। 'হাই গ্রাউণ্ডে পজিশন নিয়ে ফাঁদে ফেলতাম শিকারকে।'

'সর্বনাশ! ওখানে ওরা পৌঁছুতে পারলে তো আমরা এক পা-ও আর নড়তে পারব না। উপর থেকেই পাখি শিকারের মত ফেলে দিতে পারবে আমাদেরকে!'

'তা তো বটেই।'

'ওরা কি তা-ই করবে?'

'দেখাই যাক,' পিনোঁ বলল। নিজের দু'জন সৈনিককে ডেকে পাহাড়ের দিকে নজর রাখতে নির্দেশ দিল।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই শুরু হলো যুদ্ধ। ওদের মাত্র এক ফুট দূরে ওভারবার্ডেনের ঢিবির গায়ে প্রথম গুলিটা বিঁধল। আঁতকে উঠল সোহেল। যতটা ভেবেছিল, তারচেয়েও কৌশলী এরা। শার্পশুটার ব্যবহার করছে! ওর জানা নেই, প্রতিপক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্যাপ্টেন হারুকি... দক্ষ ট্যাকটিশিয়ান সে।

চোখে দূরবীন ঠেকিয়ে শার্পশুটারের অবস্থান খুঁজে বের করল পিনোঁ। 'ওই যে, প্রসেসিং প্ল্যান্টের ছাতের ওপর পজিশন নিয়েছে ব্যাটা। স্যামুয়েল... নিজের দলের শার্পশুটারকে ডাকল, 'কিছু করতে পারবে?'

'নো প্রবলেম, স্যর,' বলল স্যামুয়েল। 'মজা দেখাচ্ছি ওকে।' রাইফেল তুলে পর পর কয়েকটা গুলি করল সে, বেসামাল করে দিল শার্পশুটারকে।

নীচের শত্রুরা এবার ফায়ার ওপেন করল। তাড়াতাড়ি ঢিবির পিছনে জড়োসড়ো হয়ে গেল রেসকিউ টিম। ঢালের মত বুক পেতে ওদেরকে রক্ষা করল ঢিবিটা। গুলির তোড় একটু কমতেই আবার আড়াল থেকে রাইফেলের ব্যারেল বের করল ওরা। গোলাগুলির কাভার নিয়ে কয়েকজন এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, লক্ষ্যস্থির করে তাদের উদ্দেশে গুলি করল লিজনেয়াররা।

গর্জন, ক্রুদ্ধ শিস, এবং তারপর একটা আর্তচিৎকার। বুকে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল এক মার্সেনারি। বাকিরা লাফ-ঝাঁপ দিয়ে খুঁজে নিল আড়াল। সেখান থেকে বেদম গুলি চালাল।

ধুলো, গরম আর গোলাগুলি—বিচিত্র এক প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে যুদ্ধের। মুহুর্মুহু আওয়াজে কান ঝালাপালা। এভাবেই চলতে থাকল কিছুক্ষণ। কেউই অপরপক্ষের বড় কোনও ক্ষতি করতে পারছে না। উভয়পক্ষই গাল দিচ্ছে একে

ঢুকে—নাগালের বাইরে বলে লাগাতে পারছে না, কিংবা নিশানা নড়ে যাচ্ছে, কোনও বেমক্কা বাধা পড়ছে দৃষ্টিপথে।

তবে খাবারের সন্ধানে দিশেহারা পিঁপড়ে যেভাবে ক্ষুদ্রতম ফাটলেও ঢুঁ মারে, সেভাবে ওভারবার্ডেনের প্রতিটি ঢিবি... প্রতিটি এক্সক্যাভেটিং ইকুইপমেন্টের কাভার নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে শত্রুরা। এগোতে এগোতেই পাগলের মত গুলি ছুঁড়ছে।

হঠাৎ কাঁধে গুলি খেয়ে কাতরে উঠল এক লিজনেয়ার, হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেল।

'স্যর!' প্রায় একই সময়ে চেঁচিয়ে উঠল জ্যাঙ্কো। 'ঢাল বেয়ে কয়েকজন উপরে উঠছে!'

'গুলি করো!' উত্তেজিত গলায় বলল পিনো। 'আমাদের মাথার উপরে যেন পৌঁছুতে না পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রিগার চাপল জ্যাঙ্কো। গর্জে উঠল তার রাইফেল। ওদের বাঁ দিকে, ঢাল ধরে পাহাড়ে চড়ছিল তিনজন মার্সেনারি, দুলে উঠল একজন। বাকি দু'জন থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার গুলি চালাল জ্যাঙ্কো। পিঠে লাগল, ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ল আরেকজন। তৃতীয়জন সাহস হারিয়ে লাফ দিল। ঢাল ধরে পিছলাতে পিছলাতে নীচে ফিরে আসছে।

'দুটো মরেছে, স্যর!' খুশি খুশি গলায় বলল জ্যাঙ্কো।

'ভেরি গুড,' প্রশংসা করল পিনো। আহত সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'ওরামের কী অবস্থা?'

হামাগুড়ি দিয়ে তার পাশে চলে গেল নেফারতিতি। ক্ষত পরীক্ষা করে আশ্বস্ত হলো। মারাত্মক কিছু হয়নি, কাঁধের বোন জয়েন্টের চূড়ায় ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। পরে অবশ্য ভোগাবে ওটা। রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল আহত জায়গাটা।

'আমাদের এখন সরে পড়া উচিত, মেজর,' বলল ও।

'কীভাবে?' হতাশ গলায় জানতে চাইল পিনো। 'সবদিক

কাভার করে রেখেছে ওরা।'

কথাটা শেষ হতেই কালো রঙের একটা ডিম্বাকৃতি জিনিস উড়ে এল ওদের দিকে, ঢিবির বিশ গজ দূরে আছড়ে পড়ল।

'গ্রেনেড!'

চেঁচিয়ে উঠে ঝাঁপ দিল পিনো, কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই ফাটল ওটা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল সে, গায়ে-মাথায় ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল একরাশ মাটি ও জঞ্জাল। আতঙ্কিত হয়ে শুয়ে শুয়েই হাত-পা ঝাড়া দিল, আশ্বস্ত হলো সব ঠিক আছে দেখে।

চেঁচিয়ে উঠল কর্কশ গলায়, 'পালাও!'

মাথা নিচু করে ছুট লাগাল সবাই। কোথায় যাচ্ছে কিচ্ছু জানে না, শুধু জানে এখান থেকে সরে যেতে হবে। বসে থেকে শত্রুদের সহজ শিকারে পরিণত হওয়া যাবে না। কিন্তু দশ পা গিয়েই থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দুই মার্সেনারি। ওদের থেকে চল্লিশ গজ দূরে আছে তারা রাইফেল তুলছে। মামলা খতম।

লড়াই শেষ, ভাবল পিনো। সব শেষ। অস্ত্র তোলার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, এই অবস্থায় একচুল নড়তে গেলেই গুলি খেতে হবে। ব্যাটারা কেন দেরি করছে, ভেবে পেল না সে। যা করার করছে না কেন? সোহেলের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আশ্চর্য! মানুষটা নির্বিকার, চেহারায় ভয়ের ছিটেফোঁটাও নেই। যা আছে, তা আফসোস। ব্যর্থ হবার দুঃখ।

শক্ত হয়ে দাঁড়াল পিনো, মরণ যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে মনে মনে তৈরি। একটা বুলেট, তারপর চেপে বসবে আঁধার। তারপর...

গুলি হলো। পর পর দুটো।

কোনও ব্যথা অনুভব করছে না দেখে অবাক হলো পিনো।

ভাল করে তাকাতেই চমকে উঠল। বুক চেপে ধরেছে দুই মার্সেনারি, হাত থেকে খসে পড়েছে রাইফেল। হাঁটু মুড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ওদের চোখের সামনে।

আর তখুনি ওদের কানে এল নতুন একটা আওয়াজ... ইঞ্জিনের। ঘাড় ফেরাতেই বাঙ্কারের দিক থেকে একটা ক্যাটারপিলার বাকেট লোডারকে ছুটে আসতে দেখল। উন্মত্ত জানোয়ারের মত আসছে ওটা। ড্রাইভারস্ ক্যাবের জানালা দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ বের করে রেখেছে একটা ছায়ামূর্তি, হাতের রাইফেল দিয়ে ক্রমাগত গুলি বেরুচ্ছে।

পানামানিয়ান সৈন্য আর মার্সেনারিদের পজিশনের পিছন থেকে উদয় হয়েছে লোডার, ওরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পিঠে গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হলো কয়েকজন। বাকিরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটতে শুরু করল। ডিফেন্সিভ লাইন সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে গেছে। পালাতে গিয়ে আরও কয়েকজন গুলি খেলো। বৃথাই পাল্টা গুলি করা হলো কয়েকটা, কিন্তু লোডারের পুরু দেহ অনায়াসে হজম করে নিল সে-সব আঘাত।

কম্পাউণ্ডের বুকে ঝড় তুলে যেন ছুটে চলল বিশাল বাহনটা, থামল একেবারে রেসকিউ টিমের পাশে এসে। উজ্জ্বল আলোয় এবার পরিষ্কার দেখা গেল চালককে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'লিফট চাই কারও?' সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল মাসুদ রানা।

দুই

বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসতে অসুবিধে হয়নি রানার। প্রকোষ্ঠ থেকে বেরুবার খানিক পরেই করিডোরে দেখা পেয়ে গিয়েছিল এক গার্ডের। ওকে মুক্ত অবস্থায় দেখে চমকে উঠেছিল লোকটা, দেরি করে ফেলেছিল অস্ত্র তুলতে। চাঁদি বরাবর পাইপের এক বাড়িতে তাকে ধরাশায়ী করেছে ও। এরপর বদলে নিয়েছে পোশাক। অজ্ঞান গার্ডকে মুখ-হাত-পা বেঁধে লুকিয়ে রেখেছে একটা খালি কামরায়, তারপর কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে গটমট করে বেরিয়ে এসেছে বাঙ্কার থেকে।

পরের ছ'ঘণ্টা লুকিয়ে থাকতে হয়েছে ওকে। বাঙ্কারের ভিতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢিলেঢালা হলেও বাইরে ঠিক বিপরীত। সারাক্ষণ টহল দেয়া হচ্ছে পেরিমিটারে, প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে ফেন্স টপকানো অসম্ভব। মেইন গেটেও ঢোকা এবং বেরুবার সময় চেক করা হচ্ছে সবাইকে। অগত্যা বাঙ্কার থেকে কিছু দূরে, একটা মেইন্টেন্যান্স শেডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রানা। ওখান থেকেই ড্রাগোকে সঙ্গীসাথী নিয়ে বাঙ্কারে ঢুকতে দেখেছে... দেখেছে বেরিয়ে এসে চেঁচামেচি জুড়তেও। তল্লাশি শুরু হলেও দুশ্চিন্তা করেনি। গায়ে ইউনিফর্ম রয়েছে, তল্লাশিদলের সদস্য সেজে নিজেই মিশে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। একমাত্র চমক ছিল কম্পাউণ্ডে রেসকিউ টিমের উপস্থিতি। লড়াই শুরু হতেই ওদের

পরিচয় আঁচ করে নিয়েছে, ঠিক করেছে ইতিকর্তব্য।

শত্রুরা যখন আত্মরক্ষা আর পাল্টা-আক্রমণ নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে একটা ক্যাটারপিলার বাকেট লোডারে উঠে বসেছে রানা। অপেক্ষা করেছে সঠিক সময়ের জন্য, তারপরেই ইঞ্জিন চালু করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেদ করেছে শত্রুব্যূহ। থেমেছে বন্ধুদের ঠিক পাশে এসে।

'লিফট চাই কারও?' জিজ্ঞেস করল ও।

'রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নেফারতিতি।

'শালা!' গাল দিয়ে উঠল সোহেল। 'এতক্ষণে চাঁদমুখ দেখাবার সময় হলো তোর?'

'দাঁড়িয়ে থাকিস না,' বলল রানা। 'উঠে আয় জলদি।'

হুড়োহুড়ি করে বিশাল বাহনটায় উঠে পড়ল রেসকিউ টিমের সাত সদস্য। পিছন থেকে গুলি করা হলো, লোডারের ব্যাক-এণ্ডে ফুলকি তুলল বুলেটগুলো।

'ফায়ার!' চেঁচাল পিনোঁ।

ক্যাবের দু'পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় পাল্টা গুলি ছুঁড়ল লিজনেয়াররা। শত্রুদেরকে বাধ্য করল আড়ালে সরে যেতে।

'হ্যাঙ অন!' বলল রানা, ব্রেক রিলিজ করে সামনে বাড়াল বাহনকে।

ক্রুদ্ধ পশুর মত ছুট লাগাল লোডার। পাশ দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করেই পানামানিয়ান আর্মির ট্রাকটাকে একটা গুঁতো দিল রানা, কাত হয়ে উল্টে গেল ওটা। এরপর এগোল মেইন গেটের দিকে।

গার্ড পোস্টে দাঁড়ানো প্রহরীরা বৃথাই কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল। যন্ত্রদানবটাকে ঠেকানো যাবে না বুঝতে পেরে একটু পরেই লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে। তুমুল আক্রোশ নিয়ে গেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোডার।

মড়মড় আওয়াজ তুলে গোড়া থেকে উপড়ে এল পাল্লাদুটো। ছিটকে পড়ল সামনে। ওগুলোকে মাড়িয়ে উপর দিয়ে ছুটে গেল লোডার, বেরিয়ে এল অ্যাক্সেস রোডে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা। কম্পাউণ্ডের ভিতরে বিশৃঙ্খলভাবে ছোটাছুটি করছে শত্রুরা। সংগঠিত হয়ে পিছু নিতে সময় লাগবে ওদের। তার মধ্যেই যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে ওদেরকে অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল ফ্লোরে। ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে ছুটছে এখন ক্যাটারপিলার লোডার। এটাই ওটার সর্বোচ্চ গতি। ইশ্‌শ্‌, আরেকটু যদি জোরে চলত!

অ্যাক্সেস রোডে কোনও আলো নেই। মাইন কম্পাউণ্ড থেকে দূরে সরে যেতেই চারপাশে নেমে এল কালিগোলা আঁধার হেডলাইটের আলোয় সামনে আধাপাকা রাস্তাটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে গিয়ে কয়েকবারই বিপদের সম্মুখীন হলো ওরা। একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল পথের আঁকবাঁক। রানা দক্ষ হাতে লোডারকে ঘুরিয়ে নিতে না পারলে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়তে হতো।

হঠাৎ দূরে চকচক করে উঠল কী যেন। গতি একটু কমাল রানা। আরেকটু এগোতেই পরিষ্কার হলো অবয়বটা। হেডলাইটের আলোয় ফুটে উঠল স্টিলের তৈরি একটা অস্থায়ী সেতুর কাঠামো ওটার সামনে পৌঁছে ব্রেক কষল রানা।

'থামলে কেন?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ব্রিজটা জরিপ করল রানা। চল্লিশ ফুট দীর্ঘ চওড়া খুব বেশি নয়, কোনোমতে জায়গা হবে ওদের লোডারের। কিন্তু গঠন দেখে মনে হচ্ছে না ভারী বাহনটার ওজন সইতে পারবে। আরেকটু ভালমত দেখবার সিদ্ধান্ত নিল

'নামো সবাই,' বলল ও।

'কেন?'

'ব্রিজটার ব্যাপারে শিয়োর হয়ে নিতে চাই। আমরা ওঠার পর যেন হুড়মুড় করে ভেঙে না পড়ে।'

আর কিছু না বলে টপাটপ নেমে পড়ল সবাই। সবশেষে রানা। ব্রিজের কিনারে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কাঠামোটা। তারপর উপরে উঠে পা ঠুকল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও। 'নাহ্, লোডারের ওজন নিতে পারবে না। ভেঙে যাবে।'

'তা হলে?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

পিনোঁর কাছ থেকে একটা টর্চ নিয়ে ব্রিজের পাশে গেল রানা। নীচে আলো ফেলল। প্রায় বিশ ফুট গভীর একটা খাদ। তলায় নালার মত পানি বইছে। দু'পাশে ঢালু পাড়। পায়ে হেঁটে নামতে অসুবিধে হবে না, অন্যপাশ দিয়ে উঠেও পড়া যাবে।

'এবার হাঁটব আমরা,' বলল ও। 'আর কোনও উপায় নেই।'

'কিন্তু কম্পাউণ্ডের গার্ডরা তো গাড়ি নিয়ে আসবে,' বলল পিনোঁ। 'ওদের তো ব্রিজ পেরুতে অসুবিধে নেই।'

'গাড়ি যাতে ব্যবহার করতে না পারে সে-ব্যবস্থা করছি,' বলল রানা। 'রাস্তাটা কোথায় গেছে, জানেন?'

'হাইওয়েতে গিয়ে মিশেছে।'

'ওখানে কোনও ব্যারিকেড বা গার্ড আছে?'

'না, নেই।'

'বাহ্, তা হলে তো রাস্তা ধরেই এগোনো যাবে। আপনারা গাড়ি নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই? ওটা কোথায়?'

'অ্যাক্সেস রোডের মুখ থেকে কিছুদূর সামনে। জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছি।'

'কত দূর?'

'বড় জোর তিন মাইল। তার বেশি নয়।'

'গুড। তা হলে হাঁটতে শুরু করুন। আমি আসছি।'

'তুই আবার কোথায় চললি?' ভুরু কোঁচকাল সোহেল।

'আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে আবার পিছনে থেকে যেতে চাইছ না তো?' শঙ্কা প্রকাশ পেল নেফারতিতির গলায়।

'মাথা খারাপ?' রানা বলল। 'একবারেই শিক্ষা হয়ে গেছে। আর না।' হাসল ও। 'তোমাদের সঙ্গেই যাব, তার আগে ওদের পথে একটু বাধা তৈরি করে আসি। তোমরা এগোও। ওপারে দেখা হচ্ছে।'

লোডারে চড়ে বসল ও। ব্রেক রিলিজ করে সামনে বাড়াল ওটাকে। উঠে পড়ল ব্রিজে। ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল বাকিরা। মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

ব্রিজের ঠিক মাঝখানে পৌঁছে ব্রেক চাপল রানা। থমকে দাঁড়াল ভারী লোডার। ততক্ষণে ধাতব আর্তনাদ করতে শুরু করেছে ব্রিজ, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে সহ্যক্ষমতার বেশি ওজনের বিরুদ্ধে। কাঁপতে শুরু করেছে। দ্রুত ক্যাব থেকে বেরিয়ে এল রানা, হুডের উপর পা রেখে একটা লাফ দিল। নেমে এল লোডারের সামনে। নীচে পা পড়তেই দৌড়াতে শুরু করল প্রাণপণে। শেষ প্রান্ত যখন কয়েক ফুট দূরে, ঠিক তখুনি ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ব্রিজের গোটা কাঠামো। বিকট আওয়াজ তুলে ভেঙে পড়তে লাগল। ছুটন্ত অবস্থায় ডাইভ দিল রানা, তীরের মত পেরিয়ে এল ব্রিজের সীমানা। পরক্ষণে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল গোটা ব্রিজ। খাদের তলায় আছড়ে পড়ল ভারী লোডার আর ভাঙাচোরা স্টিলের টুকরো। গগনবিদারী আওয়াজে প্রকম্পিত হলো চারদিক।

ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হাত দিয়ে ঝাড়ল গায়ের ধুলো। তাকাল সঙ্গীদের উদ্দেশে। ঢাল বেয়ে অর্ধেক নেমেই মূর্তির মত জমে গেছে ওরা। হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রয়েছে ধ্বংসযজ্ঞের দিকে।

'কী হলো?' তাড়া লাগাল ও। 'দাঁড়িয়ে কেন? জলদি এসো!'

হুড়োহুড়ি করে আবার এগোল দলটা। খাদের তলা পেরিয়ে এপাশের ঢাল বেয়ে উঠে এল।

'নাইস জব, মসিয়ো রানা!' প্রশংসার সুরে বলল মেজর পিনোঁ। 'ব্রিজটা যে এভাবে ধসিয়ে দেয়া যায়, তা আমার মাথাতেই আসেনি। আমি বরং হাপিত্যেশ করছিলাম সঙ্গে কোনও এক্সপ্লোসিভ নেই ভেবে।'

বাকিদের চোখেও সপ্রশংস দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। বুঝতে পারছে, ব্রিজ ধ্বংস করে দেয়ায় এবার আর গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করতে পারবে না শত্রুরা। পায়ে হেঁটে পিছু নিতে হবে। বেশ কয়েক মিনিট এগিয়ে থাকায় ওদের নাগাল পাওয়া সহজ হবে না তাদের জন্য।

'থাক, থাক, অত প্রশংসা না করলেও চলবে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, বিব্রত। 'আগে জান নিয়ে পালাই, তারপর নাহয়...'

দূর থেকে আবছাভাবে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ। অন্ধকারে ফুটে উঠল কয়েকটা আলোর রেখা। হেডলাইট। কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে শত্রুরা।

আর দেরি করা চলে না। উল্টো ঘুরে ছোট কদমে দৌড়াতে শুরু করল ওরা। অ্যাক্সেস রোডের পাশ ধরে হাইওয়েতে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। সেখান থেকে লুকানো গাড়িতে পৌঁছুল আরও কয়েক মিনিট পর। কোনও বিপদ ছাড়াই।

বিশ মিনিটের মাথায় গাড়ি নিয়ে নিরাপদেই এলাকা ছাড়ল রানা ও তার সঙ্গীরা।

তিন

স্ত্রী-সন্তানকে ঘুমাতে পাঠিয়ে দিয়ে রাতভর জেগে রয়েছে মার্কোস। ভোর হবার আধঘণ্টা আগে কড়া নড়তেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। চোখের সামনে রানাকে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে যেন বিশ্বাস করতে পারল না, তারপরেই জড়িয়ে ধরল আবেগের আতিশয্যে।

'আরে, ছাড়ুন, ছাড়ুন!' বলল রানা। 'ঘরে তো ঢুকতে দেবেন, নাকি? আগে আহত ওরাম-এর চিকিৎসা...'

কীসের ঘরে ঢোকা, কীসের চিকিৎসা... এতক্ষণ সুযোগ পাওয়া যায়নি, এবার মার্কোসের দেখাদেখি বাকিরাও জড়িয়ে ধরল ওকে, এমনকী ওরামও। লাজলজ্জার পরোয়া করল না নেফারতিতি, জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো রানার ঠোঁটে। আর সোহেল মারল একটা ঘুসি।

'সে কী! মারছিস কেন?' কাঁধ ডলতে ডলতে বলল রানা।

'গাধার মত ধরা পড়েছিলি বলে,' কপট রাগ দেখাল সোহেল। বহু কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছে চোখের পানি। 'শা-আ-লা! যদি কিছু হয়ে যেত?' গাল দিলেও কণ্ঠের উদ্বেগ চাপা থাকল না।

'আমার আবার কী হবে?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'যা হবার তো হতে যাচ্ছিল তোদের। আমি যদি সময়মত হাজির না হতাম, তা হলে তোরাই অক্কা পেতি। জীবনে এই প্রথম দেখলাম,

রেসকিউ টিমকেও রেসকিউ করতে হয়। তাও আবার যাকে রেসকিউ করতে গেছিস, তারই! উল্লু কাঁহিকে!'

হেসে উঠল সবাই। শুধু মেজর পিনোঁর মুখ কালো হয়ে গেল। তার জন্য বিষয়টা একটু বিব্রতকর বৈকি!

হৈচৈ শুনে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মার্কোসের স্ত্রী মারিনা, সঙ্গে তার দুই ছেলে আর পিন্টো—ঘুম ভেঙে গেছে সবার। রানাকে দেখতে পেয়েই আনন্দে চিৎকার করে উঠল পিন্টো। ছুটে এল। ওকে কোলে তুলে নিল রানা।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' অভিমানী গলায় জিজ্ঞেস করল পিন্টো। 'সারাদিন আসোনি কেন?'

কখন যেন ওকে ভালবেসে ফেলেছে ছোট্ট ছেলেটা... বসিয়ে দিয়েছে হারানো পিতার আসনে! ব্যাপারটা উপলব্ধি হতেই বুকের ভিতরে হাহাকার করে উঠল রানার। কঠিন এক জীবন বেছে নিয়েছে ও, নিয়েছে বিপজ্জনক এক পেশা। সংসারের বাঁধনে সম্ভবত কোনোদিনই জড়ানো হবে না ওর, হবে না নিজের কোনও সন্তান। এমনকী এই পিন্টোকেও ছেড়ে যেতে হবে খুব শীঘ্রি, পানামার মিশন শেষ হলেই। কী অজুহাত দেবে ভেবে পেল না, শুধু ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আর কখনও এমন করব না।'

ধীরে ধীরে পিন্টোকে কোল থেকে নামাল রানা, আর নিচু হতেই বোঁ করে উঠল মাথা। ড্রাগোর অমানুষিক টর্চার, সেই সঙ্গে দু'দিনের তীব্র ধকলে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হতে চলেছে শরীর। পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে, পাশ থেকে ওকে ধরে ফেলল নেফারতিতি।

'রানা! তুমি ঠিক আছ?'

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল রানা। 'খারাপ লাগছে। একটু বিশ্রাম নিতে পারলে...

'আসুন, আসুন,' তাড়াতাড়ি বলল মারিনা। 'গেস্ট রুম তৈরিই আছে।'

আর কিছু বলার শক্তি পেল না রানা, ধরাধরি করে ওকে গেস্ট রুমে নিয়ে গেল নেফারতিতি আর সোহেল। গা থেকে ময়লা ইউনিফর্ম খুলে শুইয়ে দিল বিছানায়। বাথরুম থেকে ভেজা তোয়ালে এনে ওর শরীর মুছে দিতে শুরু করল নেফি। কিন্তু তার আগেই অতল ঘুমে তলিয়ে গেল ও।

রানা যখন জাগল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। চোখ খুলতেই জানালা দিয়ে দেখল, বাইরে কড়া রোদ উঠেছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরলেও ঘামে ভিজে আছে শরীর। শোয়া অবস্থাতেই ঘরের ভিতরে নজর বোলাল। প্রথমে চিনতে পারল না জায়গাটা, পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল রাতের ঘটনা।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামল রানা। অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে মুখহাত ধুয়ে ভদ্রস্থ হলো। বিছানার পাশে, চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পরিষ্কার একপ্রস্থ পোশাক। ওরই... হোটেল থেকে নিয়ে এসেছিল সোহেল। প্যান্ট পরল রানা, উপরে শার্ট চড়াল। তারপর বেরিয়ে এল গেস্ট রুম থেকে।

কিচেনের দিক থেকে ভেসে আসছে মানুষের কণ্ঠ, সেই সঙ্গে সদ্য রান্না করা খাবারের সুঘ্রাণ। পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর। প্রায় দু'দিনের অভুক্ত। তাড়াতাড়ি এগোল ওদিকে। দরজা পেরুতেই দেখতে পেল সোহেল, নেফারতিতি, মার্কোস, আর মেজর পিনোঁকে। কিচেনের এককোণে, ডাইনিং টেবিলে বসে আছে ওরা। পিন্টো আর মার্কোসের দুই ছেলেও আছে, লাঞ্চ শেষ করেছে এইমাত্র।

রানাকে দেখেই আবারও ছুটে এল পিন্টো। ওকে আদর করে দিল রানা। চুলোর কাছে ছিল মারিনা, এগিয়ে এসে বাচ্চাদেরকে

বলল, 'অ্যাই, তোমরা এখন আর বিরক্ত কোরো না ওঁকে। যাও, খেলতে যাও।'

চলে গেল বাচ্চারা। রানা গিয়ে বসল ডাইনিং টেবিলে। 'ক'টা বাজে?'

'দুটো,' বলল নেফি। 'ঘুম কেমন হলো?'

'ভাল না,' বলল রানা। 'দুঃস্বপ্ন দেখেছি—একটা জ্যান্ত কঙ্কাল আমাকে সুঁই হাতে তাড়া করছে।'

'কঙ্কালের হাতে সুঁই?' ভ্রূকুটি করল সোহেল। 'মানে কী এর?'

'পরে বলি? আগে কিছু খাওয়া দরকার। পেটের ভিতরে ছুঁচো দৌড়াচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' শশব্যস্ত হয়ে উঠল মার্কোস। 'আমরাও আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। মারিনা, খাবার দাও আমাদের।'

পরের বিশ মিনিটে হালকা গল্পগুজবের মধ্যে লাঞ্চ করল ওরা। খাওয়া শেষ হলে আলোচনায় বসল পাঁচজনে। ধরা পড়ার পর কী ঘটেছিল, তা খুলে বলল রানা। সার্বিয়ান ইন্টারোগেটরের টর্চারের গল্প শুনে শিউরে উঠল ওর সঙ্গীরা।

'ভাগ্যিস দ্বিতীয় দফা টর্চারের আগেই পালাতে পেরেছি,' সবশেষে বলল রানা। 'ওই শয়তানটার হাতে আরেকবার পড়লে আর বাঁচতাম না।'

'হাতের কাছে একবার যদি পাই বদমাশটাকে, দাঁতে দাঁত পিষে বলল সোহেল, 'ওর ওষুধই ওকে খাইয়ে দেব।'

'বাদ দে,' হাত নাড়ল রানা। 'তোরা ওখানে পৌঁছুলি কী করে? কী করে বুঝলি ওরা আমাকে ওখানেই নিয়ে গেছে?'

'ডাম্প ট্রাকের খোঁজ নিতে বলেছিলি না আমাকে? ওই ডাম্প ট্রাক ফলো করেই খনিটার খোঁজ পেয়েছি। হিসেবনিকেশ করে

মনে হলো ওখানেই নিতে পারে তোকে। তাই সাহায্য চেয়েছিলাম লিজনেয়ারদের।'

'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো কীভাবে?'

'ক্যাপ্টেন শেফার্ডের মাধ্যমে...

ভাগাভাগি করে নিজেদের কাহিনি বলল সোহেল, নেফারতিতি আর মেজর পিনোঁ।

'অঁবিনের নির্দেশ অমান্য করে আমাকে উদ্ধার করতে গেছেন আপনারা?' সব শুনে পিনোঁকে বলল রানা। 'ঋণী হয়ে রইলাম।'

'মাইন কম্পাউণ্ডে আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি,' হাসল পিনোঁ। 'ঋণ ইতিমধ্যেই শোধ হয়ে গেছে। থাক ওসব, কাজের কথায় আসুন। এতসব কেন ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আলোচনা করলে হয়তো আইডিয়া পাব, সে-আশায় বসে আছি। সেফ হাউসে ফিরে যাইনি।'

'আমি আসলে বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি,' রানা বলল। 'প্রায় পুরোটা সময় তো বন্দিই ছিলাম।' সোহেলের দিকে ফিরল। 'তোরা কোনও খোঁজখবর নিসনি খনিটার ব্যাপারে?'

'নিয়েছি, কিন্তু কাজে লাগবার মত কোনও ইনফরমেশন জোগাড় করতে পারিনি,' সোহেল জানাল। 'শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, ওটা নাকামুরাই লিজ নিয়েছে। আর হ্যাঁ... তোর সন্দেহই ঠিক। ওখান থেকে সোনা বা আকরিক আসছে না কোবায়াশির কন্টেইনার ফ্যাসিলিটিতে।'

'ওটা এখন আর সন্দেহ নয়,' গম্ভীর গলায় বলল রানা, 'আমি নিশ্চিতভাবেই জানি

'কীভাবে?'

'মেইন্টেন্যান্স শেড থেকে ওদের কাজকর্ম দেখেছি আমি শুধু মাটিই খুঁড়ছে। এক তোলা সোনা তুলতে দেখিনি কাউকে।'

'তা কী করে হয়?' অবিশ্বাস ফুটল নেফারতিতির কণ্ঠে। 'এত

লোক... এত ইকুইপমেন্ট... সোনা না তুললে এত আয়োজন কেন?'

'সবই লোক দেখানো।' ব্যাখ্যা করল রানা, 'আমার ধারণা, এসব দেখিয়ে নাকামুরা তার ইনভেস্টর আর সরকারি লোকজনকে বিশ্বাস করাতে চাইছে যে, ওখানে সোনা পাওয়া গেছে সত্যি সত্যি থাকতেও পারে, কিন্তু এখনও যে পাওয়া যায়নি, এ-কথা হলপ করে বলতে পারি। ও সম্ভবত ভুয়া জিয়োলজিক্যাল রিপোর্টও দেখিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। এ-ধরনের ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যামের বহু উদাহরণ আছে। ভুয়া রিপোর্ট দেখিয়ে মরা কোনও খনিকে রি-ওপেন করা হয়। ভিতরে ছড়িয়ে রাখা হয় বাইরে থেকে আনা আকরিক। লোকে যখন পাগলের মত সেই খনিতে বিনিয়োগ করে, টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যায় প্রতারক-চক্র। সত্যটা যখন জানা যায়, তখন আর কিছু করার থাকে না।'

'আপনি বলতে চাইছেন, নাকামুরা এ-কাজই করছে?' জিজ্ঞেস করল মার্কোস।

'তা কী করে হয়?' প্রতিবাদ করল নেফারতিতি। 'তুমি-আমি দু'জনেই ওদের ওয়্যারহাউসে গাড়ি-ভর্তি সোনা দেখেছি!'

'তা ছাড়া ব্যাপারটা টিভিতেও এসেছে, যোগ করল মার্কোস। 'আজ সকালেই খবরে দেখলাম, পানামায় স্বর্ণখনি পাওয়া গেছে বলে বিবৃতি দিচ্ছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট লোকাল সোনা দিয়ে তৈরি কয়েকটা গোল্ডবারও দেখানো হয়েছে সাংবাদিকদের, প্রত্যেকটায় রিপাবলিক অভ পানামার সিল ছিল

'সোনা যে নকল, তা বলছি না,' রানা বলল। 'কিন্তু সেই সোনা টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইন থেকে আসেনি, এটা শিয়োর। অন্তত ওখানে আমি তেমন কোনও জিয়োলজিক্যাল এভিডেন্স দেখতে পাইনি।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'পোর্ট থেকে ডাম্প ট্রাকে ভরে আকরিকের নুড়ি নেয়া হচ্ছিল খনিতে। ব্যাপারটা তোর থিয়োরিকেই সাপোর্ট করে বটে!'

'রাইট,' বলল রানা। 'নাটকটা নিখুঁত করবার জন্য ওগুলো নেয়া হচ্ছে ওখানে। কেউ কৌতূহলী হয়ে তদন্ত চালাতে গেলে যেন সত্যিকার আকরিক খুঁজে পায়।'

মূল সমস্যাটা ধরতে পেরেছে পিনোঁ। জিজ্ঞেস করল, 'সোনা যদি খনি থেকে না আসে... ওটা যদি ইনকাদের টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজারও না হয়ে থাকে... তা হলে কোত্থেকে এল?'

'ভাল প্রশ্ন,' রানা বলল। 'তবে জবাবটা আমার জানা নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, এর পিছনে নাকামুরা একা নয়, আরও কেউ জড়িত। সে-ই সরবরাহ করছে সব সোনা। যত টাকাই থাকুক ওই জাপানি টাইকুনের, বাজার থেকে এত সোনা কিনতে গেলে কেউ না কেউ ঠিকই টের পেয়ে যাবে... খোঁজখবর নিতে শুরু করবে। তারমানে এই সোনা জোগাচ্ছে তৃতীয় কোনও পক্ষ, যাকে বাজার থেকে সোনা কিনতে হয় না, যার নিজেরই মজুত সোনা রয়েছে।'

'ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারও কাছে এত সোনা থাকে না। থাকে কেবল ন্যাশনাল রিজার্ভে... জাতীয় পর্যায়ে,' মন্তব্য করল পিনোঁ।

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। পুরো ব্যাপারটাই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। বাইরের কোনও দেশ এতে জড়িত, তারাই সাপোর্ট দিচ্ছে নাকামুরাকে।'

'কিন্তু একটা ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যামে কোনও দেশ জড়িত হবে কেন? তাও আবার এত বড় স্কেলে?' জিজ্ঞেস করল মার্কোস।

'কেসটা মোটেই জালিয়াতির নয়,' মাথা নাড়ল রানা। 'এর পিছনে আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। কী সেটা, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'স্মাগলিং হতে পারে?' বলল সোহেল। 'এই অপারেশনটার কাভার নিয়ে ওরা হয়তো ইনকাদের ট্রেজার পানামার বাইরে পাচারের চেষ্টা করছে।'

'উঁহুঁ, সোনা যদি পাচার করাই ওদের উদ্দেশ্য হতো, তা হলে এত জানান দিয়ে সোনা পাবার গল্প ছড়াল কেন? ট্রেজারগুলো খুঁজে বের করে সবার অলক্ষে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করাই কি যুক্তিসঙ্গত ছিল না? বরং ওই সোনা খনিতে পাওয়া গেছে বলে দাবি করায় এখন নাকামুরাকে বড়সড় একটা শেয়ার দিতে হচ্ছে পানামা সরকারকে। তা ছাড়া লাইসেন্স আর নানা ধরনের ট্যাক্স তো আছেই। অন্তত নাটক সাজানো আর সরকারকে দেয়া বৈধ ভাগের পিছনে ওর অর্ধেকের বেশি আয় চলে যাচ্ছে। না... বোকার মত এত লস দেবার লোক নয় নাকামুরা।'

'তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?' বোকা বোকা গলায় বলল মার্কোস। 'ভুয়া একটা স্বর্ণখনি তৈরি করেছে নাকামুরা, বাইরে থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে সোনার আকরিক এনে ভরছে ওটাতে। সেগুলো তুলে আবার দিয়ে দিচ্ছে সরকারকে। ওর এতে লাভ কোথায়? ভাবছে ইনকা ট্রেজার তুলে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবে? সেটা কি সম্ভব?'

'হয়তো সম্ভব। ঠিক কী পরিমাণ ট্রেজার লুকানো আছে, বা আদৌ আছে কি না... তার উপর নির্ভর করছে সেটা।'

'তা হলে পুরোটাই জুয়ার মত হয়ে গেল না? যদি কোনও কারণে ট্রেজার না পাওয়া যায়? বা পেলেও সেটা যদি খুব কম পরিমাণ হয়? অন্ধের মত এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে নাকামুরা? আপনার কথাই ঠিক, মি. রানা। এত বোকা সে নয়। নিশ্চয়ই এর পিছনে আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে।'

'সেটাই বুঝতে চাইছি,' ঠোঁট কামড়াল রানা। 'আচ্ছা, সরকারকে বৈধভাবে এত টাকা বা সোনা দিয়ে কী লাভ হচ্ছে

নাকামুরার?'

'প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছে ওর,' বলল পিনোঁ। 'সরকারের কাছ থেকেও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারছে।'

তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করল মার্কোস। 'আমার তা মনে হয় না। এমনিতেই লোকটা যথেষ্ট প্রভাবশালী। তা ছাড়া অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবার জন্য জায়গামত কিছু ঘুষ দিলেই চলে। তাতে খরচ অনেক কম।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' সায় জানাল নেফারতিতি। 'সরকারের সুনজরে থাকবার জন্য ভুয়া স্বর্ণখনি আবিষ্কারের চেয়ে অনেক সহজ পন্থা আছে। ইনকা ট্রেজারের কথাই ধরুন। সরকারের হাতে ওই ট্রেজার তুলে দিলেই দেবতার সম্মান পাবে নাকামুরা, তার কথাতে নাচবে সবাই।'

'কিন্তু সেটা কতদিন?' সোহেল প্রশ্ন করল। 'পানামার ওই একটা উপকার করে নাকামুরা নিশ্চয়ই অনন্তকাল এখানে সুবিধা ভোগ করতে পারবে না? তা ছাড়া ট্রেজার তো খুঁজে পেতে হবে আগে! তারচেয়ে খনির আইডিয়াই কি ভাল নয়? যতদিন ওই খনি থেকে সোনা তোলার নাটক চালিয়ে যাবে লোকটা, ততদিনই তার প্রতি অনুগত থাকবে এখানকার সরকার।'

'তাই বলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পানামাকে বছরের পর বছর সোনা জুগিয়ে যাবে ও? ফতুর হয়ে যাবে তো!'

এবার মুখ খুলল রানা। 'আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে ভুল দিক থেকে বিচার করছি আমরা। কেন ভাবছি নাকামুরা দীর্ঘমেয়াদী কোনও সুবিধা আদায় করতে চাইছে সরকারের কাছ থেকে? ওটা সাময়িক কিছু কি হতে পারে না? হয়তো এখুনি কিছু একটা চাই তার... আর সেজন্যেই সরকারের সমর্থন আদায়ের জন্য এসব ঘটাচ্ছে?'

'কী ভাবছ সেটা সরাসরিই বলো,' বলল নেফারতিতি।

'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো ব্যাপারটা। ট্রেজার নিয়ে কেন মেতেছে নাকামুরা? টাকার অভাব নেই তার, প্রাচীন গুপ্তধনের বিষয়েও কখনও কোনও ফ্যাসিনেশন দেখা যায়নি তার মাঝে। লোকটার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হচ্ছে ব্যবসা। পানামায় শুরু থেকে সেটাই করছে সে। ডামি কোম্পানির মাধ্যমে রেলরোড কিনেছে, পোর্ট ফ্যাসিলিটি কিনেছে। একটা পাইপলাইনও রয়েছে তার। সেই সঙ্গে রয়েছে রোড ট্রান্সপোর্টেশনসহ ডজনখানেক ব্যবসা। শুধু একটা জায়গায় তার থাবা পড়েনি... অথচ ওটাই পানামার অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু।'

'ক্যানালের কথা বলছিস?' সোহেলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। শুধু ওই পানামা ক্যানালের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি সে। পারবেও না, কারণ ওটা সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে চলে। অথচ তার ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবসায় সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ওটা। কিন্তু ক্যানাল যদি কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যায়, পণ্য পরিবহনের জন্য পানামার স্থলপথ ব্যবহার করতে বাধ্য হবে সবাই। পোর্ট ফ্যাসিলিটি-রেলরোড-রোড ট্রান্সপোর্টেশন আর পাইপলাইনের বদৌলতে একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবে নাকামুরা।'

'মোটিভটা তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে,' স্বীকার করল মার্কোস। 'কিন্তু ক্যানাল থেকে বছরে গড়পড়তা তিনশ' মিলিয়ন ডলার আয় করে আমাদের দেশ। নাকামুরা যত চেষ্টাই করুক, এত বড় একটা জাতীয় আয়ের উৎস কিছুতেই বন্ধ করবে না সরকার।'

'সাময়িকভাবেও নয়? জাতীয় আয়ের ওই তিনশ' মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি যদি সোনা দিয়ে পুষিয়ে দেয়া হয়? আমার তো মনে হচ্ছে এ-কারণেই ইনকা ট্রেজারের পিছনে লেগেছে নাকামুরা। ওখান থেকেই খরচটা চালাবার প্ল্যান করছে সে।'

'কতদিন? ট্রেজারের ভাণ্ডার তো অফুরান নয়। একসময় ঠিকই শেষ হয়ে যাবে। তখন?'

'হয়তো স্থায়ীভাবে ক্যানাল বন্ধ করতে চাইছে না নাকামুরা। স্বল্পমেয়াদের জন্য বন্ধ করলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে।'

'তোমার এই থিয়োরিতে পানি ঢেলে দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, রানা,' বলে উঠল নেফারতিতি। 'তবে ওটা কখনোই সম্ভব নয়। ক্যানাল ছেড়ে দিলেও একটা শর্ত দিয়ে গেছে মার্কিন সরকার—কখনও যদি ক্যানালে স্বাভাবিক জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো হয়, সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার আছে আমাদের। পানামা যদি ক্যানাল বন্ধ করতে চায়, আমেরিকা বাধা দেবে।'

'কোথায় যেন পড়েছিলাম, পানামা সরকারের সম্মতি ছাড়া ক্যানালে আমেরিকা কোনও অভিযান চালাতে পারবে না,' বলল পিনোঁ।

'ওটা স্রেফ একটা টেকনিকালিটি,' মার্কোস বলল। 'দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্যানাল বন্ধ হয়ে যাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'

'জাস্ট আ মিনিট,' বলল রানা... হঠাৎ করেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। 'টেকনিকালিটি হলেও ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। সরকার যদি ইচ্ছেকৃতভাবে ক্যানাল বন্ধ না করে, আমেরিকা এখানে নাক গলাতে পারবে না... যতক্ষণ না তাদেরকে ডাকা হচ্ছে। নাকামুরা হয়তো সেটাই চাইছে। সরকারকে বশে রাখতে চাইছে যাতে ক্যানাল বন্ধ হলে আমেরিকার সাহায্য না চাওয়া হয়।'

'কিন্তু ক্যানাল বন্ধ হবে কীভাবে?' সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'সবচেয়ে সহজ উপায় হলো স্যাবোটাজ। দুর্ঘটনার মত দেখাবে ব্যাপারটা। সরকারকে দোষারোপ করতে পারবে না কেউ। নাকামুরাকেও কেউ জড়াতে পারবে না এর সঙ্গে।'

'ধরে নিলাম আপনার কথাই ঠিক,' মার্কোস বলল। 'কীভাবে স্যাবোটাজ করা হবে?'

'এখনও সেটা ভেবে দেখিনি, তবে লকগুলোয় কিছু একটা ঘটানোই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত।'

'লক না,' নেফারতিতি মাথা নাড়ল। 'ওগুলো এতই বড় যে, রীতিমত নিউক্লিয়ার স্ট্রাইক ছাড়া তেমন কোনও ক্ষতি করা সম্ভব নয়। ছোটখাট যে-কোনও ড্যামেজ ওরা দু'মাসের মধ্যে মেরামত করে নিতে পারবে।'

'টাইমফ্রেমটা খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়,' মন্তব্য করল সোহেল। 'তা ছাড়া লকের ভিতরে স্যাবোটাজ করলে সেটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে চালানো খুব কঠিন। আর কিছু?'

'উত্তর উপকূলের গাটুন ড্যাম—আটলান্টিক মহাসাগরের পানিকে আটকে রাখছে ক্যানালে ঢুকে পড়া থেকে। ভেঙে গেলে পুরো এলাকা তলিয়ে যাবে। তবে সে-কারণে ওটা সবচেয়ে সুরক্ষিতও বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওটার সামনে অ্যান্টি-টর্পেডো নেট লাগানো হয়েছিল, পাড়ে বসানো হয়েছিল অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট আর্টিলারি। এখনও সেগুলো মেইন্টেন করা হচ্ছে।'

'হুম। বুঝলাম, সনাতন মিলিটারি অ্যাটাকে কিছু করা যাবে না। আর কোনও কায়দা আছে?'

'নিশ্চয়ই। ভারী... বড়সড় একটা শিপ নিয়ে গিয়ে হাইস্পিডে সংঘর্ষ ঘটানো যেতে পারে।'

'ওটাকেও দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'অন্য কোথাও দেখা দরকার। ম্যাপ আছে?'

'হ্যাঁ।' উঠে গিয়ে একটা ম্যাপ নিয়ে এল মার্কোস। বিছাল টেবিলের উপর।

শান্ত চোখে ক্যানালের পুরো দৈর্ঘ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল

রানা। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'জিয়োলজিকালি সবচেয়ে দুর্বল পয়েন্ট কোন্‌টা?'

'গেইলার্ড কাট, ক্যানালের সবচেয়ে সরু অংশ,' পেন্সিল দিয়ে দেখাল মার্কোস। 'দুটো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গেছে। চওড়ায় ৬২৪ ফুট। শুনতে অনেক মনে হলেও আসলে তা নয়। পাশাপাশি তিনটের বেশি সাধারণ আকৃতির জাহাজ চলতে পারে না। বড় বড় পানাম্যাক্স শিপগুলো হলে দুটো। তাও বেশ চাপাচাপি হয়ে যায়।'

'জিয়োলজিকাল দুর্বলতা কোথায়?'

'পাহাড়দুটো। একেবারে পানির ধার ঘেঁষে কয়েকশ' ফুট মাথা তুলে রেখেছে। ভূমিকম্প হলে ভেঙেচুরে পানিতেই পড়বে।'

'ভয়টা অমূলক,' প্রতিবাদ করল নেফারতিতি 'গেইলার্ড কাট আমি দেখেছি। পাহাড়দুটো বহু পুরনো, স্টেবল। ভূমিকম্পে ধসে পড়বার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২০০১ সালে প্রস্থ বাড়ানো হয়েছে গেইলার্ড কাটের, প্রায় ষাট হাজার পাউণ্ডের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল তখন... তারপরেও পাহাড়দুটোর কিছুই হয়নি।'

'ওই বিস্ফোরণগুলো ছড়ানো-ছিটানোভাবে ঘটানো হয়েছিল,' পাল্টা যুক্তি দেখাল মার্কোস। 'তবে কনসেন্ট্রেটেড এক্সপ্লোশন ঘটিয়ে পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে ক্যানাল ব্লক করে দেয়া সম্ভব।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল পিনোঁ। 'কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না, অমন একটা কাজ কেন করতে যাবে নাকামুরা। পানামায় বৈধ ব্যবসা করেই কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে লোকটা। একটা টেরোরিস্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে কেন সেই ব্যবসাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে সে?'

'ওটা তো রানা আগেই ব্যাখ্যা করেছে,' জবাব দিল সোহেল।

'এখানকার স্থলপথের পরিবহন ব্যবসা পুরোপুরিভাবেই নাকামুরার দখলে ক্যানাল বন্ধ হয়ে গেলে তার মাধ্যমেই এক উপকূল থেকে আরেক উপকূলে মালামাল নিতে বাধ্য হবে সবাই। নইলে জাহাজগুলোকে অতিরিক্ত প্রায় চোদ্দ হাজার মাইল পাড়ি দিতে হবে দক্ষিণ আমেরিকার তলা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুবার জন্য।'

'সেটা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু যে-ধরনের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাকে, তার তুলনায় লাভ কতখানি হবে?'

'যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গোটা অপারেশনের পিছনে এমনিতেই অনেক টাকা খরচ করেছে সে। ট্রেজার পাওয়া না গেলে শুধু ট্রান্সপোর্টেশনের আয় দিয়ে পানামা সরকারকে সন্তুষ্ট রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছে তা হলে। কিন্তু কেন?'

'সেটা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। তারচেয়ে আরেকটু খোঁজখবর নেয়া যাক। ওর পরবর্তী পদক্ষেপগুলো থেকেই হয়তো পরিষ্কার হবে রহস্যটা।'

ঘড়ি দেখল পিনোঁ। 'এখন তা হলে উঠি। সেফ হাউসে ফিরতে হবে। অঁবিন এতক্ষণে খেপে বোম হয়ে গেছে।'

'এখনও যোগাযোগ করেননি তার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ। সামনাসামনিই কথা বলব।'

'এখানে যা যা আলোচনা হয়েছে, সেগুলো ওকে খুলে বলবেন?'

'হ্যাঁ, বলব। তবে তাতে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না অল্প কিছুদিনের পরিচয়, কিন্তু এতেই যতটুকু বুঝেছি... ক্যারিয়ার বিপন্ন করে ঝুঁকি নেবার মানুষ নয় সে।' কাঁধ ঝাঁকাল পিনোঁ। 'লিগ্যালিটি নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। নাকামুরা যে বিপজ্জনক একটা লোক, সেটা বুঝবার জন্য আমার সাধারণ বিচারবুদ্ধিই

যথেষ্ট। কিন্তু দুনিয়াকে সেটা বোঝাতে চাইলে নিরেট প্রমাণ জোগাড় করা চাই। এখন পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি, সবই অনুমাননির্ভর সন্দেহ। ক্যাপ্টেন শেফার্ড, আপনি কী করবেন? এসব আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন?'

বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নেফারতিতি। 'লাভ হবে না।'

'আমার অবস্থা তথৈবচ। হারানো ইউরেনিয়াম ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহ নেই অঁবিনের। ওই সমস্যা মিটে যাওয়ায় এখন সে ফিরে যেতে বদ্ধপরিকর। তাকে ঠেকানো যাবে না।'

'কিন্তু আপনাদের সাহায্য যে আমাদের দরকার!' বলল রানা। 'আচ্ছা, অঁবিন নাহয় এখানকার মিশন লিডার... আপনি ব্যাপারটা লিজনের সিনিয়র কাউকে জানাতে পারেন না?'

'পারি, তবে তাতেও কাজ হবে না। পাল্টা রিপোর্ট দেবে অঁবিন। আমার চেয়ে তার কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। আমি খুব জুনিয়র একজন অফিসার।'

'আর আমরা যদি কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি? নিরেট কোনও প্রমাণ?'

'কীসের প্রমাণ? এখনও তো কিছুই ঘটেনি!'

চোখ মুদে ভাবতে শুরু করল রানা। কী যেন মাথায় আসি আসি করে আসছে না। একটা ব্যাপার পরিষ্কার—যত চেষ্টাই করুক, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেইলার্ড কাটকে বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে কিছুতেই চালাতে পারবে না নাকামুরা। হাজারটা আলামত রয়ে যাবে, আর তা দেখে দক্ষ ইনভেস্টিগেটর খুব সহজেই বুঝে ফেলবে, ঘটনাটা অন্তর্ঘাতমূলক। আর তখন খ্যাপা কুকুরের মত ছুটে আসবে আমেরিকানরা।

তা হলে? কীভাবে করা যায় কাজটা? মার্কোসের কথাগুলো মনে পড়ল। ভারী একটা জাহাজ নিয়ে সংঘর্ষ ঘটানো যায় গাটুন ড্যামে। আরও কিছু বলছিল সে। ষাট হাজার পাউণ্ড বিস্ফোরক...

আর কী? হঠাৎ মনে পড়ল, হাসপাতাল থেকে ফেরার পর... যেদিন হোটেলে উঠল, দুপুরবেলায় এসেছিল মার্কোস। কীভাবে ওর চাকরি গেল, সেটা জানিয়েছিল। পেদ্রো মিগুয়েল লক থেকে বেরিয়ে আটলান্টিকের দিকে যাবার সময় ব্যাখ্যাহীন কারণে লেইন বদলে গিয়েছিল তার জাহাজের।

মার্কোসের তিনটে কথা... তিনটা সূত্র। একসঙ্গে গেঁথে একটা সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়। চোখ খুলল রানা, জ্বলজ্বল করছে দৃষ্টি। পিনোঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার টিমে কোনও ডাইভার আছে?'

একটু থতমত খেয়ে পিনোঁ বলল, 'হ্যাঁ, আছে।' সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গেছে। 'কর্পোরাল জ্যাঙ্কো অভিজ্ঞ ডুবুরি।'

'ওকে কয়েক ঘণ্টার জন্য ধার দিতে পারেন?'

'হঠাৎ ডুবুরি খুঁজছ কেন?' পাশ থেকে জানতে চাইল নেফারতিতি। ও-ও বিস্মিত।

শান্ত গলায় রানা বলল, 'নাকামুরা কীভাবে গেইলার্ড কাট বন্ধ করতে চাইছে, তা সম্ভবত বুঝতে পেরেছি আমি। ধারণাটা সত্যি না মিথ্যে, সেটা বোঝা যাবে পেদ্রো মিগুয়েল লকে গেলে। যে-ধরনের প্রমাণ চাইছি আমরা, তা-ও মিলবে ওখানে।'

'বুঝলাম। কিন্তু মেজর পিনোঁর কাছে ডাইভার চাইছ কেন? তুমি-আমি মিলেই তো ডাইভ দিতে পারি ওখানে। নাকি আমাকে ফেলে যাবার প্ল্যান করছ?'

'উঁহুঁ,' হাসল রানা। 'তোমাকে ছাড়া চলবে না। কিন্তু দেখতে যেমনই দেখাক, আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। তাই আরেকজন অভিজ্ঞ ডাইভার দরকার।'

এবার বুঝতে পারল নেফারতিতি। লকের ব্যস্ত জলপথে ডাইভিং বেশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। শুধু অভিজ্ঞতা নয়, তার জন্য চাই

শারীরিক ফিটনেস। এ-মুহূর্তে রানার সেটা নেই। একটা হাত না থাকায় সোহেলও ডাইভ দিতে পারবে না। অগত্যা জ্যাঙ্কোই ভরসা।

'কিন্তু পেদ্রো মিগুয়েল লক কেন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কারণ গেইলার্ড কাট থেকে ওটাই সবচেয়ে কাছে, সেই সঙ্গে ক্যানালের সবচেয়ে নির্জন জায়গা ওটা,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'আশপাশে কোনও শহর বা গ্রাম নেই। মিরাফ্লোরেস লক পেরুবার সময় যে-ধরনের নজরদারিতে পড়তে হয় বিভিন্ন জাহাজকে, পেদ্রো মিগুয়েল লকে তার কিছুই নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ওখান থেকে বেরুবার পরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল মার্কোসের জাহাজ। ভিয়ার করে চলে গিয়েছিল ইনকামিং লেনে। যে-কোনও ধরনের অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবার জন্য জায়গাটা আদর্শ।'

'আমার ওই অ্যাকসিডেন্টের পিছনে নাকামুরার হাত আছে বলে ভাবছেন?' মার্কোস প্রশ্ন করল।

'ক্যানালকে ঘিরে এতকিছু ঘটছে... না থাকলেই বরং অবাক হব।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল পিনো। 'জ্যাঙ্কোকে তা হলে রেখে যাচ্ছি। কখন ডাইভ দিতে চান?'

'আজই। সূর্য ডোবার পর। অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না।'

'হুম. গোপনে ডাইভিং করতে চাইছেন?' বলল মার্কোস। 'তা হলে লেক গাটুনের পূর্ব তীরে, *লিমন*-এ আমার এক আত্মীয়ের পাওয়ারবোট আছে। ও আপনাদেরকে গেইলার্ড কাট হয়ে পেদ্রো মিগুয়েলে নিয়ে যেতে পারবে। বোটটাকে ডাইভ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা।'

'কী ধরনের আত্মীয়?' জানতে চাইল নেফারতিতি। 'ঝুঁকি নিতে রাজি হবে?'

'আমার শ্যালক,' একগাল হেসে বলল মার্কোস। 'কিচ্ছু ভাববেন না। যা বলব, তা-ই করবে।'

আর কয়েক মিনিট আলোচনা হলো, এরপর বিদায় নিয়ে চলে গেল পিনোঁ। রানা ফিরে গেল গেস্ট রুমে। ক্যানালের উদ্দেশে রওনা হবার আগে আরেক দফা বিশ্রাম নেবে।

মাত্র আধঘণ্টা পেরুল, তারপরেই সোহেলের ডাকে উঠে বসতে হলো ওকে। সেলফোন বাড়িয়ে ধরে সোহেল বলল, 'মেজর পিনোঁ। তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

চোখ কচলে ফোনটা কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যাঁ, মেজর। বলুন।'

'সেফ হাউসে ফিরেছি আমরা। কিন্তু অঁবিন এখানে নেই।'

ঘুম ঘুম ভাবটা মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল রানার চোখ থেকে। তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'নেই মানে? ফ্রান্সে ফিরে গেছে?'

'আমি শিয়োর না,' বলল পিনোঁ। 'ওর লাগেজ এখানেই পড়ে আছে। তবে পাসপোর্ট নেই।'

'সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিদেশে এলে মানুষ পকেটেই পাসপোর্ট রাখে, লাগেজের সঙ্গে নয়। ওর সঙ্গে সেলফোন নেই?'

'আছে। ফোন করেছিলাম, কথাও বলেছি। কিন্তু...

'কেন? কী বলেছে সে?'

'বলল এম্ব্যাসিতে গেছে। দু'চারটা কথা বলেই লাইন কেটে দিল। কয়েক মিনিট পর আবার রিং করলাম, ধরল না। তাই সরাসরি এম্ব্যাসিতেই ফোন করে নাগাল পাবার চেষ্টা করলাম। ডিউটি অফিসার বলল ও সেখানে নেই। সিকিউরিটি লগ চেক করিয়েছি। গত পাঁচদিনে এম্ব্যাসির ধারেকাছে যায়নি অঁবিন।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার

'ও মিথ্যে কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া গতরাতে তার নির্দেশ অমান্য করে আমরা যে

অভিযানে বেরিয়েছিলাম, সেটা নিয়েও উচ্চবাচ্য করেনি। বাজিয়ে দেখার জন্য আপনি যে জ্যাঙ্কোকে চেয়েছেন, তাও বললাম। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি।'

'তা হলে কী বলেছে?'

'বলল পানামা থেকে চলে যাবার আগে শেষ কয়েকটা ব্যাপার ম্যানেজ করতে হচ্ছে তাকে। আমরা যেন নিজ ব্যবস্থায় গায়ানায় ফিরে যাই।'

'কী ম্যানেজ করতে হতে পারে তাকে, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'নো আইডিয়া। ওর কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। আমাদের দায়িত্ব ছিল কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটির উপর নজর রাখা। অঁবিন একাই ঘুরে বেড়াত। আমাদের অজ্ঞাতে কী করেছে না করেছে, জানার উপায় ছিল না।'

স্পাইসুলভ আচরণ, ভাবল রানা। প্রয়োজন ছাড়া সঙ্গীদেরকেও কিছু না জানানো। যাতে কেউ ধরা পড়লেও গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য ফাঁস না হয়। ওটাও অস্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞেস করল, 'আজ সন্ধ্যায় আমরা কী করতে চলেছি, তা বলেছেন ওকে?'

'সংক্ষেপে।'

আরেকটু ভাবল রানা। অঁবিনকে পছন্দ করে না ও, শুরু থেকেই ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করছে লোকটা তারমানে এই নয় যে, কেনজি নাকামুরার অপতৎপরতা ঠেকাবার জন্য রানার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার মত পদক্ষেপ সে নেবে। এতে তার লাভক্ষতি কিছুই নেই। হ্যাঁ, রানার বিপদে সে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে; এ-কারণে তাকে অকৃতজ্ঞ অমানুষ বলা চলে... কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এমনটা ভাবা অনুচিত।

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' শেষে

বলল ও। 'আমাদের বিস্তারিত প্ল্যান জানা নেই অঁবিনের। সবকিছু ঠিকঠাকমত চললে আজ রাতের মধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করে ওর সামনে ছুঁড়ে দেয়া যাবে। নেফিও ওর অথোরিটিকে দেখাতে পারবে সেগুলো।'

পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারল না পিনো। শ্রাগ করে বলল, 'বেশ, আপনার কথাই সই। তারপরেও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে সেফ হাউস ছেড়ে দিচ্ছি আমরা। অঁবিনের জিনিসপত্র এম্ব্যাসিতে পৌঁছে দিয়ে গা-ঢাকা দেব। আপনারাও সাবধানে থাকবেন।'

'নিশ্চয়ই। যোগাযোগ রাখবেন আমাদের সঙ্গে। আশা করি আজ রাতেই একটা সুখবর দিতে পারব।'

লাইন কেটে দিল রানা। ডুবে গেল চিন্তায়। সরাসরি না বললেও পরিষ্কার বোঝা গেল, পিনো তার মিশন লিডারকে বিশ্বাস করছে না। অঁবিনের উধাও হয়ে যাওয়াটাকে আরও কি গুরুত্ব দেয়া উচিত?

'কী ভাবছিস?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

ওকে ব্যাপারটা খুলে বলল রানা।

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল সোহেল। 'সাবধানের মার নেই, এই বাড়ি ছেড়ে আমাদেরও বেরিয়ে যাওয়া দরকার। মার্কোসকে ওর ফ্যামিলিসহ কোনও হোটেলে নিয়ে যাই, কী বলিস? সবকিছু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত ওরা লুকিয়ে থাকুক

'হ্যাঁ, তা-ই কর্,' সায় দিল রানা। 'ওদের কিছু হয়ে গেলে নিজেদের ক্ষমা করতে পারব না আমরা।'

'আমি তা হলে ওদেরকে তৈরি হয়ে নিতে বলি। তোদেরও তো যাবার সময় হয়ে গেছে।'

বেরিয়ে গেল সোহেল। রানা উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। কপালের ভাঁজ দূর হচ্ছে না ওর। যুক্তি খুঁজছে অঁবিনের অস্বাভাবিক আচরণের। এমনও হতে পারে পতিতা নিয়ে মৌজ

করছে সে। পিনোঁর কাছে বিব্রত হতে চায়নি, তা-ই হয়তো মিথ্যে বলেছে। একটা মিথ্যের কারণে সে নাকামুরার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভাবা ঠিক নয়।

কিন্তু হাজারো যুক্তিতেও মন মানল না বুকের ভিতর একটা কাঁটা খচখচ করতেই থাকল রানার।

চার

লেক গাটুন। কয়েক ঘণ্টা পর।

বোটটা চব্বিশ ফুট লম্বা একটা ওয়েইলক্র্যাফট। পুরনো হলেও নিয়মিত মেইন্টেন্যান্সের কারণে চমৎকার ফিটফাট অবস্থা বজায় রয়েছে। বয়সের কারণে ফাইবারগ্লাসের খোল হলদে হয়ে এসেছে, কিন্তু ঝকঝক করছে ওয়াটারলাইনের উপর সদ্য প্রলেপ দেয়া লাল রঙ। স্টার্নের অংশটা মোল্ড করে বেঞ্চ সিটের আকৃতি দেয়া হয়েছে, তার তলায় ঢাকা পড়েছে ইঞ্জিন। বেঞ্চের পরেই রয়েছে একটা ফরোয়ার্ড কেবিন। সেখানে রয়েছে দুটো বাঙ্ক বেড, ছোট্ট একটা কিচেন আর টয়লেট হিসেবে ব্যবহৃত একটা ছোট কিউবিকল। সবমিলিয়ে রোমান্টিক উইকএণ্ড ক্রুজের জন্য আদর্শ একটা বাহন—হ্রদের মোহনীয় পরিবেশের সঙ্গে খুব মানানসই।

পিছনে সাদা ফেনা তুলে বিশ নট বেগে এগিয়ে চলেছে পাওয়ারবোট সবুজ পানির বুক চিরে। রোদের তেজ মরে এসেছে, পানির বুকে ঝিকমিক করছে শেষ বিকেলের আলো লেকের

ভেজা বাতাস যেন মোলায়েম পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে গায়ে। সবমিলিয়ে চমৎকার একটা পরিবেশ। অন্য কোনও সময় হলে উপভোগই করতে পারত রানা।

বাউয়ের কাছে বসে আছে ও। পরনে শুধু টি-শার্ট আর শর্টস। শান্ত চোখে দেখছে উপকূলের দৃশ্য। ভেবে অবাক হতে হয় যে, এই হ্রদ প্রাকৃতিক নয়। লেক গাটুন... সেই সঙ্গে পুরো পানামা খালকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিঙের চরম উৎকর্ষ। ত্রিশ লাখ বছর আগে পানামার ভূখণ্ড দিয়ে আটলান্টিক আর প্যাসিফিক মহাসাগরকে আলাদা করে দিয়েছিল প্রকৃতি। কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করে এই খাল কেটে আবার দুই মহাসাগরকে জুড়ে দিয়েছে মানুষ। কাজটা সহজ ছিল না। একশ' বছর আগে প্রযুক্তি তত উন্নত ছিল না, তারপরেও কীভাবে এটা সম্ভব হলো, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

গ্যামবোয়া পেরিয়ে এল বোট। সামনে গেইলার্ড কাট। এতক্ষণে ক্যানালটা যে মনুষ্যনির্মিত, সেটার আলামত দেখা গেল। দুই পাড় সরলরেখায় কাটা, সৈকত বলতে কিছুই নেই। দ্বীপের মত কিছু আকৃতি দেখা যাচ্ছে পানিতে, সমতল বোঝা যায়, এককালে ওগুলো পাহাড় বা টিলা ছিল, মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। দু'পাশে প্রচুর গাছপালা দেখা যাচ্ছে, তবে তার মধ্যে জলজ কোনও উদ্ভিদ নেই। নেই নলখাগড়ায় ভরা জলাভূমি। প্রাকৃতিক হলে থাকত। শিপিং লেনের বাইরে পানি ভেদ করে মাথা তুলে রেখেছে বিবর্ণ কিছু টেলিগ্রাফ পোল। খাল কাটার সময় নীচে রেললাইন বসানো হয়েছিল, তার পাশে ছিল পোলগুলো। খালে পানি আসার পর সব তলিয়ে গেছে

উদাস হয়ে গেল রানা। সত্যি সত্যি যদি কোনোদিন মেরু এলাকার বরফ গলে যায়, তা হলে কী ঘটবে ভাবার চেষ্টা করল। শুকনো জমি বলতে কিছু থাকবে না, থাকবে শুধু দিগন্তবিস্তৃত

পানি। চলাচল করতে হবে জাহাজ আর নৌকায়। তখন কি প্রাইভেট কারের মত প্রাইভেট বোটের আধিক্য দেখা যাবে? ট্রাফিক জ্যামের মত সৃষ্টি হবে বোট-জ্যামের? ব্যাপারটা ভাবতেই হাসি পেল। অবশ্য বোটের সংখ্যা বেড়ে গেলে কেমন হবে পরিস্থিতি, তার কিছুটা আভাস ক্যানালের দিকে তাকিয়েই পাওয়া যাচ্ছে। গেইলার্ড কাট ধরে ক্রমাগত ঢুকছে-বেরুচ্ছে বড়-ছোট বিভিন্ন আকারের কার্গো শিপ, কন্টেইনার ক্যারিয়ার আর ট্যাঙ্কার। কোনও কারণে একটা যদি বিকল হয়ে পড়ে, সত্যি সত্যি দীর্ঘ লাইন পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

বোট চালাচ্ছে অ্যাগুয়েরো নামে এক যুবক—মার্কোসের শ্যালক, মারিনার আপন চাচাত ভাই। বয়ার সাহায্যে চিহ্নিত শিপিং লেনের বাইরে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে জলযানটাকে। ইংরেজি ভাল বোঝে না, একটু কম কথার মানুষও বোধহয়। চাইলে মাতৃভাষায় নেফারতিতির সঙ্গে গল্প করতে পারত, কিন্তু তাতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। তার সমস্ত মনোযোগ লিমন থেকে কত দ্রুত পেদ্রো মিগুয়েলে পৌঁছুনো যায়, সেদিকে।

রানার কোলে পড়ে আছে গুদা দু লিপিনের জার্নালটা। ক্যানালের দৃশ্য একঘেয়ে হয়ে ওঠায় এবার পড়তে শুরু করল ওটা। কীসের জন্য এই জার্নাল নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল নাকামুরা, বুঝতে চাইছে। ওর ভিতর গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য থাকলে সেটা ওরও জানা চাই। কিছুক্ষণের জন্য মগ্ন হয়ে গেল। ধ্যান ভাঙল সেলফোনের রিংটোন শুনে।

নেফারতিতির ফোন। কানে ঠেকিয়ে কী যেন বলল মেয়েটা, তারপর বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

'মার্কোস। তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফোনটা নিল রানা। 'হ্যাঁ, মার্কোস... কী খবর? আপনারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন তো?'

'হুঁ। মি. সোহেল কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে এসেছেন। তবে কাজটা আপনি ঠিক করছেন না, মি. রানা। এত খরচের কী প্রয়োজন ছিল? সস্তা কোথাও উঠলে চলত না? বাচ্চাদেরও স্বভাব খারাপ হয়ে যাচ্ছে এত দামি হোটেলে এসে। ষাট ইঞ্চি টিভি, দামি ফার্নিচার, সুইমিং পুল, এয়ারকণ্ডিশন... কোনও মানে হয়? এই বয়সেই ওরা যদি এত আরাম-আয়েশ দেখে...

হাসল রানা। 'দু'-চারদিনে কিচ্ছু হবে না। বাড়ি ফেরার পর আবার নাহয় কড়া শাসন করে সব ভুলিয়ে দেবেন।'

'নিজের বাচ্চাকাচ্চা নেই তো, তাই বুঝতে পারছেন না বাচ্চাদের মাথায় একবার কিছু ঢুকে গেলে কী হয়,' গজগজ করে উঠল মার্কোস।

আবারও হাসল রানা। 'যা হবার হয়ে গেছে। কী জন্যে ফোন করেছেন সেটা বলুন।'

'কতদূর এগোলেন সেটা জানার জন্য।'

'গেইলার্ড কাটে পৌঁছে গেছি। পেদ্রো মিগুয়েল আর দূরে নয়। ভাল কথা, মেজর পিনোঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার? লিমনে পৌঁছে ফোন করেছিলাম। ধরল না।'

'দেখা হয়নি। তবে দু'জন লোক পাঠিয়েছিল আমাদেরকে হোটেল পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য। আর হ্যাঁ... আপনার পরিচিত এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন আমরা ঘর থেকে বেরুবার ঠিক আগেভাগে।'

'কে?'

'কারমেন কপোলা।'

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। খটকা লেগে গেল রানার। বলল, 'কারমেন? ও কী করে জানল আপনার সঙ্গে আমার কোনও ধরনের যোগাযোগ আছে? ওর তো বরং ভাবার কথা যে আমি

পানামা ছেড়ে চলে গেছি।'

'একই প্রশ্ন আমিও করেছিলাম। বলল রানা এজেন্সিতে বেশ কয়েকটা ব্রাঞ্চে ফোন করেও নাকি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। তাই উপায় না দেখে আমাকে ফোন করেছে। আমার কথা নাকি কয়েকদিন আগে ডিনারে আপনি তাকে বলেছিলেন।'

খটকাটা আরও বেড়ে গেল রানার। আর যা-ই করুক, কারমেনের মত একটা অচেনা মেয়েকে মার্কোসের কথা বলবার মত বোকা ও নয়। তা হলে কী করে জানল? এ-মুহূর্তে তার জবাব পাবার উপায় নেই, তারচেয়ে মেয়েটা কী চায় সেটাই জানা যাক।

'কী বলেছে ও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তেমন কিছুই না। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, যা বলার তখনই নাকি বলবে। খুব পীড়াপীড়ি করছিল, তাই বাধ্য হয়ে বলে দিলাম যে আপনি লেক গাটুনে আমার এক শ্যালকের কাছে গেছেন। ওখানে ফোন নেই।'

'কাজটা ঠিক করেননি। অন্য কিছু বলেও কাটাতে পারতেন। এখানে আসার খবরটা গোপন রাখা উচিত ছিল।'

'দুঃখিত, মাথা কাজ করেনি। আসলে... ওকে আপনি আমার কথা বলেছেন শুনে মনে হলো সন্দেহের কিছু নেই।'

'থাক, এ-নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবেন না। লেক গাটুন ছাড়া আর কিছু বলেননি তো?'

'না, না। মাথা খারাপ? ফোন নাম্বার রেখে দিয়েছি। চাইলে কথা বলতে পারেন।'

'এখন থাক। এদিককার কাজ শেষ হলে নাহয় বলব।'

'বেশ। কাজ শেষ হলে আমাকেও জানাবেন, প্লিজ।'

'নিশ্চয়ই।'

লাইন কেটে দিয়ে জার্নালের দিকে চোখ ফেরাল রানা, কিন্তু মনোযোগ দিতে পারল না। অস্বস্তিটা দূর হচ্ছে না। কেন ফোন করেছিল কারমেন? মার্কোসের খবর পেল কীভাবে?

দশ মিনিট পর বোটের নাক ঘোরাল অ্যাগুয়েরো। শিপিং লেন থেকে দূরে সরে গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা নির্জন খাঁড়িতে। থামল বড় বড় কতগুলো গাছের ছায়ায় পৌঁছে। উপর থেকে যাতে দেখা না যায়। আগেই ঠিক করে নেয়া হয়েছে, সূর্যাস্তের সময় যাবে পেদ্রো মিগুয়েল লকে, নইলে বিকেলের আলোয় ওখানে বোটকে ঘুরঘুর করতে দেখলে লোকে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে। তার আগ পর্যন্ত এখানেই লুকিয়ে থাকবে ওরা।

জ্যাঙ্কো আর নেফারতিতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডাইভিং ইকুইপমেন্ট চেক করে দেখায়। ছায়ায় বসে আবার ডুবে গেল রানা জার্নালে। চারদিকে বুনো পরিবেশ—ঘন অরণ্য, পানি আর পাখির কলকাকলি। পড়বার জন্য চমৎকার পরিবেশ। জার্নালের পাতাগুলো থেকে ভেসে আসা পুরনো গন্ধটাও ভাল লাগছে বেশ। দ্রুত পড়ে চলল রানা। সঙ্গে ডিকশনারি না থাকায় খুঁটিনাটি অর্থ বুঝতে পারছে না, তবে খুব যে অসুবিধে হচ্ছে তা নয়। সহজ ভাষায় লিখেছেন লিপিনে, ভাবার্থ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। একটু অবাকই লাগছে, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রলোক কাঠখোট্টা ভাষা ব্যবহার করেননি বলে। বরং কাব্যিক ভঙ্গিমায় স্মৃতিচারণ করে গেছেন। পেশাসুলভ বিবরণ বলতে কয়েক জায়গায় পানামার জিয়োলজি আর জিয়োগ্রাফির সঙ্গে ফ্রান্সের তুলনা পেল। আরেক জায়গায় লিখেছেন, কোন্ এক পাহাড়চূড়া দেখে নাকি তাঁর মনে পড়ে গেছে মাতৃভূমির মণ্ট মুতোঁ-র কথা। মণ্ট মুতোঁ-র আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় ভেড়া-পর্বত। ফ্রান্সে এ-নামে কোনও পাহাড় আছে বলে জানা ছিল না রানার।

দুপুর থেকেই পড়ছে, ফলে আর আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ হলো

জার্নালটা। ওটা বন্ধ করে গানেলে হেলান দিয়ে বসল রানা। মাথা দপদপ করছে একটানা অনেকক্ষণ পড়ায়। বিরক্তি লাগছে। বোধহয় পণ্ডশ্রমই করল। ফরাসি ভাষায় ভাল দখল না থাকায় অনেক কিছুই যে মিস করে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তারপরেও একটা ব্যাপার পরিষ্কার—এই জার্নালে হারানো ট্রেজার, ইনকা সভ্যতা, কিংবা কেনজি নাকামুরার আগ্রহ জাগাবার মত কিছুই নেই। ব্যক্তিগত দিনপঞ্জির চেয়ে বেশি কিছু নয় জার্নালটা। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের বিবরণ, আর কীভাবে লিপিনে পানামার মাঝ দিয়ে খাল খননের পরিকল্পনা করছিলেন, সে-বিষয়ে সামান্য রেফারেন্স ছাড়া আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে হয়তো অমূল্য, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ওদের কোনও কাজে আসছে না ওটা। ট্রেজার সম্পর্কিত সামান্যতম রেফারেন্স যদি কিছু থাকে তো একটা প্যারাগ্রাফে মৃত এক আগ্নেয়গিরির কথা লিখেছেন লিপিনে। বর্ণনা পড়ে ওটাকে ভলকানিক লেকের সেই আগ্নেয়গিরির মত মনে হচ্ছে—এ-ই। পাহাড় আর হ্রদের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, হ্রদের মাঝখানের দ্বীপটার কথা লিখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। জিয়োলজির বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞতা না থাকায় ভদ্রলোক বোধহয় জানতেন না, সারা দুনিয়ায় এ-ধরনের ভলকানিক লেকের অভাব নেই। ওখানকার লাভা টিউবগুলোর মসৃণতা দেখেও অভিভূত হয়েছিলেন লিপিনে, ভাবতেই নাকি অবাক লাগছিল ওগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রে নেমে গেছে।

জার্নালটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। ঘড়ি দেখল, সময় হয়েছে যাবার। ডেকের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ করছে নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো। ডাইভ দেবার প্রস্তুতি। ওদের জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমরা তৈরি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল নেফারতিতি। 'এখন রওনা দেবে?'

'হ্যাঁ। অ্যাগুয়েরো!' বোট মালিককে ডাকল রানা। 'লেটস গো।'

ইঞ্জিন চালু করল অ্যাগুয়েরো। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়ল গেইলার্ড কাটে। রওনা হলো পেদ্রো মিগুয়েল লকের উদ্দেশে।

রানার পাশে এসে বসল নেফারতিতি। 'জার্নালে কিছু পেলে?'

'নাহ্,' বলল রানা। 'ইন্টারেস্টিং কিছু কিছু ব্যাপার আছে, তবে আমাদের কাজে লাগবার মত নয়। নাকামুরা কেন এটার পিছনে লাগল বুঝতে পারছি না। খুনোখুনি বাধাবার মত কিছুই তো নেই।'

'তা হলে?'

'কে জানে!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো ক্যানালের ইতিহাসের ব্যাপারেই প্যাশন আছে ওর।'

'ঠাট্টা করছ?'

'উঁহুঁ, ঠাট্টা করবার মত অবস্থায় নেই আমি।'

'ভাল কথা মনে করেছ, এই বিষয়টা নিয়েই অনেকক্ষণ থেকে আলোচনা করব বলে ভাবছিলাম। কী হয়েছে তোমার, বলো তো? খনি থেকে ফেরার পর থেকেই কেমন যেন দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'কেমন দেখাচ্ছে?'

'বুঝিয়ে বলতে পারব না। কী যেন নেই। যেন প্রাণশক্তি হারিয়েছ। কী হয়েছিল ওখানে, আমাকে খুলে বলবে?'

'সবই তো বলেছি। কিছু লুকাইনি তো!'

'টর্চারের কথা বলেছ। কিন্তু মি. সোহেলের কাছে শুনলাম এসব নতুন নয় তোমার জন্য। তা হলে এবার এমন হচ্ছে কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'বুঝিয়ে বলা মুশকিল। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি, মেনে নিয়েছিলাম মৃত্যুকে। এর আগেও বহুবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি আমি, কিন্তু এবারের মত

নয়। অতীতে প্রতিবার মরবার জন্য তৈরি হলেও মনের কোনও একটা কোণে ক্ষীণ আশা থাকত, হয়তো বেঁচে যাব। সেই আশা আমাকে লড়াই করবার শক্তি জোগাত। কিন্তু এবার... সেই আশাটুকুও আর ছিল না। আর সত্যিকার মৃত্যুর সময়ে আমি যে ভেঙে পড়তে পারি, তার প্রমাণ পেয়ে গেছি। বিশ্বাস করবে, আরেকটু হলে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্য মুখ খুলতে চলেছিলাম আমি? বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছিলাম তোমাদের সবার সঙ্গে? কীভাবে নিজেকে নিরস্ত করেছি, তা শুধু আমিই জানি। নইলে ওখানেই সব শেষ হয়ে যেত—আমার জীবন... আমার আদর্শ... আমার আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান... সবকিছু। আমি তখন আর এই আমি ছিলাম না, হয়ে গিয়েছিলাম মৃত্যুভয়ে ভীত আর দশটা মানুষের মত। নিজের চোখে ছোট হয়ে গেছি আমি, নেফি। এই কষ্ট তোমাকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।'

ওর কাঁধে হাত রাখল নেফারতিতি। নরম গলায় বলল, 'শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ তুমি, রানা। কেন ভাবছ না, শেষ পর্যন্ত তুমি মচকাওনি! একাই বেরিয়ে এসেছ ওই বন্দিদশা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেছ। এটাই তোমার সত্যিকার চরিত্র... মৃত্যুমুখে কী করতে গিয়েছিলে, সেটা নয়।'

'এবার নাহয় ওটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু পরেরবার? সত্যি সত্যি যেদিন মৃত্যু আমার নাগাল পাবে, তখন যে বন্ধুদের সঙ্গে... দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসব না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পেরেছি আমি, নেফি। সে-কারণেই ভয় ঢুকে গেছে মনে।'

'কীসের দুর্বলতা? এমন হতে পারে না, পুরোটাই তোমার মানসিক ব্যাপার? টর্চার শুধু শারীরিকভাবে নয়, সাইকোলজিকালিও করা হয়। ওই সার্বিয়ান লোকটার বিষয়ে যতটুকু শুনেছি, তাতে তো মনে হচ্ছে সাইকোলজিকাল থেরাপিও চালাতে

পারে সে তোমার উপর। মনকে শক্ত করো, রানা। কিচ্ছু হয়নি তোমার। কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি তুমি। কোনোদিন করবেও না। এই বিশ্বাস আমার আছে তোমার উপর।'

মলিন হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'এবার দেখছি তুমি আমার উপর সাইকোথেরাপি চালাচ্ছ।'

'তার প্রয়োজন আছে। বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে চলেছি আমি। আমি নিশ্চিত হতে চাই, কোথাও গোলমাল দেখা দিলে তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাব। ভয়ে গুটিয়ে যাবে না তুমি। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া কী?'

একটু আরক্ত হলো নেফি। 'আরেকটা কারণ আছে। সেটা পরে বলব। এখন না।'

'চিন্তা কোরো না,' ওকে আশ্বস্ত করল রানা। 'যদি সাপোর্ট দেবার মত অবস্থায় না থাকতাম, তা হলে আজ তোমাকে ডাইভ করতে দিতাম না।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল নেফারতিতি। 'আমি তা হলে যাই। তৈরি হয়ে নিই।' ডাইভিং গিয়ার নিয়ে ফরোয়ার্ড কেবিনে ঢুকে পড়ল ও।

ঘুরে বসল রানা। নজর বোলাল ক্যানালের দিকে। গেইলার্ড কাটে আবার বেরিয়ে এসেছে ওয়েইলক্র্যাফট, তরতর করে এগিয়ে চলেছে পেদ্রো মিগুয়েল লকের উদ্দেশে। জ্যাঙ্কোও ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে ফরোয়ার্ড কেবিনে—গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগ পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে থাকবে সে আর নেফারতিতি। ডেকে থাকছে শুধু রানা আর অ্যাগুয়েরো। অ্যাগুয়েরো হেলমে, রানা বাউয়ের কাছে। গায়ে একটা ফিল্ড জ্যাকেট চড়িয়েছে, হাতে লম্বা লেন্সসহ একটা দামি ক্যামেরা—শৌখিন ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশ। তীরের দিকে ক্যামেরা তাক করে ক্ষণে ক্ষণে তুলছে ছবি।

যত এগোল, ততই বাড়ল ট্রাফিক। কার্গো শিপ আর ট্যাঙ্কারের পাশাপাশি দেখা গেল বেশ কয়েকটা এক্সকারশন বোট—টুরিস্টে বোঝাই। ওগুলোকে পেরিয়ে এল ওয়েইলক্র্যাফট। সূর্য ডুবতে বসেছে। পশ্চিম আকাশে লালচে আভা। সেই আভা যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে পানিতেও। নীল পানির বুকে ঝিলমিল করছে লাল আলোর প্রতিফলন।

গেইলার্ড কাটের সবচেয়ে সরু অংশে পৌঁছে গেল ওয়েইলক্র্যাফট। শিপিং লেনের বয়াগুলোর বাইরে খুব সামান্যই রয়েছে জায়গা। ডানদিকে পাড় ঘেঁষে বোট চালাতে বাধ্য হলো অ্যাগুয়েরো। সতর্ক থাকতে হচ্ছে তাকে, নইলে যে-কোনও মুহূর্তে মাটিতে আটকে যাবে তলা। খালের দু'ধারে কণ্টিনেন্টাল ডিভাইডের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, যেন চেষ্টা করছে বুক চিরে চলে যাওয়া ক্ষতটাকে ভরাট করতে। আরেকটু এগোতেই পরিষ্কার দেখা গেল আর্টিফিশিয়াল ল্যাণ্ডস্কেপের নমুনা। এক সময়ের ঢেউ খেলানো পাহাড়ি ঢাল আচমকা কাটা পড়েছে, নিয়েছে ক্লিফের মত খাড়া প্রাচীরের চেহারা। বয়সের ভারে বদলে গেছে প্রাচীরের রঙ, পড়েছে কালো কালো ছোপ। আগাছায় ছেয়ে রয়েছে বাকি অংশ। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী... তবে বিনা বাধায় নয়। শুরুর দিকে ভূমিধসের বিশাল এক সমস্যায় আক্রান্ত ছিল গেইলার্ড কাট। দু'পাশের পাহাড় থেকে নিয়মিত মাটিপাথর ধসে পড়ত, বুজিয়ে দিতে চাইত নতুন খালটাকে। দীর্ঘদিন পেরিয়ে যাওয়ায় এখন সমস্যাটা অত প্রকট নয়—ঢালের মাটি জমাট বেঁধে গেছে; আগাছা আর ঝোপঝাড়ও কাজ করছে ভূমিধসের বিরুদ্ধে... তারপরেও একেবারে থামেনি সেটা।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিস্ময় আর মুগ্ধতায় আক্রান্ত হলো রানা। শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট হবার বদৌলতে খোঁড়াখুঁড়ি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে ওর। বুঝতে পারছে, দুর্ভেদ্য

পাহাড়-পর্বত আর অরণ্যের মাঝ দিয়ে পানামা ক্যানালের খননকাজ কী পরিমাণ দুঃসাধ্য ছিল। অন্যসব বাধার কথা বাদ দিলেও শুধু মাটি-পাথরই খুঁড়তে হয়েছে প্রায় সাড়ে বারোশ' কোটি ঘনফুট! এই পরিমাণ মাটি যদি একসঙ্গে স্তূপ করা হয়, তা হলে প্রায় উনিশ মাইল উঁচু একটা পাহাড় তৈরি হবে! যদি স্বাভাবিক আকারের রেলগাড়ির বগিতে ভরা হয়, তা হলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে পুরো পৃথিবীর নিরক্ষরেখার চেয়েও বেশি! এমনি এমনি এই খালকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেল বলা হয় না। এর সামনে মিশরের গ্রেট পিরামিড, রোমের কলোসিয়াম, স্যান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট ব্রিজ, কলোরাডোর হুভার ড্যাম বা ইংলিশ চ্যানেলের টানেল কিছুই নয়।

দক্ষিণ আমেরিকান পিরামিডের মত ধাপে ধাপে কাটা একটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে কন্টিনেন্টাল ডিভাইডে পৌঁছে গেল ওয়েইলক্র্যাফট। ওটা আসলে কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ এক পর্বতশ্রেণী—দক্ষিণ আমেরিকার তলা থেকে উত্তর কানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীরের মত দু'ভাগ করে দিয়েছে দুই আমেরিকান মহাদেশকে। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো রানার। যে পর্বতশ্রেণী মহাদেশকে ভাগ করেছে, সেটাকেই দু'ভাগ করে দেয়া স্রোতধারার মাঝখানে বসে আছে ও। দু'পাশে দুটো মনুষ্যনির্মিত ক্লিফ দেখতে পাচ্ছে—এককালের গোল্ড হিল আর কন্ট্রাক্টর'স্ হিলের অবশিষ্টাংশ। এই এলাকায় এ-দুটোই সবচেয়ে উঁচু, কিন্তু গোটা পানামার বিচারে নিতান্তই ছোট! তাই এখান দিয়েই খনন করা হয়েছে খাল। ক্লিফের গায়ে ফুটো করে কংক্রিটের প্লাগ ঢোকানো হয়েছে—পাহাড়ি প্রাচীরের স্ট্যাবিলিটি বাড়াবার জন্য। তবু নিয়মিত ভূমিধস হয়, তার চিহ্ন ফুটে আছে ক্লিফের গায়ে। বর্ষার মৌসুম বলে পাহাড়ের উপরে পানি জমেছে, সেই পানি ঝরনার মত নামছে ক্লিফের সারফেস বেয়ে। সুন্দর দৃশ্য।

'অপূর্ব, তাই না?' কেবিনের দরজা থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে বলে উঠল নেফারতিতি।

ঘাড় ফেরাল রানা। হৃৎপিণ্ড যেন একটা বিট মিস করে গেল। কালো রঙের স্কিনটাইট মাইক্রোপ্রিন ডাইভিং সুট পরেছে নেফি, চামড়ার মত সেটা সেঁটে আছে গায়ে। উদ্ভাসিত হয়ে আছে ওর শরীরের সুগঠিত আঁকবাঁক। ফুটিয়ে তুলেছে আবেদন।

'হ্যাঁ, অপূর্ব তো বটেই,' ঢোক গিলে বলল রানা।

'বাইরে আসি? কেবিনে আর ভাল্লাগছে না।'

'কিছু একটা গায়ে দিয়ে এসো। ডাইভিং সুট যেন দেখা না যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কেবিনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল নেফারতিতি। কয়েক সেকেণ্ড পর ডাইভিং সুটের উপর একটা টিশার্ট পরে বেরিয়ে এল। বসল রানার পাশে।

'কী কষ্টই না করেছে এই ক্যানাল তৈরি করতে!' বলল নেফি, 'যা গরম এখানে!'

'টেম্পারেচারের চেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভূমিধস,' রানা বলল। 'আমি একটা বইয়ে পড়েছি, মাসখানেক খাটাখাটনি করে যতটুকু খোঁড়া হতো, এক ভূমিধসেই তা আবার ভরাট হয়ে যেত। তার তলায় চাপা পড়ত যন্ত্রপাতি, রেলট্র্যাক, এমনকী মানুষ! আর ভূমিধস না ঘটলেও দু'পাশের পাহাড়ের ওজনে খালের তলার সারফেস উঠে আসত উপরে।'

'মাই গড! এসব তো জানতাম না!' বিস্ময় প্রকাশ করল নেফি। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'যাক গে, কাজের কথা বলি?'

'নিশ্চয়ই। কী জানতে চাও?'

'পানির তলায় কী খুঁজতে যাচ্ছি আমরা? এখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলোনি তুমি।'

'ওখানে গিয়েই বলব ভেবেছিলাম। বলার মত স্পেসিফিক

কিছু নেইও। এখনও আমরা জানি না, আসলে কী করতে চাইছে জাপানি লোকটা। পানির তলায় তোমাদেরকে দেখতে হবে কোনও ধরনের অস্বাভাবিকতা, বা অন্য কোনও কিছুর চিহ্ন পাওয়া যায় কি না।'

'কীসের চিহ্ন?'

'একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি আর সোহেল। মার্কোসের মুখে শুনেছি, দুর্ঘটনায় পড়া সবক'টা জাহাজ পেদ্রো মিগুয়েল লকের পশ্চিম লেন থেকে বেরিয়ে আসতে দেরি করেছিল। ওরটাও তা-ই। অথচ জাহাজের ইঞ্জিন বা স্টিয়ারিঙে কোনও সমস্যা ছিল না। স্যাবোটাজের আলামত পাওয়া যায়নি। লকের বাইরে ক্রসকারেন্টও নেই। অথচ ওখান থেকে বেরিয়েই আচমকা মুখ ঘুরে যায় জাহাজের, বদলে যায় কোর্স।'

'তো?'

'একটাই ব্যাখ্যা আছে এর। লকের গেট পুরোপুরি খুলবার জন্য স্থির হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় জাহাজগুলোকে। সেই সুযোগে আধখোলা গেট গলে কিছু একটা ঢুকে পড়ে লকের ভিতরে। নিজেকে জুড়ে নেয় খোলের তলায়। ওটার বাড়তি ওজনের কারণে লক থেকে বেরুতে দেরি হয় জাহাজগুলোর। আর শেষ পর্যন্ত যখন ক্যানালে বেরিয়ে আসে, ওটাই ঠেলা দিয়ে ঘুরিয়ে দেয় জাহাজের মুখ।'

'সাবমারসিবল?' চোখ কপালে তুলল নেফারতিতি। 'যাহ্, তা কী করে হয়?'

'জানি, থিয়োরিটা একটু অবিশ্বাস্য। কিন্তু এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

'ছোট একটা সাবমারসিবলের পক্ষে এত বড় বড় জাহাজের মুখ ঘোরানো সম্ভব? তা ছাড়া লোকে দেখে ফেলারও তো ভয় আছে।'

'দেখতে পাচ্ছে না, কারণ সবগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে রাতে। অন্তত মার্কোসের কাছে তা-ই শুনেছি। তা ছাড়া বড় আকারের পানাম্যাক্স জাহাজগুলো দুর্ঘটনায় পড়ছে না, পড়ছে তুলনামূলকভাবে মাঝারি আকারের ফ্রেইটার আর কার্গো শিপগুলো। ঠিকমত ডিজাইন করা হলে একটা সাবমারসিবল দিয়ে অনায়াসে ওগুলোর মুখ ঘোরানো সম্ভব। খুব বেশি কিছু তো করতে হয় না, স্রেফ ঠেলা বা টান দিলেই চলে... টাগবোটের মত।'

ব্যাখ্যাটায় সন্তুষ্ট হতে পারছে না নেফারতিতি। 'এত ঝামেলার দরকার কী? পাইলটদেরকে সামান্য ঘুষ খাওয়ালেই তো চলে।'

'উঁহুঁ, চলে না। নাকামুরা যদি সত্যি সত্যি ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চায়, তা হলে জানে, ক্যানাল বন্ধ হলে সিরিয়াস ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে। তখন যে পাইলটদের কেউ মুখ খুলবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? ওদেরকে খুনও করা যাবে না, সেটাও সন্দেহ জাগাবে লোকের মনে। তা ছাড়া একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে পারছে সে। শেষ পর্যন্ত একটা বিস্ফোরক-ভর্তি জাহাজ যদি গেইলার্ড কাটের কিনারের পাহাড়ে গিয়ে বাড়ি খায়, সেটাকে নিয়মিত দুর্ঘটনার অংশ বলে চালিয়ে দিতে পারবে।'

যুক্তিগুলো স্পর্শ করল নেফিকে। আর কিছু না বলে খতিয়ে দেখতে থাকল ওগুলো।

'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি,' যোগ করল রানা, 'নাকামুরার প্ল্যানিং তুলনাহীন। অন্তত ডজনখানেক চাল আগে থেকে দিয়ে রেখেছে সে। সব ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করবার জন্য কন্টিনজেন্সিও রেখেছে। ক্যানাল তো বন্ধ করবেই, সেই সঙ্গে পানামার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য একটা ভুয়া স্বর্ণখনি

পয়দা করে রেখেছে। যাতে ব্যাপারটা নিয়ে তার প্রতি বিশ্বস্ত সরকারকে বিপদে পড়তে না হয়। অন্যদিকে পরিবহন সমস্যা মোকাবেলার জন্য রেডি রেখেছে নিজের পোর্ট ফ্যাসিলিটি, রেললাইন, ট্রাক বহর আর একটা অয়েল পাইপলাইন। কোথাও একবিন্দু ফাঁক রাখেনি লোকটা।'

'খুব জটিল প্ল্যান,' মন্তব্য করল নেফারতিতি।

'সৌন্দর্যটা ওখানেই। একাগ্র চেষ্টা আর যথেষ্ট বিস্ফোরক হাতে থাকলে যে-কারও পক্ষে দুনিয়ার যে-কোনও জিনিস ধ্বংস করা সম্ভব। কিন্তু এরপরে নিজেকে বাঁচানোই সবচেয়ে কঠিন। একজন ফ্যানাটিক আর ক্যালকুলেটেড টেরোরিস্টের মাঝখানে ওটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা উন্মাদ উগ্রবাদীর সঙ্গে লড়াই করছি না... করছি ঠাণ্ডা মাথার হিসেবি এক লোকের সঙ্গে। সে শুধু ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘটাতে চাইছে না, চাইছে সেটার পরে টিকে থেকে ফায়দা লুটতে। সন্দেহ নেই, দীর্ঘদিন থেকে এই প্ল্যান নিয়ে কাজ করছে নাকামুরা। প্রায় সবকিছুই গুছিয়ে এনেছে সে। হয়তো অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা। কে জানে, আগামীকালই চূড়ান্ত আঘাত হেনে বসবে কি না।'

'এখুনি হাল ছেড়ো না,' দৃঢ় গলায় বলল নেফারতিতি। 'আর কিছু না হোক... বিপর্যয় যদি ঘটেও যায়, তার জন্য লোকটাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়ব। তাকে পার পেতে দেব না কিছুতেই।'

'কীভাবে? এতকিছু ঘটে গেছে... কিন্তু কোনোটার সঙ্গে কি সরাসরি তার যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পেরেছি আমরা? আমার বন্ধু আলী হায়দারের টিমের ওপর গুলিবর্ষণের কথাই ভাবো। নাকামুরার সরাসরি হাত ছিল তাতে, অথচ অথোরিটি ব্যাপারটাকে কলাম্বিয়ান গেরিলা অ্যাটাক বলে ধামাচাপা দিয়ে ফেলল। সবখানে একই দশা। পানামা ক্যানাল বন্ধ হয়ে গেলেও তাকে

দোষারোপ করতে পারবে না কেউ। বরং পুরো দুনিয়া তাকে সম্মান দেখাবে, শ্রদ্ধা করবে—এত বড় বিপর্যয়ের পরেও পানামার অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য... এই অঞ্চলের পণ্য পরিবহন চালু রাখার জন্য। এ-রকম হিসেবি ও ধুরন্ধর লোককে বিচারের কাঠগড়ায় তোলা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।'

'তা হলে কি অর্থহীন লড়াই করছি আমরা?' হতাশা ফুটল নেফারতিতির গলায়। 'নাকামুরা কোনোদিনই শাস্তি পাবে না?'

আচমকা যেন ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল রানা। কী বলছে এসব? নিজের হতাশা ছড়িয়ে দিয়েছে সহযোদ্ধার ভিতরে! আগে তো কোনোদিন এমন হয়নি। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, কখনও তো হাল ছাড়েনি ও! তা হলে আজ কেন? নেফারতিতির কথাই কি ঠিক? সাইকোলজিকাল টর্চারে মন দুর্বল হয়ে গেছে ওর?

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল রানার। 'পৃথিবীর কোনও লড়াই অর্থহীন নয়, নেফি। কারণ কোনও লড়াইয়ের ফলাফলই পূর্বনির্ধারিত নয়। তাই আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। হয়তো হেরে যাব, কিন্তু তারমানে এই নয় যে এতকিছুর পরেও পার পেয়ে যাবে নাকামুরার মত একটা পিশাচ। আইনের মাধ্যমে না পারি, আমি তাকে নিজ হাতে শাস্তি দেব।'

ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল নেফারতিতি। এ কোন্ চেহারা রানার! শান্তশিষ্ট, নম্র মানুষটা হঠাৎ করে যেন হিংস্র হয়ে উঠেছে!

কয়েক মিনিট নীরবতায় কাটল। এরপর শোনা গেল অ্যাগুয়েরোর ডাক।

'সেনিয়র!'

সামনে তাকাল রানা। আদিম প্রকৃতির মাঝে প্রযুক্তির এক মরূদ্যানের মত মাথা তুলে রেখেছে পেদ্রো মিগুয়েল লক। ওরা

এখন কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের প্যাসিফিকের পাশটায়। পাহাড় এদিকে ঢালু হয়ে সমতলে মিশেছে। ঢালের গায়ে সবুজ-সোনালি ঘাস আর পাম গাছের সমারোহ। পশ্চিম তীরে পুরনো একটা ক্যাম্প দেখা গেল, ক্যানাল অথোরিটির সম্পত্তি—চেইন লিঙ্কের বেড়া দিয়ে ঘেরা, জং ধরা কতগুলো টিনের ঘর রয়েছে... কম্পাউণ্ডটা পানি পর্যন্ত বিস্তৃত। আঙিনায় কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পের পিছনে রেললাইন আর ট্রান্স-পানামা হাইওয়ে। লকের কাছাকাছি রয়েছে মুরিং সাইট—ওখানে ছোট বোটগুলো থামে, পাইলটকে নামিয়ে কিংবা উঠিয়ে নেয়। এ ছাড়া রয়েছে পার্কিং লট ও দুটো লম্বা ওয়্যারহাউস। আর আছে মেইন্টেন্যান্স শেড—রেলগাড়ির ইঞ্জিন রাখার জন্য। লকের হাজার ফুট দীর্ঘ চেম্বারগুলোর পাড় ঘেঁষে বসানো হয়েছে রেললাইন। লকের ভিতরে জাহাজের নিজস্ব প্রপালশন ব্যবহার করা নিষেধ, ইঞ্জিনগুলো রেললাইন ধরে টো করে জাহাজকে, লকের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। *মিউল*, মানে মালবাহী খচ্চর বলে ডাকা হয় ইঞ্জিনগুলোকে। জাহাজভেদে সর্বোচ্চ ছ'টা মিউল পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় টো করার কাজে।

একটা ট্যাঙ্কার এইমাত্র বেরিয়ে এল ডানদিকের লক থেকে। অ্যাক্সেস ডোর খুলে যাওয়ায় প্রক্রিয়াটা দেখার সুযোগ পেল রানা। একেকটা দরজা পঁয়ষট্টি ফুট চওড়া, সাত ফুট পুরু, সাতশ' টন ওজনের—দু'পাশের পানির প্রবল চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা রাখে। তারপরেও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে দুই সেট ডোর রয়েছে, যাতে এক সেট ভেঙে গেলেও বড় কোনও বিপর্যয় না দেখা দেয়। ছোট্ট বোট থেকে লকের পুরো সেটআপ দেখা সম্ভব হলো না, তবে বই পড়ে রানা জেনেছে, ভিতরে অনেকগুলো চেম্বার রয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে ধাপে ধাপে পঞ্চান্ন ফুট ওঠানামা করানো হয় জাহাজকে—প্যাসিফিক আর আটলান্টিকের

মধ্যকার সি-লেভেলে ওটুকুই পার্থক্য।

বামদিকে লকে একটা ফ্রেইটারের মাস্তুল দেখা যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে ওটাকে উঁচু হতে দেখল রানা। কয়েক মিনিটের মধ্যে দৃশ্যমান হলো পুরো কাঠামো। এদিককার পানির লেভেলে পৌঁছে গেছে। আবারও খুলে গেল অ্যাক্সেস ডোর, হেলেদুলে লক থেকে বেরিয়ে এল জাহাজটা।

'জায়গামত পৌঁছে গেছি,' নেফারতিতিকে বলল, রানা। 'আলো আরেকটু কমুক, তারপর নেমে যেয়ো পানিতে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল নেফি। 'আমি জ্যাঙ্কোকে ডাকছি।' উঠে পড়ল ও।

আগেই বলে দেয়া হয়েছে, ট্যুর গাইডের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে অ্যাগুয়েরোকে। রানার ইশারা পেয়ে ইঞ্জিন আইড্‌ল্ করে এগিয়ে এল। হাত তুলে দেখাতে শুরু করল দু'পাশের বিভিন্ন দৃশ্য, রানাও ক্যামেরার শাটার টিপে চলল মুগ্ধ পর্যটকের মত। তার ফাঁকে নজর রাখছে লকের উপর। বুঝতে চাইছে কোথাও অস্বাভাবিকতা আছে কি না। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। নিয়মিত বিরতিতে লক থেকে বেরুচ্ছে বা ঢুকছে মাঝারি আকারের বিভিন্ন জাহাজ। সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় বড় আকারের কোনও জাহাজ দেখা যাচ্ছে না। রাতের বেলা ক্যানালে বড় জাহাজের চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ।

টুপ করে ডুবে গেল সূর্য। ঘনিয়ে এসেছে আঁধার। রানার ইশারা পেয়ে ডেকে বেরিয়ে এল নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো। পানিতে নামার জন্য তৈরি। পিঠে এয়ারট্যাঙ্ক ঝুলিয়েছে, কোমরে লিড ওয়েইটের বেল্ট, গলায় ঝুলছে বয়ান্সি কম্পেনসেটর। চোখের উপরে মাস্ক, পায়ে ফ্লিপার। এগিয়ে গিয়ে দু'জনের গিয়ার চেক করে নিল রানা। সন্তুষ্ট হয়ে ডান হাতের দু'আঙুলে একটা রিং তৈরি করে সঙ্কেত দিল।

'সাবধানে থেকো,' মুখে বলল, 'লকের অ্যাক্সেস ডোর খোলার সময় অনেক পানি বেরিয়ে আসে, তাই শক্তিশালী স্রোতের মুখে পড়বে তোমরা। সাবধানে না থাকলে ভেসে যেতে পারো। তোমাদের ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি কত?'

মুখ থেকে মাউসপিস সরিয়ে নেফি বলল, 'এক ঘণ্টা। তবে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় উঠে আসব বলে ঠিক করেছি। এর বেশি থাকাটা রিস্কি।'

'ঠিক আছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

মাস্কের ওপার থেকে স্থির চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে নেফারতিতি। হঠাৎ মাস্কটা কপালের উপরে তুলে ফেলে জড়িয়ে ধরল ওকে। চুমু খেলো ওর ঠোঁটে।

'কী ব্যাপার?' থতমত খেয়ে গেছে রানা। 'হঠাৎ...

'নীচে কী ঘটবে জানি না,' ওকে বাধা দিয়ে বলল নেফারতিতি। আলিঙ্গন ছাড়েনি। 'যদি খারাপ কিছু ঘটেই যায়, শেষ একটা স্পর্শ থাকুক তোমার ঠোঁটে।'

'অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!'

'আমি সিরিয়াস, রানা! পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর উঠে আসব আমরা। যদি না আসি, পনেরো মিনিটের বেশি অপেক্ষা কোরো না। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমরা ফিরতে না পারি, তা হলে আর কখনোই পারব না।'

'ফিরতেই হবে তোমাকে। কোথাও গোলমাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসবে। অহেতুক ঝুঁকি নিয়ো না।'

'ঠিক আছে।'

একটা ফ্রেইটার বেরিয়ে এল লক থেকে। ওটার চওড়া শরীরের পিছনে ঢাকা পড়ে গেছে লকের অবয়ব। তারমানে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে না ওয়েইলক্র্যাফটকে। চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে লেন্স জুম করল রানা। উল্টোপাশের ব্রিজ উইঙে

দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন আর পাইলট। এপাশের উইঙে অলস ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে পানামানিয়ান আর্মির দু'জন সৈনিক—অটো ক্যারিয়ারের ঘটনার পর দু'জন করে সশস্ত্র সৈন্য দেয়া হচ্ছে প্রতিটা জাহাজে, ওরা তারই অংশ। তবে দায়িত্বটা ওরা সিরিয়াসলি নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছে দু'জনে। এ-ই সুযোগ। নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কোকে হাতের ইশারা দিল রানা।

গানেলে বসে ছিল দুই ডাইভার। সঙ্কেত পেয়েই উল্টোদিকে ডিগবাজি খেলো। নিচু গানেল পেরিয়ে ঝপ করে পড়ল পানিতে, পরক্ষণে তলিয়ে গেল। কবজিতে বাঁধা নতুন ঘড়িটায় চোখ বোলাল রানা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট... তারমানে সাতটা আঠারোয় ফিরে আসবে ওরা।

পাঁচ

আরামদায়ক উষ্ণ পানি। বোট থেকে দশ ফুট নীচে নেমে থামল নেফারতিতি। ইশারায় জ্যাঙ্কোকেও থামতে বলল। তারপর বুকের কাছে লাগানো বয়ান্সি কম্পেনসেটরে একটু বাতাস ভরে নিল ট্যাঙ্ক থেকে। তারপর ফের নামতে শুরু করল। দ্বিতীয়বার থামল চল্লিশ ফুটে পৌঁছে। এতক্ষণ বাতাস ছাড়েনি, এবার ছাড়ল। শত-সহস্র বুদ্বুদ উঠতে শুরু করল উপরে। সারফেসে পৌঁছুবার আগেই ভেঙে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়ে যাবে ওগুলো, ক্যানালের বুকে কোনও আলোড়ন

তুলবে না। কানের পর্দায় পানির চাপ সয়ে যেতেই ফ্রেইটারের ইঞ্জিনের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ আর প্রপেলারের আলোড়ন শুনতে পেল নেফারতিতি, ওদের বেশ কাছ দিয়ে যাচ্ছে জাহাজটা।

সাগরে ডাইভিং করে অভ্যস্ত নেফি, মিঠে পানিতে এই প্রথম নেমেছে। বয়ান্সির পার্থক্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে একটু সময় নিল। ভিজিবিলিটি প্রায় শূন্যের কোঠায়, বড়জোর দশ ফুট। অযাচিত বিপদ ঠেকাবার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তারপরেও ডাইভ লাইট জ্বালবার ঝুঁকি নিল না। কবজিতে বাঁধা লিউমিনাস ডায়ালের কম্পাসে চোখ বুলিয়ে দিক ঠিক করে নিল, তারপর সাঁতার কাটতে শুরু করল লকের উদ্দেশে। ওর পিছু নিল জ্যাঙ্কো।

কোনও তাড়া নেই দুই ডুবুরির। স্কুবা ডাইভিঙের মূলমন্ত্র ফলো করছে—অহেতুক তাড়াহুড়ো করা যাবে না, তাতে শক্তি আর বাতাস... দুটোরই অপচয় হয়। অথচ পানির নীচের অদ্ভুত জগতে টিকে থাকার জন্য ও-দুটোই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই অলস ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে চলেছে ওরা। দুই পা ছাড়া আর কিছুই নাড়ছে না।

সাঁঝের শেষ আভা এখনও লেগে রয়েছে লেকের বুকে। নেফারতিতির মাথার উপরে ঝুলছে যেন লাল-কালোয় মেশানো এক ছাত। নীচে দুর্ভেদ্য তরল অন্ধকার। আর কোনও বৈচিত্র্য নেই। কয়েক মিনিট পরেই একঘেয়ে হয়ে উঠল দৃশ্যটা। নিজের অজান্তে রানার সুদর্শন মুখটা ভেসে উঠল নেফির মনের আয়নায়। শ্রদ্ধা অনুভব করছে দুঃসাহসী যুবকটির প্রতি। শত্রুদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে, শরীর বা মানসিক অবস্থা... কোনোটাই ভাল নয়; তারপরেও দমে যায়নি। নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে দায়িত্ব। লোকটা মানুষ, না যন্ত্র? যন্ত্র যদি না-ই হবে, ওর

বাহুডোরে এখনও ধরা পড়ছে না কেন? চেষ্টা তো কম করেনি নেফি!

সামনে দিয়ে ভেসে গেল কী যেন। সঙ্গে সঙ্গে সংবিৎ ফিরে পেল নেফারতিতি। জোর করে মন থেকে তাড়াল এলোমেলো ভাবনাগুলো। পানির তলায় অন্যমনস্ক হওয়া মানে বিপদে পড়া। ডাইভ ওয়াচে চোখ বুলিয়ে মন দিল সাঁতার কাটায়।

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। সামনে একটা আবছা কাঠামো দেখতে পেয়ে ডাইভ লাইট জ্বালল নেফারতিতি। বোট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে, এখন আলো জ্বাললে ভয় নেই। ডাইভ লাইটে উদ্ভাসিত হলো কংক্রিটের তৈরি বিশাল এক দেয়াল, ক্যানালের মেঝে থেকে সারফেস ভেদ করে উপরে উঠে গেছে—পেদ্রো মিগুয়েল টুইন লকের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা।

নীচের দিকে বুড়ো আঙুল তাক করে ইশারা দিল জ্যাঙ্কো। মাথা ঝাঁকিয়ে তার পিছু পিছু আরও গভীরে নামতে শুরু করল নেফারতিতি। পঞ্চান্ন ফুট নামার পর স্পর্শ পেল ক্যানালের মেঝের। মসৃণ, ফকফকা পরিষ্কার, যেন ঝাড়ু দেয়া হয়েছে। নিয়মিত জলপ্রবাহের কারণে জলজ আগাছা, শামুক বা আর কোনও জঞ্জাল জমতে পারে না ওখানে। লকের ভিত্তি দেখতে পেল—কংক্রিটের তৈরি অতিকায় ফাউণ্ডেশন, তার মাঝখানে রয়েছে স্টিলের দরজাগুলো, যেন প্রাচীন আমলের দুর্ভেদ্য দুর্গফটক। দরজার দু'পাশে রয়েছে আঠারো ফুট ব্যাসের অনেকগুলো ইনলেট টানেল—সেগুলো কংক্রিটের ফাউণ্ডেশনের ভিতরে ঢুকে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে, সংযোগ সৃষ্টি করেছে লকের ভিতরের সবগুলো চেম্বারের মধ্যে। একেকটা টানেল এতই বড় যে অনায়াসে একটা গাড়ি ঢুকিয়ে রাখা যাবে। টানেলের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে ভালভ। জালের মত বিছিয়ে থাকা এই টানেলগুলো পানির

পাইপের মত কাজ করছে; এক লাখ দশ হাজার বর্গফুট আকারের লকটাকে মিনিটে দু'ফুট হারে ভরিয়ে তোলা যায় ওগুলোর সাহায্যে। আবার প্রতি বর্ষার মৌসুমে লকের ভিতরে জমা বাড়তি কয়েক বিলিয়ন গ্যালন পানিও ওগুলো দিয়েই অপসারণ করা হয়।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল নেফারতিতি, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে কাঠামোটার বিশালত্ব দেখে। বয়সের কারণে কালচে ছোপ পড়ে গেছে কংক্রিটের গায়ে, কিন্তু ইনলেটের ফিডার টানেলগুলোর অতিকায় মুখ তারচেয়েও কালো, অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ওখানে—অশুভ ভৌতিক কোনও গুহার মত লাগছে। শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত বয়ে গেল ওর, মনে হচ্ছে ওই অন্ধকারের ভিতর থেকে কেউ ওকে দেখছে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল জ্যাঙ্কো। ইশারায় জানতে চাইল কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না। মাথা নাড়ল নেফারতিতি, কিন্তু অস্বস্তিটা দূর হলো না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল একটা টানেলের দিকে, ডাইভ লাইটের আলো ফেলল ওখানে। হঠাৎ কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল অন্ধকারে, তারপরেই জ্যা-মুক্ত তীরের মত তীব্রবেগে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রূপালি একটা অবয়ব। সরাসরি ওর দিকে!

স্থান-কাল ভুলে গেল নেফারতিতি, চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে। মুখ থেকে রেগুলেটর সরে গেল, নাকেমুখে ঢুকে গেল পানি। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে গিয়ে ফেস মাস্কে হাত লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্ধ হয়ে গেল ও, সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পানি ঢুকে পড়েছে মাস্কের ভেতর। উত্তেজনায় ভুলে গেল, কী করে পানি বের করে দিতে হয়।

হঠাৎ কাঁধ চেপে ধরল কেউ। চমকে উঠল নেফারতিতি। ধরেই নিল, ভয়ঙ্কর ওই জানোয়ারটা এবার শেষ করতে এসেছে

ওকে। কিন্তু না, পিঠের ট্যাংকে তিন বার আলতো টোকা পড়ল। জ্যাঙ্কো এগিয়ে এসেছে ওকে সাহায্য করতে।

শান্ত হয়ে এল নেফারতিতি। উত্তেজনা আর আতঙ্ক চলে গেল। মনে পড়ল, কী করে পানি বের করে দিতে হয়। মাথা ডানে ঘোরাল ও, আস্তে করে এক আঙুলে চাপ দিল মাস্কের বাঁ পাশে। সামান্য ফাঁক হলো মাস্ক। জোরে শ্বাস ফেলল সে। বুদ্বুদ তুলে বেরিয়ে গেল বাতাস, সঙ্গে নিয়ে গেল মাস্কের ভিতরের পানি। আঙুল সরিয়ে আনতেই আবার জায়গামত বসে গেল মাস্ক। অন্ধকার সরে গেল চোখের সামনে থেকে। রেগুলেটরটা তুলে মুখে বসিয়ে নিল ও।

জ্যাঙ্কোর উপর চোখ পড়ল নেফির। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে লোকটা। আঙুল তুলে পিছনে দেখাল। ডাইভ লাইটের আলো ওদিকে ঘোরাতেই খিঁচড়ে গেল মেজাজ। এর জন্যে এত ভয় পেয়েছে ও! আট ফুট লম্বা একটা বড়সড় টারপন মাছ, সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে দূরে। নিজের ওপরই রাগ হলো ওর, অযথা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথা এক করে একটা রিং তৈরি করল জ্যাঙ্কো, দেখাল নেফারতিতিকে। তারমানে সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। পাশে চলে এল নেফারতিতি। যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে, এবার তল্লাশি শুরু করতে হয়। লকের আশপাশে কোনও সাবমারসিবল আছে কি না খুঁজে দেখবে। এ-মুহূর্তে ওটা যদি না-ও থাকে, কোনও না কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে বলে আশা করছে। ক্যানালের মেঝেতে ডাইভ লাইটের আলো ফেলে সাঁতার কাটতে শুরু করল দু'জনে। লকের দরজা থেকে দূরে থাকছে, ওগুলো খোলার সময় যদি সামনে পড়ে যায়, পানির তুমুল স্রোতে খড়কুটোর মত ভেসে যাবে। দূরে থাকছে ইনলেটের টানেল থেকেও। ভালভ খুলে দিলে তীব্র বেগে ওখান দিয়ে পানি ঢোকে

লকে—সেই স্রোতে আটকা পড়লেও বিপদ।

তল্লাশি চালাতে চালাতে আবার রানার কথা ভাবল নেফারতিতি। না, এবার আর মেয়েলি চিন্তা নয়... যুক্তিনির্ভর ভাবনা। রানার থিয়োরিটা কতখানি বাস্তবসম্মত? এখন পর্যন্ত পানামা ক্যানাল বিষয়ে নাকামুরার পরিকল্পনা সম্পর্কে ওরা যা আন্দাজ করেছে, সেটাই বা কতখানি সাঠক? দুর্ঘটনাগুলো যদি স্বাভাবিক হয়... যদি কোনও প্রমাণ পাওয়া না যায় অদৃশ্য কোনও শক্তির? তা হলে কি ধরে নিতে হবে সবই ওদের কল্পনা? ক্যানালের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই নাকামুরার? রানা কীভাবে নেবে সেটা? মানসিক অবস্থা ভাল নয় ওর, মুষড়ে পড়বে না তো!

নাহ্, তা ঘটবে না। মনে মনে ভাবল নেফারতিতি। এখন পর্যন্ত যতটুকু চিনেছে রানাকে, হাল ছেড়ে দেবার মানুষ বলে মনে হয়নি ওকে। একটা থিয়োরি ভুল প্রমাণিত হলে নিশ্চয়ই আরেকটার পিছনে ছুটবে। দৃঢ় এক প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখেছে ও রানার চেহারায়। নাকামুরাকে এত সহজে রেহাই দেবে না।

গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। আবারও খুলতে শুরু করেছে লকের দরজা। আরেকটা জাহাজ বেরিয়ে এল। দূর থেকে পানির তলায় ওটার খোলের কালচে অবয়ব দেখল ওরা। প্রপেলার চালু হলো, আলোড়ন উঠল পানিতে। হাত-পা নেড়ে আরেকটু সরে এল দুই ডাইভার। ঘড়ি দেখল নেফারতিতি, বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, হাতে আর মাত্র পঁচিশ মিনিট। অথচ বিশাল একটা এলাকা তল্লাশি করা বাকি, এর মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়। যতটুকু সম্ভব তা-ই করবে ভেবে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জনে। ডাইভ লাইটের আলো ফেলে খুঁটিয়ে দেখছে ক্যানালের তলদেশ।

কাদায় মাখা কতগুলো ধাতব স্ট্রাকচারের দিকে ইশারা করল জ্যাঙ্কো। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝল, ওগুলো শতাব্দীপ্রাচীন ইকুইপমেন্টের ধ্বংসাবশেষ। খননকাজের শেষে ফেলে যাওয়া

হয়েছে। আশপাশে এমনতরো হাজারো জিনিস পড়ে আছে, কিন্তু কোনও ধরনের ডুবোজাহাজ বা পানির নীচে নড়াচড়া করতে পারে এমন কিছুর সন্ধান মিলল না।

আবার ঘড়ি দেখল নেফারতিতি। ত্রিশ মিনিট। লকের পাশ থেকে বোটের দিকে তল্লাশি চালিয়ে আসছে বলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, তারপরেও আর দেরি করা চলে না। অনুমান করল, অন্তত দশ মিনিট তো লাগবেই। ডিকম্প্রেশনের জন্যেও কমপক্ষে দু'মিনিট স্টপেজ দিতে হবে। হতাশা অনুভব করল, কিচ্ছু খুঁজে পায়নি। পাবার সম্ভাবনাও দেখছে না। রানা ভুল করেছে। ভুল করেছে মার্কোসও। দুর্ঘটনার পিছনে আর যা-ই থাকুক, সাবমারসিবল ছিল বলে মনে হচ্ছে না। তবুও ফিরতি পথে রওনা হবার আগে শেষ তিন মিনিট চেষ্টা করবে বলে ঠিক করল। ইশারায় জ্যাঙ্কোকেও জানাল সেটা।

তল্লাশি নিয়ে দু'জনে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, টের পেল না, ঘনিয়ে এসেছে বিপদ। ভূতের মত ওদের মাথার উপরে উদয় হয়েছে ফ্রগম্যানের গিয়ার পরা ছ'জন ডুবুরি। পাক খাচ্ছে শিকারি হাঙরের মত। দলনেতার সঙ্কেত পেয়ে আচমকা নামতে শুরু করল জোড়ায় জোড়ায়। দ্রুতবেগে। যেন পানি চিরে ছুটে আসছে জোড়া টর্পেডো।

ঘাড় শিরশির করে উঠল নেফারতিতির। ঝট করে উপরে তাকাল। চমকে উঠল নবাগতদের দেখে। তবে এবার আর বুদ্ধি হারাল না। দ্রুত ডাইভ লাইট ঘুরিয়ে দু'বার ফ্ল্যাশ করল, সতর্ক করে দিল জ্যাঙ্কোকে। তারপর গোড়ালির উপরে বাঁধা ছুরিটা খুলে আনল খাপ থেকে। শান্ত চোখে যাচাই করল পরিস্থিতি।

ছ'জন ফ্রগম্যান। কুচকুচে কালো রঙের ওয়েটসুট পরে আছে। চারজনের হাতে ছুরি, বাকি দু'জনের হাতে স্পিয়ারগান। স্পিয়ারগানদুটোই সমস্যা। নইলে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে তীর

বেগে সারফেসে উঠে যাবার একটা চেষ্টা করা যেত। ঝুঁকি নিল না নেফারতিতি। বয়ান্সি কমপেনসেটর থেকে বের করে দিল সব বাতাস, তারপর ভারী পাথরের মত নেমে যেতে শুরু করল খালের তলদেশে। জ্যাঙ্কো অনুসরণ করল ওকে। তবে পিঠ ঘুরিয়ে সাঁতার কাটছে জ্যাঙ্কো, নীচে নামতে নামতে নজর রাখছে আগ্রাসী শত্রুদের উপর। নিজের ছুরিটা ধরে রেখেছে বুকের কাছে।

ক্যানালের মেঝে থেকে বিশ ফুট উপরে এসে থেমে গেল দুই স্পিয়ারগানধারী। এমনভাবে পজিশন নিল, যাতে নীচে নামতে থাকা চার সঙ্গীকে কাভার দিতে পারে। লক থেকে জায়গাটা খানিকটা দূরে, স্রোত কম, তলদেশে ছোটবড় পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। দুটো পাথরের মাঝখানে ফ্লিপার আটকে পজিশন নিল নেফারতিতি—লড়াই করবে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই এক ফ্রগম্যান নেমে এল ওর পাশে। ছুরি চালাল। নিচু হয়ে গিয়ে সহজেই আঘাতটাকে ফাঁকি দিল নেফারতিতি, পরক্ষণে সর্বশক্তিতে নিজের ছুরি চালাল। পা আটকে রাখায় ভাল লেভারেজ পাচ্ছে। ফ্রগম্যানের উরুতে লাগল পোঁচ। দু'ফাঁক হয়ে গেল ওয়েটসুট আর চামড়া। বেরিয়ে এল রক্ত। ব্যথায় পিছিয়ে গেল সে। ঘুরতে শুরু করল। পা ছাড়াতে একটু দেরি হয়ে গেল নেফির, ততক্ষণে নাগালের প্রায় বাইরে চলে গেছে সে। মরিয়া হয়ে আবারও ছুরি চালাল। এবার লোকটার কোমরে... এয়ারট্যাঙ্কের তলায় লাগল পোঁচ। অগভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো।

খেপে গেল ফ্রগম্যান। ঘুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল নেফারতিতির উপর। তার দিকে পিঠ ঘোরাল ও, ঠং করে এয়ারট্যাঙ্কে বাড়ি খেলো লোকটার ছুরির ফলা। পাশ ফেরা অবস্থাতেই মুক্ত হাতটা চালাল নেফি। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে খুঁজে নিল ভালভ, সেটা ঘুরিয়ে দিতেই লোকটার বয়ান্সি

কম্পেনসেটরে হুড়মুড় করে ঢুকল বাতাস। সাঁই করে রকেটের মত উঠে গেল সে। তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে সারফেসের দিকে। বাতাস ছেড়ে দিয়ে আবার নেমে আসতে পারবে, তবে তার আগে মূল্যবান কয়েক মিনিট সময় পাওয়া গেল।

সঙ্গীর খোঁজে নজর বোলাল নেফি। বাকি তিন ফ্রগম্যানের সঙ্গে একাই লড়ে চলেছে জ্যাঙ্কো। একজনের কাঁধ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, বাকি দু'জন অক্ষত। ওকে তিনদিক থেকে কর্ডনের মত ঘিরে ধরার চেষ্টা করছে তিন ফ্রগম্যান, যাতে উপর থেকে স্পিয়ারগানাররা বর্শা ছুঁড়তে পারে। হাত-পা ছুঁড়ে জ্যাঙ্কোকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল নেফি, হামলা করল সবচেয়ে কাছের ফ্রগম্যানকে। সঙ্গীর ইশারা পেয়ে দ্রুত ঘুরতে শুরু করল লোকটা।

পিছন থেকে আক্রমণ আসছে, স্বাভাবিকভাবেই লোকটা ভাবল ওর এয়ারহোস কেটে দিতে চাইছে নেফি। সেটাকে বাঁচাবার জন্য ঘুরে গেল পুরোপুরি, বুক চিতিয়ে মুখোমুখি হলো তরুণীর। সাপের মত ছোবল দিল নেফির হাত, আগের মতই খুলে দিল লোকটার বয়ান্সি কম্পেনসেটরের ভালভ। বুকের ভেস্ট ফুলে উঠল, এ-লোকটাও ছিটকে গেল উপরে। তবে এবার তাকে একা ছাড়ল না নেফি। পিছন থেকে এয়ারট্যাঙ্ক খামচে ধরে নিজেও উঠতে শুরু করল। ফ্রগম্যানের শরীরকে ঢালের মত ব্যবহার করছে। ফ্লিপার নেড়ে দিক পরিবর্তন করল, লোকটাকে নিয়ে ফেলল একজন স্পিয়ারগানারের গায়ে।

ঠোকাঠুকিটা খুব জোরালো হলো না, তবে বেসামাল হয়ে পড়ল স্পিয়ারগানার। ছুরিঅলাকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল নেফি। ছুরিঅলাও নিজের বয়ান্সি অ্যাডজাস্ট করে যোগ দিল লড়াইয়ে। এরিয়াল ব্যাটলের আদলে শুরু হলো ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। তিনজনেই পরস্পরকে নাগালে পেতে

চাইছে। ফ্রগম্যানদের রিস্ট লাইটের আলোয় ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিয়ে উঠল ছুরির ফলা। ক্লোজ কমব্যাটের কারণে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে প্রথম লোকটার স্পিয়ারগান। দ্বিতীয়জনও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। একটু দূরে ভেসে থেকে অপেক্ষা করছে নেফিকে একা পাবার, কিন্তু সেই সুযোগ তাকে দিল না ও।

নীচ থেকে এবার দ্বিতীয় স্পিয়ারগানারকে লক্ষ্য করে ছুটে এল জ্যাঙ্কো। পিছু পিছু ধাওয়া করল বাকি দুই ফ্রগম্যান, কিন্তু অগ্রাহ্য করল তাদেরকে। চোখের কোণে নড়াচড়া দেখতে পেয়ে দ্রুত ওর দিকে স্পিয়ারগান ঘোরাল উপরের লোকটা, তাড়াহুড়ো করে চেপে দিল ট্রিগার। বন্দুকের গুলির চেয়ে অনেক ধীরে এগোয় স্পিয়ার, তাই প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট সময় পেল জ্যাঙ্কো। থামল না, শুধু শরীর একটু মুচড়ে কাত হয়ে গেল। ওর পাশ দিয়ে বুদ্বুদ তুলে নীচে নেমে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বর্শা।

দ্বিতীয় স্পিয়ারগানারকে পেরিয়ে গেল তরুণ লিজনেয়ার, উপরে উঠেই ডিগবাজি খেলো। উল্টো হয়ে ঝুলছে এখন পানিতে। স্পিয়ারগানার কিছু বুঝে ওঠার আগেই খপ করে চেপে ধরল তার একটা এয়ারহোস, ছুরির এক পোঁচে কেটে দিল ওটা। একরাশ বাতাস বেরিয়ে এল কাটা হোস থেকে। বুদ্বুদের ফুলঝুরির মাঝে অন্ধের মত হাতড়াল ও, খুঁজে নিল দ্বিতীয় হোসটা। ওটায় পোঁচ দিতে যাবে, এমন সময় তীব্র একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল দু'পায়ের মাঝখানে।

প্রথম ফ্রগম্যানের কথা ভুলে গিয়েছিল জ্যাঙ্কো, বয়ান্সি কম্পেনসেটরে বাতাস ভরে যাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছিল নেফারতিতি। সবার অলক্ষে নীচে নেমে এসেছে সে, নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে উল্টো হয়ে থাকা জ্যাঙ্কোর অরক্ষিত উরুসন্ধি। হাতের ছুরির পুরো ফলাটা গেঁথে দিয়েছে ওর দুই টেস্টিকলের তলা দিয়ে।

সময় যেন মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল। এরপরেই এক টানে ছুরিটা বের করে নিল খুনি। জ্যাঙ্কোর উন্মুক্ত ক্ষত দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। হাত থেকে ছুরি খসে গেছে ওর, এবার সুতোকাটা পুতুলের মত নেমে যেতে থাকল নীচে। রক্তক্ষরণে মারা যাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তাও রেহাই নেই। পাশ দিয়ে যাবার সময় স্পিয়ারগানের বাট দিয়ে সজোরে মাস্কের উপর ঘা মারল গানার। কাঁচ ভেঙে গেল, চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ার আগে চোখে-মুখে-নাকে উষ্ণ পানির স্পর্শ অনুভব করল তরুণ লিজনেয়ার।

কাটা এয়ারহোসের ভালভ বন্ধ করল স্পিয়ারগানার। সঙ্গীকে নিয়ে এবার হামলা চালাতে গেল নেফারতিতির উপর। আর তখুনি গুমগুম করে একটা নতুন আওয়াজ ভেসে এল। থমকে গেল দুই ডুবুরি, ওই শব্দের অর্থ জানে। আরেকটা জাহাজ ঢুকবে লকের শেষ চেম্বারে, তাই খুলে দেয়া হয়েছে ইনলেটের ভালভগুলো। উল্টোমুখী পানির স্রোত শুরু হলো বলে! এতক্ষণে দু'জনে খেয়াল করল, লড়াই করতে করতে লকের বেশ কাছে চলে এসেছে ওরা, একেবারে ইনলেটগুলোর সামনে। ক্রসকারেন্টে আটকা পড়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি রিস্টলাইট জ্বেলে-নিভিয়ে বাকিদেরকে সঙ্কেত দিল ওরা, তারপর মুখ ঘুরিয়ে পাগলের মত সাঁতার কাটতে শুরু করল পাড়ের দিকে।

নেফি লড়াই করছিল, হঠাৎ ওকে ছেড়ে সরে গেল ফ্রগম্যান আর স্পিয়ারগানার। ঘুরে গিয়ে বাকিদেরকে অনুসরণ করল তারা। এক মুহূর্তের জন্য বোকার মত ভেসে রইল ও, বুঝতে পারছে না কী ঘটল। আরেকটু হলেই ওকে ঘায়েল করতে পারত ওরা, ইতিমধ্যে ওর গায়ে অগভীর দুটো আঁচড়ও বসাতে পেরেছে... এ-অবস্থায় হঠাৎ পিঠটান দিল কেন?

উত্তেজনায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যেন বধির হয়ে রইল নেফি, তারপর শুনতে পেল ইনলেট ভালভের আওয়াজ। এবার নিজেও টের পেল বিপদটা। কোন্‌দিকে যাবে ঠিক করতে পারল না। কোনোকিছু না ভেবে পিছু নিল শত্রুদের।

লেকের তলার পরিত্যক্ত একটা স্ট্রাকচারের দিকে এগোচ্ছে ছয় ডুবুরি। একটু আগে ওখান দিয়ে জ্যাঙ্কোকে নিয়ে ঘুরে গেছে নেফারতিতি। তখন কিছুই বোঝেনি, কিন্তু এখন ভাল করে তাকাতেই চমকে উঠল। জিনিসটা আসলে আধুনিক এক ডাইভিং বেল—এক ধরনের প্রেশারাইজড চেম্বার, যার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে ডুবুরিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানির তলায় কাটিয়ে দিতে পারে। নিখুঁত ছদ্মবেশ পরানো হয়েছে ওটাকে। লালচে রঙ আর শ্যাওলার প্রলেপ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হয়েছে, যাতে দ্বিতীয়বার কেউ ফিরে না তাকায়। শুধু তা-ই নয়, ডাইভিং বেলের ডানদিকে লোহার তালের মত যে-জিনিসটা পড়ে আছে, সেটাও আধুনিক। প্রথম দেখায় পুরনো কোনও অচেনা যানবাহন মনে হচ্ছিল, এখন চিনতে পারছে নেফি—চাকার মত বেরিয়ে থাকা জিনিসটা আসলে ইমপেলার... বেরিয়ে আছে স্পেশালাইজড একটা সাবমারসিবলের গা থেকে! ওটাও ছদ্মবেশে ঢাকা!

রানার ধারণাই ঠিক।

আর কিছু ভাববার সুযোগ পেল না, তার আগেই প্রচণ্ড এক টান অনুভব করল শরীরে। ভালভ পুরোপুরি খুলে গেছে। প্রবল বেগে পানির ধারা ছুটছে ইনলেটের দিকে। তার মাঝে পড়ে গেছে নেফারতিতি। যাদের সঙ্গে এতক্ষণ লড়ছিল, সেই ফ্রগম্যান আর স্পিয়ারগানারও আটকা পড়েছে ক্রসকারেন্টে—ওদেরকে মাত্র দু'ফুট সামনে দেখতে পেল নেফি। বাকি চার ডুবুরি রক্ষা পেয়েছে অল্পের জন্য।

ফ্রগম্যান আর স্পিয়ারগানার প্রাণপণে সাঁতার কাটছে, নেফিও

তা-ই করল। এগোতে না পারুক, অন্তত পজিশন ধরে রাখতে পারলেও চলে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টের পেল, অমিতশক্তি স্রোতের বিরুদ্ধে খামোকাই লড়াই করছে। অনিবার্য পরিণতিকে এড়াবার কোনও উপায় নেই, শুধু একটু দেরি করিয়ে দেয়া। স্পিয়ারগানার তার হাতের অস্ত্রটা আগেই ফেলে দিয়েছে, এবার তাকে কুঁজো হয়ে ওয়েটবেল্ট খুলতে দেখল—ভাবছে ওজন কমাতে পারলে ভেসে উঠতে পারবে। কিন্তু পারল না, বরং বেল্ট খুলতে গিয়ে স্রোতের হ্যাঁচকা টানে নেফিকে পেরিয়ে বেশ কিছুদূর পিছিয়ে গেল সে।

পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একসময় টের পেল নেফারতিতি, হেরে গেছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, অতিকায় একটা ইনলেটের বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই ঢুকে যাবে ভিতরে, ঠেকাবার উপায় নেই। পাগলা স্রোতের টানে বদ্ধ টানেলের দেয়ালে ক্রমাগত বাড়ি খাবে ওর দেহ, ছাতু হয়ে যাবে হাড়গোড়। থেঁতলানো দেহটা শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসবে লকের কোনও একটা চেম্বারে।

বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি অনুভব করল নেফারতিতি, আর তখুনি আচমকা বুঝে ফেলল কী করতে হবে। টানেলে যখন ঢুকতেই হবে, অযথা স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ নেই। তারচেয়ে ভিতরে টিকে থাকার একটা চেষ্টা করা যাক। বেঁচে থাকলে এই স্রোতই ওকে লকের ভিতরে নিয়ে যাবে... দেবে মুক্তি।

পানির টানে ফ্রগম্যান ওর পাশে চলে এসেছে। একটু কাত হয়ে লোকটার নাগালের মধ্যে চলে গেল নেফারতিতি, দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ফ্রগম্যান, কিন্তু সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। পানির টানে ভয়ানক গতিতে দেহটা ছুটতে শুরু করেছে

ইনলেটের দিকে। হাজার চেষ্টাতেও আর সাঁতার কাটতে পারল না। নেফিকেও টানছে স্রোত, কিন্তু কায়দা করে লোকটার সামনে চলে এল ও, তাকে ঢাল বানিয়ে আশ্রয় নিল উল্টোদিকে। পিছনে থাকা স্পিয়ারগানারের উপর প্রবল বেগে আছড়ে পড়ল ওরা। তালগোল পাকিয়ে তিনজনে একসঙ্গে ছুটে চলেছে এবার।

আবারও পজিশন ঠিক করে নিল নেফারতিতি, লোকদুটোর উল্টোদিকে চলে এল। মুখ তুলে দেখল, এসে গেছে টানেলের মুখ। আঠারো ফুট ব্যাসের টানেলগুলো যথেষ্ট প্রশস্ত, ঢোকার সময় বিপদ হবার কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, সরাসরি ঢুকছে না ওরা। একটু উপর থেকে কোনাকুনিভাবে ঢুকছে... একেবারে টানেল-মুখের কিনার ঘেঁষে।

বিপদ টের পেয়ে শরীর দলা পাকিয়ে ফেলল নেফারতিতি, কিন্তু অপর দুই ডুবুরি সেটা করল না। ফলে ঢোকার সময় ভীষণ জোরে টানেলের কিনারে বাড়ি খেলো ফ্রগম্যানের মাথার পিছনটা। বিচ্ছিরি একটা শব্দ হলো—নারকেলের মত ফেটে গেছে খুলি। বেচারার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কপালজোরে স্পিয়ারগানার সংঘর্ষ ছাড়াই ঢুকে যেতে পারল, আর তার পিছু পিছু নেফারতিতি ঢুকল নিরাপদে।

এবার দেখা দিল আসল বিপদ। কংক্রিটের তৈরি টানেলের সারফেস কর্কশ। যে-বেগে যাচ্ছে ওরা, ঘষা খেলে হাড় থেকে মাংস উঠে আসবে। তা ছাড়া সামনে রয়েছে টানেলের আঁকবাঁক, শাখা-প্রশাখা। সেসব জায়গায় আছড়ে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে হাড়। কীভাবে এসব বিপদ সামাল দেবে, তা আগেই ঠিক করে নিয়েছে নেফারতিতি। দু'হাত বাড়িয়ে স্পিয়ারগানার আর মৃত ফ্রগম্যানের ওয়েটসুটের বুকের কাছটা মুঠো করে ধরল। মাস্কের ওপাশে বিস্ময় ফুটল স্পিয়ারগানারের চোখে, নেফির মতলব বুঝতেই বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি।

মেঝের দিকে নেমে যাচ্ছে ওরা—ব্যাপারটা টের পেতেই ফ্রগম্যানের লাশটা নীচে নামিয়ে আনল নেফি। পাহাড়ি ঢাল থেকে পিছলে নামার সময় বাচ্চারা যেমন তোষক বা জাজিমের উপর চড়ে বসে, ঠিক সেভাবে চড়ে বসল ওটার উপরে। ঠং করে টানেলের তলায় বাড়ি খেলো এয়ারট্যাঙ্ক, প্রথম ঘষাতেই স্ট্র্যাপ থেকে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ফ্রগম্যানের পিঠ নেমে এল মেঝেতে। পিছনে লালচে একটা রেখা সৃষ্টি হলো, প্লানিতে ভেসে গেল মাংস আর ওয়েটসুটের টুকরো। ড্রপ খাবার ভঙ্গিতে আবার উপরে উঠে এল। এবার ডানদিকে ভেসে যাচ্ছে নেফারতিতি। পাগলের মত মাথা নাড়ছে স্পিয়ারগানার, কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না। এদের হাতে খুন হয়েছে জ্যাঙ্কো, তাই কোনও দয়া অনুভব করছে না। ঢালের মত লোকটাকে ডানদিকে ব্যবহার করল ও।

ঘুরপাক খেতে খেতে টানেলের মাঝ দিয়ে ছুটে চলল তিনটে দেহ। কী ঘটছে, কোথায় যাচ্ছে... কিছুই জানে না নেফারতিতি। কানের মধ্যে শুধু শোঁ শোঁ আওয়াজ, টানেলের গভীরে পৌঁছে যাওয়ায় চারদিকে নিকষ অন্ধকার—নিজের ডাইভ লাইট বহু আগেই হারিয়েছে, বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে অপর দুই ডুবুরির রিস্টলাইটও। ও শুধু আঁকড়ে ধরে রইল ওদেরকে। একজন মৃত, অন্যজন এখনও জীবিত কি না জানে না; স্রেফ লেপ্টে রয়েছে দেহদুটোর সঙ্গে। মাঝে মাঝে ধাক্কা খেলে বুঝতে পারছে, দুই ঢাল রক্ষা করছে ওকে। তারপরেও একেবারে অক্ষত নয় ও। শরীরের অন্তত দু'জায়গায় ঘষা খেয়েছে, কিন্তু ব্যথা অনুভব করছে না কোনও। সে-অবস্থা নেই।

ইংরেজি টি অক্ষরের মত একটা জাংশানে পৌঁছুল ওরা। ভীষণ জোরে আছড়ে পড়ল দেয়ালের উপর। ঝাঁকি খেয়ে নেফারতিতির মুখ থেকে খসে পড়ল রেগুলেটর, হাত থেকে ছুটে

গেল মৃত ফ্রগম্যানের লাশ। টের পেল, পানির চাপে অন্য হাতের তলায় মড়মড় করে ভাঙছে স্পিয়ারগানারের পাঁজর। এরপর ওর পালা। পাগলের মত হাত ছুঁড়ল ও, খুঁজে পেতে চাইল মাউসপিসটা, পেল না। অক্টোপাসের শুঁড়ের মত মাউসপিস আর এয়ারহোস পাক খাচ্ছে পানির তোড়ে। পরমুহূর্তে বামদিকের স্রোতে ভেসে গেল ও। স্পিয়ারগানারের লাশ কোন্‌দিকে গেছে জানে না।

বাতাসের অভাবে আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস, চোখের কোণে এক চিলতে আলো দেখতে পেল নেফারতিতি। টানেলের ছাতে একটা চারকোনা ওপেনিং! হাত-পা ছুঁড়ে পৌঁছুতে চাইল ওখানে। লাভ হলো না। ওপেনিঙের মুখ থেকে ওকে ছোঁ মেরে সরিয়ে নিল স্রোত। হাল ছেড়ে দিল নেফি—আর আশা নেই। ডুবে মরতে হচ্ছে ওকে। আর তখুনি আরেকটা ওপেনিং দেখতে পেল সামনে। স্রোতও একটু দুর্বল হয়ে এসেছে যেন।

আশার আলো জ্বলে উঠল ওর মনে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আরেকবার চেষ্টা করল নেফারতিতি। এবার ধরে ফেলতে পারল ওপেনিঙের কিনারা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পানির ধাক্কায় ফোকর গলে বেরিয়ে গেল ও।

খোলা পানিতে নিজেকে আবিষ্কার করল নেফি। ওপেনিঙের জায়গাটায় তোড় আছে বটে, কিন্তু চারদিক শান্ত। জলাশয়ের আকার-আয়তন দেখে বুঝতে পারল, লকের বিশাল এক চেম্বারে পৌঁছে গেছে। জ্যান্ত অবস্থায়! উপরে তাকাল। লকের দু'পাশে বসানো হাই ইনটেনসিটি ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলোয় ঝলমল করছে সারফেস। সেই আলোই আসছে পানির তলায়।

ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে বাতাসের অভাবে। তাড়াতাড়ি রেগুলেটরটা খুঁজে নিয়ে মুখে গুঁজল ও। তাজা বাতাস যেন মুহূর্তেই সুস্থ করে তুলল ওকে। শান্ত হয়ে এল নার্ভ। ডেপথ

চেক করল। আটত্রিশ ফুট। উপরে উঠতে চাইলে দু'মিনিটের ডিকম্প্রেশন স্টপেজ দিতে হবে। কিন্তু এয়ারট্যাঙ্কে অত বাতাস আছে কি? গজ চেক করতে চাইল, কিন্তু বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে ওটা। ঘড়ি দেখল, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে বোট ছেড়ে আসার পর। অবাকই হলো, মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল পেরিয়ে গেছে খুনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই শুরু করবার পর'। আসলে পেরিয়েছে পনেরো মিনিটেরও কম। তারমানে এখনও কয়েক মিনিটের বাতাস আছে ট্যাঙ্কে।

খুশি হয়ে উঠল নেফারতিতি। এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। সারফেসে ভেসে উঠলেই হয়। মাথার উপরে একটা জাহাজের তলদেশ দেখতে পাচ্ছে, একটু পরেই বেরুবে লক থেকে। উপরে উঠে ওটার খোলের ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে পারবে ও। লকের দরজা খুললে বেরিয়ে যেতে পারবে... সাঁতার কেটে ফিরতে পারবে বোটেও।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নেফারতিতি। উঠতে শুরু করল উপরে। বিশ ফুট উঠে দু'মিনিটের বিরতি নিল, তারপর আবার রওনা হলো সারফেসের দিকে। ইতিমধ্যে আরও কয়েক ফুট বেড়ে গেছে চেম্বারের পানি। লকের দেয়াল আর ভাসমান জাহাজের খোলের মাঝখানে দশ ফুট ফাঁকা জায়গা—ওখানটা লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। কাছাকাছি পৌঁছুতেই খোলের গায়ে জমাট বাঁধা প্রবাল আর শৈবাল দেখতে পেল, কাঁটার মত উঁচু হয়ে আছে—দীর্ঘদিন পানিতে ডুবে থাকার কুফল। কতকাল জাহাজের ডকিং করা হয় না কে জানে, তাই পরিষ্কার করা হয়নি। খোঁচা খেলে হাত-পা কেটে যাবে। দেয়ালের দিকে তাই আরেকটু ঘেঁষে এল নেফি।

জাহাজের কীল পেরুতেই বুকের ভিতর শূন্যতা অনুভব করল ও, এয়ারট্যাঙ্ক খালি হয়ে গেছে। যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক কম বাতাস ছিল ওটায়। ফিরে এল বুকের জ্বালাপোড়া।

তাই বলে অস্থির হলো না, ঠাণ্ডা রাখল মাথা। সারফেস আর বেশি দূরে নয়, জোরে জোরে লাথি মারল পানিতে, বাড়াল উপরে উঠবার গতি।

আর তখুনি দমকা বাতাস বয়ে গেল লকের উপর দিয়ে। লকে অপেক্ষমাণ জাহাজটার গায়ে বাড়ি খেলো সেই বাতাস। পাইলটের দায়িত্বে রয়েছে এক জাপানি তরুণ—নতুন চাকরি নিয়েছে, অনভিজ্ঞ। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হয় জানে না, ফলে বাতাসের ধাক্কায় নড়ে উঠল জাহাজ। ধীরে ধীরে সরতে শুরু করল পাড়ের দিকে।

উপরদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল নেফারতিতি। কমে যাচ্ছে আলো... দশ ফুটের গ্যাপটা কমে এসেছে পাঁচ ফুটে। আরও কমছে। ড্রিফট করতে থাকা জাহাজের খোল আর লকের অটল কংক্রিটের দেয়ালের মাঝখানে পড়ে গেছে ও। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পিষে যাবে ওর দেহ।

বাঁচার উপায় একটাই। নেমে যেতে হবে নীচে। জাহাজের তলা দিয়ে ঘুরে অন্যপাশে ভেসে উঠতে হবে। সমস্যা হলো, ওর ট্যাঙ্কে বাতাস নেই। তাই বলে পিষ্ট হওয়াও চলে না। নির্দ্বিধায় বয়ান্সি কম্পেনসেটরের সব বাতাস বের করে দিল নেফারতিতি। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েট বেল্ট আর ভারী ডাইভিং গিয়ারের ওজনে তলিয়ে যেতে শুরু করল ও।

আরও ঘেঁষে এসেছে জাহাজ। সরবার আগেই দু'হাতের ঘষা লাগল খোলের গায়ে। ধারালো প্রবালের খোঁচায় কেটে গেল তালু, বেরিয়ে এল রক্ত। বাতাসের জন্য চিৎকার করছে ফুসফুস, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে নেফারতিতি। নীচে তাকাল, কিন্তু ঠাহর করতে পারল না কিছু। সব কেমন ঘোলা ঘোলা হয়ে গেছে। দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেলো ওর এয়ারট্যাঙ্ক, ধাক্কা খেয়ে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেল দেহ। হাত দিয়ে ঠেকাতে চাইল নেফি, পরিণামে

খোলের সঙ্গে ঘষা খেয়ে আবারও ক্ষতবিক্ষত হলো আঙুল আর হাতের তালু।

জাহাজের সঙ্গে দেয়ালের দূরত্ব যখন মাত্র দু'ফুট, তখুনি ফাঁক গলে নেমে এল নেফারতিতির দেহ। পরমুহূর্তে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেলো জাহাজ। ইস্পাত আর কংক্রিটের সংঘর্ষে গগনবিদারী আওয়াজ হলো, সেই আওয়াজ পৌঁছুল পানির তলাতেও। কিন্তু নেফারতিতি সেটা শুনতে পেল না। সমস্ত ইন্দ্রিয় অকেজো হতে বসেছে ওর। জাহাজের নীচে পৌঁছে গেছে, এখন অন্যপাশ দিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করলেই হয়... কিন্তু কিছুই করা হলো না। স্রেফ তলিয়ে যেতে থাকল।

যেন স্লো-মোশনে লকের তলায় আছড়ে পড়ল নেফারতিতির দেহ। এয়ারট্যাঙ্কের উপরে বেঁকে গেল শিরদাঁড়া। চোখ পিটপিট করল নেফারতিতি, লাল-নীল রঙের হাজারো ফুল দেখছে। অক্সিজেনের অভাবে দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে ওর।

'আমি পারলাম না, রানা,' মনে মনে ফিসফিস করল ও।

তারপরেই কালো একটা পর্দা নেমে এল চোখের সামনে।

অস্থির ভঙ্গিতে ওয়েইলক্র্যাফটের ডেকে পায়চারি করছে রানা। ফটোগ্রাফারের অভিনয় আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, অথচ ফিরে আসেনি নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো। স্টার্নের একটা বেঞ্চ সিটে আধশোয়া হয়ে আছে অ্যাগুয়েরো—মাথার বেসবল ক্যাপটা চোখের উপর টেনে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে অনেকক্ষণ থেকে... কিন্তু পারছে না। রানার উদ্বেগ সংক্রামিত হয়েছে তার মধ্যেও।

লকের দিকে তাকাল রানা। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে ফ্লাডলাইট। লকের অভ্যন্তর, সেই সঙ্গে বাইরের

অনেকখানি অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। আঁতিপাঁতি করে পানির বুকে চোখ বোলাল, হয়তো ভুল করে দূরে কোথাও ভেসে উঠেছে ওরা... কিন্তু খুঁজে পেল না।

পশ্চিম তীরের ক্যাম্প থেকে ওভারঅল পরা কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে... ক্যানাল ওয়ার্কার... পানির ধারে এসে কী যেন চেঁচিয়ে বলছে ওয়েইলক্র্যাফটকে লক্ষ্য করে। এতদূর থেকে শোনা যাচ্ছে না কথা, ক্যামেরার জুম লেন্সের সাহায্যে ওদের দিকে তাকাল রানা। অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, ওদেরকে চলে যেতে বলছে লোকগুলো। অবাক হলো না রানা—মার্কোস আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল, লকের কাছে বোট নিয়ে ঘোরাফেরা নিষেধ। জাহাজগুলোর নাকি অসুবিধে হয়।

না শোনার ভান করে লোকগুলোকে অগ্রাহ্য করতে চাইল রানা। সম্ভব হলো না। একটু পরেই সুট পরা একজন লোক উদয় হলো, ওভারশিয়ার টাইপের কেউ হবে... হাতে মেগাফোন। গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ। স্প্যানিশে কথা বলছে।

'স্প্যানিশ বুঝি না,' চেঁচিয়ে বলল রানা।

আবার মেগাফোন তুলল ওভারশিয়ার। ইংরেজিতে বলল, 'এদিকে থাকার অনুমতি নেই আপনাদের। এক্ষুণি চলে যান।'

বেঞ্চ ছেড়ে উঠে এল অ্যাগুয়েরো। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী করবেন?'

'এখান থেকে নড়া চলবে না আমাদের,' বলল রানা। 'ভান করো যেন ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হুইলের কাছে চলে গেল অ্যাগুয়েরো। ফিউয়েল লাইন অফ করে দিয়ে ইগনিশন ঘোরাল। খক খক করে কেশে উঠল ইঞ্জিন, চালু হলো না।

'কী হলো? দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' তীর থেকে খেঁকিয়ে উঠল ওভারশিয়ার।

'আমাদের ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে,' চেঁচিয়ে জানাল রানা।

সঙ্গীদের দিকে ফিরে কী যেন আলোচনা করতে শুরু করল ওভারশিয়ার। আর তখুনি লকের ভিতর থেকে ভেসে এল গগনবিদারী আওয়াজ। মরিচা পরা একটা শস্যবাহী জাহাজকে ওখানে অনেকক্ষণ থেকেই দেখতে পাচ্ছিল রানা, ড্রিফট করে ওটা লকের ভিতরদিককার দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে। ওভারশিয়ার বা ক্যানাল ওয়ার্কাররা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না—এসব তাদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

খানিক পর ওভারশিয়ার মেগাফোনে জানাল, 'আপনাদের জন্য একটা পাইলট বোট পাঠাচ্ছি। টো করে গ্যামবোয়ায় নিয়ে যাবে।' কথা শেষ করেই কোমরে গোঁজা ওয়াকি-টকি তুলল সে।

প্রমাদ গুনল রানা। চলেই যেতে হবে, আর কোনও অজুহাত চলবে না। তার আগে নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো কি ফিরে আসবে? ধরে নিচ্ছে মোটামুটি দশ মিনিট লাগবে পাইলট বোট আসতে। ওটুকুই ওদের সময়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। কীসের দশ মিনিট! সাতান্ন মিনিট পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আর তিন মিনিট পর ওদের এয়ারট্যাঙ্কের সর্বোচ্চ লিমিট শেষ হয়ে যাবে।

আশায় বুক বাঁধল রানা। বাতাস শেষ হলেও ভয়ের কিছু নেই। সারফেসে সাঁতার কেটেও ফিরতে পারে নেফি আর জ্যাঙ্কো। ক্যামেরার লেন্স দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল লেকের উপরিভাগ। কিন্তু দেখল না কোনও সাঁতারু; এমনকী বুদ্বুদের সারি বা ডাইভিঙের অন্য কোনও আলামতও চোখে পড়ল না।

মুরিং সাইটে বাঁধা একটা পাইলট বোট জ্যান্ত হয়ে উঠল। দড়িদড়া খুলে মুখ ঘোরাল ওটা। এগোতে শুরু করল

ওয়েইলক্র্যাফটকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে একটা পিস্তল এনেছে রানা, জোর খাটিয়ে এখানে থেকে যাবার চেষ্টা করবে কি না ভেবে দেখল। পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। অটো ক্যারিয়ারের ঘটনার পর সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ক্যানালে। উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলেই তারা ছুটে আসবে এখানে।

'কাম অন, নেফি!' বিড়বিড় করল রানা। 'শুধু মাথা তোলো। যেভাবে হোক তোমাদেরকে উঠিয়ে নেব আমি।'

সাতষট্টি মিনিট পেরিয়ে গেছে। আর কোনও আশা নেই। রিজার্ভ বাতাস দিয়েও এতটা সময় টিকে থাকা অসম্ভব। হায় খোদা! কী হয়েছে ওদের? কোনোকিছুর পরোয়া না করে নেফারতিতির নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল রানা। হতে পারে তীরে উঠে গেছে ওরা। লুকিয়ে আছে। ওর গলা শুনে হয়তো জবাব দেবে।

পাওয়া গেল না জবাব। আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে শুধু এগোতে থাকা পাইলট বোটের ইঞ্জিনের। পঞ্চাশ গজ দূরে পৌঁছে একটা সার্চলাইট জ্বালল ওটা, প্রখর আলোকরশ্মি এসে পড়ল ওয়েইলক্র্যাফটের উপরে, ধাঁধিয়ে দিল দৃষ্টি। পাশ ফিরে গানেলের উপর ঝুঁকে পড়ল রানা, ব্যস্ত চোখে আবারও জরিপ করল ক্যানালের সারফেস। মাথায় চিন্তার ঝড়, ভাবছে কীভাবে দেরি করিয়ে দেয়া যায় পাইলট বোটটাকে। কোনও বুদ্ধি না পেয়ে হাত দিল শার্টের তলায় গোঁজা পিস্তলে। মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কাঁধে হাত পড়তেই ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানা। অ্যাগুয়েরো দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'অযথা বিপদ ডেকে আনবেন না, সেনিয়র। প্লিজ! ঘড়ি দেখুন। আরও আগেই যদি পানি থেকে না উঠে থাকেন, আপনার বন্ধুরা এতক্ষণে মারা গেছেন।'

'আমাকে নিশ্চিত হতে হবে,' গোঁয়ারের মত বলল রানা।

'সেটা আপনার সমস্যা। কিন্তু আমাকেও তো নিজেরটা ভাবতে হবে। বউ-বাচ্চা আছে আমার।'

থমকে গেল রানা। এই ব্যাপারটা এতক্ষণ ভাবেনি। আবেগের বশে নিরীহ বোটমালিককেও বিপদে ফেলতে যাচ্ছিল। বুক ভারী হয়ে এল করণীয় টের পেয়ে। নেফারতিতিকে ফেলে যেতে হবে ওকে।

'কী করব, সেনিয়র?' জিজ্ঞেস করল অ্যাগুয়েরো।

মন শক্ত করল রানা। বলল, 'ইঞ্জিন চালু করুন। টো করতে দেয়া যাবে না। গ্যামবোয়ায় গেলে একগাদা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হুইলে চলে গেল অ্যাগুয়েরো। শেষ বারের মত লকের দিকে তাকাল রানা। সবকিছু স্বাভাবিক, কোথাও কোনও গোলমালের আভাস দেখছে না। লকের দেয়ালে বাড়ি খাওয়া জাহাজটাকে টেনে আবার মাঝখানে নিয়ে এসেছে দু'পাশের মিউল ইঞ্জিনগুলো। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লকের বাইরে দেয়ালের গোড়ায় নড়াচড়া লক্ষ করে স্থির হয়ে গেল রানা।

কংক্রিটের দেয়ালে গাঁথা মইয়ের ধাপ বেয়ে পানি থেকে উঠে আসছে একটা মূর্তি। ডাইভিং গিয়ার পরা। কয়েক সেকেণ্ড পর আরেকজন উঠল। আনন্দে দোলা দিয়ে উঠল রানার হৃদয়। তবে সেটা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। দ্বিতীয়জনের পিছু পিছু আরও দু'জনকে উঠতে দেখল একে একে। একজনের হাতে একটা স্পিয়ারগান।

মানে কী!

তাড়াতাড়ি চোখের সামনে ক্যামেরা তুলল রানা। জুম করল চার ডুবুরির উপর। মই বেয়ে মেইন্টেন্যান্সের প্ল্যাটফর্মে উঠেছে ওরা। দ্রুত পায়ে প্ল্যাটফর্মের আরেক প্রান্তে চলে গেল, দু'জন আহত—খোঁড়াচ্ছে। দ্বিতীয় একটা মই ধরে নেমে আসছে

পূর্বদিকের তীরে, ক্যাম্পের উল্টোপাশে। জায়গাটা নির্জন। নেফারতিতি বা জ্যাঙ্কো নয়—ওরা সিঙ্গেল ট্যাঙ্ক নিয়ে নেমেছিল, এদের পিঠে দুটো করে এয়ারট্যাঙ্ক। ওয়েটসুটগুলোও অন্যরকম। হাঁটতে হাঁটতে মাস্ক আর হুড খুলে ফেলেছে ডুবুরিরা, একে একে ওদের চেহারা যাচাই করল রানা। রুক্ষ, কঠোর। মুভমেণ্ট বলে দিচ্ছে, এরা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কিন্তু পানামানিয়ান নয় একজনও। মানেটা পরিষ্কার—এরা মার্সেনারি! নাকামুরার ভাড়াটে দলের সদস্য!

কয়েকটা কাশি দিয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠল ওয়েইলক্র্যাফটের ইঞ্জিন। পাইলট বোটের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাগুয়েরো, জানিয়ে দিল—ওদের ইঞ্জিন ঠিক হয়ে গেছে। টো করবার দরকার নেই। থ্রটল দিয়ে বোটের মুখ ঘোরাল সে, ফিরে চলল লেক গ্যাটুনের পথে।

রানা এসবের কিছুই টের পেল না। ডেকের উপর বোধশক্তিহীন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ও। সন্দেহের আর অবকাশ নেই—মারা গেছে নেফারতিতি। ডাইভ দেবার আগে শেষ স্পর্শের কথা বলেছিল... সেটাই পরিণত হয়েছে বাস্তবে। ওই চার ডুবুরি তার প্রমাণ। ক্ষোভে আর দুঃখে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু পারল না। শুধু চোখদুটো ছলছল হয়ে এল, বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে।

নাকামুরা জানত ওরা এখানে আসছে, আর সেজন্যে সশস্ত্র ডুবুরি রেখেছিল পানির তলায়। নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কোকে খুন করেছে! কিন্তু কী করে জানল লোকটা? একটাই ব্যাখ্যা—তাকে খবর দেয়া হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ ওদের সঙ্গে, ঠেলে দিয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

কে সেই বিশ্বাসঘাতক, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। কাজটা সে কেন করেছে, তা-ও জলের মত পরিষ্কার।

শোককে শক্তিতে পরিণত করল রানা। নেফারতিতির মৃত্যুকে বৃথা যেতে দেবে না। বানচাল করে দেবে নাকামুরার কুপরিকল্পনা, নিজ হাতে শাস্তি দেবে ওই বিশ্বাসঘাতককে। আর তার জন্য খুঁজে পেতে হবে ফিলিপ অঁবিনকে।

ছয়

পানামা সিটির র‍্যাডিসন রয়্যাল হোটেলে মার্কোস পেরেইরা ও তার পরিবারকে তুলেছে সোহেল। ওখানেই... ভাড়া নেয়া লাক্সারি স্যুইটের একটা ক্লাব চেয়ারে, অপরাধীর মত চেহারা করে বসে আছে মেজর পিনোঁ। টেবিলের উপর একটা ড্রিঙ্ক রয়েছে, কিন্তু তাতে চুমুক দিতে ভুলে গেছে সে। বরফ গলে হালকা হয়ে এসেছে ড্রিঙ্কের রঙ। ওর মুখোমুখি বসে আছে সোহেল, বিকারহীন ভঙ্গিতে টানছে সিগারেট। রুমে থমথমে পরিবেশ, কিন্তু ওকে দেখাচ্ছে প্রতিক্রিয়াহীন। ওদের কয়েক হাত দূরে, বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ অঁবিন। আধঘণ্টা হলো হোটেলে পৌঁছেছে সে, এসেই ঝড় বইয়ে দিয়েছে ক্রুদ্ধ হৈচৈ করে। বিনা অনুমতিতে টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনে অভিযান চালানো, এরপর জ্যাঙ্কোকে পেদ্রো মিগুয়েলে পাঠানোর জন্য পিনোঁকে তুলোধুনো করেছে সে। পাল্টা কোনও জবাব দিতে পারেনি পিনোঁ, কারণ অঁবিনের আগেই এসেছে দুঃসংবাদ। লিমনে পৌঁছেই ফোন করেছিল রানা, জানিয়েছে কী ঘটে গেছে পেদ্রো

মিগুয়েলে। অঁবিনের আদেশ অমান্য করায় প্রাণ গেছে জ্যাঙ্কোর, পিনোঁ এখন অপরাধীর কাঠগড়ায়।

হাঁকডাকের মধ্যে মারিনা আর বাচ্চাদেরকে রাখতে চায়নি মার্কোস, ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে নীচতলার রেস্টুরেন্টে, ডিনার করবার জন্য। নিজে বসে আছে পিনোঁ আর সোহেলের সঙ্গে। অনেকক্ষণ হলো কেউ কোনও কথা বলছে না। দরজায় করাঘাত হলে সে-ই উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল দরজা। বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে কামরায় ঢুকল রানা।

'আসুন, আসুন,' তীর্যক ভঙ্গিতে বলল অঁবিন। 'আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, মসিয়ো রানা।'

চোয়াল শক্ত হলো রানার। 'আমিও আপনাকে খুঁজছিলাম।'

'গুড। এখুনি একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। আমার টিম নিয়ে আপনি যা করেছেন...'

'থামুন!' প্রায় গর্জে উঠল রানা। 'আমার দিকে অভিযোগের আঙুল তোলার আগে নিজেরটার জবাব দিন। আজ দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন?'

থতমত খেয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল অঁবিন। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আপনার কাছে আমি কেন জবাবদিহি করব, বলতে পারেন?'

'কারণ আপনাকে আমি সন্দেহ করছি। রহস্যজনক অনুপস্থিতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যদি না পাই, এখুনি একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারি। বলা যায় না, আপনাকে বারান্দা থেকে নীচেও ছুঁড়ে ফেলতে পারি।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল অঁবিনের। 'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'না,' রুক্ষ গলায় বলল রানা। 'একটু আগে আমি খুব কাছের একজনকে হারিয়েছি। আমার জানা দরকার তার পিছনে আপনার হাত ছিল কি না। বলুন, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

একে একে কামরায় উপস্থিত বাকিদের উপর চোখ বোলাল অঁবিন। কারও দৃষ্টিতে সহানুভূতি দেখল না। শেষে হার মানা ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলল, 'মসজিদে।'

'কী!' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কেন?'

'নামাজ পড়তে। নামাজের পর খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় নিয়ে বয়ান শুরু হলো... উঠতে পারলাম না।'

'আ... আপনি মুসলমান?' এবার রানার অবাক হবার পালা।

'হ্যাঁ। আমার নানী ছিলেন মুসলিম। তাঁর প্রভাবে ছোটবেলাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। কিন্তু কাউকে বলিনি সেটা। কাগজে-কলমে আমি খ্রিস্টান, তবে গোপনে ইসলাম ধর্মের সব রীতিনীতি পালন করি।'

'এত লুকোছাপা কেন?'

মলিন হাসি ফুটল অঁবিনের ঠোঁটে। 'ইয়োরোপ আর আমেরিকায় মুসলিমদের কী দুর্দশা, জানেন না? ভাল কোনও চাকরি জুটত না কপালে, সবাই সন্দেহের চোখে দেখত। ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সেও আজকের এই পজিশনে পৌঁছুতে পারতাম না আমি।'

'আমি বুঝতে পারছি,' বিব্রত গলায় বলল রানা। গোমরটা ফাঁস করে নিজের সততার মস্ত বড় প্রমাণ রাখল অঁবিন। তার ধর্মবিশ্বাসের খবর ফাঁস হলে চাকরি তো যাবেই, জেলও হতে পারে। আর কিছু না হোক, ইন্টারোগেশনের শিকার হবে নিঃসন্দেহে। 'দুঃখিত, অন্যদের সামনে কথাটা বলতে বাধ্য করেছি আপনাকে। মেজর পিনোঁ?' লিজনেয়ার কমাণ্ডারের দিকে ফিরল ও।

'আমি কিছু শুনিনি,' বলল পিনোঁ। 'কে কী ধর্ম পালন করছে, তা নিয়েও কোনও মাথাব্যথা নেই আমার। ওসব ব্যক্তিগত বিষয়। আমার মিশনের সঙ্গে সেটার সম্পর্ক না থাকলেই হয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মেজর,' কৃতজ্ঞতা জানাল অঁবিন। এরপর তাকাল রানার দিকে। 'আপনার সন্দেহ দূর হয়েছে?'

'আপনাকে সন্দেহ করিনি আমি,' একটু হাসল রানা। 'আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে আরও আগেই করতে পারতেন, এতদিন অপেক্ষা করবার প্রয়োজন ছিল না।'

'তা হলে ওভাবে হুমকি দিলেন কেন?' বোকা বোকা গলায় জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'রাখঢাক পছন্দ করি না আমি। দুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন, সেটা জানার প্রয়োজন ছিল। কড়াভাবে না বললে নিশ্চয়ই উত্তর দিতেন না?'

'বুঝলাম,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল অঁবিন।

'তবে আপনাকে সত্যিই নাগালে পেতে চেয়েছি আমি,' যোগ করল রানা। 'নাকামুরার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলে আপনার সাহায্য প্রয়োজন।'

একটা চেয়ার টেনে বসল অঁবিন। 'সব খুলে বলুন, প্লিজ।'

রানাও বসল। বিষণ্ন হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো মারা গেছে, কারণ কেউ আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নাকামুরাকে আমাদের যাবার খবর জানিয়ে দিয়েছিল সে। ফাঁদ পাতা হয়েছিল আমাদের জন্য।'

'দুঃখজনক,' মন্তব্য করল অঁবিন। 'কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কী করার আছে?'

'আমরা ধারণা করছি, পানামা ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চাইছে নাকামুরা। চেষ্টা করলে এখনও তা প্রমাণ করা সম্ভব। যদি পারি, আপনি কি আপনার হায়ার অথোরিটির কাছে যাবেন?'

'কীসের জন্য?'

'নাকামুরাকে ঠেকাবার জন্য... আর কী!' বিরক্ত গলায় বলল সোহেল। 'আপনি কি ইচ্ছে করেই বোকা সাজছেন নাকি?'

বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল অঁবিন। তারপর বলল, 'সবই নির্ভর করছে আপনারা আমাকে কী দিচ্ছেন, তার ওপর। মেজর পিনোঁর মুখে সবই শুনেছি আমি। ইন্টারেস্টিং, সন্দেহ নেই। কিন্তু মুখের কথায় কিছুই হয় না। অকাট্য তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তা ছাড়া আমার আদেশ অমান্য করে অভিযান চালাতে গিয়ে মারা গেছে সার্জেন্ট জ্যাঙ্কো। এই রিপোর্ট প্যারিসে পৌঁছুনোমাত্র যথেষ্ট ঝামেলায় পড়ব আমি।'

'কিন্তু ওর মৃত্যুটা দুর্ঘটনা নয়। খুন করা হয়েছে জ্যাঙ্কোকে... ফরাসি বাহিনীর একজন সদস্যকে! অ্যাকশন নেবার জন্য সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'উঁহুঁ। বরং শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত করা হবে আমাদেরই বিরুদ্ধে। আমি দুঃখিত, মসিয়ো রানা। হারানো নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল খোঁজার জন্য পাঠানো হয়েছিল আমাদেরকে। পানামা দখলের কোনও কল্পিত ষড়যন্ত্র খুঁজতে নয়। প্রমাণ ছাড়া কাউকেই কিছু বিশ্বাস করানো যাবে না।'

'আপনি চাইলে আমি বিসিআই আর নুমা থেকে যোগাযোগ করাতে পারি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার সঙ্গে কথা শেষ হলে দু'জায়গাতেই রিপোর্ট পাঠাব আমি।'

'ওদের কাছেই সাহায্য চান না! আমাকে টানছেন কেন?'

'কারণ এখানে আমেরিকা বা বাংলাদেশ... কারও ফোর্স নেই। পাঠাতে চাইলেও অনেক সময় লাগবে। কূটনৈতিক সমস্যার কথা নাহয় না-ই তুললাম। এই মুহূর্তে সাহায্য করবার মত পজিশনে আছেন শুধু আপনি ও আপনার লিজনেয়ার টিম।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল অঁবিন। কী যেন ভাবল। বলল, 'এখুনি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। তার আগে বলুন, কীভাবে প্রমাণ করবেন নাকামুরা পানামা ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চাইছে।'

'এমন একজনকে খুঁজে বের করব, যে আমাদের থিয়োরি ভেরিফাই করতে পারবে,' রুক্ষ হয়ে উঠল রানার কণ্ঠ। 'সেই মানুষ, যে আজ আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল অঁবিনের। 'কে সে? আপনি জানেন?'

জবাব দেবার আগে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল রানা, বুকের মধ্যে ফুঁসে ওঠা তীব্র ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এখন আবেগের সময় নয়, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে ওকে। বড় করে শ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করল ও নামটা:

'কারমেন কপোলা।'

চমকে উঠল সবাই।

হতভম্ব গলায় মার্কোস বলল, 'আপনার বন্ধুর স্ত্রী?'

'বিধবা স্ত্রী,' সংশোধন করে দিল সোহেল। 'কিন্তু রানা, ওকে সন্দেহ করছিস কেন? যার কারণে ওর স্বামী মারা গেছে, তারই সঙ্গে ও হাত মেলাতে যাবে কেন?'

'সন্দেহ করছি না, আমি নিশ্চিত,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'শুরু থেকেই নাকামুরার হয়ে ও কাজ করছে বলে ধারণা আমার। প্যারিস থেকে যখন ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলি, আমাকে জানাল—হায়দার নাকি কী যেন খুঁজে পেয়েছে ওর এক্সক্যাভেশন এরিয়ায়... আমাকে দেখাতে চাইছে। ব্যাপারটা নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাস দেখিনি ওর মধ্যে, বরং আমাকে এটা-সেটা বলে নিরস্ত করতে চেয়েছে, যাতে আমি না আসি পানামায়। কথা না শুনে চলে এলাম আমি, ওকে একরকম বাধ্য করলাম আমার সঙ্গে হায়দারের ক্যাম্পে যেতে। ওখানে গিয়ে দেখলাম হায়দার মারা গেছে, অথচ এক ফোঁটা কাঁদল না ও। হায়দারের লাশ দেখবারও আগ্রহ লক্ষ করিনি ওর মাঝে। এমনকী লাশটা দেশে পাঠাবার পর ঠিকমত দাফন হয়েছে কি না, সে-খবরও নেয়নি ও। শুরুতে এসবকে পাত্তা দিইনি আমি, ভেবেছি ও শক্ত ধাতের মেয়ে...

আবেগ কম। তা ছাড়া হায়দারের সঙ্গে ওর বনিবনা হচ্ছিল না বলেও বুঝিয়েছিল আমাকে। তাই আচরণগুলো স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'কারণ আমাদের এ-ক'জন বাদে একমাত্র ও-ই জানত, আজ আমরা লেক গাটুনে গেছি। মার্কোসকে ফোন করে জেনেছে। কথাটা শুনে তখনই খটকা লেগেছিল আমার। মার্কোসের নাম্বার পেল কোথায়? কী করে জানল, ওকে ফোন করলে আমার খোঁজ পাওয়া যাবে? আমি তো কাউকে বলিনি। গোপনে নজর রাখলেই শুধু ওটা জানা সম্ভব। কারমেনের পক্ষে নজরদারি সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু নাকামুরার পক্ষে। সে-ই তাকে বলেছে আমার ব্যাপারে খোঁজ নিতে। সেদিনও ডিনারে গিয়ে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে মেয়েটা—ভেবেছে প্রেমের অভিনয় করে আমার পেট থেকে কথা বের করবে। এখন সেটা পরিষ্কার।'

'কিন্তু নাকামুরার সঙ্গে ওর কানেকশন হলো কী করে?'

'আমার বন্ধু হায়দারের কারণে। ইনকাদের টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার খুঁজছিল ও, নিজের অজান্তেই পরিণত হয়েছিল নাকামুরার প্রতিদ্বন্দ্বীতে। ওর উপর নজর রাখার জন্য কারমেনকে কাজে লাগায় নাকামুরা। প্রেমের জাল বিছিয়ে বিয়ে করে হায়দারকে। ওর এক্সপিডিশনের খবরাখবর পাচার করত নাকামুরার কাছে। হায়দারকে কখনোই ভালবাসেনি ও, তাই ওর মৃত্যুতে দুঃখও পায়নি। বরং ভেবেছে, ও মারা যাওয়ায় ট্রেজার উদ্ধারের পথ সুগম হলো নাকামুরার। বড়সড় একটা পুরস্কার পাবে সে।'

'হা ঈশ্বর!' আঁতকে উঠল মার্কোস। 'আর আমিই কি না এই মেয়েকে বলে দিলাম আপনাদের লেক গাটুনে যাবার কথা? নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে নাকামুরাকে জানিয়ে দিয়েছে। আমিই দায়ী

ক্যাপ্টেন শেফার্ড আর সার্জেন্ট জ্যাঙ্কোর মৃত্যুর জন্য!'

'খামোকা নিজেকে দোষারোপ করবেন না,' নরম গলায় বলল সোহেল। 'আপনার তো ওকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ ছিল না।'

'তা-ও... আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার।'

'কেন হবেন? আজকের এই ঘটনা না ঘটলে তো আমরাও কেউ সন্দেহ করতাম না ওকে।'

সান্ত্বনা পেল না মার্কোস। মাথা নাড়ল হতাশ ভঙ্গিতে।

গলা খাঁকারি দিল অঁবিন। 'এখনও কোনও প্রমাণ দেখিনি আমি, মসিয়ো রানা। এতক্ষণ যা বললেন, সেগুলোও স্রেফ থিয়োরি।'

'জ্যাঙ্কোর মৃত্যুও কি আপনার কাছে থিয়োরি মনে হচ্ছে?' রাগী গলায় বলল পিনোঁ। খেপে গেছে অঁবিনের আচরণে।

কটমট করে তার দিকে তাকাল ফরাসি স্পাই। 'কী বলতে চেয়েছি, তা খুব ভালই বুঝেছ তুমি। অযথা খোঁচা মেরো না।'

ঝগড়া বেধে যাচ্ছিল দু'জনের। তাতে নাক গলাল রানা। ধমকের সুরে বলল, 'থামুন আপনারা! এখন নিজেদের মধ্যে বিবাদের সময় নয়। মি. অঁবিন, প্রমাণ দেব যখন বলেছি, নিশ্চয়ই দেব। তার জন্য আমাকে শুধু কারমেন কপোলার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'কীভাবে?' বলল মার্কোস। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়ামাত্র নাকামুরাকে সেটা জানিয়ে দেবে সে। আপনি যখন দেখা করতে যাবেন, ওরা তখন ওঁৎ পেতে সেখানে অপেক্ষা করবে আপনার জন্য।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সুযোগ পেলে তা-ই করবে ও। কিন্তু ওই সুযোগটাই তাকে দিতে চাই না আমি। দরকার হলে কিডন্যাপ করব। সেজন্যে আপনাদের সাহায্য চাই।' শেষ বাক্যটা

অঁবিন আর পিনোঁর উদ্দেশে বলা।

'একটা নিঃসঙ্গ মেয়েকে কিডন্যাপ করবার জন্য আমাদের সাহায্যের কী প্রয়োজন?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল অঁবিন।

'ও নিঃসঙ্গ নয়, নাকামুরার খাস এজেন্ট। ওর প্রোটেকশনের জন্য লোক থাকতে পারে। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। আপনারা সাহায্য করবেন কি না বলুন।'

জবাব দিল না ফরাসি এজেন্ট। পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'আপনি তা হলে নিশ্চিত, কারমেন কপোলার কাছ থেকে নাকামুরার কুপরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'আর ও যদি কিছু না জানে?'

'লেক গাটুনে আমাদের যাবার খবর ও-ই নাকামুরাকে দিয়েছিল—এটুকু স্বীকার করলেই কি যথেষ্ট নয়? পারিপার্শ্বিকতার বিচারে আমাদের বাকি ধারণাগুলো তো ওতেই দাঁড়িয়ে যায়।'

'কিন্তু তাতে আমাদের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে?'

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্ত গলায় বলে উঠল সোহেল। 'আপনি কি গাড়ল, নাকি ইচ্ছে করে কথা বাড়াচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছি না। পানামার স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব কি আপনি জানেন না? ইয়োরোপের অর্থনীতির জন্য... যার মধ্যে আপনারাও আছেন... পানামার গুরুত্ব অপরিসীম। সুবিধাজনক লোকেশনের কারণে এখান থেকে মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালাস্টিক মিসাইল ছুঁড়ে ধ্বংস করে দেয়া যাবে আপনাদের এরিয়ান স্পেস প্রজেক্ট। চাইলে আমেরিকার বুকেও ছোঁড়া যাবে মিসাইল! নাকামুরার মত একটা লোকের হাতে এমন দেশের নিয়ন্ত্রণ চলে যাক, তা-ই কি আপনারা চান? তাতে কিছুই যায়-আসে না আপনাদের?'

ঝট করে বন্ধুর দিকে ফিরল রানা। 'কী বললি?'

একটু থতমত খেয়ে গেল সোহেল। 'কীসের কথা বলছিস?

মিসাইল লঞ্চের কথা?'

উত্তর না দিয়ে ভাবতে শুরু করল রানা। মানসপটে ভেসে উঠেছে কয়েকটা এইট-হুইলার ট্রাক... ক্রেইন লাগানো—বিশেষ ধরনের কার্গো পরিবহনের উপযোগী। নেফারতিতিকে নিয়ে যেদিন কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে হানা দিয়েছিল, ওয়্যারহাউসের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল ওগুলোকে। তখনই একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল—সোনা বা আকরিক পরিবহনের জন্য ওই ট্রাকের প্রয়োজন হয় না। তা হলে কেন রাখা হয়েছিল ওখানে? ব্যাপারটা নিয়ে পরে আর মাথা ঘামাতে পারেনি, ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু সোহেলের কথায় এখন মনে পড়ে যাচ্ছে সব। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল ওর। মার্কোসকে বলল, 'কাগজ-কলম হবে?'

'হ্যাঁ।' একছুটে বাচ্চাদের একটা খাতা আর পেন্সিল এনে দিল মার্কোস।

টেবিলের উপর ঝুঁকে দ্রুত আঁকতে শুরু করল রানা। আঁকার হাত ভাল না ওর, তবে কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট। এঁকে ফেলল একটা ট্রাক, তারপর ওটা বাড়িয়ে ধরল অঁবিনের দিকে। 'এটা চেনেন?'

কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ফরাসি এজেন্ট, তারপরেই চমকে উঠল। হতভম্ব চোখে তাকাল রানার দিকে, 'এই জিনিস আপনি কোথায় দেখেছেন?'

'কোবায়াশির ওয়্যারহাউসে... যেখানে সোনা লোড করা হচ্ছিল। এ-ধরনের আটটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে।'

'সর্বনাশ!'

'কী নিয়ে কথা বলছেন আপনারা?' কিছু বুঝতে পারছে না মার্কোস।

সোফায় হেলান দিল রানা। 'ব্যাখ্যা করুন, মি. অঁবিন।'

বড় করে শ্বাস ফেলল অঁবিন। বলল, 'এটা একটা স্পেশালাইজড ট্রান্সপোর্টার—*ডিএফ-থারটি ওয়ান* ইণ্টারমিডিয়েট রেঞ্জ মিসাইলের জন্য।'

'শিট!' বলল সোহেল। 'তা-ই তো দেখছি!'

'রোড-পোর্টেবল,' যোগ করল রানা। পেন্সিল দিয়ে এবার একটা মিসাইল আঁকল, ট্রাকের পিছনে বসে থাকা অবস্থায়। 'দু'ঘণ্টার নোটিশে এই ট্রান্সপোর্টার থেকে কোল্ড-লঞ্চ করা যায়। সঙ্গে গাইডেন্স প্যাকেজ আছে, কাজেই রেঞ্জ বা কোর্স কারেকশনের প্রয়োজন হয় না। লেটেস্ট ইনফরমেশন অনুসারে এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার।'

দ্রুত হিসাব কষল মার্কোস। 'তারমানে দু'হাজার মাইলের বেশি। মাই গড! পানামায় বসে আমেরিকার যে-কোনও জায়গায় বোমা ফেলা যাবে!'

'এই জিনিস নাকামুরার কাছে কেন?' বলল সোহেল। 'পেলই বা কীভাবে? বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। এই মিসাইল শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সামরিক বাহিনীতে থাকে।'

'সন্দেহ নেই, তেমন কারও কাছ থেকেই পেয়েছে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। তাকাল অঁবিনের দিকে। 'শুরুতে আপনারা যে-সন্দেহ করেছিলেন, সেটাই দেখছি ঠিক—নাকামুরা একা নয়, কোনও একটা রাষ্ট্র রয়েছে তার পিছনে। ওর সাহায্য নিয়ে আমেরিকা বা আর কোনও দেশের উপর হামলা চালাবার প্ল্যান করছে। আরও আগেই ব্যাপারটা সন্দেহ করা উচিত ছিল। ওয়্যারহাউসের ওই সোনা দেখে। খোলা বাজার থেকে এত সোনা সংগ্রহ করা চাট্টিখানি কথা নয়। কেউ না কেউ ঠিকই টের পাবে। তা ছাড়া অত সোনা কিনতে গেলে নাকামুরার মত টাইকুনও ফতুর হয়ে যাবে। আমি শিয়োর, মিসাইলের মত ওই সোনাও সরবরাহ করা হয়েছে কোনও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে।'

'কারা ব্যবহার করে এই মিসাইল?' জিজ্ঞেস করল মার্কোস।

'বেশ ক'টা দেশ,' রানা বলল। 'এদের বেশিরভাগই আমেরিকা-বিদ্বেষী। কাজেই ঠিক কারা নাকামুরার পিছনে আছে বলা মুশকিল।'

'তারমানে আমেরিকাকেই সম্ভাব্য টার্গেট বলে ধরে নিচ্ছেন আপনি?'

'আর কে? এত বড়... আর এত জটিল ষড়যন্ত্র শুধু আমেরিকার উপর আক্রমণ চালাবার জন্যই সাজানো হতে পারে।'

'এ তো পাগলামি!' অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল অঁবিন। 'এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে পার পাওয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। নাকামুরাই বা কেন এমন ঝুঁকি নিতে যাবে?'

'নাকামুরার মোটিভ এ-মুহূর্তে পরিষ্কার নয়,' স্বীকার করল রানা। 'তবে তাকে যারা মদদ দিচ্ছে, তারা খুব সহজেই পার পেতে পারে। অভিযোগ যা ওঠার, উঠবে নাকামুরা বা পানামার বিরুদ্ধে। ওদেরকে কেউ জড়াতে পারবে না এর সঙ্গে। আর পানামার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও বড় কোনও অ্যাকশন নেয়া সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয় মানে? সরাসরি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে পানামার উপর।'

'তাতে পানামার চেয়ে অবরোধকারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা সুদূর এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের নিভৃত কোনও দেশ নয়। ইয়োরোপ-আমেরিকার সিংহভাগ আমদানি-রফতানি পরিচালিত হয় পানামা খাল দিয়ে। অবরোধ আরোপ করা হলে গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিই মস্ত ঝাঁকি খাবে

'কিন্তু ক্যানাল বন্ধ হলে তো সেটা এমনিতেই ঘটবে। তখন অবরোধ আরোপে সমস্যা কোথায়?'

'এখানেই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মত চাল দিয়েছে নাকামুরা।

ক্যানাল বন্ধ হলেও পণ্য পরিবহন চালু রাখবার জন্য রেলরোড, হাইওয়ে আর পাইপলাইনের সেটআপ তৈরি করে রেখেছে। পানামার গুরুত্ব কমতে দিচ্ছে না সে কোনোভাবেই। সেই সঙ্গে বাড়িয়ে তুলছে নিজের গুরুত্ব। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন কিছু করা সম্ভব নয় তার বিরুদ্ধে?'

'কিন্তু যতকিছুই হোক, চুপচাপ এসব সহ্য করবে না আমেরিকা।'

'সহ্য করতে না চাইলেও অ্যাকশন নেবার মত অবস্থা থাকবে না ওদের। ক্যানাল বন্ধ হলে বিপর্যয় নামবে ওদের অর্থনীতিতে। তার ওপর যদি মিসাইল হামলা চালানো হয়... নিজের ঘর সামলাতেই খবর হয়ে যাবে ওদের।'

'হুম,' অবশেষে রানার যুক্তিগুলো মেনে নিতে বাধ্য হলো অঁবিন। 'এখন মনে হচ্ছে ঠিকই বলছেন আপনি। তারপরেও... মস্ত বড় ঝুঁকি নিতে হচ্ছে বিদেশি ওই রাষ্ট্রকে। এই প্ল্যান সফল করবার জন্য পানামাকে ওই ভুয়া স্বর্ণখনির মাধ্যমে কোটি কোটি ডলারের সোনা দিতে হচ্ছে ওদেরকে। ন্যাশনাল রিজার্ভের উপর এ-ধরনের চাপ তৈরি করা কতখানি লাভজনক?'

'রিস্কি... কিন্তু অলাভজনক নয়। যতদিন বন্ধ থাকবে ক্যানাল, ততদিনে ল্যাণ্ড ট্রান্সপোর্টেশন থেকেই তুলে আনা যাবে অনেক টাকা। তা ছাড়া ইনকা ট্রেজার পেলে সোনার ঘাটতিও পূরণ হয়ে যাবে ওই দেশের। এজন্যেই ওই ট্রেজারের পিছে লেগেছে নাকামুরা—এখন বুঝতে পারছি।'

'ট্রেজার যদি পাওয়া না যায়?'

'যাবে। ভলকানিক লেকে নাকামুরার ইকুইপমেণ্ট আর লোকজনের বহর দেখেছেন আপনি। ট্রেজার খুঁজে পাওয়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ইন ফ্যাক্ট, অতকিছুর প্রয়োজনও নেই। কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পেলে আমিও খুঁজে আনতে পারব।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'হ্যাঁ, আমি জানি ওই ট্রেজার কোথায় লুকানো হয়েছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'লিমন থেকে ফেরার পথে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বের করেছি। লিপিনের জার্নালে একটা ক্লু আছে, সেটা আগে বুঝিনি। হায়দারের ক্যাম্পে দেখা একটা বিশেষ জিনিসের সঙ্গে মেলাতেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা এখন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন আমাদেরকে নাকামুরার উপর ফোকাস করতে হবে।'

বিস্ময়ের ব্যাপার... সবাই মেনে নিল কথাটা। কোটি কোটি ডলারের অতুল সম্পদ নিয়ে আর একটি কথাও বলল না কেউ।

'ঠিক বলেছেন, ট্রেজার কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না,' সিদ্ধান্ত নেবার সুরে বলল অঁবিন। 'মিসাইল লঞ্চারগুলো আইডেন্টিফাই করায় ধন্যবাদ, মসিয়ো রানা। এখন আমি বিষয়টা নিয়ে আমার কন্ট্রোলারের কাছে যেতে পারি। সেই সঙ্গে কারমেন কপোলার একটা স্বীকারোক্তি যদি পাওয়া যায় তো সোনায় সোহাগা।' পিনোঁর দিকে ফিরল। 'মেয়েটিকে তুলে আনার জন্য মসিয়ো রানাকে সাহায্য করবে তুমি, মেজর। আপাতত এটাই তোমার অ্যাসাইনমেন্ট।'

'অর্ডার না করলেও চলত,' বলল পিনোঁ। 'জ্যাঙ্কোর মৃত্যুর জন্য ও দায়ী। ওকে উঠিয়ে আনার জন্য এমনিতেই আমার হাত নিশপিশ করছে।'

'বেশ, আমি তা হলে উঠি,' বলে বিদায় নিল অঁবিন।

সোহেলকে নিয়ে রানা চলে গেল ভিতরের কামরায়। দু'জনে একান্তে কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিল, তারপর ফোন করল ঢাকায়, বিসিআই চিফের বিশেষ নাম্বারে। সংক্ষেপে রিপোর্ট দিল সবকিছুর।

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত

খান। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'পরিস্থিতি গুরুতর মনে হচ্ছে। যদিও পানামায় বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনও স্বার্থ নেই, তারপরেও বিশ্ব-অর্থনীতি টালমাটাল হলে পরোক্ষভাবে ক্ষতি হবে আমাদেরও। তা ছাড়া মিসাইল যে-দেশের উদ্দেশেই ছোঁড়া হোক না কেন, তাতে বহু নিরীহ মানুষ মারা যাবে। কাজেই ওটাকে ঠেকানো আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিশেষত আর কেউ যেহেতু পাল্টা পদক্ষেপ নেবার জন্য ওখানে নেই।'

'আমরাও তা-ই ভেবেছি, স্যর,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে কি ব্যাপারটা জানিয়ে রাখব? ওঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া দরকার। তা ছাড়া এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনিই প্রথম সাহায্য চেয়েছিলেন আমাদের কাছে।'

'এখুনি নয়। এখনও কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। অনুমাননির্ভর কিছু বলে ওদেরকে উত্তেজিত করা ঠিক হবে না। হিতে-বিপরীত হতে পারে। বরং ড. হায়দারের স্ত্রীকে ইন্টারোগেট করে দেখো সাবস্ট্যানশিয়াল কিছু পাও কি না। তারপর নাহয় জানিয়ো।'

'ইয়েস, স্যর।'

'সাবধানে থেকো।' লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

ফোন রেখে সোহেলের দিকে ফিরল রানা। 'আপাতত যা করার আমাদেরকেই করতে হবে। প্রমাণ ছাড়া অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে কিছু বলতে মানা করল বুড়ো।'

'অবাক হচ্ছি না,' বলল সোহেল। 'আমেরিকার সঙ্গে পানামার কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাল নয়। আমাদের অনুমান ভুল প্রমাণিত হলে ইরাকের মত আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস দেখা দেবে এখানে। কাল্পনিক নিউক্লিয়ার মিসাইলের অভিযোগে পানামা তছনছ করে দেবে আমেরিকা। তারচেয়ে নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভাল।'

'হুম। তা হলে চল্, আগামীকালকের প্ল্যান ঠিক করে ফেলি।'

মেজর পিনোঁ এখনও অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে বসে পরদিনের পরিকল্পনা করল দু'বন্ধু। ঘণ্টাখানেক পর ডিনার সারল দু'জনে। সোহেল একটা ডাবল রুম নিয়েছে, ডিনার শেষে চলে গেল সেখানে।

বিছানায় পিঠ ঠেকাল রানা। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে নেফারতিতির চেহারা।

নিজের অজান্তেই দু'ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে এল রানার চোখ থেকে।

সাত

গুয়ার্দিয়া দেল মার এস্টেট। রাত সাড়ে দশটা।

স্বয়ংক্রিয় ফটক ধীরে ধীরে খুলে গেলে এস্টেটের সীমানায় ঢুকে পড়ল কেনজি নাকামুরার মার্সিডিজ। তিন মাইল দীর্ঘ পথ ধরে এগোতে থাকল ভিলার দিকে।

ব্যাকসিটে বসে আছে জাপানি টাইকুন, উদাস চোখে তাকিয়ে আছে বাইরে। মন বিক্ষিপ্ত। তার পাশে... দরজায় মাথা ঠেকিয়ে, চোখ মুদে এলিয়ে পড়ে রয়েছে কারমেন কপোলা। আলুথালু বেশবাস—বড় গলার ড্রেস থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়েছে বাদামি রঙের সুডৌল স্তনদুটো; পা দু'টো এমনভাবে রেখেছে, উঁকি দিলে

দেখা যাবে তার অন্তর্বাসহীন উরুসন্ধি। ভঙ্গিটা ইচ্ছেকৃত। নাকামুরাকে প্রলুব্ধ করবার অপচেষ্টা। কিন্তু টানা কয়েক ঘণ্টা সম্ভোগের পর নতুন প্রলোভনে আকৃষ্ট হবার মানুষ নয় নাকামুরা। সত্যি বলতে কী, মেয়েটার প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারাতে বসেছে সে। স্রেফ ওকে বশে রাখার জন্য এখনও অভিনয় করে চলেছে: ওর প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি।

বিরক্ত চোখে কারমেনকে একবার দেখল নাকামুরা। গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মেয়ে। প্রথমে টাকার লোভ দেখিয়ে কাজে নামানো গিয়েছিল, কিন্তু ড. আলী হায়দারকে বিয়ে করবার পর থেকেই ভোল পাল্টাতে শুরু করে। আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, তার স্বামী যদি ইনকাদের গুপ্তধন খুঁজে পায়, এমনিতেই বড়লোক হয়ে যাবে সে। নাকামুরার আজ্ঞাবহ হয়ে তার সঙ্গে বেঈমানী করবার প্রয়োজন দেখছে না। এমন ধৃষ্টতার জন্য মৃত্যু প্রাপ্য ছিল ওর, কিন্তু হায়দারের উপর নজর রাখার বিকল্প কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অগত্যা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয় নাকামুরা—অঢেল ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভ দেখায় কারমেনকে, টাকার চেয়ে যার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। কথা দেয়, পানামার প্রজেক্ট সফল হলে তাকে বিয়ে করবে। সুযোগসন্ধানী কারমেন সেই প্রতিশ্রুতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে, যখন-তখন হাজির হচ্ছে এটা-সেটা দাবি নিয়ে, নাকামুরাকেও অভিনয় করে যেতে হচ্ছে তাকে ভালবাসার। হায়দারের মৃত্যুর পর উদয় হওয়া নতুন যন্ত্রণা মাসুদ রানার ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার জন্য কারমেন ছাড়া আর কাউকে কাজেও লাগানো যাচ্ছে না।

রানার কথা ভাবতেই ক্রোধ অনুভব করল নাকামুরা। শনি হয়ে উঠেছে লোকটা। পদে পদে ঝামেলা সৃষ্টি করে চলেছে। কার হয়ে সে কাজ করছে, সেটাও জানা যায়নি। ধরা পড়ার পরেও.

অদ্ভুত কৌশলে পালিয়ে গেছে টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনের বন্দিশালা থেকে। ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিয়েছে নাকামুরা; কিন্তু এ-ও বুঝেছে, আসলে বিশেষ কিছুই করার ছিল না তাদের। সাপের মত পিছল ওই বাঙালি লোকটার উপর নজর রাখবার জন্য শেষ অস্ত্র হিসেবে কারমেনকে ব্যবহার করছে নাকামুরা।

মেয়েটাকে হাতে রাখার সুফল অবশ্য আজ সন্ধ্যাতেই পাওয়া গেছে, ব্যর্থ করে দেয়া গেছে রানার পেদ্রো মিগুয়েল অভিযান। কিন্তু তার বিনিময়ে একগাদা উপহার কিনে দেবার পাশাপাশি পুরো সন্ধ্যা সঙ্গও দিতে হয়েছে ওকে। এস্টেটে কারমেনকে আনতে চায় না নাকামুরা, এখানে গোপন কর্মকাণ্ড চলে, যাকে-তাকে দেখানো যায় না; তাই কারমেনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সাধারণত রাজধানীর একটা হোটেলে করে সে। আজও ওখানেই উঠেছিল। তবে সেটুকুতে আজ সন্তুষ্ট রাখা যায়নি ওকে। বিদায় নেবার সময় আসতেই বায়না ধরেছে কারমেন, ওর সঙ্গে আসবে। একাকী রাত কাটাতে চায় না। কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। অগত্যা ওকে সঙ্গে নিয়েই ফিরতে হচ্ছে তাকে। পীড়াপীড়িটা নাকামুরা পছন্দ করেনি, তাই তার মন ভোলানোর জন্য কৌশল খাটাচ্ছে কারমেন। আলুথালু পোশাক, যৌনাবেদনময়ী ভঙ্গিমা... সেটারই অংশ।

এই যন্ত্রণা আর বেশিদিন নয়, মনে মনে ভাবল নাকামুরা। প্রজেক্ট প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রয়োজন ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই ছেনাল মেয়েকে নিজের জীবন... সেই সঙ্গে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবে সে। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে।

ভিলায় পৌঁছে গেছে মার্সিডিজ। কারমেনের কাঁধে টোকা দিল নাকামুরা। 'ওঠো, এসে গেছি।'

সময় নিয়ে আড়মোড়া ভাঙল কারমেন। ইচ্ছে করে কয়েক সেকেণ্ড উঁচু করে রাখল বুকদুটো। মৃদু হেসে বলল, 'হাই, ডার্লিং! আরও আগে ডাকোনি কেন?'

পোর্চের নীচে আরেকটা গাড়ি দাঁড়ানো। অচেনা। ওটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল নাকামুরা। কার গাড়ি? দরজা খুলে নীচে নামতেই দেখতে পেল ইরি ইয়োশিদাকে—ওকে' অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ছুঁড়ল তার দিকে।

'জেনারেল এসেছেন, স্যর,' কাছে এসে বলল ইরি।

'কখন?'

'এই তো... আধঘণ্টা আগে।'

গম্ভীর হয়ে গেল নাকামুরা। জেনারেলের আগমন অপ্রত্যাশিত। জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেন হারুকি কোথায়?'

'এখনও পেদ্রো মিগুয়েলে,' জানাল ইরি। 'রাতেই ফিরবে আমাদের অপর অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে।'

'অ্যাই, সরো,' গাড়ির ভিতর থেকে বলে উঠল কারমেন। 'আমাকে বেরুতে দাও।'

'থামো!' ধমকে উঠল নাকামুরা। 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমি না বললে বেরুবে না!'

উঁকি দিয়ে কারমেনকে দেখল ইরি। ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠল ওর সুন্দর চোখজোড়া। বহুদিন থেকেই নাকামুরার একক সঙ্গিনী ছিল সে, ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু হবার স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ করে এই মেয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাকে সহ্য করতে পারে না সে।

'ওকে এখানেও নিয়ে এসেছেন?' একটু যেন অভিযোগ ফুটল ইরির গলায়।

'নাছোড়বান্দা মেয়ে, কিছুতেই খসাতে পারলাম না,' বিরক্ত

গলায় বলল নাকামুরা। 'আর জেনারেল যে এ-সময় আসবেন, তাও জানতাম না।'

'কাজটা ঠিক হলো না,' নিচু গলায় বলল ইরি। 'জেনারেলকে যদি দেখে ফেলে...'

কথা শেষ হলো না। ওর আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করবার জন্যই যেন বাড়ির সদর দরজায় উদয় হলো দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি। মাঝবয়েসী... গায়ে দামি সুট, হাতে একটা জ্বলন্ত হাভানা চুরুট। নাকামুরাকে দেখতে পেয়েই হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'এসেছেন অবশেষে?' বলল লোকটা। নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে। 'বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছি, তাই হাঁটতে বেরুলাম।'

'দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত, জেনারেল,' বলল নাকামুরা। 'তবে আপনি যে আসছেন, খবরটা কেউ দেয়নি আমাকে।'

কাছে এসে করমর্দন করলেন জেনারেল। 'আমিই বারণ করেছিলাম। নাইস টু মিট ইউ অ্যাগেইন।'

মার্সিডিজের জানালা দিয়ে মাথা বের করল কারমেন। 'কার সঙ্গে কথা বলছ, কেনজি? আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল নাকামুরা। 'মাথা বের করেছ কেন? ড্রাইভার, ওকে নিয়ে যাও। শহরে ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

প্রতিবাদ করে উঠল কারমেন। 'কিন্তু...'

'খবরদার! কোনও কথা নয়,' আবারও ধমকাল নাকামুরা। 'যা বলছি তা-ই করো।'

কৌতূহল নিয়ে কাণ্ডটা দেখছেন জেনারেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ও? আগে তো কখনও দেখিনি।'

'গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়,' বলল নাকামুরা। 'স্রেফ বিনোদনের সঙ্গী। চাইলে আজ রাতে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

ঝট করে জানালা দিয়ে তার দিকে তাকাল কারমেন। চোখে অবিশ্বাস। গাড়ি চলতে শুরু করার পরেও তাকিয়ে রইল ওভাবেই। একটু পরেই তাকে নিয়ে চলে গেল মার্সিডিজ।

'ফুর্তি করতে আসিনি আমি,' অপসৃয়মাণ অবয়বটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন জেনারেল। 'আপনার সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে।'

'নিশ্চয়ই! চলুন।'

ভিলায় ঢুকল দু'জনে। পিছু পিছু ইরি। নীচতলার সুপরিসর লিভিংরুমে গিয়ে বসল। ইরিকে শ্যাম্পেন পরিবেশনের নির্দেশ দিল নাকামুরা। তারপর ফিরল জেনারেলের দিকে; এখনও বুঝতে পারছে না তাঁর আকস্মিক আগমনের কারণ।

সত্যিকার রহস্যমানব বলতে যা বোঝায়, এই জেনারেল ঠিক তা-ই। প্রায় সোয়া ছ'ফুট লম্বা, বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই হলেও বেশ সুদর্শন। খুব কাছ থেকে দেখেও তাঁর জাতীয়তা বোঝা মুশকিল। গায়ের রঙ তামাটে, চেহারা বিশেষত্বহীন। কথা বলেন শুদ্ধ ইংরেজিতে, বাচনভঙ্গিতে কোনও টান নেই। এই বিশেষ মিশনের দায়িত্ব পাবার পিছনে এগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এখানকার প্রজেক্টের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা গোপন রাখতে চায় তাঁর সরকার; তাই নাকামুরার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এমন একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে, যাকে দেখে ফেললেও কেউ পরিচয় বুঝতে না পারে। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই গোপনীয়তা বজায় রাখছেন ভদ্রলোক। একমাত্র কেনজি নাকামুরা ছাড়া আর কেউ জানে না তাঁর সত্যিকার পরিচয়। জাপানি টাইকুনের ঘনিষ্ঠতম সহচররাও তাঁকে স্রেফ *জেনারেল* বলে চেনে।

শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হলে ইশারায় ইরিকে চলে যেতে বলল নাকামুরা। লিভিংরুমে এখন শুধু ওরা দু'জন। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল জেনারেলের দিকে।

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' শ্যাম্পেনে সামান্য চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন জেনারেল। 'সিচুয়েশন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। টপ লেভেলের কিছু রাজনীতিক বেঁকে বসেছেন আমাদের প্রজেক্টের ব্যাপারে। দেশের গোল্ড রিজার্ভের উপর ঝুঁকি নিয়ে অপারেশন চালাতে চাইছেন না তাঁরা।'

'মানে কী?'

'সম্ভবত আর কোনও গোল্ড শিপমেন্ট পাবেন না আপনি।'

'হোয়াট!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নাকামুরা। 'কী বলছেন এসব? পানামা সরকারকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য ওই সোনাই একমাত্র হাতিয়ার। সাপ্লাই বন্ধ করে দিলে চলবে কী করে?'

'যথেষ্ট কি পায়নি ওরা ইতিমধ্যে?'

'একটামাত্র চালান। ওদেরকে খুশি করবার জন্য যথেষ্ট নয় সেটা। খনি থেকে অন্তত দুইশ' মিলিয়ন ডলারের সোনা পাওয়া যাবে বলে প্রাথমিক এস্টিমেট দেয়া হয়েছে ওদেরকে।'

'আরও একটা শিপমেন্ট তো রয়েছে আপনার হাতে।'

'যথেষ্ট নয়। ক্যানাল বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধস নামবে ওদের অর্থনীতিতে। হাতে সোনার রিজার্ভ না থাকলে সামাল দিতে পারবে না বিপর্যয়টা। খেপে পাগলা কুকুর হয়ে যাবে। শেষমেশ ইনভেস্টিগেশন চালাবে আমাদেরই বিরুদ্ধে।'

'আমি লাচার। আর কোনও সোনা দেয়া যাবে না আপনাকে। দুটো শিপমেন্ট পাঠাতেই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে। সেধে কোনও দেশ কি এভাবে নিজের ন্যাশনাল রিজার্ভ কমাতে চায়?'

'ইনকা ট্রেজার উদ্ধার করে সেই সোনা আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে—এমনটাই তো কথা ছিল।'

'কিন্তু ট্রেজার উদ্ধারের ব্যাপারে আপনি এখনও এক পা-ও

এগোতে পারেননি বলে জানি,' শান্ত স্বরে বলল জেনারেল।

থমকে গেল নাকামুরা। অভিযোগটা সত্য। মিনমিন করে বলল, 'ছোটখাট কিছু সমস্যা ফেস করতে হয়েছে। তাই ওদিকটায় একটু পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন পুরোদমে কাজ চলছে। খুঁজে পাওয়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার।'

'এই কথা বহুদিন থেকেই শুনছি আপনার মুখে। কিন্তু সত্যি বলতে কী... ট্রেজারের অস্তিত্ব সম্পর্কেই এখন সন্দিহান হয়ে উঠেছি আমরা। শেষ পর্যন্ত যদি পাওয়া না যায়, তা হলে আমাদের অর্থনীতির বারোটা বেজে যাবে। বুঝতেই পারছেন, কেন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে আমার সরকার।'

'ট্রেজার আছে!' জোর গলায় বলল নাকামুরা। 'আর সেটাকে অথেনটিকেট করবার মত যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণও জোগাড় করেছি আমি।'

'তা হলে আমার পরামর্শ হলো, ওই ট্রেজার দিয়েই পানামা সরকারকে খুশি রাখুন। আমাদের কাছে আর হাত পাতবেন না।'

'আপনি আমাকে গর্তে ঠেলে দিচ্ছেন, জেনারেল। এমন তো নয় যে, এই প্রজেক্ট আমার একার! এতে আপনাদেরও স্বার্থ আছে। সব ঝুঁকি আমি একা নেব কেন?'

'আমার হাত-পা বাঁধা।'

'তারমানে আর কোনও সাহায্য করবেন না আমাকে?'

'সে-কথা আমি একবারও বলিনি।' নিভে যাওয়া চুরুটে আবার অগ্নিসংযোগ করলেন জেনারেল। 'অলরেডি আটটা লঞ্চার-ট্রান্সপোর্টার দেয়া হয়েছে আপনাকে। যথাসময়ে সেগুলোর জন্য মিসাইলও সরবরাহ করা হবে।'

'কিন্তু সেই মিসাইল আনলোড করে লঞ্চিং এরিয়ায় নেবার জন্য এ-দেশটাকে আমার হাতের মুঠোয় আনা জরুরি,' থমথমে গলায় বলল নাকামুরা। 'আমার কথাই যেন আইনে পরিণত হয়...

আমার জাহাজ থেকে কী আনলোড হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা নিয়ে কাস্টমস যেন মাথা ঘামাতে না যায়। আশা করি মনে করিয়ে দিতে হবে না, তার জন্য বন্ধ হওয়া চাই পানামা ক্যানাল? আর সরকারকে আমার পা-চাটা কুকুর বানাবার জন্য চাই অঢেল সোনা?'

'আমি সবই জানি,' বললেন জেনারেল। 'কিন্তু যেভাবে ট্রান্সপোর্টারগুলো আনলোড করেছেন, সেভাবে মিসাইল আনলোড করতে পারবেন না কেন?'

'ওগুলো টুকরো টুকরো অবস্থায় সাধারণ খুচরা যন্ত্রাংশ হিসেবে এসেছে, পরে আমার ওয়্যারহাউসে নিয়ে জোড়া দেয়া হয়েছে সব,' ব্যাখ্যা করল নাকামুরা। 'কিন্তু মিসাইল সেভাবে আনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া শুধু আনলোড করলে চলছে না, ওগুলো পোর্ট থেকে বেরও তো করতে হবে।'

'হুম!' একটু ভাবলেন জেনারেল। তারপর বললেন, 'সেক্ষেত্রে একটা কাজই করা যেতে পারে—টাইমটেবল এগিয়ে আনতে হবে। আমার সরকার এই প্রজেক্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার আগেই। ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে, মি. নাকামুরা। তা ছাড়া কোনও কাজ অসমাপ্ত রাখতেও পছন্দ করি না আমি। রাজনীতিকরা নেতিবাচক কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগেই এদিককার কাজ সেরে ফেলতে হবে আমাদেরকে। গোল্লায় যাক ট্রেজার আর স্বর্ণের চালান।'

'এতক্ষণে একটা আশার বাণী শোনালেন আপনি, জেনারেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নাকামুরা। 'আমি তো ভয়ই পেয়ে যাচ্ছিলাম।'

'আপনার প্রস্তুতি কদ্দূর? কত দ্রুত অ্যাকশনে নামতে পারবেন?'

'ট্রেজার খুঁজে পাওয়া ছাড়া বাকি প্রায় সব প্রস্তুতিই নেয়া হয়ে

গেছে। পানামা উপসাগরে অপেক্ষা করছে জেমিনি, অর্ডার দিলেই ট্রানজিটের জন্য রওনা হবে। জেমিনির সামনে যে-জাহাজটা যাবে, সেটাও অপেক্ষা করছে অ্যাঙ্করেজে। জায়গামত রয়েছে আমাদের সাবমারসিবল... ওটাকে কোর্সচ্যুত করবার জন্য। এভরিথিং ইজ ইন প্লেস।'

'তা হলে তো এখুনি কাজে নামা যায়।'

'উঁহুঁ। টাইমটেবল এগিয়ে আনতে চাইলে মিসাইলগুলোও দরকার। কবে আমার কোম্পানিকে সব ধরনের মালামাল পরিবহনের দায়িত্ব দেয়া হবে, সেই আশায় বসে থাকলে চলবে না। বরং ক্যানালের ঘটনার পর শুরু হওয়া বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আনলোড করে ফেলতে হবে ওগুলো। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে লঞ্চিং এরিয়ায় নিয়ে গিয়ে লঞ্চও করে দিতে হবে।'

একটু হাসলেন জেনারেল। 'সুসংবাদ! মিসাইলগুলো কাছেপিঠেই আছে। ইচ্ছে করেই খবরটা জানানো হয়নি আপনাকে। অপেক্ষা করছিলাম কবে আপনি চাইবেন তার জন্য।'

'সম্ভব হলে এখুনি।'

'জাহাজটা একটু দূরে রাখা হয়েছে। পৌঁছুতে একটু সময় লাগবে। আগামীকাল হলে চলবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'জাহাজ রাখার মত নির্জন জায়গা আছে?'

'আমার পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে একটা ড্রাই ডক আছে... ওখানে তুলব বলে ভাবছি। সবাই ভাববে রিপেয়ারের জন্য উঠেছে, কার্গো নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

'বেশ, তা হলে আগামীকালই আসবে জাহাজ। একটা রেফ্রিজারেটর শিপ... নাম করভাল্ড। তৈরি থাকবেন।'

'থাকব।'

'ফাইনাল অ্যাকশনে তা হলে কখন যেতে পারবেন?'

'প্রিপারেশনের জন্য তিনটে দিন সময় পেলে ভাল হয়।'

'বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। মিসাইল তো আগামীকালই পেয়ে যাচ্ছেন। পরশু করা যাবে না?'

'শিডিউল একটু টাইট হয়ে যায়... তবে অসম্ভব নয়।'

'গ্রেট!' হাসি ফুটল জেনারেলের ঠোঁটে। 'আমার কাছ থেকে আর কোনও ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হলে বলতে পারেন।'

'তার দরকার হবে না। আমার জিয়োলজিস্টরা পরীক্ষা করে দেখেছে, লিকুয়িফ্যাকশনের জন্য আদর্শ কণ্ডিশনে রয়েছে গেইলার্ড কাটের দু'পাশের মাটি।'

লিকুয়িফ্যাকশনের অর্থ বুঝিয়ে দিতে হলো না জেনারেলকে। তাঁর জানা আছে, ওটা জমাট মাটিকে তরল কাদায় রূপান্তরিত করবার সায়েন্টিফিক প্রসেস। ভেজা মাটিতে কায়দামত একটা বিস্ফোরণ বা ঝাঁকুনি দেয়া গেলে তা আর জমাট থাকতে পারে না। পরিণত হয় তরল কাদায়। ফলে মাটির উপরে যত ধরনের কাঠামো থাকে, তা ধসে পড়ে। গেইলার্ড কাটের দু'পাশের পাহাড় ধসিয়ে দেবার জন্য এই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হবে। আর সেজন্যেই সময় বেছে নেয়া হয়েছে বর্ষাকাল।

'জেমিনি থেকে ইতিমধ্যে বেশিরভাগ ক্রু সরিয়ে নেয়া হয়েছে,' বলে চলল নাকামুরা। 'বাকিদেরকেও যথাসময়ে সরিয়ে নেবে আমাদের সাবমারসিবল।'

'লকের কাছে যে-ডাইভিং চেম্বারটা আছে, সেটার কী হবে?' জানতে চাইলেন জেনারেল।

'এক্সপ্লোসিভ বসানো হয়েছে। জেমিনির সঙ্গে টাইমিং মিলিয়ে ওটাও ধ্বংস করে দেয়া হবে।'

'ক্যানাল ব্লক করবার জন্য কী জাহাজ ব্যবহার করছেন?'

'একটা বাল্ক ক্যারিয়ার, লাইবেরিয়ায় রেজিস্ট্রি করা। নাম, *মারিও দে ক্যাস্তোরেলি*। কার্গো হিসেবে সিমেন্ট আর স্ক্র্যাপ

মেটাল তোলা হয়েছে ওটায়। জেমিনি এক্সপ্লোশনের ধাক্কায় ডুবে যাবে ওটা। পানির স্পর্শে সিমেন্ট আর লোহা মিলে প্রায় বারো হাজার টনের একটা নিরেট তালে পরিণত হবে। ওটাই ব্লক করে দেবে ক্যানাল।'

'চমৎকার! আর ক্যাস্তোরেলির ক্রু?'

'কিচ্ছু জানে না। ওদের বেশিরভাগই ফিলিপিনো কিংবা বাংলাদেশি। দুর্ঘটনার পর পরিবারগুলোর হাতে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা গুঁজে দিলেই চলবে। হৈ-চৈ করবে না কেউ।'

'জেমিনির ক্রু?'

'ওদেরকে পিকআপ করবে আমাদের সাবমারসিবল। গ্যামবোয়ায় নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে সড়কপথে ক্রিস্টোবালে চলে যাবে ওরা। আরেকটা জাহাজে চড়ে কেটে পড়বে। সাবমারসিবলটা আমরা গ্যামবোয়ায় ডুবিয়ে দেব।'

'তারমানে ফিজিকাল এভিডেন্স হিসেবে পানির তলায় সাবমারসিবল আর ডাইভিং বেলটা থেকে যাচ্ছে।'

'তাতে খুব একটা অসুবিধা নেই। ক্যানাল ওপেন করবার জন্য ড্রেজিং অপারেশন চালানো হবে। ওভারবার্ডেনের সঙ্গে গোপনে ওগুলো সরিয়ে নেব আমরা।'

'সবকিছুই আপনার হিসেবে রয়েছে দেখছি!' প্রশংসার সুরে বললেন জেনারেল। 'ট্রেজার খুঁজে পাওয়া ছাড়া সবই মোটামুটি গুছিয়ে এনেছেন। মারভেলাস!'

প্রতিক্রিয়াহীন রইল নাকামুরা। 'এগুলোর সবই করেছি আমি আপনাদের কথা ভেবে। নইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রমাণ লুকানোর তেমন প্রয়োজন ছিল না আমার। আমেরিকার বুকে মরণ-আঘাত হানতে পারলেই আমি খুশি। এরপর যা হয় হোক।'

'আপনার মত ব্যবসায়ীর মুখে এমন কথা শোভা পায় না, মি. নাকামুরা। প্রতিশোধ নেবেন ভাল কথা, তার সঙ্গে কিছু

নগদ-নারায়ণ এলে ক্ষতি কী? অন্তত এই বিশাল প্রজেক্টের খরচটা তো উঠে আসা দরকার। তা ছাড়া গোটা একটা দেশ হাতের মুঠোয় এলে আপনারই লাভ।'

'আপনাদেরও,' শান্ত কণ্ঠে বলল নাকামুরা। 'আমেরিকাকে ধ্বংস করবার পিছনে আমার চেয়ে আপনাদের আগ্রহই বেশি।'

'সে-কারণেই আমাদের মধ্যে এই চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটা সম্ভব হয়েছে,' মৃদু হাসলেন জেনারেল। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। 'এখন তা হলে আসি। আগামীকাল সকালেই দেশে ফিরে যাচ্ছি। সুসংবাদ পাবার অপেক্ষায় থাকব।'

হাত মিলিয়ে জেনারেলকে তাঁর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল নাকামুরা। ইরি পিছু পিছু এসেছে; গাড়ির টেইললাইট আঁধারে মিলিয়ে গেলে তার দিকে ফিরল নাকামুরা।

'হারুকিকে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য খবর দাও,' বলল সে। 'আমাদের টাইমটেবল এগিয়ে গেছে। হাতে সময় আছে মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ইরির। 'কী বলছেন, স্যর! এত দ্রুত? এখনও তো অনেক কিছুই...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল নাকামুরা। 'কোথায় কী সমস্যা আছে, তার সবই আমার জানা। মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। হারুকিকে নিয়ে এখুনি কাজে নেমে পড়ো।'

'জী, স্যর!' কাঁচুমাচু গলায় বলল ইরি।

'আর হ্যাঁ... কাল সকালে কয়েকজন লোক পাঠাবে কারমেনের অ্যাপার্টমেন্টে। ওকে গায়েব করে দেবে।'

'তারমানে...'

'মানেটা বুঝিয়ে দিতে হবে?' খেঁকিয়ে উঠল নাকামুরা। 'খুন করবে ওকে! লাশটা যেন খুঁজে পাওয়া না যায়।'

আদেশটা সানন্দে মেনে নিল ইরি। কারমেন ওদের

অপকর্মের ছেঁড়া সুতো বলে নয়, সে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় বলে। বলল, 'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল ইরি।

নাকামুরা নড়ল না। আপন চিন্তায় বিভোর সে। এত বছরের সাধনা... এত বছরের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। আর মাত্র দুটো দিন, তারপরেই প্রতিশোধ নেবে সে... চরম প্রতিশোধ!

আট

ঠিকমত ঘুম হয়নি রানার। চোখ মুদলেই শুধু নেফারতিতিকে দেখেছে, অশান্ত হয়ে উঠেছে হৃদয়। স্রেফ ক্লান্তির মুখে শেষ রাতে চোখদুটো একত্র হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যখন জাগল, তখন সকাল আটটা। পাশের বিছানায় তখনও নাক ডাকাচ্ছে সোহেল। উঠে বসতে গিয়ে টের পেল, সামান্য ঘুমে তরতাজা হয়নি শরীর। শাওয়ার নিয়েও দূর হলো না অবসাদ। রুম সার্ভিসের মাধ্যমে কফি আনাল। ধূমায়িত কাপ নিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। উদাস নয়নে তাকিয়ে রইল দূর দিগন্তের দিকে।

সোহেলের ঘুম ভাঙল খানিক পর। পিছনে ওর নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

'গুড মর্নিং!'

'নিকুচি করি তোর মর্নিঙের,' বিরক্ত গলায় বলল সোহেল। 'সিগারেটের প্যাকেটটা কোথায় রাখলাম?'

বেডসাইড টেবিল থেকে প্যাকেটটা খুঁজে নিল ও। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বিছানা থেকে নেমে রওনা হলো বাথরুমের উদ্দেশে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ছোঁ মেরে রানার হাত থেকে কেড়ে নিল কফির কাপটা।

'আরে! হচ্ছেটা কী!'

রানার প্রতিবাদ না শোনার ভান করে বাথরুমে ঢুকে গেল ও। বেরুল পাক্কা বিশ মিনিট পর। শাওয়ার আর শেভের বদৌলতে চেহারা পাল্টে গেছে। রানা তখন সোফায় বসে আরেক কাপ কফিতে চুমুক দিচ্ছে। ওর সামনে ঠকাস করে খালি কাপটা নামিয়ে রাখল সোহেল।

'জানিস কাপটা আমি ছিনতাই করব,' বলল ও, 'কফিতে একটু চিনি মেশালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?'

হেসে ফেলল রানা। মন যতই খারাপ থাকুক, ওর বন্ধুটি মুহূর্তেই তা ভাল করে দিতে জানে।

'উচিত হয়েছে,' বলল রানা। 'চুরি করতে যাস কেন? আগামীতে লবণ মিশিয়ে রাখব। কফি খেতে চাইলে নিজে বানিয়ে খেতে পারিস না?' টেবিলে রাখা কফিপট আর অন্যান্য সরঞ্জামের দিকে ইশারা করল ও।

আরেকটা সিগারেট ধরাল সোহেল।

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আধঘণ্টা না যেতেই দুটো ধরালি?'

'কেন, লোভ হচ্ছে? চাইলে তুই-ও একটা ধরা।' প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল সোহেল।

'নাহ্। ছেড়ে দিয়েছি...' বলতে বলতে থমকে গেল রানা। 'অ্যাই, তোর মতলব কী? আজ পর্যন্ত কোনোদিন তো তোকে সিগারেট সাধতে দেখলাম না। আজ সাধছিস কেন?'

'সাধব না? এত অকৃতজ্ঞ ভেবেছিস আমাকে? তোর মানিব্যাগ থেকে টাকা সরিয়েই তো কিনেছি।'

'শা-আ-লা!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

কিছুক্ষণ খুনসুটি চলল। হাসিঠাট্টার মাধ্যমে রানাকে স্বাভাবিক করে তুলল সোহেল। তারপর এল কাজের কথায়।

'কখন বেরুচ্ছি আমরা?'

ঘড়ি দেখল রানা। ন'টা বেজে গেছে। 'যত দ্রুত সম্ভব। পিনোঁ তার টিম নিয়ে এলেই রওনা হব।'

ব্রেকফাস্ট সেরে নিল দু'বন্ধু। তার আরও পনেরো মিনিট পর হাজির হলো মেজর পিনোঁ, সঙ্গে দু'জন লিজনেয়ার। অঁবিনও এসেছে স্বেচ্ছায়। মার্কোসকে দিয়ে কারমেনের অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বারে ফোন করালো রানা, ওর ঘুমজড়িত কণ্ঠ শুনেই রং নাম্বার বলে লাইন কেটে দিল মার্কোস। নিশ্চিত হলো, মেয়েটা বাড়িতেই আছে।

আর দেরি করার মানে হয় না। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। সময় হয়েছে কারমেনের সঙ্গে বোঝাপড়ার।

নিকষ অন্ধকারের মাঝে চোখ মেলল নেফারতিতি। শূন্য লাগছে মাথার ভিতরটা। কিচ্ছু মনে পড়ল না প্রথম কয়েক মুহূর্ত। অসাড় হয়ে আছে হাত-পা।

একটু পর ফিরতে শুরু করল অনুভূতি। সেই সঙ্গে স্মৃতি। ডুবে গিয়েছিল ও। মরতে বসেছিল। বিস্ময় অনুভব করল এখনও বেঁচে আছে দেখে। কীভাবে? নিশ্চয়ই কেউ উদ্ধার করেছিল। কে?

জবাবটা আন্দাজ করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। শত্রুরাই উদ্ধার করেছে ওকে নিশ্চয়ই লকের দরজা খুলে যাবার পর ভিতরে ঢুকেছিল প্রতিপক্ষের ডুবুরি, ওকে নিয়ে এসেছে ওখান থেকে।

ভুল ধারণা করেনি নেফারতিতি। আসলেই তা-ই ঘটেছে। বেঁচে যাওয়া চার ডুবুরি তাদের হারানো দুই সঙ্গীর খোঁজে

ঢুকেছিল লকে। ওকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে তাদের ডাইভিং বেলে। প্রাথমিক শুশ্রূষা করেছে, ট্রিট্রমেণ্ট দিয়েছে ডিকম্প্রেশনের জন্য। তারপর নিয়ে এসেছে ইণ্টারোগেশনের জন্য।

নড়বার চেষ্টা করল নেফারতিতি, কিন্তু পারল না। ধাতব একটা কাঠামোর সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে—বিছানা হবার সম্ভাবনাই বেশি। পা-দুটো ফুটরেস্টে বাঁধা, হাতদুটো উঁচু করে বাঁধা হয়েছে হেডরেস্টের সঙ্গে। টের পেল, গায়ে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু নেই—অর্ধনগ্ন ও। নাকে বদ্ধ বাতাসের গন্ধ ভাসছে। অন্ধকারে এক চিলতে আলো আসছে ঘরের দরজার তলা দিয়ে। কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে কর্কশ গোঙানি ছাড়া আর কিছু বেরুল না।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, বাইরে পায়ের আওয়াজ হলো। এরপর শোনা গেল দরজার তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ। খুলে গেল দরজা। ইউনিফর্ম পরা এক যুবক ঢুকল ঘরে। জাপানি। কাঁধে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্ক। নেমপ্লেট নেই। খোলা দরজা দিয়ে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে বাইরের দৃশ্য—সকালের রোদে আলোকিত হয়ে আছে ঘাসে-ঢাকা লন। জায়গাটা টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইন নয়, বুঝতে পারল নেফারতিতি। সম্ভবত কোনও বাগানঘর—দেয়ালে কাস্তে-নিড়ানি সহ বিভিন্ন রকম বাগান পরিচর্যার জিনিস ঝুলছে। জৈব সারের মৃদু গন্ধও পেল নাকে।

ঘরে কোনও জানালা নেই, ছোট্ট দরজা দিয়ে যথেষ্ট আলো ঢুকছে না। হাত বাড়িয়ে দেয়ালে লাগানো সুইচ টিপল জাপানি ক্যাপ্টেন। মাথার উপর জ্বলে উঠল একটা কম পাওয়ারের বালব।

'কেমন বোধ করছেন?' বন্দিনীর উদ্দেশে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল যুবক।

'ছেড়ে দাও আমাকে,' হাত-পা মোচড়াল নেফারতিতি। 'কেন আটকে রেখেছ?'

'প্লিজ, শান্ত হোন,' বলল ক্যাপ্টেন হারুকি। 'অযথা শক্তিক্ষয় করবেন না। একটু পরেই তার দরকার পড়বে।'

অন্তরাত্মা শুকিয়ে এল নেফারতিতির। কথাটার মর্মার্থ বুঝতে পারছে। রানার মুখে শোনা সেই নির্যাতনের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। নিশ্চয়ই পিশাচতুল্য সেই ইন্টারোগেটরের হাতে তুলে দেয়া হবে ওকে!

'প্লিজ... আমাকে সাহায্য করুন,' অনুনয় করল নেফারতিতি। 'আপনাদের ওই ইন্টারোগেটরের কথা আমি জানি। ওই শয়তানটার হাতে পড়তে দেবেন না আমাকে!'

জাপানি ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি নিচু হয়ে যেতে দেখল ও। গ্লানিতে। বুঝতে পারল, লোকটা জাত-সৈনিক। কাপুরুষতুল্য নির্যাতনকে সমর্থন করে না।

আশান্বিত হয়ে উঠল নেফারতিতি। 'আপনি জানেন ও কী করবে আমাকে নিয়ে... একটা অসহায় মেয়েকে নিয়ে! যদি সত্যিকার সৈনিক হয়ে থাকেন, তা হলে সেটা কিছুতেই মানতে পারা উচিত নয় আপনার! ছেড়ে দিন আমাকে। আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না। প্লিজ!'

'দুঃখিত,' নিচু গলায় বলল হারুকি। 'সেটা সম্ভব নয়।'

'তা হলে খুন করুন আমাকে!' খ্যাপাটে গলায় বলল নেফারতিতি। 'একটা স্যাডিস্টের হাতে নির্যাতিত বা রেপ হবার চেয়ে সেটা ভাল। অন্তত আত্মসম্মান নিয়ে মরতে পারব।'

'ড্রাগো রেপ করে না।'

'কে বলেছে? টর্চারের একটা স্বীকৃত পদ্ধতি ওটা!'

'ড্রাগোর...' ইতস্তত করল হারুকি, ...সমস্যা আছে।'

'পুরুষত্বহীন? তাতে কিছু যায় আসে না। নির্যাতন তো করবে! অসহায়, বন্দি মেয়েদের উপর অত্যাচার করবার শিক্ষাই কি পেয়েছেন আপনারা?'

'ওটা ড্রাগোর পদ্ধতি। আমাদের নয়।'

'একই কথা। ওকে যদি বাধা না দেন, তা হলে আপনাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

দ্বিধাদ্বন্দ্ব বেড়ে গেল হারুকির মাঝে। বিবেকের দংশন অনুভব করছে। নেফারতিতির কথাগুলো যেন অন্তরে বিঁধছে তার। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কোনোমতে বলল, 'না... আমি ওর মত নই!'

'আ... আমি দুঃখিত,' গলার স্বর নরম করল নেফারতিতি। 'আপনাকে অপমান করতে চাইনি। আমি বুঝতে পারছি, আপনি স্রেফ হুকুম তামিল করছেন।'

'হ্যাঁ। হুকুম।'

'কিন্তু মনিবের হুকুম পেলেই কি একজন সৈনিক বিবেক বিসর্জন দেবেন? ভেবে দেখুন, একটা নিরস্ত্র, অসহায় মেয়েকে নির্যাতন করে হত্যার মাঝে সম্মান কোথায়? কাউকে কোনোদিন বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন কথাটা? আপনার পরিবারকে? আপনার স্ত্রীকে?'

আর বোধহয় সহ্য হলো না হারুকির। বিছানার দিকে এগিয়ে এল সে। আশায় দোলা দিয়ে উঠল নেফারতিতির হৃদয়... আর তখুনি দরজায় উদয় হলো দ্বিতীয় একটা মূর্তি।

'কী হচ্ছে এখানে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ইরি ইয়োশিদা। গটমট করে ঢুকল ভিতরে। 'কী বলছে ও?'

যেন চাবুকাঘাতে বাস্তবে ফিরে এল হারুকি। সোজা হয়ে বলল, 'কিছু না। আবোল-তাবোল বকছে।'

কয়েক পা এগিয়ে এল ইরি। শীতল চোখে আপাদমস্তক দেখল নেফিকে। তারপর বলল, 'কম জ্বালাওনি তুমি আর তোমার বন্ধু মাসুদ রানা। এবার কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নেয়া হবে। যদি চাও তো তোমার মৃত্যুটা একটু সহজ করে দিতে পারি আমি। তার

জন্যে কিছু প্রশ্নের জবাব চাই। ঠিক ঠিক ভাবে যদি সব বলে দাও, কপাল বরাবর একটা গুলি করেই ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে। নইলে...' শয়তানী হাসি হাসল সে।

নির্বিকার রইল নেফারতিতি। 'কী জানতে চাও?'

'তোমার সত্যিকার পরিচয়। আমরা জানি তুমি ইউএস আর্মির ক্যাপ্টেন... কিন্তু এখানে কার হয়ে কাজ করছ?'

'বড্ড অভদ্র তুমি,' খোঁচা মারা স্বরে বলল নেফারতিতি। 'কারও পরিচয় জিজ্ঞেস করবার আগে নিজেরটা দিতে হয়—এটাও বুঝি জানো না?'

'আমার পরিচয় জানতে চাও?' হিসিয়ে উঠল ইরি। 'আমি ইরি ইয়োশিদা—তোমার যম!'

'যম? আমি তো ভেবেছি তুমি সস্তাদরের একটা প্রসটিটিউট।'

দাঁত কিড়মিড় করল ইরি। 'চাইলে এই ধৃষ্টতার প্রতিদান এখুনি দিতে পারি, কিন্তু প্রথমবারের মত একটা সুযোগ দিচ্ছি। ভালয় ভালয় জবাব দাও, নইলে কার হাতে পড়বে... আর কী ঘটবে তোমার কপালে, সেটা কল্পনাও করতে পারবে না।'

'কল্পনার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। রানা আমাকে সবই বলেছে। তোমাদের ইন্টারোগেটরের দৌড় আমার জানা হয়ে গেছে। ওকে কাঁচকলা দেখানো সম্ভব। কাজেই... জাহান্নামে যেতে পারো।'

এগিয়ে এসে ঠাস করে নেফারতিতির গালে চড় বসাল ইরি। দ্বিতীয়বার মারার আগেই পিছন থেকে তার হাত ধরে ফেলল হারুকি। বলল, 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না। যার কাজ তাকেই করতে দিন। এটা ড্রাগোর ডিপার্টমেন্ট।'

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল ইরি। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে অবিচল দেখে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল হাত।

'বেশ, তা হলে ড্রাগোই ওর ব্যবস্থা নিক,' বলল সে। 'তুমিই

বা এখানে এসেছ কেন? চলো, অনেক কাজ পড়ে আছে। আগামীকাল মুভ করবে জেমিনি...'

'জিভে লাগাম টানুন,' থমথমে গলায় তাকে থামিয়ে দিল হারুকি। 'কোথায় কী বলছেন তা দেখে নেবেন।'

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে নেফারতিতির দিকে তাকাল ইরি। 'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ? হাহ্, কয়েক ঘণ্টা পর ওর লাশ শেয়াল-কুকুরে খাবে। কাউকে কিছু বলার সুযোগ পাবে না ও।'

'তবু... বুঝেশুনে কথা বলা ভাল।'

'ভীতুর ডিম!' বলে বেরিয়ে গেল ইরি।

যাবার আগে নেফারতিতির দিকে আবারও তাকাল হারুকি। বিষণ্ন চেহারা।

'প্লিজ!' আবারও অনুনয় করল নেফারতিতি।

ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল হারুকি। চলে এল বিছানার পাশে। কোমরের বেল্টে লাগানো খাপ থেকে বের করে আনল তার কমাণ্ডো নাইফ। নিঃশ্বাস আটকে এল নেফারতিতির। কী করতে চাইছে লোকটা? বিস্ময় আরও বাড়ল ওর হাতের বাঁধনে লোকটা দ্রুত কয়েকটা পোঁচ দেয়ায়।

সোজা হতেই বন্দিনীর চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটতে দেখল হারুকি। ও মুখ খোলার আগেই হাত তুলে থামিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'প্লিজ, ধন্যবাদ জানাবেন না আমাকে। করুণা করিনি আমি, স্রেফ নিজের বিবেককে ভারমুক্ত করলাম। এখন আর পুরোপুরি অসহায় নন আপনি, কাজেই আপনার পরিণতি নিয়ে আর দুঃখ পেতে হবে না আমাকে। একটা কথা নিশ্চিতভাবে জানবেন—আমি আপনার বন্ধু বা মিত্র নই। এই ঘর থেকে বেরুনোমাত্র আবার শত্রুতা শুরু হবে আমাদের। আপনাকে দেখামাত্র খুন করবার জন্য গুলি ছুঁড়ব আমি!'

কথা শেষ করেই উল্টো ঘুরল অদ্ভুত মানুষটা। কোনোদিকে

না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। লাগিয়ে দিল দরজা।

বিস্ময় দমিয়ে বাঁধন খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল নেফারতিতি। কয়েক দফা টানাটানি করতেই মুক্ত হয়ে গেল দু'হাত। উঠে বসে পায়ের গিঁঠ খোলার জন্য হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় আবার শোনা গেল পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি আবার শুয়ে পড়ল ও হাতদুটো নিয়ে রাখল আগের পজিশনে।

খুলে গেল ঘরের দরজা। মাথা ঘোরাতেই দোরগোড়ায় ড্রাগোর পরিচিত শীর্ণ অবয়ব দেখতে পেল নেফারতিতি—আগেরবার দেখেছিল টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনের কম্পাউণ্ডে। তখন খুঁটিনাটি বোঝার উপায় ছিল না, এখন কাছ থেকে দেখে ঘিন ঘিন করে উঠল ওর সারা গা। মানুষ বলে মনে হচ্ছে না তাকে, কবর থেকে উঠে আসা কোনও জীবন্মৃত যেন।

'বাহ্! হোয়াট আ সারপ্রাইজ!' বলে উঠল ড্রাগো। 'কেউ আমাকে বলেনি, আজ একটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর সুযোগ পাব। আমি বড়ই ভাগ্যবান।'

গায়ের জ্যাকেট খুলে দরজার পিছনে ঝোলাল সে। তারপর এগিয়ে এল। আগ্রহ নিয়ে দেখল নেফারতিতির অর্ধনগ্ন দেহটাকে। কামনা ফুটল না চেহারায়, ফুটল স্রেফ বিকৃত এক আনন্দ। একটা আঙুল বোলাল সে নেফির কোমল ত্বকে। ফিসফিস করল, 'হ্যাঁ, এমন কচি দেহ নিয়ে খেলতেও মজা।'

প্রতিটা স্পর্শে কেঁপে উঠছে নেফারতিতি। বহু কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। এখনও আঘাত হানার সময় আসেনি।

বিছানার পাশে ছোট একটা টুল টেনে আনল ড্রাগো, নিজের কালো কাপড়ের পাউচটা খুলে রাখল ওতে। মাথার উপর জ্বলতে থাকা বালবের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল ওটার ভিতরে সাজিয়ে রাখা শত শত আকুপাংচার নিডল।

'শোনো মেয়ে,' বলল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। 'তুমি আর

তোমার বন্ধুরা গত কিছুদিন থেকে প্রচুর সমস্যা সৃষ্টি করেছ আমাদের কাজে। আমার বস খুবই খেপে আছেন। আমিও বিরক্ত... তোমার বন্ধু আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে বলে। আজ সেই কলঙ্ক মোচনের মোক্ষম সুযোগ। সব তথ্য আমি বের করে নেব তোমার কাছ থেকে—তোমাদের সত্যিকার পরিচয়, আমাদের প্রজেক্ট সম্পর্কে কতখানি জ্ঞান রাখো... সব। চাইলে মুখ বন্ধ রাখতে পারো যতক্ষণ খুশি, আমার তাতে আপত্তি নেই, বরং আনন্দই বাড়বে; কিন্তু জেনে রেখো, সবকিছু না জানা পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না। কোনও আশা নেই তোমার, কেউ আসছে না তোমাকে সাহায্য করতে। যতই চেঁচাও, কেউ এখানে উঁকি দিতে আসবে না।'

'টর্চারের প্রয়োজন নেই,' শান্ত গলায় বলল নেফারতিতি। 'যা জানতে চাও এখুনি বলে দিচ্ছি। আমি আমেরিকান আর্মির ক্যাপ্টেন—আমার দেশের হয়ে কাজ করছি। তোমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রামের সবই জানা হয়ে গেছে আমাদের। জানি, সাবমারসিবলের মাধ্যমে পানামা ক্যানালের জাহাজগুলোকে দুর্ঘটনায় ফেলছ। ভুয়া একটা স্বর্ণখনি লিজ নিয়ে সোনা ওঠানোর নাটক করছ এদেশের সরকারের সামনে। এ-ও জানি, পানামা ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চাইছ তোমরা। জেমিনি সম্পর্কেও জানি।'

জেমিনির কথাটা আন্দাজে বলা। ইরিকে শব্দটা উচ্চারণ করতে দেখে জাপানি ক্যাপ্টেন যেভাবে রিঅ্যাক্ট করল, তাতে ধরে নিয়েছে ওটা এদের গোপন প্রজেক্টের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তীরটা জায়গামতই লাগল। মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল ড্রাগো। হতভম্ব কণ্ঠে বলল, 'কে বলেছে তোমাকে জেমিনি সম্পর্কে? কতটুকু জানো?'

'যতটুকু জানা দরকার তার সবই। তোমাদের সমস্ত

প্ল্যান-প্রোগ্রাম ফাঁস হয়ে গেছে, মিস্টার। তোমার বসকে বলো, বাঁচতে চাইলে এখুনি যেন পাততাড়ি গুটিয়ে লেজ তুলে দৌড়ে পালায়।'

অপমানে জ্বলে উঠল ড্রাগোর দু'চোখ। ভুলে গেল সব ট্রেইনিং... ভুলে গেল সব অভিজ্ঞতা। মুখ ফসকে খ্যাপাটে গলায় বলল, 'কচু জানো তুমি! জেমিনির লোকেশন জানো না। জানো না, আগামীকালই জেমিনিকে ডিটোনেট করা হবে গেইলার্ড কাটে। আমাদেরকে ঠেকানোর কোনও উপায় নেই তোমাদের।'

'তা-ই?' পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে হেসে উঠল নেফারতিতি। 'আগামীকাল ডিটোনেট করা হবে? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন।'

'শিট!' নিজের বোকামি টের পেয়ে গাল দিয়ে উঠল ড্রাগো। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'এই ইনফরমেশন নিয়ে ইহজন্মে এখান থেকে বেরোতে পারবে না তুমি, মেয়ে। ভালই হলো, এখন আর কোনও চাপ রইল না, তোমাকে নিয়ে ইচ্ছেমত খেলতে পারব। তবে তার আগে বসকে সবকিছু জানিয়ে রাখা ভাল।'

পকেটে হাত ঢোকাল সে, সেলফোন বের করে আনল। ডায়াল করতে গেল নাকামুরাকে। মুহূর্তের জন্য চোখ সরে গেল বন্দিনীর উপর থেকে। আর এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল নেফারতিতি। ঝট করে উঠে বসল ও। হাত বাড়িয়ে পাউচ থেকে মুঠো করে তুলে আনল অনেকগুলো সুঁই, থাবড়া দিল ড্রাগোর মুখে।

চিৎকার করে উঠল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না, উন্মুক্ত মুখে গেঁথে গেছে সুঁইগুলো... কয়েকটা ভেদ করেছে দুই চোখ! অন্ধ হয়ে গেছে সে! হাত থেকে সেলফোন খসে পড়ল, পিছাতে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। বন্ধ হয়নি চিৎকার।

দ্রুতহাতে পায়ের বাঁধন খুলল নেফারতিতি। নেমে পড়ল

বিছানা থেকে। স্থির রইল কয়েক মুহূর্ত, ভয় পাচ্ছে চিৎকার শুনে এই বুঝি কেউ ছুটে আসে। কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেলেও এল না কেউ। মনে পড়ল, কারও আসার কথা নয়। টর্চারের সময় চিৎকার-চেঁচামেচি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার... নারীকণ্ঠ বা পুরুষকণ্ঠ নিয়ে সম্ভবত মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ।

ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল নেফারতিতির। দেয়ালে ঝুলতে থাকা গার্ডেনিং ইকুইপমেণ্টগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, হাতে নিল একটা প্রমাণ সাইজের কাঁচি। ড্রাগো দাপাদাপি করছে মাটিতে পড়ে, তার বুকের উপর একটা পা তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল লোকটা, বোধহয় আঁচ করতে পারছে আশু-পরিণতি।

'ড্রাগো,' শীতল গলায় বলল নেফারতিতি, 'আজ পর্যন্ত যত মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করেছ তুমি... যত মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছ... এই নাও তার প্রতিদান।'

'না! প্লিজ...'

কথা শেষ করতে পারল না ইণ্টারোগেটর, তার আগেই সর্বশক্তিতে তার বুকের উপর কাঁচিটা নামিয়ে আনল নেফারতিতি। ঘ্যাঁচ করে গেঁথে গেল ওটা। গোঙানির মত আওয়াজ করল ড্রাগো, খিঁচুনি দিল কয়েক বার। তারপরেই স্থির হয়ে গেল।

কপালের ঘাম মুছল নেফারতিতি। হাত কাঁপছে। বিশ্বাস করতে পারছে না, এইমাত্র নিজ হাতে একজন মানুষকে খুন করেছে। চোখ বন্ধ করে সান্ত্বনা দিল নিজেকে—মানুষ নয়, একটা পিশাচকে খতম করেছে ও। প্রতিশোধ নিয়েছে রানার উপর নির্যাতনের। ভাবাবেগ দমন করে দ্রুত খুলে নিল ড্রাগোর প্যাণ্ট, পরে নিল ওটা। দরজার পিছন থেকে জ্যাকেটটাও নিয়ে গায়ে দিল। কঙ্কালসার ইণ্টারোগেটরের পোশাক বেশ ভালই ফিট করল ওকে। কুড়িয়ে নিল মাটিতে পড়ে থাকা সেলফোন। এবার

পালাতে হবে।

জাপানি ক্যাপ্টেনের কথা ভোলেনি নেফারতিতি। গার্ডেন শেডে কী ঘটতে পারে, তা অজানা নয় লোকটার। জানে, ড্রাগোকে খুন করে পালাবার চেষ্টা করবে নেফারতিতি। নিশ্চয়ই ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে বাইরে। কীভাবে ফাঁকি দেয়া যায় তাকে?

দরজা সামান্য ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল নেফারতিতি। উন্মুক্ত লনের ওপারে রাজসিক এক ভিলা দাঁড়িয়ে আছে। নাকে সাগরের নোনা গন্ধ ভেসে এল, আবছাভাবে শুনতে পেল ঢেউয়ের গর্জন। সাগরপারের বিলাসবহুল কোনও এস্টেট মনে হচ্ছে জায়গাটাকে। কীভাবে পালানো যায় এখান থেকে? গাড়ি দরকার। ব্যস্ত নজর বোলাল ও। পোর্চের তলায় পার্ক করে রাখা হয়েছে একটা মার্সিডিজ। ওখানে পৌঁছুনো কঠিন, অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পাড়ি দিতে হবে। ভিলার এক প্রান্তে গ্যারাজ—চকচকে একটা এস.ইউ.ভি. উঁকি দিচ্ছে ওখান থেকে। দূরত্ব কিছুটা কম। চেষ্টা করবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

দরজা দিয়ে বেরুনো যাবে না। ওখানেই ওকে আশা করবে শত্রুরা। বিকল্প পথ চাই। গার্ডেন শেডের ভিতরে মনোযোগ দিল। আশান্বিত হয়ে উঠল পিছনের দেয়ালে একটা জানালা দেখে। কাঠের তক্তা দিয়ে পেরেক মেরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তবে সেটা বড় কোনও সমস্যা নয়। ঘরের এক কোণ থেকে কুড়িয়ে নিল একটা শাবল। চাড় দিয়ে খুলে ফেলল জানালার তক্তা। অস্ত্র হিসেবে সঙ্গে নিল একটা কাস্তে। তারপর জানালা টপকে বেরিয়ে এল শেড থেকে।

মাটিতে পা রেখেই ছুট লাগাল নেফারতিতি। নিরাপদে পেরিয়ে গেল ত্রিশ গজ। তারপরেই দেখা দিল বিপদ। দূর থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। চকিতে ভিলার দিকে তাকাল ও।

পোর্চের নীচে বেরিয়ে এসেছে জাপানি ক্যাপ্টেন... যেন প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই গুলি ছুঁড়ছে ওকে লক্ষ্য করে। তবে সে একা; আগে থেকে সঙ্গীসাথীদের সতর্ক করে দেয়নি; দিলে নিজেই হতো প্রশ্নবিদ্ধ—কী করে জানল নেফি পালাবে ওখান থেকে? বাধ্য হয়ে প্রথম গুলিটা একাই ছুঁড়েছে, এরপর জুড়েছে হাঁকডাক। আবারও গুলি করল হাতের পিস্তল থেকে।

ছুটন্ত টার্গেটে লক্ষ্যভেদ করা যথেষ্ট কঠিন, তার ওপর নেফারতিতি ছুটছে এঁকেবেঁকে; তারপরেও ক্যাপ্টেনের হাতের নিশানার প্রশংসা না করে পারল না ও। একেবারে গায়ের কাছ দিয়ে ছুটে গেল দুটো গুলিই। আরেকটু হলেই লেগে যেত। এক কথার মানুষ ওই ক্যাপ্টেন—দয়ামায়া দেখাচ্ছে না আর, ওকে খুন করবার শতভাগ চেষ্টা চালাচ্ছে।

বেশ কয়েকজন সৈনিক উদয় হলো ক্যাপ্টেনের আশপাশে। দেরি না করে তারাও এবার ফায়ার ওপেন করল। বৃষ্টির মত নেফারতিতির উদ্দেশে ছুটে এল বুলেট। ছুটন্ত অবস্থাতেই ডাইভ দিল ও, ফাঁকি দিল গুলিবৃষ্টি, গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল ওগুলো। পরক্ষণে ডিগবাজি দিয়ে আবারও উঠে পড়ল, দৌড়াতে থাকল গ্যারাজের উদ্দেশে। বেশ কাছে চলে এসেছে।

আবার গুলি করল সৈনিকেরা। এবার আর থামল না নেফারতিতি। উরুর পিছনে জ্বালাপোড়া করে উঠল, একটা বুলেট মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। ব্যথাটা অগ্রাহ্য করে ছুটে চলল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঢুকে গেল খোলা গ্যারাজে। মুখোমুখি হলো নিঃসঙ্গ এক সৈনিকের।

ওকে দেখে চমকে গেছে লোকটা। পিস্তল তোলার আগেই কাস্তে বের করে কোপ মারল নেফারতিতি। কাতরে উঠল সৈনিক, হাত কেটে গেছে, খসে পড়ল পিস্তল। তার উরুসন্ধিতে কষে একটা লাথি মারল ও। তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল লোকটা।

পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে এসইউভিতে উঠে বসল নেফি। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে, দেরি না করে চালু করল ইঞ্জিন। ব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল, বেরিয়ে এল গ্যারাজ থেকে।

পোর্চের তলা থেকে ছুটে আসছে সৈনিকরা, এসইউভি নিয়ে ওদের মুখোমুখি হলো নেফারতিতি। ওদেরকে অস্ত্র তুলতে দেখেও ভয় পেল না, বরং চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। প্রচণ্ড গতিতে সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ি। দু'জন পড়েছে বাম্পারের সামনে, ট্রিগার চাপার সময় পায়নি, তার বদলে আছড়ে পড়ল উইণ্ডশিল্ডের উপর, মড়মড় করে ভাঙল কাঁচ। দলা-পাকানো লাশদুটো মুহূর্তের জন্য স্থির থাকল, তারপর খসে পড়ল মাটিতে। বাকিরা প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সরে গেছে; ফলে একটা ফাঁক পেয়ে গেল, সেখান দিয়ে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল নেফি।

পলায়নরত বাহনটার পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল বাকি সৈনিকরা, অস্ত্র তুলে ফায়ারও করছে একই সঙ্গে। গাড়ির পিছনে ইস্পাতের ফুলকি উড়ল, ভেঙে পড়ল কাঁচ, গুলির আঘাতে রিয়ার-এণ্ড ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। স্টিয়ারিঙের উপর ঝুঁকে পড়ল নেফি, শরীর কুঁকড়ে ফেলেছে, কিন্তু অ্যাকসেলারেটর থেকে চাপ কমায়নি। আড়াআড়িভাবে লন পেরিয়ে উঠে গেল রাস্তায়। ফুল স্পিডে রওনা হলো এস্টেটের মেইন গেটের দিকে।

বিপদ এখনও কাটেনি, বুঝতে পারছে নেফারতিতি। মেইন গেটে ওকে ঠেকানোর চেষ্টা করবে শত্রুরা। গ্যারাজে আরও গাড়ি দেখেছে, ওকে ধাওয়াও করবে নিঃসন্দেহে। তার আগেই যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। মেঝেতে ইতিমধ্যে লেগে গেছে অ্যাকসেলারেটর, তারপরেও চাপ বাড়াল।

তিন মাইল দূরের মেইন গেটে পৌঁছুতে সময় লাগল আড়াই মিনিট। যা ভেবেছে তাই। অস্ত্র তুলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন

প্রহরী। লোকগুলো ফায়ার ওপেন করবার আগেই জানালা দিয়ে পিস্তল বের করল নেফারতিতি। নিশানা করার ঝামেলায় গেল না, টিপতে শুরু করল ট্রিগার। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল প্রহরীরা। বুনো ষাঁড়ের মত ফটকে গুঁতো মারল গাড়িটা। ইস্পাত ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হলো, তুবড়ে গেল এসইউভি-র নাক, কিন্তু প্রচণ্ড চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো গেটের পাল্লাদুটো। বেঁকে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত, কবজা থেকে ছিঁড়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার উপর। ক্ষিপ্ত হাতির মত ওগুলোকে মাড়িয়ে এগিয়ে গেল গাড়ি. বেরিয়ে এল এস্টেটের সীমানা থেকে।

ব্রেকে চাপ দিল নেফারতিতি, বনবন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তার উপর সিধে করল গাড়িকে ভারসাম্য ফিরে পেতেই ছুটল উদ্দাম গতিতে। ইঞ্জিন থেকে বাজে শব্দ বেরুচ্ছে, সংঘর্ষে সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওটা; কিন্তু পাত্তা দিল না। যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হবে ধাওয়া। সামনে পাহাড় দেখতে পেল নেফারতিতি, প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে উপকূল এলাকায়, মাঝ দিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা রাস্তা। পাহাড় পেরুলে হাইওয়ে, যত দ্রুত সম্ভব সেখানে পৌঁছুতে হবে ওকে—অন্যান্য গাড়ির মাঝে। সাক্ষীদের সামনে হয়তো বা ওর উপর হামলা করবার সাহস পাবে না শত্রুরা।

একটু পরেই রিয়ারভিউ মিররে উদয় হলো গ্যারাজে দেখা একটা মিনি ট্রাক। পাগলের মত ছুটে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। ইঞ্জিনে গড়বড় দেখা দেয়ায় ফুল স্পিডে এগোতে পারছে না এসইউভি, দূরত্ব ক্রমশ কমিয়ে আনছে শত্রুরা। কপাল ভাল যে গুলি করবার রেঞ্জে পৌঁছুবার আগেই পাহাড়ি রাস্তায় ঢুকে যেতে পারল নেফারতিতি।

এবার শুরু হলো আসল পরীক্ষা। যেন গ্রাঁ প্রি-র শেষ ল্যাপ পার হচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে ড্রাইভিং শুরু করল নেফারতিতি। প্রথম

বাঁকে এসইউভির পিছনটা চওড়া একটা জায়গা নিয়ে হড়কাল, রাস্তার কিনারার সঙ্গে সেঁটে থাকার জন্যে যুঝল টায়ারগুলো। একবার মনে হলো এসইউভির বনেট সরাসরি নিরেট পাথুরে পাঁচিলের দিকে তাক করা হয়েছে। পরমুহূর্তে রাস্তার মাঝখানে চলে এল গাড়ি। পরবর্তী বাঁক বাঁ দিকে, খোলা; ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়েছে, স্পিড না কমিয়ে পার হওয়া গেল। এরপর ছোট্ট একটা সরল বিস্তৃতি। দ্রুত পেরিয়ে গেল সেটুকু।

পরের বাঁক কাছে চলে আসছে। গিয়ার বদলাল ও। এটা ডান হাতি, খোলাও নয়—অর্থাৎ বাঁকের ওদিকটা দেখতে পাচ্ছে না গাড়ি নিয়ে ঘুরছে নেফি, এবড়োখেবড়ো কর্কশ গ্র্যানিট বামে ওর থেকে এক ফুট দূর দিয়ে ঝাপসা চেহারা নিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে; ওর নির্ভরতা রাস্তার পুরোটা প্রস্থের ওপর, জানে বাঁক থেকে বেরোবার সময় গাড়ির পিছনটাকে চওড়া একটা জায়গা দিতে পারবে হড়কে যাবার। পরক্ষণে ওর হৃৎপিণ্ড গলায় উঠে এল। বাঁকের পরপরই রাস্তা লাফ দিয়ে ঢুকে পড়েছে ছোট একটা টানেলে। কিছু করার কোনও সময়ই পাওয়া গেল না, প্রায় অন্ধকার লক্ষ্য করে লাফ দিল এসইউভি।

সর্বশক্তি খাটিয়ে টানেলের ভিতরে সংঘর্ষ এড়াল নেফারতিতি, আবার দিনের আলোয় বেরিয়ে এল এসইউভি। রাস্তা সোজাই, সামান্য বাঁ দিকে বাঁকা হয়ে এগিয়েছে। দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেয়া চলে না, স্পিড সামান্য একটু কমাল ও, রিয়ারভিউ মিররে দেখল, টানেল থেকে বেরিয়ে আসছে মিনি ট্রাক। তিনশ' গজ পিছনে।

সামনে বাঁক, বাঁকের কাছে রাস্তা বাম দিকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য গেছে পাথুরে কাঁধের আড়ালে। ওদিক থেকে আর কোনও গাড়ি এলে বিপদ, তাই হুইল থেকে একটা হাত সরিয়ে হর্ন বাজাল নেফারতিতি দীর্ঘ দুই সেকেণ্ড।

যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে কম তীক্ষ্ণ বাঁকটা, সামনে দেখা

গেল কয়েক প্রস্থ খোলা রাস্তার হাতছানি, তরোয়ালের মত বাঁকা দ্রুত ওগুলো পেরুল নেফি, রাস্তার চওড়া দিকটার সবটুকু ব্যবহার করছে—এসইউভি দ্রুত একবার এদিকে, একবার ওদিকে দোল খাচ্ছে। পিছন থেকে গুলি করা হলো। ঠক ঠক করে চেসিসে বিঁধল বুলেট, তবে বড় কোনও ক্ষতি হলো না গাড়ির আরও কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে ঝড়ের বেগে পাহাড়সারি থেকে বেরিয়ে এল এসইউভি।

সামনেই হাইওয়ে... দু'পাশ থেকে ছুটে আসছে বড়-ছোট বিভিন্ন আকারের গাড়ি। থেমে সময় নিয়ে রাস্তায় ওঠার সুযোগ নেই। ঝুঁকি নিল নেফারতিতি, গতি না কমিয়ে এক লাফে উঠে পড়ল হাইওয়েতে, পাগলের মত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে প্রয়াস নিল রাজধানীমুখী লেনে গাড়িকে সোজা করে নিতে।

দু'পাশ থেকে গগনবিদারী আওয়াজ উঠল হর্নের, সেই সঙ্গে ভেসে এল গালাগাল। আঁতকে উঠে নেফারতিতি লক্ষ করল, একটা বিশাল ট্রাকের সামনে আড়াআড়িভাবে উঠে এসেছে ও, ট্রাকটা আঘাত করতে চলেছে ওকে। অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে সামনে থেকে সরে যেতে চাইল, কিন্তু সফল হলো না পুরোপুরি। ব্রেক চেপে ধরেছিল ট্রাকের ড্রাইভার, কিন্তু তারপরেও স্কিড করে ওটা আলতো গুঁতো মারল এসইউভির পিছনের কোনায় লাটিমের মত ঘুরে গেল এসইউভি, চাকা ঘষটে সোজা চলে গেল হাইওয়ের একপাশে, থমকে দাঁড়াল।

পরে যা ঘটল তা আরও ভয়াবহ। ঘটনাটা ঘটতে লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, নেফারতিতির স্মৃতিতে রয়ে গেল শুধু কিছু শব্দ আর ছায়া। ওকে অনুসরণ করে হাইওয়েতে উঠতে গিয়ে থেঁতলে গেল মিনি ট্রাক। ইণ্টারসেকশন আগলে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা। নির্যাতিত রাবারের ককানো, ধাতব পদার্থের গা রি-রি করা সংঘর্ষের আওয়াজ, আরোহীদের

মরণ-আর্তনাদ... পরিষ্কার ভেসে এল নেফারতিতির কানে। ওদিকে তাকিয়ে দেখল, চাপ খেয়ে স্যাণ্ডউইচের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেছে মিনি-ট্রাকের প্রায় অর্ধেকটা। আরোহীদের পরিণতি অনুমান না করাই ভাল।

ভিড় বেড়ে যাবার আগেই কেটে পড়া দরকার, তাই গিয়ার বদলে এসইউভিকে আগে বাড়াল নেফারতিতি। ছুটে চলল পানামা সিটির উদ্দেশে। সামনে সরলরেখার মত রাস্তা, আঁকবাঁক নেই। আর কেউ ধাওয়াও করছে না ওকে। ফুরসত পেয়ে পকেট থেকে ড্রাগোর সেলফোন বের করল ও। কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করল মার্কোসের নাম্বারে। রানা কি আছে ওখানে? ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে ওকে।

নয়

স্পাই জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছে রানা, সাজানো-গোছানো প্ল্যান কখনোই ঠিকমত কাজে লাগানো যায় না। কিন্তু কারমেন কপোলার মত সাধারণ একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করতে গিয়েও যে সব ওলটপালট হয়ে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। অথচ তা-ই ঘটল বাস্তবে।

একেবারে গোড়াতেই দেখা দিল সমস্যা—তার জন্য দায়ী কারমেনের কুম্ভকর্ণ টাইপের ঘুম। কলিং বেলে কাজ হলো না, ধুমধাম করে কিল বসাতে হলো দরজায়। তা-ও বেশ কয়েকবার।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তায় গাড়িতে অপেক্ষা করছে অঁবিন, সোহেল আর দুই লিজনেয়ার; কারমেনকে নিতে এসেছে শুধু রানা আর পিনোঁ। দরজায় কিল দিতে দিতে সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল এদিক-সেদিক। পাড়াপড়শি বেরিয়ে এলেই মুশকিল।

প্রায় দশ মিনিট পর দরজা খুলল কারমেন, গালাগালের তুবড়ি ছুটিয়েছে খাঁটি স্প্যানিশে। বেলা দশটা বেজে গেলেও তার জন্য এটা সাতসকাল। আরও ঘণ্টাদুয়েক বিছানায় পড়ে থেকে অভ্যস্ত। দরজা খোলার পরেও থামল না ক্রুদ্ধ গালিবর্ষণ। গায়ে অবিন্যস্ত নাইটি, চোখে ঘুম, গা থেকে ভুরভুর করে বেরুচ্ছে মদের গন্ধ... ঠিকমত তাকিয়ে দেখল না দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদুটি কারা।

কারমেনকে দেখামাত্র ক্রোধ অনুভব করল রানা। নেফির মৃত্যুর জন্য দায়ী এই মেয়েলোক... হায়দারের মৃত্যুর জন্যও। অনেককিছুই করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আপাতত একটা চড় কষিয়ে ক্ষান্ত হলো। ওটাই ওকে ফিরিয়ে আনল বাস্তব দুনিয়ায়।

চড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল কারমেন। এবার ভালমত চোখ মেলে দেখল ওদের দু'জনকে।

'রানা!' বিস্ময় ফুটল ওর কণ্ঠে।

ওকে ধাক্কা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল রানা আর পিনোঁ। আটকে দিল দরজা।

'কী চাও তোমরা?'

জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। পিনোঁকে ইশারা করল বাড়ি তল্লাশি করবার জন্য। আর কেউ আছে কি না দেখে নেয়া দরকার। নিজে চোখ বোলাল লিভিংরুমে। এলোমেলো হয়ে আছে আসবাবপত্র। শূন্য দেয়াল, সব ছবি নামিয়ে ফেলা হয়েছে। হায়দারের সঙ্গে নিজের সমস্ত যুগল ছবি নামিয়ে ফেলেছে কারমেন। কফি টেবিলে দুটো খালি মদের বোতল, পাশে একটা

ডিনার প্লেটে সিগারেটের পোড়া বাট উপচে পড়ছে। বাতাসে এখনও ভাসছে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ছেঁড়া টিস্যুর দলা। লাল হয়ে আছে কারমেনের চোখ। না, স্রেফ নেশার জন্য নয়। হাবভাবে মনে হলো রাতভর কেঁদেছে সে। সিগারেট আর মদ খেয়ে ভুলবার চেষ্টা করেছে মনোকষ্ট।

ভিতরে তল্লাশি চালিয়ে বেরিয়ে এল পিনোঁ। মাথা ঝুঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল, অল ক্লিয়ার। কেউ লুকিয়ে নেই।

এবার কারমেনের দিকে ফিরল রানা, সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়েছে সে। টের পেল, সারা শরীর কাঁপছে তীব্র ক্রোধে। তারপরেও বহু কষ্টে সংযত রাখল নিজেকে। যতটা পারে শান্ত গলায় বলল, 'কাজটা ঠিক করোনি তুমি।'

'কীসের কথা বলছ?' না বোঝার ভান করল কারমেন, অভিনয়টা ভাল হলো না। 'সাতসকালে এখানেই বা এসেছ কেন?'

'আর অভিনয় করবার প্রয়োজন নেই, কারমেন। আমি সব জানি। নাকামুরার হয়ে কাজ করছ তুমি। হায়দারকে মিথ্যে প্রেমের জালে জড়িয়ে বিয়ে করেছিলে। ওর সঙ্গে বেঈমানী করেছ। ঠেলে দিয়েছ মৃত্যুর মুখে। আমাকেও রেহাই দাওনি। গতকাল তুমিই নাকামুরাকে জানিয়ে দিয়েছিলে, আমি লেক গাটুনে গেছি। ওকে সাহায্য করেছ ফাঁদ পাতার জন্য। কত টাকা পেয়েছ এর জন্য?'

চেহারায় বেদনা ভর করল কারমেনের। অস্বীকার করল না অভিযোগ, শুধু বলল, 'টাকা না, ওকে ভালবেসে এসব করেছি। কিন্তু কাল রাতে আমাকে রাস্তার বেশ্যার মত ট্রিট করেছে শয়তানটা। বুঝিয়ে দিয়েছে, তার চোখে আমার স্থান কোথায়।'

'মাফ করবেন, মাদাম কপোলা,' রুক্ষ গলায় বলল পিনোঁ, 'তবে একজন বেশ্যার সঙ্গে আপনার বিশেষ পার্থক্য নেই।'

স্প্যানিশে তাকে একটা গাল দিল কারমেন।

'ওঠো, পোশাক পরো,' বলল রানা। 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।'

'কক্ষনো না!'

'চাইলে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তারপরেও বলছি—ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো ব্যাপারটা। নাকামুরা যদি তোমার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে থাকে, তারমানে দাঁড়ায় ওর কাছে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এ-অবস্থায় সাক্ষী হিসেবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার ঝুঁকি নেবে না সে। নিজের প্রাণের ওপর যদি মায়া থাকে, তা হলে গোঁয়ার্তুমি কোরো না। আমাদের সঙ্গে চলো।'

'যা খুশি করুক ও, আমি পরোয়া করি না।' ফুঁপিয়ে উঠল কারমেন।

কথা বলে আর সময় নষ্ট করতে চাইল না রানা। টান দিয়ে ওকে সোফা থেকে ওঠাল। তারপর ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল বেডরুমে।

'দুই মিনিট সময় দিচ্ছি তৈরি হবার জন্য,' বলল ও। 'নইলে এই আধা-ন্যাংটো অবস্থাতেই তুলে নিয়ে যাব। বুঝেছ?'

'কী এসে-যায়?' মুখ ঝামটা দিল কারমেন। 'সবাই তো আমার শরীরটাই চায়!' রাগী ভঙ্গিতে বললেও কোথায় যেন একটা বেদনার সুর মিশে আছে।

'তোমার সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। তৈরি হও!' ধমক দিল রানা।

এবার কুঁকড়ে গেল কারমেন। বুঝতে পারল, ফাঁকা হুমকি দিচ্ছে না রানা। তাড়াতাড়ি আলমারি থেকে বের করে আনল জিন্স আর টপস্। নাইটি ছেড়ে পরতে শুরু করল ওগুলো। ভেবেছিল রানা তাকিয়ে থাকবে ওর নগ্ন শরীরের দিকে, কিন্তু ওকে ঘুরে

দাঁড়াতে দেখে বিস্মিত হলো। দ্রুত হাতে কাপড় বদলে পায়ে দিল স্নিকার।

'আমি রেডি।'

ওকে নিয়ে লিভিংরুমে ফিরে এল রানা। পিনোঁ তখন সেলফোনে কথা বলছে। রানাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ঝামেলা দেখা দিয়েছে।'

'কী?'

'মসিয়ো সোহেল বলছেন, একটা গাড়ি এসে থেমেছে বিল্ডিঙের সামনে। তিনজন প্যাসেঞ্জার। সাধারণ কেউ নয়, চেহারাসুরতে নাকামুরার মার্সেনারি সোলজার বলে মনে হচ্ছে। এখনও গাড়ি থেকে বেরোয়নি, শলাপরামর্শ করে নিচ্ছে। ওরাই একমাত্র সমস্যা নয়, রাস্তার মাথায় একটা আর্মি প্যাট্রলও নাকি উদয় হয়েছে। অন্তত দশজন আছে দলটায়।'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। কারমেনের দিকে তাকাল। 'আমার কথা ফলে গেল তো?'

'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠল কারমেন। 'এখন কী হবে?'

'ফায়ার এস্কেপ আছে?'

'না। শুধু সিঁড়ি আর এলিভেটর।'

পিনোঁর দিকে ফিরল রানা। 'কীভাবে হামলা করবে ওরা, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

ঠোঁট কামড়াল পিনোঁ। 'তিনজন, তাই না? একজন সিঁড়ি দিয়ে আসবে, বাকিরা এলিভেটরে। উপরে পৌঁছে এলিভেটর আটকে রাখার জন্য একজন থেকে যাবে ভিতরে, অন্য দু'জন হানা দেবে অ্যাপার্টমেন্টে। আমি হলে তা-ই করতাম।'

'ফোনটা আমাকে দিন।' কানে সেলফোন ঠেকাল রানা। 'সোহেল, ওরা বিল্ডিঙে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এরপর লিজনেয়ারদের একজনকে পাঠাস পিছনে। সিঁড়ি দিয়ে

যে-লোকটা উঠবে, তাকে খতম করে দেবে। ওখান দিয়েই নামব আমরা। কেউ কিছু বোঝার আগে কেটে পড়ব।'

'ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' বলে লাইন কেটে দিল সোহেল।

'গুড প্ল্যান,' বলল পিনোঁ। 'চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল সে। করিডোরে কেউ নেই। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ল, তাকে অনুসরণ করল রানা আর কারমেন। দ্রুত হাঁটতে শুরু করল স্টেয়ারওয়েলের দিকে। চারতলায় রয়েছে ওরা। খুনিদের উঠে আসতে সময় লাগবে না।

স্টেয়ারওয়েলের দরজা খুলে ল্যাণ্ডিঙে পা রাখল ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচতলা থেকে আরেকটা দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল। তারপর সিঁড়িতে পদশব্দ। উঠে আসছে নাকামুরার খুনি। উপরেই দাঁড়িয়ে রইল রানা, পিনোঁ আর কারমেন। অপেক্ষা করছে। কয়েক মুহূর্ত পর আবারও শোনা গেল দরজা খোলার আওয়াজ। ফরাসি একটা গানের শিস ভাঁজতে ভাঁজতে আরেকজন ঢুকেছে স্টেয়ারওয়েলে—পিনোঁর লিজনেয়ার।

থমথমে উত্তেজনা বোধহয় সহ্য হলো না কারমেনের নার্ভে, আচমকা নড়ে উঠল সে। শুরু করল ধস্তাধস্তি।

'কী হচ্ছে!' চাপা গলায় ধমকে উঠল রানা।

পরোয়া করল না কারমেন। বরং চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাড়ো আমাকে! এখানে মরতে চাই না আমি। বাঁচাও!'

খপ করে ওর মুখ চেপে ধরল পিনোঁ, কিন্তু সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। নীচ থেকে পদশব্দ দ্রুততর হয়ে গেল, ছুটে আসছে খুনি! পিনোঁ ব্যস্ত কারমেনকে নিয়ে, তাড়াতাড়ি কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করল রানা। কিন্তু প্রতিরোধ গড়বার আগেই নীচের সিঁড়িতে উদয় হলো খুনি। হাতে একটা কম্প্যাক্ট সাবমেশিনগান।

'ডাউন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। উবু হয়ে বসে পড়ল ল্যাণ্ডিঙে

পরক্ষণে এক পশলা গুলি ছুটে এল খুনির সাবমেশিনগান থেকে। কারমেনকে উপুড় করে শুইয়ে ফেলেছে পিনোঁ, নিজেও শুয়ে পড়েছে... ওদের উপর দিয়ে গেল গুলির ধারা, দেয়ালে আঘাত হেনে পলস্তারা খসাল।

পিস্তল তুলে দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা, নিশানা ঠিক না করেই। ব্যর্থ হলো ওগুলো। লাফ দিয়ে দৃষ্টিসীমার আড়ালে সরে গেল খুনি। পরমুহূর্তে আবারও সাবমেশিনগানের গুলি ছুঁড়ল সে—তবে উপরে নয়, নীচে। কাতর একটা ধ্বনি ভেসে এল। ঘায়েল হয়েছে ওদের লিজনেয়ার

'নঁ দে জিউ!' মাতৃভাষায় খিস্তি করে উঠল পিনোঁ। চেহারা দেখে মনে হলো এখুনি খুন করবে কারমেনকে ওর বোকামির জন্য।

'নীচে খেয়াল রাখুন,' বলে দরজার কাছে চলে গেল রানা। নজর দিল করিডোরে।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেছে। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসছে খুনিরা। জ্যাকেটের তলা থেকে বের করে ফেলেছে সাবমেশিনগান। দেরি না করে পিস্তল তুলল রানা, গুলি করল সামনের লোকটাকে। বুক পেতে গুলিটা হজম করল সে। ছুটন্ত অবস্থাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লাইন অভ ফায়ার ক্লিয়ার হয়ে যেতেই ব্রাশফায়ার করল পিছনের জন, রানাকে দ্বিতীয় সুযোগ না দিয়ে। দরজা বন্ধ করে পিছিয়ে গেল রানা। মেশিনগানের বুলেট ক্ষতবিক্ষত করল কাঠের পাল্লাটাকে।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। দু'দিকেই সশস্ত্র প্রতিপক্ষ। সন্দেহ নেই, গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সোহেলরা; কিন্তু ওদের সাহায্য আশা করে লাভ নেই। অস্ত্রহাতে ওদেরকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলেই ছুটে আসবে আর্মি প্যাট্রল। বাধা দেবে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওরা খুনিদেরই

রি-ইনফোর্সমেণ্ট। টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইনেও হাজির হয়েছিল নাকামুরার দলকে সাহায্য করতে। এর অর্থ, আর্মির কিছু লোককে পকেটে ভরে ফেলেছে নাকামুরা।

সাপ্রেসিভ ফায়ার করে সিঁড়ির খুনিকে আটকে রেখেছে পিনোঁ। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'এনি আইডিয়া, মসিয়ো রানা?'

'একজনকে ঘায়েল করেছি আমি,' রানা বলল। 'বাকি দু'জনকে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আপাতত টিকে থাকার চেষ্টা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর দেখছি না। সোহেল আর অঁবিন হয়তো এসে যাবে।'

'আর্মির প্যাট্রলটা যদি তার আগেই চলে আসে?' রানার মত পিনোঁও ওদের ব্যাপারে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

'তা হলে কপাল খারাপ বলতে হবে।' দরজার ছিটকিনি আটকে দিল রানা। করিডোরের খুনিকে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা।

'কপাল এখন ভাল বলতে চাইছেন?' সরোষে বলল ফরাসি মেজর। 'সব এই মেয়েলোকের দোষ! নিজে তো মরবেই... আমাদেরকেও মারল!'

'আ... আমি দুঃখিত!' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল কারমেন। 'নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।'

পকেটে বেজে উঠল মেজর পিনোঁর সেলফোন। কানে ঠেকাতেই সোহেলের কণ্ঠ শুনল রানা। 'গুলির আওয়াজ শুনছি। তোরা কোথায়?'

'প্যাঁচ খেয়ে গেছে প্ল্যান। স্টেয়ারওয়েলে আটকা পড়ে গেছি সাহায্য করতে পারবি?'

'আর্মির টিমটা এখনও আছে রাস্তার মাথায়। দাঁড়া, চেষ্টা করে দেখি।'

'ওরা মুভ করছে না?'

'উঁহুঁ। আওয়াজ নির্ঘাত শুনেছে, তাও কেন নড়ছে না, আল্লাহ মালুম। একটু অপেক্ষা কর, আমরা আসছি।'

নীচ থেকে কয়েকটা গুলির আওয়াজ হলো। শোনা গেল আর্তনাদ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই শোনা গেল একটা দুর্বল কণ্ঠ।

'মেজর, তাড়াতাড়ি আসুন। ব্যাটাকে খতম করেছি আমি।'

আহত সেই লিজনেয়ার! কষ্টেসৃষ্টে উঠে এসেছে উপরে। ওকে ঘায়েল ভেবে অবহেলা করেছিল খুনি, সেই সুযোগে গুলি করেছে পিছন থেকে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা আর পিনোঁ, কারমেনকে নিয়ে দুদ্দাড় করে নামতে শুরু করল। এক ফ্লোর নীচে পৌঁছুতেই দেখা পেল মৃত খুনি আর আহত লিজনেয়ারের। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাদের চারপাশের মেঝে। আহত যোদ্ধাকে কাঁধে তুলে নিল পিনোঁ। তারপর ফের নামতে শুরু করল তিনজনে। নীচতলায় নেমে দেখা পেল সোহেল আর অঁবিনের, বিল্ডিঙের এণ্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদেরকে। গাড়িটা নিয়ে এসেছে একেবারে এণ্ট্রান্সের সামনে।

এক মিনিটের মাথায় আহত যোদ্ধাকে নিয়ে ভ্যানে উঠে পড়ল ওরা। আর্মি প্যাট্রলের খোঁজে রাস্তার মাথায় চোখ বোলাল রানা—নেই। দূর থেকে ভেসে আসছে পুলিশের সাইরেন... কেউ ফোন করেছে থানায়। সেই আওয়াজেই কি পালাল? ভালই হয়েছে, আরেক দফা লড়াইয়ে জড়াতে হলো না। এই প্রথম ভাগ্যদেবীর একটু সহায়তা পেল ওরা।

'মুভ!' ড্রাইভিং সিটে বসা দ্বিতীয় লিজনেয়ারকে নির্দেশ দিল পিনোঁ।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বেগে গাড়ি ছোটাল ড্রাইভার।

আহত সৈনিককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মেজর পিনোঁ। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা ওর?'

'বেশি ভাল না। দুটো গুলি লেগেছে পেটে, আরেকটা লেগেছে পায়ে।' গায়ের শার্ট খুলে ফালি ফালি করে ছিঁড়ছে মেজর, ওগুলো দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করবে।

'হাসপাতালে যেতে হবে আমাদেরকে,' ড্রাইভারের পাশে বসা অঁবিনের কাঁধে টোকা দিল রানা। 'কাছাকাছি সবচেয়ে ভাল হাসপাতাল কোথায়?'

'ভাল হাসপাতালে যাওয়া যাবে না,' অঁবিন মাথা নাড়ল। 'পুলিশি হাঙ্গামায় জড়িয়ে যাব গুলির আঘাত দেখামাত্র পুলিশে খবর দেবে ডাক্তার।'

'তা হলে?'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড একটা ক্লিনিক চিনি। ওখানে যাব।' ড্রাইভারের দিকে ফিরল অঁবিন। 'ওয়াটারফ্রন্টের ধারের ওই পুরনো বিল্ডিংটার কথা মনে আছে?'

'জী, স্যর।' মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

'চলো ওখানে।'

পকেটে রাখা পিনোঁর সেলফোন বাজছে। বের করে ডিসপ্লে দেখল রানা। অচেনা নাম্বার। কল রিসিভ করে কানে ঠেকাল।

'হ্যালো?'

'কে?' রুদ্ধশ্বাসে বলল একটা নারীকণ্ঠ। 'রানা... ইজ দ্যাট ইউ?'

'কে আপনি?' কণ্ঠটা পরিচিত লাগছে রানার, কিন্তু তা কী করে হয়?

'আমি নেফি! চিনতে পারছ না?'

চমকে উঠল রানা। কী শুনছে এসব? কেউ ঠাট্টা করছে না তো! মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না ওর, শুধু বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি।

'কথা বলছ না কেন?' ওপাশ থেকে বলল নেফারতিতি।

'শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

'নেফি! তুমি... তুমি বেঁচে আছ?' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে রানার। 'কীভাবে?'

ওর কথা শুনে বিস্ময় ফুটল ভ্যানের বাকি আরোহীদের চেহারায়।

'লম্বা কাহিনি,' নেফি বলল, 'দেখা হলে নাহয় বলব।'

'কোত্থেকে ফোন করছ? পিনোঁর নাম্বারই বা কোথায় পেলে?'

'মার্কোসকে ফোন করেছিলাম, ও দিল,' বলল নেফারতিতি। 'শোনো, এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। আগে জরুরি খবরটা শোনাই। আগামীকালই ক্যানালে আঘাত হানবে নাকামুরা। বিস্ফোরণ ঘটাবে ওখানে। সম্ভবত জেমিনি নামে একটা জাহাজে থাকবে এক্সপ্লোসিভ।'

'তুমি শিয়োর?'

'ড্রাগো নিজের মুখে বলেছে আমাকে—আগামীকাল জেমিনিকে ডিটোনেট করা হবে গেইলার্ড কাটে। কথাটা অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখছি না। আমার মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে বড়াই করছিল লোকটা। কল্পনাও করেনি, ইনফরমেশনটা নিয়ে পালিয়ে আসতে পারব আমি।'

ড্রাগোর নাম শোনামাত্র একগাদা প্রশ্নের উদয় হলো মনে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না রানা। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায়?'

'ধার করা একটা গাড়িতে। পানামা সিটি থেকে দশ মাইল দূরে। শীঘ্রি পৌঁছে যাব।'

'গুড। র‍্যাডিসন রয়্যালে চলে এসো। আমরা ওখানেই উঠেছি। মার্কোসকেও পাবে। আমাদের ফিরতে সামান্য দেরি হতে পারে, অপেক্ষা কোরো। ফিরে এসে কথা বলব।'

'ঠিক আছে,' বলল নেফারতিতি। 'আর রানা... মেজর

পিনোঁকে বোলো, জ্যাঙ্কো মারা গেছে ডাইভিঙের সময়। আমার কিছু করার ছিল না। আমি দুঃখিত।'

'জানাচ্ছি। তুমি হোটেলে চলে যাও। ওখানেই দেখা হবে।'

'ওকে।' লাইন কেটে দিল নেফারতিতি।

'কার সঙ্গে কথা বললেন? ক্যাপ্টেন শেফার্ড?' জিজ্ঞেস করল পিনোঁ।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'উনি বেঁচে আছেন?' বিস্মিত গলায় বলল অঁবিন। 'কীভাবে?'

শ্রাগ করল রানা। 'হোটেলে গেলে জানা যাবে।'

'আর জ্যাঙ্কো?' পিনোঁর প্রশ্ন।

'আমি দুঃখিত...'

নেফি বেঁচে আছে শুনে একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল পিনোঁর চেহারা, আবার ছায়া জমল তাতে। ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল কারমেনের দিকে।

'তোমারই কারণে!'

কী বলবে ভেবে পেল না কারমেন। কুঁকড়ে গেল ভয়ে। কাঁপা গলায় বলল, 'আ... আমাকে ক্ষমা করে দিন।' তবে মেজরের চেহারা দেখেই বুঝল, এর কাছে ক্ষমা পাবে না সে।

বিশ মিনিটের মাথায় ক্লিনিকে পৌঁছুল ভ্যান। আহত লিজনেয়ারকে ভর্তি করা হলো সেখানে। তাকে দেখাশোনার জন্য রয়ে গেল দ্বিতীয়জন। ভ্যান নিয়ে এরপর হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো রানা, সোহেল, অঁবিন আর পিনোঁ।

দশ

গুয়ার্দিয়া দেল মার এস্টেট।

শান্ত হয়ে এসেছে সকালের ঘটনায় সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিবেশ, কিন্তু রয়ে গেছে তার রেশ। ড্রাগোর মৃত্যু, নেফারতিতির পলায়ন, এবং ওকে ধাওয়া করতে গিয়ে তিনজন সৈনিক মারা যাওয়ার খবর শুনে প্রথমে পাথর হয়ে গিয়েছিল নাকামুরা, কাউকে কিছু না বলে ঢুকে গিয়েছিল নিজের স্টাডিতে। আধঘণ্টা পর ক্যাপ্টেন হারুকি আর ইরি ইয়োশিদার যখন ডাক পড়ল ভিতরে, তাকে ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করতে দেখল ওরা। প্রথম চোটে গালাগালের বন্যা বইয়ে দিল সে। খানিক পর নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে—বুঝতে পারছে, এখন গালাগাল করে লাভ নেই কোনও। সর্বনাশ যা হবার তা হয়েই গেছে।

রক্তলাল চোখে দুই সহকারীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ, তারপর থমথমে গলায় বলল, 'যথাসময়ে তোমরা তোমাদের ব্যর্থতার শাস্তি পাবে, তবে তার আগে দরকার ড্যামেজ কন্ট্রোল। দেখা যাক ক্ষয়ক্ষতি কতটুকু কমিয়ে আনা যায়। তোমরা কী বলো?'

'জী, স্যর,' একবাক্যে বলল হারুকি আর ইরি। চোখ নিচু করে রেখেছে দু'জনেই।

'যা যা জিজ্ঞেস করব, ঠিক ঠিক জবাব দেবে। কোনও কিছু

লুকানোর চেষ্টা কোরো না। মেয়েটা পালাল কী করে? কিছু জানা গেছে?'

হারুকি কিছু বলল না। ইরি বলল, 'জী-না, স্যর। তবে যতটুকু বুঝেছি... হাত-পায়ের বাঁধন কোনোভাবে খুলে ফেলেছিল ও। ড্রাগোও খুলে দিতে পারে—হয়তো কোনও এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছিল ওর উপরে।'

'তা হলে বলব বোকামির উচিত সাজাই পেয়েছে সে,' গম্ভীর হয়ে গেল নাকামুরা। 'কথা হলো, কতটুকু জানে মেয়েটা? আমাদের কতটা ক্ষতি করতে পারবে?'

'এক হিসেবে কিছুই জানা নেই ওর,' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল ইরি। 'পেদ্রো মিগুয়েল লকের ব্যাপারে হয়তো খানিকটা সন্দেহ করছে... নইলে ডাইভ দিত না ওখানে... কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।'

'ওর সামনে আপনি জেমিনির কথা বলেছেন আমাকে,' মনে করিয়ে দিল হারুকি।

ভুরু কুঁচকে গেল নাকামুরার। 'সত্যি?'

'আমি শুধু জেমিনি শব্দটা উচ্চারণ করেছি,' তাড়াতাড়ি বলল ইরি। 'ওটা শুনে কিছুই বোঝা যাওয়ার কথা না।'

'এই ধরনের আণ্ডার-এস্টিমেশনের কারণেই আজকের এই পরিস্থিতির কবলে পড়েছি আমরা,' বলল নাকামুরা 'ওদেরকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই আর। ধরে নিতে হবে কয়েক কদম এগিয়ে আছে ওরা প্রতি মুহূর্তে। সেভাবেই সমস্যাটা সামাল দেবার জন্য প্ল্যান সাজাতে হবে...'

কথা শেষ হবার আগেই বেজে উঠল ডেস্কের উপরে রাখা ল্যাণ্ডফোন। আলগোছে রিসিভার তুলে নিল নাকামুরা। 'ইয়েস?'

'তাকাশি বলছি, স্যর,' ওপাশ থেকে শোনা গেল পোর্ট ফ্যাসিলিটির নতুন সুপারভাইজরের কণ্ঠ 'করভাল্ডের সঙ্গে

যোগাযোগ হয়েছে আমাদের। জাহাজটা পানামানিয়ান জলসীমায় প্রবেশ করেছে। ড্রাই ডক রেডি, আজ রাতেই ওটাকে তুলে ফেলতে পারব। আপনাকে জানাতে বলেছিলেন।'

'গুড। ডকের চারদিকে কড়া পাহারা বসাও। ওটার ত্রিসীমানায় অচেনা কাউকে দেখতে চাই না আমি।'

'ইয়েস, স্যর

রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই সহকারীর দিকে আবার তাকাল নাকামুরা। ...তো যা বলছিলাম, মাসুদ রানা ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে আমাদের ওদের পরিচয় এখনও আমাদের অজানা—এটা এখনও মানতে পারছি না। মেয়েটা তো বোধহয় আমেরিকান আর্মি অফিসার। দলটা আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স হতে পারে না?'

'মনে হয় না, স্যর,' হারুকি বলল। 'এখন পর্যন্ত আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের কোনও টেকনিক বা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে দেখিনি আমরা। লেক গাটুনে ওদের একজন মারা গেছে, তার লাশটা উদ্ধার করেছি... কিন্তু লাশের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করবার মত কিছুই ছিল না। লোকাল ডাইভিং গিয়ার, স্থানীয় দোকান থেকে ভাড়া নেয়া। লোকটার চেহারাও আর দশটা ককেশিয়ানের মত ভা ছাড়া আমেরিকান টিম হলে এদের সঙ্গে একজন বাংলাদেশি ইনভেস্টিগেটর কেন... সেটাও প্রশ্ন।'

'টিম আমেরিকান না হোক,' বলল নাকামুরা, 'ওখানে আমেরিকান আর্মির একজন ক্যাপ্টেন আছে। এখানে কী ঘটতে চলেছে, সেটা বুঝতে পারলে সে অবশ্যই তার দেশকে ইনফর্ম করবে।'

'এখনও করেনি, এটুকু ধরে নেয়া যায়। করলে এতক্ষণে ওয়াশিংটন থেকে বড় ধরনের রিঅ্যাকশন দেখতে পেতাম আমরা।'

'স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে বলছ কথাটা।'

'অনুমান নয়, স্যর। যুক্তিনির্ভর হাইপথেসিস। ওয়্যারহাউসে অনুপ্রবেশের পর রিপোর্ট দেবার জন্য অন্তত এক সপ্তাহ সময় পেয়েছে মেয়েটা। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কিছু দেখিনি বা শুনিনি, যাতে মনে হয় কাজটা সে করেছে। পানামার ওপর কোনও ধরনের ডিপ্লোমেটিক প্রেশার আসেনি আমেরিকার পক্ষ থেকে, ওদেরকে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতেও দেখিনি।

'তলে তলে যদি নিয়ে থাকে, সেটা জানব কী করে?'

'ইন্টেলিজেন্স, স্যর। সে-রকমের কিছু হলে আমাদের পৃষ্ঠপোষক জেনারেল নিশ্চয়ই খবর পেতেন... আমাদেরকেও জানাতেন সেটা।'

'ওর কথায় যুক্তি আছে,' হারুকির সঙ্গে সুর মেলাল ইরি। 'আমার মনে হয় না আমেরিকা কিছু জানে। তা ছাড়া এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, খবর পেলেও আমাদেরকে ঠেকাবার মত সময় আর নেই ওদের হাতে।'

পুরোপুরি কনভিন্স হলো না নাকামুরা। 'তারপরেও ক্যাপ্টেন শেফার্ডকে আণ্ডারএস্টিমেট করা ঠিক হবে না। শুরুতে কোনও প্রমাণ ছিল না তার হাতে, তাই হয়তো রিপোর্ট পাঠালেও কেউ গুরুত্ব দেয়নি তাকে। এখন উল্টোটাও হতে পারে।' একটু ভাবল নাকামুরা। 'ব্যাপারটা সামাল দেবার উপায় একটাই। আমাদের টাইমটেবল আরও কিছুটা এগিয়ে আনতে হবে। পাল্টা ব্যবস্থার জন্য যেন সময় না পায় ওরা।'

'আরও এগোবেন? এমনিতেই আগামীকাল বিকেলে অ্যাকশনে যাবার কথা আমাদের।'

'বিকেল না, সকালেই করে ফেলব যা করবার...

আবারও বেজে উঠল ফোন, তবে এবার ডেস্কের উপর নয়, হারুকির পকেট থেকে। সেলফোন। নাকামুরার অনুমতি নিয়ে

কলটা রিসিভ করল ক্যাপ্টেন। কয়েক কদম দূরে সরে এসে নিচু গলায় বলল, 'হ্যালো?'

'স্যর, সার্জেন্ট সাতো বলছি,' ওপাশ থেকে ভেসে এল হারুকির ডেপুটির গলা। পোর্ট ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি দেখছে সে।

'হ্যাঁ... কী ব্যাপার?'

'সকালের মিশন ব্যর্থ হয়েছে, স্যর। পানামানিয়ান মেয়েটাকে মারতে পারেনি আমাদের টিম। বরং ওদেরই দু'জন খুন হয়ে গেছে।'

'কী! কীভাবে?'

'ছ'জন লোক, স্যর... তাদের মধ্যে একজন সম্ভবত ওই মাসুদ রানা নামের ইনভেস্টিগেটর... আমাদের টিমের আগেই হাজির হয়েছিল ওখানে। গোলাগুলি করে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে। খুন করেছে আমাদের দু'জনকে। বেঁচেছে স্রেফ একজন—প্রাইভেট মোলিনা। লাশদুটো নিয়ে ফিরে এসেছে আমাদের ফ্যাসিলিটিতে।'

'কিন্তু... কিন্তু ওরা ব্যর্থ হলো কেন?' হিসেব মেলাতে পারছে না হারুকি। 'ওদের ব্যাকআপ হিসেবে পানামানিয়ান আর্মির একটা টিম পাঠানো হয়েছিল।'

'একটা আঙুলও নাড়ায়নি হারামজাদারা, ওদের সামনে দিয়েই মেয়েটাকে নিয়ে গেছে মাসুদ রানা,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল সাতো। 'আর্মি কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি... সে বলছে, তাদেরকে নাকি ওখানে নজর রাখার জন্য পাঠানো হয়েছিল, যুদ্ধ করতে নয়। তা ছাড়া শহর এলাকার ভিতরে গোলাগুলি করলে নাকি ওদেরকে জবাবদিহি করতে হবে, তাই ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। বুঝুন অবস্থা!'

'কাপুরুষের দল!' বিড়বিড় করে গাল দিল হারুকি। 'আসলে

নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।'

'কী হয়েছে?' খেঁকিয়ে উঠল নাকামুরা। 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

সংক্ষেপে তাকে ঘটনাটা জানাল হারুকি।

রাগে লাল হয়ে উঠল জাপানি টাইকুনের চেহারা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। 'আমাকে দাও, আমি কথা বলব।' ছোঁ মেরে হারুকির হাত থেকে সেলফোনটা নিয়ে নিল সে। 'সাতো, দিস ইজ নাকামুরা। মোলিনা কোথায়?'

'আমার সামনেই আছে, স্যর

'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে?'

'জী, আছে।'

'গুড। এখুনি ওটা মোলিনার কপালে চেপে গুলি করো। নাউ!'

'এক্সকিউজ মি, স্যর?' থতমত খেয়ে গেল সাতো।

'শুট দ্যাট বাস্টার্ড। দুই সঙ্গী মরার পর ও কেন বেঁচে আছে? মিশন কমপ্লিট করবার জন্য জীবন দিল না কেন? শুট হিম!'

'কিন্তু... স্যর... ওর কিছু করার ছিল না...'

'তর্ক করতে এসো না, সাতো। সেক্ষেত্রে তোমাকেও যমের বাড়ি পাঠাব আমি। ব্যর্থতা বরদাশত করি না আমি। শুট মোলিনা... দ্যাট'স অ্যান অর্ডার।'

চঞ্চল হয়ে উঠল হারুকি। 'স্যর, প্লিজ...

ওর কথা কানে তুলল না নাকামুরা। চেঁচাল, 'শু-উ-ট!'

পরক্ষণে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল ফোনে। ক্ষণিকের নীরবতা। তারপর নিচু গলায় বলল, 'ইটস ডান, স্যর।'

ফোনটা হারুকির হাতে ফিরিয়ে দিল নাকামুরা। 'শিখে রাখো, কীভাবে দলের শৃঙ্খলা ধরে রাখতে হয়... কীভাবে কাজ আদায় করে নিতে হয়।'

কিছু বলল না হারুকি। তীব্র আক্রোশ অনুভব করছে, অথচ করার কিছু নেই। এর আগেও একই কাণ্ড করেছে নাকামুরা। ওয়্যারহাউসের ঘটনার জন্য সুপারভাইজর শিনযুকি, ভলকানিক লেকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায় ওখানকার দুই সিকিউরিটি ইনচার্জ, টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনের বন্দিশালায় যে-গার্ডকে অজ্ঞান করে রানা পালিয়ে গিয়েছিল—এদের সবাইকেই দেয়া হয়েছে প্রাণদণ্ড। এসব কিছুতেই সমর্থন করতে পারেনি সে। সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিচ্ছে সে ও তার সঙ্গীরা, সে-কাজ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের হাতে এমনিতেই যথেষ্ট প্রাণহানি হয়েছে; এতকিছুর পর স্বয়ং নিয়োগকর্তার কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য হতে পারে না কারও।

ইরিকে বিকারহীন দেখাল। নাকামুরা নিজের আসনে ফিরে এলে সে পুরনো প্রসঙ্গ টেনে বলল, 'আমার মনে হয়, শুধু শিডিউল এগিয়ে আনলেই সমস্ত বিপদ কাটছে না। আরও কিছু পদক্ষেপ নেয়া উচিত।'

'কী?' রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল নাকামুরা।

'রিঅ্যাকশন টাইম কম পেলেও স্পেশাল ফোর্স পাঠানো একেবারে অসম্ভব নয় আমেরিকার পক্ষে... ওরা মুহূর্তের নোটিশে কাজে নামতে পারে। আকাশপথে আসবে ওরা, আর সেটা ঠেকাবার জন্য আমরা পানামা সরকারকে চাপ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সব ধরনের এয়ার ট্রাফিক স্থগিত করে রাখতে পারি।'

একটু যেন শান্ত হলো নাকামুরা। বলল, 'পরামর্শটা ভাল, কিন্তু সব ধরনের এয়ার ট্রাফিক বন্ধ করে দেয়া হলে সেটা সন্দেহের সৃষ্টি করবে। তবে হ্যাঁ... আমেরিকা থেকে আসা যে-কোনও মিলিটারি এয়ারক্র্যাফটকে যেন ল্যাণ্ড করবার পারমিশন দেয়া না হয়, সে-ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

'হুম। সেক্ষেত্রে কিছু লোক পাঠিয়ে আমেরিকান এম্ব্যাসির

সামনে বিক্ষোভ শুরু করানো যায়।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল নাকামুরা।

'শুধু মিলিটারি এয়ারক্র্যাফটের ল্যাণ্ডিং ঠেকালেই ক্ষান্ত দেবে না স্পেশাল ফোর্স। কমার্শিয়াল ফ্লাইটে আসবে তখন—নিরস্ত্র অবস্থায়। কারণ কমার্শিয়াল বিমানে অস্ত্র আনা যায় না। ওদের অস্ত্র পাবার একমাত্র উৎস হবে এম্ব্যাসির অস্ত্রাগার। বিক্ষোভ আর অবরোধ করানো গেলে ওখানে পৌঁছুতেই পারবে না ওরা।'

'এক্সেলেন্ট আইডিয়া,' এতক্ষণে একটু যেন খুশি হয়ে উঠল জাপানি টাইকুন। 'এখুনি ব্যবস্থা নাও। আমিও কথা বলছি ক্যানাল ডিরেক্টরের সঙ্গে—জেমিনির শিডিউল এগিয়ে আনার জন্য। ব্যাটাকে বসিয়ে বসিয়ে বহুদিন থেকে টাকা খাওয়াচ্ছি... এবার সেটার শোধ তুলব।'

'ইয়েস, স্যর।'

বেরিয়ে গেল ইরি আর ক্যাপ্টেন হারুকি।

হাত বাড়িয়ে ল্যাণ্ডফোনের রিসিভার তুলে নিল নাকামুরা। ডায়াল করল ক্যানাল অথোরিটির ডিরেক্টর লুইস কর্ডোবা-কে। ন্যায়নীতিহীন, লোভী এক লোক। বিপুল টাকা পেয়ে চোখবন্ধ করে যোগ দিয়েছে নিজের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে। পানামা ক্যানালে নাকামুরার পরিকল্পনা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ লোকজনের বাইরে একমাত্র সে-ই সবকিছু জানে।

'লুইস, কেনজি নাকামুরা বলছি।'

'গুড মর্নিং, সেনিয়র নাকামুরা। আমি একটু পর নিজেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।'

'কেন?'

'কনফার্মেশনের জন্য। আগামীকাল বিকেলে জেমিনির প্যাসেজ অনুমোদন করে দিয়েছি আমি। রিভাইজড লিস্টটা এ-মুহূর্তে আমার হাতে। একটু পরেই হারবারমাস্টারের কাছে

পাঠিয়ে দেব।'

'পাঠিয়ো না। আমাদের প্রোগ্রাম একটু বদলে গেছে। বিকেলে নয়, সকালে ঢুকবে জেমিনি।'

'কী! এ... এ তো অসম্ভব, সেনিয়র!' প্রতিবাদ করল কর্ডোবা। 'প্যাসেজের শিডিউল অন্তত পনেরো দিন আগে ফাইনাল করে রাখা হয়। আগামীকাল বিকেলের স্লটে জেমিনিকে অ্যাডজাস্ট করতেই খবর হয়ে গেছে আমার। অন্যান্য জাহাজের লোকজন খেপে বোম। এখন যদি...'

'আমি কোনও কৈফিয়ত শুনতে চাই না,' ধমকে উঠল নাকামুরা। 'সকালে প্যাসেজ চাই, দ্যাট'স অল। কীভাবে ম্যানেজ করবে সেটা তোমার ব্যাপার। যদি ব্যর্থ হও, তার পরিণতি ভাল হবে না।'

'প্লিজ, সেনিয়র,' অনুনয় করল কর্ডোবা। 'একটু বোঝার চেষ্টা করুন। এখানে কীভাবে কাজ হয়, তা তো আপনি জানেন না। চাইলেই টাইমটেবল বদলানো সম্ভব নয় কারও পক্ষে। এর জন্য নেগোসিয়েশন করতে হয়, জাহাজের লোকজনকে টাকা খাওয়াতে হয়... হাজারটা ঝক্কি। বিকেলের স্লট যে ম্যানেজ করতে পেরেছি, তা-ই ঢের।'

'ঝক্কি পোহানোর জন্যই তোমাকে মাসের পর মাস আমি লাখ লাখ ডলার দিয়েছি। পায়ের উপর পা তুলে আয়েশ করবার জন্য নয়। যা খুশি করো, দরকার হলে পুরো শিডিউল নতুন করে সাজাও—আই ডোন্ট কেয়ার। জেমিনিকে সকালে প্যাসেজ দেয়া চাই। আর হ্যাঁ... সেটা কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়ে।'

'কিন্তু... আলাস্কায় গ্রীষ্ম কাটিয়ে ক্যারিবিয়ানে ফিরছে ক্রুজ শিপের বহর। ওরা সবসময় প্রায়োরিটি পায়। কোনও কারণ ছাড়া আমি ওদের ট্রানজিট বন্ধ করতে পারব না।'

'করতে কেউ বলছেও না। নিক না ওরা ট্রানজিট!'

'পানাম্যাক্স ক্রুজ লাইনারে অন্তত তিন হাজার যাত্রী থাকে, সেনিয়র। গেইলার্ড কাটে আপনার জেমিনির ধারেকাছে পাঠানো ঠিক হবে না ওগুলোকে। যে-ধরনের প্রাণহানি হবে...'

'ওদের প্রাণ নিয়ে ভাববার আগে নিজের প্রাণটার কথা ভাবো... নিজের পরিবারের প্রাণগুলোর কথা ভাবো,' হুমকির সুরে বলল নাকামুরা। 'ভাবো, আমার কথা না শুনলে কী পরিণতি হবে তোমার।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারাল কর্ডোবা। শেষ পর্যন্ত হার মানা সুরে বলল, 'ঠিক আছে, সেনিয়র। আপনার যা মর্জি। আমি এখুনি আবার সংশোধন করছি তালিকা। ফাইনালি কী দাঁড়াল সেটা যথাসময়ে জানিয়ে দেব।'

'জানতাম তুমি আমার কথার অবাধ্য হবে না,' ক্রূর হেসে ক্রেইডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল নাকামুরা।

এগারো

র‍্যাডিসন রয়্যাল হোটেল।

মার্কোসের দরজায় টোকা দিতে নেফারতিতিই খুলল স্যুইটের দরজা। আর ওকে দেখামাত্র আবেগের উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল রানা। কোনোকিছু না ভেবে জাপটে ধরল দু'হাতে, নেফারতিতিও নির্দ্বিধায় বন্দি হলো সেই আলিঙ্গনে।

'আ... আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ...' ফিসফিসিয়ে

বলল রানা। 'কাল সারারাত কীভাবে যে কেটেছে...

'আমি জানি,' নেফারতিতি বলল। 'সেদিন তোমাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গেল, তখন আমারও ওই একই অবস্থা হয়েছিল।'

পিছন থেকে গলা খাঁকারি দিল সোহেল। 'তোদের প্রেমালাপ ভিতরে গিয়ে করলে হয় না? আমি নাহয় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা বরদাশত করলাম, লোকে দেখলে কী বলবে?'

নেফিকে ছাড়ল না রানা। বন্ধুকে বলল, 'ঝামেলা করিস কেন? হিংসে হচ্ছে তোর?'

'হতেই পারে। আমি তো কাউকে জড়িয়ে ধরতে পারছি না।'

'কেন? তোর বিছানায় কোলবালিশ নেই?'

'শাআলা! তোর জন্য সুন্দরী ললনা আর আমার বালিশ?'

হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নেফি। বক্তব্য আঁচ করতে পেরেছে। পিছিয়ে গিয়ে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। ভিতরে ঢুকল রানা ও সোহেল। মার্কোস বসে ছিল সোফায়। এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা শুধু দু'জন কেন? বাকিরা কোথায়?'

রানা বলল, 'দুই লিজনেয়ার হাসপাতালে। অঁবিনকে ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসিতে নামিয়ে দিয়ে এসেছি, প্যারিসে রিপোর্ট পাঠিয়ে তারপর আসবে। আর পিনোঁ গেছে আমাদের কামরায়, ওখানে কারমেনকে আপাতত আটকে রাখবে। দলের বাকি লিজনেয়ারদের খবর দেয়া হয়েছে... ওরা না আসা পর্যন্ত ও-ই থাকবে পাহারায়। অঁবিন এলে ইন্টারোগেশন শুরু হবে।'

সবাই গিয়ে বসল সোফায়।

শাওয়ার সেরে নিয়েছে নেফারতিতি, গায়ে দিয়েছে মারিনার কাছ থেকে ধার নেয়া টপস আর জিন্স। চেহারা থেকে ধকলের ছাপ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়নি, তারপরেও অদ্ভুত স্নিগ্ধ আর সজীব লাগছে ওকে। বার বার তাকাচ্ছে রানা।

ব্যাপারটা লক্ষ করে আরক্ত হলো ওর মুখ। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে

বলল, 'জেমিনির ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলাম মার্কোসকে। কিছু জানতে পেরেছ?'

মার্কোস বলল, 'এতক্ষণ ফোনেই ব্যস্ত ছিলাম, কথা বলেছি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। ও-ই বর্তমানে ক্যানালের একমাত্র আমেরিকান পাইলট। জেমিনি নামে কোনও জাহাজের খবর জানা নেই ওর। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক নয়। ট্রানজিট নেবার আগে অ্যাঙ্কারেজে শ'খানেক জাহাজ নোঙর করে থাকে। সবগুলোর নাম কারও পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। জাহাজটা যদি সত্যিই আগামীকাল ক্যানালে ঢোকে, তা হলে সেটা ট্রানজিট শিডিউলের ম্যানিফেস্টে পাওয়া যাবে।'

'কখন পাওয়া যাবে ওই শিডিউল?'

'ওটা তৈরি থাকার কথা, কিন্তু নেই। আমার বন্ধু গুজব শুনেছে, আগামীকালকের শিডিউলে নাকি রদবদল করা হচ্ছে।'

'গুজব কেন? চেক করে দেখতে পারছে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ, অফিসে নেই সে। ক্যানাল ডিরেক্টর হিসেবে লুইস কর্ডোবা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে ছাঁটাই চলছে পুরনো পাইলটদের। যারা এখনও রয়ে গেছে, তাদেরকে কাজ দেয়া হচ্ছে খুব কম। আমার বন্ধু গত এক সপ্তাহ থেকে বেকার, তাই অফিসে যায়নি। খুব শীঘ্রি যাবার সম্ভাবনাও নেই। ম্যানিফেস্টটা কালেক্ট করে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম ওকে, কিন্তু রাজি হলো না।'

'কিন্তু ওটা যে আমাদের দরকার! গুরুত্বটা বুঝিয়ে বলেছিলেন ওকে?'

'বলেছি, কিন্তু ও নাচার। অফিসে অফ-ডিউটি এমপ্লয়িদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ডিরেক্টর। গতকাল থেকে নাকি বাড়তি গার্ডও বসানো হয়েছে বলে শুনেছে ও। তাই ঝুঁকি নিতে

চাইছে না।'

'তা হলে?'

একটু হাসল মার্কোস। 'কিচ্ছু ভাববেন না, ম্যানিফেস্টটা আমিই এনে দেব।'

'আপনার বুঝি ঝুঁকি নেই?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আছে, তবে সতর্ক থাকব। ওখানে আমার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই, আশা করি খুব বেশি ঝামেলা হবে না। এখানে ফ্যাক্স মেশিন আছে... তালিকাটা হাতে পেলেই ফ্যাক্স করে দেব। নতুনটা না হলে পুরনোটা। হয়তো জেমিনি বিষয়ক ইনফরমেশন আছে ওটাতেও।'

'কখন যাবেন?'

'এখুনি। আশা করি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একটা কিছু পাঠিয়ে দিতে পারব।'

'সাবধানে থেকো, প্লিজ,' বলল নেফারতিতি। 'এমনিতেই অনেককে হারিয়েছি, তোমাকেও হারাতে চাই না। বিপজ্জনক কোনও পরিস্থিতি দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সরে যেয়ো ওখান থেকে। হিরো হবার দরকার নেই। আমরা বিকল্প কিছু করে নেব।'

মার্কোসকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বিপদের ভয়ে পিছিয়ে আসার মানুষ, তারপরেও নেফিকে খুশি করবার জন্য বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথাই সই।'

নিজের হেকলার অ্যাণ্ড কোচ পিস্তলটা মার্কোসের হাতে তুলে দিল রানা, সঙ্গে স্পেয়ার ম্যাগাজিন। 'এটা রাখুন। বিপদে কাজে দেবে। ব্যবহার করা খুব সহজ। সেফটি বাম দিকে। ওটা অফ করে ট্রিগার চাপবেন। ম্যাগাজিনে নয় রাউণ্ড থাকে।'

'কক করতে হয় না?'

'উঁহুঁ। শুধু ট্রিগার চাপবেন। দ্যাট'স অল।'

'ধন্যবাদ।' শার্টের তলায় পিস্তলটা গুঁজে ফেলল মার্কোস। 'আমি তা হলে আসি। মারিনাকে বলার প্রয়োজন নেই আমি কোথায় গেছি। দুশ্চিন্তা করবে।'

বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে গেছে মারিনা, রানাকে জানাল নেফি। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল মার্কোস।

'এবার কী?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'নেফি আমাদেরকে বলবে, কীভাবে লক থেকে বেঁচে ফিরল ও,' রানা বলল।

অল্প কথায় নিজের অভিজ্ঞতা খুলে বলল নেফারতিতি। ড্রাগোর মৃত্যুর কথা বলবার সময় উত্তেজনা ফুটল কণ্ঠে। রানার বুকটাও ভরে গেল প্রশান্তিতে। বেঁচে থাকার অধিকার নেই ড্রাগোর মত পিশাচের।

নেফির কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'হুম, তোমার ইনফরমেশনগুলো মিথ্যে হবার সম্ভাবনা দেখছি না। ভুল তথ্য দিয়ে তোমাকে বোকা বানাতে চায়নি ওরা। যা বলেছে, সেটা স্রেফ মুখ ফসকে। সত্যই হবার কথা।'

'কী করতে চাস?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'এবার অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করব। ওঁদেরকে সতর্ক করে দেবার সময় হয়ে গেছে।'

'কারমেনের সঙ্গে কথা বলবি না? ওকে ইন্টারোগেশনের পর অ্যাডমিরালকে জানাতে বলেছিলেন চিফ।'

'তার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অনেককিছু ইতিমধ্যেই জেনে গেছি আমরা—বিশেষ করে, নাকামুরার শিডিউল। আগামীকালই যদি হামলা চালানো হয় ক্যানালে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। অ্যাডমিরালের তো রিঅ্যাকশন টাইমও দরকার।'

স্যুইটের বেডরুমে ঢুকে পড়ল তিনজনে। ল্যাণ্ডফোনের

রিসিভার তুলে ওয়াশিংটনের নুমা হেডকোয়ার্টারে ডায়াল করল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কানেকশন পেতে সময় লাগল দু'মিনিট। রানার নাম শুনেই কলটা স্ক্র্যাম্বলড লাইনে শিফট করে নিলেন অ্যাডমিরাল, যাতে কেউ আড়ি পাততে না পারে।

অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমি তোমার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

'জানতেন আমি ফোন করব?'

'রাহাত বলেছে। গত রাতে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে [illegible]ার

'কী বলেছেন উনি?'

'স্পেসিফিক কিছু না পানামায় আমেরিকাবিরোধী একটা ষড়যন্ত্র চলছে বলে সন্দেহের [illegible] জানাল। তুমি নাকি নিশ্চিত হয়ে আমাকে ফোন করবে। এনি প্রগ্রেস?'

'জী, অ্যাডমিরাল। আমাদের সন্দেহ সম্পূর্ণ সত্যি।'

সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বলল রানা। কথা যখন শেষ হলো, গলার স্বর পাল্টে গেছে অ্যাডমিরালের। হতভম্ব ভঙ্গিতে বললেন, 'দিস ইজ ম্যাডনেস! পানামা থেকে আমাদের উপর মিসাইল হামলা করবে? ওই জাপানি পাগলটা কি জানে না, এর পরিণতি কী হতে পারে?'

'প্ল্যানটা কিন্তু একেবারে মন্দ নয়,' বলল রানা। আমরা যদি এতে নাক না গলাতাম, মিসাইল হামলার পিছনে ওর ভূমিকা ফাঁস হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।'

'কিন্তু এখন তো ফাঁস হয়ে গেছে। এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন?'

'হয়তো একগুঁয়েমি। অন্য কোনও ব্যক্তিগত মোটিভও থাকতে পারে, হয়তো পরিণামের পরোয়া করছে না। তা ছাড়া যারা ওকে মিসাইল সরবরাহ করছে, তাদের প্রেশার নির্ঘাত আছে।'

'কারা এরা?'

'আমার জানা নেই, অ্যাডমিরাল। তবে এ-মুহূর্তে ওদের পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাবার চাইতে বিপর্যয় ঠেকানোর দিকে মনোযোগ দেয়া বেশি জরুরি।'

'তা তো বটেই। তুমিই বলো কী করা যায়।'

'ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে কিছু করবার মত সময় নেই। সরাসরি অ্যাকশনে যেতে হবে। আপনি স্পেশাল ফোর্স পাঠান।'

'সেটা কঠিন। পানামা সরকার অনুমতি না দিলে ওখানে মিলিটারি অপারেশন চালাতে পারব না আমরা। তুমি কিছু করতে পারো না, রানা?'

'সমস্যাটা আসলে আপনাদের, অ্যাডমিরাল। তারপরেও গত কয়েকদিনে অনেককিছুই করেছি আমি ও আমার বন্ধুরা। প্রাণও দিয়েছে ওদের কয়েকজন। এবার বোধহয় বাকিটা আপনাদেরই সামলানো উচিত।'

'এদিককার অসুবিধে তো বললাম তোমাকে।'

'মাফ করবেন, অ্যাডমিরাল... কিন্তু বিদেশের মাটিতে অভিযান চালাবার ব্যাপারে কবেই বা অনুমতির তোয়াক্কা করেছে আমেরিকা?'

'সেসব অতীতের কথা, রানা। নিতান্ত বাধ্য না হলে এখন আর কোনও দেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে চাই না আমরা, চাই না ইরাক বা আফগানিস্তানের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে দুনিয়ার ঘৃণা কুড়াতে। মানছি এবারের পরিস্থিতি সত্যিই সিরিয়াস, কিন্তু পেন্টাগনকে সেটা বোঝাতে হবে স্পেসিফিক তথ্যপ্রমাণ দিয়ে। তোমাদের হাতে কিছু আছে?'

'যা বললাম ওটুকুই। আগামীকাল বিস্ফোরণ ঘটানো হবে গেইলার্ড কাটে। সম্ভবত জেমিনি নামের একটা জাহাজ ব্যবহার করা হবে এতে।'

'অসম্পূর্ণ ইনফরমেশন। জেমিনি খুব কমন নাম। খুঁজলে সারা দুনিয়ায় শ'খানেক জাহাজ মিলবে। এর মধ্যে ক'টা এ-মুহূর্তে পানামার আশপাশে আছে কে জানে।'

'ট্রানজিট শিডিউলের কপি জোগাড় করবার চেষ্টা করছি আমরা, স্যর। ওটা হাতে পেলে জাহাজটা আইডেন্টিফাই করতে পারব। আগামীকাল ঠিক কখন ওটা ক্যানালে ঢুকবে, সেটাও জানতে পারব। আশা করি কয়েক ঘণ্টার ভিতর কিছু প্রেজেন্টেবল ইনফরমেশন পাবেন।'

'রিঅ্যাকশনের জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছি না,' চিন্তিত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'প্লিজ, রানা, তুমি তো ওখানেই আছ... সঙ্গে ফ্রেঞ্চ লিজনের সৈনিকও আছে, জাহাজটাকে ঠেকাও। অন্তত লক্ষ-কোটি নিরীহ মানুষকে বাঁচাবার জন্য হলেও। আমেরিকার বুকে মিসাইল ছোঁড়া হলে বহু মানুষ মারা যাবে।'

'আমি জানি, অ্যাডমিরাল,' নরম গলায় বলল রানা। 'যতটা সম্ভব সাহায্য অবশ্যই করব। আমার বসও তেমনই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যাটা যেহেতু আপনাদের, তাই আপনাদের তরফ থেকেই আসল অ্যাকশন নেয়া উচিত।'

'ঠিক বলেছ, আমি দেখি কী করা যায়...' আরেকটা ফোন বেজে ওঠায় সামান্য বিরতি নিলেন অ্যাডমিরাল। ওটায় কথা বলে ফিরলেন রানার সঙ্গে আলোচনায়। 'সিআইএ থেকে ফোন এসেছিল। কাল রাতে রাহাতের সঙ্গে কথা হবার পর ওদেরকে বলে দিয়েছিলাম, পানামার উপর আলাদা নজর রাখতে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই যেন আমাকে খবর দেয়া হয়।'

'কিছু ঘটেছে?'

'খানিক আগে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে পানামা সিটির আমেরিকান এম্ব্যাসির সামনে। অবরোধ করা হয়েছে রাস্তা,

পতাকা পোড়ানো হচ্ছে।'

'কী কারণে?'

'গড নোজ। বিশেষ কিছু তো ঘটেনি গত দু'-চারদিনে। অন্তত বিক্ষোভ দেখা দেবার মত। তবে গোলমাল কণ্টিনিউ করলে সমস্যা হয়ে যাবে আমাদের।'

'কী সমস্যা?'

'ধরে নিচ্ছি পানামা সরকার ট্রুপস ল্যাণ্ডিঙের অনুমতি দেবে না। সেক্ষেত্রে ছদ্মপরিচয়ে কমার্শিয়াল ফ্লাইটে পাঠাতে হবে স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডো। ওসব ফ্লাইটে অস্ত্র নেয়া যায় না, ওদেরকে অস্ত্র জোগাড় করতে হবে পানামা সিটির এম্ব্যাসির অস্ত্রাগার থেকে। কিন্তু অবরোধ চলতে থাকলে তো দূতাবাসের ভিতরে ঢুকতেই পারবে না ওরা।'

'ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স বলে মনে হচ্ছে না,' চিন্তিত স্বরে বলল রানা। 'বোধহয় আপনাদের ওই পদক্ষেপ আঁচ করেই চালটা দেয়া হয়েছে।'

'নাকামুরা এতই স্মার্ট?'

'হ্যাঁ। তবে তাতে অসুবিধে নেই আপনি লোক পাঠান, অ্যাডমিরাল। এম্ব্যাসির প্রয়োজন নেই, লোকাল সোর্স থেকে ওদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ম্যানেজ করে দেব আমরা।'

'দেখি পেণ্টাগনকে কনভিন্স করা যায় কি না। তবে স্পেশাল ফোর্স যাক, বা না যাক, আমি কিন্তু তোমার দিকেই তাকিয়ে থাকব, রানা।'

একটু হাসল রানা। 'সবকিছু চুকেবুকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি থাকছি, স্যর। তবে পেণ্টাগনকে কনভিন্স করতে চাইলে ফ্রেঞ্চ ইণ্টেলিজেন্সের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ওরা যদি ব্যাপারটা ভেরিফাই করে, পেণ্টাগন নিশ্চয়ই হুমকিটা সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হবে?'

'ফরাসিরা জানে?'

'হ্যাঁ। ইন ফ্যাক্ট, ওদের একজন এজেন্ট খানিক আগে ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসিতে গেছে প্যারিসে সবকিছুর রিপোর্ট পাঠাতে।'

'গুড। আমি এখুনি সিআইএ চিফকে বলছি ওদের সঙ্গে কথা বলতে।'

'একটু তাড়াতাড়ি করুন, স্যর। হাতে সময় কম।'

'জানি। চিন্তা কোরো না, স্পেশাল অপারেশন্স কমাণ্ডের জেনারেল পিটারসনকে আমি এখুনি খবর দিয়ে রাখছি—মুহূর্তের নোটিশে পানামা পাঠাবার জন্য যেন একটা টিম রেডি রাখে। নেভিকেও অ্যালার্ট করে দিচ্ছি। কলাম্বিয়া উপকূলে ওদের একটা গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট আছে... ইউএসএস ক্যাম্পবেল... ওটাকেও যেন পাঠায় তোমাদের ওদিকে।'

'ক্যাম্পবেলে কমব্যাট ট্রুপস আছে?'

'না। তবে ওদের কাছে টমাহক মিসাইল আর এক্সপেরিমেণ্টাল ভিজিএএস ক্যানন আছে।'

'ভিজিএএস?'

'ভার্টিকাল গান ফর অ্যাডভান্সড শিপ। একশ' পঞ্চান্ন মিলিমিটারের প্রিসিশান ওয়েপন—মিনিটে পনেরোটা গোলা ছুঁড়তে পারে। রেঞ্জ, আশি মাইল।'

'ইয়াল্লা!'

একটু হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'বুঝতেই পারছ, তোমাদেরকে খালি হাতে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি না প্রয়োজনে সাপোর্ট দেবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থাও রয়েছে। এখন তা হলে রাখি। ফোন নাম্বার দাও, এদিকে কোনও অগ্রগতি হলে আমি জানাব তোমাদেরকে। তোমরাও জেমিনি সম্পর্কে জানতে পারলে আমাকে খবর দিয়ো।'

'নিশ্চয়ই, অ্যাডমিরাল।' সোহেলের সেলফোন নাম্বার দিয়ে

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

সোহেল আর নেফারতিতি কৌতূহলী ভঙ্গিতে বসে আছে, ওদেরকে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ জানাল রানা।

'গড!' বলল নেফারতিতি। 'অ্যাডমিরাল যেন তাড়াতাড়ি করেন।'

'আরেকটা ব্যাপার বোধহয় ভুলে যাচ্ছি আমরা,' সোহেল বলে উঠল। 'নাকামুরার মিসাইল। চূড়ান্ত অ্যাকশনে নেমেছে সে... মিসাইল ছাড়া নিশ্চয়ই নয়? হাতে যদি না-ও থাকে, খুব শীঘ্রি পেয়ে যাবে। ওদিকে নজর দেয়া দরকার।'

'গুড পয়েন্ট,' স্বীকার করল রানা। 'ধরে নিতে পারি, জাহাজে আসছে ওগুলো। আনলোডিঙের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো নাকামুরার নিজের পোর্ট। ওখানে আজ বা আগামীকালের মধ্যে কোনও জাহাজ আসছে কি না খোঁজ নিতে হবে।'

'কী জাহাজ? পোর্টে তো রোজই জাহাজ আসে। কোন্‌টায় মিসাইল আনা হচ্ছে, কীভাবে বুঝব?'

'সাধারণ জাহাজে আনা হবে না নিশ্চয়ই। স্ক্যানিং করলেই ওগুলোর রেডিয়েশন ধরা পড়ে যাবে। আলাদা ধরনের কোনও জাহাজে আনবে।'

চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোহেলের। 'রেফ্রিজারেটর শিপ? রেডিয়েশন ঠেকাবার জন্য আদর্শ।'

'আমারও তা-ই ধারণা। মার্কোসকে ফোন কর। ওকে বল্‌, শুধু জেমিনি না... কোবায়াশির পোর্টে কোনও রেফ্রিজারেটর শিপ আসছে কি না সেটাও খোঁজ নিতে হবে।'

'এখুনি ফোন করছি।' সেলফোন বের করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহেল।

'আমাকে কিছু করতে হবে?' জানতে চাইল নেফারতিতি।

'অবশ্যই। স্পেশাল ফোর্সের জন্য অস্ত্র জোগাড় করতে হবে।

পারবে?'

'আশা করি পারব। বেশ কিছু কণ্ট্যাক্ট আছে। কথা বলছি ওদের সঙ্গে।'

'আমাদেরকে তো কাজ ধরিয়ে দিলি,' বাঁকা সুরে বলল সোহেল। 'তুই কী করছিস? ভেরেণ্ডা ভা–?'

'উঁহুঁ,' নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। 'কারমেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

বারো

বালবোয়া হাইটস, পানামা।

শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে মার্কোস পেরেইরার গলা, কষ্ট হচ্ছে ঢোক গিলতে—মনে হচ্ছে যেন গরম একটা সুঁই গুঁজে দেয়া হয়েছে গলায়। ঘেমে গেছে হাতের তালু, প্যান্টে গোঁজা পিস্তলটার ওজন যেন কয়েক টন। ক্যানাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের উল্টোদিকে, রাস্তার সীমানায় মাথা তুলে থাকা গাছের সারির তলায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

অভিজাত এলাকা এটা, *প্রাডো* বলে পরিচিত। চারদিকে সুরম্য বাংলোর সারি—ক্যানালের মূল নির্মাতাদের থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল সেই ১৯১২ সালে। দেখতে সেই আমলের আমেরিকান মফস্বল শহরের মত এর মাঝে, ঘাসে ছাওয়া একটা টিলায় তৈরি করা হয়েছে ক্যানালের ত্রিতল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

বিল্ডিং। সাদা পাথরে গড়া দেহের উপর টকটকে লাল টালির ছাত। এককালে আমেরিকা আর পানামা, দু'দেশেরই পতাকা উড়ত ওখানে, এখন উড়ছে শুধু পানামার। তাও সম্ভবত বেশিদিনের জন্য নয়। মার্কোসের ভয় হচ্ছে, ওরা যদি নাকামুরার ষড়যন্ত্র ঠেকাতে ব্যর্থ হয়, খুব শীঘ্রি ওখানে বিদেশি অন্য কোনও পতাকা দেখা যাবে।

যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে ক্যানাল ডিরেক্টর কর্ডোবার বাড়ি বেশি দূরে নয়। দায়িত্ব পাবার পরপরই বিশাল এক পার্টি দিয়েছিল লোকটা, সেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছিল ও আর মারিনা। তার কিছুদিন পরেই ঘটল সেই 'দুর্ঘটনা', চাকরি গেল মার্কোসের।

স্মৃতিটা তিক্ত এক স্বাদ এনে দিল মুখে—দুরুদুরু যে-ভয় অনুভব করছে ও, সেটার চেয়ে কোনও অংশেই কম তীব্র নয়।

কনচিটা গোমেজের জন্য অপেক্ষা করছে মার্কোস। এই মহিলা ক্যানাল অথোরিটির প্রোকিওরমেণ্ট ম্যানেজার, প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছ'-ছ'টা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করেছে, কেউ তাকে ছাঁটাই করবার সাহস পায়নি। স্থূলদেহী এই মহিলাকে অত্যন্ত পছন্দ করে মার্কোস—অত্যন্ত অমায়িক, দায়িত্বশীল, সহকর্মীদের বিপদ-আপদে নিঃস্বার্থভাবে বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। গাড়ি থেকেই তাকে ফোন করেছিল মার্কোস, বলেছিল বিল্ডিঙে ঢুকতে চায়। কোনও প্রশ্ন না তুলে ওকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে কনচিটা। বলেছে রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করতে। ও এসে নিয়ে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে সোহেল ফোন করেছিল, জানিয়েছিল নতুন চাহিদা... এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। অলসভাবে অপেক্ষা করতে করতে আবোলতাবোল চিন্তা ঢুকে গেছে মার্কোসের মাথায়, ঢুকে গেছে ভয়। হোটেল

থেকে যখন রওনা হয়েছিল, তখন উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু অনুভব করেনি, ভাবেনি আর কিছু। কিন্তু এখন মনে পড়ছে পরিবারের কথা। ওর কিছু হয়ে গেলে কত বড় বিপদে পড়বে ওরা। দুটো ছেলে নিয়ে অকূল পাথারে পড়বে মারিনা। না, শুধু দুই ছেলে কেন... পিন্টোও তো আছে। গত ক'দিনে ওর উপর মায়া জন্মে গেছে মারিনার, মার্কোসকে বলেছে, আপত্তি না থাকলে ওকে দত্তক নিতে চায় সে। মার্কোস এখন বুঝতে পারছে, অনাথ ওই ছেলেটির ভাগ্যও নির্ভর করছে ওর বাঁচামরার উপরে।

তাই বলে পিছিয়ে যাবার মানুষ নয় ও। পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধের চেয়ে ওর দেশপ্রেম কোনও অংশে কম নয়। ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র চলছে ওর মাতৃভূমির বিরুদ্ধে, সেটা ঠেকানো ওর কর্তব্য। তাতে যতই ঝুঁকি থাক না কেন।

বিল্ডিঙের এণ্ট্রান্সে দু'জন সশস্ত্র সৈনিক পাহারা দিচ্ছে—হাতের ভাঁজে ধরে রেখেছে এম-সিক্সটিন রাইফেল। স্রেফ লোক দেখাবার জন্য নয়, প্রয়োজনে ব্যবহারও করবে। এত দূর থেকেও ওদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সেটা। দুই সৈনিকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দরজা খুলে যেতে দেখল মার্কোস, বেরিয়ে এল মোটাসোটা এক মহিলা। কনচিটা। গায়ে রঙচঙা, ঢলঢলে মুমু—এত বড়, অনায়াসে একটা মোটরসাইকেল ঢেকে দেয়া যাবে ড্রেসটা দিয়ে। ওকে দেখতে পেয়েই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল মার্কোসের। রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে।

'এতক্ষণে আসার সময় হলো তোমার?' পাকা অভিনেত্রীর মত বলল কনচিটা, যেন মার্কোস এখানেই কাজ করে। 'অফিসে কী পরিমাণ ঝামেলা, তা তুমি জানো না?'

'সরি, যানজটে আটকা পড়েছিলাম,' মার্কোসও অভিনয় করল।

'তাড়াতাড়ি এসো, মি. কর্ডোবা এখুনি তোমার সঙ্গে দেখা

করতে চেয়েছেন। ট্রানজিট নিয়ে কী যেন সমস্যা হয়েছে।'

ইচ্ছে করেই দুই সৈনিককে ক্যানাল ডিরেক্টরের নাম শোনাল কনচিটা, ওদেরকে তটস্থ করবার জন্য। কাজ হলো তাতে। কোনও রকম বাধার মুখে পড়তে হলো না, এক পাশে সরে গিয়ে মার্কোস আর কনচিটাকে ভিতরে ঢুকবার জায়গা করে দিল ওরা। দরজা পেরিয়ে বিল্ডিঙে প্রবেশ করল দু'জনে। এইট্রিয়াম আর উইলিয়াম ভ্যান আইয়াজেনের মুরাল পেরিয়ে সিঁড়ি ধরল। রিসেপশনে একজন গার্ড রয়েছে, কিন্তু তাকে দ্বিতীয়বার মার্কোসের দিকে ফিরে তাকাবার সময় দেয়নি কনচিটা।

দোতলার হলওয়ে প্রায় খালি, ব্যাপারটা লক্ষ করে অবাক হলো মার্কোস। দিনের এই সময়টায় চরম ব্যস্ততা বিরাজ করে এখানে, অথচ আজ কাউকে দেখা যাচ্ছে না কেন! পাশ থেকে মৃদু আঁতকে ওঠার আওয়াজ হলো। পিঠে হাত দিয়ে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে ওকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কনচিটা। হাত লেগে গেছে কোমরে গোঁজা পিস্তলটায়। তবে মহিলা বুদ্ধিমতী, বাড়াবাড়ি করল না ব্যাপারটা নিয়ে। একেবারে নিজের অফিসের সামনে গিয়ে থামল। নবে মোচড় দিয়ে কেবল দরজাটা খুলেছে, এমন সময় পিছন থেকে ভেসে এল কর্কশ গলা।

'হল্ট!'

ধীরে ধীরে পাশ ফিরল মার্কোস আর কনচিটা। হলওয়ের শেষ প্রান্তে উদয় হয়েছে নতুন এক গার্ড। এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। বিশ ফুট তফাতে এসে থামল। এর হাতে এম-সিক্সটিন নেই, কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলছে একটা হোলস্টার। বয়স বিশের কোঠায়, কিন্তু হামবড়া ভাব দেখাচ্ছে।

বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল মার্কোসের। এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি। শার্টের তলায় গুঁজে রাখা পিস্তলটার কথা ভাবল। কিন্তু ওটা চালাতে গেলে গুলির শব্দে ছুটে আসবে আরও

গার্ড। কী করা যায়?

'কে তুমি?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল গার্ড।

'কানা নাকি? চিনতে পারছ না?' বিরক্ত গলায় বলল কনচিটা। 'আমি কনচিটা গোমেজ, প্রোকিওরমেণ্ট ম্যানেজার। গত দু'দিনে অন্তত দশবার দেখেছ আমাকে।'

'তোমাকে বলছি না, মুটকি!' ধমকে উঠল গার্ড। 'ওকে জিজ্ঞেস করছি।' মার্কোসকে ইশারা করল সে। এক হাতে খুলে ফেলেছে হোলস্টারের কাভার। উঁকি দিচ্ছে ওটার ভিতরে রাখা পিস্তলের বাট।

মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল মার্কোসের, কনচিটার হাতের স্পর্শ টের পাচ্ছে। ওর পিস্তলটা বের করে আনছে মহিলা। গুলি করবে নাকি? না, শরীরের পিছন দিয়ে আরেক হাতে অস্ত্রটা চালান করল সে। হাতটা ঢুকিয়ে দিল দরজার ফাঁক দিয়ে তার অফিসের ভিতরে... গার্ডের অলক্ষে। এক মুহূর্ত পর যখন বের করে আনল, হাত তখন খালি।

'আমি একটা প্রশ্ন করেছি,' থমথমে গলায় বলল গার্ড। 'কে এই লোক? আগে কখনও দেখিনি একে।'

'গলা নামিয়ে কথা বলো, ছেলে!' এবার রাগী গলায় বলল কনচিটা। 'কত্তো বড় সাহস! আমাকে মুটকি বললে? মায়ের বয়সী একজন ভদ্রমহিলাকে গালি দিচ্ছ... কেমন পরিবারের ছেলে তুমি?'

থতমত খেয়ে গেল গার্ড। মিনমিনে গলায় বলল, 'দুঃখিত। রাগের মাথায় বলে ফেলেছি। ক্ষমা করে দিন। কিন্তু আমার দায়িত্বও তো পালন করতে হবে। অচেনা কাউকে দেখলেই চ্যালেঞ্জ করতে বলা হয়েছে আমাকে।'

'অচেনা? ক'দিন হলো এখানে ডিউটি করছ? ইনি মার্কোস পেরেইরা, ক্যানালের সিনিয়র পাইলট। ডিরেক্টর কর্ডোবা ওঁকে

ডেকে পাঠিয়েছেন শিডিউল সংক্রান্ত একটা সমস্যা সমাধান করবার জন্য। বিশ্বাস না হলে আমার অফিসে এসো। এখুনি কথা বলিয়ে দিচ্ছি ডিরেক্টরের সঙ্গে। তুমি আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছ, সেটাও তাঁর জানা দরকার।'

জোর দিয়ে কথাগুলো বলছে কনচিটা, তাই ঘাবড়ে গেল গার্ড। ডিরেক্টরের মুখোমুখি হবার সাহস নেই তার। চকিতে মার্কোসকে দেখে নিল এক পলক। তারপর বলল, 'না, না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। এমনিই... শিয়োর হয়ে নিচ্ছিলাম আর কী। আপনারা কাজ করুন।'

উল্টো ঘুরে পালিয়ে বাঁচল সে।

হাসতে হাসতে মার্কোসকে নিয়ে অফিসে ঢুকল কনচিটা। দরজার ঠিক পাশেই একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট, ওটার উপর রেখেছিল পিস্তলটা; এবার হাতে তুলে নিল।

'এসবের মানে কী, জানতে পারি?' বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল সে। 'তুমি আবার পিস্তল নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছ কবে?'

'লম্বা কাহিনি, সবই বলব। আগে একটু দম ফিরে পেতে দাও।' পিস্তলটা ফের কোমরে গুঁজে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মার্কোস। 'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! ওকে ভিতরে আসতে বললে কেন? পিস্তলটা যদি দেখে ফেলত?'

'দূর! বললেই ভিতরে ঢোকার সাহস আছে নাকি? আসলে একটা ভীতুর ডিম। গত কয়েকদিন থেকেই দেখছি তো।' ডেস্কের উল্টোপাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল কনচিটা। 'এবার ঝেড়ে কাশো। এই লুকোচুরির মানে কী? কীসের সঙ্গে জড়িয়েছ তুমি? খারাপ কিছু না তো!'

'না, না। ব্যাপারটা ক্যানাল নিয়েই।'

'ওটাও খারাপ কিছু বলেই সন্দেহ করছি। কী যেন ঘটছে আড়ালে-আবডালে। এই বিল্ডিঙের কথাই ধরো, গত কয়েকদিনে

মিলিটারি বেইসের মত হয়ে উঠেছে। সবখানে সশস্ত্র গার্ড; সাধারণ লোকজনকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। ডিরেক্টরও রহস্যময় আচরণ করছে। তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি আমি। এমন চলতে থাকলে চাকরিই ছেড়ে দেব বলে ভাবছি।'

মার্কোস জানে, ওকে সাহায্য করবার বিনিময়ে সবকিছু জানবার অধিকার আছে কনচিটার। কিন্তু ওসব ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় প্রয়োজন... আর যত বেশি সময় এখানে থাকবে, ততই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই সংক্ষেপে যতটুকু সম্ভব বলবে বলে ঠিক করল।

'কনচিটা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?'

'নিশ্চয়ই করি, ডিয়ার। হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?'

'কারণ আমি যা বলব, তা অবিশ্বাস্য ঠেকবে। একটাই অনুরোধ, প্রমাণ বা ব্যাখ্যা চেয়ো না। সেসব পরে কখনও নাহয় সময়-সুযোগ পেলে বলব। আপাতত আমি যা বলছি, সেটাকেই সত্যি বলে মেনে নাও।'

'বেশ, বলো।'

'কোবায়াশি কোম্পানিটা সম্পর্কে তো জানো?'

'হ্যাঁ। নতুন পোর্ট ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছে ওরা

'কোম্পানিটা আসলে নাকামুরা গ্লোবাল ট্রান্সপোর্টেশনের সাবসিডিয়ারি। ওরা আগামীকাল গেইলার্ড কাটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চাইছে।'

পলক পড়ল না কনচিটার। কথাটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'কয়েকজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে ওদেরকে ঠেকাবার চেষ্টা করছি আমি,' যোগ করল মার্কোস। 'বিস্ফোরকবাহী জাহাজটার নামও জানতে পেরেছি। কিন্তু জানি না ওটা কখন ক্যানালে ঢুকবে। তাই এসেছি তোমার কাছে।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হলো কনচিটার। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'হুম! এবার বুঝতে পারছি, কেন আগামীকালকের শিডিউল পরিবর্তন করা হয়েছে।'

'ওই ম্যানিফেস্টটা আমাদের দরকার, কনচিটা। তা ছাড়া কোবায়াশির টার্মিনালে কোনও রেফ্রিজারেটর শিপ এসেছে কি না, সেটাও জানতে চাই।'

'শিডিউলটা প্রকাশ করা হয়নি। আমি শুনেছি, পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট সরাসরি পাইলটদেরকে ফোন করে জাহাজে অ্যাসাইন করছে।'

'তা হলে? কোনোভাবে শিডিউলটা জোগাড় করা যায় না?'

একটু ভাবল কনচিটা, তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ইন্টারকমের রিসিভার। একটা বোতাম চাপল। 'হ্যালো, লুসিয়া, কনচিটা বলছি। ...হ্যাঁ, ভাল আছি। তুমি? ভাল? র‍্যামনের হাতের কী অবস্থা? ...ইশ্, খুব খারাপ। কী আর করবে, বাচ্চারা অমনই হয়। আমার ছেলেও ছোট থাকতে দুষ্টুমি করতে গিয়ে কত যে ব্যথা পেয়েছে! এখনও গায়ে দাগ রয়ে গেছে।' মার্কোসের অস্থিরতা গ্রাহ্য না করে গল্প করে চলেছে সে। '...হুম, তোমার বোনের রেসিপিটা আরও ভাল? আমাকে দিয়ো তো, দেখি রান্না কেমন হয়। ...ধন্যবাদ। ও হ্যাঁ, যে কারণে তোমাকে ফোন করেছি... আগামীকালের ট্রানজিট অর্ডারগুলো কি তুমি পেয়েছ? ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি ওটা সিক্রেট, কিন্তু টাগবোটের রিকুইজিশনগুলো দেখা দরকার আমার। গ্যামবোয়াতে কী পরিমাণ ফিউয়েল পাঠাতে হবে, সেটা জানার জন্য।' একটু থেমে কী যেন শুনল। '...না, না, কোন্ জাহাজে কোন্ পাইলট যাচ্ছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। কোন্ কোন্ জাহাজ যাচ্ছে, সেটা জানতে পারলেই চলে।'

লুসিয়া যে ডিরেক্টর কর্ডোবার পার্সোনাল সেক্রেটারি, সেটা

জানা আছে মার্কোসের। একটু সামনে ঝুঁকে পরামর্শ দিল কনচিটাকে, 'ওকে বলো, এতসব গোপনীয়তা আসলে পাইলটদের পরিচয় নিয়ে। সেদিন অটো-ক্যারিয়ারের হামলায় কারও হাত ছিল কি না, সেটাই জানার চেষ্টা চলছে। এমন একটা আইডিয়া দাও, যাতে মনে হয় পাইলটদের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত চলছে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে কথাগুলো আউড়ে গেল কনচিটা। ওপাশের প্রত্যুত্তর শুনে বলল, 'ঠিকই বলেছ। আমারও মনে হয় না ওতে আমাদের কোনও পাইলট জড়িত ছিল। কিন্তু তদন্ত তো চলছে। অফিসের সিকিউরিটি কী পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, দেখছ না? ...কী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চলবে। পাইলটের নামগুলো কালি দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে শুধু জাহাজের নাম দিলেই চলবে। লিস্টটা তুমি আমার অফিসে ফ্যাক্স করে দিতে পারবে? আমার বাতের ব্যথাটা বেড়েছে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চাইছি না।'

দরজায় জোরে করাঘাত হলো, পরক্ষণে অনুমতির তোয়াক্কা না করে ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকল এক লোক। গায়ে ময়লা এক স্যুট, তলা থেকে বেরিয়ে আছে শার্ট—ইন করেনি। মার্কোসের দিকে ফিরেও তাকাল না। চেঁচিয়ে উঠল কনচিটার উদ্দেশে।

'মিসেস গোমেজ! আমার রিপ্লেসমেন্ট হাইড্রলিক র‍্যাম কোথায়? এখনও আসেনি কেন?'

ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে লুসিয়ার সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেল কনচিটা। 'কী বললে? তোমার ফ্যাক্স মেশিন নষ্ট? হায় খোদা, কী আর করা... আমিই আসছি তা হলে।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'আমার কাজ না করে দিলে এক পা-ও নড়তে দিচ্ছি না আপনাকে। হাইড্রলিক র‍্যাম নাকি এক সপ্তাহ আগেই এসে গেছে? কোথায় ওটা খুঁজে বের করুন।'

কনচিটা জবাব দেবার আগেই দরজায় উদয় হলো পিস্তলধারী

সেই গার্ড। 'কোনও সমস্যা, ম্যা'ম?'

'কিছু না,' তাকে বলল কনচিটা। হতাশ চোখে তাকাল মার্কোসের দিকে। 'মি. পেরেইরা, উপরে গিয়ে আপনি লিস্টটা নিয়ে আসতে পারবেন?'

চেহারায় মেঘ জমল মার্কোসের। এগজিকিউটিভ স্যুইটে যাওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই, গ্যাঁড়াকলে পড়েছে কনচিটা। খ্যাপা লোকটা তাকে উঠতে দেবে না। জোরাজুরি করতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। আটকা পড়ে যাবে মার্কোস।

'নিশ্চয়ই, মিসেস গোমেজ,' অমায়িক ভঙ্গিতে বলল মার্কোস। 'লুব্রিক্যান্ট সাপ্লায়ারদের লিস্টটা তো?'

'হ্যাঁ, ওটাই।' তাল দিতে বাধ্য হলো কনচিটা।

'লুব্রিক্যান্ট সাপ্লায়ারের আবার তালিকা আছে নাকি?' ভুরু কুঁচকে বলল স্যুট পরা লোকটা। 'একটা কোম্পানিই তো সাপ্লাই দেয় বলে জানতাম।'

'ওটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, মি. জর্জেস,' সামাল দেয়ার চেষ্টা করল কনচিটা। মার্কোস মুখ ফসকে ভুল জিনিস বলে ফেলেছে। 'আমরা বিকল্প সাপ্লায়ার নিয়ে ভাবছি, দ্যাট'স অল।'

গার্ড এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, পালা করে দেখছে সবাইকে। লোকটার মুখোমুখি হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মার্কোসের, তারপরেও উপায়ান্তর না দেখে উঠে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে 'এক্সকিউজ মি,' বলে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল কনচিটার অফিস থেকে। হাঁটতে শুরু করল হলওয়ে ধরে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করল, পিছন থেকে গার্ড ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কিছু টের পেয়ে গেছে? ঈশ্বর জানেন। পা দুটো কথা শুনতে চাইছে না, ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বহু কষ্টে

নিরস্ত করল নিজেকে। দৌড়ালেই সব শেষ।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল মার্কোস। তরতর করে উঠে গেল তিনতলায়। হলওয়ে ধরে এগোতে শুরু করল এগজিকিউটিভ স্যুইটের দিকে—ওখানেই ডিরেক্টরের অফিস। লুসিয়ার সঙ্গে এর আগে বারদুয়েক দেখা হয়েছে ওর, মনে রাখবার মত সাক্ষাৎ ছিল না সেগুলো, তারপরেও দুশ্চিন্তায় ভুগছে। চিনে ফেলবে না তো!

এগজিকিউটিভ অফিসের স্যুইট সম্প্রতি নতুন করে সাজানো হয়েছে, এয়ার-কণ্ডিশনারের হাওয়ায় দূর হচ্ছে না দেয়ালের নতুন পেইন্টের গন্ধ। রিসেপশন এরিয়ায় পা রাখতেই নার্ভাসনেস আর সেই গন্ধ মিলে বমি পেল মার্কোসের। লুসিয়ার ঝকঝকে ডেস্কের ওপারে দেখা যাচ্ছে লুইস কর্ডোবার অফিসের কারুকাজ করা দরজা। হঠাৎ খুলে গেল সেটা। অফিস থেকে বেরিয়ে এল ডিরেক্টর স্বয়ং। গায়ে দামি স্যুট, পায়ে ঝকঝকে চামড়ার জুতো। চেহারায় আত্মপ্রসাদ। তেল দেয়া চুল, আর ঠোঁটের উপরে সরু এক টুকরো গোঁফ মিলে তাকে সিনেমার কোনও ল্যাটিন প্রেমিকের মত লাগছে।

উল্টো ঘুরে কেটে পড়তে যাচ্ছিল মার্কোস। থেমে গেল ডিরেক্টরের সঙ্গে আরেকজন মানুষকে বেরোতে দেখে। জাপানি। বয়স্ক হলেও যথেষ্ট সুদর্শন। হাবভাবে কর্তৃত্বের ছটা। নিচু গলায় কী যেন বলছে কর্ডোবাকে। মনে হলো চূড়ান্ত কোনও নির্দেশ দিচ্ছে অনুগত ভৃত্যের মত মাথা ঝাঁকিয়ে তাতে সায় দিল কর্ডোবা। জাপানি এই লোকটাকে চেনে মার্কোস, ছবি দেখেছে পত্রিকায়। এক এবং অদ্বিতীয় কেনজি নাকামুরা!

উত্তেজনা অনুভব করল মার্কোস। স্রেফ ভাগ্যের জোরে নাটের গুরুর দেখা পেয়ে গেছে ও। কোমরে একটা পিস্তলও রয়েছে ওর। বের করবে অস্ত্রটা? গুলি করবে লোকটাকে? তাতে লাভ হবে কোনও? দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠার আগেই তাকে পাশ কাটিয়ে চলে

গেল নাকামুরা আর কর্ডোবা। তাদের গমনপথের দিকে বোকার মত চেয়ে রইল ও।

'এক্সকিউজ মি!' লুসিয়ার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল মার্কোস। 'আপনাকে কি মিসেস গোমেজ পাঠিয়েছে?'

ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল মার্কোস। 'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লুসিয়া। যেন চেনার চেষ্টা করছে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছয় পাতার একটা তালিকা তুলে দিল ওর হাতে। 'নিন। পাইলটের নামগুলো আমি কেটে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ,' বলে রিসেপশন এরিয়া থেকে বেরিয়ে এল মার্কোস।

হলওয়ের শেষ প্রান্তে, এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে নাকামুরা আর কর্ডোবা। দু'জন দেহরক্ষী উদয় হয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে জাপানি টাইকুনের পাশে, জ্যাকেটের তলায় ফুলে আছে অস্ত্র। এখন আর কিছুই করার নেই, ভাবল মার্কোস। নিজেকে সান্ত্বনা দিল—লোকটাকে খুন করলেও হয়তো থামানো যেত না ষড়যন্ত্র। তার অনুসারীরা হয়তো চালিয়ে যেত আগামীকালকের ধ্বংসযজ্ঞ। আপাতত নাকামুরার চাইতে হাতের লিস্টটা বেশি জরুরি। রানার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

কনচিটার অফিসে আর ফিরল না মার্কোস, সিঁড়ি ধরে নেমে এল নীচতলায়। সেখান থেকে এন্ট্রান্স পেরিয়ে বাইরে। গাড়িটা বিল্ডিং থেকে এক ব্লক দূরে রাস্তার ধারে পার্ক করে রেখেছে, সেখান পর্যন্তও পৌঁছে গেল নিরাপদে। পিস্তলটা পিছনের সিটের সামনে ফেলে দিয়ে ইঞ্জিন চালু করল ও, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না কাজটা এত সহজে শেষ করে আসতে পেরেছে। গিয়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতি পথ ধরল। আগেই ঠিক করা আছে, তালিকাটা ফ্যাক্স করে দেবে, যাতে তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে

পারে রানা; তাই ফোন-ফ্যাক্সের দোকানের খোঁজে চোখ রাখল রাস্তার দু'পাশে।

অ্যাঙ্কন ট্রেন স্টেশন পেরিয়ে সেলফোন বের করল ও। ডায়াল করল হোটেলের কামরার নাম্বারে। ওপাশে সাড়া পেতেই বলল, 'আমি মার্কোস। কে, মি. রানা?'

'আমি সোহেল, মার্কোস। রানা আর নেফারতিতি নীচতলায়, কারমেনকে ইণ্টারোগেট করতে গেছে। কী খবর?'

'মিশন সাকসেসফুল। ম্যানিফেস্ট পেয়ে গেছি। আমি এখন রাস্তায়। পথে কোনও ফ্যাক্সের দোকান পেলেই পাঠিয়ে দেব। আপনি স্যুইটেই আছেন তো?'

'আছি। আপনাকে কোনও বিপদে পড়তে হয়নি তো?'

'সামান্য। সামাল দিতে অসুবিধে হয়নি।' একটু বড়াই করল মার্কোস, যদিও বুকের ধড়ফড়ানি যায়নি এখনও।

হাসল সোহেল। 'কনগ্রাচুলেশন্স! তা হলে আপনাকে আমাদের গুপ্তসংঘের সদস্য করে নেয়া যায়।'

'এক মিনিট, মি. সোহেল।' রিয়ারভিউ মিররে কী যেন চোখে পড়ায় সচকিত হলো মার্কোস। নির্দিষ্ট কিছু নয়, তারপরেও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিতে চাইছে ওকে। দু'পাশের মিররে চোখ বোলাল, শরীর ঘুরিয়ে পিছনটাও দেখে নিল এক দফা। ব্যস্ত রাস্তা, গাড়ির অভাব নেই। একটা যেন আরেকটার উপর চড়ে বসবে। কেউ ওকে অনুসরণ করছে কি না বোঝার উপায় নেই।

'কী হয়েছে বলুন তো?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কী জানি, হয়তো কিছুই না।' রাস্তার দু'পাশ দ্রুত দেখে নিল মার্কোস। এমনিতে প্রচুর ফ্যাক্সের দোকান দেখে, অথচ আজ একটাও চোখে পড়ছে না। মোড় ঘুরে কমার্শিয়াল ডিস্ট্রিক্টে ঢুকে পড়ল ও। আর তখুনি লক্ষ করল, ধূসর একটা সেডান ওর পিছু একই মোড় ঘুরেছে। এর আগেও দেখেছে গাড়িটাকে,

কয়েকবারই বিপজ্জনক ভঙ্গিতে অন্যান্য গাড়িকে ওভারটেক করে ওর কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা করছিল। সেডানের সবগুলো কাঁচ টিন্টেড, আরোহীদের দেখা যাচ্ছে না। সেজন্যেই তখন খটকা লেগেছিল। ব্যাপারটা সোহেলকে জানাল সে।

'আপনি কোথায় আছেন, বলুন,' সোহেল বলল। 'আমি আসছি আপনাকে নিতে।'

'অত সময় নেই আমার হাতে,' বলল মার্কোস। রাস্তার ধারে একটা কপি সেন্টার দেখতে পেয়েছে। 'ওই তো, ফ্যাক্স মেশিনের খোঁজ পেয়েছি। একটু অপেক্ষা করুন, আমি লিস্টটা পাঠাচ্ছি আপনার কাছে।'

সোহেলকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল সে। বেপরোয়ার মত গাড়ি নিয়ে গেল সাইড লেইনে। ব্রেক কষে থামল সাইডওয়াকের পাশে। আরেকটু হলেই এক পথচারী পড়তে যাচ্ছিল ওর গাড়ির তলায়। একটা লেইন বন্ধ হয়ে গেল, দেখা দিল ছোট্ট এক যানজট। লাভই হলো তাতে। ধাওয়াকারী সেডানটা পঞ্চাশ গজ পিছনে আটকা পড়ে গেছে। এগোতে পারছে না।

চারপাশ থেকে খেপা ড্রাইভাররা হর্ন বাজিয়ে তিরস্কার শুরু করেছে। বেঁচে যাওয়া পথচারীও গালাগাল দিচ্ছে। কোনোদিকে তাকাল না মার্কোস। ওয়ালেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে হাতের মুঠোয় নিল, তারপর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ছুটল কপি সেন্টারের উদ্দেশে।

দোকানের ভিতরে বেশ ভিড়। ছাত্রছাত্রী আর নানা পেশার মানুষ কাগজপত্র নিয়ে লাইন ধরেছে, তাদের সামলাতে ব্যস্ত দোকানের নীল ইউনিফর্ম পরা কর্মীরা। একপাশে লম্বা কাউন্টার, সেখানে সুতো দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে বেশ কিছু কলম। কাউন্টারে গিয়ে লিস্টের উপর হোটেল স্যুইটের ফ্যাক্স নম্বর

লিখল মার্কোস। লিখতে গিয়ে চোখে পড়ল প্রথম পাতায় লেখা জাহাজগুলোর নাম—আগামীকাল ক্যানাল পাড়ি দেবে ওগুলো। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে বাকি নামগুলোর উপরেও চোখ বোলাল। জেমিনি নামে কোনও জাহাজ নেই তালিকায়! নিশ্চিত হবার জন্য দ্বিতীয়বার পড়ল। না, সত্যিই নেই। এমনকী জেমিনি বলে ভুল হতে পারে, এমন নামও নেই। মানে কী!

'কোনও সাহায্য করতে পারি?' ইউনিফর্ম পরা কপি সেন্টারের এক কর্মী এগিয়ে এসেছে।

মুঠোয় ধরা সব টাকা তরুণটির হাতে গুঁজে দিল মার্কোস, গোনাগুনির ঝামেলায় গেল না। বলল, 'আমার একটু তাড়া আছে। এই কাগজগুলো উপরে লেখা নাম্বারে ফ্যাক্স করে দিতে পারবে, প্লিজ?'

'টাকা অনেক বেশি দিয়েছেন, সেনিয়র।'

'ওটা তোমার বখশিশ। আমি আসি।'

'সে কী। মূল কপিটা ফেরত নেবেন না?'

'পরে নেব।'

তাড়াহুড়ো করে কপি সেন্টার থেকে বেরিয়ে এল মার্কোস। সাইডওয়াকের ভিড় ঠেলে ফিরতে শুরু করল গাড়ির দিকে। হঠাৎ হোঁচট খেলো ও। মুখ থুবড়ে পড়ল কংক্রিটের উপর। ককিয়ে উঠল ব্যথায়। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়েই স্থির হয়ে গেল

কঠিন চেহারার দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে দু'হাত দূরে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওদের পিছনে, সাইডওয়াক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে টিন্টেড গ্লাসের সেডানটা। ভয় ফুটল মার্কোসের চোখে। চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরুল না গলা দিয়ে।

কোটের তলা থেকে পিস্তল বের করে মার্কোসের দিকে তাক করল লোকদুটো। দেয়া হলো হুমকি।

'নড়াচড়া করলেই মারা পড়বে, সেনিয়র।'

তেরো

নাকামুরার সঙ্গে নিজের আঁতাতের কথা অস্বীকার করছে না কারমেন। শুধু বলছে, হায়দারের মৃত্যুতে ওর কোনও হাত ছিল না। ওকে নিয়োগ করা হয়েছিল হায়দারের উপর নজর রাখবার জন্য; সেই সঙ্গে ট্রেজার উদ্ধারের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্র পাওয়া গেলে সেটা পাচার করবার জন্য। তাকে বলা হয়েছিল, প্রয়োজন ফুরালে হায়দারকে ছলে-বলে-কৌশলে তাড়িয়ে দেয়া হবে, যাতে নাকামুরা নির্বিঘ্নে গুপ্তধন খুঁজে নিতে পারে। কারমেনের এই কথাগুলো অবিশ্বাসের কোনও কারণ দেখছে না রানা, কারণ এর আগেই মেয়েটা অন্যান্য অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে। হায়দারের প্রসঙ্গে মিথ্যে বলে তেমন কোনও লাভ নেই তার।

স্বীকারোক্তি যা দেবার, তা প্রথম পাঁচ মিনিটেই দিয়ে ফেলল কারমেন। পরের পনেরো মিনিট ব্যয় হলো ও নাকামুরার পরিকল্পনা কতটুকু জানে, সে-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদে। অবিন দক্ষ ইন্টারোগেটর, নানা দিক থেকে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে চলল। এক পর্যায়ে বোঝা গেল, কারমেনকে কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি

জাপানি ধনকুবের... অনেককিছুই ঘটেছে ওর অজ্ঞাতে। ক্যানাল বন্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত নয় ও, জেমিনির কথা জানে না, নাকামুরার স্থানীয় সহচর বলতে চেনে স্রেফ ক্যানাল ডিরেক্টর লুইস রুর্ডোবাকে।

'আমাকে স্রেফ ব্যবহার করেছে কেনজি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে জানাল কারমেন। 'প্রয়োজন ফুরাতেই ছুঁড়ে ফেলেছে নোংরা টিস্যুর মত।'

সমবেদনা দেখাল না কেউ। রানা কড়া গলায় বলল, 'কান্না থামাও, কারমেন! ভালমত চিন্তা করে দেখো, কিছু বাদ দিয়ে গেছ কি না। প্রতিটা খুঁটিনাটি আমাদের জন্য ইম্পরট্যান্ট।'

টিস্যু দিয়ে চোখ মুছে একটু ভাবল কারমেন। 'একজনের কথা বলতে ভুলে গেছি। কাল রাতে দেখেছি তাকে, কেনজির এস্টেটে। ওই লোকটাকে দেখেই আমাকে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। চাইছিল না আমার সঙ্গে লোকটার কথা হোক।'

'কে এই লোক?'

'জানি না, ওরা তাকে জেনারেল বলে সম্বোধন করছিল। কেনজিকে এর আগেও কয়েকবার ওর সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি আমি... টেলিফোনে। কিন্তু কখনোই নাম উচ্চারণ করেনি। আভাসে-ইঙ্গিতে যতটুকু বুঝেছি, এই লোকের কাছ থেকে সোনা আর অস্ত্রশস্ত্রের চালান পাচ্ছে ও।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা আর অঁবিন। নাকামুরার রহস্যময় পৃষ্ঠপোষক!

'আর কিছু মনে করতে পারো?' চাপ দিল রানা। 'কোন্ দেশি লোক? কথায় কোনও টান আছে?'

'নাহ্, সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছু মনে পড়ছে না। শ্বেতাঙ্গ। চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না। কথা বলতে শুনেছি শুধু কাল রাতে, তাও একটা-দুটো বাক্য। পরিষ্কার ইংরেজি। আঞ্চলিক

কোনও টান নেই।'

আরও কিছুক্ষণ চলল প্রশ্নোত্তর পর্ব। কিন্তু রহস্যময় জেনারেলের বিষয়ে নতুন কিছু জানাতে পারল না কারমেন। অগত্যা জিজ্ঞাসাবাদের সমাপ্তি টানার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। দু'জন লিজনেয়ারকে নিয়ে এসেছে অঁবিন, তাদের পাহারায় কারমেনকে রেখে বেরিয়ে এল রানা, নেফারতিতি, অঁবিন আর পিনোঁ। এলিভেটরে চড়ে রওনা হলো উপরতলায়।

'কী বুঝলেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'সব সত্যিই বলেছে বোধহয়,' রানা বলল। 'ও আসলে চুনোপুঁটি। ওর কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশাও করা যায় না।'

'তা হলে অযথাই কষ্ট করলাম ওকে তুলে আনতে গিয়ে। খামোকা আমাদের একজন লোক আহত হলো।'

'তা হবে কেন? এর আগ পর্যন্ত স্রেফ অনুমানের উপর ভর করে কাজ করছিলাম আমরা। কারমেনের স্বীকারোক্তি থেকে অন্তত এটুকু তো পরিষ্কার হলো, আমরা মোটামুটি ঠিক লাইনেই এগোচ্ছি। গেইলার্ড কাটে কিছু একটা ঘটাতে চাইছে নাকামুরা, আর তাকে সাহায্য করছে একটা বিদেশি শক্তি।'

'আর কিছু না হোক, ধরা তো পড়ল ডাইনিটা,' যোগ করল নেফারতিতি। 'আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করে পার পাচ্ছে না।'

'ডাইনি?' বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল অঁবিন। 'মেয়ে হিসেবে ওর প্রতি সামান্য হলেও সহানুভূতি আশা করেছিলাম আপনার কাছ থেকে। আফটার অল, ওকে প্রেমের জালে জড়িয়েছিল নাকামুরা। বিয়ের লোভ দেখিয়ে কাজ করতে বাধ্য করেছিল।'

'টোপ দিলেই সেটা গিলতে হবে কেন? ওর নিজের বিচারবুদ্ধি নেই?' রাগী গলায় বলল নেফারতিতি। 'নাহ্, ভুলই করেছেন ওকে নিয়ে এসে। নাকামুরার পাঠানো খুনিদের হাতে মরলেই

উচিত শাস্তি হতো ওর।'

'বাপ রে! এ দেখি রণরঙ্গিনী!' ভয় পাবার ভঙ্গি করল অঁবিন। 'আপনার সঙ্গে আর কথাই বলা যাবে না বিষয়টা নিয়ে।'

মার্কোসের স্যুইটে ঢুকতেই থমথমে মুখে এগিয়ে এল সোহেল। 'একটা খারাপ খবর আছে। মার্কোস... ম্যানিফেস্ট জোগাড় করেছে ও, ফ্যাক্সও করে দিচ্ছে বলে ফোনে জানিয়েছে; কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'সম্ভবত ওর পিছনে লোক লেগেছে। হুট করে লাইন কেটে দিল। এরপর থেকে ফোন ধরছে না।'

'ইশ্‌শ্‌!' বিড়বিড় করল রানা। 'কোথায় ও? কিছু জানিয়েছে?'

'শুধু বলল রাস্তায়। নাথিং স্পেসিফিক।'

আর তখুনি রিং বেজে উঠল লিভিংরুমের একপ্রান্তে রাখা ফ্যাক্স মেশিনে। কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। প্রিণ্ট হয়ে বেরোতে থাকল একটার পর একটা কাগজ। ট্রানজিট শিডিউলের ম্যানিফেস্ট।

আপাতত মার্কোসের ব্যাপারে কিছুই করবার নেই। তাই কাগজগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। একে একে পড়ে দেখল সবগুলো জাহাজের নাম। মার্কোসের মতই বিস্মিত হলো। জেমিনি নেই ওর মাঝে।

'মানে কী!' হতভম্ব গলায় বলল পিনোঁ। 'নেই কেন?'

'আমিও বুঝতে পারছি না,' গম্ভীর হয়ে গেছে রানা। 'হতে পারে ওটা কোডনেম। সেটাই যুক্তিযুক্ত। নিরাপত্তার জন্য সত্যিকার নাম হয়তো বলাবলি করে না ওরা।'

'তা হলে সেটা জানব কী করে?' শুকনো মুখে বলল নেফারতিতি। 'সর্বনাশ হয়ে গেল। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন যদি স্পেশাল ফোর্স পাঠাতেও পারেন, কোনও লাভ হবে না।

ওদেরকে কোনও টার্গেট দিতে পারব না আমরা।'

'জাস্ট আ মিনিট,' বলে উঠল সোহেল। 'এখুনি হতাশ হবার কিছু দেখছি না।' লিস্টের প্রথম পাতাটা তুলে দেখাল ও। 'জবাবটা এখানেই লুকিয়ে আছে।'

'কীসের জবাব?'

'জাহাজের নাম... যেটা দিয়ে ক্যানালে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। একটু মাথা খাটান। ক্রসওয়ার্ড পাযল দেখেননি কখনও?'

'হেঁয়ালি ছাড়ুন, মসিয়ো,' অধৈর্য হয়ে বলল অঁবিন। 'নামটা বলুন।'

'এই যে, এটা... মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। বাল্ক ক্যারিয়ার। লাইবেরিয়ায় রেজিস্ট্রি করা।' ম্যানিফেস্টে আবার চোখ বোলাল সোহেল। 'এখানে বলছে, ওটায় কার্গো হিসেবে বারো হাজার টন স্ক্র্যাপ মেটাল আর সিমেন্ট আছে। বিবরণটা ভুয়া, কোনও সন্দেহ নেই।'

'মারিও দে ক্যাসো... দুত্তোরি ছাই, ওটাই কেন?'

'দে ক্যাস্তোরেলি। এটা আসলে একটা ক্রসওয়ার্ড ক্লু।'

'একটু বুঝিয়ে বল্,' রানা বলল। 'এখানে সবাই তোর মত ক্রসওয়ার্ডের পাগল না।'

'বেশ, তা হলে ভেবে দ্যাখ্, জেমিনি আসলে কী?'

'রাশিচক্রের একটা রাশি। মিথুন বলে বাংলায়।'

'রাইট। আর মিথুনের অর্থ হচ্ছে যুগল বা জুটি। রাশিচক্রে কোন্ জুটির কথা বলা হচ্ছে, সেটা জানিস?'

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল রানা। 'ক্যাস্টর আর পোলাক্স। ক্যাস্টর থেকে ক্যাস্তোরেলি!'

'ঠিক ধরেছিস,' হাসল সোহেল। 'ক্যাস্টর আর পোলাক্সকে জেমিনির সূত্র হিসেবে বহুবার ব্যবহার হতে দেখেছি আমি ক্রসওয়ার্ড পাযলে।'

'দারুণ দেখালি, শালা!' একগাল হেসে বলল রানা। 'ধরে নিচ্ছি এটাই আমাদের জাহাজ। ক্যানালে কখন ঢুকবে ওটা?'

'সকাল সাতটায়। প্যাসিফিক সাইড থেকে।'

'কিন্তু সকালে তো আটলান্টিকের দিক থেকে জাহাজ ঢোকে ক্যানালে।' ভুরু কুঁচকে বলল অঁবিন।

'সাধারণত।' ব্যাখ্যা করল নেফারতিতি, 'কিন্তু তালিকার দিকে লক্ষ করলে দেখবেন, বেশ কিছু পানাম্যাক্স ক্রুজ লাইনার ফিরে আসছে ক্যারিবিয়ান থেকে। ওগুলোকে সকাল বেলায় ক্যানালে ঢুকতে দেয়া হয়, যাতে প্যাসেঞ্জাররা দিনের আলোতে পানামার সৌন্দর্য দেখতে পারে। মনে আছে, সেদিন একটা দেখেছিলাম? অটো-ক্যারিয়ারে ক্র্যাশ করবার আগে?'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা। 'ওগুলোর কোনোটা কি মারিও দে ক্যাস্তোরেলির কাছাকাছি থাকবে?'

লিস্ট চেক করল সোহেল। 'না। মাঝে দুটো ফ্রেইটার আছে—*রবার্ট টি. চেঞ্জ আর ইংল্যাণ্ডার রোজ।* আর আছে একটা কন্টেইনার শিপ—*সুলতানা।* এটা বাংলাদেশি।'

চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। বাংলাদেশি শিপও আছে? তারমানে জেমিনিকে ঠেকানো ওর জন্য অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াল।

'ক্যাস্তোরেলি আর ক্রুজ শিপের মাঝখানে ফ্রেইটার রাখার ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত কি না ভাবছি,' বলল পিনোঁ। 'হয়তো প্রাণহানি কমাতে চাইছে ওরা।'

'ওদের মাঝে মানবতা আছে বলে বিশ্বাস করি না আমি,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল রানা। 'তা ছাড়া ফ্রেইটার আর কন্টেইনার শিপের আরোহীরা কি মানুষ নয়?'

ঘড়ি দেখল সোহেল। 'মাত্র আঠারো ঘণ্টা বাকি। আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স আসছে কি না শিয়োর হওয়া দরকার। নইলে আমাদেরকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলছি এখুনি...'

রানার কথা শেষ না হতেই বেজে উঠল স্যাইটের ল্যাণ্ডফোন। লিভিংরুমে এক্সটেনশন আছে, সেটার রিসিভার তুলল নেফারতিতি।

'কে... মার্কোস? থ্যাঙ্ক গড! আমরা তো দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। কে পিছু নিয়েছিল তোমার?'

'আণ্ডারকাভার পুলিশ,' জানাল মার্কোস। 'ব্যাপারটা স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি। বালবোয়া হাইটসে এক ক্রিমিনালের খোঁজে গিয়েছিল, আমাকে তাড়াহুড়ো করে ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালাতে দেখে ভেবেছে আমিই সেই লোক। পরে আইডি চেক করে ছেড়ে দিয়েছে। আমি আর একটু পরেই ফিরে আসছি। আপনারা মারিনাকে কিছু বলেননি তো?'

'দেখা হলে না বলব! ও এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি।'

'বেঁচে গেছি। ম্যানিফেস্ট পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। জাহাজটা আইডেন্টিফাইও করা গেছে। জেমিনি আসলে কোডনেম। আসল নামটা বের করেছেন মি. সোহেল।'

'বাহ্, সুসংবাদ। আমাকে তো বোধহয় আর প্রয়োজন নেই তা হলে। আপত্তি না থাকলে স্কুলে চলে যাই। মারিনা আর বাচ্চাদের নিয়ে আসি।'

'নিশ্চয়ই।'

ফোন রেখে বাকিদেরকে মার্কোসের খবর জানাল নেফারতিতি।

'গুড, একটা চিন্তা দূর হলো,' বলল রানা। 'এখন তা হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলা যায়। স্পেশাল ফোর্সের জন্য অস্ত্র পাওয়া গেছে?'

'বিকেলের মধ্যে চলে আসার কথা।'

'ঠিক আছে, আমি তা হলে অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বলে

নিই।'

বেডরুমে চলে গেল রানা। বাকিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল পরদিনের জন্য প্ল্যান সাজানোয়। ক্যানাল জোনের একটা ম্যাপ আনা হলো। ডাইনিং টেবিলের উপর সেটা বিছিয়ে চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। শুরু হলো আলোচনা। পনেরো মিনিট পর বেডরুম থেকে ফিরল রানা।

'কী বললেন অ্যাডমিরাল?' ওকে বেরোতে দেখে জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'পেন্টাগন এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে; তবে স্পেশাল অপারেশন্স কমাণ্ডের জেনারেল পিটারসন লোক পাঠাতে রাজি হয়েছেন। আজ রাতের কমার্শিয়াল ফ্লাইটে ছ'জন কমাণ্ডো পাঠাচ্ছেন তিনি।'

'মাত্র ছ'জন?'

'বিনা অনুমতিতে পাঠাচ্ছেন, তাই এর বেশি ফোর্স দিতে রাজি হচ্ছেন না। পানামানিয়ানরা টের পেয়ে যেতে পারে। অবশ্য ছ'জন হলেও ক্ষতি নেই, মারিও দে ক্যাস্তোরেলির মত কার্গো ক্যারিয়ারে খুব বেশি ক্রু থাকার কথা নয়। ট্যাকেল দেবার জন্য হাইলি ট্রেইণ্ড ছ'জন কমাণ্ডোই যথেষ্ট। সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা হলো, ওরা অনেক দেরিতে পৌঁছুবে।'

'কখন?'

'আটটা পঁয়তাল্লিশে ওদের প্লেন ল্যাণ্ড করার কথা টকুমেন এয়ারপোর্টে।'

'খারাপ খবর,' বলল অঁবিন। 'জাহাজটা তখন কোথায় থাকবে?'

ম্যাপ আর শিডিউল চেক করল নেফারতিতি। 'মিরাফ্লোরেস লক পেরিয়ে মিরাফ্লোরেস লেকে ঢুকবে।'

'লেক পার হতে কতক্ষণ লাগে?'

'মোটামুটি এক ঘণ্টা।'

মাথা নাড়ল পিনোঁ। 'ভীষণ টাইট হয়ে যাচ্ছে ওদের শিডিউল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে একটুও যদি দেরি হয়ে যায়, সময়মত পৌঁছুতে পারবে না ক্যানালে।'

'আর কোনও উপায়ও তো নেই,' রানা বলল। 'বিকেলে কোনও ফ্লাইট নেই। রাতেরটাই ফার্স্ট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইট।'

'সেক্ষেত্রে এয়ারপোর্টে গাড়ি তৈরি থাকতে হবে ওদের জন্য,' নেফারতিতি বলল। 'মিরাফ্লোরেস লেকে একটা বোটও রেডি রাখতে হবে মুভমেন্টের জন্য। পেদ্রো মিগুয়েল লকের কাছাকাছি একটা ম্যারিনা আছে—বালবোয়া ইয়ট ক্লাবের। ওটাকে স্টেজিং এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'ওখানকার কাউকে চেনো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বোট জোগাড় করা যাবে?'

'মার্কোস চেনে। ও হয়তো পারবে।'

'বেশ। তা হলে ওদের জন্য একটা প্ল্যান ঠিক করে ফেলা যাক। এসে তো সময় পাবে না।'

ম্যাপ নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। একের পর এক আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করা হলো। ব্রিজ অভ অ্যামেরিকার তলা দিয়ে যাবার সময় র‍্যাপেলিং করে নামা যায় কি না, হেলিকপ্টার থেকে রকেট ছোঁড়া যায় কি না, কিংবা আমেরিকান ফ্রিগেট থেকে গাইডেড মিসাইল মেরে ডুবিয়ে দেয়া যায় কি না, ইত্যাদি। কিন্তু কোনোটাই মনঃপূত হলো না কারও। একটা ব্যাপারে একমত হলো সবাই—মিরাফ্লোরেস লেকে পৌঁছুনোর আগে কোনও ধরনের হামলা চালানো বিপজ্জনক। মরিয়া হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে শত্রুরা। সেক্ষেত্রে বালবোয়া থেকে শুরু করে পানামা সিটি পর্যন্ত বিশাল জনবহুল এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারচেয়ে নির্জন মিরাফ্লোরেস লেকে পৌঁছুনোর পর জাহাজে আক্রমণ করা ভাল। বিস্ফোরণে আশপাশের

এলাকায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হবে না। সবকিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করা হলো, ছোট একটা বোট নিয়ে লেকের মাঝখানে চালানো হবে হামলা। মুভমেন্টের জন্য ঠিক করা বোটটাই ব্যবহার করা যাবে এ-কাজে।

'ইউএসএস ক্যাম্পবেল ওদের ব্যাকআপ হিসেবে থাকছে,' রানা জানাল। 'আগামীকাল সকালে ওটাও পৌঁছুবে পানামা উপসাগরে। কমাণ্ডো অ্যাটাক যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে মিসাইল মেরে ওরাই ডুবিয়ে দেবে জেমিনিকে।'

'চপার আছে ওদের?' জিজ্ঞেস করল পিনোঁ।

'দুটো এসএইচ-৬০ সি-হক। অ্যান্টিশিপ হেলিকপ্টার। তবে প্রয়োজন হলে ইকুইপমেন্ট সরিয়ে ট্রুপস ট্রান্সপোর্ট করতে পারবে।'

'বাহ্, তা হলে তো সবই ওদের অনুকূলে। অস্ত্রশস্ত্র আর ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা করে দেয়া ছাড়া কিছুই করার নেই আমাদের।'

'উঁহুঁ, আমরা হলাম লাস্ট লাইন অভ ডিফেন্স। কমাণ্ডোরা এখনও পৌঁছায়নি। ওরা যদি সময়মত না আসতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকেই নামতে হবে অ্যাকশনে।' সঙ্গীদের উপর চোখ বোলাল রানা। সোহেল ছাড়াও রয়েছে নেফারতিতি, পিনোঁ আর অঁবিন। লিজনেয়ার বাহিনীতে আর টিকে আছে দু'জন—নীচতলায় কারমেনকে পাহারা দিচ্ছে ওরা। সবমিলিয়ে ওরাও সাতজন। প্রত্যেকে পরীক্ষিত, যোগ্য। মনে সাহস পেল, আমেরিকান কমাণ্ডোরা না পৌঁছুলেও অভিযান পরিচালনার মত সহযোদ্ধা রয়েছে ওর।

একটু পরেই এসে গেল মার্কোস। ওর সঙ্গে মিরাফ্লোরেস লেকে বোট ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলল নেফারতিতি। মার্কোস জানাল, ওখানে তার এক বন্ধুর স্পিডবোট আছে, সেটা পাওয়া

যাবে অনায়াসে। এরপর এল অস্ত্রের প্রসঙ্গ। কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল নেফারতিতি। জানা গেল, এক ঘণ্টা পরেই সবকিছু নিয়ে আসবে ওরা। দাম হিসেবে দশ হাজার ডলার যেন রেডি রাখা হয়।

'সমস্যা হয়ে গেল,' ফোন রেখে বলল নেফি। 'এত টাকা তো আমার কাছে নেই।'

'আমার কাছে আছে,' বলল সোহেল। 'ট্র্যাভেলার্স চেক। এখুনি ভাঙিয়ে আনছি।'

'চল, আমিও যাব।' উঠে দাঁড়াল রানা।

'তুই আবার লেজ ধরছিস কেন?' বিরক্ত গলায় বলল সোহেল। 'বিশ্রাম নে।'

'উঁহুঁ। তোকে বিশ্বাস নেই। টাকা নিয়ে যদি পালিয়ে যাস?' ঠাট্টা করল রানা। আসলে মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে—একাকী গিয়েই বিপদে পড়েছিল নেফারতিতি আর মার্কোস। সোহেলকে তাই একা পাঠাতে চাইছে না।

'আমি পালাব? নাকি আমার টাকা নিয়ে তুই পালাবার ধান্ধা করছিস?' রাগী গলায় বলল সোহেল।

বন্ধুসুলভ ঝগড়া করতে করতে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

ফিরল এক ঘণ্টা পর। ততক্ষণে অস্ত্রবিক্রেতারা এসে গেছে। নার্ভাস চেহারার তিনজন পানামানিয়ান। চামড়ার জ্যাকেট, কালো টি-শার্ট আর জিন্স পরেছে সবাই। বয়সও কাছাকাছি—ত্রিশের কোঠায়। সন্দিহান চোখে তাকাচ্ছে অঁবিন আর পিনোঁর দিকে। সোফার উপরে পড়ে আছে তিনটা ডাফল ব্যাগ। সেখান থেকে একটার পর একটা আগ্নেয়াস্ত্র বের করছে নেফারতিতি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে পাকা খদ্দেরের মত। বেশিরভাগই সারপ্লাস আমেরিকান অস্ত্র—সম্ভবত কণ্ট্রা যুদ্ধের পর পরিত্যক্ত।

'সর্বনাশ! এ কি হোটেল রুম, নাকি র‍্যাম্বোর বসার ঘর?' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে রসিকতা করল সোহেল।

'র‍্যাম্বো! র‍্যাম্বো!' তোতা পাখির মত আউড়াল তিন পানামানিয়ান। হাসছে দাঁত বের করে। সহজ হয়ে এল পরিবেশ।

ডলারের ব্যাগটা সোহেলের হাতে দিয়ে নেফারতিতির দিকে এগোল রানা। টেবিল থেকে তুলে পরীক্ষা করল একটা পিস্তল। জিজ্ঞেস করল, 'কত করে দিচ্ছ এগুলোর জন্য?'

'পিস্তল দুইশ', আর এম-সিক্সটিন এক হাজার করে,' জানাল নেফারতিতি। 'দর কষাকষির সুযোগ আছে অ্যামিউনিশন আর কমব্যাট হারনেসের বেলায়।'

দশ হাজার ডলারের ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়েছে সোহেল; দ্রুত হিসেব করে ফেলল রানা। কমাণ্ডোদের প্রয়োজন মিটিয়েও বাড়তি তিনটা অস্ত্র নিতে পারবে ও, সোহেল আর নেফারতিতি। লিজনেয়ারদের নিজস্ব অস্ত্র আছে, কাজেই ওদের চাহিদা নেই; তারপরেও ভদ্রতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, কিছু চাই কি না।

'শুধু অ্যামিউনিশন,' বলল পিনোঁ। 'ফামাস রাইফেলের জন্য ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স মিলিমিটার, আর পিস্তলের জন্য নাইন মিলিমিটার।'

পুরো দশ হাজার ডলারের কেনাকাটা করল নেফারতিতি। দাম মিটিয়ে দিল। উদ্বৃত্ত অস্ত্রগুলো আবার ব্যাগে ভরে ফেলল তিন পানামানিয়ান। স্প্যানিশে বিদায় সম্ভাষণ জানাল চলে যাবার আগে।

'ওদেরকে বিশ্বাস করা যায়?' ফিসফিসিয়ে নেফিকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখান থেকেই গিয়েই আবার পুলিশে খবর দেবে না তো?'

হেসে উঠল নেফারতিতি। স্প্যানিশে অনুবাদ করে প্রশ্নটা শোনাল তিন অস্ত্র-বিক্রেতাকে। আরও জোরে হেসে উঠল

লোকগুলো। একজন পিছনের পকেটে হাত দিল। বের করে আনল ওয়ালেট। ওয়ালেট খুলতেই দেখা গেল পরিচয়পত্র। এরা সবাই পানামা পুলিশের সদস্য!

'পুলিশ অস্ত্র ব্যবসা করছে?' হতভম্ব গলায় বলল সোহেল।

'ওভাবে বললে খারাপ শোনায়,' নেফারতিতি বলল। 'তারচেয়ে একে ইন্টার-এজেন্সি কো-অপারেশন ভাবুন। এরা সবাই আমার খুব বিশ্বস্ত, তাই ওদেরকে মোটামুটি সবই খুলে বলেছি। কথা দিয়েছি, আগামীকাল মারিও ডি ক্যাস্তোরেলিকে আটকাবার পর যত অপরাধী ধরা পড়বে, সবাইকে অ্যারেস্ট করবার সুযোগ দেব ওদের। হিরো হয়ে যাবে ওরা! তা ছাড়া কারমেন কপোলাকেও এখন নিয়ে যাবে ওরা। আমরা না বলা পর্যন্ত আটকে রাখবে। ঘাড় থেকে একটা যন্ত্রণা নামালাম।'

'হিরো বানাবেন বলে কথা দিয়েছেন, তারপরেও দাম নিল অস্ত্রগুলোর?'

'বিজনেস ইজ বিজনেস, সেনিয়র,' এক গাল হেসে বলল এক পানামানিয়ান।

হাত মিলিয়ে ওদেরকে বিদায় জানাল নেফারতিতি। পিনো গেল সঙ্গে। কারমেনকে ওদের হাতে তুলে দেবে।

ধপ করে সোফায় বসে পড়ল অঁবিন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'যাক, সৈন্য পাওয়া গেল, অস্ত্র পাওয়া গেল, গাড়ি তো আছেই আমাদের সঙ্গে, মসিয়ো মার্কোসও একটা বোট ভাড়া করে দেবেন। প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ।'

'টার্গেটও পাওয়া গেছে,' যোগ করল নেফারতিতি। 'সব মিলিয়ে বেশ ইতিবাচক অবস্থাতেই আছি আমরা

'তা হলে কেন কিছু একটা বাদ পড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে আমার?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা।

'ক্লান্ত মস্তিষ্কের অমূলক ভয়, বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে.'

সান্ত্বনার সুরে বলল নেফারতিতি। হাত রাখল ওর কাঁধে। 'গত একঘণ্টায় আরও দশবার প্ল্যানটা চেক করেছি আমরা। কোথাও কোনও খুঁত নেই। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।'

'আমিও তা-ই বলি,' সুর মেলাল অঁবিন। 'সবই কাভার করা হয়েছে, মসিয়ো রানা। কিচ্ছু বাদ পড়েনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তা-ই যেন হয়।'

চোদ্দ

ডেকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে নিজের নাবিকদের কর্মকাণ্ড দেখছে করভাল্ডের ক্যাপ্টেন স্টিফেন ওকোচা। জাহাজের বোলার্ডে মোটা মোটা ম্যানিলা রোপ বাঁধছে তারা। রোপগুলোর অন্যপ্রান্ত প্যাঁচানো হয়েছে ড্রাই ডকের ভিতরদিকের ডিজেল-প্রাওয়ার্ড ক্যাপস্টানে। মোটর চালু করা হলে ঘুরতে শুরু করবে ক্যাপস্টান, টান পড়বে দড়িতে। ড্রাই ডকের ফাঁপা কাঠামোর ভিতরে ঢুকে পড়বে জাহাজ। এরপর ডকের প্রবেশপথের বিশাল ডোরদুটো আটকে পানি বের করে দিলেই তলার খাঁজকাটা ব্লকের উপরে বসে পড়বে জাহাজ, ঠাঁই পাবে শুকনো মেঝে থেকে বিশ ফুট উঁচুতে।

নাইজেরিয়ায় জন্ম ক্যাপ্টেন ওকোচার, তবে বাস্তবে সে দেশহীন এক মানুষ। পেশাদার স্মাগলার, নিজের জাহাজে করে অবৈধ মালামাল পরিবহন করে চলেছে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে,

গত বিশ বছর ধরে। টাকা পেলে যে-কোনও কার্গো নিতে রাজি আছে সে; তাতে কার কী লাভক্ষতি হলো, সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ-কারণে দুনিয়ার তাবৎ অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মাঝে তার যথেষ্ট কদর রয়েছে। একমাত্র সে-ই ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ অস্ত্রের চালান পৌঁছে দেয় দুনিয়ার বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠন ও বিপ্লবী দলের হাতে। তবে এবারকার ট্রিপটা অন্য যে-কোনও সময়ের থেকে আলাদা। এবারই প্রথম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে হয়েছে ওকে, তা-ও আবার একটি দেশের হয়ে। মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে পৌঁছুতে পেরেছে গন্তব্যে, ঠিকমত আনলোডিং শেষ হলে তার সুনাম কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

স্রোতের ধাক্কায় মৃদু নড়াচড়া করছে জাহাজ, ওয়াকিটকিতে হেল্‌মসম্যানকে ধমকে উঠল ওকোচা। আফট থ্রাস্টারের এক ধাক্কায় জাহাজের হেডিং ঠিক করা হলো। রেডিওতে ড্রাই ডকের শেষ প্রান্ত থেকে সন্তোষ প্রকাশ করল চিফ অপারেটর, জানাল এবার ক্যাপস্টানের মোটর চালু করতে চলেছে সে সম্মতি দিল ওকোচা। চেঁচিয়ে নাবিকদেরকে সরে যেতে বলল দড়িদড়ার কাছ থেকে।

অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই, গত ক'দিন ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি সে। ভিতরে ভিতরে মরে যাচ্ছে টেনশনে। হোল্ডে রাখা মিসাইলগুলোই এর কারণ। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এটাই একমাত্র দুশ্চিন্তা নয়। কোনও কারণে ওগুলো নিয়ে ধরা পড়লে কী হতে পারে, সেটাও ঘুম কেড়ে নিয়েছে তার। মক্কেলরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, কোনও অবস্থাতেই তাদের পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। প্রয়োজনে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে হবে তাকে, করতে হবে আত্মহত্যা। নির্দেশটা অমান্য করলে পুরস্কার ঘোষণা হবে তার মাথার জন্য। সেই সঙ্গে হত্যা করা হবে তার পরিবার-পরিজনকে। পানামায় নিরাপদে পৌঁছুলেও

নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কারণ শেষ মুহূর্তে রেডিওতে বিশেষ এক নির্দেশ এসেছে মক্কেলদের প্রতিনিধি এক জেনারেলের কাছ থেকে--মিসাইল আনলোডিঙের উপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। কাজেই ওগুলো নামিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা সম্ভব হচ্ছে না এখুনি।

একটু পরেই দূর থেকে ভেসে এল মোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ টান টান হয়ে উঠল সবক'টা দড়ি। ধীরে ধীরে ডকের চারকোনা কাঠামোর ভিতরে ঢুকতে শুরু করল করভান্ড। ডেকে দাঁড়িয়ে সবকিছু তদারক করল ওকোচা, প্রয়োজনে থ্রাস্টার চালিয়ে পজিশন ঠিক রাখল জাহাজের, কারণ দু'পাশে মাত্র পঞ্চাশ ফুট গ্যাপ থাকছে, একটু এদিক-সেদিক ড্রিফট করলেই ডকের কংক্রিটের দেয়ালে ঘষা খাবে করভান্ড। ফ্যানটেইল ভিতরে ঢুকে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে বাড়তি দড়ি পাস করা হলো, ডকের বোলার্ডের সঙ্গে ভালমত বাঁধা হলো জাহাজকে। ইতিমধ্যে পিছনের ডোরদুটো বন্ধ হয়ে গেছে, চালু করা হয়েছে ড্রেইনেজ সিস্টেম। আধঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল পুরো প্রক্রিয়া। ড্রাই ডকে থিতু হলো জাহাজ।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে পায়ের তলায় গোড়াটা পিষে ফেলল ওকোচা। পিয়ারের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল নাকামুরাকে। সঙ্গে সার্বক্ষণিক সঙ্গিনী ইরি ইয়োশিদা আর ইউনিফর্ম পরা ক্যাপ্টেন হারুকি। লম্বা কদম ফেলে এগিয়ে আসছে গ্যাংওয়ের দিকে। ছবি দেখেছে, তাই চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না জাপানি টাইকুনকে। নির্ঘাত তার কাছেই আসছে, কিন্তু দেখা করবার ইচ্ছে হচ্ছে না। জেনারেলের নির্দেশ শোনামাত্র তর্জন-গর্জন শুরু করে দেবে। এত রাতে হৈ-চৈ শোনার মানসিকতা নেই ওকোচার, মানা করে দিলেই হয়। তবু কেন যেন লোকটাকে ঘাঁটাবার সাহস হচ্ছে না। সেকেণ্ড অফিসারকে পাঠিয়ে

দিল তাকে এসকর্ট করে ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিয়ে আসার জন্য।

খানিক পরে কেবিনের দরজায় দেখা মিলল নাকামুরার। হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল ওকোচা। 'ওয়েলকাম টু করভাল্ড, মি. নাকামুরা। আমি ক্যাপ্টেন স্টিফেন ওকোচা।'

দায়সারা ভঙ্গিতে হাত মেলাল নাকামুরা। সঙ্গীদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করল না, ইরিকে নিয়ে ঢুকল কেবিনে। ক্যাপ্টেনের বাড়িয়ে দেয়া একটা চেয়ারে বসে বলল, 'আরও ঘণ্টাখানেক আগে আশা করেছিলাম আপনাদেরকে

'রাতের বেলা সাবধানে চলাচল করতে হয়,' বলল ওকোচা। 'আস্তে এসেছি, তাই সামান্য দেরি হয়েছে

'যা হবার হয়েছে, আনলোডিঙের কাজ এখুনি শুরু করে দিন। আমার লোকেরা রেডি আছে।'

'দুঃখিত, মি. নাকামুরা, সেটা সম্ভব নয়। সবকিছু আপাতত যেমন আছে তেমনই থাকবে।'

'মানে?' খেঁকিয়ে উঠল নাকামুরা।

'জেনারেলের নির্দেশ,' বলল ওকোচা। 'তাঁর ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত ওগুলো নামানো যাবে না

'নিন ক্লিয়ারেন্স। মানা করছে কে?'

'জেনারেল নিজেই যোগাযোগ করবেন, তবে আগামীকালের আগে নয় ইউ সি... আপনার সাফল্যের ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নন তিনি। তাই অপেক্ষা করতে চাইছেন আগামীকালের অপারেশনের ফলাফল দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি সবকিছু ঠিকমত শেষ হয়, আনলোডিঙের গ্রিন সিগনাল দেবেন। অন্যথায় কার্গো নিয়ে মুহূর্তের নোটিশে ফিরে যেতে হবে আমাকে। ওভাবেই তৈরি থাকতে বলেছেন

খেপে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলাল নাকামুরা। খতিয়ে দেখল নির্দেশটার কারণ। একেবারে অযৌক্তিক বলা চলে না

পিঠ বাঁচিয়ে চলছেন জেনারেল। ক্যানালের অপারেশন ব্যর্থ হলে তার দায়ভার নেবেন না। রাখবেন না এখানে তাঁর দেশের সংশ্লিষ্টতার কোনও প্রমাণ। তাই মিসাইলগুলো দ্রুত সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে রাখছেন—ওগুলো লোডিং বা আনলোডিঙে প্রচুর সময় লাগে। অবশ্য যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য হলেও ব্যাপারটা পছন্দ হলো না নাকামুরার। দু'পয়সার এক শিপ ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে এ-ধরনের নির্দেশ শোনা অপমানজনক। জেনারেল নিজেই কথাটা বলতে পারতেন তাকে।

'আপনারা নেমে গেলেই গ্যাংওয়ে তুলে নেব আমি,' জানাল ওকোচা। 'আশা করছি আপনি কন্ট্রোল রুমে রাউণ্ড-দ্য-ক্লক অপারেটর রাখবেন, যাতে প্রয়োজন পড়ামাত্র ডকের গেট খুলে দেয়া যায়... মানে, যদি আমাকে দ্রুত চলে যেতে হয় আর কী।'

নাকামুরাকে দেখে মনে হলো কেউ তাকে এক চামচ তেতো ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। বাঁকা সুরে বলল, 'জেনারেল দেখছি মিসাইল নিয়ে বড়ই উতলা। মোবাইল-লঞ্চারগুলোর কথা কি ভুলে গেছেন? অপারেশন যদি ব্যর্থই হয়, ওগুলোর কী হবে? ওখান থেকেও তো তাঁদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'এ-বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই,' বলল ওকোচা। 'হয়তো কিছু ভেবে রেখেছেন জেনারেল, কিংবা আশা করছেন আপনিই ওগুলোর ব্যাপারে যা করার করবেন।'

হাল ছেড়ে দিল নাকামুরা, এর সঙ্গে হৈ-হল্লা করে লাভ নেই। 'বেশ, এখানে আর সময় নষ্ট করবার মানে হয় না। আমার তাড়া আছে। আমাদের প্ল্যান মোতাবেক যদি সবকিছু এগোয়, তা হলে আশা করছি জেমিনির ক্রু-রা আগামীকাল বেলা পৌনে এগারোটায় গ্যামবোয়া পৌঁছুবে তারমানে এগারোটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে পানামা ক্যানাল।'

'সেক্ষেত্রে আমিও খবরটা পাওয়ামাত্র আনলোডিং শুরু করব,

নিশ্চিত থাকুন,' কথা দিল ওকোচা।

মাথা ঝাঁকাল নাকামুরা। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, 'ক্যাপ্টেন হারুকি!'

দরজায় দেখা দিল হারুকি। 'জী, স্যর?'

'তুমি আর ইরি আজ রাতে এখানেই থাকবে। ক্যাপ্টেন ওকোচা বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে এখান থেকে চলে যাবার অধিকার রাখেন, ইরি সেটা জানে।' পাশে দাঁড়ানো ইরি সায় দিল কথাটাতে। 'পরিস্থিতি সত্যিই তেমন দাঁড়িয়েছে কি না, তা ঠিক করবে তোমরা। যদি মনে করো ভয় পেয়ে অযথাই পালাতে চাইছেন ইনি, সরাসরি মাথায় গুলি করবে। ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, স্যর,' বলল হারুকি

মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল ওকোচার। 'আপনি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই,' কঠিন গলায় বলল নাকামুরা। 'ইট'স্ নাথিং পার্সোনাল, ক্যাপ্টেন। তবে আপনি কোনও কারণে নার্ভাস হয়ে পড়লে তার জন্য আমি ভুগতে পারি না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হারুকি, এখানে পাহারা দেবার জন্য কতজন লোক দরকার?'

'জাহাজের কমপ্লিমেণ্ট কত?'

'আটজন অফিসার, বাইশজন নাবিক,' জানাল ওকোচা।

'চারজন হলেই চলবে, স্যর।'

'ঠিক আছে, আনিয়ে নাও।'

'এক্সকিউজ মি, স্যর... পেদ্রো মিগুয়েল আর মিরাফ্লোরেস লকে আমাদের লোক বসাতে' বলেছিলেন। আমি এখানে রয়ে গেলে ওদের সুপারভাইজ করাব কাকে দিয়ে?'

'তোমার ডেপুটিকে পাঠাও। ও পারবে না?'

'সার্জেণ্ট সাতো? নিশ্চয়ই পারবে, স্যর।'

'তা হলে ও-ই যাক। লকে ঝামেলার কোনও আশঙ্কা করছি না এমনিতেই। তারপরেও ভালমত ব্রিফ করে দিয়ো ওকে।'

'ইয়েস, স্যর।'

'গুড বাই। সকালে দেখা হবে।'

ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল নাকামুরা। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে এল মেইন ডেকে, তারপর গ্যাংওয়ে পার হয়ে চলে এল পিয়ারে সুপারভাইজর তাকাশি অপেক্ষা করছে সেখানে।

'আজ রাতে আনলোডিং হবে না,' তাকে জানাল নাকামুরা। 'তোমার লোকজন সরিয়ে নাও। আগামীকালের জন্য তৈরি রেখো ওদেরকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল তাকাশি। রিস্টওয়াচে চোখ বোলাল নাকামুরা। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আর এগারো ঘণ্টা সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেই হয় পরিকল্পনার প্রথম অংশ তা হলে সফল হবে তার—বন্ধ হয়ে যাবে পানামা ক্যানাল। হাতে পাবে মিসাইলগুলো। লঞ্চার-ট্রাকে তুলে নিয়ে যাবে পূর্ব-নির্ধারিত একটা জায়গায়, পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশকে বাস্তবায়িত করবে ওগুলো আমেরিকার উদ্দেশে ছুঁড়ে।

তারপর?

তারপর যা-ই ঘটুক পরোয়া করে না নাকামুরা প্রতিশোধ নেয়া যাবে তার পূর্ণ হবে জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। মরতে পারবে শান্তি নিয়ে পরপারে গিয়ে বাবা-মাকে বলতে পারবে, তোমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছি আমি! আর কী চাই? জেনারেল থাকুক তার পিঠ বাঁচানোর চিন্তা নিয়ে। সেটা নিয়ে তার কীসের মাথাব্যথা? হাতে পাওয়ামাত্র মিসাইল লঞ্চ করবে সে।

সইছে না নাকামুরার

'রানা... অ্যাই রানা! ওঠ্!'

কয়েক দফা ঝাঁকি খেয়ে আরামদায়ক ঘুমটা ভেঙে গেল রানার। মুখের উপর সোহেলকে ঝুঁকে থাকতে দেখে বিরক্ত গলায় বলল, 'এই রে! তোর মুখ দেখে ঘুম ভাঙল? বুঝেছি, আজ দিনটাই খারাপ যাবে।'

'আর আমার ঘুম বুঝি কোনও হুরপরীর চেহারা দেখে ভেঙেছে?' চিমটি কাটল সোহেল। 'চোখ খুলতেই দেখলাম তুই ব্যাটা বিটকেল নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিস।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা। 'ক'টা বাজে?'

'সাড়ে পাঁচটা। এইবেলা উঠে পড়, বাপু। সাড়ে ছ'টায় সবাইকে আসতে বলা হয়েছে।'

'তাই তো!' মনে পড়ল রানার। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামল। 'নেফি উঠেছে?'

'হ্যাঁ। ও-ই ফোন করে জাগিয়েছে আমাকে। মেজর পিনোঁর সঙ্গেও সেলফোনে কথা হয়েছে, সময়মত চলে আসবে ওরা।'

'ওদের সেই আহত সৈনিকের খবর কী?'

'এখনও ক্লিনিকে, তবে আশঙ্কামুক্ত।'

'ভাল।' বাথরুমে ঢুকে গেল রানা। দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। বদলে নিল পোশাক। ওয়াশিংটনে ফোন করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিল, তারপর সোহেলকে নিয়ে রওনা হলো ওপরতলায়—মার্কোসের স্যুইটে। রাতে নেফারতিতি ওখানেই থেকেছে। লিজনেয়ার টিমও ওখানেই আসবে।

নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছুল তারা—অঁবিন, পিনোঁ আর দুই সৈনিক। সৈনিকদের একজন আলজেরিয়ান, নাম আবদেল ফারহাত, মুসলমান; অন্যজন অঁবিন-পিনোঁর মতই ফরাসি, নাম লুভান। স্যুইটের ডাইনিং রুমে বসে ব্রেকফাস্ট

খেলো সবাই। একই সঙ্গে শেষবারের মত আলোচনা করে নিল দিনের কর্মপরিকল্পনা। লিজনেয়ারদের ভ্যান নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবে নেফারতিতি, স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডোদেরকে রিসিভ করবার জন্য। ওদেরকে নিয়ে বালবোয়া ইয়ট ক্লাবে চলে আসবে ও। ওখানে বোট আর অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করবে রানা, সোহেল, মার্কোস আর লিজনেয়াররা। কমাণ্ডোদেরকে সবকিছু হস্তান্তর করে দায়িত্ব শেষ করবে। অবশ্য কোনও কারণে যদি স্পেশাল ফোর্স না পৌঁছুতে পারে, কিংবা ব্যর্থ হয় মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে থামাতে, তখন কাজে নামতে হবে ওদেরকেই।

'হুম, তা হলে মোটামুটি সবকিছুই ঠিক হয়ে গেল,' বলল রানা। 'ওয়াশিংটনে কথাও বলেছি আমি, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন জানালেন—ঠিকমত বিমানে উঠেছে কমাণ্ডোরা। আশা করছি আগামী দু'ঘণ্টার মধ্যে ল্যাণ্ড করবে।'

'নেভির জাহাজের কী খবর?' জিজ্ঞেস করল পিনো।

'অলরেডি টমাহকের রেঞ্জে পৌঁছে গেছে ইউএসএস ক্যাম্পবেল। আর দু'ঘণ্টা পর ভিজিএএস ক্যাননের রেঞ্জেও পৌঁছাবে। পানামার রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমার বাইরে থাকবে ওরা, তবে নজরদারির জন্য ড্রোন এয়ারক্র্যাফট পাঠাবে।'

'পানামার অ্যান্টি-এয়ার ডিফেন্স কেমন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। 'ড্রোনটাকে আবার গুলি করে বসবে না তো?'

'ওটা লেটেস্ট ড্রোন, রেইডারে পাখির মত দেখায়,' রানা জানাল। 'আমার মনে হয় না তেমন কোনও ভয় আছে।'

'তা হলে তো ভালই।'

সাতটা বেজে গেছে। রানা বলল, 'এবার বোধহয় বেরিয়ে পড়াই ভাল।'

'আপনারা নামুন,' মার্কোস বলল। 'আমি মারিনা আর বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।'

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সবাই। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ছোট কয়েকটা নায়লনের ব্যাগে ভরা হয়েছে, সেগুলো ভাগাভাগি করে নিল প্রত্যেকে। মারিনা বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে, সঙ্গে বাচ্চারা। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল মার্কোস। ছোট্ট পিন্টো কান্না জুড়ল, মার্কোসের সঙ্গে যাবে; তাকে নিরস্ত করতে বেশ বেগ পেতে হলো। শেষ পর্যন্ত চকলেট আর খেলনার লোভ দেখিয়ে বশ করা হলো ওকে। একটু অবাকই লাগল রানার—গত কয়েকদিনে ওর বা নেফারতিতির চেয়ে মার্কোস-মারিনার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে ছেলেটা। ওদের ক্রমাগত অনুপস্থিতিই সম্ভবত এর কারণ। অবশ্য একদিক থেকে ব্যাপারটা মন্দ নয়। মারিনা যে পিন্টোকে দত্তক নিতে চাইছে, তা ইতিমধ্যে রানাকে জানিয়েছে মার্কোস। ভবিষ্যৎ-অভিভাবক হিসেবে ওদের সঙ্গেই পিন্টোর ঘনিষ্ঠতা হওয়া ভাল।

হোটেল থেকে বেরুতেই শুরু হলো বৃষ্টি। পার্কিং লটে পৌঁছুবার আগেই পরিণত হলো অঝোর বর্ষণে। বৃষ্টির মতিগতি বোঝার জন্য উপরদিকে তাকাতেই রানার মুখে যেন বিঁধল শত-সহস্র সুঁই। ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে আকাশ, হারিয়ে গেছে দিগন্ত। সহসা এই বৃষ্টি থামবে বলে মনে হয় না।

চাচাত ভাই ভিক্টরের কাছ থেকে একটা পিকআপ ধার নিচ্ছে মার্কোস, বালবোয়া ইয়ট ক্লাবে যাবার জন্য কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে নাইট শিফটে ডিউটি করে এসেছে ভিক্টর, পিকআপে ওঠার আগে তার সঙ্গে কথা বলে নিল সে। ততক্ষণে পিকআপের পিছনে নিজেদের গিয়ার লোড করে নিল বাকিরা লিজনেয়ার টিম গিয়ারের সঙ্গেই উঠল; একটু চাপাচাপি হলেও অসুবিধে নেই, কারণ মাত্র পনেরো মাইল যেতে হবে ওদেরকে। রানা আর সোহেল উঠল সামনের ক্যাবে। নেফারতিতি ইতিমধ্যে লিজনেয়ারদের ভ্যানে উঠে পড়েছে। অপেক্ষা করছে রওনা হবার

জন্য ইশারা পাবার।

খানিক পর ভিক্টরের সঙ্গে কথা শেষ করে পিকআপের চালকের আসনে উঠে বসল মার্কোস বলল, 'ভিক্টরের কাছে শুনলাম, কাল রাতে ড্রাই ডক খালি করে নতুন একটা জাহাজ তোলা হয়েছে। নাম দেখতে পারেনি, কারণ ডকের চারপাশে কড়া পাহারা বসানো হয়েছে; তবে ওর মনে হয়েছে ওটা কোন রেফ্রিজারেটর শিপ।'

'নিশ্চয়ই করভাল্ড,' অনুমান করল রানা।

'আমারও তা-ই ধারণা।' রুমাল বের করে মাথা আর মুখ মুছল মার্কোস। 'ডকটা পোর্টের একপ্রান্তে, মানুষের আনাগোনা নেই। ওখানে বসে সবার অলক্ষে মিসাইল আনলোড করা সম্ভব।'

'হুম তা হলে করভাল্ডের ব্যাপারে অ্যালার্ট করে দেব ইউএসএস ক্যাম্পবেলকে। মিসাইল-ভরা একটা জাহাজ কীভাবে নিষ্ক্রিয় করতে হবে, সেটা ওরাই ভাল বুঝবে

ইঞ্জিন চালু করল মার্কোস, একটু এগিয়ে পিকআপকে নিয়ে গেল ভ্যানের পাশে। জানালার কাঁচ নামিয়ে নেফারতিতিকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি রেডি?'

'হ্যাঁ, বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে উঁচু গলায় কথা বলতে হচ্ছে নেফিকে। 'সব যদি ঠিকঠাক থাকে আশা করি দশটা বাজার আগেই পৌঁছে যাব ইয়ট ক্লাবে। এয়ারপোর্টের কাস্টমসে দেরি না হলেই হয়

'আমরা বোট নিয়ে অপেক্ষায় থাকব। ইউ দেন

হাওয়ায় একটা চুমু ভাসিয়ে গিয়ার দিল নেফারতিতি বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে। ওর পিছু পিছু র‍্যাপ নিয়ে বেরুল মার্কোস, বাঁক নিয়ে উল্টোদিকের রাস্তা ধরল। গ্যামবোয়া হাইওয়ে ধরে বিশ মিনিট চলবার পর পৌঁছে গেল বালবোয়া ইয়ট ক্লাবে নামটা গালভরা হলেও ক্লাবের জীর্ণশীর্ণ দশা—বিল্ডিং-ডক

সবকিছুই পুরনো, বিবর্ণ। ক্লাবের অবস্থান পেদ্রো মিগুয়েল লক থেকে কয়েক মাইল দূরে, হ্রদের পারে। পার্কিং লট থেকেই একটা অতিকায় পানামাক্স শিপ দেখতে পেল ওরা, লকে ঢুকেছে।

পার্কিং লটে আর কোনও গাড়ি নেই। মঙ্গলবারের সকাল, ছুটির দিন নয়... তা ছাড়া আবহাওয়াও বিরূপ। দোতলা ক্লাবহাউসের টিনের চালে অবিশ্রান্ত আঘাত হেনে চলেছে বৃষ্টি, ঝমঝম আওয়াজে কান ঝালাপালা। ম্যারিনায় ডজনখানেক সেইলবোট বাঁধা কাঠের জেটিতে রয়েছে আরও গোটাদশেক পাওয়ারবোট ছোট ছোট বোটইয়ার্ডে যেমন দেখা যায়—পানিতে সব বোট রাখার জায়গা হয়নি, ফলে কাঠ বা লোহার ফ্রেমের উপর ভর করে ডাঙাতেও রাখা হয়েছে বেশ কিছু বোট। মরচে-পরা এক ক্রেইন রয়েছে ওগুলোকে পানিতে নামানো-ওঠানোর জন্য একপ্রান্তের পিয়ারে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে একটা গ্যাসোলিন পাম্প

ম্যারিনার ওপারে বিশাল মিরাফ্লোরেস হ্রদ। হ্রদের অন্যপ্রান্তে মিরাফ্লোরেস লক ওদিক থেকে আসবে ওদের শিকার। কুয়াশায় ঢাকা জলাভূমির মাঝে পরিত্যক্ত দুর্গের মত লেকের বুকে ঢিমেতালে চলছে কিছু মালবাহী জাহাজ—হঠাৎ দেখায় প্রায় স্থির বলে মনে হয়। ঝড়বাদলের পর্দা ভেদ করে ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না জাহাজগুলোর আলো, ফানেল থেকে বেরুনো ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে ধূসর মেঘের অরণ্যে। নিষ্প্রাণ এই পরিবেশে হঠাৎ হঠাৎ বেজে উঠছে [illegible] ভিজিবিলিটি কমে যাওয়ায় সতর্কসঙ্কেত দেয়া হচ্ছে [illegible] কেউ থাকলে যেন সরে যায়।

গাড়ি থামবার পরেও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল আরোহীরা—পরিবেশের প্রভাব যেন পড়তে শুরু করেছে ওদের উপর। এক সময়ে বিরক্ত গলায় সোহেল বলল, 'বিশ্রী আবহাওয়া! অবশ্য একদিক থেকে সেটা ভাল।'

কথাটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলো না। সবাই বুঝতে পারছে, ঝড়বাদলের কারণে সুবিধে পাবে কমাণ্ডোরা। প্রাকৃতিক আড়াল ব্যবহার করে হামলা চালাতে পারবে মারিও দে ক্যাস্তোরেলিতে।

পিছন থেকে ড্রাইভারস্ ক্যাবের গায়ে টোকা পড়ল। সঙ্কেত পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা, সোহেল আর মার্কোস। লিজনেয়াররাও নামল একই সঙ্গে। সঙ্গে মাত্র দুটো রেইনকোট এনেছে ওরা—মার্কোস আর সোহেলের ভাগে জুটল ওগুলো। অবশ্য তার আগেই সবাই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে।

পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল মার্কোস, ক্লাবহাউস আর লন পেরিয়ে সঙ্গীদেরকে নিয়ে গেল ম্যারিনায়। বাতাসের তোড়ে বাঁশির মত আওয়াজ হচ্ছে সেইলবোটগুলোর রিগিঙের মাঝ দিয়ে। ঢেউয়ের মুহুর্মুহু ঝাপটায় নড়েচড়ে উঠছে বোটের পুরো কাঠামো। বন্ধুর কাছ থেকে ত্রিশফুটি একটা পাওয়ারবোট ধার নিয়েছে মার্কোস—পনেরো ফুট উঁচু টিউনা টাওয়ার, আর মোটামুটি বড় আকারের একটা কেবিন আছে ওতে, স্লাইডিং ডোর খুলে ঢুকতে হয়। বোটটা খুঁজে নিয়ে উঠে পড়ল ওরা, তালা খুলে ঢুকে গেল কেবিনে। ভিতরে পা রেখেই ব্যাগ খুলে সমস্ত অস্ত্র বের করল লিজনেয়াররা—চেক করে নেবে, পানিতে ভেজায় যাতে জ্যাম হয়ে না যায় ওগুলো। নিজেদের চেয়ে অস্ত্রগুলোর প্রতিই ওদের বেশি মনোযোগ।

'ঠিক আছে সব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।' ওর হাতে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবারের পিস্তল তুলে দিল ফারহাত।

এক দফা অ্যাকশন চেক করে পিস্তলের ম্যাগাজিন খুলে ফেলল রানা। চেম্বারের বুলেটটা বের করে আবার লোড করল ম্যাগাজিনে। অন্তত দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে, এখুনি লোডেড অস্ত্র নিয়ে তৈরি হবার প্রয়োজন নেই। খুঁজে-পেতে

কয়েকটা তোয়ালে বের করেছে মার্কোস, সেগুলো নিয়ে ভেজা শরীর মোছায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই।

'তাস-টাস পান কি না দেখুন,' মার্কোসকে বলল সোহেল। 'সময় কাটানো যাবে।'

নিস্তরঙ্গভাবে বয়ে চলল সময়। যা ভয় করছিল, তা-ই ঘটল। দেরি করল ফ্লাইট। ন'টা বাজার দশ মিনিট পর নেফারতিতি ফোন করে জানাল, এইমাত্র ল্যাণ্ড করেছে বিমান—নির্ধারিত সময়ের পাক্কা পঁচিশ মিনিট পরে। হা-হুতাশ করল না রানা, সংক্ষেপে ওকে বলে দিল, যত তাড়াতাড়ি পারে যেন কমাণ্ডোদের নিয়ে চলে আসে ইয়ট ক্লাবে।

নেফারতিতির সঙ্গে কথা শেষ হতেই মার্কোসের সেলফোন বাজল। ভিক্টর। হোটেল থেকে বাস ধরে মিরাফ্লোরেস লকের ভিউয়িং এরিয়ায় চলে গেছে সে—মারিও দে ক্যাস্তোরেলির অগ্রগতি সম্পর্কে খবরাখবর জানাবে। দ্রুত তার সঙ্গে কথা বলে নিল মার্কোস। তারপর সঙ্গীদেরকে জানাল, 'মিরাফ্লোরেস লকের প্রথম চেম্বারে পৌঁছে গেছে জাহাজ। ডোরগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। চেম্বারে ফ্লাডিং শুরু করা হয়েছে।'

'লেক পেরুতে একঘণ্টা লাগবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক ঘণ্টায় পারবে বলে মনে হয় না,' মার্কোস বলল। 'আবহাওয়া খারাপ। হয়তো আরও কিছুটা বেশি সময় লাগবে।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' অসন্তোষ প্রকাশ করল সোহেল। 'কমাণ্ডোরা সময়মত পৌঁছুবে তো?'

'আমারও সন্দেহ হচ্ছে,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। পিনোঁর দিকে তাকাল। 'কী করা যায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফরাসি মেজর। 'আগামী পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে যদি ওরা না পৌঁছায়, তা হলে আমাদেরই মাঠে নেমে পড়া

উচিত।'

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বৃষ্টি আরও বেড়েছে বিশাল একটা কার্গো শিপের কালচে অবয়ব এগোতে শুরু করেছে পেদ্রো মিগুয়েল লকের দিকে। নেফারতিতিকে ফোন করল ও 'খবর আছে কোনও?'

'প্যাসেঞ্জাররা বেরুতে শুরু করেছে,' নেফি জানাল। 'কিন্তু আমাদের বন্ধুদের দেখা পাইনি এখনও।'

'ওদের জন্য আর অপেক্ষা করা সম্ভব হবে মনে হচ্ছে না টার্গেট ইতিমধ্যে মিরাফ্লোরেস লকে ঢুকে পড়েছে।'

'সময় তা হলে এখনও ফুরিয়ে যায়নি, আরেকটু অপেক্ষা করো। ওদেরকে রিসিভ করেই ফোন দিচ্ছি।'

'বেশ। আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করব। তার বেশি নয়।'

'ঠিক আছে।'

আধঘণ্টা লাগল না, পনেরো মিনিট পর এল নেফারতিতির ফোন। 'পেয়েছি ওঁদেরকে, রানা। গাড়ি নিয়ে রওনাও হয়ে গেছি আশা করি বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব। দু'চার মিনিট দেরি হতে পারে... বৃষ্টির কারণে জ্যাম লেগেছে রাস্তায়।'

'সুসংবাদ ওদের টিম লিডারকে দাও। কথা বলব

'দিস ইজ মেজর র‍্যাণ্ডি কলসন,' এক মুহূর্ত পর ভেসে এল খসখসে একটা কণ্ঠ। 'মি. মাসুদ রানা বলছেন?'

'হ্যাঁ। শুনুন মেজর, এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে এখানে পৌঁছুবার পর ব্রিফ দেবার সময় পাব না কোনেই অ্যাসল্ট সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিতে চাই আপনা সঙ্গে।'

'ফরগেট ইট, মি. রানা। ক্যাপ্টেন শেফার্ড ইতিমধ্যে আপনাদের প্ল্যানের আউটলাইন শুনিয়েছেন আমাকে। ওভাবে সম্ভব না।'

'কেন? সমস্যা কোথায়?'

'আপনি রোটের সাহায্যে অপোজড্ বোর্ডিঙের প্ল্যান সাজিয়েছেন—ওটা নেভি সিল আর ডেল্টা ফোর্সের স্পেশালটি... পানি থেকে আক্রমণ। আমাদের নয়।'

একটু অবাক হলো রানা। 'আপনারা সিল বা ডেল্টা ফোর্স নন?'

'নেগেটিভ। আমরা গ্রিন বেরেট। ল্যাণ্ড বেজড অ্যাটাক আমাদের বৈশিষ্ট্য।'

'লেকের মাঝখানে ল্যাণ্ড পাবেন কোথায়?'

'আছে। পেদ্রো মিগুয়েল লক আর ওটার চারপাশের এলাকার ছবি স্টাডি করে এসেছি আমরা। সবদিক বিবেচনা করে ঠিক করেছি, বোট নিয়ে পেদ্রো মিগুয়েল লকের গোড়ায় চলে যাব, উঠে পড়ব রিটেইনিং ওয়ালে। টার্গেট যখন চেম্বারে ঢুকবে, জাম্প করব উপর থেকে।'

'সেক্ষেত্রে জাহাজটাকে দখলের জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন না। লক থেকে বেরিয়েই গেইলার্ড কাটে পৌঁছে যাবে ওরা। বোমা ডিটোনেট করে দিতে পারবে।'

'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন? টার্গেটের জনবল বা ডিফেন্স সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই আমাদের হাতে। এমনও হতে পারে কোনও লড়াইয়েরই প্রয়োজন হবে না।'

দুশ্চিন্তা কমাতে চাইলেও মেজর কলসন তার হতাশা চাপা দিতে পারছে না। তার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে রানা—প্রায় অন্ধের মত একটা লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে তাকে... কোনও ধরনের ইন্টেল বা পরিকল্পনা ছাড়া। লম্বা জার্নির পর বিশ্রামও জুটছে না তাদের কপালে। তা ছাড়া জাহাজে একদল সশস্ত্র প্রহরী নেই, এমন গ্যারাণ্টিই বা কে দিতে পারে?

'আপনার সমস্যাটা আমি আন্দাজ করতে পারছি, মেজর,

নরম গলায় বলল ও। 'ঠিক আছে, যেভাবে ভাল মনে করেন, সেভাবেই করুন। এটা আপনার অপারেশন। আর হ্যাঁ... যদি প্রয়োজন পড়ে তো আমরা আরও ছ'জন আছি আপনাদেরকে সাহায্য করবার জন্য।' মার্কোস আর সোহেলকে বাদ দিয়ে হিসেব করছে ও। মার্কোস সিভিলিয়ান, আর একটা হাত নকল হওয়ায় সোহেলের পক্ষে র‍্যাপেলিং করে জাহাজে নামা কঠিন।

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য অফার,' কলসন বলল। 'আপনার প্রশংসা আমি শুনেছি, তবে নিজের টিম নিয়ে কাজ করতেই আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। মাইণ্ড করবেন না। আপনাদের সঙ্গে একজন ক্যানাল পাইলট আছে বলে শুনেছি, তাকে শুধু স্ট্যাণ্ডবাই রাখুন। জাহাজ দখলের পর ওটাকে চালাবার জন্য তাকে দরকার হতে পারে।'

'ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে। আপনাদের অপেক্ষায় রইলাম।'

লাইন কেটে দিল রানা।

অঁবিন জানতে চাইল, 'কী বলছে ওরা?'

'প্ল্যানে সামান্য রদবদল করতে চাইছে,' বলল রানা। 'লেকে নয়, ওরা হামলা করতে চাইছে লকে। মার্কোস ওদেরকে বোটে করে লকের গোড়ায় নামিয়ে দিয়ে আসবে। প্রয়োজনে জাহাজ দখলের পর ওটাকে গাইডও করবে।'

'আর আমরা?'

'সাহায্য নিতে চাইছে না, তাই বলে নিজেরাই ব্যাকআপ হিসেবে অপেক্ষা করতে তো কোনও অসুবিধে নেই।' নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল রানা—লকের ধারে ক্যানাল অথোরিটির নিজস্ব ম্যারিনায় চলে যাবে ওরা, যেখানে পাইলট বোট রাখা হয়। ওখান থেকেই সেদিন বোট পাঠিয়ে ওকে আর অ্যাগুয়েরোকে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। রানার ইচ্ছে, যদি

কমাণ্ডোরা ব্যর্থ হয়, তা হলে নিজেরাই একটা পাইলট বোট নিয়ে শেষ চেষ্টা করবে মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে ঠেকাবার।

প্ল্যানটা পছন্দ হলো সবার। পিনোঁ বলল, 'তা হলে আর বসে আছি কেন? কমাণ্ডোদেরকে রিসিভ করবার জন্য মসিয়ো মার্কোস তো থাকছেনই, আমরা ওদিকেই চলে যাই। ক্যাপ্টেন শেফার্ডও পরে এসে যোগ দিতে পারবেন।'

ঘড়ি দেখল রানা। 'হুঁ, এগিয়ে থাকাই বোধহয় ভাল। পাইলট বোট চুরি করতে চাইলে ওখানকার সেটআপটাও স্টাডি করা দরকার। মার্কোস, আপনার এখানে একাকী অসুবিধে হবে না তো?'

'নাহ্। অসুবিধে কীসের?' কাঁধ ঝাঁকাল মার্কোস। 'আমি তো বোটে থাকব। বিপদের বাইরে।'

'তা হলে আমরা যাই। ক্যানাল অথোরিটির ওই ম্যারিনার কাছে গাড়ি রাখা যাবে? বোটের মত আবার তাড়িয়ে দেবে না তো?'

'উঁহুঁ। ট্যুরিস্টদের জন্য আলাদা পার্কিং লট আছে, ওখানে রাখবেন। কেউ তা হলে ডিস্টার্ব করবে না।'

কেবিনের স্লাইডিং ডোর খুলে গেল, ভেজা শরীরে ভিতরে এসে ঢুকল সোহেল। উপরের ফ্লাইং ব্রিজে উঠে গিয়েছিল ও, বিনকিউলারের সাহায্যে নজর রাখছিল মিরাফ্লোরেস লকের উপর।

'জাহাজটাকে দেখেছি,' বলল ও। পকেট থেকে পলিথিনে মোড়া সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা স্টিক ধরাল। 'আরও তিনটে ফ্রেইটার দেখলাম ওটার পিছনে। সামনে রয়েছে সাদা রঙের বিশাল একটা পানাম্যাক্স ক্রুজ শিপ... সেটা এইমাত্র বেরুল। এরপরেই ক্যাস্তোরেলির পালা।'

ম্যানিফেস্ট চেক করল মার্কোস। 'তিনটা ফ্রেইটার মানে...

রবার্ট টি. চেঞ্জ, ইংল্যাণ্ডার রোজ আর সুলতানা। ক্রুজ শিপটার নাম রাইল্যাণ্ডার সি।'

'হুম। ওগুলোই।' সিগারেটে আয়েশ করে টান দিল সোহেল।

'পাঁচ হাজার প্যাসেঞ্জার আর ক্রু ধরে রাইল্যাণ্ডার সি-তে,' যোগ করল মার্কোস। 'ট্রানজিট প্যাসেজের আকর্ষণে ফুল ক্যাপাসিটিতেই থাকার কথা। খুব দামি জাহাজ, ভাড়া অন্যান্য লাইনারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। পয়সাঅলা মানুষ ছাড়া আর কেউ চড়তে পারে না ওতে আলাস্কা থেকে পুয়ের্তো রিকোর রুটে চলাচল করে, সময় লাগে পঁচিশ দিন।'

তথ্যগুলো চুপচাপ হজম করল রানা। তারপর বলল, 'রাইল্যাণ্ডার সি-কে সতর্ক করে দেয়া দরকার। তবে এখুনি নয়, কমাণ্ডোরা ব্যর্থ হলে। দায়িত্বটা আপনাকে দিতে চাইছি, মার্কোস। কমাণ্ডো টিমকে ড্রপ করবার পর ফিরে আসার দরকার নেই আপনার। লেকেই থাকুন, যাতে রাইল্যাণ্ডার সি-র সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন... সতর্ক করে দিতে পারেন প্রয়োজন হলে।'

'ওরা মার্কোসের কথা বিশ্বাস করবে?' একটু সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'পরিচিত পাইলট থাকলে করবে,' মার্কোস বলল। 'না থাকলেও যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওদেরকে বোঝাতে।'

যাবার জন্য তৈরি লিজনেয়ার টিম। এক মুহূর্ত ভেবে রানা বলল, 'এক কাজ করুন, আপনারা আগে চলে যান। কমাণ্ডোদের সঙ্গে দেখা না করলে খারাপ দেখায়। আমি নেফির সঙ্গে আসব।'

'তোদের জুটি আমরাও ভাঙতে চাই না,' টিটকিরির সুরে বলল সোহেল। 'চলুন মেজর, আমরা রওনা হয়ে যাই।'

'আপনিও নাহয় থাকুন,' ইতস্তত করে বলল পিনোঁ। 'ওদিকে তো আপনার কোনও কাজ নেই।' বোধহয় ভাবছে, শেষ পর্যন্ত

অ্যাকশনে নামতে হলে সোহেল ওদের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একটা হাত নিয়ে মই বা দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে পারবে না ও।

'কাজ আছে, মেজর,' বলল সোহেল। 'মি. মার্কোস কমাণ্ডো টিমের সঙ্গে যাচ্ছেন, ওঁর বিকল্প হিসেবে কাউকে থাকতে হবে আপনাদের সঙ্গে। রানার সঙ্গে মার্ভেল অভ গ্রিস নামে একটা জাহাজ চালানোর সুবাদে শিপ-হ্যাণ্ডেলিঙে ভাল অভিজ্ঞতা আছে আমার। নাকামুরার সাবমারসিবল যদি জাহাজকে কোর্সচ্যুত করতে চায়, পাল্টা-ম্যানুভারিং করতে পারব। আর আমার হাত নিয়েও দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। একটা হাত নিয়েই আপনাদের যে-কারও সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব আমি। বিশ্বাস না হলে একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।'

'না, না, তার কোনও প্রয়োজন নেই,' তাড়াতাড়ি বলল পিনোঁ। বিব্রত হয়ে পড়েছে। 'সেদিন টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনে আপনাকে অ্যাকশনে দেখেছি... দক্ষতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে স্রেফ ভিন্ন কণ্ডিশন বলে একটু দুশ্চিন্তা করছিলাম। আপনি যদি কনফিডেন্ট থাকেন, তা হলে আমি আর আপত্তি করব না। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

চলে গেল সোহেল, অঁবিন আর লিজনেয়ার টিম। তার ঠিক দশ মিনিট পর ইয়ট ক্লাবে পৌঁছুল নেফারতিতি ও আমেরিকান কমাণ্ডোরা। পথ দেখিয়ে তাদেরকে বোটে নিয়ে এল মার্কোস।

টিম লিডারের সঙ্গে হাত মেলাল রানা। 'মাসুদ রানা।'

'মেজর র‍্যাণ্ডি কলসন। নাইস টু মিট ইউ।' শক্ত মুঠোয় রানার হাতে পাল্টা চাপ দিল টিম লিডার। পিছনের দিকে ইশারা করে বলল, 'এরা আমার টিম। অপারেশনাল সিকিউরিটির জন্য ওদের নামধাম জানাচ্ছি না। আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

ত্রিশের কোঠায় মেজরের বয়স। নীল চোখ, ছোট করে ছাঁটা সোনালি চুল। রানার চাইতে দু'ইঞ্চি লম্বা। ছিপছিপে

অ্যাথলিটের মত দেহ। দলের বাকি পাঁচজন যেন তারই ক্লোন। এক দেখাতেই বোঝা গেল—এরা প্রত্যেকে অভিজ্ঞ যোদ্ধা, শক্তপাল্লা।

রানা মৃদু হেসে বলল, 'ইট'স ওকে।'

আর দেরি না করে নিজেদের ব্যাগ খুলে ফেলল কমাণ্ডোরা। বের করল কালো রঙের ফেটিগ। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে কলসন বলল, 'আমার ব্যাগে একটা স্পেয়ার রেডিও আছে। ওটা বের করে নিন।'

গোপন পকেট থেকে সেটটা বের করে নিল নেফারতিতি। কলসনের ইশারা পেয়ে ইয়ারপিস আর থ্রোট মাইক পরল।

'এক থেকে চার নম্বর পর্যন্ত প্রি-সিলেক্ট চ্যানেলগুলো আমার টিমের জন্য,' বলল কলসন। কোনও জড়তা নেই তার মধ্যে, নেফারতিতির সামনেই জাঙ্গিয়া ছাড়া বাকি সবকিছু খুলে ফেলেছে। 'যদি চ্যানেল বদলাই, আপনাদেরকে জানাব। আমাদের কোডনেম ডেভিল ওয়ান থেকে সিক্স। আপনারা অ্যাঞ্জেল। ইউএসএস ক্যাম্পবেল হলো হেভেন... ওরা চ্যানেল পাঁচ, ছয় আর সাতে থাকবে। ডেকে দেখুন সাড়া দেয় কি না।'

'হেভেন, হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। রেডিও চেক, ওভার।'

'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ হেভেন,' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাওয়া গেল। নারীকণ্ঠ। ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসার একজন মহিলা। 'পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। সিচুয়েশন?'

'ডেভিল আর অ্যাঞ্জেল রওনা হবার জন্য তৈরি। পনেরো মিনিটের মধ্যে লকে প্রবেশ করবে আমাদের টার্গেট। সবগুলো চেম্বার পেরিয়ে যেতে আরও লাগবে প্রায় ত্রিশ মিনিট।'

'বুঝতে পেরেছি, অ্যাঞ্জেল। আমাদের ইউএভি ড্রোন ইতিমধ্যে আকাশে উঠেছে। আমরাও স্ট্যাণ্ডবাই থাকছি সহায়তা

দেবার জন্য।'

বোঝা গেল, মারিও দে ক্যাস্তোরেলির উপর ভিজিএএস ক্যানন তাক করে রেখেছে ক্যাম্পবেল। সি-হক হেলিকপ্টারদুটোও ফ্লাই করবার জন্য তৈরি। সন্তুষ্ট গলায় নেফি বলল, 'রজার দ্যাট, হেভেন। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

পোশাক পরা হয়ে গেছে কমাণ্ডোদের। কলসন বলল, 'আমাদের অস্ত্র?'

নায়লনের ব্যাগগুলো দেখিয়ে দিল রানা। দ্রুত সেখান থেকে একটা করে এম-সিক্সটিন রাইফেল নিল কমাণ্ডোরা। আর নিল পিস্তল। দক্ষ হাতে খুলল-জোড়া দিল। দেখে নিল সেগুলোর অবস্থা।

'আপনারা এগুলো ফায়ার করেছেন?' জানতে চাইল কলসন।

'না,' নেতিবাচক জবাব দিল নেফারতিতি। 'মাত্র গতকাল পেলাম। টেস্ট করবার সময় পাইনি।'

বিরক্তি ভর করল মেজরের চেহারায়। 'আনটেস্টেড ওয়েপন? এ তো দেখছি আরেক চমক!' নিজের ডেপুটির দিকে ফিরল। 'কী বুঝছ? কাজ চলবে?'

'অ্যাকিউরেসির নিশ্চয়তা নেই, তবে কণ্ডিশন একেবারে মন্দ নয়, স্যর,' বলল ডেপুটি। নেফারতিতির দিকে তাকাল। 'গভর্নমেণ্ট ইস্যু?'

এক দেখাতেই আমেরিকান অস্ত্র চিনে ফেলায় অবাক হলো না নেফি। এরা প্রত্যেকেই তাদের ফিল্ডে একেকজন এক্সপার্ট। ও বলল, 'হ্যাঁ। তবে আমি কিনেছি স্থানীয় পুলিশের এক কণ্ট্যাক্টের কাছ থেকে।'

'আমেরিকান অস্ত্র, এতে আমি খুশি,' ডেপুটি জানাল। বাকিরা সায় দিল তাতে।

'আরেকটা ব্যাপার...' বলল কলসন, 'মি. পেরেইরা আমাদের

সঙ্গেই জাহাজে চড়বেন।'

'অসম্ভব!' আপত্তি জানাল রানা। 'উনি আগাগোড়া সিভিলিয়ান—কোনও ধরনের কমব্যাট এক্সপিরিয়েন্স নেই।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না। দখলের পর জাহাজটা চালাবার জন্য তাঁকে দরকার আমাদের। ফোনেই তো বলেছিলাম।'

তর্ক করতে চাইছিল রানা, কিন্তু মার্কোস থামিয়ে দিল ওকে 'আমি থাকব আপনাদের সঙ্গে, কোনও অসুবিধে নেই।'

'কিন্তু মার্কোস...

'ইট'স্ ওকে, মি. রানা। একটু-আধটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে মিশনের স্বার্থে। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'সাহসী মানুষ!' প্রশংসা করল কলসন। 'এনিওয়ে... জাহাজ দখলের পর আমরা এক্সপ্লোসিভের দিকে মনোযোগ দেব। আমার টিমে দু'জন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট আছে, ওরা ট্রিগারিং মেকানিজম অকেজো করে দেবে। জাহাজকে থামাব না আমরা, মি. পেরেইরার সাহায্য নিয়ে চলন্ত অবস্থায় রাখব, যাতে শত্রুরা পানি থেকে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে।'

'লক কমপ্লেক্সের আপার সাইডে অপেক্ষা করব আমরা,' রানা জানিয়ে দিল। 'কোনও ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাবেন।'

'ঠিক আছে।'

পোর্টহোলের কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল মার্কোস। বলল, 'জাহাজ লকের সামনে পৌঁছে গেছে। এখুনি ঢুকবে।'

সবাই ভিড় জমাল পোর্টহোলে। বৃষ্টির পুরু চাদর ভেদ করে দেখা গেল মারিও দে ক্যাস্তোরেলির জং ধরা বিশাল কাঠামো—যেন হাওয়ায় ভেসে পেরিয়ে এসেছে মিরাফ্লোরেস লেক। ঢুকতে চলেছে পেদ্রো মিগুয়েল লকে। স্টার্নের কাছে মাথা তুলে রেখেছে চারতলা সুপারস্ট্রাকচার, নীল রঙ করা। একটাই

ফানেল—কালো ধোঁয়া উগরে চলেছে। লোয়ার ডেকে বসানো ক্রেইনগুলো যেন অতিকায় কোনও পতঙ্গের হাত-পা। উঁচু বাউয়ের তলায় ঝুলছে নোঙর, সেখানে খোলের গায়ে বিবর্ণ অক্ষরে লেখা হয়েছে জাহাজের নাম। সবমিলিয়ে জাহাজের নিষ্প্রাণ চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই, ওটার ভিতরে লুকিয়ে আছে প্রলয়ের বীজ।

মিনিটখানেক জাহাজটাকে খুঁটিয়ে দেখল মেজর কলসন তারপর পোর্টহোলের পাশ থেকে সরে এল। এরই মাঝে পরে নিয়েছে ইয়ারপিস আর থ্রোট মাইক। টিমের বাকি সদস্য আর ইউএসএস ক্যাম্পবেলের সঙ্গে চেক করে নিল কমিউনিকেশন সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক।'

'গুড লাক, মেজর,' বলে তার সঙ্গে হাত মেলাল রানা নেফারতিতিকে নিয়ে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। নেমে গেল পিয়ারে।

ব্রিজে উঠে গেছে মার্কোস, ইগনিশনের চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল। একজন কমাণ্ডো বেরিয়ে এসে দড়ির বাঁধন খুলে নিল। থ্রটল দিতেই আস্তে আস্তে ডকের পাশ থেকে সরতে শুরু করল বোট। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গতি বাড়াল। আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে যাবে লেক; উল্টোদিকের পাড়ে, লকের দেয়ালের গোড়ায় পৌঁছে দেবে কমাণ্ডোদেরকে। সব মিলিয়ে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার কথা না। পরের অংশটা কঠিন। রিটেইনিং ওয়ালে উঠতে হবে টিমটাকে। টাইমিং মিলিয়ে র‍্যাপেলিং করে নামতে হবে জাহাজের ডেকে।

পারবে তো?

মাথা ঘুরিয়ে নেফারতিতির দিকে তাকাল রানা ও-ও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অপসৃয়মাণ বোটের দিকে। শ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন—উত্তেজনায়। কী ঘটে সেটা দেখার জন্য ব্যাকুল কিন্তু

তার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না।

'চলো যাই,' নরম গলায় বলল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে অনুসরণ করল নেফারতিতি। দু'জনে ছুটতে শুরু করল পার্কিং লটের উদ্দেশে।

পনেরো

পেদ্রো মিগুয়েল লক।

ভিজিটর'স লটের মাঝখানে পার্ক করে রাখা হয়েছে পিকআপ, সামনের ক্যাবে সোহেল একা। লিজনেয়াররা পিকআপের পিছনে বসে পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা ঠিক করছে। সোহেলের হাতে ট্রানজিট ম্যানিফেস্টের কপি, চোখ বোলাচ্ছে ওতে। কী যেন খচখচ করছে ওর মনের ভিতর। রানা আর নেফারতিতির ভ্যান পাশে এসে থামায় ছেদ পড়ল মনোযোগে। ওদেরকে নামতে দেখে দরজা খুলে দিল। ক্যাবে উঠে বসল দু'জনে।

'রওনা হয়েছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'হ্যাঁ,' হিটার চালু করে বলল রানা। 'মার্কোসকেও সঙ্গে রাখছে। ওকে নিয়েই ক্যাস্তোরেলিতে উঠবে।'

'জানতাম।'

'আশা করি বিপদ হবে না মার্কোসের,' যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল রানা। 'কলসনের টিম সবদিক থেকেই যোগ্য।

তা ছাড়া ব্যাকআপ হিসেবে আমরা তো রয়েছিই।'

বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেছে। বাষ্প জমে ঝাপসা হয়ে গেছে উইণ্ডশিল্ড। রুমাল বের করে মুছে নিল সোহেল। পার্কিং লট থেকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে লকের অভ্যন্তর। প্রথম চেম্বারে ঢুকতে শুরু করেছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলি।

ক্যাবের পিছনের কাঁচে টোকা পড়ল। পার্টিশান সরাতেই দেখা গেল অঁবিনের মুখ। বলল, 'একটা সিগারেট ধার দিতে পারেন, মি. সোহেল? ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

'নিশ্চয়ই।' প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল সোহেল।

'ধন্যবাদ।' সিগারেট ধরাল অঁবিন। 'আর কতক্ষণ লাগতে পারে?'

'বলা মুশকিল,' রানা বলল। 'লক থেকে বেরুনোর সময় হামলা করবে। তারমানে বিশ মিনিটের আগে নয়। নেফি ওদের রেডিও কমিউনিকেশন মনিটর করছে। যথাসময়ে জানা যাবে।' ইয়ারপিস আর থ্রোট মাইক পরা নেফির দিকে ইশারা করল ও।

'হুম।'

সময় কেটে চলল নীরবে। চুপচাপ তাকিয়ে দেখল ওরা, মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে টেনে চেম্বারে ঢোকাল দুটো মিউল ইঞ্জিন। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল লকের দরজা। এরপর শুরু হলো জাহাজের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা—চেম্বারে পানি ভরে ত্রিশ ফুট উপরে উঠিয়ে আনা হচ্ছে, লেক গাটুন ও গেইলার্ড কাটের লেভেলে। খানিক পরেই আরেকটা জাহাজ ঢুকল পাশের চেম্বারে, সেটার কারণে ঢাকা পড়ে গেল মারিও দে ক্যাস্তোরেলির একাংশ। পুরনো এক ফ্রেইটার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার লিবার্টি শিপের মত চেহারা। ঠিক মাঝখানটায় সুপারস্ট্রাকচার, স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচুতে ফো'কাসল। ক্রেইন রয়েছে দুটো—ওগুলোর বুমগুলোকে দেখাচ্ছে কঙ্কালের আঙুলের মত।

'কোন্ জাহাজ ওটা?' জানতে চাইল সোহেল।

নামটা পড়তে পারছে রানা। বলল, 'রবার্ট টি. চেঞ্জ।' ত্রিভুজ আকৃতির একটা সাদা পতাকা উড়ছে ফ্রেইটারে, মাঝখানে লাল বৃত্ত—পাইলটের পেন্যাল্ট। জাতীয় পতাকা দেখা গেল না, ফলে বুঝতে পারল না জাহাজটা কোন্ দেশি।

'অ্যাঞ্জেল, হেভেন... দিস ইজ ডেভিল ওয়ান, খড়্খড় করে উঠল নেফারতিতির হাতের রেডিও ইয়ারপিসের জ্যাক খুলে নিয়েছে ও, যাতে স্পিকারের আওয়াজ সঙ্গীরা শুনতে পায়।

'গো অ্যাহেড, ডেভিল ওয়ান। দিস ইজ হেভেন।' জবাব দিল ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসার।

'আমরা পজিশন নিয়েছি। এস্টিমেটেড টাইম... যিরো মাইনাস ফোর মিনিটস্

'রজার, ডেভিল ওয়ান।' একে একে রেসপণ্ড করল ক্যাম্পবেল আর নেফারতিতি।

দুইশ' গজ দূরে লক কমপ্লেক্স: সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো, মারিও দে ক্যাস্তোরেলির আদেশেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাবে রবার্ট টি. চেঞ্জ। ইতিমধ্যে খুলে গেছে চেম্বারের সামনের দিকের ডোর, ফ্রেইটারটার বাউ বেরুতে শুরু করেছে ওখান দিয়ে। মারিও দে ক্যাস্তোরেলি এখনও স্থির হয়ে আছে তার চেম্বারের মাঝখানটায়।

'অস্বাভাবিক ব্যাপার,' একটু বিস্ময় নিয়ে বলল নেফারতিতি, 'ওটা আগে বেরুচ্ছে কেন? যেটা আগে ঢুকবে, সেটাই আগে বেরুবার নিয়ম।'

'হয়তো কোনও সমস্যা হয়েছে,' অনুমান করল সোহেল। 'বাতাস বেড়ে গেছে, দেখছেন না?'

'আরেকটা কারণ থাকতে পারে,' বলল নেফারতিতি। থ্রোট মাইক তুলল মুখের কাছে। 'ডেভিল ওয়ান, টার্গেটের সম্ভবত কয়েক মিনিট দেরি হবে বেরুতে। এইমাত্র মনে পড়ল, তলায়

সাবমারসিবল অ্যাটাচ হবার জন্য ইচ্ছেকৃতভাবে দেরি করানো হয় এখানে।'

'আণ্ডারস্টুড, অ্যাঞ্জেল। থ্যাঙ্কস্। আউট।'

রবার্ট টি. চেঞ্জের কাঠামোর আড়ালে এখন পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। দুটো মিউল ইঞ্জিন যেন যুদ্ধ করছে ওটাকে টানবার জন্য। যেন বিগড়ে যাওয়া সার্কাসের হাতিকে বশ মানাবার চেষ্টা করছে খুদে দুই মাহুত। মাথা ঘুরিয়ে উঁকিঝুঁকি মারল রানা। পার্কিং লট থেকে লকের এন্ট্রান্স প্রায় আধ মাইল দূরে—পুরোটাই ঢাকা পড়ে আছে নানা ধরনের ওয়্যারহাউস, মেশিন শপ ও অন্যান্য অবকাঠামোয়; ফলে রবার্ট টি. চেঞ্জ বা ক্যাস্তোরেলির পিছনে কোন্ জাহাজ অপেক্ষা করছে লকে ঢুকবার জন্য, দেখা যাচ্ছে না।

পিকআপের দরজায় ধাম ধাম করে দুটো কিল পড়তেই চমকে উঠল ও। রেইনকোট পরা এক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে। হাতে মেশিন পিস্তল। সাধারণ কেউ নয়। সাধারণ প্রহরীর হাতে মেশিন পিস্তল থাকার কথা নয়।

লোকটার ইশারা পেয়ে জানালার কাঁচ নামাল রানা। কর্কশ গলায় প্রশ্ন করা হলো, 'কে আপনারা? এখানে কী করছেন?'

'লক দেখতে এসেছি, মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বলল রানা। 'বৃষ্টির মধ্যে কীভাবে জাহাজ ওঠে-নামে, সেটা দেখার বড়ই শখ।'

'ফাজলামি করছেন?' খেঁকিয়ে উঠল প্রহরী। 'বৃষ্টির মধ্যে জাহাজ দেখা? যান, ভাগুন এখান থেকে!'

'আর মাত্র কয়েক মিনিট... বড় জাহাজটা বেরিয়ে যাক, তারপরেই চলে যাব

'এখুনি যাবেন! নইলে...' অস্ত্র উঁচু করল প্রহরী।

পরমুহূর্তে লোকটার মুখের ভাব বদলে যেতে দেখল রানা।

কাতরে উঠে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে—দৃষ্টিসীমার বাইরে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলল রানা। দেখল, টান খেয়ে পিকআপের তলায় ঢুকে যাচ্ছে দেহটা। কয়েক সেকেণ্ড পর উল্টোপাশ দিয়ে গড়ান খেয়ে বেরিয়ে এল মেজর পিনোঁ। হাতে কমাণ্ডো নাইফ, বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাচ্ছে ফলায় লেগে থাকা রক্ত। কখন যে সে পিকআপের পিছন থেকে নেমে তলায় ঢুকে পড়েছিল, টের পায়নি ওরা। প্রহরীকে নাগালে পেয়ে পায়ে পোঁচ বসিয়েছে ছুরির। লোকটা মাটিতে পড়ে গেলে বুকে ছুরি মেরেছে, এরপর টান দিয়ে লাশটা ঢুকিয়ে ফেলেছে তলায়।

'দূর থেকেই ব্যাটাকে আসতে দেখেছি,' বলল পিনোঁ। 'সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়েছিলাম পিকআপের নীচে।'

'না মারলেও পারতেন,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'এ নিশ্চয়ই একা পাহারা দিচ্ছে না। আরও লোক আছে। শীঘ্রি ওকে খুঁজতে শুরু করবে।'

'এহ্! সে-কথা তো ভাবিনি! কী করা যায়?'

'কতক্ষণ লাগতে পারে কমাণ্ডোদের অপারেশন শেষ হতে?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'ততক্ষণ থাকা যাবে না?'

'বড় ধরনের প্রতিরোধের মুখে যদি না পড়ে ওরা, তা হলে দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়,' বলল পিনোঁ। 'প্রথম ধাক্কাতেই দখল করে নিতে পারবে জাহাজ।'

'তারপরেও দশ-পনেরো মিনিট খুব বেশি হয়ে যায়। ততক্ষণ এখানে বসে থাকা রিস্কি।' পিকআপের ইগনিশন ঘোরাল রানা। 'পিনোঁ, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।'

'কী করতে চাইছ?' নেফারতিতির প্রশ্ন।

'এখুনি দখল করব একটা পাইলট বোট। পরে আর সম্ভব না-ও হতে পারে।'

'মেজর কলসনকে জানাবে না?'

'খামোকা ওঁর মাথা ভারী করবার দরকার নেই।'

পিনোঁ উঠে গেছে পিছনে। গিয়ার দিয়ে এগোতে শুরু করল রানা। পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে উঠে পড়ল রাস্তায়। তাড়াহুড়ো করছে না। স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে একটু পরেই পৌঁছে গেল একটা কাঁচা রাস্তার মুখে, ওটা ধরে যেতে হবে খালের পারের ক্যানাল অথোরিটির ক্যাম্পে। বৃষ্টির কারণে আর কোনও গাড়ি নেই রাস্তায়, ক্যাম্পের গেটেও নেই প্রহরী। অনায়াসে পৌঁছে গেল পানির ধারে। ওখান থেকে মুরিং সাইট পর্যন্ত রয়েছে কাঠের তৈরি পিয়ার। শেষ প্রান্তে ছোট আকারের কতগুলো পাইলট বোট বাঁধা। পিকআপ থেকে নেমে ছুট লাগাল ওরা। একটু পরেই উঠে পড়ল একটা বোটে। দরজায় ঠুনকো তালা... এক লাথিতে সেটা ভেঙে ফেলল ফারহাত। ককপিটে ঢুকে পড়ল সবাই। বাল্কহেডে ঝোলানো অবস্থায় পাওয়া গেল ইগনিশনের চাবি। সেটা খুলে নিল সোহেল। ঢোকাল প্যানেলে।

'এখুনি ইঞ্জিন স্টার্ট করিস না,' ওকে বলল রানা। 'ডক পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। কেউ এদিকে এলে দেখতে পাব। অযথা এখুনি কারও মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত হবে না।'

'তা হলে কী করতে চান?' জানতে চাইল অঁবিন।

'অপেক্ষা। দেখা যাক কমাণ্ডোরা কদ্দূর কী করতে পারে।'

রানার পাশে এসে ভিড় জমাল বাকিরা। ককপিটের উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লকের দিকে। ঝড়বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই ঘটছে না ওখানে। এখনও নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। রবার্ট টি. চেঞ্জ প্রায় বেরিয়ে এসেছে, ওটার ছেড়ে আসা চেম্বারে ঢুকেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ... চেঞ্জের সিস্টার শিপ। দেখতে হুবহু একই রকম। কাছেই কোথাও বজ্রপাত হলো, ক্যানালের কালচে পানিতে প্রতিফলিত হলো সেই আলো।

খড়খড় করে উঠল রেডিও। 'দিস ইজ ডেভিল ওয়ান। আমরা নেমে পড়েছি টার্গেটের ডেকে। কেউ দেখতে পায়নি। সুইচ টু চ্যানেল টু।'

তাড়াতাড়ি চ্যানেল বদলাল নেফারতিতি। আবার শোনা গেল মেজর কলসনের গলা।

'টার্গেট এখনও স্থির। সম্ভবত সাবমারসিবল অ্যাটাচমেন্টের জন্য দেরি করানো হচ্ছে জাহাজকে। দ্বিতীয় লকের জাহাজটা এগিয়ে গেছে, আরেকটা ঢুকেছে পিছনে। আর হ্যাঁ, লকের দু'পাশে সশস্ত্র গার্ড দেখতে পাচ্ছি... অ্যাঞ্জেল, আপনারা সাবধানে থাকবেন।'

'আপনারাও,' নেফারতিতি বলল। 'আপনাদের জাহাজে পানামানিয়ান আর্মির আর্মড এসকর্ট আছে।'

'ভুলিনি। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

আবারও শুরু হলো অপেক্ষার পালা। কেটে গেল প্রায় পনেরো মিনিট। এর মাঝে চলতে শুরু করল মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। বেরিয়ে এল লক থেকে। রবার্ট টি. চেঞ্জ আরও আগেই বেরিয়েছে, কিন্তু অপেক্ষা করছে লকের মুখে। ক্যাস্তোরেলিকে এগিয়ে যেতে দিল। তারপর অনুসরণ করল ওটাকে। ইংল্যাণ্ডার রোজও ততক্ষণে পৌঁছে গেছে শেষ চেম্বারে। বেরোবে এখুনি।

ছটফট করতে থাকল দর্শকেরা। ক্যাস্তোরেলির ভিতরে কী ঘটছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। অস্থির হয়ে একবার মুখের কাছে রেডিও তুলল নেফারতিতি, খোঁজ নেবে; কিন্তু ইশারায় তাকে রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করতে মানা করল রানা। কমাণ্ডোদের অসুবিধে হতে পারে তাতে।

আরও কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাবার পর ফের জ্যান্ত হলো রেডিও

'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ... ধ্যাত্তেরি, আমি মার্কোস বলছি। নেফি, মি. রানাকে দিন।'

রানার হাতে সেটটা তুলে দিল নেফারতিতি।

'দিস ইজ রানা। গো অ্যাহেড। কী খবর আপনাদের?'

'জাহাজ আমাদের নিয়ন্ত্রণে, মি. রানা। কোনও বাধা পেতে হয়নি। দু'জন এসকর্ট ছিল, তবে ওরা কিছু করবার আগেই বন্দি হয়েছে।'

'এ তো সুসংবাদ। আপনাকে এত অস্থির মনে হচ্ছে কেন?'

'কারণ সুসংবাদ নয়, দুঃসংবাদ দেব আপনাকে। আমি এখন ক্যাস্তোরেলির ব্রিজে, মি. রানা। এখানে কেউ নেই... মানে, যাদেরকে আমরা আশা করছিলাম। ক্রু-রা সবাই ফিলিপিনো আর বাংলাদেশি। পাইলট আমার পরিচিত, ওর মুখে শুনলাম এরাই অরিজিনাল ক্রু। আর কেউ জাহাজে ছিল না বা নেমে যায়নি।'

'মেজর কলসন কোথায়?'

'হোল্ডে। ওখানে কোনও এক্সপ্লোসিভ নেই। ম্যানিফেস্টে যা লেখা আছে, তা-ই বহন করছে জাহাজ—সিমেন্ট আর স্ক্র্যাপ মেটাল।'

চমকে উঠল রানা। 'ভালমত চেক করেছেন? হয়তো সিমেন্টের ভিতরে লুকানো আছে।'

'মনে হয় না। বেশ কয়েকটা সিমেন্টের বস্তা খুলে দেখা হয়েছে। সবই স্বাভাবিক। মেজর কলসন শিয়োর—ভুল জাহাজে উঠেছি আমরা।'

'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠল নেফারতিতি। 'কী শুনছি আমি!'

রাগী চোখে সোহেলের দিকে তাকাল অঁবিন। 'সব আপনার দোষ! আপনিই ভুল ইনফরমেশন দিয়েছেন!'

'গলা নামিয়ে কথা বলুন,' ধমকে উঠল রানা। 'দোষ বলতে কী বোঝাতে চাইছেন? জেনেশুনে ভুল করেছে সোহেল? যুক্তি

খাটিয়ে একটা অনুমান করেছে... আমরা কেউ তো সেটাও পারিনি। অনুমান সঠিক নাও হতে পারে।'

সোহেলের কানে কিছুই ঢুকছে না। একদৃষ্টে ও তাকিয়ে আছে বাইরে। চেহারা বিমর্ষ। মস্ত ভুল হয়ে গেছে ওর। মারিও দে ক্যাস্তোরেলি নয়, অন্য কোনও জাহাজে রয়েছে বোমা। কে জানে, হয়তো এরই মধ্যে বেরিয়েও গেছে লক থেকে... পৌঁছে গেছে গেইলার্ড কাটে। যে-কোনও মুহূর্তেই হয়তো বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাবে। হতাশায় মুষড়ে পড়ছে হৃদয়।

'সোহেল?' বন্ধুকে ডাকল রানা। ওর চোখে একরাশ প্রত্যাশা।

বুকের ভিতরে যেন একটা সিংহ গর্জে উঠল সোহেলের। না, এভাবে হার মানা চলে না। জাহাজ এখনও হয়তো লক পেরোয়নি। হয়তো সুযোগ রয়েছে এখনও ওটাকে ঠেকাবার। চোখের সামনেই আছে সূত্র, ওকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। নতুন উদ্যম নিয়ে ম্যানিফেস্টে চোখ বোলাল ও। তারপর তাকাল ক্যানালের দিকে। পাইলট বোটকে অতিক্রম করে যাচ্ছে রবার্ট টি. চেঞ্জ। একটু পিছনেই রয়েছে ইংল্যাণ্ডার রোজ, লক থেকে বেরিয়েছে এইমাত্র... পিছু নিয়েছে চেঞ্জের। কী যেন খোঁচাচ্ছে মাথার ভিতরে। হঠাৎই বুঝে ফেলল। জেমিনি—যুগল বা জমজ! সামনেই রয়েছে এক চেহারার দুটো জাহাজ! নামের রহস্যও ধরে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

ঝট করে রানার দিকে ফিরল সোহেল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'বুঝে ফেলেছি, রানা! একটা না, বম্ব শিপ আসলে দুটো! রবার্ট টি. চেঞ্জ আর ইংল্যাণ্ডার রোজ!'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ। জেমিনি... জমজ। কিন্তু ক্যাস্টর আর পোলাক্স নয়। চেঞ্জের সি-এইচ-এ-এন-জি, মানে চ্যাং; আর ইংল্যাণ্ডারের

ই-এন-জি, মানে এং। চ্যাং-এং... ইতিহাসের বিখ্যাত দুই জমজ ভাই, যাদেরকে আমরা সিয়ামিজ টুইন বলে চিনি!'

'আবার অনুমান করছেন?' সন্দেহ প্রকাশ করল অঁবিন। সোহেলের উপর থেকে আস্থা হারিয়েছে সে।

তার কথা কানে তুলল না রানা, শোনামাত্র বুঝতে পেরেছে—এবার আর ভুল করেনি সোহেল। রেডিওতে বলল, 'মার্কোস, আপনাদের পিছনের শিপদুটো... ওগুলোতে আছে এক্সপ্লোসিভ!'

'আপনারা শিয়োর?'

'শতভাগ,' জোর গলায় বলল রানা। ঝড়ের বেগে চলছে মগজ। 'তবে আপনারাও প্ল্যানের অংশ। লকে দেরি করানো হয়েছে, যাতে সাবমারসিবল অ্যাটাচ করা যায় খোলের নীচে। ওই সারমারসিবল আপনাদেরকে কোর্সচ্যুত করবে, ব্লক করে দেবে শিপিং লেন; যাতে ক্যানালের মাঝখানে থামার একটা যুক্তিসঙ্গত অজুহাত পায় চেঞ্জ আর রোজ। ক্রু-রা তখন নেমে যাবে সাবমারসিবলে, আর খালি জাহাজদুটো ডিটোনেট করা হবে।'

'হা ঈশ্বর!'

'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ ডেভিল ওয়ান।' শোনা গেল মেজর কলসনের কণ্ঠ।

'শুনছি।'

'আপনারা আমাদেরকে পিকআপ করতে পারবেন? তা হলে বোট নিয়ে একটা অ্যাসল্টের চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'নেগেটিভ, সময় নেই,' বলল রানা। ভাবছে কী করা যায়। দু'-দুটো জাহাজকে ঠেকানো সম্ভব নয়, অন্তত একটায় বিস্ফোরণ ঘটবেই। সোহেলের দিকে ফিরল। 'ইঞ্জিন চালু কর।'

ইগনিশন কী ঘোরাল সোহেল। বিকট আওয়াজ তুলে সচল হলো পাইলট বোটের ইঞ্জিন। ইশারায় লুভানকে বোটের বাঁধন

খুলতে বলল, তারপর তাকাল রানার দিকে। 'কোথায় যাব?'

ক্যানালের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ক্যাস্তোরেলি আর রবার্ট টি. চেঞ্জ এগিয়ে গেছে অনেকখানি, নাগালে আছে শুধু পিছনেরটা। 'ইংল্যাণ্ডার রোজ।'

রেডিওতে ওর কথা শুনতে পেল মেজর কলসন। চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করতে চাইছেন আপনি, মি. রানা?'

না শোনার ভান করল রানা। মুরিং এরিয়া থেকে পাইলট বোট বেরিয়ে আসতেই মার্কোসকে বলল, 'মার্কোস, যেভাবেই হোক, কোর্স মেইন্টেন করতে হবে আপনাকে। সাবমারসিবল যেন ডানে-বাঁয়ে সরাতে না পারে ক্যাস্তোরেলিকে। আফট ডেকে কাউকে পাঠিয়ে দিন। সাবমারসিবলের প্রপেলার চালু হলে ফেনা দেখা যাবে... আপনাকে যেন সতর্ক করে দেয়।'

'পাঠাচ্ছি,' বলল মার্কোস। 'কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কী?'

'যদ্দূর বুঝতে পারছি, বড় আকারের বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে টার্গেটেড ডিটোনেশন করতে চাইছে ওরা। নির্দিষ্ট দুটো পয়েন্টে একসঙ্গে, কিংবা সিকোয়েন্স অনুসারে বোমা ফাটাবে... যেভাবে বড় বড় বিল্ডিং ধ্বংস করা হয়। এজন্যেই দুটো জাহাজ ব্যবহার করছে। এর মধ্যে একটাকেও যদি ঠেকাতে পারি, অথবা জায়গামত পৌঁছুতে না দিই, ওদের প্ল্যান সফল হবে না।'

'ইংল্যাণ্ডার রোজকে থামাবেন আপনারা?'

'হ্যাঁ, চেঞ্জকে ঠেকাবার উপায় নেই। আপনারা যতটা সম্ভব দূরে থাকুন ওটার। যদি একেবারেই না পারেন, জাহাজ ছেড়ে নেমে যান। লাইফবোট নিয়ে চলে আসুন ডাঙায়।'

'পরামর্শ দেয়ায় ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল মার্কোস। 'কিন্তু একটা সমস্যা রয়ে যাচ্ছে, মি. রানা। ইংল্যাণ্ডার রোজ যদি গেইলার্ড কাটে না-ও পৌঁছুতে পারে, লকের কাছাকাছি থেকে যাচ্ছে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লকটাকেই ধ্বংস করে দিতে

পারবে।'

'জাহাজটাকে লকের মাঝ দিয়ে মিরাফ্লোরেস লেকে ফিরিয়ে নেবার কোনও উপায় আছে?'

'অল্প সময়ে? অসম্ভব! শিডিউল পেতে কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা। তা ছাড়া ভুলবেন না, লক কমপ্লেক্সে গিজগিজ করছে নাকামুরার লোক। ওরা বাধা দেবে।'

'যদি কারও আপত্তি না থাকে, আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি,' আলোচনায় আচমকা নাক গলাল ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসার। সংক্ষেপে নিজেদের পরিকল্পনা শোনাল সে। ইংল্যাণ্ডার রোজের কাছাকাছি তখন পৌঁছে গেছে পাইলট বোট, পরিকল্পনার ভালমন্দ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সময় নেই। এক কথায় ওটা মেনে নিল রানা।

'কী বলছেন আপনারা!' প্রতিবাদ করল মার্কোস। 'কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে, কিছু ভেবে দেখেছেন? মেরামত করতে কত টাকা লাগবে?'

'পুরো লক নতুন করে তৈরি করার চেয়ে তো কম!' বলল রানা। 'তা ছাড়া খরচের জোগান দেবার জন্য চমৎকার একটা উৎসেরও খোঁজ দিতে পারি আমি।'

'টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার?'

'হুঁ। এবার যেতে হয়, মার্কোস। যেভাবে বললাম, সেভাবে চলতে থাকুন। পরে কথা হবে।'

উইণ্ডশিল্ডের ওপারে ইংল্যাণ্ডার রোজের খোলের মরিচা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। বাউয়ের কাছে ছিটকে উঠছে পানি, লক থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে গতি বাড়ছে জাহাজের। ক্যানালে পাইলট বোট নতুন কিছু নয়, তাই কাছাকাছি যাবার পরেও ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা আরোহীরা দ্বিতীয়বার তাকাচ্ছে না ওদের দিকে। চকিতে গেইলার্ড কাটের দিকে তাকাল রানা। মোড় ঘুরে ওদিকে

অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলির স্টার্ন, পিছু পিছু চলেছে রবার্ট টি. চেঞ্জ। মনে মনে ক্যানালের ম্যাপ স্মরণ করল—মোড় পেরিয়ে আরও পনেরো মিনিট এগোলে সবচেয়ে সংকীর্ণ পয়েন্টটায় পৌঁছে যাবে জাহাজদুটো। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্যানাল বন্ধ করবার জন্য ওটাই সবচেয়ে আদর্শ জায়গা।

উপর থেকে হাঁকডাক শোনা গেল, মেগাফোনের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডার রোজের রিয়ার ডেক থেকে ডাকা হচ্ছে পাইলট বোটকে। থ্রটল কমিয়ে ফ্রেইটারের সঙ্গে গতি অ্যাডজাস্ট করল সোহেল, পাশাপাশি এগোচ্ছে এবার। ককপিট থেকে রিয়ার ডেকে বেরিয়ে এল রানা, বিশ ফুট উপরে জাহাজের রেইলের দিকে মুখ তুলল। বৃষ্টির ফোঁটা সুঁইয়ের মত বিঁধছে মুখে, ঠিকমত তাকানো মুশকিল; আবছাভাবে শুধু দেখল, পাইলট বোটের দিকে ঝুঁকে রয়েছে এক লোক—হাতে মেগাফোন, কাঁধে রাইফেল।

'জাহাজে পাইলট আছে,' জানাল সে। 'কী চাও তোমরা?'

ককপিটের দরজার কাছে একটু সরে এল রানা। নিচু গলায় বলল, 'মেজর পিনোঁ, কিছু একটা করা দরকার। ব্যাটার মনে সন্দেহ জাগবার আগেই।'

'ওকে সাইটে রেখেছি আমরা,' পিনোঁ বলল। লকার থেকে একটা ছোট্ট নোঙর সংগ্রহ করেছে সে, চেইন খুলে তাতে দড়ি বাঁধছে দ্রুত হাতে। 'গ্র্যাপলিং হুকটা তৈরি হয়ে গেলেই ঘায়েল করব। খানিকক্ষণ ব্যস্ত রাখুন।'

আড়চোখে ককপিটের ভিতরে তাকাল রানা। পোর্টহোলের পাশে রাইফেল নিয়ে বসেছে লুভান, তাক করে রেখেছে উপর দিকে।

আবার উপরে তাকাল ও। চেঁচিয়ে বলল, 'খবর পেয়েই তো এলাম। আপনারা নতুন পাইলট চাননি?'

'না।'

'স্যান্তোসের সঙ্গে কথা বলতে দিন... আপনাদের পাইলট।'

'কীসের স্যান্তোস? আমাদের পাইলটের নাম ইয়ামাশি।'

'কী!' অবাক হবার ভান করল রানা। 'এটা *মেরি সেলেস্তে* নয়?' ম্যানিফেস্টে দেখা আরেকটা জাহাজের নাম উচ্চারণ করল ও।

'না, ওটা আরও পিছনে। যাও, ভাগো!'

'আমি রেডি,' জানাল পিনোঁ।

'ফায়ার!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল রানা।

পরক্ষণে গর্জে উঠল লুভানের রাইফেল, কাঁচ ভাঙার আওয়াজ হলো। চমৎকার শট নিয়েছে। পোর্টহোলের কাঁচের বাধা, সেই সঙ্গে বুলেটের গতিপথে বৃষ্টি আর বাতাসের প্রভাব হিসেব করে চালিয়েছে গুলি। ডেকে দাঁড়ানো লোকটার গলা ফুটো হয়ে গেল। রেলিং টপকে নীচের পানিতে পড়ে গেল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল পিনোঁর শরীরে। একছুটে ডেকে বেরিয়ে এল সে। বনবন করে ঘুরিয়ে উপরে ছুঁড়ল নোঙর দিয়ে তৈরি মেকশিফট গ্র্যাপলিং হুক। একবারের চেষ্টাতেই সেটা আটকে ফেলল রেলিঙে। দড়ির প্রান্ত রানার হাতে ধরিয়ে পিঠে ঝোলাল নিজের ফামাস রাইফেল, তারপর বানরের মত তরতর করে দড়ি বেয়ে উঠে গেল জাহাজে। তাকে অনুসরণ করল লুভান আর ফারহাত। রানার ডাক শুনে অঁবিন আর নেফারতিতিও বেরুল, দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল উপরে।

'সোহেল! চলে আয়!'

'এক মিনিট।' ব্যস্ত হাতে একটা ইলাস্টিক কর্ড দিয়ে বোটের হুইল বাঁধল সোহেল, যাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এদিক-সেদিক চলে না যায় ওদের বাহন। এরপর বেরিয়ে এল ডেকে। দড়ির দিকে তাকিয়ে দমে যাওয়া গলায় বলল, 'এক হাতে ক্লাইম্ব করা সহজ হবে না।'

'তার প্রয়োজন নেই।' একটা লুপ বানিয়ে দড়িটা বন্ধুর কোমরে আটকে দিল রানা। 'তোকে টেনে তোলা হবে।'

আগে ও-ই উঠল। এরপর সবাই মিলে টানতে শুরু করল দড়ি। ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই ইংল্যাণ্ডার রোজের ডেকে পৌঁছে গেল সোহেল।

'দারুণ এক্সপেরিয়েন্স!' হালকা গলায় বলল সোহেল। 'পুরনো আমলের জলদস্যুর মত লাগছে—স্প্যানিশ গ্যালিয়ন দখল করতে চলেছি।'

'সেক্ষেত্রে তোর নাম হোক হাতকাটা ব্ল্যাকবিয়ার্ড,' ঠাট্টা করল রানা।

হেসে উঠল সবাই। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল, কয়েক হাজার টন বিস্ফোরকে ভরা একটা জাহাজে পা রেখেছে। যে-কোনও মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে ওরা।

'লেট'স মুভ,' হাসি থামলে বলল পিনোঁ।

দৃষ্টিসীমায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মেগাফোনধারীর পরিণাম, কিংবা জাহাজে অবাঞ্ছিত যাত্রীর আগমন কেউ টের পেয়েছে কি না কে জানে। যার যার অস্ত্র হাতে নিল সবাই। ডেকের উপর দিয়ে একটু নিচু হয়ে এগোতে শুরু করল সুপারস্ট্রাকচারের দিকে। পিচ্ছিল হয়ে আছে ডেক, পেইন্টের তলায় ফোসকার মত ফুলে রয়েছে মরিচা, যন্ত্রপাতি যা চোখে পড়ছে সবই প্রায় অচল। দিন ফুরিয়ে এসেছে বুড়ি জাহাজটার, এই অপারেশনে না এলে নির্ঘাত কোনও স্ক্র্যাপইয়ার্ডে ঠাঁই পেত।

সুপারস্ট্রাকচারের গায়ে একটা আধখোলা দরজার সামনে পৌঁছুল ওরা। মেগাফোনধারী সৈনিক সম্ভবত এখান দিয়েই বেরিয়েছিল। রাইফেলের ব্যারেলের খোঁচায় পাল্লাটা পুরোপুরি খুলে দিল পিনোঁ, বাকিরা কাভার দিল তাকে। ওপাশের প্যাসেজ

শূন্য। কেউ নেই।

'ক্লিয়ার!' বলল পিনোঁ। ঢুকে পড়ল প্যাসেজে।

একে একে প্যাসেজের দু'পাশের কয়েকটা কম্পার্টমেন্টে তল্লাশি চালাল ওরা। কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকে। তল্লাশি থামিয়ে রানা আর সোহেলের দিকে ফিরল পিনোঁ।

'এভাবে হবে না। জাহাজ চালানোর ব্যাপারে আপনাদের দু'জনের অভিজ্ঞতাই বেশি। কিছু আন্দাজ করতে পারেন, এখানে কতজন ক্রু থাকতে পারে?'

'নেফির কাছে সাবমারসিবলের সাইজ সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে খুব বেশি হবার কথা না,' রানা বলল। 'দুটো জাহাজের ক্রু ইভ্যাকুয়েট করবে ওই সাবমারসিবল। লোক বেশি হলে পারবে না।'

সোহেল বলল, 'ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ওটা ডিজেল পাওয়ার্ড... অটোমেটেড। তারমানে ইঞ্জিনরুমে কেউ না থাকলেও অসুবিধে নেই। লোক প্রয়োজন শুধু নেভিগেশন আর কনিঙের জন্য। তিনজনেই সে-কাজ সম্ভব। দশের বেশি কোনোমতেই না।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'আমার মনে হয় তা হলে দু'ভাগ হয়ে যাওয়া ভাল। একদল ব্রিজ দখল করবে; আরেকদল সুইপ চালাবে লোয়ার ডেকে—এক্সপ্লোসিভ আর নীচে থাকা ক্রুদের খোঁজে।'

'প্ল্যান মন্দ নয়,' মন্তব্য করল রানা। 'টিম ভাগ করে ফেলুন।'

'ব্রিজের দায়িত্বটা আপনাকেই দিতে চাইছি, মি. রানা,' পিনোঁ বলল। 'ক্যাপ্টেন শেফার্ড আর মি. সোহেলকে নিন আপনার সঙ্গে। ফারহাতকেও দিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। বাকিরা আমার সঙ্গে যাবে। ব্যাকআপের প্রয়োজন হলে ফায়ার অ্যালার্ম বাজাবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে আসব ব্রিজে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'সোহেল, নেফারতিতি... তোমরা আমার পিছনে থাকো। ফারহাত, তুমি সবার শেষে। পিছনটা কাভার দিয়ো।'

রওনা হয়ে গেল ওরা চারজন।

ষোলো

প্রথম যে সিঁড়ি পেল, সেটা ধরেই পরের ডেকে উঠে এল রানা, সোহেল, নেফারতিতি আর ফারহাত।

আরেকটা শূন্য প্যাসেজ।

'কোন্‌দিকে যাব?' জিজ্ঞেস করল ফারহাত।

'আফট-এ,' বলল সোহেল। 'ব্রিজ থেকে নীচ পর্যন্ত সেন্ট্রাল সিঁড়ি থাকে ওখানে—সবচেয়ে ডাইরেক্ট রুট।'

জাহাজের অভ্যন্তরে সর্বত্র নোনা মরিচার গন্ধ—যেন সাক্ষ্য দিচ্ছেঃ সত্যিই বহুকাল ধরে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে। প্রাণহীন পরিবেশ। রঙচটা দেয়াল, রোঁয়া ওঠা কার্পেট, ম্লান হয়ে জ্বলতে থাকা বাতির সারি—সবকিছুই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। একটা টয়লেট পেরিয়ে এল ওরা, ভিতর থেকে ভেসে এল পচা মলমূত্রের উৎকট দুর্গন্ধ। কতকাল পরিষ্কার করা হয় না কে জানে। সামনে সিঁড়ি দেখতে পেয়ে দ্রুত পা চালাল চারজনে।

পরের ডেকে অপেক্ষা করছিল বিপদ। শিপের ক্রু-রা অযাচিত অতিথিদের জন্য ফাঁদ পেতেছে ওখানে। সিঁড়ি দিয়ে মাথা তুলেই

চমকে গেল রানা, দু'জন গার্ড বিশ গজ দূরে পজিশন নিয়ে অস্ত্র তাক করে রেখেছে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙের দিকে। রানাকে মাথা তুলতে দেখেই ফায়ার করতে গেল তারা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রানার গায়ে, ঠিক পিছনে থাকা নেফারতিতিকে ধাক্কা দিল; সোহেল আর ফারহাতকে নিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল ও। রানা ততক্ষণে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়েছে, কানে তালা লেগে গেল অটোমেটিক গানফায়ারের আওয়াজে। মাথার উপর বৃষ্টির মত বুলেট ছুটতে দেখল ও, দেরি করল না একটুও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে। লাইন অভ ফায়ার আর ল্যাণ্ডিঙের ফ্লোরের মাঝখানে ইঞ্চিছয়েক তফাৎ, ফাঁকটুকুতে নিজের ফামাস রাইফেল কাত করে শুইয়ে দিল ও, ওই অবস্থাতেই শুধু কবজিটা তুলে ট্রিগার চাপতে শুরু করল। ফ্লোর ছোঁয় ছোঁয় অবস্থায় বুলেটবৃষ্টি হলো, আক্রমণটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আত্মরক্ষার উপায় রইল না শত্রুদের। উঁচুতে গুলি হলে বসে বা শুয়ে ফাঁকি দেয়া যায়, কিন্তু রানার এই মাটি কামড়ানো গুলি থেকে বাঁচতে স্রেফ উড়তে হবে ওদের—সেটা সম্ভব নয়।

রাইফেলের নির্দয় গুলি আঘাত হানল দুই সৈনিকের পায়ের নলি ও গোড়ালিতে। তীব্র আর্তনাদ করে ধপাধপ মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওরা, অস্ত্র ফেলে দিয়ে আঘাত পাওয়া জায়গাগুলো চেপে ধরে কাতরাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে লোকগুলোকে এক পলক দেখল রানা। চোখের সামনে ভেসে উঠল গত ক'দিনে প্রাণ হারানো মানুষগুলোর চেহারা। এরাই তার জন্য দায়ী। কোনও দয়া অনুভব করল না আহত শয়তানদুটোর জন্য।

রানাকে দেখে ব্যথা ভুলে গেল ওরা, মেশিনগান তুলে ফায়ার করার চেষ্টা করল। কিন্তু রানা অনেক বেশি ক্ষিপ্র, চোখের পলকে দুটো সিঙ্গল শট নিল। কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে চিরশান্তির দেশে পাড়ি জমাল দুই মার্সেনারি।

'অল ক্লিয়ার!' সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

ককাতে ককাতে সিঁড়ি ধরে উঠে এল ওরা। সোহেল বলল, 'শালা! এভাবে ধাক্কা দেয় কেউ? আরেকটু হলে ঘাড়টা মটকে যেত।'

'কী করব, ওরা বলে-কয়ে গুলি ছুঁড়ল না যে!' হালকা গলায় বলল রানা।

গোলাগুলির ফলে এলিমেণ্ট অভ সারপ্রাইজ নষ্ট হয়ে গেছে, আর চুপিসারে এগোবার কোনও মানে হয় না। সঙ্গীদের নিয়ে ছুটল রানা। একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ব্রিজ লেভেলে। এরপরেই থামতে হলো। পেল্লায় এক লোহার দরজা রয়েছে হুইলহাউসে ঢোকার মুখে—ওটা ভিতর থেকে বন্ধ। বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে ওটা খোলা সম্ভব নয়।

'আর কোনও রাস্তা আছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ফারহাত।

'এই ডেকে নেই,' রানা বলল। 'তবে দু'পাশের ব্রিজ উইং দিয়ে ঢোকা যায়। নীচে গিয়ে আলাদা সিঁড়ি দিয়ে উইঙে উঠতে হবে।'

'তা হলে চলুন।'

'কাজটা সহজ হবে না,' সোহেল বলল। 'ওরা আবার ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে সিঁড়ির মাথায়।'

ঘড়ি দেখল রানা। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। থ্রোট মাইক অ্যাডজাস্ট করে ডাকল মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে।

'মার্কোস, আপনারা কোথায়?'

'গোল্ড হিল আর কণ্ট্রাক্টর'স হিলের মাঝামাঝি পৌঁছে গেছি প্রায়। সাবমারসিবলটা যে-কোনও মুহূর্তে আমাদেরকে ডাইভার্ট করবার চেষ্টা করবে বলে আশা করছি।'

'ঠেকাতে পারবেন তো?'

'বার বার একই ফাঁদে পড়বার মানুষ আমি নই। তা ছাড়া গতবার চাকরি গেছে, এবার ব্যর্থ হলে জীবনটাই যাবে। ডোন্ট ওয়ারি, ব্যাটাদেরকে সফল হতে দেব না এত সহজে।'

'ঠিক আছে, বেস্ট অভ লাক,' বলে সোহেলের দিকে তাকাল। 'ব্রিজের ছাত থেকে উইঙে লাফিয়ে নামলে কেমন হয়?'

'বেটার। চমকে দেয়া যাবে ওদেরকে। অন্তত যুদ্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে না।'

'সেটাই করি আয়। আমি আর ফারহাত যাব উপরে। তুই আর নেফি এই দরজাটা কাভার দিবি।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই।'

হুইলহাউসের পিছনে একটা শাফট খুঁজে বের করল ওরা। উপরে ওঠার জন্য শাফটের গায়ে ধাপ আছে। ওটা ধরে উঠে গেল দু'জনে। শাফটের মাথায় হ্যাচটা একটু সমস্যা সৃষ্টি করল—বহুকাল খোলা হয় না, জং ধরে আটকে গেছে। কয়েক মিনিট সর্বশক্তিতে ঠেলাধাক্কা দেয়ার পর ভোঁতা আওয়াজ করে খুলে গেল।

ঝমঝম বৃষ্টির মাঝে ব্রিজের ছাতে উঠে এল রানা আর ফারহাত। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারপাশ। সিকি মাইল সামনে রবার্ট টি. চেঞ্জ, তবে ক্যাস্তোরেলি দৃষ্টির আড়ালে—পাহাড়ি বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পার্বত্য এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ওরা। দু'পাশে ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়, ক্যানাল তৈরির সময় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙেচুরে ফেলা হয়েছে। কোথাও কোথাও স্টিলের অতিকায় রড লাগিয়ে অক্ষত রাখা হয়েছে কাঠামো, যাতে ধসে পড়ে বুজিয়ে না দেয় জলপথ। প্রবল বর্ষণের কারণে পাহাড়গুলোর মাঝে তৈরি হয়েছে জলপ্রপাত... ঢাল বেয়ে নেমে আসছে প্রমত্ত ধারা, মিশে যাচ্ছে খালের পানিতে।

এতকিছু দেখবার সময় নেই রানার। তাড়া অনুভব করছে। সন্দেহ নেই ইংল্যাণ্ডার রোজের ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যে ওদের হামলার খবর জানিয়ে দিয়েছে অপর জাহাজটাকে। নিশ্চয়ই কোনও প্ল্যান খাড়া করছে ওদেরকে ঠেকাবার জন্যে। নিজের দলকে দু'ভাগ করে নিল ও—পোর্ট সাইডের উইঙে নামবে ফারহাত আর নেফারতিতি, স্টারবোর্ড সাইডে ও আর সোহেল।

ছাতের উপর শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে কিনার পর্যন্ত গেল ওরা। উঁকি দিয়ে দেখল—সিঁড়ির মাথায় মেশিনগান তাক করে বসে আছে একজন করে সৈনিক।

'নাউ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

পরক্ষণে ওর আর ফারহাতের সিঙ্গেল দুটো শটে অক্কা পেল দুই সৈনিক। আট ফুট উপর থেকে এক লাফে দু'পাশের উইঙে নেমে এল ওরা দু'জন।

পাঁই করে ব্রিজের দিকে ঘুরল রানা, খুঁজে নিল প্রথম টার্গেট। কাঁধের অ্যাপিউলেট বলছে—লোকটা জাহাজের ক্যাপ্টেন। হাতে একটা ওয়াকিটকি ধরে চেঁচিয়ে চলেছে সে। রানাকে দেখতে পেয়েই অন্য হাতে কোমর থেকে বের করে আনল পিস্তল, চেষ্টা করল গুলি করতে। নির্দ্বিধায় ট্রিগার চাপল রানা। দরজার কাঁচ ভেদ করে ঢুকল গুলি, বুকে দুটো বুলেটের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন।

প্রায় একই সময়ে ফারহাতও গুলি চালিয়েছে, উড়িয়ে দিয়েছে হেলম্‌স্‌ম্যানের খুলির একপাশ। এবার দুই উইঙের দরজা খুলে একসঙ্গে হামলা চালাল দু'জনে। সামনে পড়ল জাহাজের জাপানি পাইলট। নিরীহ নয়, নাকামুরার ভাড়াটে দলের লোক—চকচকে একটা পিস্তল তুলে সেটাই প্রমাণ করল। পরক্ষণে ফারহাতের গুলি খেয়ে প্রাণ হারাল।

হুইলহাউসের পিছনদিকে ঘুরে গেল রানা। ঝাঁপ দিয়ে বক্স

আকৃতির চার্ট টেবিলের পিছনে যেতে দেখল দু'জনকে। আরেকজন ছুট লাগিয়েছে লোহার বন্ধ দরজাটার দিকে। চার্ট টেবিলের পিছন থেকে আলোর ঝলকানি দেখা গেল, সেই সঙ্গে গুলির আওয়াজ। এক মুহূর্ত আগে রানা যেখানে ছিল, সেখানকার বাল্কহেডে ফুলকি ওড়াল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। ঝপ করে শুয়ে পড়ল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল একটু—সুবিধাজনক অ্যাঙ্গেল খুঁজে নিতে চাইছে, যাতে টেবিলের পিছনে লুকানো দুই অস্ত্রধারীকে ঘায়েল করতে পারে। ফারহাতও হামাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছে ব্রিজের মাঝখানে—চার্ট টেবিলের একেবারে মুখোমুখি। শিকার মাথা বের করলেই গুলি করবে।

ঠাণ্ডা মাথায় চার্ট টেবিলটা দেখল রানা। কাঠের তৈরি, বুলেট ঠেকাতে পারবে না। নিশ্চিন্ত মনে তাই চাপতে শুরু করল ট্রিগার। ভোঁতা শব্দ তুলে ফুটো হলো কাঠ, ভেদ করে বুলেট চলে যাচ্ছে ওপাশে। আর্তনাদ ভেসে এল পিছন থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন। কাঁপতে কাঁপতে হাতের মেশিনগান থেকে গুলি ছোঁড়ার শেষ চেষ্টা চালাল। কপালে একটা গুলি করে তাকে চিরঘুম পাড়িয়ে দিল ফারহাত।

লোহার দরজার দিকে নজর ফেরাল রানা। চিৎপটাং হয়ে ওটার সামনে পড়ে আছে তৃতীয় অস্ত্রধারী। দরজা খোলামাত্র তাকে গুলি করেছে সোহেল। সাবধানে এবার চার্ট টেবিলের দিকে এগোল রানা। প্রাণ হারিয়েছে পিছনে আশ্রয় নেয়া দু'জনেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। দ্রুত চেক করে নিল হুইলহাউসের সঙ্গে লাগোয়া রেডিও রুম আর ক্যাপ্টেনের অফিস। নেই আর কেউ।

'এবার ভিতরে আসতে পারিস,' গলা চড়িয়ে সোহেল আর নেফারতিতির উদ্দেশে বলল রানা।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে। আলাদা রেডিও ব্যবহার করছে লিজনেয়াররা, একটা রয়েছে ফারহাতের সঙ্গে; ওকে মেজর

পিনোঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল রানা। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফরোয়ার্ড উইণ্ডশিল্ডের পাশে। ইংল্যাণ্ডার রোজের বাউ ছাড়িয়ে সামনের দিকে ওর নজর।

একই ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে রবার্ট টি. চেঞ্জ, ওদের কাছ থেকে মাইলখানেক সামনে। পিছনে রেখে যাচ্ছে ফেনায়িত পানি। কোর্স বা গতি বদলাবার লক্ষণ নেই। বোধহয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মূল প্ল্যান ফলো করবে বলে ঠিক করেছে। একদিক থেকে সেটা ওদের জন্য ভাল। কিন্তু মার্কোস আর কমাণ্ডো টিম? ওদের কী অবস্থা? কী করছে ওরা?

সতেরো

ইংল্যাণ্ডার রোজ থেকে মাইলখানেক সামনে, মারিও দে ক্যাস্তোরেলির সর্বশক্তি নিয়ে লড়াই করে চলেছে মার্কোস প্বেরেইরা। কী ঘটতে চলেছে, সেটা আগে থেকেই জানত; সাবমারসিবলের প্রপওয়াশ দেখবার জন্য ডেকে লুকআউটও রেখেছিল ও, নিয়েছিল প্রস্তুতি; অথচ যখন ঘটনাটা ঘটল, স্রেফ বোকা বনে গেল। খোলের তলায় লুকিয়ে থাকা জলযানটা যে এত শক্তি ধরে, তা কল্পনাই করতে পারেনি।

অন্তত পঁচিশ হাজার টন ওজন মারিও দে ক্যাস্তোরেলির, তারপরেও সাবমারসিবলের ধাক্কায় তীরের দিকে ক্রমশ বাউ ঘুরে যাচ্ছে ওটার—অফসাইড শাফটের রিভার্স থ্রাস্ট বা উল্টোদিকে

রাডার ঘুরিয়ে তেমন লাভ হচ্ছে না। সন্দেহ নেই সাবমারসিবলটা আণ্ডারওয়াটার টাগ হিসেবে তৈরি, কিন্তু তারপরেও জাহাজ না চাইলে গায়ের জোরে সেটাকে নড়ানো কোনও টাগের পক্ষে অসম্ভব।

নতুন কোনও টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে সাবমারসিবলে, অনুমান করল মার্কোস। মিলিটারি লেভেলের। পারক্সাইড পাওয়ার্ড হাইড্রোজেট, কিংবা আরও আধুনিক কোনও প্রযুক্তি। সেটা যা-ই হোক না কেন, প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে ঘুরে যাচ্ছে ক্যাস্তোরেলির [illegible]—অনিবার্যকে একটু দেরি করিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না সে।

রেডিও খড়খড় করে উঠল, রানা ডাকছে ওকে।

'পরে কথা বলব, মি. রানা,' মার্কোস বলল। 'এখন ব্যস্ত আছি।'

থরথর করে কাঁপছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলির পুরো খোল—বিপরীতমুখী দুটো শক্তির প্রভাবে। পিছনে এগিয়ে আসছে রবার্ট টি. চেঞ্জ, ধ্বংসের উন্মাদনা নিয়ে। মাথা খারাপের দশা মার্কোসের, কী করবে বুঝতে পারছে না। ছোটাছুটি করছে এক ব্রিজ উইং থেকে আরেক ব্রিজ উইঙে। দু'জন গ্রিন বেরেট রয়েছে ব্রিজে, চুপচাপ দেখছে তারা মার্কোসের কর্মকাণ্ড। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে তারাও অসহায়।

ব্রিজের মাঝখানে এসে দাঁড়াল মার্কোস। ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল, তারপর তাকাল জাহাজের গ্রিক ক্যাপ্টেনের দিকে। ভদ্রলোকের নাম ক্রিস্টোস ক্যামবিয়োস, শুরুতে কমাণ্ডো আক্রমণে বেশ ভড়কে গেলেও আসল ঘটনা জানবার পর সর্বাত্মক সাহায্য করছেন ওদেরকে। হেলম্‌স্‌ম্যানকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ধরেছেন হুইল।

'ক্যাপ্টেন,' বলল মার্কোস, 'এখান থেকে নোঙর ফেলা

যাবে?'

'যাবে,' সংক্ষেপে বললেন ক্যাপ্টেন।

ক্যাস্তোরেলিকে গাইড করবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পাইলট হাভিয়ের গার্সিয়া নামে এক পানামানিয়ান, মার্কোসের বন্ধু; ক্যাপ্টেনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর কথা শুনে প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, মার্কোস? থামার চেষ্টা করলে তো সাবটা পুরোপুরি বাগে পেয়ে যাবে আমাদের!'

'থামতে চাইছি না, হাভিয়ের,' মার্কোস বলল। 'কেজ করতে চাইছি।'

'কেজ?' অপরিচিত শব্দটা শুনে চোখ পিটপিট করলেন ক্যাপ্টেন ক্যামবিয়োস। 'কেজ মানে কী?'

'নোঙরের সাহায্যে ড্রিফট ঠেকানো। আমাদেরকে পোর্ট সাইডে ঠেলছে সাব। তাই স্টারবোর্ডের নোঙরটা ড্রপ করতে চাই। ওটা মাটিতে আটকে গেলে অ্যাঙ্কর উইঞ্চ ব্যবহার করব, শেকল টেনে ঠেকাব জাহাজের মুভমেণ্ট। সাবমারসিবল যতই শক্তিশালী হোক, অ্যাঙ্কর উইঞ্চের সঙ্গে পেরে উঠবে না। সেটা অসম্ভব।'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'বুদ্ধিটা ভাল। এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' একজন অফিসারকে দাঁড় করিয়ে দিলেন কণ্ট্রোলে, যেখান থেকে রিমোট পদ্ধতিতে নোঙর অপারেট করা যায়।

'বেশি করে শেকল ছাড়বেন শুরুতে,' তাকে বলে দিল মার্কোস, 'নোঙর যাতে মাটিতে গাঁথার সুযোগ পায়। নইলে উইঞ্চের টানে ড্র্যাগ করবে ওটা।'

'ঠিক আছে,' সায় জানাল অফিসার।

ইতিমধ্যে নির্ধারিত লেইন থেকে বেরিয়ে এসেছে মারিও দে

ক্যাস্তোরেলি। জাহাজের বাউ থেকে তীর মাত্র দুইশ' গজ দূরে। যে-গতিতে ওরা চলেছে, তাতে তীরের সঙ্গে সংঘর্ষে কার্ডবোর্ডের মত দুমড়ে-মুচড়ে যাবে ফরওয়ার্ড সেকশন, পানি ঢুকবে খোলে, বাতাসের ধাক্কায় স্টার্ন ঘুরে গিয়ে পুরোপুরি ব্লক করে দেবে ক্যানাল।

দাঁতে দাঁত পিষল মার্কোস। নির্দেশ দিল, 'ড্রপ অ্যাঙ্কর!'

কনসোলের সুইচ টিপে দিল অফিসার। হুইলহাউস থেকে তিনশ' ফুট সামনে, ফো'কাসলে বসানো ক্যাপস্টান সচল হয়ে উঠল... ঝপাস করে পানিতে পড়ল স্টারবোর্ড সাইডের নোঙর, রওনা হলো চল্লিশ ফুট গভীর তলদেশের উদ্দেশে। নীচে পড়েই কাত হয়ে গেল, চোখা দুই বার গেঁথে গেল মাটিতে। চেইনে টান পড়তেই কেঁপে উঠল পুরো জাহাজ। কনসোলের বাটন টিপে আরও চেইন ছাড়ল অফিসার, সময় দিচ্ছে নোঙরকে আরও ভালমত মাটিতে কামড় বসাতে।

'ছাড়তে থাকুন শেকল,' মার্কোস বলল। 'আমি না বলা পর্যন্ত থামবেন না।'

এক ছুটে স্টারবোর্ড উইঙে চলে এল ও। উঁকি দিল নীচে। পানির তলায় নেমে চলেছে শেকল। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে চেঁচাল, 'স্টপ!'

থেমে গেল ক্যাপস্টানের ঘূর্ণন। বাউ এখনও ঘুরে চলেছে তীরের দিকে। ধীরে ধীরে টান পড়তে শুরু করছে অ্যাঙ্কর চেইনে। একটু অপেক্ষা করল মার্কোস, তারপর বলল, 'ওকে, হিভ অ্যাঙ্কর।'

একটা নব ঘুরিয়ে আবার বাটন চাপল অফিসার। চালু হয়ে গেল অ্যাঙ্কর উইঞ্চ... উল্টোদিকে এবার ঘুরতে শুরু করল ক্যাপস্টান, নোঙর তুলে আনতে চাইছে। চোখের পলকে টান টান হয়ে গেল চেইন—এমনভাবে জাহাজ থমকে দাঁড়াল, যেন একটা

কুকুরের গলার রশিতে টান পড়েছে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল জাহাজের পুরো কাঠামো। সাবমারসিবলের প্রবল ধাক্কা, আর অ্যাঙ্কর উইঞ্চের অমিতশক্তির মাঝখানে টালমাটাল দশা ওটার।

কয়েক মিনিট চলল এই যুদ্ধ, তারপরেই আচমকা বিকট আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল পানির তলায় থাকা শেকলের একটা দুর্বল লিঙ্ক। ভীষণ এক ঝাঁকুনি খেলো জাহাজ। চাবুকের মত সপাং করে উঠে এল ছেঁড়া শেকল, আঘাত হানল খোলে। ফরওয়ার্ড কার্গো সেকশনের গায়ে বিশ ফুট দীর্ঘ এক আঁচড় কাটল, পরক্ষণে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল বাকি লিঙ্কগুলো। ঝাঁকুনিতে মেঝের উপরে ছিটকে পড়ল জাহাজের প্রতিটি আরোহী। একটা লিঙ্ক উড়ে এল ব্রিজের দিকে—ফরওয়ার্ড উইণ্ডোর কাঁচ চুরমার করে ঢুকে পড়ল ভিতরে, গেঁথে গেল হুইলহাউসের পিছনের দেয়ালে। অল্পের জন্য দু'জন গ্রিন বেরেট রক্ষা পেল ওটার ঘায়ে অক্কা পাবার হাত থেকে।

আরেকটা ঘটনা ঘটেছে একই সঙ্গে। ঝাঁকুনির সাথে ছুটে গেল খোলের তলায় সেঁটে থাকা সাবমারসিবলের ম্যাগনেটিক ক্ল্যাম্প। পূর্ণশক্তিতে চলছিল ইঞ্জিন, অবলম্বন হারাতেই ল স্পিডে সাবমারসিবলকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল তীরের দিকে, আরোহীরা প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই। কোনোমতে ব্রিজ উইঙে উঠে দাঁড়াতেই ওটাকে ক্যানালের গায়ে টর্পেডোর মত গেঁথে যেতে দেখল মার্কোস। বিশ ফুট উঁচু পানির ফুলঝুরি উঠল একই সঙ্গে শূন্যে উঠে গেল সাবমারসিবলের লেজ। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য ভেসে রইল, তারপরেই আবার আছড়ে পড়ল অগভীর পানিতে। নাক পুরোপুরি থেঁতলে গেছে, একপাশে কাত হয়ে গেল। গলগল করে পানি ঢুকছে এখন বিধ্বস্ত সাবমারসিবলে। আরোহীদের একজনকে হ্যাচ খুলে শরীরের

ঊর্ধ্বাঙ্গ বের করতে দেখল মার্কোস, নীচের অংশ আটকে গেছে দোমড়ানো খোলে। একটা হাতও অচল, অন্যহাতে থাবা মারছে ফেনায়িত পানির মাঝে।

তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই, বিপদ এখনও কাটেনি। তীরের দিকে এখনও বিপজ্জনক গতিতে এগিয়ে চলেছে ক্যাস্তোরেলি। এক ছুটে ব্রিজে ফিরে এল মার্কোস। উঠে দাঁড়িয়ে ফের যুঝতে শুরু করেছেন ক্যাপ্টেন ক্যামবিয়োস রাডার আর থ্রটল ব্যবহার করে ঘোরাতে চাইছেন জাহাজের মুখ, যদিও সেটা স্রেফ অসম্ভব। ক্যাস্তোরেলির আকারের একটা জাহাজকে ঘোরাতে বা থামাতে অনেক সময় প্রয়োজন।

ভবিতব্য বুঝতে পেরে চেঁচাল মার্কোস, 'যে যা পারেন শক্ত করে ধরুন। আমরা ক্র্যাশ করব!'

পরক্ষণে বিধ্বস্ত সাবমারসিবলের উপর চড়ে বসল মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। শেষ মুহূর্তে ওটাকে দেখতে পেয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল সাবের হ্যাচে আটকা পড়া লোকটা, কিন্তু সেই আর্তনাদ কাটা পড়ে গেল মাঝপথে। স্টিমরোলারের মত একচাপে সাবমারসিবলকে সমান করে দিল ক্যাস্তোরেলি, বেলুন ফাটার মত আওয়াজ হলো খোলের তলায়। ওটাকে পিষেই ক্ষান্ত হলো না, ধাক্কা দিল পারে। ভেজা মাটির কারণে সংঘর্ষটা খুব জোরালো হলো না, বরং ছুরির মত মাটি কেটে এগিয়ে চলল জাহাজ। ধাতব ঘর্ষণের আওয়াজে ভরে গেল চারদিক, ঢালু মাটিপাথরের মাঝ দিয়ে ক্রমশ উপরে উঠে চলেছে জাহাজ—তৈরি থাকার পরেও ব্রিজের ভিতরে ছিটকে পড়ল আরোহীরা।

পুরো একশ' ফুট যাবার পর থামল জাহাজ, আটকে গেল ডাঙায় নাক গোঁজা অবস্থায়। স্টার্ন এখনও পানিতে, তবে ডুবে যাবার ভয় নেই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ভিতরের সবগুলো ওয়াটারটাইট ডোর। নিষ্ফল আক্রোশে

অগভীর পানিতে ঘুরে চলেছে প্রপেলার।

উঠে দাঁড়াল মার্কোস। বেরিয়ে এল ব্রিজ উইঙে, যাচাই করল পরিস্থিতি। ভালমতই আটকেছে ওরা। স্যালভেজ শিপ আর টাগবোটের বহর ছাড়া এখান থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। ক্যাপ্টেন ক্যামবিয়োস অবশ্য রিভার্স থ্রাস্ট দিয়ে জাহাজকে পানিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, তবে সেটা পণ্ডশ্রম।

মুখ থেকে বৃষ্টির পানি আর ঘাম মুছল মার্কোস। মুখের কাছে রেডিও তুলে ডাকল, 'মি. রানা, মার্কোস বলছি। সাবমারসিবলটা ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে আমরা আটকা পড়েছি পাড়ে গেঁথে গিয়ে। ক্যাপ্টেন চেষ্টা করছেন, তবে তাতে লাভ নেই। দুঃখিত।'

রানা জবাব দেবার আগেই শোনা গেল মেজর কলসনের কণ্ঠ। তাকে আফট ডেকে পাঠিয়েছিল মার্কোস, সাবমারসিবলের প্রপওয়াশ দেখার জন্য।

'দিস ইজ ডেভিল ওয়ান। রবার্ট টি. চেঞ্জের ডেকে মুভমেণ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ক্যানালের বাকিটুকু ব্লক করবার চেষ্টা করছে। লাইফবোটও নামাচ্ছে। সাবমারসিবলের পরিণতি দেখে পালাতে চাইছে নির্ঘাত। ওদেরকে থামানো দরকার।'

'নেগেটিভ!' সরাসরি প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল রানা। 'ওদেরকে ঠেকানো, অথবা ক্যাস্তোরেলিকে বাঁচাবার মত কোনও সময় নেই আপনার হাতে। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বিস্ফোরিত হবে চেঞ্জ।'

'আপনি শিয়োর?'

'হ্যাঁ। আমাদের জাহাজের টাইমারে তা-ই দেখাচ্ছে... দুটোই একসঙ্গে বিস্ফোরিত হবার কথা। আমি নিজে দেখে এসেছি, দক্ষ হাতে তৈরি করা হয়েছে বোমা, কাউণ্টডাউন ঠেকানোর কোনও রাস্তা রাখা হয়নি। কাজেই সময় নষ্ট না করে ডাঙায় নেমে পড়ুন,

পালান ওখান থেকে।'

'আর আপনারা?'

'আমাদের প্ল্যান তো আগেই শুনেছেন।'

'মি. রানা, রোজকে নিয়ে এখান দিয়ে যেতে পারবেন না আপনারা,' আকুতি ফুটল মার্কোসের গলায়। 'আটকা পড়ে যাবেন!'

'জানি। ঝুঁকিটা শুরু থেকেই ছিল।' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তাই বিকল্প প্ল্যানটা কাজে লাগাব। প্রার্থনা করুন—যতটা শুনেছি, ক্যাম্পবেলের ভিজিএএস ক্যাননের অ্যাকিউরেসি যেন ততটাই হয়।'

আঠারো

কয়েক মিনিট আগের ঘটনা।

'পরে কথা বলব, মি. রানা... এখন ব্যস্ত আছি।'

মার্কোসের কথাটা শুনে রেডিও নামিয়ে নিল রানা। পানামানিয়ান পাইলট কী নিয়ে ব্যস্ত, তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সামনে। বাঁকের ওপারে কী ঘটছে কে জানে।

'কোনও সমস্যা?'

নেফারতিতির কণ্ঠ শুনে ঘাড় ফেরাল ও। চার্ট টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, চোখমুখে উত্তেজনা।

'কিছু না,' রানা বলল। 'মার্কোস ব্যস্ত।'

'আমি তোমার কথা বলছি। তুমি ঠিক আছ?'

একটু নিচু হয়ে ডান পায়ের গোড়ালি মালিশ করল রানা। 'সিরিয়াস কিছু না। ছাত থেকে লাফটা জুতসই হয়নি। গোড়ালিতে সামান্য ব্যথা পেয়েছি।'

'সুন্দরী ললনার আদর-যত্ন পেতে চাইলে আরও সিরিয়াস কিছু বল্,' পাশ থেকে ঠাট্টা করল সোহেল। নিহত হেলমস্‌ম্যানের লাশ সরিয়ে হুইলে দাঁড়িয়েছে ও। থ্রটল টেনে নিউট্রাল করে নিয়েছে ইঞ্জিন। আর সামনে নেবে না জাহাজ। 'হুম, দেখা যাক কী নিয়ে কাজ করছি। নেফি, আশপাশটা একটু ঘুরে দেখুন তো। ব্রিজের কোথাও একটা পিতলের ফলক থাকার কথা—ওতে জাহাজের ওজন, ডিসপ্লেসমেণ্ট, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, ইঞ্জিন, ইত্যাদি তথ্য খোদাই করা থাকবে।'

'এবার কে ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে?' টিটকিরি মারল রানা।

'না করিয়ে উপায় কী? তুই তো গোড়ালিতে ব্যথা বলে ফাঁকিবাজির তালে আছিস।'

ব্রিজ থেকে সব লাশ ক্যাপ্টেনের অফিসে সরিয়ে নিচ্ছে ফারহাত, ফাঁকে ফাঁকে রেডিওতে কথা বলছে পিনোঁর সঙ্গে। খানিক পর রানার কাছে এসে বলল, 'মেজর পিনোঁ এক্ষুনি আপনাকে ডেকেছেন।'

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী হয়েছে?'

'বোমার টাইমার নাকি অলরেডি অ্যাকটিভেট করা হয়েছে। আফট হোল্ডে অপেক্ষা করছেন মেজর।'

কমাণ্ডোদের দেয়া রেডিওটা নেফারতিতির হাতে তুলে দিল রানা। 'আমি নীচে যাচ্ছি। তুমি এদিকটা দেখো। সোহেলের কিছুর প্রয়োজন হলে ক্যাম্পবেলের সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করে নিয়ো।'

'ঠিক আছে।'

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল রানা। পাঁচ মিনিট লাগল আফট হোল্ডে যাবার পথ খুঁজে নিতে। ওখানে পৌঁছে দরজা খোলা পেল। ভিতরে নাচানাচি করছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। ছাতে কম পাওয়ারের কিছু বালব লাগানো আছে, কিন্তু তাতে দূর হয়নি অন্ধকার, ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করতে হচ্ছে পিনোঁকে। ভিতরে পা রাখতেই জ্বালাপোড়া করে উঠল নাক আর চোখ। খোলের তলায় জমে থাকা কেমিক্যাল বিলজ্ থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। কনুইয়ের ভাঁজে নাকমুখ চাপা দিয়ে এগোতে থাকল।

হোল্ডটা পঞ্চাশ ফুট গভীরে, প্রস্থে চল্লিশ ফুট, উচ্চতা বিশ। খোলের গায়ে বাড়ি খেতে থাকা পানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এলোমেলো ভঙ্গিতে রাখা হয়েছে কার্গো—দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে। নেট আর দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে কোনোমতে, যাতে গড়িয়ে না পড়ে যায়। উপরে তাকাল। ছাতের গায়ে লাগানো পাইপগুলোর গায়ে মাখানো হয়েছে থিকথিকে কাদার মত কী যেন।

বিস্ময় অনুভব করল রানা—এভাবে কার্গো সাজাতে দেখেনি কখনও আগে। ভালমত তাকাতেই বুঝে ফেলল, আসলে অবহেলা নিয়ে করা হয়নি কাজটা... বরং খুব যত্ন দিয়ে সাজানো হয়েছে কার্গোর প্রতিটি বাক্স। পাইপের গায়ে কাদাটাও আর কিছু নয়, ডিটোনেটরের প্রাইমার!

'আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন।' পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে পিনোঁ। 'পুরো জাহাজকেই বোমায় কনভার্ট করা হয়েছে। যেভাবে সাজানো হয়েছে এক্সপ্লোসিভ, তাতে বিস্ফোরণের একবিন্দু শকওয়েভও এদিক-সেদিক নষ্ট হবে না। যতদূর বুঝলাম, প্রথমে তলার অংশ ফাটবে, তারপর ফাটবে আউটার চার্জগুলো।'

রানার মুখে কথা ফুটছে না। হতভম্ব হয়ে বিস্ফোরকের অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখছে ও। কল্পনা করে নিচ্ছে কী ঘটতে পারে গেইলার্ড কাটের সংকীর্ণ চ্যানেলে জাহাজটা বিস্ফোরিত হলে। তলদেশের পঞ্চাশ থেকে একশ' ফুট মাটি সরে যাবে প্রথম ধাক্কায়, পরের ধাক্কা লাগবে দু'পাশের পাহাড়ে। নীচের মাটি সরে যাওয়ায় এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বে ওগুলো, টিকে থাকতে পারবে না। হুড়মুড় করে ধসে পড়ে বুজিয়ে দেবে খাল। কোনও সন্দেহ নেই।

'আর যা-ই বলুন,' পিনোঁ বলল, 'প্ল্যানটা দুর্দান্ত।'

'চুলোয় যাক দুর্দান্ত প্ল্যান,' খ্যাপাটে গলায় বলল রানা। 'টাইমারটা কোথায়?'

'এদিকে। আসুন দেখাই।'

আলো ধরে হোল্ডের ভিতরদিকে ওকে নিয়ে গেল পিনোঁ। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে বসানো হয়েছে সুটকেস সাইজের টাইমার, বিস্ফোরকের বড়সড় একটা স্তূপের উপর। লুকানোর কোনও চেষ্টা করা হয়নি, সম্ভবত তার কোনও প্রয়োজন নেই বলেই। ডিসপ্লেতে জ্বলজ্বল করছে কাউন্টডাউনের ঘড়ি। ওর চোখের সামনে একান্ন মিনিট থেকে পঞ্চাশে নেমে এল।

বোমা বিষয়ে ভাল অভিজ্ঞতা থাকলেও রানা জানে, প্রতিটার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। ভালমত না জেনে কোনও ডিটোনেটরে হাত দেয়া ঠিক নয়। টাইমারের পাশে তাই লুভানকে হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখে অবাক হলো না, মেঝেতে রেখেছে একটা ছোট্ট বম্ব ডিসপোজাল কিট। আগেই শুনেছে, লুভান এই দলের বোমা-বিশেষজ্ঞ।

'কিছু বুঝতে পারলে?' ওকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'যে-ই বানিয়ে থাক, ব্যাটা একটা প্রতিভা,' প্রশংসার সুরে বলল লুভান। 'অলরেডি তিনটা বুবি-ট্র্যাপ আবিষ্কার করেছি।

আরও ক'টা আছে কে জানে। মনে হচ্ছে না কোনও ধরনের ফেইল-সেফ সিস্টেম রাখা হয়েছে।'

'সবগুলো তার কেটে দিলে কেমন হয়?'

'বুম!' মুখ ফুলিয়ে বলল লুভান। 'ওটাই এক নম্বর বুবি ট্র্যাপ। অবস্থা যা দেখছি, তাতে কাউন্টডাউন বন্ধ করা যাবে না ধরে নিয়ে এগোনোই ভাল।'

'ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা করতে থাকো।' হোল্ড থেকে বেরিয়ে এল রানা। পিছু পিছু পিনোঁ।

'কী করবেন, কিছু ভেবেছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখনও আশা আছে। মার্কোস যদি ক্যাস্তোরেলিকে বাঁচাতে পারে... যদি ব্লক না হয় ক্যানাল, তা হলে লেক গাটুনে নিয়ে যাব জাহাজ। লেকের মাঝখানে বিস্ফোরণ ঘটলে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হবে না।'

'আর মসিয়ো মার্কোস যদি ব্যর্থ হন?'

'আরেকটা বিকল্প আছে। ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসারের আইডিয়া। রোজকে ঘুরিয়ে নেব আমরা। পেদ্রো মিগুয়েল আর মিরাফ্লোরেস লক পেরিয়ে ফিরে যাব সমুদ্রে। ওখানে ঘটবে বিস্ফোরণ। তাতেও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাবে।'

'কীভাবে? ভুলে যাবেন না, ক্যানাল অথোরিটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে নাকামুরা। লকে ওদের গার্ডও রেখেছে। ওরা কিছুতেই গেট খুলে রোজকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।'

'ওরা দেবে না, ইউএস নেভি দেবে,' সংক্ষেপে বলল রানা। এরপর দ্রুত ফিরে এল ব্রিজে।

এরপরেই মার্কোস আর মেজর কলসনের সঙ্গে কথা হয়েছে ওর রেডিওতে। জেনেছে সাবমারসিবলের ধ্বংস ও তীরে ক্যাস্তোরেলির আটকা পড়ার খবর। রবার্ট টি. চেঞ্জ কী করতে চলেছে, তাও শুনেছে। নির্দেশ দিয়েছে মার্কোস আর গ্রিন

বেরেটের কমাণ্ডোদেরকে জাহাজ থেকে নেমে যেতে।

কথা শেষ করে রেডিওতে ইউএসএস ক্যাম্পবেলকে ডাকল রানা। 'হেভেন, হেভেন... দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। ডু ইউ রিড মি?'

'অ্যাফারমেটিভ, অ্যাঞ্জেল,' ওপাশ থেকে সাড়া দিল ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসার। 'ডেভিলের সঙ্গে আপনাদের আলোচনা মনিটর করছিলাম আমরা, সিচুয়েশন সম্পর্কে জানতে পেরেছি।'

'তা হলে এবার কী করতে হবে, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ। আমরা কাজ শুরুও করে দিয়েছি। স্পটার এয়ারক্র্যাফট থেকে পাওয়া তথ্যগুলো টার্গেটিং কম্পিউটারে ঢোকানো হয়েছে। আপনারা বললেই ফায়ার করব। ভাল কথা, প্র্যাকটিস শট বলে কিছু থাকবে না, প্রথম থেকে প্রতিটি শটই হবে কিল শট।'

বড্ড আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে এদেরকে, ভাবল রানা। কোনও ধরনের প্র্যাকটিস রাউণ্ড ছাড়াই টার্গেটে আঘাত হানতে পারবে বলে ভাবছে। অবশ্য ভিজিএএস ক্যাননের ব্যাপারে পরিষ্কার কোনও ধারণা নেই ওর, তাই উচ্চবাচ্য করল না। শুধু বলল, 'রজার দ্যাট। স্ট্যাণ্ডবাই থাকুন। আমি জানাব কখন ফায়ার করতে হবে।'

ব্রিজের উপর নজর বোলাল রানা। লুভানকে সাহায্য করবার জন্য ফারহাতকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে পিনোঁ; অঁবিন সুইপ চালাচ্ছে ফরওয়ার্ড সেকশনে। ব্রিজে রয়েছে সোহেল, নেফারতিতি আর পিনোঁ। সবাই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, নিজের অজান্তেই মেনে নিয়েছে ওর নেতৃত্ব। এরপর কী করতে হবে সে ব্যাপারে ওর কাছ থেকেই সিদ্ধান্ত চাইছে সবাই।

মুখ খোলার আগে একটু দ্বিধায় ভুগল রানা। যা করতে

চাইছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সোহেলকে প্রয়োজন ওর, না বললেও ওর সঙ্গে থাকবে নিঃসন্দেহে... কিন্তু বাকিদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার কী অধিকার আছে ওর? একবার ভাবল প্রাণঘাতী পরিকল্পনা বাদ দিয়ে জাহাজ থামিয়ে সবাইকে নিয়ে সরে যায় নিরাপদ দূরত্বে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট অর্জন হয়েছে ওদের। বিস্ফোরণ হয়তো ঠেকাতে পারবে না, কিন্তু প্রমাণ করে দিতে পারবে—দুর্ঘটনা ছিল না ব্যাপারটা। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে নাকামুরাকে, ব্যর্থ হবে তার ষড়যন্ত্র। কিন্তু মনের সায় পেল না তাতে।

বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাবে পেদ্রো মিগুয়েল লক। মারা যাবে ওখানে কর্মরত নিরীহ কর্মচারীরা, যাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এই ষড়যন্ত্রের। সে-দায় এড়াবে কী করে? না, দায়িত্ব এখনও শেষ হয়নি ওর। একে একে তাকাল সঙ্গীদের মুখের দিকে—ভাবছে, ওদেরকে একটা সুযোগ দেবে।

'যা করতে চলেছি, তাতে সফল হবার নিশ্চয়তা নেই,' বলল রানা। 'সেই সঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে ষোলো আনা। ইচ্ছে করলে লাইফবোট নিয়ে এখুনি নেমে যেতে পারেন আপনারা। আমি কিছু মনে করব না। শুধু সোহেলকে পেলেই চলবে আমার।'

'তুমি আমাদেরকে নেমে যেতে বলছ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল নেফারতিতি।

'হ্যাঁ।'

'নেজর পিনোঁর কথা জানি না, কিন্তু আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না।'

'পাগলামি কোরো না। সবাইকে আসলে প্রয়োজন নেই এখানে জাহাজ অপারেট করবার জন্য আমি আর সোহেলই যথেষ্ট। কেন খামোকা ঝুঁকি নেবে?'

'আই ডোন্ট কেয়ার। তোমাদেরকে ফেলে আমি কোথাও যাব না।'

'আমিও যাচ্ছি না, মসিয়ো,' বলল পিনোঁ। 'আমার টিমও যাবে না। মরতে হয় সবাই একসঙ্গেই মরব।'

অসহায় দৃষ্টিতে সোহেলের দিকে তাকাল রানা। মুচকি হাসল বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। 'ভালই ক্যাপ্টেনসি দেখাচ্ছিস। দায়িত্ব নেবার দশ মিনিট না যেতেই বিদ্রোহ করে বসেছে তোর ক্রু।'

'তা-ই তো দেখছি!'

পোর্ট উইঙের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পিনোঁ। বাইরে তাকিয়েই চমকে উঠল। ঝট করে কাঁধ থেকে নামাল রাইফেল। 'কোথাও যাওয়া হচ্ছে না আমাদের,' বলল সে। 'দেখে যান।'

এক ছুটে ব্রিজ উইঙে বেরিয়ে এল রানা আর নেফারতিতি। একটা পাইলট বোট এগিয়ে আসছে ম্যারিনা থেকে। ডেকের উপরে জনাচারেক ইউনিফর্মধারী মার্সেনারি। বাউয়ের কাছে ইমপ্রোভাইজড সুইভেল মাউন্টে বসানো হয়েছে একটা হেভি মেশিনগান। বোঝা গেল, মরার আগে জাহাজ বেদখলের খবর জানিয়ে দিতে পেরেছিল ইংল্যাণ্ডার রোজের ক্যাপ্টেন।

ব্রিজ উইঙে রানা আর নেফারতিতিকে দেখতে পেয়েই ফায়ার ওপেন করল হেভি মেশিনগানের অপারেটর। ছুটে এল এক ঝাঁক তপ্ত শেল। ঝট করে বসে পড়ল দু'জনে, মাথার উপর দিয়ে ব্রিজের দেয়ালে আঘাত হানল ওগুলো। যেন নরকতাণ্ডব বয়ে গেল। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কাঁচ, মোরব্বার মত ঝাঁঝরা হয়ে গেল বাল্কহেড।

হামাগুড়ি দিয়ে রানা আর নেফারতিতির পাশে চলে এল পিনোঁ। গুলিবর্ষণ থামার জন্য অপেক্ষা করল একটু। বিরতি পেতেই রাইফেল উঁচু করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল বোটের উদ্দেশে।

একটাও লাগল না। আড়াল থেকে মাথা তোলেনি, স্রেফ আন্দাজের উপর ভর করে গুলি ছুঁড়েছে। আবারও গুলি ছুটে এল পাইলট বোট থেকে। আরেক দফা ঝাঁঝরা হলো ব্রিজের বাল্কহেড।

'কিছু একটা কর্, রানা!' চেঁচিয়ে উঠল সোহেল। সেণ্টার কনসোলের পিছনে উবু হয়ে বসে পড়েছে। 'এ-অবস্থায় জাহাজ ঘোরাতে পারব না আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিনোঁর দিকে তাকাল রানা। 'কাভার দিন আমাদেরকে।'

রাইফেল তুলে ফের গুলি করল পিনোঁ। রেলিঙের উপর মাথা তুলে টার্গেট দেখে নিল রানা আর নেফারতিতি, এবার নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল ওরা। পিনোঁও যোগ দিল ওদের সঙ্গে। তিনজনের সম্মিলিত গুলিবর্ষণের মুখে একটু সরে যেতে বাধ্য হলো পাইলট বোট। কিন্তু গুলি থামতেই আবার মেশিনগানের আগুন ঝরাতে ঝরাতে ছুটে এল কাছে। গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ল। একটুর জন্য জাহাজের রেইল মিস করল সেই হুক। রানাদের প্রতিরোধের মুখে আরেক দফা পিছিয়ে গেল।

'এভাবে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ওদের, পরের বারেই হয়তো উঠে পড়বে জাহাজে। সামনাসামনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল।' ব্যস্ত হাতে ম্যাগাজিন বদলাচ্ছে পিনোঁ। রেডিও তুলে ডাকল, 'মসিয়ো অঁবিন, কোথায় আপনি? তাড়াতাড়ি আসুন।'

'রওনা হয়ে গেছি,' জানাল অঁবিন। 'দু'মিনিটের মধ্যেই পৌঁছুব আপার ডেকে।'

'দু'মিনিট নেই আমাদের হাতে।' রেইলের উপর দিয়ে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল নেফারতিতি। 'এখুনি কিছু একটা করা দরকার।'

রেডিওতে ইউএসএস ক্যাম্পবেলকে ডাকল রানা, 'হেভেন,

হেভেন, হেভেন! আমরা বিপদে পড়েছি, আপনাদের সাহায্য দরকার।'

'রজার। ড্রোনের ক্যামেরায় সব দেখতে পাচ্ছি আমরা। একটু অপেক্ষা করুন। সাহায্য আসছে। ব্যালাস্টিক ট্র্যাজেক্টরি বলছে আঠারো সেকেণ্ড লাগবে।'

'আপনারা ভিজিএএস ফায়ার করছেন?'

'হ্যাঁ। তবে পাইলট বোটটা মুভিং টার্গেট, গোলা যে লাগবে তার গ্যারাণ্টি নেই।'

'অসুবিধে নেই। ওরা ভড়কে গেলেই যথেষ্ট। ফায়ার করুন।'

'করছি। হোল্ড অন।'

পরের দশ সেকেণ্ড পালা করে গুলি ছুঁড়ল তিনজনে। পাইলট বোটকে বাধ্য করল জাহাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে। তারপরেই রানার ইশারা পেয়ে ব্রিজে ঢুকে পড়ল ওরা।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আকাশ থেকে নেমে এল গজব। ছ'ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের এক ঝাঁক শেল, ছ'মাইল উঁচু একটা বক্রপথ ধরে হাইপারসোনিক স্পিডে ছুটে এল পেদ্রো মিগুয়েল লকের এপারে। কোনও ওয়ার্নিং দেয়নি, কোনও আওয়াজও করেনি... স্রেফ নিশ্চিত মৃত্যুর মত নেমে এসেছে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে। বৃষ্টির ফোঁটার মত ঝরঝরিয়ে আছড়ে পড়ল ইংল্যাণ্ডার রোজের বামদিকে, পানির বুকে। চারটে শেল তুলল পানির ফুলঝুরি—একেকটা রোজের সুপারস্ট্রাকচারের চেয়েও উঁচু, ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল জাহাজকে পঞ্চম শেলটা পড়ল পাইলট বোটের আফট ডেকে—কাগজের মত ডেকপ্লেট ছিঁড়ে ঢুকে গেল তলায়, আঘাত হানল ইঞ্জিনে।

এক মুহূর্তের জন্য যেন স্থির রইল সব। তারপরেই ঘটল বিস্ফোরণ। শেল এক্সপ্লোসিভ, কাইনেটিক এনার্জি, আর ট্যাংগ্যাস্টেন ফিউয়েলের ত্রিমুখী সংঘাতে লাফিয়ে উঠল বিশাল এক আগুনের

গোলা। টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল পাইলট বোট... সেই সঙ্গে ওটার আরোহীরা। আগুনের হলকায় কালো হয়ে গেল ইংল্যাণ্ডার রোজের শরীরের একাংশ। খানিক পর রানা যখন বাইরে উঁকি দিল, পানির বুকে জ্বলন্ত তেল আর ভাসমান কিছু টুকরো ছাড়া আর কোনও চিহ্ন দেখল না বোটটার। অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে গেল ও। কয়েক মাইল দূর থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা দিয়ে এত নিখুঁতভাবে আঘাত হানা সম্ভব, তা ভাবতে পারেনি। এর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল স্নাইপারের গুলির!

'হেভেন টু অ্যাঞ্জেল।'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। 'গো অ্যাহেড, হেভেন।'

'আমাদের স্ক্রিন বলছে, টার্গেট ধ্বংস হয়ে গেছে। প্লিজ কনফার্ম।'

'কনফার্মড। বাই দ্য ওয়ে, নাইস শুটিং।'

'ধন্যবাদ। প্রাইমারি টার্গেটে নিশানা লাগাচ্ছি আবার। আপনাদের ক্লিয়ারেন্স পেলেই ফায়ার করব।'

'রজার। অপেক্ষা করুন। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

দরজা খুলে ব্রিজে ঢুকল অঁবিন। চেহারায় বিহ্বল ভাব। উপরে ওঠার পথে পোর্টহোলের পাশে থেমে ভিজিএএস ক্যাননের তাণ্ডব দেখে এসেছে।

'কাণ্ডটা কি ওই ক্যানন ঘটাল?' জিজ্ঞেস করল সে। নেফারতিতিকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, '*মঁ দিউ!* ভয়াবহ অস্ত্র!'

সোহেল ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইঞ্জিন নিউট্রালেই রেখে দিয়েছে, অপারেট করছে শুধু বাউ-থ্রাস্টার। ধীরে ধীরে নাক ঘোরাতে শুরু করেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। উইণ্ডস্ক্রিনের বেশিরভাগ অংশই বুলেট আর শ্র্যাপনেলের আঘাতে গুঁড়ো হয়ে গেছে। যেটুকু ভেঙে পড়েনি, তাও অসংখ্য চিড় ধরে ঘোলা হয়ে গেছে।

রাইফেলের বাট দিয়ে পুরোটাই ভেঙে ফেলল রানা আর পিনোঁ, যাতে ঠিকমত দেখতে পায় সোহেল।

দক্ষ হাতে জাহাজ ঘোরাচ্ছে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। কখনও বাউ-থ্রাস্টার ব্যবহার করছে, আবার কখনও ব্যবহার করছে ইঞ্জিনের রিভার্স থ্রাস্ট। একটু সময় লাগল, তবে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি ঘুরে গেল রোজ। লকের গেট থেকে একশ' গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

'আমি রেডি,' ঘোষণার সুরে বলল সোহেল।

'বেশ, তা হলে শুরু করা যাক,' রানা বলল। 'মেজর পিনোঁ, লুভান আর ফারহাতকে জানিয়ে দিন, আমরা রওনা হচ্ছি।'

'ঠিক আছে।'

'হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। আপনারা শুরু করতে পারেন।'

থ্রটল পুরোপুরি সামনে ঠেলে দিল সোহেল। পায়ের তলায় কাঁপুনি অনুভব করল। ছুটতে শুরু করেছে জাহাজ। লকের চেম্বার এখনও পানিতে ভরা, ইংল্যাণ্ডার রোজ বেরিয়ে আসার পর বন্ধ করা হয়নি আপার ডোর। আধ মাইল দূরের লোয়ার ডোর বন্ধ। ফলে চেম্বারটাকে দেখাচ্ছে একটা তিনদিক-বন্ধ চৌবাচ্চার মত। তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। পানির লেভেল থেকে কয়েক ফুট উঁচু হয়ে থাকা লোয়ার ডোরের ডগা দেখতে পাচ্ছে ও। স্টিলের তৈরি ডোরদুটো সাত ফুট পুরু, পঁয়ষট্টি ফুট চওড়া; একেকটার ওজন প্রায় সাতশ' টন। ভীমদর্শন এই দরজাই লেক গাটুনের কয়েক বিলিয়ন টন পানিকে ঠেকিয়ে রাখছে ওপাশের মিরাফ্লোরেস লেক ভাসিয়ে নিয়ে যেতে।

লোয়ার চেম্বার থেকে ত্রিশ ফুট উঁচুতে ভাসছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। ফলে ওপাশে অপেক্ষমান একটা জাহাজের ফানেল আর সুপারস্ট্রাকচার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সোহেল—লকে ঢোকার চেষ্টা করছে ওটা। মুখোমুখি সংঘর্ষের ভয় পেল না ও। পানির

তোড়ে ভেসে যাবে জাহাজটা। মুচকি এক টুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'ফায়ারিং নাউ!' রেডিওতে ভেসে এল ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসারের কণ্ঠ।

তাড়াতাড়ি বিনকিউলার তুলে চোখে ঠেকাল রানা। সবকিছু স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। পাশের চেম্বারে ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে একটা ফ্রেইটার, গেইলার্ড কাটের লেভেলে উঠিয়ে আনা হচ্ছে ওটাকে। দূরে, মিরাফ্লোরেস লেকের বুক চিরে এগিয়ে আসছে আরও কয়েকটা জাহাজ। অস্বাভাবিকতা বলতে বেশ কিছু ওয়ার্কার আর গার্ড এসে দাঁড়িয়েছে লকের এই প্রান্তে—গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের আওয়াজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তারা, বুঝতে চাইছে কী ঘটেছে। সন্দেহ নেই, ইংল্যাণ্ডার রোজকে ঘুরতে দেখে চমকে গেছে।

রেডিওতে শোনা যাচ্ছে কাউন্টডাউন, 'চার, তিন, দুই, এক...'

বিনকিউলারের উপর শক্ত হলো রানার মুঠো। পরক্ষণে শুরু হলো তাণ্ডব।

প্রথম শেলটা আঘাত হানল লকের লাগোয়া একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসে। টিনের ছাত ফুটো করে ভিতরে ঢুকে গেল, ঘটল বিস্ফোরণ। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল ওয়ার্কার আর গার্ডরা। পরের শেলগুলো নেমে এল নির্ধারিত টার্গেটে, প্রবল বর্ষণের মত ভাসিয়ে দিল লোয়ার ডোরের পাল্লাদুটোকে। ওগুলো যথেষ্ট মজবুত, কিন্তু নেভাল বম্বার্ডমেণ্ট সহ্য করবার মত করে তৈরি করা হয়নি। ধাতব ককানিতে ভরে গেল চতুর্দিক। বিস্ফোরণের সঙ্গে আতশবাজির মত ছিটকাতে থাকল শ্র্যাপনেল। অল্প সময়ের মধ্যেই গোড়া থেকে উপড়ে এল একটা পাল্লা, তলিয়ে গেল পানিতে। দ্বিতীয় পাল্লাটা আরও কিছুক্ষণ যুঝল;

গোড়া থেকে ছুটল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে ঝুলে পড়ল ভাঙাচোরা কবজায় ভর দিয়ে।

তবে এতেই গেইলার্ড কাট থেকে মিরাফ্লোরেস লেকে পানির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হলো না। প্রতিটা চেম্বারে দুই সেট করে ডোর রেখেছে ক্যানালের নির্মাতারা, যাতে দুর্ঘটনায় জাহাজের গুঁতোয় এক সেট ভেঙে গেলেও পানিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে আরেকটা সেট। বিধ্বস্ত প্রথম সেটের কয়েক ফুট পিছনে রয়েছে দ্বিতীয় সেট, সেগুলো এখন ঠেকিয়ে রাখছে কয়েক বিলিয়ন টন পানির প্রেশার। মড়মড় আওয়াজ করছে।

বিপুল বেগে লকের ভিতরে ঢুকে পড়ল ইংল্যাণ্ডার রোজ. এক মিনিট লাগবে দ্বিতীয় সেটের গেটে পৌঁছুতে। গোলার ভয়ে দু'পাশে পাগলের মত ছোটাছুটি করছিল ওয়ার্কার আর নাকামুরার ভাড়াটে সৈনিকরা... অনেকেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জাহাজটাকে দেখে। পানামা ক্যানালের ইতিহাসে আর কোনও জাহাজ এমন ভয়ানক গতিতে লক পেরোয়নি। দেখে মনে হলো পুরনো জাহাজটার স্কিপার আত্মহত্যা করতে চাইছে, অনড় গেটের গায়ে আছড়ে পড়ে সাঙ্গ করতে চাইছে ভবলীলা। ওদের সন্দেহ অমূলক নয়। বিলিয়ন টন পানির প্রেশার সইতে পারে যে-গেট, সেখানে পূর্ণ গতিতে সংঘর্ষ ঘটলে স্রেফ ছাতু হয়ে যাবে ইংল্যাণ্ডার রোজের প্রাচীন খোল।

পাগলের মত হেসে উঠল সোহেল... কাজটা প্রয়োজনের তাগিদে করছে, যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছুতে চাইছে মিরাফ্লোরেস লেকে... কিন্তু তারপরেও রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার শিহরণ এড়াতে পারছে না ও। হাত তুলে কেইবল টানল। ঝড়বাদল আর বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজ ছাপিয়ে প্রলম্বিত চিৎকার করল জাহাজের হর্ন। যে যা পারে খামচে ধরল রানা, নেফারতিতি, পিনোঁ আর অঁবিন—সংঘর্ষ এড়ানো যাবে কি না

নিশ্চিত নয়।

'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠল নেফি। আর মাত্র দুইশ' গজ দূরে অটল দরজা... পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

আর তখুনি ভিজিএএস ক্যাননের দ্বিতীয় পশলা শেল বৃষ্টির মত নেমে এল। এবার আরও নিখুঁত নিশানা করা হয়েছে—পাল্লার গায়ে নয়, দু'পাশের কবজা লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে শেল। মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হলো কংক্রিট আর দরজার সংযোগস্থল। ভিত দুর্বল হয়ে যেতেই পাল্লাদুটো পরাস্ত হলো প্রবল চাপের মুখে। কয়েক মাইল দীর্ঘ, ত্রিশ ফুট উঁচু পানির কলাম অনেকক্ষণ থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল ওগুলোকে... এবার গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

লক এখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত—দু'পাশের পানির লেভেলে ত্রিশ ফুট পার্থক্য। ভয়াল আক্রোশে সে-পার্থক্য পূরণ করতে চাইছে প্রকৃতি, লকের সংকীর্ণ জলপথের মাঝ দিয়ে প্রমত্তা নদীর মত ভীষণ বেগে ছুটে চলেছে পানি। পিছন থেকে যেন ভয়ানক এক ধাক্কা দেয়া হয়েছে, এমনভাবে বেড়ে গেল ইংল্যাণ্ডার রোজের গতি। হাই স্পিড ইলেকট্রিক ট্রেইনের মত ছুট লাগাল, দু'পাশের দৃশ্য ঘোলা হয়ে এসেছে। চোখের পলকে পেরিয়ে এল চেম্বারের শেষটুকু, এণ্ট্রান্স পেরিয়ে লাফ দিল ত্রিশ ফুট উপর থেকে!

চিৎকার করে উঠল আরোহীরা। কিন্তু সেই চিৎকার থামবার আগেই ধড়াস করে মিরাফ্লোরেস লেকের বুকে আছড়ে পড়ল রোজ। ঝাঁকুনিতে ব্রিজের ভিতরে ছিটকে পড়ল রানা ও তার সঙ্গীরা।

লকের মুখে থাকা জাহাজটা পানির তোড়ে ভেসে গেছে একপাশে, আটকে গেছে অগভীর তীরের মাটিতে। ফলে সামনেটা ফাঁকা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবারও হুইল

ধরল সোহেল, বাজাল হর্ন। আটকা পড়া জাহাজটাকে পেরিয়ে আসার পর কমল পানির তোড়, ফলে রোজের মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলো ওর পক্ষে। তাই বলে স্পিড কমাল না, যেভাবে ছুটছিল সেভাবেই ছুটতে থাকল। জাহাজের প্রাচীন ইঞ্জিনদুটোকে নিংড়ে বের করে নিচ্ছে সমস্ত শক্তি। কারণ ওদের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

পেদ্রো মিগুয়েল থেকে মোটামুটি একটা সরলরেখা ধরে পৌঁছুনো যায় মিরাফ্লোরেস লকে। লেইনটা বড় বড় জাহাজকে পথ করে দেবার জন্য যথেষ্ট গভীর, কিন্তু লেইনের বাইরে গেলেই তলা আটকে যাবে ইংল্যাণ্ডার রোজের। সমস্যা হলো, লেইনে রয়েছে পাঁচটা জাহাজ—এর মধ্যে একটা হলো বিশাল আকারের লাক্সারি লাইনার *রাইল্যাণ্ডার সি*। এই পাঁচ-পাঁচটা জাহাজকে পাশ কাটিয়ে মিরাফ্লোরেস লকে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে, নয়তো এখানেই বিস্ফোরণ ঘটে মারা যাবে কয়েক হাজার মানুষ।

জাহাজগুলোর চেয়েও বড় সমস্যা হলো মিরাফ্লোরেস লকটা। পেদ্রো মিগুয়েলের চেয়ে বড়, ডাবল চেম্বারের লক ওটা—তারমানে হাজার ফুট দীর্ঘ দু'-দুটো ধাপ রয়েছে ওখানে... দুটো দরজা ভেঙে পার হতে হবে ওগুলো। প্রবল স্রোতের মাঝ দিয়ে দীর্ঘ ওই দূরত্ব পার হতে হবে ওদেরকে, জাহাজের নিয়ন্ত্রণ হারানো চলবে না। যদি কোনও কারণে লকের মাঝে নাক ঘুরে যায়, গোঁজের মত আটকে যাবে রোজ চিরতরে। ওখানেই ঘটবে বিস্ফোরণ।

রেডিওতে ফারহাত আর লুভানের খবর নিল পিনোঁ। ঝাঁকুনিতে তেমন অসুবিধে হয়নি ওদের, বোমাও হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত। নিশ্চিত হয়ে রানাকে রিপোর্ট দিল।

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আর কারও কোনও সমস্যা?'

'আপনার বন্ধু হাসিটা থামালে খুশি হতাম,' গোমড়ামুখে বলল অঁবিন।

সত্যিই ব্যাপারটা উপভোগ করছে সোহেল। হাসতে হাসতে রেসিংকারের মত চালাচ্ছে জাহাজ, আঁকাবাঁকা পথে পেরিয়ে যাচ্ছে মিরাফ্লোরেস লেকে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য জাহাজগুলোকে। ক্ষণে ক্ষণে বাজাচ্ছে হর্ন। একটা সিগারেটও ধরিয়েছে। এক চোখ টিপে বলল, 'যা-ই বলিস, এর তুলনায় রোলারকোস্টারের রাইড কিচ্ছু না।'

'আপনি পাগল!' অভিযোগের সুরে বলল অঁবিন।

'নেফি, তুমি ঠিক আছ?'

বুড়ো আঙুল তুলে ইতিবাচক সঙ্কেত দিল নেফারতিতি। 'সামনে যেটা অপেক্ষা করছে, সেটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছি।'

আটত্রিশ মিনিট বাকি বোমা বিস্ফোরণের—ঘড়ি দেখল রানা। পানির ধাক্কা এখন আর অনুভব করছে না জাহাজ, ছুটে চলেছে নিজস্ব গতিতে। ডেক আর বাল্কহেডের কাঁপুনি থেকে বোঝা যাচ্ছে, তীব্র অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে পুরনো ইঞ্জিনদুটো।

রেডিওতে ডাকল রানা। 'মার্কোস, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, মি. রানা।'

'কোথায় আপনারা?'

'শিপ থেকে নেমে পড়েছি। সরে যাচ্ছি এখান থেকে। ক্যানালে স্রোত দেখতে পেলাম, তারমানে লকের গেট ভেঙে দিয়েছেন আপনারা। যদি দ্রুত ওটা বন্ধ করতে না পারেন, মিরাফ্লোরেস লেক উপচে চারদিক ভেসে যাবে পানিতে।'

'আমার হিসাব বলছে, রবার্ট টি. চেঞ্জ বিস্ফোরিত হলে অস্থায়ী একটা বাঁধের সৃষ্টি হবে। পানি আর অবাধে বইতে

পারবে না তখন। এদিকে বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকবে না।'

'হিসাব! কীসের হিসাব?'

একটু হাসল রানা। 'আমার ওপর আস্থা রাখুন। বাঁধের এপারের পানি মিরাফ্লোরেস লেকে চলে আসবে, কিন্তু লেক গাটুন খালি হবে না।'

'প্রার্থনা করি যেন তা-ই হয়।'

'আমরাও সেই প্রার্থনাই করছি। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছুনোর পর জানাবেন। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

পাগলা ড্রাইভারের মত ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে সোহেল। শিপিং লেইনের জাহাজগুলো পড়িমরি ভঙ্গিতে সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে ইংল্যাণ্ডার রোজকে। কোনোটা চরায় আটকা পড়ছে কি না কে জানে; কিন্তু একেকটাকে পেরুচ্ছে, আর স্বস্তির একেকটা নিঃশ্বাস ফেলছে রানা।

রাইল্যাণ্ডার সি-র কাছাকাছি পৌঁছুলে লুভান আর ফারহাতকে ডিজআর্মিঙের কাজ বন্ধ করতে বলল রানা। চায় না হঠাৎ কোনও ভুলে বিস্ফোরণ ঘটুক, তাতে রেলিঙের কাছে ভিড় করে থাকা লাক্সারি লাইনারের কয়েক হাজার আরোহী মারা যাবে। ইংল্যাণ্ডার রোজের রেডিও নষ্ট করে রেখেছে অরিজিনাল ক্রু-রা, ফলে রাইল্যাণ্ডারকে সতর্ক করে দেবার কোনও উপায় নেই। ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়ে ও শুধু তাকিয়ে রইল বিশাল জাহাজটার দিকে। যাত্রীরা বেশ মজা পাচ্ছে ওদের কর্মকাণ্ডে। হাত নাড়ছে ওদের উদ্দেশে।

'ওরা যদি জানত!' পাশ থেকে বলে উঠল নেফারতিতি।

'না জানলেই ভাল,' সংক্ষেপে বলল রানা। রেডিওর বোতাম টিপে যোগাযোগ করল ক্যাম্পবেলের সঙ্গে। 'হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। ওভার।'

'গো অ্যাহেড, অ্যাঞ্জেল।'

'পরের লকের জন্য আপনারা তৈরি?'

'টার্গেট লক করে বসে আছি। আপনারা বললেই বাঁয়ের লেইনটা ক্লিয়ার করে দেব।'

সোহেলের উদ্দেশে চেঁচাল রানা। 'আমরা কাছে যাবার পর ফায়ার করতে বলব? গতবারের মত?'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'না। একটু আগেই করুক। আমরা মোটামুটি পাঁচশ' গজে পৌঁছুলে। তাতে পানির স্রোত একটু শিথিল হবার সময় পাবে।'

কথাটা ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসারকে জানিয়ে দিল রানা।

রাইল্যাণ্ডার সি-কে একশ' গজ পিছনে ফেলার পর লুভান আর ফারহাতকে আবার কাজে নামতে বলল পিনোঁ। পরিস্থিতি এখনও অনুকূল নয়—আটশ' ফুট লম্বা একটা ট্যাঙ্কারকে অতিক্রম করছে ইংল্যাণ্ডার রোজ, ফিউয়েলে ভরপুর; বিস্ফোরণ ঘটলে ওটাও উড়ে যাবে। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

মিরাফ্লোরেস লকের আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল জাহাজ। কাউন্টডাউনের টাইমারে সময় এখন একুশ মিনিট। প্রশংসনীয় কাজ দেখিয়েছে সোহেল, সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে সর্বোচ্চ গতিতে রোজকে নিয়ে এসেছে এতদূর; স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এর প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগার কথা লেক পাড়ি দিতে।

পোর্ট সাইডে উদয় হয়েছে একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ, ওটার সাহায্যে লেকের ফ্লাডিং নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পেদ্রো মিগুয়েল লক ভেঙে যাওয়ায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েক ফুট উঁচু হয়ে গেছে পানির লেভেল। বাঁধের উপর দিয়ে উপচে পড়ছে পানি। দৃষ্টি ঘুরিয়ে মিরাফ্লোরেস লকের দিকে তাকাল রানা। পেদ্রো

মিগুয়েলের মতই ওখানে দুটো লেন রয়েছে। দু'পাশের চেম্বারকে ভাগ করেছে কংক্রিটের সি-ওয়াল। সেখানে ছোটাছুটি করছে কয়েকজন মানুষ। আতঙ্কিত ওয়ার্কার, নাকি আর কেউ? বৃষ্টির কারণে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। বিনকিউলার তুলে ফোকাস করল ও। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল।

সি-ওয়ালের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে একজন ইউনিফর্ম পরা সৈনিক, তার কাঁধে লম্বা এক টিউব—এদিকে তাক করা। একটা হ্যাণ্ডহেল্ড লঞ্চার! আগুন ঝলসে উঠল ওটার মুখে। বেরিয়ে এল ধূসর একটা আকৃতি। পিছনে কালো ধোঁয়ার রেখা তৈরি করে ছুটে আসছে ইংল্যাণ্ডার রোজকে লক্ষ্য করে।

'রকেট!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

উনিশ

কোবায়াশি পোর্ট ফ্যাসিলিটি, বালবোয়া।

দুঃসংবাদটা নাকামুরার কাছে পৌঁছুল ধাপে ধাপে... অসংলগ্নভাবে। টুকরো রিপোর্টগুলো যতই জোড়া লাগল, ততই হয়ে উঠল অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য।

সকাল আটটায় পোর্টে এসেছে জাপানি টাইকুন, পরের দু'ঘণ্টা অফিসে কাটিয়েছে তুমুল উত্তেজনায়। অপেক্ষা করেছে মাহেন্দ্রক্ষণের। দশটা বাজতেই আর তর সয়নি, রেইনকোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে অফিস থেকে। বৃষ্টির মাঝে

অস্থিরভাবে হাঁটতে শুরু করেছে ড্রাই ডকের দিকে। ঝোড়ো আবহাওয়াটা বড়ই ভাল লাগছিল, পানামা তথা আমেরিকার ভাগ্যে যে-দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসতে চলেছে, এই ঝড় যেন তারই পূর্বাভাস। চারদিকে তাকিয়ে মন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল—সবই তার মনমত অবস্থায় রয়েছে। পানামা উপসাগর থেকে রওনা হয়ে গেছে জেমিনি, যথাসময়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বন্ধ করে দেবে পানামা ক্যানাল। ড্রাই ডকে মিসাইল নিয়ে অপেক্ষা করছে করভান্ড, সেগুলোকে আনলোড করবার জন্য ক্রেইন তৈরি; লঞ্চার-ট্রাকগুলোও ওয়্যারহাউসে তৈরি হয়ে আছে ভয়াল ক্ষেপণাস্ত্রগুলো পিঠে নিয়ে লঞ্চিং এরিয়ায় যাবার জন্য। সব ঠিকঠাকমত এগোলে আজই মিসাইলগুলো লঞ্চ করবে সে আমেরিকার প্রধান আটটি শহরকে লক্ষ্য করে। মাসুদ রানা, ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড, কারমেন কপোলা বা রহস্যময় সৈন্যদল... কাউকে নিয়েই এখন আর মাথা ঘামাচ্ছে না। তার চোখে এরা সবাই এখন গৌণ সমস্যা। আমেরিকাকে পদানত করবার পরে... যখন পানামা তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাবে... খুঁজে খুঁজে এদেরকে খতম করবে সে।

ড্রাই ডকের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বুক পকেটে বেজে উঠল সেলফোন। টিনের একটা ছাউনির তলায় ঢুকে কল রিসিভ করল নাকামুরা। টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটার ক্রমাগত আওয়াজে কান ঝালাপালা, কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল ওপাশের মানুষটার গলা চিনতে।

'স্যর, সার্জেন্ট সাতো বলছি।'

'কে?'

'সাতো, স্যর।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যর। ইংল্যাণ্ডার রোজের

ক্যাপ্টেন জানাল...'

'কোড নেম ব্যবহার করো, গাধা কোথাকার!' ধমকে উঠল নাকামুরা।

'অ্যাঁ? ও হ্যাঁ... জেমিনি টু, স্যর। ওর জাহাজে নাকি গোলাগুলি শুরু হয়েছে। পুরো রিপোর্ট দিতে পারেনি, হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে। ডাকাডাকি করে আর সাড়া পাচ্ছি না।'

চমকে গেল নাকামুরা। 'গোলাগুলি মানে? কে করছে গোলাগুলি?'

'নো আইডিয়া, স্যর।'

'জাহাজটা এখন কোথায়?'

'লক থেকে বেরিয়ে গেছে। গেইলার্ড কাটের দিকে কিছুদূর এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে।'

'দাঁড়াবার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, জেমিনি ওয়ানের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করবার জন্য। কিন্তু সেটা অনেক আগেই হয়ে গেছে। এখন যে আবার কেন দাঁড়াল... জাস্ট আ মিনিট, স্যর। আরেকটা রিপোর্ট পাচ্ছি। একটু পরে আবার ফোন করছি আপনাকে।'

লাইন কেটে গেল। থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল নাকামুরা। মাথায় ভর করেছে দুশ্চিন্তা। মানে কী ব্যাপারটার? ইংল্যাণ্ডার রোজে গোলাগুলি হবে কেন? ওটাকে যে ব্যবহার করছে সে, সেটাই তো জানার কথা নয় কারও।

কয়েক মিনিট পর আবার বেজে উঠল সেলফোন। রিং হওয়ামাত্র রিসিভ করল জাপানি টাইকুন। 'বলো।'

'জেমিনি ওয়ানের ক্যাপ্টেনের রিপোর্ট পেয়েছি, স্যর,' বলল সাতো। 'সমস্যা দেখা দিয়েছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে নিয়ে। গেইলার্ড কাটের তীরে আটকা পড়েছে ওটা, তবে নির্ধারিত পজিশনে নয়। আর ইয়ে... ওটার তলায় পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে

আমাদের সাবমারসিবল।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল নাকামুরা। 'কীভাবে ঘটল? দুর্ঘটনা?'

'জেমিনি ওয়ান বলতে পারছে না। সাবমারসিবল ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ঘাবড়ে গেছে ক্যাপ্টেন। এখন লাইফবোটে চড়ে জাহাজ ছাড়তে হচ্ছে তার ক্রু-কে।'

'চেঞ্জকে ডিটোনেশনের পজিশনে নিতে পেরেছে তো?' উত্তেজনায় কোডনেমের ব্যাপারে নিজের বানানো নিয়মই ভঙ্গ করে বসেছে নাকামুরা।

'পুরোপুরি না হলেও বেশ কাছাকাছি। এর বেশি নাকি এগোতে পারেনি ক্যাস্তোরেলির কারণে। তা ছাড়া হাতে সময়ও রাখতে হচ্ছে তাকে। সাবমারসিবল না থাকায় ডাঙায় নেমে পায়ে হেঁটে গ্যামবোয়ায় পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।'

'জেমিনি টু-র কী খবর?'

'এখনও আগের মতই বসে আছে। আমি একটা পাইলট বোটে কয়েকজন লোক পাঠাচ্ছি ব্যাপার কী দেখে আসার জন্যে। রিপোর্ট করবার মত কিছু পেলে আপনাকে জানাব।'

'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষায় রইলাম।'

ফোন পকেটে ভরে রেখে মুখ মুছল নাকামুরা। চেষ্টা করল মনের দুশ্চিন্তা চাপা দিয়ে চেহারা স্বাভাবিক করে তুলতে, যাতে করভাল্ডের ক্যাপ্টেন ওকোচা কিছু আঁচ করতে না পারে। লোকটা তক্কে তক্কে আছে কোনও গোলমাল দেখলেই পিঠটান দেবার জন্য। তাকে সেই সুযোগ দেয়া যাবে না।

ছাউনি থেকে বেরিয়ে লম্বা কদম ফেলে দ্রুত ড্রাই ডকে পৌঁছুল জাপানি টাইকুন। গ্যাংপ্লাঙ্ক ধরে উঠে এল করভাল্ডের ডেকে। তাকে অভ্যর্থনা জানাল ক্যাপ্টেন ওকোচা। ইরি আর হারুকিও আছে তার সঙ্গে।

'গুড মর্নিং, ক্যাপ্টেন,' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ওকোচার সঙ্গে

করমর্দন করল নাকামুরা। 'আশা করি এখন আপনি সন্তুষ্ট? আনলোডিং শুরু করতে পারি?'

'এগারোটায়, মি. নাকামুরা,' মুখের হাসি ধরে রেখে বলল ওকোচা।

বুকের ভিতর ফেনিয়ে ওঠা ক্রোধকে বহু কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল নাকামুরা। মিসাইলগুলো হাতের মুঠোয় আসুক, তারপর একে শায়েস্তা করবে সে। মুখে বলল, 'বুঝতে পারছি কেন আপনাকে নির্বাচন করেছেন জেনারেল। আপনার আনুগত্য প্রশ্নাতীত।'

'আনুগত্য... এবং প্রাণের মায়া,' শুকনো গলায় বলল ওকোচা। 'জেনারেল বড় শক্ত মানুষ, হুকুমের নড়চড় পছন্দ করেন না।' ঘড়ি দেখল। 'এখনও তো বেশ কিছুটা সময় বাকি আছে। চলুন না আমার কেবিনে। চা খাওয়াব আপনাকে।'

'আমি চা খেতে আসিনি,' বিরক্ত গলায় বলল নাকামুরা।

'চাইলে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন,' পিত্তি জ্বালানো সুরে বলল ওকোচা, 'কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না। চলুন, চলুন... চা না খেলে উইস্কিও খাওয়াতে পারি।'

কড়া কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে নিরস্ত করল নাকামুরা। ঝামেলা পাকিয়ে লাভ নেই, তারচেয়ে অপেক্ষা করা যাক। মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাপ্টেনকে ইশারা করল। পথ দেখিয়ে তাকে কেবিনে নিয়ে গেল সে। কয়েক মিনিট পর উর্দি পরা এক স্টিউয়ার্ড এসে চা পরিবেশন করল। নিঃশব্দে কাপে চুমুক দিল নাকামুরা; আড়চোখে লক্ষ করল, একবারের জন্যও তার উপর থেকে দৃষ্টি সরছে না ওকোচার। যেন বুঝবার চেষ্টা করছে কিছু। ইরির চোখেও প্রশ্ন দেখল সে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতম সহচরীকে কিছু বলবার উপায় নেই... নেই দুশ্চিন্তা ভাগাভাগি করবার উপায়। আছে স্রেফ অস্বস্তিকর নীরবতা। একমাত্র ক্যাপ্টেন হারুকিকে নির্বিকার দেখাল। যেন কোনও কিছুই স্পর্শ করছে না তাকে।

প্রায় দশ মিনিট এভাবে কেটে যাবার পর আর্তনাদ করে উঠল নাকামুরার সেলফোন। কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কল রিসিভ করলে সন্দেহজনক দেখাবে, তাই ওকোচার সামনে বসেই বাটন চাপল জাপানি টাইকুন। 'ইয়েস?'

'সার্জেন্ট সাতো, স্যর!' ওপাশে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মার্সেনারি বাহিনীর ডেপুটি। 'খারাপ খবর... খুব খারাপ খবর...' হাঁপাচ্ছে সে।

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল নাকামুরার। তাও কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বলল, 'বলো কী খবর?'

'পাইলট বোট ধ্বংস হয়ে গেছে, মারা পড়েছে আমার লোকেরা। রকেটের মত কী যেন হিট করল ওটাকে... ঠিক বুঝতে পারলাম না। জেমিনি টু উল্টো ঘুরে গেছে। জাহাজটা সম্ভবত বেদখল হয়ে গেছে, স্যর!'

চোখেমুখে অন্ধকার দেখল নাকামুরা, কিন্তু সেটা চেহারায় প্রকাশ করবার উপায় নেই। ওকোচা তীক্ষ্ণচোখে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জাপানি টাইকুন। 'আর কিছু?'

'ওহ্, গড! এদিকেই আসছে জাহাজটা। ওরা আবার লকে ঢুকতে চাইছে, স্যর।'

'পারবে?'

'না, স্যর। লোয়ার গেট বন্ধ... বোধহয় গুঁতো মারতে চাইছে।'

'চেষ্টা করুক, কোনও সমস্যা নেই,' একটু আশ্বস্ত হলো নাকামুরা। ইংল্যাণ্ডার রোজের পক্ষে গুঁতো মেরে লকের গেট ভাঙা সম্ভব নয়।

'স্যর!' পরক্ষণে আবার চেঁচিয়ে উঠল সাতো। 'শেল ফায়ার... লকের গেটে শেল মারছে কেউ!'

'কে?' গলার উত্তেজনা আর ঠেকানো সম্ভব হলো না নাকামুরার পক্ষে। সেলফোনের ইয়ারপিসে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে।

'জানি না, স্যর। ইংল্যাণ্ডার রোজ নয়। অন্য কেউ হায়, খোদা... গেট ভেঙে গেছে!' একটু বিরতি 'জাহাজটা আমার সামনে দিয়ে চলে গেল, স্যর। এত জোরে, ব্রিজে কে আছে দেখতে পেলাম না। লক পেরিয়ে মিরাফ্লোরেস লেকে নেমে গেছে ওরা।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল নাকামুরা। আর অভিনয় চালিয়ে যাবার মানে হয় না। বোঝা যাচ্ছে, মস্ত একটা ভজকট হয়ে গেছে কোথাও—সেটা আর ধামাচাপা দেয়া সম্ভব নয়

'কী ঘটেছে, সেটা ঠিকমত বলো, সাতো,' রুক্ষ গলায় বলল সে।

'আর্টিলারি অ্যাসল্ট, স্যর। বৃষ্টির মত শেল ছুঁড়ে ভাঙা হয়েছে লকের গেট, পথ করে দেয়া হয়েছে ইংল্যাণ্ডার রোজকে কারা বা কোত্থেকে ফায়ার করা হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না। জাহাজ এখন মিরাফ্লোরেস লেক পেরুনোর চেষ্টা করছে। বোধহয় ওপাশের লকও পেরিয়ে যেতে চাইছে।'

'ভালমত শোনো আমার কথা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল নাকামুরা। 'ইংল্যাণ্ডার রোজকে লেক পেরুতে দেয়া যাবে না থামাও ওটাকে, দখল করে নাও। টাইমার রিসেট করবার কোড আছে আমার হাতে। জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলে ওটাকে ফের গেইলার্ড কাটে নিয়ে গিয়ে অরিজিনাল প্ল্যান অনুসারে ডিটোনেট করতে পারব। এখনও সেটা সম্ভব।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যর। মিরাফ্লোরেস লকে একটা টিম রেখেছি আমি। এখানকার সবাইকেও ওখানে নিয়ে যেতে পারব জাহাজ পৌঁছুনোর আগে। চিন্তা করবেন না, ওদেরকে থামাবই।'

'না পারলে কী ঘটবে তোমার কপালে, সেটা আশা করি মনে করিয়ে দিতে হবে না?'

'না, স্যর। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'কোনও সমস্যা, মি. নাকামুরা?' নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করল ওকোচা।

ফোন পকেটে রেখে তার দিকে রক্তলাল চোখে তাকাল নাকামুরা। 'না, কিচ্ছু হয়নি।'

'আপনার চেহারা অন্য কথা বলছে।'

খেপে গেল নাকামুরা। 'মুখের লাগাম টানুন। খেলা এখনও শেষ হয়নি।'

'আমার কিন্তু সেটা মনে হচ্ছে না।' পিছন থেকে ভেসে এল নতুন একটা কণ্ঠ।

চমকে উঠে উল্টো ঘুরল জাপানি টাইকুন। দোরগোড়ায় যাকে দেখল, তাকে করভাল্ডে তো দূরের কথা, পানামাতেই আশা করেনি সে। মুখের ভাষা হারাল।

জেনারেল!

নাকামুরার প্রতিক্রিয়া যেন উপভোগ করছেন ভদ্রলোক। দরজা পেরিয়ে কেবিনের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর, মি. নাকামুরা। পাশার ছক উল্টে গেছে... তাই না?'

'রকেট!'

চিৎকার দিয়েই ব্রিজে ঢুকে পড়ল রানা। ফাঁকা উইণ্ডশিল্ড দিয়ে আতঙ্কিত চোখে সবাই তাকিয়ে আছে বাইরে—কালো ধোঁয়ার লেজ তৈরি করে ধূসর ক্ষেপণাস্ত্রটা ছুটে আসছে ওদেরকে লক্ষ্য করে। পোর্টেবল আরপিজি-সেভেন ওটা, মূলত ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। পাঁচ পাউণ্ড বিস্ফোরক ভরা

ওয়ারহেডের কারণে একফুট পুরু আর্মার ভেদ করতে পারে। রেঞ্জ তিনশ' গজ। ঠিকমত লাগলে উড়িয়ে দিতে পারবে গোটা ব্রিজ, ডেকের তলায় পৌঁছুলে জাহাজজুড়ে রাখা সমস্ত এক্সপ্লোসিভেও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আশার বাণী একটাই, তাড়াহুড়োয় রেঞ্জের বাইরে থেকে ছোঁড়া হয়েছে রকেট।

রানার চিৎকার শুনেই বনবন করে হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে সোহেল। এমনিতে নড়তে-চড়তে প্রচুর সময় নেয় জাহাজ, কিন্তু এখন তীব্র গতির কারণে দ্রুত নাক ঘোরাল। একপাশে কাত হয়ে সরে যেতে থাকল রকেটের গতিপথ থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর মাত্র ছ'ইঞ্চির জন্য সুপারস্ট্রাকচারকে মিস করল ওটা, জাহাজের পাশের পানিতে আছড়ে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। ফোয়ারার মত ছিটকে উঠল পানিতে, শকওয়েভে কেঁপে উঠল পুরো জাহাজের কাঠামো।

ব্রিজ উইঙে বেরিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে বাইরে নজর বোলাল রানা। আশ্বস্ত হলো জাহাজের কিছু হয়নি দেখে। ব্রিজের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'নাইস জব, সোহেল।'

'ব্রিজকে টার্গেট করেছিল বলে বেঁচে গেছি,' সোহেল বলল। 'ডেকে মারলে গেছি।'

'মারবে বলে মনে হচ্ছে না,' ওর পাশে ফিরে এল রানা। 'ওরা জাহাজকে থামাতে চাইছে... উড়িয়ে দিতে চাইছে না।'

রেডিও গুঞ্জন করে উঠল। 'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ হেভেন। ড্রোনের ক্যামেরায় রকেট লঞ্চ দেখলাম। আপনারা ঠিক আছেন?'

'আপাতত,' রানা বলল।

'আপনারা চাইলে গেটে ফায়ার করবার আগে লকের দু'পাশে একদফা অ্যাটাক চালাতে পারি। আপনাদের উপর হামলা চালাবার জন্য ট্রুপস জমা হচ্ছে ওখানে।'

'হোল্ড অন।' ব্রিজ থেকে আবার বেরিয়ে এল রানা। বিনকিউলার তুলে ফোকাস করল। ভুল বলেনি ক্যাম্পবেল, ইউনিফর্ম-পরা মার্সেনারিরা জড়ো হচ্ছে লকের কিনারায়। তবে ওরা একা নয়, রয়েছে সাধারণ পোশাক পরা ওয়ার্কাররাও। ইচ্ছেকৃতভাবে নয়, অস্ত্রের মুখে জোর করে আনা হয়েছে তাদেরকে। নিরীহ মানুষগুলোকে মানব-ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে সৈনিকরা!

'থামুন, হেভেন!' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'ওখানে সিভিলিয়ান আছে। ফায়ার করবেন না।'

'সেক্ষেত্রে অবাধে রকেট ছুঁড়বে ওরা।'

লকের চেম্বারগুলো জরিপ করল রানা। শূন্য। আগের জাহাজ বেরুনোর পর নতুন জাহাজ ঢোকেনি, ওপাশে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। 'সাপ্রেসিভ ফায়ার করুন, হেভেন। লকের মাঝখানে... মানে, চেম্বারের পানিতে। গোলাবর্ষণের ভয়ে পিছিয়ে যেতে হবে সবাইকে, রকেট ছোঁড়ার সুযোগ পাবে না।'

'রজার। রিটার্গেটিং নাউ।'

বিনকিউলার দিয়ে সি-ওয়ালে আরেকটা রকেট লঞ্চার উঠে আসতে দেখল রানা। আগের জনকে সরিয়ে তার জায়গা নিল নতুন গানার। নিশানা করল ইংল্যাণ্ডার রোজকে। পরমুহূর্তে নেমে এল ভিজিএএস-এর গোলা। দু'পাশের শূন্য চেম্বারের পানি ছিটকে উঠল ক্রমাগত বিস্ফোরণে—এক ধার থেকে শুরু করে আরেক ধার পর্যন্ত এগিয়ে আসছে। লকের দু'পাশে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে সৈনিকরা। সি-ওয়ালে দাঁড়ানো গানারও স্থির। কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। গোলাবর্ষণ কাছাকাছি চলে এলে কোনোকিছু না ভেবেই ঝাঁপ দিল লকের বাইরে। রকেট লঞ্চার আর মানুষ... দুটোই ডুবে

গেল ফুঁসতে থাকা পানিতে।

'রানা!' ডেকে উঠল সোহেল। 'এবার ডোরগুলোয় ফায়ার করতে বল ওদেরকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হেভেন, চিচিং ফাঁক

'এক্সকিউজ মি?'

হাসল রানা। 'দরজা খুলতে বলছি... আরব্য রজনীর ডায়লগ ধার করলাম।'

ওপাশেও হাসি শোনা গেল কমিউনিকেশন অফিসারের। 'ঠিক আছে, আলীবাবা।'

বিশ সেকেণ্ডের বিরতি পড়ল, তারপরেই নতুন করে শুরু হলো গোলাবর্ষণ। নিখুঁত শট প্রত্যেকটা। স্টিলের ডোর ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে শেল, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হয়ে ক্ষতবিক্ষত করছে পাল্লাকে। একই সঙ্গে আঘাত হানা হচ্ছে ডোরের গোড়ার কবজায়। কংক্রিটের ভিত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আলগা করে ফেলা হচ্ছে পাল্লা। ডজনখানেক আঘাতের পর ধসে পড়ল সেফটি ডোর, বিশ ফুট উঁচু পানির কলাম গিয়ে আছড়ে পড়ল লোয়ার চেম্বারে।

কন্ট্রোল সেণ্টারে কর্তব্যরত অপারেটর লিভার টানল—আপার ডোর বন্ধ করে দিতে চায়। যাতে মিরাফ্লোরেস লেক থেকে পানি ঢুকতে না পারে লকে কিন্তু ততক্ষণে পানির তোড় বেড়ে গেছে। প্রচণ্ড চাপে মড়মড় করে উঠল পাল্লাদুটো।

দ্বিতীয় চেম্বারের ডোরের উপর ততক্ষণে গোলা মারতে শুরু করেছে ভিজিএএস ক্যানন। একের পর এক আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে পাল্লা আর দু'পাশের ভিত। অন্য পাশে চারটা মিউল ইঞ্জিন টেনে আনছিল একটা ফ্রেইটারকে, থমকে দাঁড়াল ধ্বংসযজ্ঞ দেখে। কন্ট্রোল সেণ্টারের অপারেটরও হাল ছেড়ে দিল। গোলার ঘায়ে আপার ডোর ধ্বংস হবার চেয়ে ওগুলো

খুলে দেয়াই ভাল মনে হলো তার কাছে—লড়াই শেষ হলে পানির ঢল ঠেকানো যাবে ওগুলো দিয়ে। উল্টোদিকে লিভার টেনে হাঁ করে খুলে দিল গেট। তুমুল বেগে পানি ঢুকে পড়ল লকে। পিছু পিছু ইংল্যাণ্ডার রোজ

আরও কয়েকটা গোলা পড়ল লোয়ার ডোরের গোড়ায়। বিকট আওয়াজ করে খসে পড়ল পাল্লাদুটো। ওগুলোকে মাড়িয়ে সুনামির মত ঢেউ আছড়ে পড়ল উল্টোদিকের চেম্বারে। লকে ঢুকতে থাকা ফ্রেইটারটা খড়কুটোর মত ভেসে গেল, টান খেয়ে খেলনার মত ট্র্যাক থেকে উড়ে গেল মিউল ইঞ্জিনগুলো; চালক ও তার সহকারীরা আগেই লাফ-ঝাঁপ দিয়ে নেমে গেছে। কেইবল ছিঁড়ে গিয়ে পানিতে তলিয়ে গেল ইঞ্জিনগুলো।

লেইন পরিষ্কার। ফুল স্পিডে লকে ঢুকে পড়ল ইংল্যাণ্ডার রোজ। ইতিমধ্যে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে ছত্রভঙ্গ সৈনিকরা পাগলের মত গুলি ছুঁড়ল ব্রিজ লক্ষ্য করে। যেন নরক ভেঙে পড়ল, দু'পাশ থেকে বৃষ্টির মত ছুটে আসছে তপ্ত বুলেট... তার মাঝ দিয়ে উন্মাদের মত ছুটে চলেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। রানা-সহ সবাই উবু হয়ে বসে পড়েছে মেঝেতে; শুধু সোহেল বসেনি। ব্যাপারটা স্রেফ দুঃসাহস নয়, জাহাজ চালাবার জন্য সোজা হয়ে থাকতে হচ্ছে ওকে। ভাঙা কাঁচ আর বাল্কহেড ফুটো করে ঢোকা বুলেটের আঁচড়ে কয়েকটা অগভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো ওর শরীরে, তাও নির্বিকার রইল। যেন ধৃষ্টতা দেখাবার জন্যই লম্বা করে বাজাল হর্ন, হেসে উঠল হো হো করে।

প্রবল তাণ্ডবে দিশেহারা লাগছে রানার। একবার ভাবল ভুলই করেছে কি না ক্যাম্পবেলকে দু'পাশে গোলা ফেলতে নিষেধ করে—সৈনিকরা খতম হয়ে গেলে এমন বিপদে পড়তে হতো না। কিন্তু আফসোস করে লাভ নেই, যা হবার তা হয়ে গেছে একটু উঁচু হয়ে বাইরে তাকাল। লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে

শত্রুদল, ছুঁড়ছে একের পর এক গুলি। প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে পিছনে ফেলছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। একটা রকেট ছোঁড়া হলো, কিন্তু ধাবমান টার্গেটে লাগল না সেটা। লকের এক পার থেকে আরেক পারে ছুটে গেল, বিস্ফোরিত হলো একটা মেশিন শপে আঘাত হেনে।

প্রথম চেম্বার থেকে যেখানে দ্বিতীয় চেম্বারে পানি পড়ছে জলপ্রপাতের মত, সেখানটা যথেষ্ট গভীর নয়। সীমানায় পৌঁছুতেই খোলের তলায় ঘষা লাগল। ধাতব আওয়াজে রি রি করে উঠল শরীর। এক মুহূর্তের জন্য যেন স্থির রইল জাহাজ, তারপরেই পিছন থেকে স্রোতের তুমুল ধাক্কায় আগে বাড়ল, ঝপাস করে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয় চেম্বারে। নাক দিয়ে পড়ল, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল পানি, যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের সঙ্গে লড়াই করছে। চেম্বারের মেঝের সঙ্গে বাড়ি খেলো তলা, প্রবল ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল পুরো জাহাজ। একটু এগিয়ে ভেসে উঠল ভালমত, স্রোতের মাঝে পড়ে এগোতে শুরু করল টলমল ভঙ্গিমায়। চারপাশে শুধু পানির গর্জন, বাকি সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে।

এতসবের মাঝে রীতিমত খেলা দেখিয়ে চলেছে সোহেল। স্রোতের তাণ্ডবের মাঝে চেম্বারের গায়ে আছড়ে পড়ছে না জাহাজ স্রেফ ওর নিপুণ শিপ-হ্যাণ্ডলিঙের কারণে। থ্রটল কমিয়ে দিয়েছে, হুইল ঘুরিয়ে দক্ষ হাতে নিয়ন্ত্রণ করছে রাডার, রোজকে সিধে করে রেখেছে চরম প্রতিকূলতার মাঝে। ধীরে ধীরে স্রোতের টানে গতি বাড়ল, লোয়ার গেটের দিকে ছুটে চলেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। একটু পরেই জ্যা-মুক্ত তীরের মত বেরিয়ে এল ভাঙা প্রবেশপথের মাঝ দিয়ে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার... বেরিয়ে এসেছে ওরা মিরাফ্লোরেস লক থেকে! আর কয়েক মাইল গেলেই পানামা উপসাগর। স্বাভাবিক

প্যাসেজে দুই লক পেরুতে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা প্রয়োজন, সেখানে পুরো পথ ওরা পাড়ি দিয়ে এসেছে আধঘণ্টারও কম সময়ে! আনন্দে চিৎকার করে উঠল সবাই। সবকিছু ভুলে গিয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরল নেফারতিতি। চুমো খেলো ঠোঁটে।

'এ ভারি অন্যায়,' গোমড়ামুখে বলল সোহেল। 'যা করবার করলাম আমি, অথচ চুমো দেয়া হচ্ছে অপাত্রে!'

হেসে ওর গালে একটা চুমো খেলো নেফারতিতি। 'সন্তুষ্ট?'

'ঠোঁটে পেলে আরও ভাল হতো, কিন্তু কী আর করা! রানা সহ্য করবে না, মারবে।'

লজ্জায় আরক্ত হলো নেফারতিতি। এগিয়ে এসে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিল রানা। ইংরেজিতে বলল, 'দেখালি বটে!'

'তাই বলে তুই আবার চুমো খেতে চাস নে।' ইংরেজিতেই উত্তর দিল সোহেল।

হেসে উঠল সবাই।

'এবার কী?' জানতে চাইল অঁবিন।

বাইরে নজর বোলাল রানা। মোটামুটি নির্জন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে ওরা। দু'পাশে ঘন জঙ্গল, আবছাভাবে চোখে পড়ছে একটা-দুটো কুঁড়েঘর, তবে ওগুলো বেশ দূরে। লকের মুখে জড়ো হওয়া দুটো জাহাজকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেই বিস্ফোরণের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায় বেশ ভালভাবে। সবচেয়ে ভাল হয় খোলা সাগরে পৌঁছুতে পারলে। কিন্তু অতটা সময় পাওয়া যাবে?

হুইল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সোহেল। চিন্তিত গলায় বলল, 'ঠিকমত সাড়া দিচ্ছে না বুড়িটা। বোধহয় পানি ঢুকছে।'

রেডিও তুলে লুভান আর ফারহাতকে ডাকল পিনোঁ।

'মি. সোহেলের ধারণা ঠিক, স্যর,' জানাল লুভান। 'হোল্ডের তলায় পানি ঢোকার আওয়াজ পাচ্ছি আমরা।'

'সিরিয়াস?'

'তেমনটাই মনে হচ্ছে। জাহাজের নাক যখন বাড়ি খেলো, খোল ফেটে যাওয়ার শব্দ শুনেছি আমরা।'

'টাইমিং ডিভাইসের ব্যাপারে কদ্দূর এগোলে?'

'সিকিউরিটি কোড বাইপাস করতে পারিনি, অগত্যা পুরো কেসিং খোলার চেষ্টা করছি। সেটাও সহজ নয়। প্রতিটা স্ক্রু-র সঙ্গে লাগানো হয়েছে বুবি ট্র্যাপ। যে-ই বানিয়ে থাকুক, চায়নি বোমাটা ডিঅ্যাক্টিভেট করা হোক।'

'কতক্ষণ আছে হাতে?'

'বারো মিনিট নয় সেকেণ্ড। তবে যে-হারে পানি ঢুকছে, তাতে মনে হচ্ছে কাউণ্টডাউন শেষ হবার আগেই ডুবে যাবে জাহাজ।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'টাইমিং ডিভাইসটা কি ওয়াটারপ্রুফ?'

'নেগেটিভ,' জানাল লুভান। 'তবে বলতে পারছি না কী ঘটবে পানি লাগলে। শর্ট সার্কিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিংবা সময়ের আগে ফেটেও যেতে পারে। ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

হতাশ চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকাল রানা। আনন্দ আর উত্তেজনা এখনও থিতিয়ে যায়নি তাদের, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী। খুব ভাল করে বুঝতে পারছে, বাঁচার সম্ভাবনা একেবারেই নেই কারও। এখুনি রওনা হলেও বারো মিনিটে ব্লাস্ট রেডিয়াসের বাইরে যেতে পারবে না ওরা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে।

পরমুহূর্তে মনকে শক্ত করল। কম করেনি ওরা। ব্যর্থ করে দিয়েছে কেনজি নাকামুরার ষড়যন্ত্র। জাহাজকে নির্জন জায়গায় নিয়ে আসায় রক্ষা পাচ্ছে অগণিত মানুষের জীবন। এর বেশি আর কী চাইবার আছে? বাইরে আবারও তাকাল। ঘন জঙ্গলে ঘেরা তীর, বাঁকের ওপাশে বালবোয়া শহর আর কোবায়াশির

পোর্ট ফ্যাসিলিটি। আর এগোনো উচিত হবে না। এখানেই জাহাজ থামানো ভাল।

'সোহেল, তীরের কাছে গিয়ে জাহাজ থামা,' বলল ও। 'মেজর পিনোঁ, ফারহাত আর লুভানকে চলে আসতে বলুন। নীচে আর সময় নষ্ট করবার মানে হয় না।'

রানার চেহারার দিকে তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল সবাই। রেডিওতে দুই সৈনিককে ব্রিজে ফিরে আসতে বলল পিনোঁ। এরপর ফিরল রানার দিকে। 'কোনও আশা নেই, তাই না?'

'চাইলে বোট নিয়ে তীরে নামার চেষ্টা করতে পারেন আপনারা,' রানা বলল। 'বলা যায় না, হয়তো কাভার খুঁজে নিতে পারবেন বিস্ফোরণের আগে।'

কারও তাতে আগ্রহ দেখা গেল না। একসঙ্গে বেঁচেছে ওরা, একসঙ্গে লড়েছে... এখন মরবেও একসঙ্গে।

বিশ

ফ্যালফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত জেনারেলের দিকে তাকিয়ে রইল নাকামুরা। তারপর নিজেকে সামলে বলে উঠল, 'জেনারেল! আপনি কোত্থেকে...

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন জেনারেল। ওকোচার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ক্যাপ্টেন, আপনি ব্রিজে যান। পোর্ট ত্যাগ করবার জন্য তৈরি হোন। সুপারভাইজর তাকাশিকে আমি বলে দিয়েছি; ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলো নিয়ে আসছে ড্রাই ডকে। ওগুলো হোল্ডে তুলে ফেলুন।'

'মানে কী এসবের?' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল নাকামুরা।

ক্যাপ্টেনকে কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে দিলেন জেনারেল। তারপর বললেন, 'লক থেকে একা আপনিই রিপোর্ট পাচ্ছেন না, মি. নাকামুরা। আমিও জানি, ইংল্যাণ্ডার রোজ হাইজ্যাক হয়ে গেছে। কে করেছে, তাও আন্দাজ করতে পারছি। মাসুদ রানা ও তার দল। ওরাই হানা দিয়েছিল এই ফ্যাসিলিটিতে। দারিয়েন প্রভিন্সের এক্সক্যাভেশন সাইটেও নাক গলিয়েছে ওরা; টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনে সবকিছু দেখে এসেছে। ওদেরকে ছোটখাট সমস্যা বলে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন আপনি এতদিন। অথচ কী ঘটল শেষ পর্যন্ত? ওদের কারণেই পুরো প্রজেক্ট লেজেগোবরে হয়ে গেছে। আর এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আপনার একগুঁয়েমি। অস্বীকার করতে পারেন?'

জেনারেলের অগ্নিদৃষ্টির সামনে কাঁচুমাচু হয়ে গেল নাকামুরা। বলল, 'এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। ইংল্যাণ্ডার রোজকে গেইলার্ড কাটে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব...'

'মিথ্যে সান্ত্বনায় আমি আর ভুলছি না, মি. নাকামুরা। আপনার এই প্রজেক্ট শুরু থেকেই বড্ড বেশি উচ্চাভিলাষী ছিল—আমি কখনোই সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু উপরমহল বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আপনাকে সাহায্য করবার। তাঁদের হুকুম অমান্য করতে পারিনি বলে এতদিন চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু এখন সে-পর্ব শেষ হয়েছে।'

'আ... আপনি আমার বিরুদ্ধে ছিলেন?' চোয়াল ঝুলে পড়ল

নাকামুরার। 'তারমানে... তারমানে... সোনার সরবরাহ বন্ধ করবার জন্য আপনিই দায়ী?'

'হ্যাঁ,' অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন জেনারেল। 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আমিই সরকারকে বুঝিয়েছি, দেশের গোল্ড রিজার্ভকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে আপনার মত একটা উন্মাদকে সাহায্য করা ঠিক হবে না। ইউ সি... আপনার উপরে কখনোই আমি আস্থা রাখতে পারিনি। ব্যবসা ভাল বোঝেন আপনি, কিন্তু যুদ্ধকৌশলের কিছুই জানেন না। পানামা দখল আর আমেরিকাকে পদানত করবার জন্য এখানে প্রয়োজন ছিল একজন সমরনায়কের... ভুঁইফোড় কোনও টাইকুনের কম্মো নয় এটা। তাই গোপনে নজর রাখছিলাম আপনার ওপর। দারিয়েন প্রভিন্সের সাইটে গোলমাল দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, আমার ধারণাই ঠিক। তারপরেও সুযোগ দিয়েছি আপনাকে, দেখার চেষ্টা করেছি সমস্যাটাকে আপনি কীভাবে সামাল দেন। শেষ পর্যন্ত সফল হন কি না। নিজ চোখে আপনার অ্যাকশন দেখবার জন্য রয়ে গেছি পানামায়, গত রাতে ছদ্মবেশে এসে উঠেছি এই জাহাজে। সবকিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার পর বলতে দ্বিধা নেই, আমাকে চরমভাবে হতাশ করেছেন আপনি। কারও পরামর্শ শোনার চেষ্টা করেননি, স্বৈরাচারীর মত নিয়েছেন একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত। তারই ফল হিসেবে আজ ভণ্ডুল হয়ে গেছে পুরো প্রজেক্ট।'

জেনারেলের কথা কানে ঢুকছে না নাকামুরার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'আমার উপর গোপনে নজর রেখেছেন আপনি? কীভাবে? কে আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে?'

ইরির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন জেনারেল।

রাগে দু'চোখ জ্বলে উঠল নাকামুরার। 'ইরি! ডাইনি কোথাকার! আমার বিশ্বাসের এই প্রতিদান দিয়েছিস তুই?'

'আমার কিছু করার ছিল না, স্যর,' শীতল গলায় বলল ইরি। 'আপনার ভুলের জন্য আমি কেন ডুবব? প্রজেক্ট ব্যর্থ হলে জেনারেল আমাকে রক্ষা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। দেখতেই পাচ্ছেন, প্রস্তাবটা গ্রহণ করে ভুল করিনি আমি।'

'আর আমি যদি সফল হতাম?'

হাসল ইরি। 'দু'কূল রক্ষা করেছি বলে আপনি আমাকে দোষারোপ করতে পারেন না আমার জায়গায় যে-কেউই করত।'

আচমকা নির্মম সত্যটা উপলব্ধি করল নাকামুরা। 'এই জাহাজে কোনও মিসাইল নেই, তাই না?'

'আছে, তবে ওগুলো ডামি মিসাইল, বললেন জেনারেল। 'এমনকী ক্যাপ্টেন ওকোচাও জানে না সেটা। অবাক হচ্ছেন? যেখানে আপনাকে সোনাই দিচ্ছি না আমরা, সেখানে আটটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল দেব—এমনটা নিশ্চয়ই আশা করেননি?'

'তা হলে কেন এই নাটক? কেন করভান্ডকে নিয়ে এসেছেন এখানে?'

'ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলো রিকভার করবার জন্য টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইন থেকে সোনার দ্বিতীয় চালানটাও আজ ভোরে ফিরিয়ে এনেছি আমি। এই প্রজেক্টের সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্টতার এগুলোই শেষ প্রমাণ। সরিয়ে নিলে কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না, আপনার পিছনে আমাদের মদদ ছিল

'আর আমি? আমার কী হবে?'

'এত বড় একটা কেলেঙ্কারির দায় কাউকে না কাউকে তো নিতেই হবে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন আপনি, তাই ন্যায্যভাবেই ওটা আপনার উপর বর্তায়।'

'অসম্ভব! এভাবে পার পেতে দেব না আপনাকে...

আপনাদের কাউকে। আমার সঙ্গে বেঈমানী করে আজ পর্যন্ত পার পায়নি কেউ। আপনারাও পাবেন না।'

'হুমকি দেবার মত পজিশনে আপনি আর নেই, মি. নাকামুরা,' চাঁছাছোলা গলায় বললেন জেনারেল। 'এই প্রজেক্টের সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে গেছে আপনার সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা। কিছুই করতে পারবেন না আপনি।'

'তা-ই? হারুকি, শুট দিস বাস্টার্ড।'

অট্টহাসি করে উঠলেন জেনারেল। 'কাকে হুকুম করছেন? ভাবছেন ও-ও আপনার মত আবেগপ্রবণ উন্মাদ?' হারুকির দিকে তাকালেন। 'ক্যাপ্টেন, তোমার অনেক সুনাম শুনেছি ইরির মুখে। যোগ্য লোকের কদর করতে জানি আমি। যদি আমার দলে যোগ দাও, তা হলে ইরির মত তোমাকেও রক্ষা করব। এখানকার কর্মকাণ্ডের জন্য কোনোদিন শাস্তি পেতে হবে না... বরং অঢেল টাকা-পয়সা পাবে।'

শান্ত গলায় হারুকি প্রশ্ন করল, 'আর আমার লোকেরা? ওদের কী হবে? যারা লকে কিংবা অন্যান্য জায়গায় রয়ে গেছে?'

'ভুলে যাও ওদের কথা। যা খুশি হোক, তোমার কী? ভাড়াটে সৈনিক ওরা... টাকা ছড়ালে অমন লোকের অভাব হয় না।'

'আর এই প্রজেক্টকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছে? ওদের কথাও ভুলে যাব?'

'যুদ্ধ করতে গেলে কি প্রাণহানি হবেই। সেটা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কী!'

আর কিছু বলল না হারুকি মনে হলো যেন মেনে নিয়েছে জেনারেলের কথা

প্রসন্ন হয়ে উঠল জেনারেলের চেহারা। 'গুড ডিসিশান, হারুকি। এবার তোমার পিস্তল বের করে মি. নাকামুরাকে

পাহারা দাও। মাথা গরম হয়ে আছে ওঁর, উল্টোপাল্টা কিছু ঘটিয়ে বসতে পারেন।'

দ্বিরুক্তি না করে পিস্তল বের করল হারুকি। তাক করল জাপানি টাইকুনের দিকে।

'তার মানে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নাকামুরা। 'আপনি আমাকে বন্দি করছেন? কেন? যা চেয়েছেন, তা তো পেয়েই গেছেন। আমাকে যেতে দিন।'

'দুঃখিত, মি. নাকামুরা। এখুনি আপনাকে যেতে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। নাগালের বাইরে গেলেই আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু করবার চেষ্টা করবেন আপনি। রিল্যাক্স, পোর্ট থেকে বেরিয়ে যাবার পর বোটে করে নামিয়ে দেব আপনাকে।'

নিচু গলায় গাল দিয়ে বসল নাকামুরা।

বাইরে ইঞ্জিনের ভারী গর্জন শোনা গেল। এসে গেছে ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলো। বেজে উঠল ইন্টারকম। ওপাশ থেকে ক্যাপ্টেন ওকোচা জানাল, ট্রাকগুলো পৌঁছেছে, জেনারেল। আপনি অনুমতি দিলেই লোডিং শুরু করতে পারি।'

'অবশ্যই। এখুনি শুরু করুন। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজে তোলা চাই। কতক্ষণ লাগবে?'

'ড্রাই ডকের সবক'টা ক্রেইন কাজে লাগাচ্ছি। আশা করি বিশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে।'

'গুড। শুরু করে দিন।'

ইরির সেলফোন বেজে উঠল। কানে ঠেকিয়ে কিছু শুনল ও। তারপর বলল, 'জেনারেল, মিরাফ্লোরেস লক পেরিয়ে এসেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। এদিকেই আসছে।'

অস্থির হলেন না জেনারেল, ঘড়ি দেখে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। ফুল স্পিডে ছুটে এলেও আমাদের কাছে পৌঁছুতে পারবে না। তার আগেই ফাটবে বোমা।'

বাইরে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ড্রাই ডকের চারটা হেভি ক্রেইন। একে একে জেটি থেকে তুলে আনছে ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলোকে। নামিয়ে রাখছে মিডশিপের বিশাল হোল্ডে।

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে ক্যাপ্টেনের কেবিনে। চোখের আগুনে তিন শত্রুকে ভস্ম করে দিতে চাইছে নাকামুরা; কিন্তু মুখ খুলছে না। জেনারেল নীরবে ধূমপান করে চলেছেন, ইরি বিভোর তার নতুন মনিবের অধীনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে, আর হারুকি নিষ্ঠাবান সৈনিকের মত পাহারা দিচ্ছে বন্দিকে। খানিক পর অল্পক্ষণের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল সবাই—যখন দূর থেকে গুমগুম করে ভেসে এল চাপা গর্জন। বজ্রপাত বা প্রাকৃতিক কোনও শব্দ নয়, জেমিনির বিস্ফোরণ।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল নাকামুরার বুক চিরে। ইংল্যাণ্ডার রোজ কোথায়-কী পরিস্থিতিতে বিস্ফোরিত হয়েছে জানার উপায় নেই; তবে মানসচোখে রবার্ট টি. চেঞ্জের ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে পাচ্ছে—ঢল নেমেছে গেইলার্ড কাটের একপাশের পাহাড়ে, অস্থায়ী বাঁধের মত আটকে দিচ্ছে ক্যানালের একাংশ। ইংল্যাণ্ডার রোজ যদি পাশাপাশি থাকত, আর জায়গামত ডুবে যেত মারিও দে ক্যাস্তোরেলি... তা হলে করভাল্ডের ক্যাপ্টেন'স্ কেবিনে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না তাকে। ভবিতব্য নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই তার মনে। মুখে যা-ই বলুক জেনারেল, শেষ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। খুন করা হবে। লাশটা এমনভাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা হবে, যেন মনে হয় বিচার এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করেছে সে। একমাত্র তার মৃত্যুর মাধ্যমেই ধামাচাপা দেয়া সম্ভব পুরো ষড়যন্ত্র, তা ছাড়া বেঁচে থাকলে সে যে প্রতিশোধ নিতে চাইবে—এটাও জেনারেলের অজানা নয়। কাজেই মরতে হবে ওকে।

আরও কিছুটা সময় পেরুল। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ওকোচার আন্দাজকে সঠিক প্রমাণিত করে বিশ মিনিটের মাথায় হোল্ডে ঢুকে গেল শেষ ট্রাকটা। ইন্টারকমে জেনারেলকে কমপ্লিশন রিপোর্ট দিল সে।

'চমৎকার,' বললেন জেনারেল। 'তা হলে রওনা হওয়া যাক।'

'ইয়ে... ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যর। ড্রাই ডকের অপারেটর বেঁকে বসেছে। মি. নাকামুরার অনুমতি ছাড়া নাকি ডকের গেট খোলা যাবে না।'

'ফাজলামি পেয়েছে নাকি?' খেঁকিয়ে উঠলেন জেনারেল। 'ওকে বলুন, দশ সেকেণ্ডের মধ্যে যদি গেট না খোলে, চাবকে ওর পাছার ছাল তুলে নেব আমি।'

বাঁকা এক টুকরো হাসি ফুটল নাকামুরার ঠোঁটের কোণে। 'অযথাই চেঁচামেচি করছেন, জেনারেল। হুমকিতে কাজ হবে না। অপারেটর আমার নিজস্ব লোক। আপনার চেয়ে আমাকে অনেক বেশি ভয় পায় ও। দুনিয়া উল্টে গেলেও গেট খুলে দেবে না।'

রাগী চোখে তার দিকে তাকালেন জেনারেল। অসহায় বোধ করছেন। অপারেটরকে সরিয়ে কাউকে দিয়ে যে গেট খুলিয়ে নেবেন, তা সম্ভব নয়। সেই লোকটা রয়ে যাবে পিছনে। এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'বেশ, তা হলে আপনিই ওকে গেট খুলতে বলবেন হারুকি, ব্রিজে নিয়ে চলো ওঁকে।'

আপত্তি করল না নাকামুরা ছোট্ট কেবিনে নড়াচড়ার জায়গা নেই, কিছু করতে পারছে না। ব্রিজে গেলে একটা সুযোগ মিলতে পারে হারুকির ইশারা পেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন'স্ কেবিন থেকে। এরপর সিঁড়ি ধরে উঠে এল ব্রিজে। পিছু পিছু এল হারুকি, জেনারেল আর ইরি।

'কমিউনিকেশন সেট কোথায়?' ব্রিজে পা রেখেই জিজ্ঞেস

করলেন জেনারেল।

হাত তুলে দেখিয়ে দিল ওকোচা। নাকামুরাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তার হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিলেন জেনারেল। 'কথা বলুন আপনার অপারেটরের সঙ্গে। গেট খুলতে বলুন।'

'কীসের জন্য? আমার ব্যাপারে আপনার পরিকল্পনা কী, তা আমি বুঝিনি ভেবেছেন? কেন অযথা সাহায্য করতে যাব আপনাকে?'

'কারণ কথা না শুনলে এখুনি আপনাকে গুলি করবে হারুকি।'

'সে তো এমনিতেও করবে। স্রেফ আগে বা পরে।'

'তা হলে কী চান আপনি?'

'আমাকে জাহাজ থেকে নেমে যেতে দিন। জেটিতে নেমেই গেট খোলার অনুমতি দেব আমি।'

'অসম্ভব! আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তা হলে এখানেই বসে থাকুন।'

রাগে ফেটে পড়তে গিয়ে নিজেকে সামলালেন জেনারেল। শীতল গলায় বললেন, 'নিজেকে খুব চালাক ভাবছেন, না? ত্যাঁদড় লোককে কীভাবে বশ মানাতে হয়, তা খুব ভালই জানা আছে আমার। হারুকি, ওঁর হাঁটুতে গুলি করো।'

'দাঁড়ান!' বলে উঠল ইরি। বিকৃত উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ। 'আই হ্যাভ আ বেটার আইডিয়া।'

এগিয়ে গিয়ে নাকামুরার বাম হাত ধরল সে। মদির হাসি হাসল, তারপরেই উল্টোদিকে চাপ দিয়ে মট করে ভেঙে দিল কড়ে আঙুল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল নাকামুরা, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। খিলখিল করে হেসে উঠল ইরি।

'কুত্তী!' প্রচণ্ড আক্রোশে বলল জাপানি টাইকুন। 'তোকে খুন করব আমি!'

'কেন, ডার্লিং?' বাঁকা সুরে বলল ইরি। 'ত্রুটিবিচ্যুতির শাস্তির নামে কতশতবার তুমি আমাকে টর্চার করেছ, ভুলে গেছ? তার বিনিময়ে এটুকু তো নিশ্চই তোমার পাওনা!'

'যথেষ্ট হয়েছে,' বললেন জেনারেল। 'মি. নাকামুরা, গেট খুলতে বলুন। নইলে এরচেয়ে বহুগুণ বেশি কষ্ট পেতে হবে আপনাকে মরবার আগে।'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল নাকামুরা। মাইক্রোফোনের বাটন টিপে বলল, 'অপারেটর, দিস ইজ কেনজি নাকামুরা। গেট খুলে দাও। এক্ষুণি!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুঞ্জন ভেসে এল ড্রাই ডকের পিছন দিক থেকে। খুলতে শুরু করেছে গেট। ক্যানালের পানি ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভাসিয়ে তুলছে জাহাজকে। প্রয়োজনীয় গভীরতা পেয়ে যেতেই হেলমস্‌ম্যানের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ওকোচা। রিভার্স থ্রটল দেয়া হলো, খোলে মৃদু কাঁপন তুলে সচল হলো করভাল্ডের ইঞ্জিন। জেটি থেকে দড়ির বাঁধন খুলে দিতেই মন্থর গতিতে পিছাতে শুরু করল, ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রাই ডক থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই আবছাভাবে একটা দুপ দুপ জাতীয় আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই বেড়ে গেল সেটা। চলে এল একেবারে জাহাজের কাছে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন জেনারেল আর ক্যাপ্টেন ওকোচা, হেলিকপ্টারের রোটরের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু করভাল্ডের মাথার উপরে কেন?

এক মুহূর্ত পরেই পাওয়া গেল তার জবাব। হেলিকপ্টার থেকে ভেসে এল লাউডহেইলারে উদাত্ত ঘোষণা, 'করভাল্ড, দিস ইজ ইউনাইটেড স্টেটস নেভি। ইঞ্জিন থামাও, আমরা তোমাদের জাহাজে নামব।'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠলেন জেনারেল।

'এ তো অবৈধ হুকুম!' বোকা বোকা গলায় বলল ওকোচা 'পানামায় আমেরিকান নেভির কোনও জুরিসডিকশন নেই ওদের কথায় জাহাজ থামাতে বাধ্য নই আমি। আমাদের অনুমতি না পেলে ওরা জাহাজেও চড়তে পারবে না।'

'দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ওয়ার্নিং,' আবার বলা হলো লাউডহেইলারে। 'ইঞ্জিন বন্ধ করুন, নয়তো আমরা গায়ের জোরে আপনাদেরকে থামতে বাধ্য করব।'

'মগের মুল্লুক নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল ওকোচা। 'যা খুশি তা-ই করবে?'

ঝট্ করে তার দিকে তাকালেন জেনারেল। 'মগের মুল্লুক নয়, গাধা! জেনেশুনেই এখানে এসেছে ওরা, বুঝতে পারছ না? আমাদেরকে হাতেনাতে ধরতে!'

'ওহ্, গড!' এবার বিপদটা আঁচ করতে পারল নাইজেরিয়ান ক্যাপ্টেন। 'কী করব আমরা?'

'প্রথম কাজ, থামবে না কিছুতেই। হারুকি, ক'জন আছে তোমার সঙ্গে।'

'চারজন। রাতে পাহারা দেবার জন্য এনেছিলাম।'

'ওদেরকে ডেকে পজিশন নিতে বলো...'

জেনারেলের দিকে ঘুরে গেছে হারুকি, মনোযোগ হারিয়েছে নাকামুরার উপর থেকে। ইরির দৃষ্টিও ওদের দিকে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করল জাপানি টাইকুন। আচমকা নড়ে উঠল, দু'হাতের ভীষণ এক ধাক্কায় ইরিকে ঠেলে দিল হারুকির দিকে। দু'জনের কেউই তৈরি ছিল না, পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে তাল হারাল, পড়ে গেল মেঝেতে।

'অ্যাই! হচ্ছে কী!' গর্জে উঠলেন জেনারেল।

কিন্তু তাঁর কথা শোনে কে! ইরিকে ধাক্কা দিয়েই ছুট

লাগিয়েছে নাকামুরা। দরজা খুলে নেমে গেছে ব্রিজ থেকে।

গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল হারুকি। পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে ধাওয়া করতে গেল বন্দিকে, কিন্তু পিছন থেকে তার শার্টের হাতা ধরে টান দিলেন জেনারেল।

'না! তোমাকে এখানে আমার দরকার। ইরি, মি. নাকামুরার ব্যবস্থা নাও।'

'উইথ প্লেজার!' হিংস্র ভঙ্গিতে পোশাকের তলা থেকে নিজের ছোট্ট পিস্তলটা বের করল ইরি। ব্রিজ উইঙের দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'আর তুমি...' হারুকিকে বললেন জেনারেল। 'তোমার লোক নিয়ে ডেকে যাও। হেলিকপ্টার থেকে কেউ নামতে চেষ্টা করলেই গুলি করবে। ক্লিয়ার?'

নড়ল না হারুকি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেনারেলের দিকে।

'কী হলো?' অধৈর্য গলায় বললেন জেনারেল। 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওরা নেমে আসবে তো!'

'আমার লোকদের কিছু বলবার প্রয়োজন নেই,' শান্ত স্বরে বলল হারুকি। 'এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হয়, তা ওরা ভালই জানে। কারণ যাদেরকে আপনি সন্ত্রাসের ভাড়াটে সৈনিক বলেছেন, তারা আসলে দুনিয়ার যোদ্ধা। সারা দুনিয়া চষে আমি রিক্রুট করেছি ওদেরকে, নিজের হাতে ট্রেইনিং দিয়েছি। রাস্তার দু'পয়সা দামের গুণ্ডা নয় এরা, জেনারেল; ওরা আমার সহযোদ্ধা... আমার ভাই! আর ওদেরকেই বিপদের মুখে ফেলে যাবার জন্য আপনি প্ররোচিত করেছেন আমাকে। কেন? কেমনতরো সৈনিক আপনি, জেনারেল, বিপদের মুখে লেজ তুলে পালাতে চান?'

মুখের ভাষা হারালেন জেনারেল তোতলাতে তোতলাতে

বললেন, 'দ্...দেখো, আ...আমাকে ভুল বুঝছ তুমি।'

'উঁহুঁ, ভুল হয়নি আমার আজকের কথাই ধরুন লড়াই শুরু হবার আগেই পালাবার সব আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছেন আপনি। নইলে আলো ফোটার আগেই খনি থেকে সোনার চালান নিয়ে আসতেন না। ডামি মিসাইল ভরতেন না এই জাহাজে। সুপারভাইজর তাকাশিকে স্ট্যাণ্ডবাই করে রাখতেন না ট্রাকগুলো ডকে নিয়ে আসার জন্য। এর সবই করেছেন আপনি আজকের অপারেশন শুরু হবার আগে। কী আর বলব, জেনারেল পদের কলঙ্ক আপনি!'

আঁতে ঘা লাগল জেনারেলের। কড়া গলায় বললেন, 'বড্ড বেশি কথা বলছ তুমি, হারুকি। মুখের লাগাম টানো! ভুলে যেয়ো না, আমি একজন জেনারেল... আর তুমি সামান্য এক ক্যাপ্টেন।'

'বেশ, তা হলে শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দিন...'

কথা শেষ হলো না হারুকির, বাইরে থেকে ভেসে এল গোলাগুলির শব্দ। আতঙ্ক ফুটল ক্যাপ্টেন ওকোচা আর তার হেলমস্‌ম্যানের চেহারায়। প্রাণভয়ে ব্রিজ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল তারা। পিছন থেকে ডাক দিলেন জেনারেল, কিন্তু শুনল না ওরা।

নড়েনি হারুকি। আগের কথার খেই ধরে বলল, 'কীসের জন্য এ-লড়াই, জেনারেল? কার জন্য? কেন উদ্দেশ্যহীন একটা সংঘাতে প্রাণ দিল আমার লোকেরা, বলতে পারেন?'

'তোমার মোটা মাথায় এ-সব ঢুকবে না, হারুকি,' গম্ভীর হয়ে গেলেন জেনারেল। 'তা ছাড়া টাকার জন্য লড়তে এসেছিলে তোমরা। ন্যায়নীতির প্রশ্ন অন্তত তোমার মুখে মানায় না।'

'হ্যাঁ... আমরা মার্সেনারি—আমাদের জন্য টাকা একটা বড় ব্যাপার। তাই বলে যদি ভেবে থাকেন সৈনিকের আদর্শ আমরা

ভুলে গেছি, তা হলে মস্ত ভুল করবেন। একজন সৈনিক কখনও লড়াই শুরু হবার আগেই হার মেনে বসে থাকে না... আর একজন নেতা কখনও তার সৈনিককে কোনও কারণ ছাড়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় না।'

'আমি তোমাদের নেতা নই। এখানে নেতা যদি কেউ থাকে তো সেটা কেনজি নাকামুরা। তোমার লোকের মৃত্যুর জন্য ও দায়ী, আমি নই। ও নিজেই শাস্তির নামে তোমার একাধিক লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।'

'মি. নাকামুরাকে আমি মহাপুরুষ বলছি না। কিন্তু তার একটা আদর্শ ছিল... একটা লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি সে। আমরাও তা পূরণ করবার জন্য জীবনবাজি রেখেছিলাম। কিন্তু বন্ধু সেজে গোপনে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করেছেন আপনি। প্রয়োজনের সময় পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছেন। একে যদি বেঈমানী বলি, বাড়াবাড়ি হবে না নিশ্চয়ই?'

'যা খুশি বলো, আই ডোন্ট কেয়ার,' উদ্ধত গলায় বললেন জেনারেল। 'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, এখানে দাঁড়িয়ে নীতিকথা আউড়ে তুমি স্রেফ সময় নষ্ট করছ। মরে ভূত হয়ে যাওয়া কিছু লোকের জন্য ডেকে আনছ নিজের মরণ। প্রাণের মায়া থাকলে...'

'এখানেই আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য,' তিক্ত একটা হাসি হাসল হারুকি। 'মৃত্যু নয়, ওটা হতে চলেছে আত্মত্যাগ। একজন সৈনিক যেটা আরেকজন সৈনিকের জন্য করে। জেনারেল, আপনি একজন বেঈমান। বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আমাদের সঙ্গে... আমাদের আদর্শের সঙ্গে। আর সেজন্যে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি আমি।'

খিস্তি করে উঠলেন জেনারেল, হাত ঢুকিয়ে দিলেন কোটের

ভিতরে—শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আনবেন। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠল হারুকির পিস্তল। কোটের তলায় হাত গোঁজা অবস্থাতেই কেঁপে উঠলেন জেনারেল। পায়ের শক্তি হারিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন মেঝেতে। এক সেকেণ্ড পরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। শরীরের তলায় তৈরি হতে থাকল একটা রক্তের পুকুর।

চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না, সাপ মারার অনুভূতি হচ্ছে হারুকির পড়ে থাকা দেহটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ব্রিজ থেকে সুপারস্ট্রাকচারের ভিতরে নামার দরজার দিকে। এবার নাকামুরার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে ওকে।

দরজার নবে মাত্র হাত দিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে শোনা গেল ডাক।

'হারুকি! ইউ বাস্টার্ড!'

পাঁই করে ঘুরল হারুকি, জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এখনও মারা যাননি জেনারেল, শরীরের শেষ শক্তিটুকু একত্র করে বের করে এনেছেন পিস্তলটা। তাক করে রেখেছেন ওর দিকে। ও ঘুরে দাঁড়াতেই ট্রিগার চাপলেন। হারুকির বুকের কাছটা দপ করে উঠল। ইউনিফর্মের গায়ে তৈরি হয়েছে একটা ফুটো... ধীরে ধীরে রক্তে ভিজে উঠল ওটার চারপাশ। হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও মেঝেতে।

ঠোঁটের কোণে সন্তুষ্টির ক্ষীণ এক টুকরো হাসি ফুটল জেনারেলের। চোখ মুদলেন তিনি। চিরদিনের জন্য।

একুশ

ইংল্যাণ্ডার রোজের ব্রিজে, মেঝেতে বসে আছে সবাই। রানাকে জড়িয়ে ধরেছে নেফারতিতি, কাঁধে রেখেছে মাথা। পিনোঁ আর অঁবিন নিচু গলায় কী যেন বিড়বিড় করছে, বোধহয় শেষবারের মত প্রার্থনা করছে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে। সোহেল এখনও হুইলে, সিগারেট টানতে টানতে নির্বিকার ভঙ্গিতে জাহাজকে নিয়ে যাচ্ছে তীরের কাছে। ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছে ওরা, প্রতীক্ষা করছে অনিবার্য মৃত্যুর।

রানার কোলের উপর পড়ে আছে রেডিও, ধরেও দেখছে না। ইয়ারপিসটাও খুলে রেখেছে কান থেকে। হঠাৎ ওটার মধ্য থেকে গুঞ্জন ভেসে এল। অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু গুঞ্জনটা বিরতিহীন হতে থাকায় ইয়ারপিস কানে ঠেকাল।

'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ হেভেন। প্লিজ রেসপণ্ড। ওভার।'

ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কথা ভুলেই গিয়েছিল রানা। 'হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। গো অ্যাহেড।'

'কোথায় আপনারা? জবাব দিচ্ছিলেন না কেন?'

'ও কিছু না, একটু ব্যস্ত ছিলাম,' অপ্রিয় প্রসঙ্গটা এড়াবার চেষ্টা করল রানা। 'জরুরি কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। একটা রেসকিউ হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে আপনাদের জন্য। ই.টি.এ. সাত মিনিট।'

আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল রানা। সঙ্গীদেরকে শোনাল খবরটা। আরও চড়া মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখাল ওরা। বয়ে গেল হাসি আর উল্লাসের ঢেউ।

'থ্যাঙ্ক ইউ, হেভেন,' অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলল রানা। 'আপনার নামটাই এখনও জানা হলো না।'

'লেফটেন্যান্ট ন্যান্সি পাওয়েল, মি. রানা।'

'গড ব্লেস ইউ, লেফটেন্যান্ট। আমরা অপেক্ষায় রইলাম। পাইলটকে বলে দিন, আমাদেরকে তুলে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার জন্য মাত্র দু'মিনিট পাবে।'

'বলব, কিচ্ছু ভাববেন না,' ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসারও হাসছে।

লুভান আর ফারহাতের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল পিনোঁ। 'হেলিকপ্টার আসছে সাত মিনিটের মধ্যে।'

'আরও ভাল খবর আছে আমাদের কাছে, স্যর,' বলল ফারহাত। 'টাইমারের কাভার খুলে ফেলেছি আমরা। ভিতরে দেখছি কোনও বুবি ট্র্যাপ নেই। ডিজআর্ম করাটা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।'

'কতক্ষণ?'

'সর্বোচ্চ দু'মিনিট, তার বেশি নয়। সুখবরটা সবাইকে জানিয়ে দিতে পারেন। এই জাহাজ ধ্বংস হচ্ছে না। এখন খালি না ডুবলেই হয়।'

তাড়াতাড়ি রানাকে খবরটা জানাল পিনোঁ।

'ওরা শিয়োর?'

'বম্ব ডিসপোজাল এক্সপার্টরা কখনও নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলে না,' হাসল পিনোঁ। 'তবে সতর্কতা হিসেবে জাহাজকে চরায় নিয়ে ঠেকানোই বোধহয় ভাল। ডুবে গেলে পানির স্পর্শে টাইমারের মেকানিজমে শর্ট সার্কিট হতে পারে।'

'সে-কাজই করছি,' সোহেল বলল। 'মায়া পড়ে গেছে বুড়ি জাহাজটার ওপর। ডুবে যাক সেটা আমিও চাই না।'

নেফারতিতি বলল, 'হেলিকপ্টারকে তা হলে মানা করে দিলেই হয়।'

'না,' রানা মাথা নাড়ল। 'আগে লুভান আর ফারহাত বোমা ডিঅ্যাক্টিভেট করুক। অবশ্য... তারপরেও কপ্টারের প্রয়োজন ফুরাচ্ছে না।'

'কেন?'

'আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। রেফ্রিজারেটর শিপটার কথা ভুলে গেছ? ওটায় রয়েছে আটটা ব্যালাস্টিক মিসাইল—নাকামুরা ও তার রহস্যময় মদদদাতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সন্দেহ নেই, পালাবার চেষ্টা করবে ওরা। হেলিকপ্টারে চেপে আক্রমণ চালাব আমরা, থামাব ওদেরকে।'

'বুঝতে পেরেছি।'

ঠিক দু'মিনিটের মাথায় বোমা নিষ্ক্রিয় হবার কনফার্মেশন পাওয়া গেল ফারহাতের কাছ থেকে। আরও দু'মিনিট পর হোল্ড থেকে ব্রিজে পৌঁছুল ওরা। খুশিতে ওদেরকে জড়িয়ে ধরল পিনোঁ। 'দেখিয়েছ বটে! এখনও সময় হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু এখান থেকে ফিরেই তোমাদের প্রমোশনের জন্য সুপারিশ করব আমি।'

বাকিরাও করমর্দন আর আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাল ওদেরকে।

এবার ক্যাম্পবেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। 'হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। প্ল্যানে একটু রদবদল করতে হবে। ইভ্যাকুয়েশনের প্রয়োজন নেই, বোমা ডিঅ্যাক্টিভেট করেছে আমাদের দুই টিম মেম্বার। তবে কপ্টারকে অন্য একটা কাজে ব্যবহার করতে চাই আমরা, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।'

'শুনে খুশি হলাম, অ্যাঞ্জেল। কী করতে চান কপ্টার নিয়ে?' জানাল রানা।

কমিউনিকেশন অফিসার বলল, 'আমি আমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। তবে মনে হয় না তিনি আপত্তি করবেন।'

'সম্ভব হলে ড্রোনটাকে ওদিকে একটু পাঠান। জাহাজটা কী করছে দেখা দরকার।'

এক মিনিট পরেই আবার যোগাযোগ করল ইউএসএস ক্যাম্পবেল। 'খারাপ খবর, অ্যাঞ্জেল। ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলো লোড করা হচ্ছে করভাল্ডে... মানে ওই রেফ্রিজারেটর শিপে। মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রি রওনা হতে চাইছে ওটা। আমাদের এখান থেকে লোক পাঠাবার সময় নেই। ক্যাপ্টেন আপনাদের প্রস্তাবটাই মেনে নিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। পাইলটকে বলে দিয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঠিক হয়ে গেল, ওর সঙ্গে তিন লিজনেয়ার আর নেফারতিতি যাবে করভাল্ডে। জাহাজ চালানোর জন্য থেকে যেতে হচ্ছে সোহেলকে, অঁবিন থাকবে ওকে সাহায্য করবার জন্য।

সিদ্ধান্তটা সানন্দে মেনে নিল সোহেল। বলল, 'আমার হয়ে নাকামুরার পাছায় দুটো বেশি লাথি মারিস, রানা। ব্যাটার জন্যে যথেষ্ট ভুগেছি।'

'কথা দিলাম,' মুচকি হাসল রানা। সঙ্গীদের নিয়ে নেমে গেল ব্রিজ থেকে। ফরোয়ার্ড ডেকে গিয়ে দাঁড়াল।

কয়েক মিনিট পরেই এসে গেল হেলিকপ্টার। দড়ির মই নামিয়ে দেয়া হলো, সেটা বেয়ে উপরে উঠল সবাই। কপ্টারের পাইলট আর কো-পাইলটের সঙ্গে দ্রুত পরিচয় সেরে

নিল—ইউএস নেভির দুই অফিসার... লে. কমাণ্ডার পিটার্স আর লেফটেন্যান্ট সিগেল। পিছনের প্যাসেঞ্জার কেবিনে সবাই বসে পড়তেই নাক ঘোরাল কপ্টার, এগোতে শুরু করল বালবোয়ার উদ্দেশে।

কিছুদূর এগোতেই দূর থেকে ভেসে এল গুরুগম্ভীর আওয়াজ। বারো মাইল উজানে বিস্ফোরিত হয়েছে সাত হাজার পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ। হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে পিছনে তাকাল রানা। বিস্ফোরণ তো নয়, যেন আগুনের এক ঘূর্ণিঝড়; লকলকে শিখার বিশাল এক কুণ্ডলী উঠে এসেছে আকাশে।

নীচে... মুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল রবার্ট টি. চেঞ্জ—মুছে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। যেন অতিকায় এক হাতের চাপড়ে শূন্যে উঠে গেল মারিও দে ক্যাস্তোরেলি, ছিটকে পড়ল আধমাইল দূরে। খোলের ভাঙাচোরা টুকরো উড়ে গেল আরও দূরে। কোটি কোটি গ্যালন পানি মুহূর্তে বাষ্পীভূত হলো, মিশে গেল বৃষ্টিভেজা বাতাসে। শকওয়েভের ধাক্কা লাগল পাশের পাহাড়ে। চোখের পলকে ধস নামল, থিকথিকে কাদামাটি এসে আছড়ে পড়ল খালের মাঝে।

১৯১৩ সালের ১০ই অক্টোবরে প্রথমবারের মত উন্মুক্ত হয়েছিল গেইলার্ড কাট... আর তার এক শতাব্দী পর, এই প্রথম রুদ্ধ হলো আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ। কাদামাটির ঢল অস্থায়ী বাঁধের মত আটকে দিয়েছে পানামা ক্যানালকে—দু'পাশে এখন উন্মত্ত পানি মাথা কুটে মরছে সেই বাঁধের গায়ে।

এতকিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা, শুধু আগুনের বিশাল কুণ্ডলী দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। অনুভব করছে স্বস্তি। বিস্ফোরণে একদিক থেকে উপকারই হয়েছে। বাঁধ তৈরি হওয়ায় আটলান্টিকের উঁচু পানি এসে আর প্যাসিফিক উপকূলের

নিম্নভূমি প্লাবিত করতে পারবে না। পেদ্রো মিগুয়েল আর মিরাফ্লোরেস লকে একটা করে গেট অক্ষত রেখে এসেছে ওরা, পানির প্রেশার কমে যাওয়ায় সেগুলো বন্ধ করা যাবে এখন। বাঁধের মাটি সরানোর পরেও পানিকে ঠেকিয়ে রাখবে ওগুলো। নির্বিঘ্নে করা যাবে দুই লকের মেরামত কাজ। অল্প কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকবে ক্যানাল, তবে নাকামুরা যতটা চেয়েছিল, ক্ষতি তার থেকে অনেক কম।

উড়ে চলেছে হেলিকপ্টার। বালবোয়া বন্দর পেরিয়ে খানিক পরেই পৌঁছে গেল কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে। নীচে চোখ বুলিয়ে ড্রাই ডক খুঁজে নিল রানা। প্রবেশপথের ডোর খুলে গেছে। ধীরে ধীরে বেরুতে শুরু করেছে করভাল্ড।

'ওখানে নিয়ে চলুন আমাদের,' পাইলটকে বলল ও।

জাহাজ থেকে ত্রিশ গজ দূরে, শূন্যে স্থির হলো হেলিকপ্টার। রানার ইশারা পেয়ে লাউডহেইলারের স্পিকার অন করল লে. কমাণ্ডার পিটার্স। মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে বলল, 'করভাল্ড, দিস ইজ ইউনাইটেড স্টেটস নেভি। ইঞ্জিন থামাও, আমরা তোমাদের জাহাজে নামব।'

কোনও জবাব এল না নীচ থেকে। আগের মতই পিছিয়ে চলেছে জাহাজ।

আবার মুখ খুলল লে. কমাণ্ডার পিটার্স, 'দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ওয়ার্নিং ইঞ্জিন বন্ধ করুন, নয়তো আমরা গায়ের জোরে আপনাদেরকে থামতে বাধ্য করব।'

অবস্থা তথৈবচ।

রানা বলল, 'জাহাজের উপরে যান। আমরা নামব।'

হোভার করে এগোতে শুরু করল হেলিকপ্টার। হঠাৎ ডেকে বেরিয়ে এল চারজন সশস্ত্র সৈনিক, গুলি ছুঁড়ল কপ্টারকে লক্ষ্য করে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল পিটার্স। তার সামনের উইণ্ডশিল্ডে চিড় ধরেছে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে ফেলল মুখ।

এক ঝটকায় এক পাশের দরজা খুলে ফেলল পিনোঁ। রাইফেল বের করে গুলি করল নীচে। তার সঙ্গে যোগ দিল ফারহাত আর লুভান। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল সৈনিকরা। ডেকের উপরের বিভিন্ন ছোটবড় কাঠামোর আড়ালে কাভার নিল। সেখান থেকে চালাল পাল্টা গুলি। ঠক ঠক করে কপ্টারের গায়ে বিঁধল বুলেট।

পিটার্স হেলিকপ্টারকে সরিয়ে নিতে চাইছে, তার উদ্দেশে চেঁচাল রানা, 'সরবেন না! পিনোঁ, গুলি করুন। ওদেরকে কাভার দিন। পিটার্স, ব্রিজের উপরে নিয়ে যান কপ্টার। ওখানে নামব আমরা।'

পালা করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল পিনোঁ, লুভান আর ফারহাত। নীচে বুক চেপে ধরল এক মার্সেনারি, গুলি খেয়েছে। বাকিরা আর মাথা তোলার সাহস পেল না। ব্রিজের দশ ফুট উপরে পৌঁছে গেল হেলিকপ্টার। টান দিয়ে নিজের পাশের দরজা খুলল রানা, লাফ দিল নীচে। ব্রিজের ছাতে দুই পা দিয়ে পড়ল ও, পড়েই একটা গড়ান খেলো। ওর পিছু পিছু লাফ দিল তিন লিজনেয়ার। সিধে হতে হতে দূরে সরে গেল হেলিকপ্টার। নেফারতিতি ভিতরে রয়ে গেছে, ওখান থেকে কাভার দিচ্ছে ওদেরকে।

হামাগুড়ি দিয়ে ছাতের এক প্রান্তে চলে গেল রানা। নীচে উঁকি দিয়ে দেখে নিল কেউ আছে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে নেমে এল ব্রিজ উইঙে। দরজার কাঁচে নাকমুখ ঠেকিয়ে ব্রিজের ভিতরটা দেখল। জীবিত কেউ নেই, পড়ে আছে দুটো দেহ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। একজন অচেনা, অন্যজনকে চিনতে পারল—নাকামুরার মার্সেনারি বাহিনীর প্রধান। এই

লোকটাই অটো-ক্যারিয়ারে বন্দি করেছিল ওকে। নেফারতিতির মুখে লোকটার নীতিজ্ঞানের কথা শুনেছে রানা... শুনেছে কীভাবে তাকে সাহায্য করেছিল এই ক্যাপ্টেন। লোকটাকে শত্রু ভাবতে মন চায়নি আর। কিন্তু তার এ-দশা কেন?

তাড়াতাড়ি ব্রিজে ঢুকল রানা ও তার সঙ্গীরা। নিচু হয়ে পরখ করল পালস। দ্বিতীয়জন মারা গেছে, কিন্তু এখনও টিকে আছে হারুকি। দুর্বলভাবে ফেলছে শ্বাস—প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে। সাবধানে তাকে চিৎ করল রানা। চোখ পিটপিট করল হারুকি, ওকে চিনতে পেরে যেন বিস্ময় ফুটল চোখের তারায়।

'এসব কী করে হলো?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

'প্রতিশোধ নিয়েছি আমি,' ফিসফিসিয়ে বলল হারুকি। 'একটা শয়তান, দু'মুখো সাপকে হত্যা করেছি...'

'কে ও? জেনারেল?'

'হ্যাঁ। একটাই দুঃখ, ওর হাতে মরতে হলো আমাকে। তারচেয়ে আপনার হাতে মরলে সেটা অনেক বেশি গর্বের হতো, মি. রানা। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আপনি... একজন সত্যিকার যোদ্ধা। কপালফেরে বিরোধী শিবিরে ছিলাম আমরা, নইলে আপনাকে আমি বন্ধু হিসেবে পেতে চাইতাম।'

'থাক, আর কথা বলবেন না। আপনার অবস্থা ভাল না।'

'অবস্থা আমি খুব ভাল করেই জানি, মি. রানা,' কথা বলতে খুব কষ্ট হলেও বলে চলেছে হারুকি। 'প্লিজ, আমাকে থামাবেন না। আপনার মত একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যে-কোনও সৈনিকের জন্যই ভাগ্যের ব্যাপার। একটা অনুরোধ রাখবেন? নাকামুরা নামের ওই বেজন্মাটাকে খুঁজে বের করে খতম করুন। আমার ও আমার দলের পরিণতির জন্য এই জেনারেল আর নাকামুরা দায়ী। ও যেন রেহাই না পায়।'

'পাবে না,' কথা দিল রানা। 'কোথায় ও?'

'ভিতরেই কোথাও আছে। একটু আগে এখান থেকে পালাল। যান, দেরি করবেন না।'

'কিন্তু আপনি...

অদ্ভুত এক হাসি ফুটল হারুকির ঠোঁটে। সেই হাসি নিয়েই স্থির হয়ে গেল, পাড়ি জমাল পরপারে। যেন মুক্তি দিয়ে গেল রানাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে রইল রানা। হারুকির কথাগুলো ওর হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। এই প্রথম এক শত্রুর মৃত্যুতে ভারী হয়ে উঠেছে মন। চোখদুটো হয়ে উঠেছে আর্দ্র।

'চলুন, মি. রানা,' বলে উঠল পিনো।

নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ঘুরল তিন লিজনেয়ারের দিকে। বলল, 'হ্যাঁ, চলুন। আপনারা বাইরের ডেকে যান। ওখানে যারা গোলাগুলি করছে, তাদেরকে ট্যাকেল দিন। নাকামুরার দায়িত্ব আমার।'

ছুটতে ছুটতে ইঞ্জিনরুমে এসে ঢুকেছে নাকামুরা। পিছু পিছু ইরি। ওখানে কাজ করছিল জনাদশেক ক্রু। বিপদের আশঙ্কা দেখেই পালিয়ে গেছে তারা। এখন ইঁদুর-বেড়াল চলছে প্রাক্তন মনিব আর তার সহচরীর মাঝে

বিশাল ইঞ্জিনরুম। রয়েছে প্ল্যাটফর্মের মত চারটা লেভেল একেবারে নীচের লেভেলে প্রকাণ্ড দুটো ইঞ্জিন। সেগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে বহুতল ভবনের পিলারের মত মোটা দুটো শাফট। ঘুরছে ধীরে ধীরে। ইঞ্জিনের গগনবিদারী আওয়াজে কান ঝালাপালা।

বাল্কহেডে লাগানো একটা ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ব্যাণ্ডেজ বের করে ভাঙা আঙুল বেঁধে নিয়েছে নাকামুরা। ভাবছে কী করা

যায়। হঠাৎ শুনতে পেল ইরির কণ্ঠ। কন্ট্রোল রুমের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম ব্যবহার করছে ও, স্পিকারে ভেসে আসছে ওর শীতল কণ্ঠ।

'লুকানোর চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই, বস। বেরিয়ে আসুন। শেষবারের মত একটু আদর করি আপনাকে।'

বিড়বিড় করে ডাইনিটাকে গাল দিল নাকামুরা। কোনও অস্ত্র নেই, মেইন্টেন্যান্সের টুলবক্স থেকে একটা রেঞ্চ সংগ্রহ করল আত্মরক্ষার জন্য। লড়াইয়ে নামবার চিন্তা করছে না। ইঞ্জিন রুমে ঢুকেছে স্রেফ লুকিয়ে থাকার জন্য। বিশাল এই কম্পার্টমেন্টে গা ঢাকা দেবার জায়গার অভাব নেই। ওকে খুঁজে না পেয়ে হয়তো হাল ছেড়ে দেবে ইরি—এমনটাই ভাবছে। বাইরে ইউএস নেভির হেলিকপ্টার হাজির হয়েছে, বেশিক্ষণ ওর পিছনে লেগে থাকতে পারবে না মেয়েটা। প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালাতেই হবে।

লুকানোর জায়গা খুঁজতে শুরু করল নাকামুরা। বাল্কহেডের গায়ে এক সারি রেডি ইউজ লকারের সামনে পৌঁছুতেই শুনতে পেল পায়ের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি একটা লকার খুলে ঢুকে পড়ল তাতে। ভিতরে গুটিসুটি হয়ে বসল। পাল্লাটা নেটের, ওপাশে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। একটু পরেই সিঁড়ি ধরে উপরের লেভেল থেকে নেমে এল একজন মানুষ। তাকে চিনতে পেরেই তিক্ততায় ভরে গেল অন্তর।

মাসুদ রানা! সাক্ষাৎ শনি। এই লোকের কারণেই ভণ্ডুল হয়ে গেছে তার সমস্ত পরিকল্পনা। এখানে এল কী করে? নিশ্চয়ই ইঞ্জিন রুমের কোনও ক্রু-র কাছে খবর পেয়েছে তার। লকার থেকে বেরিয়ে রানার টুঁটি চেপে ধরার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল। ওর হাতে একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া ইরিও আছে আশপাশে। এখুনি নিজের অবস্থান ফাঁস করতে চায় না।

দেখা যাক কী হয়। ইরি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না রানাকে।

লকারের সামনে নেমে একটু থামল রানা। ইতি-উতি তাকাল এদিক-সেদিক। তারপর আরেক প্রস্থ সিঁড়ি ধরে নেমে গেল তিন নম্বর লেভেলে। ওখানেই এক প্রান্তে কন্ট্রোল রুম। লেভেলটা গ্যালারির মত। মাঝখানটা ফাঁকা। সেখানে অতিকায় ইঞ্জিনদুটো কচ্ছপের মত পিঠ উঁচিয়ে রেখেছে।

কন্ট্রোল রুমের দিকে সতর্ক পদক্ষেপে এগোচ্ছে রানা, আচমকা যেন হুল ফুটল ওর হাতে। ব্যথায় অবশ হয়ে এল ডান বাহু, মুঠো থেকে খসে পড়ল পিস্তল। ইঞ্জিনের একেবারে কাছে থাকায় প্রবল গর্জনের মাঝে গুলির আওয়াজ শোনেনি, আহত জায়গাটা বাম হাতে চেপে ধরে উল্টো ঘুরতেই উপর থেকে নীচে নেমে যাওয়া বিশাল কতগুলো পাইপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ইরিকে। হাতের পিস্তল তাক করে রেখেছে ওর দিকে।

'মাসুদ রানা!' চেঁচিয়ে বলল ইরি। 'হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ! আমার নতুন মালিকের সবচেয়ে অপছন্দের দুই পাত্রকে একসঙ্গে খতম করবার সুযোগ পাচ্ছি—কী সৌভাগ্য!'

আনন্দের ঠেলায় একেবারে কাছে চলে এসেছে ও, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে একবিন্দু দেরি করল না রানা। ডাইভ দিল ইরিকে লক্ষ্য করে। তৈরি ছিল না, বুক-পেটের সংযোগস্থলে রানার কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় পিছনদিকে ছিটকে পড়ল মেয়েটা। ধড়াম করে আছড়ে পড়ল ইঞ্জিনরুমের গ্রিল দিয়ে তৈরি প্ল্যাটফর্মে। মাথা ঠুকে গেল, হাত থেকে ছিটকে গেল পিস্তল। ওর গায়ের উপর চড়ে বসল রানা। একটা হাত প্রায় অকেজো, বাম হাতে খামচে ধরল গলা।

মোচড় দিয়ে উঠল ইরি। পরমুহূর্তে ওর দু'পায়ের ধাক্কায় ডিগবাজি খেয়ে উল্টোদিকে আছড়ে পড়ল ও। সোজা হতেই এক

লাফে উঠে দাঁড়াতে দেখল মেয়েটাকে। ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো। সুন্দর মুখটা কুৎসিত হয়ে উঠেছে ঘৃণায়।

'আমাকে অবলা নারী ভেবেছ?' হিংস্র গলায় বলল ইরি। 'তোমার কপাল মন্দ, রানা। আমি জুজুৎসু জানি।'

বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এগিয়ে এল সামনে, ঘুসি ছুঁড়ল রানাকে লক্ষ্য করে। তবে রানাও তৈরি, ঘুরে গেল ও ডান দিকে, ফাঁকি দিল আঘাতটাকে। একটা হাত আহত হওয়ায় সামান্য দুর্বল হলো প্রতিক্রিয়া, তবে পজিশনে কোনও ত্রুটি থাকল না। এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময় ইরির লক্ষ্যভ্রষ্ট হাতটা আড়ষ্ট হয়ে থাকল, ঠিক যেটুকু সময় দরকার ছিল রানার। ও একেবারে পাশে চলে এসেছে, দু'পা ফাঁক করে। হাঁটু ভাঁজ করে সবেগে উপরদিকে তুলল রানা। মেয়েদের জন্যে এই আঘাত তত মারাত্মক হবার কথা নয়, তবু ব্যথা খুব একটা কম পেল না। রানা অনুভব করল, ফুসফুস খালি হয়ে গেল ইরির; তার গায়ের গন্ধ ঢুকল ওর নাকে, গায়ে গা ঠেকে গেল।

আঘাত পেয়ে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে ইরি, রানার বাম হাত নেমে এল তার কবজি ধরার জন্যে। এক হাতেও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে নীচের দিকে হ্যাঁচকা টান দিতে পারল ও। ওর হাঁটুর ওপর আছাড় দিয়ে তার হাতটা ভাঙার চেষ্টা করল, ব্যথায় ককিয়ে উঠল ইরি। হাঁটু ভাঁজ করে আবার উপরে তুলল রানা। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে ইরি, তার শিরদাঁড়া আদর্শ টার্গেট বলে মনে হলো। মেরুদণ্ডের সবচেয়ে নীচের হাড়ে লাগল। এত জোরে, ইঞ্জিনের কানফাটানো শব্দের মাঝেও হাড় ভাঙার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। তারপর পড়ে গেল মেয়েটা, নিঃশ্বাসের সাথে ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়েছে সে, তবু তার গলা থেকে ফোঁপানোর একটা আওয়াজ

বেরিয়ে আসছে

'জুজুৎসু না ছাই!' আপনমনে বলল রানা। 'তোমার আসলে সেলফ ডিফেন্সের পাঠ নেয়া দরকার ছিল। অ্যামেচার কোথাকার!'

ডানহাতের ক্ষতটা চেপে ধরে উল্টো ঘুরল ও। দুর্বল পায়ে এগোল নিজের পিস্তল কুড়িয়ে নিতে। এখনও আসল শিকার বাকি রয়ে গেছে। নাকামুরাকে খুঁজে বের করতে হবে। পিস্তলের কাছে গিয়ে নিচু হয়েছে, এমন সময় শোনা গেল চড়া কণ্ঠ।

'থামো, রানা! খবরদার, এক চুল নড়বে না।'

আদেশটা অগ্রাহ্য করল রানা। পিস্তল তুলল না, তবে সোজা হয়ে ঘুরল কণ্ঠস্বরের মালিকের দিকে। যাকে খুঁজছিল সে-ই। মহাপ্রতাপশালী জাপানি টাইকুন। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে ইরির পিস্তলটা। একপাশ বিকৃত মুখ আর হাতের অস্ত্র মিলিয়ে সাক্ষাৎ যমদূতের মত দেখাচ্ছে তাকে।

'বাহ্,' হালকা গলায় বলল রানা। 'আমাকে দেখছি আর কষ্ট করতে হলো না, তুমি নিজেই এসে গেছ, নাকামুরা।'

'চাপার জোর এখনও কমেনি তোমার?' রাগী গলায় বলল নাকামুরা। 'অসুবিধে নেই, এখুনি গুলি করে তোমাকে চিরকালের মত চুপ করাব আমি। তার আগে এই কালনাগিনীকে যমের বাড়ি পাঠাই।' পড়ে থাকা ইরির দিকে পিস্তল ঘুরিয়ে গুলি করল সে। সোজা গিয়ে খুলিতে ঢুকল বুলেট। কেঁপে উঠল মেয়েটার অচেতন দেহ। পাড়ি জমাল পরপারের উদ্দেশে।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার। যত বড় শত্রুই হোক... অসহায়, নিরস্ত্র, অচেতন কাউকে গুলি করার দৃশ্য সহ্য করা মুশকিল ওর পক্ষে।

'কাজটা ঠিক করলে না,' হিসিয়ে উঠল ওর কণ্ঠ।

'শত্রুর শেষ রাখতে নেই।' রানার দিকে আবার ঘুরে গেল নাকামুরার পিস্তল। 'এবার তোমার পালা।'

'আমাকে খুন করে কোনও লাভ নেই, নাকামুরা। তোমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। কোনও আশা নেই তোমার।'

'তা হলে তোমাকে খুন করে মনের আশ অন্তত মেটাই। বহু আগেই সেটা করা উচিত ছিল। তা হলে এই দিন দেখতে হতো না। সায়োনারা, রানা।'

অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ দেখতে পেল রানা—গুলি খেয়ে এখুনি মারা যাবে ও! কিচ্ছু করার নেই। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, শরীর শক্ত করে ফেলল বুলেটের আঘাত সহ্য করার জন্য। গুলির আওয়াজ শুনল, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার... মাজল ফ্ল্যাশ দেখল না নাকামুরার পিস্তলের ডগায়। তার বদলে একটু ঝাঁকি খেলো সে, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুরে গেল সে। এক পলকের জন্য নেফারতিতিকে দেখতে পেল রানা, হাতে ধূমায়িত ফামাস রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে। নাকামুরা পুরোপুরি ঘুরে যেতেই তার পিঠে রক্তাক্ত একটা ক্ষতও দেখতে পেল, নেফির গুলি ঢুকেছে ওখান দিয়ে।

বহু কষ্টে হাতের পিস্তল নেফারতিতির দিকে তাক করল নাকামুরা, চেহারায় নগ্ন আক্রোশ... গুলি করবে। ট্রিগার চাপল নেফি, কিন্তু নীরব রইল ওর অস্ত্র। রাইফেল জ্যাম হয়ে গেছে। মারা যাবে এখুনি।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ডাইভ দিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ল, থাবা মেরে বাম হাতে তুলে নিল নিজের পিস্তল। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই গুলি করল। অনভ্যস্ত হাতের নিশানা ঠিক থাকল না, গুলিটা জাপানি টাইকুনের ডান গালে গিয়ে লাগল—উড়িয়ে নিয়ে গেল হাড্ডি-মাংস।

আর্তনাদ করে উঠল নাকামুরা। হাত থেকে পিস্তল ফেলে

দিয়ে গাল স্পর্শ করল, তারপর হাতের তালু নিয়ে এল চোখের সামনে। রক্তাক্ত তালু দেখে হয়ে গেল দিশেহারা। পাগলের মত তাকাল ডানে-বাঁয়ে... একবার রানা, আরেকবার নেফারতিতির দিকে।

শিউরে উঠল নেফি। ভাল গালটাই উড়ে গেছে নাকামুরার। মুখের দু'পাশই এখন বিকৃত। জান্তব এক দুঃস্বপ্নের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার চেহারা। গোঙাতে গোঙাতে পিছাতে গেল জাপানি টাইকুন, ইরির লাশের সঙ্গে পা বেধে তাল হারাল। উল্টোদিকে হুমড়ি খেলো। রেলিং টপকে পড়ে গেল নীচে... ইঞ্জিন শাফটের উপরে। ঘুরতে থাকা শাফটে পিছল খেলো দেহ, চোখের পলকে ঢুকে গেল শাফটের তলার খাঁজে। হাড্ডি-মাংস থেঁতলানোর বিশ্রী শব্দ হলো, শাফটের চাপে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে শরীর। একটা মরণ-আর্তনাদ বেরিয়ে এল নাকামুরার মুখ দিয়ে। তারপর সব চুপ।

নীচে না তাকিয়ে রানার কাছে এসে দাঁড়াল নেফারতিতি। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে। জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ। থ্যাঙ্কস। বড় সময়মত এসেছিলে, নইলে আজই...'

রানার ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল নেফারতিতি। 'অলক্ষুণে কথা বোলো না। তুমিও কি কম যাও? আরেকটু হলে তো আমিও...

হাসল রানা। 'তা হলে শোধবোধ হয়ে গেল। কী বলো? উপরের কী খবর?'

'ভাল। ডেকের তিন সৈনিককে বন্দি করেছেন মেজর পিনোঁ। সেজন্যেই তো নামতে পারলাম হেলিকপ্টার থেকে। তোমাকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছি।'

'ভাল করেছ। চলো এবার। ফেরা যাক।'

জড়াজড়ি করে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। নীচের দিকে

একবার চোখ বোলাল রানা। লাল লাল ছোপ লেগে আছে শাফটের গায়ে—এককালের মহাপরাক্রমশালী জাপানি টাইকুনের দেহাবশেষ।

বাইশ

এক সপ্তাহ পর।

ভলকানিক লেকে কাজে ব্যস্ত সবাই, ফলে নীচে... নদীর ধারে একাকী হাঁটছে রানা আর পিন্টো। হায়দারের ক্যাম্পটা কয়েক সপ্তাহ আগে যেমন ছিল তেমনই আছে। পার্থক্য বলতে নতুন কিছু জীবজন্তুর পায়ের ছাপ পড়েছে, আর এলোমেলো ইকুইপমেন্ট ও ছেঁড়াফাটা তাঁবুগুলোর মাঝে মাথা তুলেছে আগাছার দল। তারপরেও কিছু একটা বদলে গেছে এখানে, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে দু'জনে।

অতৃপ্ত আত্মারা আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে না।

হায়দার আর পিন্টোর বাবা-মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। গত কিছুদিনের ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই শান্তি দিয়েছে তাদের আত্মাকে। সবকিছু প্রায় একই রকম, তার পরেও অদ্ভুত এক প্রশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে উপত্যকার বুকে।

নদীর ধারে হাত-পা ছড়িয়ে বসল দু'জনে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'মার্কোস আর মারিনার সঙ্গে থাকতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না,' মাথা নাড়ল পিন্টো। 'ওরা খুব ভাল। আমাকে অনেক আদর করে। আমার নতুন ভাইও খুব ভাল।'

'স্কুল কেমন লাগছে?'

'ভাল না,' গোমড়ামুখে বলল পিন্টো। 'পড়তে ভাল লাগে না আমার। অন্য বাচ্চারাও আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমি নাকি গেঁয়ো।'

'এই হাসাহাসি সাময়িক। কয়েকদিন পর এমনিতেই শহুরে ছেলে হয়ে যাবে তুমি। তা ছাড়া জীবনে বড় কিছু হতে চাইলে ভালভাবে পড়াশোনা করতেই হবে।'

'জানি। বাবা-মা বলত। হায়দার আঙ্কেলও বলত।'

'ব্যস, তা হলে তো হয়েই গেল। মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। দেখবে, বছর না গড়াতেই ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র হয়ে যাবে তুমি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। আমার তা-ই বিশ্বাস। আর তুমি যদি ভাল রেজাল্ট করো, তা হলে সামনের কোনও ছুটিতে আমার সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'শুধু আমরা দু'জন? নেফি আন্টি থাকবে না?'

হাসল রানা। 'হ্যাঁ, থাকতে পারে।'

'আর সোহেল আঙ্কেল?'

'ও-ও।'

'ঠিক আছে, তা হলে আমি ফার্স্ট হয়ে দেখাব।'

পিন্টোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। খুব চটপটে ছেলে। মার্কোস আর মারিনার কাছে ভালই থাকবে ও। ওদের আদর-স্নেহ ওকে ভুলিয়ে দেবে ছেলেবেলার করুণ স্মৃতি—এ ওর স্থির বিশ্বাস।

'আচ্ছা, নেফি আন্টি কোথায়?' হঠাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ল পিন্টো। 'ও

আমাদের সঙ্গে এল না কেন?'

'ও একটু ব্যস্ত, তাই সঙ্গে আসতে পারেনি। তবে আজ আসবে।'

'সত্যি বলছ তো?'

'অবশ্যই।'

আসলেই ব্যস্ত নেফারতিতি। শুধু ও নয়, ওদের সবারই বেশ ব্যস্ততায় কেটেছে গত কয়েকটা দিন। নাকামুরার কু-পরিকল্পনা প্রতিহত করতে যত না খাটতে হয়েছে, তার চেয়ে কোনও অংশেই কম ছিল না পরের কাজগুলো।

করভান্ডে নাকামুরার মৃত্যুর পর সহজ ছিল না পরের চব্বিশ ঘণ্টা। পানামানিয়ান আর্মি হাজির হয়েছিল অকুস্থলে। ওদের সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল হাজতে। ঠুকে দিয়েছিল কঠিন মামলা—পানামার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ক্যানালে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার অভিযোগে। শেষ পর্যন্ত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের চেষ্টায়, এবং আমেরিকা ও ফ্রেঞ্চ সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ওদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। একে একে পানামার প্রেসিডেন্টের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে সমস্ত প্রমাণ। তৎক্ষণাৎ দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছেন তিনি। যদিও তখন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। নাকামুরা ও তার ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গরা মৃত; মার্সেনারি বাহিনীর জীবিত সদস্য ও কোবায়াশির বেশিরভাগ কর্মচারী পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে। আটকানো গেছে শুধু ক্যানাল ডিরেক্টর লুইস কর্ডোবা ও ছোট মাপের কিছু দোসরকে। অবশ্য পুরো ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করবার জন্য কারমেন-সহ ওদের জবানবন্দিই যথেষ্ট ছিল বিচারের অপেক্ষায় এখন জেলে রয়েছে ওরা।

নাকামুরাকে মদদ দেয়া রহস্যময় পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয় জানা যায়নি। জেনারেলের মৃতদেহ সনাক্ত করতে এগিয়ে

আসেনি কোনও দেশ। করভাল্ডে পাওয়া মিসাইলগুলো ছিল ডামি; সোনার যে-চালান ছিল ওতে, সেগুলো থেকেও সমস্ত সিলমোহর তুলে ফেলা হয়েছে টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনে থাকাকালীন সময়ে। ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলোতে কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক ছিল না। কারিগরি দিক থেকে বিশেষ একটি দেশের কিছুটা ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু অফিশিয়ালি তারা প্রায় কসম কাটার ভঙ্গিতে জানিয়েছে—এর পিছনে ওদের কোনও হাত ছিল না। ফলে রহস্যটা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

নেফি এখন পানামা সিটিতে, স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আমেরিকান একটি প্রতিনিধি দলের লিয়াজোঁ হিসেবে কাজ করছে। ভবিষ্যতে একই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে, তা নিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও চুক্তিনামা তৈরির কাজ করছে ওরা। অবশ্য ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে আজ দুপুরে ভলকানিক লেকে আসবে বলে জানিয়েছে নেফি—ঐতিহাসিক এক আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করবার জন্য। আজই গুপ্তস্থান থেকে ইনকাদের টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার বের করে আনা হবে।

গত তিন দিন থেকে সে-কাজেই হায়দারের পুরনো ক্যাম্পে পড়ে আছে রানা, সোহেল আর লিজনেয়াররা। ফিলিপ অঁবিন আগেই ফিরে গেছে দেশে। অন্যদিকে মার্কোস তার পুরনো সহকর্মীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ক্যানালের সংস্কারে। গেইলার্ড কাট এখনও রুদ্ধ, ইচ্ছে করেই সরানো হচ্ছে না অস্থায়ী বাঁধের মাটিপাথর। আগে মেরামত করে নেয়া হচ্ছে পেদ্রো মিগুয়েল ও মিরাফ্লোরেস লকের ভাঙা গেটগুলো। আমেরিকা-সহ পৃথিবীর আরও কয়েকটা দেশ থেকে এসেছে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ দল—দিনরাত তারা কাজ করে চলেছে লকদুটোকে কার্যক্ষম করে তুলতে। আপাতত পণ্য পরিবহন করা

হচ্ছে সড়ক, রেলপথ ও অয়েল পাইপলাইনের মাধ্যমে—ঠিক যেমনটা চেয়েছিল নাকামুরা। পার্থক্য এ-ই যে, তার মালিকানাধীন সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে পানামা সরকার। সরকারি তত্ত্বাবধানেই চলছে পরিবহন সংক্রান্ত কাজগুলো। আশা করা হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই আবার চালু হয়ে যাবে ক্যানাল, যদি মেরামত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান অতি দ্রুত করা যায়। তাড়াহুড়ো করে ইনকাদের গুপ্তধন উদ্ধার করবার জন্য সে-কারণেই নেমে পড়েছে রানা। মার্কোসকে সে-রকমই কথা দিয়েছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্ট থেকে ধুলো ঝাড়ল রানা। বলল, 'চলো, উপরে যাই। নেফি এসে পড়বে যে-কোনও মুহূর্তে।'

পরিচিত পথে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে জ্বালামুখে উঠে এল ও আর পিন্টো। নাকামুরার তৈরি করা ক্যাম্প এখনও রয়ে গেছে, চলে গেছে তার কর্মচারীরা। এখানকার বর্তমান অধিবাসী অল্প ক'জন মানুষ—রানা, সোহেল, ও তিন লিজনেয়ার। ওদের আমন্ত্রণ পেয়ে গতকাল এসেছে মার্কোস ও তার পরিবার... পিন্টো সহ। এ ছাড়া সাইট পাহারা দেবার জন্য রয়েছে পানামানিয়ান আর্মির দশজনের একটা সৈন্যদল।

কাঠের ডকে বসে আছে মারিনা, ছেলেরা পানিতে পাথর ছুঁড়ে মেরে খেলছে। ওদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য ছুটে চলে গেল পিন্টো। রানা এগিয়ে গেল ক্যাম্পের দিকে। তাঁবুর সামনে একটা ক্যাম্প-স্টুল আর চেয়ারে বসে বিয়ারের ক্যান-এ চুমুক দিচ্ছে সোহেল, মার্কোস ও লিজনেয়াররা। রানাকে দেখে আরেকটা ক্যান বাড়িয়ে ধরল সোহেল।

'চলবে নাকি?'

'তা আর বলতে!' একটা ক্যানভাসের চেয়ার টেনে বসল রানা। গরমের মাঝে ঢাল বেয়ে উঠে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা

ক্যানের মুখ খুলে বিয়ারে চুমুক দিল রানা। তারপর ঘড়ি দেখল। 'নেফির আসবার সময় হয়ে গেছে। ও এলেই কাজে নেমে পড়ব, কী বলিস?'

'তা তো বটেই।'

পিনোঁর দিকে ফিরল রানা। 'বোট বাঁধার রোপগুলো চেক করে দেখেছিলেন আপনারা?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'যথেষ্ট লম্বা।'

'আর এক্সপ্লোসিভ চার্জগুলো?'

'ডাবল চেকড্।'

'গুড। তা হলে আমরা তৈরি।'

দশ মিনিট পর দূর থেকে ভেসে এল রোটরের আওয়াজ। আকাশের গায়ে ফুটে উঠল একটা কালো বিন্দু। বড় হতে হতে ইউএস নেভির ছাপ্পড় মারা একটা সি-হক হেলিকপ্টারে পরিণত হলো ওটা। জ্বালামুখের উপরে এসে একটা চক্কর দিল, তারপর নেমে এল লেকের পারে। রোটরের ঘূর্ণন থামতেই দরজা খুলে নেমে এল নেফারতিতি—জিন্সের শর্টস আর আঁটসাঁট টি-শার্টে দারুণ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ওকে। সঙ্গে কয়েকজন অচেনা পুরুষ—পানামার অ্যানথ্রোপলজি মিউজিয়াম থেকে এসেছেন। ধরাধরি করে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল ওরা। এগিয়ে গিয়ে হাত লাগাল রানা ও তার সঙ্গীরা।

বাক্সপ্যাঁটরা নেমে গেলে নেফির দিকে ফিরল রানা। 'আসতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'এসব খুচরো ভদ্রতা ছাড়ো।' বলেই ওকে জড়িয়ে ধরল নেফারতিতি। ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে গভীর চুমো খেলো। 'আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে এভাবে।'

'কী বেহায়া মেয়ে রে, বাবা!' কপট ভর্ৎসনার সুরে বলল সোহেল। 'লাজশরমের মাথা খেয়েছে।'

হেসে উঠল নেফারতিতি। 'কেমন আছেন আপনারা?'

'একটু আগে পর্যন্ত ভালই ছিলাম। এখন ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছি।'

এবার সবাই হেসে উঠল। একে একে সঙ্গীদের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল নেফারতিতি। কুশল বিনিময় হলো দুই পাইলটের সঙ্গেও—লে. কমাণ্ডার পিটার্স আর লে. সিগেল। সেদিন এঁরাই করভাল্ডে নিয়ে গিয়েছিল ওদের।

'আপনারা পুরো উইকএণ্ডই তো থাকছেন এখানে, তাই না?' নেফিকে জিজ্ঞেস করল পিটার্স।

'হ্যাঁ।'

'বেশ। সোমবারে ফিরে আসব আপনাদেরকে নিয়ে যেতে। গুডবাই।'

মালপত্র নিয়ে ক্যাম্পে চলে এল ছোট্ট দলটা। হেলিকপ্টার আকাশে উড়ল বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল দিগন্তে। অতিথিদের জন্য তাঁবু বরাদ্দ করা হলো। বিশ্রাম ও ফ্রেশ হবার জন্য কিছুটা সময় দেবার পর সবাই একত্র হলো ক্যাম্পের আঙিনায়। চা-নাস্তার ফাঁকে ফাঁকে শুরু হলো গল্পগুজব।

অ্যানথ্রোপলজিস্ট দলের নেতা মাঝবয়েসী এক প্রফেসর, নাম হার্নান গনজালেস। রানাকে বললেন, 'আপনার বন্ধু ড. আলী হায়দারের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। ভদ্রলোক প্রথম যখন পানামায় আসেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজারের বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য। পাঁচ মিনিট না যেতেই বুঝে ফেলেছিলাম, ওঁকে নিরস্ত করা আমার কম্মো নয়।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো রানা, 'একটু একগুঁয়ে টাইপের মানুষ ছিল ও।'

'আমিও তাই বুঝেছি। তবে কিছুদিন যেতেই টের

পেয়েছিলাম, তিনি আর দশটা অর্থলোভী গুপ্তধন শিকারীর মত নন... সত্যিকার অর্থেই একজন গবেষক ছিলেন। স্থানীয় গল্পগাথা সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানতেন... এমনকী *এল্ কামিনো রয়্যাল*, মানে কিংস হাইওয়ে সম্পর্কেও ভাল ধারণা ছিল তাঁর।' একটা পাইপ ধরালেন প্রফেসর গনজালেস। 'অবশ্য... কখনও ভাবিনি গুপ্তধন তিনি সত্যি সত্যি খুঁজে বের করবেন।'

'আসলেই পারেনি,' স্বীকার করল রানা। 'কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু ধাঁধার শেষ সূত্রটা ধরতে পারেনি ও। জিয়োলজি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ছিল, তাই বুঝতে পারেনি, এই পাহাড়ের গঠনে একটা বড় ধরনের অসামঞ্জস্য আছে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন বিজ্ঞানীরা।

'অসামঞ্জস্য? কীসের কথা বলছেন?'

'জলপ্রপাতটা... ওটা কৃত্রিম।'

'কী!'

'ঠিকই শুনেছেন। ওটা প্রাকৃতিক নয়। আমার ধারণা, ইনকা কারিগরেরা একটা বাঁধ তৈরি করেছিল এখানে, পানি জমিয়ে এই জ্বালামুখ পুরোপুরি ডুবিয়ে দেবার জন্য।'

কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন প্রফেসর। পাইপের ছাই ঝেড়ে বললেন, 'প্লিজ, গোড়া থেকে বলুন ব্যাপারটা। আপনার কথাগুলো কেমন যেন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে।'

একটু হেসে সামনে ঝুঁকল রানা। বলতে শুরু করল, 'নীচের সরু নদীটা... যেটাকে স্থানীয়রা খুনে পানি বলে... গিয়ে মিশেছে রিও টুইরা নদীতে। ওখানে একটা জলপ্রপাত আছে, যার কারণে বৈঠাঅলা নৌকাগুলো সরু নদীতে ঢুকতে পারে না। হায়দার আবিষ্কার করেছিল, জলপ্রপাতটা আসলে তৈরি হয়েছে একটা কৃত্রিম বাঁধের কারণে। ওটার সাহায্যে এদিককার পানি মোটামুটি

দশ ফুট উঁচু করে তোলা হয়েছিল; প্রাচীন আমলের কংকুইস্টেডরদের সাধ্য ছিল না জলপ্রপাত ঠেলে নৌকা নিয়ে এদিকে আসার। হায়দার ভেবেছিল, এপাশ দুর্গম করে তোলা হয়েছিল ইনকাদের টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার লুকিয়ে রাখবার জন্য—নদীর তলাতেই কোথাও ওগুলো আছে বলে ভেবেছিল ও।

'কিন্তু একটা ব্যাপারে ইনকাদেরকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে বসেছিল হায়দার। ঠিক ধারাতে এগোলেও ভাবতে পারেনি, ওরা আরও কয়েক কাঠি সরেস হতে পারে। নদী নয়, ওরা আসলে বেছে নিয়েছিল জ্বালামুখটাকে। ঘটনা এরকম—এই এলাকায় এসেই পেয়ালার মত মাথাঅলা একটা পাহাড় আবিষ্কার করে ইনকারা, যেটা বৃষ্টির পানিতে আংশিক পরিপূর্ণ। পাহাড়চূড়ার একপাশে বিশাল এক ফাটল থাকায় এই পেয়ালা পুরোপুরি ভর্তি হতে পারে না। আমার হিসেবে এই ফাটল ছিল পঞ্চাশ ফুট উঁচু, আর প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া...'

'এক মিনিট,' রানাকে থামিয়ে দিলেন প্রফেসর। 'কীভাবে করলেন এই হিসেব?'

'জিয়োলজির একটা সূত্র... অ্যাঙ্গেল অভ রিপোজ দিয়ে,' রানা বলল। 'পাহাড়টার নীচের দিকে ঢাল চৌত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে। একই কথা খাটে উপত্যকার মাটির বেলায়। শত-সহস্র বছর আগে এই অ্যাঙ্গেলে সেট্‌ল্ হয়েছে এ-অঞ্চলের মাটি। কিন্তু জলপ্রপাতটা... অন্তত ওটার উপরের পঞ্চাশ ফুট... অনেক বেশি খাড়া। সত্তর ডিগ্রির কম নয়—ওটা অস্বাভাবিক। তাই হিসেব-নিকেশ করে মনে হলো, ওটা মানুষের বানানো।'

'নীচেরটার মত?' উত্তেজিত হয়ে উঠল মার্কোস।

'হ্যাঁ। তবে ওটার চেয়ে অনেক... অনেক বড়।'

নেফারতিতির চোখজোড়াও জ্বলজ্বল করছে। 'তারমানে

ইনকারা এই বাঁধ তৈরি করেছিল এই জ্বালামুখের ভিতরে ওদের লুঠ করে আনা সোনাদানা লুকিয়ে রাখার জন্য?'

'হ্যাঁ,' রানা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। 'ওগুলো লুকানোর পরে বাঁধটা তৈরি করে ওরা। বৃষ্টির পানি জমিয়ে তলিয়ে দেয় পুরো জ্বালামুখ। আধুনিক ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া গুপ্তধনের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে। জলপ্রপাতের পানি আমরা যা দেখি, সেটা বাঁধ উপচে পড়া পানি বৈ আর কিছু নয়।'

'কিন্তু একবারেই নিশ্চয়ই সব সোনাদানা জোগাড় করেনি ওরা। বাঁধ তৈরির পরে যেগুলো জোগাড় করত, সেগুলো কী করে লুকাত?'

'সহজ। শুকনো মৌসুমে পানি কমে গেলে বাঁধের কোনও একটা আলগা পাথর সরিয়ে নিত, লেক থেকে বের করে দিত পানি। গুপ্তধন লুকিয়ে আবার আটকে দিত পাথরটা। বৃষ্টি এদেশে ঘন ঘন হয়। জ্বালামুখ আবার ভরাট হয়ে যেতে বেশি সময় লাগত না।'

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলছেন আপনি।' একমত হলেন প্রফেসর গনজালেস।

'গুপ্তধন তা হলে কোথায় লুকানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মার্কোস। 'লেক তো অনেক বড়। ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে বুঝব কী করে?'

'এর জবাব খুঁজে পেয়েছি প্যারিসে কেনা গুদাঁ দু লিপিনের জার্নালে।' পকেটে হাত দিয়ে ডায়েরিটা বের করে আনল রানা 'পানামা খালের সম্ভাব্য লোকেশনের খোঁজে পুরো দেশে সার্ভে চালিয়েছিলেন তিনি। উত্তরাঞ্চলে এখানকার মতই একটা মৃত আগ্নেয়গিরি খুঁজে পেয়েছিলেন, তবে সেটা শুকনো মৌসুমে জ্বালামুখ দেখতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেন—বন্ধ জ্বালামুখের মাঝখানে টিলার মত জমে আছে নিরেট

মাটি, আর তার মাঝে মৌমাছির চাকের মত রয়েছে অসংখ্য গুহা! ব্যাপারটা জার্নালে লিখে রেখে গেছেন ভদ্রলোক...

রানার কথা শেষ হলো না, ঝট্ করে লেকের মাঝখানের দ্বীপটার দিকে তাকাল নেফারতিতি। ওখানেই প্রথম দিন আটকা পড়েছিল রানা আর পিন্টো সহ। 'মাই গড! দ্বীপ নয়, ও...ওটা আসলে একটা ডুবোপাহাড়! সেই পাহাড়ের গুহায় আছে গুপ্তধন, তাই না? হায় খোদা, গুপ্তধনের মাথায় বসে ছিলাম আমরা সেদিন!'

'এগজ্যাক্টলি,' রানার মুখের হাসি বিস্তৃত হলো।

'কী করব আমরা এখন?'

'সিম্পল। বোমা মেরে বাঁধটা উড়িয়ে দেব, যেন সব পানি বেরিয়ে যায় লেক থেকে, বেরিয়ে আসে পাহাড়ের গা। এরপর গুহাগুলোয় ঢুঁ মারতে হবে। ইন ফ্যাক্ট... এক্সপ্লোসিভ বসিয়ে রেখেছি আমরা। রিও টুইরার ভাটিতে থাকা গ্রামগুলোকেও স্থানীয় এনজিও-র মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে—লেকের বিপুল পানি নীচে নেমে গেলে ছোটখাট প্লাবন দেখা দিতে পারে।'

'তা হলে অপেক্ষা কীসের?' পাইপ টানতে ভুলে গেছেন প্রফেসর।

'আপনাদের অনুমতির, স্যর,' বলল রানা। 'ছয়শ' বছরের পুরনো একটা বাঁধ ধ্বংস করতে চাইছি আমরা—ইনকাদের তৈরি করা। নিঃসন্দেহে ওটা একটা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ।'

'চুলোয় যাক বাঁধ! টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার তার চেয়ে অনেক দামি।'

একটা হ্যাণ্ডিক্যাম তুলে দেখাল সোহেল। 'আমরা পুরো বাঁধের খুঁটিনাটি ভিডিও করে রেখেছি। ছবিও তোলা হয়েছে অনেক। চাইলে গবেষণা করতে পারবেন।'

'বললাম তো কোনও অসুবিধে নেই। আপনারা আপনাদের কাজ করুন।'

আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে এল সবাই। লেকের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। মারিনা আর বাচ্চাদেরকেও ডেকে আনা হলো ডক থেকে। রানার হাতে একটা ছোট্ট রিমোট তুলে দিল লুভান।

'সম্মানটা আপনার প্রাপ্য।'

রিমোটের লাল বাটন টিপে দিল রানা। পরমুহূর্তে গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। জলপ্রপাতের কিনারে ছিটকে উঠল মাটি-পাথর আর পানি, আলোড়ন দেখা দিল ওখানে। হুড়মুড় করে তীব্র স্রোতস্বিনী বয়ে চলল ওদিকে। বিপুল জলরাশি প্রবল আক্রোশে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে।

দ্বীপের উপর চোখ আটকে আছে সবার। ইঞ্চি ইঞ্চি করে কমতে শুরু করেছে পানির লেভেল। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হচ্ছে ডুবোপাহাড়ের ভেজা শরীর। পানি অনেকদূর কমে যেতেই অবলম্বন হারিয়ে ভেঙে পড়ল লেক পারের ডক। ওখানে বাঁধা বোটগুলোও পানির টানে ভেসে চলে যেত, গেল না লম্বা দড়ি দিয়ে খুঁটির সাহায্যে সৈকতে বেঁধে রাখায়

প্রায় বিশ মিনিট চলল পানির তাণ্ডব, তারপর থিতিয়ে এল। ততক্ষণে ডুবোপাহাড়ের প্রায় চল্লিশ ফুট বেরিয়ে এসেছে পানি থেকে সিক্ত শরীর থেকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে কালো কয়েকটা গুহামুখ।

লেকের পরিস্থিতি যাচাই করল রানা আর কমবে না পানি। শেষ কিছুটা অংশ আটকা পড়ে গেছে বাঁধের অক্ষত অংশের কারণে। সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হলো ও। সৈকতের ভেজা পাড় ধরে নেমে এল, ভাগাভাগি হয়ে উঠল দুটো বোটে। লেক পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল ডুবোপাহাড়ের গোড়ায়।

নির্দিষ্ট গুহাটা খুঁজে পেতে এক মুহূর্তও লাগল না। এক

দেখাতেই ওটা চিনে ফেলল সবাই গুহামুখের বাইরে, ঢালের গায়ে শোভা পাচ্ছে একটা পাথরে তৈরি ভাস্কর্য। সূর্যদেবের মূর্তি। বোট থেকে নেমে পড়ল আরোহীরা। কেউ কোনও কথা বলছে না। পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ল গুহায়।

ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসেছে লিজনেয়াররা। জ্বালানো হলো ওগুলো। ভেজা মেঝে মাড়িয়ে এগিয়ে চলল সবাই। কিছুদূর যেতেই সিঁড়ির দেখা মিলল, ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। সিঁড়িতে পা রাখল ওরা।

ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ছে সামনে ও পিছনে। গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ। সামনে কী আছে জানা নেই, শুধু জানে পাহাড়টার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করছে ওরা। বাতাস স্যাঁতসেঁতে, ভেজা ভেজা। প্রায় শ'খানেক ধাপ পেরুনোর পর মাঝারি আকারের একটা চেম্বারে নেমে এল। চেম্বারের ভিতরে আলো ঘোরাল তিন লিজনেয়ার, সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেল সবার। খুশিতে চিৎকার করে উঠল নেফারতিতি।

দৃশ্যটা চিৎকার করবার মতই বটে। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। চেম্বারের এক প্রান্তে, যেখানে দুটো দেয়াল এক হয়েছে, সেখানে আক্ষরিক অর্থেই সোনা আর সোনার তৈরি আর্টিফ্যাক্টের বিশাল এক স্তূপ জমানো হয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সেই স্তূপ ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত কেউ ওরা কোনও কথা বলল না বা একচুল নড়ল না। মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে, কথা বললে বা নড়ে উঠলে ঘুমটা ভেঙে যাবে।

কী নেই ওখানে! সোনায় গড়া মূর্তি, অলঙ্কার, আসবাব... সেই সঙ্গে অমূল্য পাথরের ভাণ্ডার। অদ্ভুত সুন্দর নকশা প্রত্যেকটার। আছে অলঙ্কার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য নানারকম পাত্র, বাঁশি, মুকুট—সবই রত্নখচিত।

'হায়, যিশু!' ফিসফিসিয়ে উঠল মার্কোস। 'এ দেখি কুবেরের

ভাণ্ডার!'

রানা হাসছে। 'কী, এ দিয়ে ক্যানাল আবার চালু করা যাবে তো?'

'চালু মানে? আরও দুটো ক্যানাল খোঁড়া যাবে।' কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটল মার্কোসের চোখে। 'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. রানা। জানি না আপনার ঋণ আমরা কীভাবে শোধ করব।'

'এভাবে!' বলে রানাকে আবার জড়িয়ে ধরল নেফারতিতি। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল ওর মুখ।

'আবার শুরু করলে?' বিরক্ত গলায় বলল সোহেল। 'উফ্, তোমরা যে কী না!'

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ alochonabibhag@gmail.com

আনিস-উজ-জামান, মোবা: ০১৭৭২৬৮৬২০২
২৯২ উত্তর গোড়ান, সিপাইবাগ, ঢাকা ১২১৯।

চিঠির প্রথমে শীতের সকালের শিশির ছড়ানো কচি ঘাসের, ঝিঙে ফুলের শুভেচ্ছা। ১৭/১৮ বছর ধরে সেবার বই পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু আপনাদের কোনও বই-ই আমার কাছে পুরানো মনে হয় না। সব সময় মনে হয় চির-নতুন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিদিন ভোরের যে-সূর্যকে আমরা দেখি, তাকে কিন্তু সর্বদা চির-নতুনই মনে হয়।

কাজীদা, সম্প্রতি সেবার রহস্য উপন্যাস *দ্বীপ বিভীষিকা, বিষ,* বিশ্বযুদ্ধের উপন্যাস *অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, স্বপ্ন মৃত্যু ভালবাসা,* মাসুদ রানা-র *দংশন, স্নাইপার, চাই ঐশ্বর্য* পড়লাম। এক কথায় অনবদ্য, অসাধারণ।

কয়েকটি অনুরোধ রাখছি আপনার কাছে: (১) হরর, সায়েন্স ফিকশন, রহস্য উপন্যাস, শিকার কাহিনি, অনুবাদ বেশি-বেশি প্রকাশ করুন। (২) মাসুদ রানা সিরিজে রুপা, গিলটি মিয়া, সোহানা, মণিকা, সোহেল, কবীর চৌধুরি, কুয়াশা—এদেরকে বার-বার আনুন। (৩) তিন গোয়েন্দায় জিনা, রাফিয়ান, বোরিস, রোভার—এদের আনুন। (৪) ওয়েস্টার্ন সিরিজে রক বেনন, ক্যালকিন, এরফান, ওসমান পরিবার—এসব চরিত্র নিয়মিত আনুন।

❋ চেষ্টা করব।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু, মোবা: ০১৭১৭৯৮২০২৩
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

মাসুদ রানা যখন প্রথম পড়তে শুরু করি, তখন সদ্য কিশোর আমি। এরপর পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় অনেক স্রোত বয়ে গেছে কিশোর থেকে যুবক হয়ে উঠেছি। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, রানা আগের মতই সেই একই বয়সে রয়ে গেছে! বুড়ো হওয়ার তাগিদ নেই!

বাউন্টি হান্টার্স-১+২ এইমাত্র পড়ে শেষ করলাম। পড়া শেষে মন খারাপ হয়ে গেল। কাহিনি আরও খানিকটা লম্বা হলে ভাল হত। আশ মিটত হৃদয়ের!

টানটান উত্তেজনায় ভরপুর বাউন্টি হান্টার্স নামে একজোড়া বই উপহার দেবার জন্য রানার স্রষ্টা চির-যুবক কাজী আনোয়ার হোসেন, আমার কাজীদা-কে সহস্র বসন্তের শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি, আমার আগে তিনি যেন পটল ক্ষেতে গিয়ে কষ্টকর কাজটা না করেন। করলে কসম খোদার, আমি তাঁকে আর ভালবাসব না।

❋ তাই নাকি?

মাহমুদুল হক শুভ
৩৫ নং গেইট, ময়নামতি ক্যান্ট., রামপুর, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা,

আশা করি ভাল আছেন। মাসুদ রানা সিরিজের সাথে সম্পর্ক আমার বেশি দিনের নয়। তবুও আমি বিশটি বই জোগাড় করে পড়ে ফেলেছি। আরও জোগাড়ের চেষ্টা করছি। *কিল-মাস্টার* বইটি ভাল লেগেছে। আপনার কাছে দুটি বিষয় জানার ছিল। ১. সেবা প্রকাশনী, প্রজাপতি প্রকাশনের অঙ্গ নাকি প্রজাপতি, সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ? ২. সাধারণ বুকস্টলে সেবার বই কমিশনে বিক্রি হয় কি না। মাসুদ রানা ও আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। মাসুদ রানার সকল পাঠকের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ।

❋ সেবা ও প্রজাপতি উভয়ই উভয়ের অঙ্গ। কমিশনের কথা আমার জানা নেই, ভাই। বই বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন।

আপনারও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এস.এম. সাদিকুল হক, রাস্তা নং-২২/১,
বাসা ৫৫/২, ওয়ার্ড নং-৪, প্রফেসর কলোনি, কলেজ রোড, গাইবান্ধা।

আজ জীবনে প্রথমবারের মত আলোচনা বিভাগে লিখতে বসলাম। মাসুদ রানা সিরিজের শেষ বই পড়েছিলাম *গহীন অরণ্য*, কিনেছিলাম ২০০৪ সালে। প্রথম কোন্ বইটি পড়েছিলাম মনে নেই, তবে মাসুদ রানা সিরিজের

প্রথম বই *ধ্বংস-পাহাড়* পড়েছিলাম বোধ হয় ষোলো বছর বয়সে। খুব আনন্দ পেয়েছিলাম, হয়েছিলাম রোমাঞ্চিত ও শিহরিত! হায়, সেই দিনগুলো! এখন শুধু রহস্যপত্রিকার শেষে, বই-পরিচিতিতে মাসুদ রানার কিছু সংক্ষিপ্ত অংশ পড়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাতে দুঃখ নেই খুব বেশি, কারণ অতীতেও সব বই পড়া না হলেও যেগুলো পড়েছি বাস্তব জীবনে তার উপকার এবং কিছু-কিছু প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি। যেমন, *ভারতনাট্যম, মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র, ক্ষ্যাপা নর্তক, পপি, স্বর্ণমৃগ, সাগরসঙ্গম, বিপদজনক, টার্গেট নাইন, অগ্নিপুরুষ, এসপিওনাজ, যাত্রা অশুভ, লেনিনগ্রাদ, সেই উ সেন, আবার উ সেন, আবার সেই দুঃস্বপ্ন* ইত্যাদি। বন্ধুদের কাছে ধার করে পড়েছি কিছু বই। সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের, ১৯৯৩ সালের ৮ জানুয়ারি সংখ্যা সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও ২০১০ সালের ১৬ জানুয়ারিতে দৈনিক কালের কণ্ঠ সংবাদপত্রের স্পটলাইট বিভাগে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার পড়ে, তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কথা জেনে ব্যথিত হয়েছি। সাক্ষাৎকার দুটি সংগ্রহে আছে। সবশেষে মাসুদ রানা, সেবা প্রকাশনী এবং কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের দীর্ঘজীবন, সুস্বাস্থ্য ও শুভ কামনায়।

❋ শুভ কামনা থাকল আপনার জন্যও।

মোঃ আরজু আহাম্মেদ, মোবা: ০১৭২৯৩৭৭৫৭৪
গ্রাম: দক্ষিণ ভবানীপুর, পোস্ট: মধুপুর, জেলা: কুষ্টিয়া ৭০১০।

প্রিয় কাজীদা,

আপনি ভাল আছেন, সেটা আশা করাই সম্ভবত ভাল। আমি সেবার অন্ধ ভক্ত। তিন গোয়েন্দার মাধ্যমে আমার হাতে খড়ি। বর্তমানে আমি মাসুদ রানা'র পাঠক। ২০০৮ সাল থেকে আমি মাসুদ রানা পড়ছি। বর্তমানে আমার স্টকে ২৮০টির বেশি বই রয়েছে। আচ্ছা, কাজীদা, এখন কি সেবা প্রকাশনীতে পুরানো বই আছে? থাকলে জানাবেন, প্লিজ। রকিবদাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। সেবার অগণিত পাঠকের দোয়ায় আপনার আয়ু যেন শত বছর বৃদ্ধি পায়। আমি এবার এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী। ভাল রেজাল্ট করার জন্য সবার দোয়া চাই।

❋ দোয়া থাকল। রকিবদাকে জানিয়ে দিলাম শুভেচ্ছা।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২/১২/১৪ পাপে মৃত্যু+বন্দিনী+দাঁড়াও পথিক
(রহস্য উপন্যাস ভলিউম) কাজী আনোয়ার হোসেন

পাপে মৃত্যু: জীবনবীমার টাকাগুলো চাই-ই বুঝি তোমার? পারবে তুমি আত্মহত্যাকে খুন হিসেবে প্রমাণ করতে? সে খুনের দায় তোমার নিজের কাঁধে চাপবে না তো? লোভ কোরো না, পপি—লোভে পাপ হবে, পাপে মৃত্যু!

বন্দিনী: এশিয়ার নিরাপদতম ব্যাঙ্ক—ওভার সীজ সেফ ডিপোজিট ব্যাঙ্ক। কারও সাধ্য নেই এর তিন ইঞ্চি ইস্পাত মোড়া সেফটি ভল্ট ভাঙে। দিন-রাত সর্বক্ষণ কড়া পাহারার ব্যবস্থা, অসংখ্য অ্যালার্ম সিসটেম।

কিন্তু এই ব্যাঙ্ক থেকেই লক্ষ-লক্ষ টাকা সরাবার এক অভিনব বুদ্ধি বের করে ফেলল বেঁটে বামন টুক্কু। ফাঁদে আটকা পড়ল নষ্টা মেয়ে শিউলি।

দাঁড়াও পথিক: সহজ, সরল, নিরীহ ছেলে জাফর। ছোট বেলায় মন টেনেছে তাই উঠে-পড়ে লেগেছিল সে তালার পেছনে। তালা পেলেই খুলে দেখা চাই। হরেক রকম তালা ঘেঁটে-ঘেঁটে নিজেই জানে না ঠিক কখন সে হয়ে গেছে তালার জাদুকর। এক সময় ওর ওপর চোখ পড়ল একটি বিশেষ মহলের। শুরু হলো আশ্চর্য ভয়ঙ্কর এক কাহিনির।

আরও আসছে

২৭/১২/১৪	রহস্যপত্রিকা	(৩১ বর্ষ ৩ সংখ্যা)	জানুয়ারি, ২০১৫
০১/০১/১৫	অভিশপ্ত রক্ত	(অতিপ্রাকৃত কাহিনি)	আফজাল হোসেন
০৭/০১/১৫	নিঃসঙ্গ নেকড়ে	(ওয়েস্টার্ন)	মাসুদ আনোয়ার

মাসুদ রানা

জাপানি টাইকুন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনে পা রাখতেই ফাঁদে পড়ল
সোহেল, নেফারতিতি ও ফ্রেঞ্চ লিজনের সৈন্যরা।
রানাকে উদ্ধার করবে কী, নিজেদেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।
সেখান থেকে বাঁচলেও কি রেহাই আছে?
অপেক্ষা করছে নিত্যনতুন বিপদ।
ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে কেনজি নাকামুরার ভয়াল পরিকল্পনা।
সাহায্য পাবার উপায় নেই। পানামার প্রশাসনকে
টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে ধুরন্ধর জাপানি টাইকুন।
পিছনে লগিয়ে দিয়েছে তার পোষা খুনে বাহিনী।
এখন কী করা?
শেষ পর্যন্ত একাই মাঠে নামল রানা ও তার সঙ্গীরা।
পানামা ক্যানালের বুকে বেধে গেল ভয়াবহ সংঘাত।
আর ইনকাদের হারানো ট্রেজার?
সেটারই বা কী খবর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০